প্রথম অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত রাজ্যভোগ করার পর, পূর্ণজ্ঞানে পুনরায় নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন, এবং তারপর তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতি আসক্ত হন, কিন্তু অবশেষে তিনি জড় সুখভোগের প্রতি পুনরায় অনাসক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করেছিলেন। সেই কথা শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে বিষয়-বিমুখ ভগবদ্ভক্ত বিষয়ের প্রতি পরে আসক্ত হয়েছিলেন। তাই বিস্ময়ান্বিত হয়ে তিনি শুকদেব গোস্বামীকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তি যেহেতু চিন্ময়, তাই তা কোন প্রকার জড় প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। প্রিয়ব্রত এই দিব্য জ্ঞান নারদ মুনির উপদেশে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি রাজ্য সুখভোগের জীবনে প্রবেশ করতে চাননি। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাদের অনুরোধে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন।

সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেরই কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। বৃষ যেমন নাসাবিদ্ধ রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই সমস্ত বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই, সভ্য মানুষ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে আচরণ করে। জড়-জাগতিক জীবনেও কেউই স্বাধীনভাবে কর্ম করতে পারে না। সকলকেই ভগবান প্রদত্ত বিশেষ শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়, এবং তার ফলে তাদের বিভিন্ন স্তরের সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। কেউ যদি কৃত্রিমভাবে গৃহত্যাগ করে বনেও যায়, তবুও সে বৈষয়িক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস করার জন্য, গৃহস্থ-জীবনকে একটি দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন বশীভূত হয়, তখন গৃহে থাকা অথবা বনে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পিতা মনু গৃহত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত তখন

বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। বর্হিষ্মতীর গর্ভে তাঁর আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি নামক দশটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর গর্ভে ঊর্জস্বতী নামক একটি কন্যারও জন্ম হয়। মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পত্নী এবং পরিবারের সঙ্গে বহু সহস্র বৎসর বাস করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথের চাকার ছাপ থেকে সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, এবং অবশিষ্ট সাত পুত্র সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হন। প্রিয়ব্রতের অন্য আর এক পত্নীর গর্ভে উত্তম, রৈবত এবং তামস নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা তিন জনেই মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত মুক্তিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

প্রিয়ব্রতো ভাগবত আত্মারামঃ কথং মুনে ।
গৃহেঽরমত যন্মূলঃ কর্মবন্ধঃ পরাভবঃ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **প্রিয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রত; **ভাগবতঃ**—মহান ভগবদ্ভক্ত; **আত্ম-আরামঃ**—যিনি আত্ম-উপলব্ধিতে রমণ করেন; **কথম্**—কেন; **মুনে**—হে মহর্ষি; **গৃহে**—গৃহে; **অরমত**—ভোগ করেছিলেন; **যৎ-মূলঃ**—মূল কারণ-স্বরূপ; **কর্ম-বন্ধঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **পরাভবঃ**—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষি! মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন আত্মজ্ঞানী পরম ভগবদ্ভক্ত, তিনি কেন গৃহস্থ-আশ্রমে রত হয়েছিলেন? কারণ গৃহই সকাম কর্মের বন্ধনের মূল কারণ এবং মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে অকৃতকার্য করে।

তাৎপর্য

চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, নারদ মুনি মহারাজ প্রিয়ব্রতকে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। মনুষ্য-জীবনের

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্ম-উপলব্ধির পর ধীরে ধীরে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। নারদ মুনি যেহেতু রাজাকে সেই বিষয়ে পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন, তবুও কেন তিনি পুনরায় ভববন্ধনের প্রধান কারণ-স্বরূপ গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন? মহারাজ প্রিয়ব্রত গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন শুনে পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি কেবল আত্ম-উপলব্ধিই লাভ করেননি, অধিকন্তু তিনি ছিলেন ভগবানের উত্তম ভক্ত। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণই থাকে না, তবুও মহারাজ প্রিয়ব্রত যে গৃহস্থ-জীবন ভোগ করেছিলেন তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, "গৃহস্থ-জীবন ভোগ অনুচিত কেন?" তার উত্তর হচ্ছে যে গৃহস্থ-জীবনে মানুষ কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয় উপভোগই গৃহস্থ-জীবনের সারবস্তু, এবং মানুষ যতদিন ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রমে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করে, ততদিন সে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা মনুষ্য-জীবনের সব চাইতে বড় পরাজয়। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু মানুষ যতদিন তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে, একটি সাধারণ পশুর মতো আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এই পাশবিক আচরণগুলিতে মগ্ন থাকে, ততদিন তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। এই প্রকার জীবনকে বলা হয় *স্বরূপ-বিস্মৃতি*। তাই বৈদিক সভ্যতায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষাদান করা হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে তপশ্চর্যা এবং স্ত্রীসঙ্গ বর্জন অবশ্য কর্তব্য। তাই যদি কেউ ব্রহ্মচর্যের বিধি পূর্ণরূপে পালন করেন, তাহলে তিনি সাধারণত গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেন না। তখন তাকে বলা হয় *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী*। তাই *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য* সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি যে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেছিলেন, তা পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল।

এই শ্লোকে *ভাগবত আত্মারামঃ* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আত্মতৃপ্ত হন, তাহলে তাকে *ভাগবত আত্মারামঃ* বলা হয়। তৃপ্তি বহু প্রকার রয়েছে। কর্মীদের তৃপ্তি ভোগে, জ্ঞানীদের তৃপ্তি ব্রহ্মনির্বাণে, এবং ভক্তদের তৃপ্তি ভগবানের সেবায়। ভগবান আত্মারাম কারণ তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্য-ময়, এবং যিনি তাঁর সেবা করে তৃপ্ত হন, তাঁকে বলা হয় *ভাগবত আত্মারামঃ*। *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু*—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রয়াসী হন, এবং এই প্রকার হাজার হাজার সিদ্ধিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সংসারের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মতৃপ্ত হন। সেই তৃপ্তিও কিন্তু পরম তৃপ্তি

নয়। জ্ঞানী এবং কর্মীদের এমনকি যোগীদেরও কামনা-বাসনা রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিষ্কাম। ভগবানের সেবার ফলে যে তৃপ্তি, তাকে বলা হয় *অকাম*, এবং সেটিই হচ্ছে পরম তৃপ্তি। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন, "সর্বোচ্চ স্তরের তৃপ্তি পূর্ণরূপে লাভ করার পরেও, কেউ কিভাবে গৃহস্থ-জীবনে তৃপ্ত হতে পারেন?"

এই শ্লোকে *পরাভবঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন গৃহস্থ-জীবনে তৃপ্ত হয়, তখন তার সর্বনাশ হয়, কারণ তার ফলে সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। গৃহস্থ-জীবনের কার্যকলাপ যে মানুষকে কিভাবে গভীর থেকে গভীরতর বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজ বর্ণনা করেছেন। *আত্মপাতং গৃহম্ অন্ধকূপম্*—গৃহস্থ-জীবন ঠিক একটি অন্ধকূপের মতো। কেউ যদি এই অন্ধকূপে পতিত হয়, তাহলে তার আধ্যাত্মিক মৃত্যু অবধারিত। মহারাজ প্রিয়ব্রত যে কিভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও মুক্ত পরমহংস ছিলেন, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

ন নূনং মুক্তসঙ্গানাং তাদৃশানাং দ্বিজর্ষভ ।
গৃহেষ্বভিনিবেশোঽয়ং পুংসাং ভবিতুমর্হতি ॥ ২ ॥

ন—না; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **মুক্ত-সঙ্গানাম্**—যাঁরা বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত; **তাদৃশানাম্**—সেই প্রকার; **দ্বিজ-ঋষভ**—হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **অভিনিবেশঃ**—অত্যধিক আসক্তি; **অয়ম্**—এই; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ভবিতুম্**—হওয়া; **অর্হতি**—সম্ভব।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভগবদ্ভক্তেরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত পুরুষ, তাই তাঁদের পক্ষে গৃহের প্রতি এই প্রকার আসক্তি সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। সেই কথা ভগবান *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/২১) প্রতিপন্ন করেছেন। *ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ*—"ভগবদ্ভক্তি

সম্পাদনের ফলেই কেবল আমাকে জানা যায়।" তেমনই *ভগবদ্গীতায়ও* (১৮/৫৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" তাই ভক্তের পক্ষে গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গীরা মুক্ত। সকলেই আনন্দের অন্বেষণ করছে, কিন্তু এই জড় জগৎ নিরানন্দময়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল আনন্দ লাভ করা সম্ভব। গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্তি এবং ভগবদ্ভক্তি পরস্পর বিরোধী। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত যে যুগপৎ ভগবানের সেবায় এবং গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত ছিলেন, সেই কথা শুনে পরীক্ষিৎ মহারাজ কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

মহতাং খলু বিপ্রর্ষে উত্তমশ্লোকপাদয়োঃ ।
ছায়ানির্বৃতচিত্তানাং ন কুটুম্বে স্পৃহামতিঃ ॥ ৩ ॥

মহতাম্—মহান ভক্তদের; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **বিপ্র-ঋষে**—হে বিপ্রর্ষি; **উত্তম-শ্লোক-পাদয়োঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **ছায়া**—ছায়ায়; **নির্বৃত**—তৃপ্ত; **চিত্তানাম্**—যাদের চেতনা; **ন**—কখনই না; **কুটুম্বে**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **স্পৃহা-মতিঃ**—আসক্তচিত্ত।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মর্ষি! যে মহাত্মাগণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছে। তাঁদের চেতনা কখনই আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আসক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়* । তিনি বর্ণনা করেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ছায়া এতই স্নিগ্ধ ও সুশীতল যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দাবাগ্নিতে সর্বদা দগ্ধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থ-জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পার্থক্য তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা গৃহস্থ-জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছেন। যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে আসেন, তাঁরা কখনই গৃহস্থ-জীবনের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বলা হয়েছে,

পরম দৃষ্ট্বা নিবর্ততে—কেউ যখন উচ্চতর স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিকৃষ্ট স্তরের কার্যকলাপ আপনা থেকেই ত্যাগ করেন। এইভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা মাত্রই মানুষ গৃহস্থ-জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়।

শ্লোক ৪

সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্দারাগারসুতাদিষু ।
সক্তস্য যৎসিদ্ধিরভূৎকৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতা ॥ ৪ ॥

সংশয়ঃ—সন্দেহ; **অয়ম্**—এই; **মহান্**—মহান; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **দার**—স্ত্রীর প্রতি; **আগার**—গৃহ; **সুত**—সন্তান; **আদিষু**—ইত্যাদি; **সক্তস্য**—আসক্ত ব্যক্তির; **যৎ**—যেহেতু; **সিদ্ধিঃ**—সিদ্ধি; **অভূৎ**—হয়েছিল; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **চ**—ও; **মতিঃ**—আসক্তি; **অচ্যুতা**—অচ্যুত।

অনুবাদ

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহান ব্রাহ্মণ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো ব্যক্তি, যিনি তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভাবনায় সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণভক্তির এই পরম সিদ্ধিলাভ কি করে সম্ভব হয়েছিল, সেই কথা ভেবে মহারাজ পরীক্ষিৎ আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ॥

গৃহস্থ-জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের ব্রত যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ অধিকাংশ গৃহব্রতরাই ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ক্রমশ জড় অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে অধঃপতিত হয় (*অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্*)। তাদের পক্ষে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়া কি করে সম্ভব? মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর এই মহাসংশয় ছিন্ন করেন।

শ্লোক ৫

শ্রীশুক উবাচ

বাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস আবেশিত-চেতসো ভাগবতপরমহংস দয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বাঢ়ম্**—সঠিক; **উক্তম্**—আপনি যা বলেছেন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **উত্তম-শ্লোকস্য**—যিনি উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন; **শ্রীমৎ-চরণ-অরবিন্দ**—অত্যন্ত সুন্দর এবং সুরভিত পদ্মের মতো যাঁর চরণ; **মকরন্দ**—মধু; **রসে**—অমৃতে; **আবেশিত**—আবিষ্ট; **চেতসঃ**—যাঁর হৃদয়; **ভাগবত**—ভক্তকে; **পরম-হংস**—মুক্ত পুরুষ; **দয়িত**—মনোহর; **কথাম্**—মহিমা; **কিঞ্চিৎ**—কখনও কখনও; **অন্তরায়**—প্রতিবন্ধকতার দ্বারা; **বিহতাম্**—প্রতিহত; **স্বাম্**—নিজের; **শিব-তমাম্**—সর্বোচ্চ; **পদবীম্**—পদ; **ন**—না; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **হিন্বন্তি**—পরিত্যাগ করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। ব্রহ্মাদি মহান ব্যক্তিরা দিব্য শ্লোকের দ্বারা যাঁর বন্দনা করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা মহাভাগবত এবং মুক্ত পরমহংসদের কাছে অত্যন্ত মনোহর। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছেন, এবং যাঁর চিত্ত সর্বদা তাঁর মহিমায় আবিষ্ট, তিনি কখনও কখনও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হলেও, তিনি যে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছেন তা কখনই পরিত্যাগ করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজার উভয় উক্তিকেই সমর্থন করেছেন—অর্থাৎ উচ্চস্তরের কৃষ্ণভক্ত পুনরায় জড়-জাগতিক জীবন গ্রহণ করতে পারেন না এবং যিনি বিষয়ীর জীবন অবলম্বন করেছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারেন না। শুকদেব গোস্বামী উভয় উক্তিকেই স্বীকার করলেও, এই বলে তাদের যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন যে, যাঁর চিত্ত একবার ভগবানের মহিমায় আবিষ্ট হয়েছে, তিনি কখনও কখনও বাধা-বিপত্তির দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তাঁর অতি উচ্চ ভক্তিপদ পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে ভক্তিমার্গে দুই প্রকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছেন বৈষ্ণব অপরাধ না করতে, যার বর্ণনা করা হয়েছে 'হাতী মাতা' অপরাধ বলে। মত্ত হস্তী যখন সুন্দর বাগানে প্রবেশ করে, তখন সে সবকিছু তচনচ করে ক্ষেত উজাড় করে দেয়। তেমনই, বৈষ্ণব অপরাধ এতই ভয়ঙ্কর যে, তার ফলে অতি উচ্চ স্তরের ভক্তও তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যেহেতু কৃষ্ণভক্তি নিত্য, তাই তা কখনই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় না, কিন্তু সাময়িকভাবে তার পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত হয়। এইভাবে বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পথে একপ্রকার প্রতিবন্ধক। কিন্তু কখনও কখনও ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত কারোর ভগবদ্ভক্তি প্রতিহত করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ পূর্বে ছিলেন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাঁরা তিন জন্মে তাঁর শত্রু হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের ইচ্ছাও একপ্রকার প্রতিবন্ধক। উভয় ক্ষেত্রেই, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করেছেন যে শুদ্ধ ভক্ত, তাঁর ভক্তি কখনও হারিয়ে যায় না। প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুজনদের (স্বায়ম্ভুব মনু এবং ব্রহ্মা) আদেশ অনুসারে গৃহস্থ-জীবন স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তি বিসর্জন দিয়েছিলেন। কৃষ্ণভক্তি পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত, এবং তাই কোন অবস্থাতেই তা হারিয়ে যায় না। যেহেতু এই জড় জগতে কৃষ্ণভক্তির পথ বহু প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) ঘোষণা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—যিনি একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন, তাঁর কখনও বিনাশ হবে না।

এই শ্লোকে *শিবতমাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *শিবতমাম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম মঙ্গলময়'। ভগবদ্ভক্তির পথ এতই মঙ্গলময় যে, কোন অবস্থাতেই ভক্তের বিনাশ হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। *পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে*—"হে পার্থ! ভক্তের এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে কখনই বিনাশ হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪০) *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৩) ভগবান সেই কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥

ভগবানের আদেশে শুদ্ধ ভক্ত কখনও কখনও এই জগতে একজন সাধারণ মানুষের মতো আসেন। তাঁর পূর্ব অভ্যাসের ফলে, আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই

এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্তির প্রতি আসক্ত হন। তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ফলে, নানা রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আপনা থেকেই পুনরায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ক্রমশ উন্নতি সাধন করতে থাকেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একজন অতি উন্নত স্তরের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি নিদারুণভাবে অধঃপতিত হয়ে এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু হঠাৎ, যেই বেশ্যার প্রতি তিনি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তারই বাণীতে তাঁর আমূল পরিবর্তন হয়, এবং তিনি এক মহান ভক্তে পরিণত হন। মহান ভক্তদের জীবনে এই প্রকার অনেক ঘটনা দেখা গেছে যা প্রমাণ করে যে, একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে, তাঁর আর কখনও বিনাশ হয় না (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে, পাপকর্মের ফল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল ভক্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী জীবনে এবং এই জীবনে পুণ্যকর্মের আচরণ করেছেন, যাঁদের পাপময় জীবন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমার সেবায় যুক্ত হন।" পক্ষান্তরে, প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ॥

যে ব্যক্তি গৃহ, পরিবার, পত্নী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সমন্বিত জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সে কখনও কৃষ্ণভক্ত হতে পারে না।

ভগবানের কৃপায় ভক্তের জীবনে এই আপাতবিরোধের সমাধান হয়, এবং তাই ভক্ত কখনও মুক্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট হন না, যেই পথটিকে এই শ্লোকে *শিবতমাং পদবীম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যর্হি বাব হ রাজন্ স রাজপুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ পরমভাগবতো নারদস্য চরণোপসেবয়াঞ্জসাবগতপরমার্থসতত্ত্বো ব্রহ্মসত্রেণ দীক্ষিষ্যমাণো-

হবনিতলপরিপালনায়াম্নাতপ্রবরগুণগণৈকান্তভাজনতয়া স্বপিত্রোপামন্ত্রিতো ভগবতি বাসুদেব এবাব্যবধানসমাধিযোগেন সমাবেশিতসকলকারক-ক্রিয়াকলাপো নৈবাভ্যনন্দদ্ যদ্যপি তদপ্রত্যাম্নাতব্যং তদধিকরণ আত্মনোঽন্যস্মাদসতোঽপি পরাভবমন্বীক্ষমাণঃ ॥ ৬ ॥

যর্হি—যেহেতু; **বাব হ**—বাস্তবিকপক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্; **সঃ**—তিনি; **রাজ-পুত্রঃ**—রাজপুত্র; **প্রিয়ব্রতঃ**—প্রিয়ব্রত; **পরম**—পরম; **ভাগবতঃ**—ভক্ত; **নারদস্য**—নারদের; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্ম; **উপসেবয়া**—সেবার দ্বারা; **অঞ্জসা**—শীঘ্র; **অবগত**—জানতে পেরেছিলেন; **পরম-অর্থ**—আধ্যাত্মিক বিষয়; **স-তত্ত্বঃ**—সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সহকারে; **ব্রহ্ম-সত্রেণ**—নিরন্তর ভগবানের আলোচনার দ্বারা; **দীক্ষিষ্যমাণঃ**—পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করার বাসনায়; **অবনিতল**—ভূতল; **পরিপালনায়**—প্রতিপালন করার জন্য; **আম্নাত**—শাস্ত্র-নির্দেশিত; **প্রবর**—শ্রেষ্ঠ; **গুণ**—গুণাবলীর; **গণ**—সমূহ; **একান্ত**—অবিচলিতভাবে; **ভাজনতয়া**—সমন্বিত হওয়ার ফলে; **স্ব-পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **উপা-মন্ত্রিতঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **বাসুদেবে**—সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অব্যবধান**—নিরবচ্ছিন্নভাবে; **সমাধি-যোগেন**—যোগ সমাধির দ্বারা; **সমাবেশিত**—সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করে; **সকল**—সমস্ত; **কারক**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ক্রিয়া-কলাপঃ**—কার্যকলাপ; **ন**—না; **এব**—এইভাবে; **অভ্যনন্দৎ**—অভিনন্দিত; **যদ্যপি**—যদিও; **তৎ**—তা; **অপ্রত্যাম্নাতব্যম্**—কোন কারণেই বর্জনীয় নয়; **তৎ-অধিকরণে**—সেই পথ গ্রহণে; **আত্মনঃ**—নিজের; **অন্যস্মাৎ**—অন্য কার্যের দ্বারা; **অসতঃ**—জড়; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **পরাভবম্**—হ্রাস; **অন্বীক্ষমাণঃ**—ভবিষ্যৎ দর্শন করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! রাজপুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার ফলে, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পরম ভাগবত হয়েছিলেন। এই উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর চেতনা অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়নি। তাঁর পিতা তখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার আদেশ দেন। তিনি প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সেটিই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। রাজপুত্র প্রিয়ব্রত কিন্তু ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করছিলেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে

ভগবানের সেবায় যুক্ত করছিলেন। যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নয়, তবুও তিনি তা স্বীকার করেননি। তার ফলে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন, পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তিনি ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন কি না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়্যাছে কেবা*— "শুদ্ধ বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের সেবা না করে, কেউই কখনও ভববন্ধন থেকে পূর্ণ মুক্তিলাভ করতে পারেনি।" রাজপুত্র প্রিয়ব্রত নিষ্ঠা সহকারে নারদ মুনির চরণকমলের সেবা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান *(স-তত্ত্বঃ)* হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। *স-তত্ত্বঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, প্রিয়ব্রত আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন। তিনি এই জড় জগৎ সম্বন্ধে এবং এই জড় জগতে জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধেও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তার ফলে রাজপুত্র ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত করতে মনস্থ করেছিলেন।

প্রিয়ব্রতের পিতা স্বায়ম্ভুব মনু যখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। এটিই মহান ভক্তের লক্ষণ। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাতে তাঁর কোন রুচি থাকে না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। এইভাবে ভগবানের সেবা করার সময়, তিনি অনাসক্ত চিত্তে বাহ্যিকভাবে জড়-জাগতিক বিষয়ের দেখাশুনা করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর সন্তান-সন্ততির প্রতি কোন রকম আকর্ষণ না থাকলেও, তিনি তাদের পালন-পোষণ করেন এবং ভগবদ্ভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন। তেমনই, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মধুর আলাপ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত নন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সমস্ত গুণ অর্জন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, এবং যদিও তিনি তাঁদের সকলের সঙ্গে প্রিয়তম পতির মতো আচরণ করতেন, তবুও তিনি তাঁদের কারোর প্রতি আসক্ত ছিলেন না বা আকৃষ্ট ছিলেন না। তেমনই, ভক্ত গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করলেও এবং পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হলেও, তিনি কখনও আসক্ত হন না।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের সেবার দ্বারা রাজপুত্র প্রিয়ব্রত অচিরেই কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক

জীবনে উন্নতি লাভের এটিই হচ্ছে পন্থা। সেই সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"কারোর যদি ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩) ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময়, কৃষ্ণ এবং হরে শব্দ দুটি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ভগবানের সমস্ত লীলা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেহেতু তাঁর সমস্ত জীবন ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। সাধারণ মানুষ যেমন সর্বদা তার মনকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত করে, ভগবদ্ভক্তও সর্বদাই তাঁর মনকে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে নিযুক্ত রাখেন। একেই বলা হয় *ব্রহ্মসত্র*, অথবা সর্বদাই ভগবানের ধ্যান করা। শ্রীনারদ রাজপুত্র প্রিয়ব্রতকে এই সাধনায় পূর্ণরূপে দীক্ষিত করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অথ হ ভগবানাদিদেব এতস্য গুণবিসর্গস্য পরিবৃংহণানুধ্যানব্যবসিত-সকলজগদভিপ্রায় আত্মযোনিরখিলনিগমনিজগণপরিবেষ্টিতঃ স্বভবনাদবততার ॥ ৭ ॥

অথ—এইভাবে; **হ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আদি-দেবঃ**—প্রথম দেবতা; **এতস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **গুণ-বিসর্গস্য**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের সৃষ্টি; **পরিবৃংহণ**—কল্যাণ; **অনুধ্যান**—সর্বক্ষণ চিন্তা করে; **ব্যবসিত**—জ্ঞাত; **সকল**—সমগ্র; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **অভিপ্রায়ঃ**—পরম উদ্দেশ্য; **আত্ম**—পরমাত্মা; **যোনিঃ**—যার জন্মের উৎস; **অখিল**—সমগ্র; **নিগম**—বেদের দ্বারা; **নিজ-গণ**—নিজজনদের দ্বারা; **পরিবেষ্টিতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **স্ব-ভবনাৎ**—তাঁর ধাম থেকে; **অবততার**—অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব এবং পরম শক্তিমান ব্রহ্মা, যিনি সর্বদা ব্রহ্মাণ্ডের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য চিন্তাশীল, যিনি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অবগত

হওয়ার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে তৎপর, সেই পরম শক্তিমান ব্রহ্মা তাঁর নিজজন এবং মূর্তিমান বেদসমূহের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তাঁর ধাম সত্যলোক থেকে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত যেখানে ধ্যান করছিলেন, সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরম আত্মা শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সবকিছুর উৎস এবং তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে *জন্মাদ্যস্য যতঃ*। যেহেতু ব্রহ্মা সরাসরিভাবে ভগবান বিষ্ণু থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তাঁকে বলা হয় *আত্মযোনি*। তাঁকে ভগবানও বলা হয়, যদিও সাধারণত *ভগবান্* শব্দে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝান হয়। কখনও কখনও ব্রহ্মা, নারদ এবং শিবের মতো মহান ব্যক্তিদেরও *ভগবান্* বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য করেন। ব্রহ্মাকে *ভগবান্* বলা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের গৌণ স্রষ্টা। যে সমস্ত বদ্ধ জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য এখানে এসেছে, তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ চিন্তা করেন। সেই উদ্দেশ্যে সকলের পথ প্রদর্শনের জন্য, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছেন।

বৈদিক জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গের পন্থা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে বিরত হওয়ার পন্থা, এবং প্রবৃত্তিমার্গের পন্থা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের শাসন করার দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বিভিন্ন যুগে ব্রহ্মাকে অনেক মনুদের ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করতে বাধ্য করতে হয়। প্রত্যেক মনুর অধীনে অনেক রাজা থাকেন এবং তাঁরাও ব্রহ্মার উদ্দেশ্য সাধন করেন। পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, ধ্রুব মহারাজের পিতা উত্তানপাদকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়ব্রত তাঁর জীবনের শুরু থেকেই তপস্যা করছিলেন। এইভাবে প্রচেতাগণ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজারা ছিলেন মহারাজ উত্তানপাদের বংশধর। প্রচেতাদের পর যেহেতু কোন উপযুক্ত রাজা ছিলেন না, তাই স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর তপস্যারত জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতকে ফিরিয়ে আনার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সেই দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকার করেন, তখন ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়ব্রতকে সেই আদেশ পালন করতে অনুরোধ করেছিলেন। ব্রহ্মা একা আসেননি। মরীচি, আত্রেয় ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ-সহ তিনি এসেছিলেন। প্রিয়ব্রতের পক্ষে

বৈদিক নির্দেশ পালন এবং পৃথিবী শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করা যে তাঁর কর্তব্য, সেই কথা তাঁকে বোঝাবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে তাঁর নিত্য সহচর মূর্তিমান বেদসমূহকেও নিয়ে এসেছিলেন।

এই শ্লোকে *স্ব-ভবনাৎ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মা তাঁর স্বীয় ধাম থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্যেক দেবতাদের তাঁদের নিজেদের ধাম রয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্রের নিজস্ব ধাম রয়েছে, তেমনই চন্দ্রদেব এবং সূর্যদেবেরও ধাম রয়েছে। কোটি কোটি দেবতা রয়েছেন, এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রগুলি তাঁদের আলয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—"যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা সেই সমস্ত দেব-দেবীদের লোকে গমন করে।" ব্রহ্মার ধাম হচ্ছে সর্বোচ্চলোক, যাকে সত্যলোক এবং কখনও কখনও ব্রহ্মালোক বলা হয়। ব্রহ্মালোক বলতে সাধারণত চিৎ-জগৎকে বোঝান হয়। ব্রহ্মার ধাম হচ্ছে সত্যলোক, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্মা সেখানে বাস করেন, তাই সেই স্থানটিকে কখনও কখনও ব্রহ্মালোকও বলা হয়।

শ্লোক ৮

স তত্র তত্র গগনতল উডুপতিরিব বিমানাবলিভিরনুপথমমরপরিবৃঢ়ৈরভি-পূজ্যমানঃ পথি পথি চ বরূথশঃ সিদ্ধগন্ধর্বসাধ্যচারণমুনিগণৈরুপগীয়-মানো গন্ধমাদনদ্রোণীমবভাসয়ন্নুপসসর্প ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **গগন-তলে**—আকাশরূপ চন্দ্রাতপের নীচে; **উডু-পতিঃ**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **বিমান-আবলিভিঃ**—তাঁদের নিজ নিজ বিমানে; **অনুপথম্**—পথে; **অমর**—দেবতাদের; **পরিবৃঢ়ৈঃ**—নায়কদের দ্বারা; **অভিপূজ্য-মানঃ**—পূজিত হয়ে; **পথি পথি**—পথে পথে; **চ**—ও; **বরূথশঃ**—সমূহে; **সিদ্ধ**—সিদ্ধদের দ্বারা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **সাধ্য**—সাধ্যদের দ্বারা; **চারণ**—চারণদের দ্বারা; **মুনি-গণৈঃ**—এবং মুনিদের দ্বারা; **উপগীয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **গন্ধ-মাদন**—যেই লোকে গন্ধমাদন পর্বত রয়েছে; **দ্রোণীম্**—প্রান্ত; **অবভাসয়ন্**—প্রদীপ্ত করে; **উপসসর্প**—তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন তাঁর বাহন হংসে উপবিষ্ট হয়ে অবতরণ করছিলেন, তখন সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সাধ্য, চারণ, মহর্ষিগণ এবং দেবতারা তাঁদের বিমানে আরোহণ করে আকাশরূপ

চাঁদোয়ার নীচে ব্রহ্মাকে সম্বর্ধনা করার জন্য এবং পূজা করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা নক্ষত্র পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন, এবং তারপর তাঁর বাহন হংস তাঁকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত উপবিষ্ট ছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমন করেন। এই শ্লোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে যে, একটি লোক রয়েছে যা বিশাল পর্বতসমূহের দ্বারা আবৃত, যার মধ্যে একটি হচ্ছে গন্ধমাদন পর্বত। তিনজন মহান ব্যক্তি—প্রিয়ব্রত, নারদ এবং স্বায়ম্ভুব মনু—সেই পর্বতে উপবিষ্ট ছিলেন। *ব্রহ্মসংহিতার* বর্ণনা অনুসারে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন লোক রয়েছে, এবং প্রতিটি লোকের অতুলনীয় ঐশ্বর্য রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সিদ্ধলোকের সমস্ত অধিবাসীরা অতি উন্নত স্তরের যোগসিদ্ধি সমন্বিত। তাঁরা বিমান অথবা আকাশযান ব্যতীতই এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে উড়ে যেতে পারেন। তেমনই, গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা সঙ্গীতশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী। আর সাধ্যলোকের অধিবাসীরা হচ্ছেন এক-একজন মহান সন্ত। আন্তর্গ্রহ প্রণালী নিঃসন্দেহে রয়েছে, এবং বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে যেতে পারেন। এই পৃথিবীতে কিন্তু আমরা এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারিনি, যা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে সরাসরিভাবে যেতে পারে, যদিও মানুষ চাঁদে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

শ্লোক ৯

তত্র হ বা এনং দেবর্ষির্হংসযানেন পিতরং ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমুপলভমানঃ সহসৈবোত্থায়ার্হণেন সহ পিতাপুত্রাভ্যামবহিতাঞ্জলিরুপতস্থে ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে; **হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **এনম্**—তাঁকে; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **হংস-যানেন**—তাঁর বাহন হংসের দ্বারা; **পিতরম্**—তাঁর পিতা; **ভগবন্তম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **হিরণ্য-গর্ভম্**—ব্রহ্মাকে; **উপলভমানঃ**—বুঝে; **সহসা এব**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **অর্হণেন**—পূজার উপকরণ সহ; **সহ**—সঙ্গে; **পিতা-পুত্রাভাম্**—প্রিয়ব্রত এবং তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বারা; **অবহিত-অঞ্জলিঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে হাত জোড় করে; **উপতস্থে**—পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনির পিতা ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। নারদ মুনি সেই মহান হংসকে দর্শন করা মাত্র, বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রহ্মা এসেছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত, যাঁকে নারদ মুনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মার পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার সঙ্গে অন্যান্য দেবতারাও গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ বাহন ছিল হংস। তাই হংসটি দেখা মাত্রই নারদ মুনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতা, যিনি হিরণ্যগর্ভ নামেও পরিচিত, তিনি আসছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতসহ তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

ভগবানপি ভারত তদুপনীতার্হণঃ সূক্তবাকেনাতিতরামুদিতগুণগণাবতার-সুজয়ঃ প্রিয়ব্রতমাদিপুরুষস্তং সদয়হাসাবলোক ইতি হোবাচ ॥ ১০ ॥

ভগবান্—শ্রীব্রহ্মা; **অপি**—অধিকন্তু; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তৎ**—তাঁদের দ্বারা; **উপনীত**—উপনীত; **অর্হণঃ**—পূজার সামগ্রী; **সূক্ত**—বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে; **বাকেন**—বাণীর দ্বারা; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **উদিত**—প্রশংসিত; **গুণ-গণ**—গুণাবলী; **অবতার**—অবতরণ করার জন্য; **সু-জয়ঃ**—যাঁর মহিমা; **প্রিয়ব্রতম্**—প্রিয়ব্রতকে; **আদি-পুরুষঃ**—আদি পুরুষ; **তম্**—তাঁকে; **স-দয়**—দয়াপূর্বক; **হাস**—হেসে; **অবলোকঃ**—দৃষ্টিপাত করে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে ভূলোকে অবতরণ করলে, নারদ মুনি, রাজপুত্র প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে পূজার সামগ্রী নিবেদন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে অতি মধুর বাক্যে তাঁর স্তুতি করেছিলেন। তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা

প্রিয়ব্রতের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন, এবং প্রসন্ন বদনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁকে বলেছিলেন—

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে প্রিয়ব্রতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সত্যলোক থেকে অবতরণ করেছিলেন তা ইঙ্গিত করে যে, সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নারদ মুনি প্রিয়ব্রতকে আধ্যাত্মিক জীবন, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন, এবং ব্রহ্মা জানতেন যে, নারদের উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাই ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যদি স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে প্রিয়ব্রতকে অনুরোধ না করেন, তাহলে তিনি তাঁর পিতার নির্দেশ অঙ্গীকার করবেন না। ব্রহ্মার উদ্দেশ্য ছিল প্রিয়ব্রতের সংকল্প ভঙ্গ করা। তাই ব্রহ্মা প্রথমে সস্নেহে প্রিয়ব্রতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাঁর হাস্য এবং অনুকম্পা ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মা যদিও প্রিয়ব্রতকে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করতে অনুরোধ করবেন, তবুও প্রিয়ব্রত ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন না। বৈষ্ণবের আশীর্বাদে সবকিছুই সম্ভব। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে তা *কৃপাসিদ্ধি* বলে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ গুরুজনের আশীর্বাদে লব্ধ সিদ্ধি। সাধারণত মানুষ মুক্তি এবং সিদ্ধি লাভ করে শাস্ত্রবিধি অনুষ্ঠান করার ফলে। কিন্তু, বহু ব্যক্তি কেবল শ্রীগুরুদেবের অথবা গুরুজনের আশীর্বাদে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

প্রিয়ব্রত ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র, এবং যেহেতু কখনও কখনও পিতামহ এবং পৌত্রের মধ্যে হাসি ঠাট্টা হয়, তেমনই এখানেও প্রিয়ব্রত তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, আর ব্রহ্মা তাঁকে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই ব্রহ্মার স্নেহপূর্ণ হাস্য এবং দৃষ্টিপাতের অর্থ ছিল, "হে প্রিয়ব্রত! তুমি গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করবে না বলে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমি তোমাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করাতে মনস্থ করেছি।" প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা এসেছিলেন প্রিয়ব্রতের ত্যাগ, তপস্যা, সংযম এবং ভক্তির উচ্চ আদর্শের প্রশংসা করার জন্য, যাতে তিনি গৃহস্থ-জীবন অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত না হন।

এই শ্লোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *সূক্ত-বাকেন* (বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা)। *বেদে* ব্রহ্মার স্তব রয়েছে—*হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য যাতঃ পতিরেক আসীৎ।* উপযুক্ত বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, এবং যেহেতু বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তাই তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ
নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি
মাসূয়িতুং দেবমর্হস্যপ্রমেয়ম্ ।
বয়ং ভবস্তে তত এষ মহর্ষি-
র্বহাম সর্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **নিবোধ**—মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ কর, **তত**—হে পুত্র; **ইদম্**—এই; **ঋতম্**—সত্য; **ব্রবীমি**—আমি বলছি; **মা**—না; **অসূয়িতুম্**—ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **অপ্রমেয়ম্**—যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত; **বয়ম্**—আমরা; **ভবঃ**—শিব; **তে**—তোমার; **ততঃ**—পিতা; **এষঃ**—এই; **মহা-ঋষিঃ**—নারদ; **বহামঃ**—সম্পাদন করতে; **সর্বে**—সমস্ত; **বিবশাঃ**—অবজ্ঞা করতে অক্ষম; **যস্য**—যার; **দিষ্টম্**—আদেশ।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা বললেন—হে বৎস প্রিয়ব্রত! আমি তোমাকে যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ো না। শিব, তোমার পিতা, মহর্ষি নারদ, আমাদের সকলকেই সেই পরমেশ্বরের আদেশ পালন করতে হয়। আমরা কেউই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না।

তাৎপর্য

ভক্তিমার্গের বারোজন মহাজনের মধ্যে চারজন—ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র নারদ, স্বায়ম্ভুব মনু এবং শিব—প্রিয়ব্রতের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে অন্য অনেক মহর্ষিও ছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই সমস্ত মহাত্মারা যদিও এক-একজন মহাজন, তবুও তাঁরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অমান্য করতে পারেন না, যাঁকে এই শ্লোকে *দেব* অর্থাৎ 'সর্বদা কীর্তিময়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি, মহিমা এবং শৌর্য কখনই ক্ষয় হয় না। *ঈশোপনিষদে* ভগবানকে *অপাপবিদ্ধ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, জড় বিচারে যাকে পাপ বলে বিচার করা হয়, তার দ্বারা

তিনি কখনই প্রভাবিত হন না। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান এতই শক্তিশালী যে, আমাদের বিচারে যা ঘৃণ্য তা কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। ভগবানের এই অনন্ত শক্তির বিশ্লেষণ করার জন্য কখনও কখনও সূর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। যেমন সূর্য পৃথিবী থেকে মূত্র শোষণ করে নেয়, কিন্তু তার ফলে সূর্য কখনও কলুষিত হয় না। ভগবানকে কখনও কোন অন্যায় করার জন্য দোষারোপ করা যায় না।

ব্রহ্মা যখন প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি খামখেয়ালের বশে যাননি; তিনি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মহাজনেরা ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কখনও কিছু করেন না। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে বলা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্তির দ্বারা জীব যতই পবিত্র হন, ততই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভ করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা সর্বদা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে আসতে পারে।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/১০) তাই ব্রহ্মা তাঁর নিজের খেয়ালের বশে প্রিয়ব্রতের কাছে আসেননি; পক্ষান্তরে বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের নির্দেশে প্রিয়ব্রতকে যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে রাজি করাতে এসেছিলেন। ভগবানের কার্যকলাপ জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাই তাঁকে এখানে *অপ্রমেয়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মা প্রথমে প্রিয়ব্রতকে উপদেশ দিয়েছেন, নির্মৎসর হয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনতে।

মানুষ যে অন্য কোন কিছু করার বাসনা সত্ত্বেও কোন বিশেষ কার্য করতে কেন অনুপ্রাণিত হয়, তা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ যদি শিব, ব্রহ্মা, মনু অথবা নারদের মতো শক্তিশালীও হন, তবুও তিনি ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না। সমস্ত মহাজনেরাই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তাঁদের ভগবানের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই। ব্রহ্মা যেহেতু ভগবানের আদেশ অনুসারে প্রিয়ব্রতের কাছে এসেছিলেন, তাই তিনি সর্বপ্রথমে প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর শত্রু নন। ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করছিলেন, এবং তাই প্রিয়ব্রতের পক্ষে তাঁর আদেশ পালন করা শ্রেয়স্কর হবে।

শ্লোক ১২

ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্যেণ মনীষয়া বা ।
নৈবার্থধর্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ ॥ ১২ ॥

ন—কখনই না; **তস্য**—তাঁর; **কশ্চিৎ**—কেউ; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **ন**—কখনই না; **যোগ**—অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা; **বীর্যেণ**—স্বীয় শক্তির দ্বারা; **মনীষয়া**—বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা; **বা**—অথবা; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থ**—জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা; **ধর্মৈঃ**—ধর্মবলের দ্বারা; **পরতঃ**—কোন প্রকার বাহ্যিক শক্তির দ্বারা; **স্বতঃ**—স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা; **বা**—অথবা; **কৃতম্**—আদেশ; **বিহন্তুম্**—অবজ্ঞা করা; **তনু-ভৃৎ**—জড় দেহধারী জীব; **বিভূয়াৎ**—সক্ষম হয়।

অনুবাদ

কোন জীবই কঠোর তপস্যার বলে, উন্নত বৈদিক শিক্ষার বলে, অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে, দৈহিক শক্তির প্রভাবে অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে না। এমন কি ধর্মের বলে, অথবা জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অথবা অন্য কোন উপায়েই, কিংবা স্বীয় শক্তির বলে অথবা অন্যদের সাহায্যের বলে, ভগবানের আদেশ অমান্য করা যায় না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত কারও পক্ষেই ভগবানের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

গর্গ উপনিষদে গর্গ মুনি তাঁর পত্নীকে বলেছেন, *এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গর্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ*—"হে গর্গী! সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এমন কি সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেবতারাও সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।" মানুষই হোক আর পশুই হোক, দেহধারী কোন জীবই ভগবানের নিয়ন্ত্রণের সীমার বাইরে যেতে পারে না। জড় দেহে ইন্দ্রিয় রয়েছে। তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের ভগবানের আইন অথবা প্রকৃতির নিয়ম থেকে মুক্ত হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে। *মম মায়া দুরত্যয়া*—মায়ার নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করা অসম্ভব, কারণ মায়ার

কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন ভগবান। কখনও কখনও আমরা আমাদের তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগসিদ্ধির গর্বে গর্বিত হই, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগসিদ্ধির বলে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রভাবে অথবা তপস্যার প্রভাবে ভগবানের নির্দেশ এবং আইন লঙ্ঘন করা যায় না। তা অসম্ভব।

মনীষয়া ('বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়ব্রত যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, ব্রহ্মা তাঁকে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করছেন, অথচ নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করতে এবং জড় বিষয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হতে। প্রিয়ব্রতের পক্ষে তার ফলে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়েই হচ্ছেন মহাজন। এই পরিস্থিতিতে *মনীষয়া* শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে, কারণ তা ইঙ্গিত করছে যে, যেহেতু নারদ মুনি এবং ব্রহ্মা উভয়েই উপদেশপ্রদানকারী মহাজন, তাই প্রিয়ব্রতের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কারোর নির্দেশই অবহেলা না করে, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা উভয় উপদেশই শিরোধার্য করা। এই দ্বিধার সমাধান করতে শ্রীল রূপ গোস্বামী বুদ্ধি সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

বিষয়ান্, অর্থাৎ জড়-জাগতিক বিষয় অনাসক্ত হয়ে গ্রহণ করা উচিত, এবং সবকিছুই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত *মনীষা* । কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সবকিছু অঙ্গীকার করেন, তাহলে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা অথবা জড় জগতের রাজা হওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সেইজন্য নির্মল বুদ্ধিবৃত্তির বা মনীষার প্রয়োজন হয়। মায়াবাদীরা বলে, *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*—এই জগৎ মিথ্যা, এবং কেবল ব্রহ্মই হচ্ছে সত্য। কিন্তু ব্রহ্মা এবং নারদ মুনির পরম্পরায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের মতে এই জগৎ মিথ্যা নয়। যা ভগবানের সৃষ্ট তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না, কিন্তু নিজের ভোগের জন্য তার ব্যবহার মিথ্যা। সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের ভোগের জন্য, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর ঈশ্বর এবং ভোক্তা, এবং তাই সবকিছুই তাঁর উপভোগের জন্য এবং সেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত। মানুষ অনুকূল অথবা প্রতিকূল যে পরিস্থিতিতে থাকুন না কেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সবকিছুই ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা। সেটিই হচ্ছে মনীষার আদর্শ উপযোগিতা।

শ্লোক ১৩

ভবায় নাশায় চ কর্ম কর্তুং
শোকায় মোহায় সদা ভয়ায় ।
সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগ-
মব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে ॥ ১৩ ॥

ভবায়—জন্মের নিমিত্ত; **নাশায়**—মৃত্যুর জন্য; **চ**—ও; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **কর্তুম্**—করার জন্য; **শোকায়**—শোকের জন্য; **মোহায়**—মোহের জন্য; **সদা**—সর্বদা; **ভয়ায়**—ভয়ের জন্য; **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখায়**—দুঃখের জন্য; **চ**—ও; **দেহ-যোগম্**—জড় দেহের সম্বন্ধ; **অব্যক্ত**—ভগবানের দ্বারা; **দিষ্টম্**—নির্দেশিত; **জনতা**—জীবাত্মা; **অঙ্গ**—হে প্রিয়ব্রত; **ধত্তে**—ধারণ করে।

অনুবাদ

হে প্রিয়ব্রত! ভগবানের নির্দেশে সমস্ত জীবাত্মা জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শোক, মোহ, ভয়, সুখ এবং দুঃখের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সমস্ত জীবাত্মা জড় সুখ উপভোগের জন্য এখানে এসেছে, কিন্তু তাকে তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করতে হয়, এবং সেই দেহগুলি ভগবানের আদেশে জড়া প্রকৃতি প্রদান করে। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*—সবকিছুই সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির দ্বারা। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জানে না চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার শরীর কেন রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে যে, জীবদের বাসনা অনুসারে ভগবান তাদের এই সমস্ত শরীর প্রদান করেন। তিনি জীবদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের কর্মের ফল অনুসারে শরীর ধারণ করতে হয়। এই রকম বিভিন্ন প্রকার শরীর রয়েছে। কোন জীবের আয়ু অল্প, আবার অন্য কোন জীবের অতি দীর্ঘ আয়ু। কিন্তু, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সকলকেই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করতে হয়, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান কোন জীবকে একভাবে পরিচালিত করছেন এবং অন্য জীবদের অন্যভাবে পরিচালিত করছেন। আসলে প্রতিটি জীবেরই বিশেষ বাসনা রয়েছে, এবং ভগবান তাদের সেই সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। তাই সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তাঁর বাসনা অনুসারে কার্য করা। যিনি তা করেন, তিনি মুক্ত।

শ্লোক ১৪

যদ্বাচি তন্ত্যাং গুণকর্মদামভিঃ
সুদুস্তরৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ ।
সর্বে বহামো বলিমীশ্বরায়
প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ ॥ ১৪ ॥

যৎ—যাঁর; **বাচি**—বৈদিক নির্দেশরূপে; **তন্ত্যাম্**—দীর্ঘ রজ্জুতে; **গুণ**—গুণের; **কর্ম**—এবং কর্ম; **দামভিঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **সু-দুস্তরৈঃ**—সুদৃঢ়; **বৎস**—হে বৎস; **বয়ম্**—আমরা; **সু-যোজিতাঃ**—যুক্ত; **সর্বে**—সকলে; **বহামঃ**—পালন করি; **বলিম্**—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **ঈশ্বরায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **প্রোতাঃ**—বদ্ধ হয়ে; **নসি**—নাসিকায়; **ইব**—সদৃশ; **দ্বি-পদে**—দ্বিপদ বিশিষ্ট (চালক); **চতুঃ-পদঃ**—চতুষ্পদ (বৃষ)।

অনুবাদ

হে বৎস! আমরা সকলেই আমাদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বৈদিক নির্দেশের দ্বারা বর্ণাশ্রম বিভাগে আবদ্ধ। এই বিভাগগুলি অবহেলা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজন করা হয়েছে। তাই, বলীবর্দ যেমন নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে চালকের পরিচালনা অনুসারে চালিত হতে বাধ্য হয়, আমাদেরও তেমন বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্তব্য পালন করতে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তন্ত্যাং গুণ-কর্ম-দামভিঃ* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যেভাবে সঙ্গ করি, সেই অনুসারে আমাদের দেহ প্রাপ্ত

হই এবং সেই অনুসারে কর্ম করি। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—গুণ এবং কর্ম অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্বন্ধে অবশ্য কিছু মতভেদ রয়েছে, কারণ, কেউ কেউ বলে যে পূর্ব জীবনের গুণ এবং কর্ম অনুসারে যেহেতু মানুষ তার শরীর প্রাপ্ত হয়, তাই জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ধারিত হয়। আবার অন্যেরা বলে যে, যেহেতু এই জীবনে গুণ এবং কর্ম পরিবর্তন করা যায়, তাই পূর্ব জীবনের গুণ এবং কর্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই তাঁরা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণবিভাগ এই জীবনের গুণ ও কর্ম অনুসারে হওয়া উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নারদ মুনি এই মতটি প্রতিপন্ন করেছেন। যুধিষ্ঠির মহারাজকে গুণ এবং কর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময় নারদ মুনি বলেছেন যে, এই লক্ষণ অনুসারেই বর্ণবিভাগ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ, কেউ যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও শূদ্রের লক্ষণ যুক্ত হয় তা হলে তাকে শূদ্র বলেই বিবেচনা করতে হবে। তেমনই, কোন শূদ্র বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন, তাহলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

বর্ণাশ্রম প্রথা বিজ্ঞানসম্মত। তাই আমরা যদি বৈদিক নির্দেশ অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করি, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। মানব-সমাজ যদি এই বর্ণবিভাগ অনুসারে গঠিত না হয়, তাহলে তা পূর্ণ হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

"বর্ণাশ্রম প্রথার নির্ধারিত কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হয়। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের এছাড়া আর কোন পন্থা নেই। তাই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ব্যবস্থায় অবস্থিত হওয়া মানুষের অবশ্য কর্তব্য।" সমগ্র মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা। বর্তমান সময়ে কিন্তু মানব-সমাজ ভুলে গেছে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য অথবা পরম পূর্ণতা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা, তাই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার পরিবর্তে, তারা জড়ের পূজা করার শিক্ষা লাভ করছে। আধুনিক সমাজের নির্দেশ অনুসারে মানুষ মনে করে যে, গগনচুম্বী বাড়ি তৈরি করে, বড় বড় রাস্তা তৈরি করে, গাড়ি এবং অন্যান্য সমস্ত যন্ত্র তৈরি করে, তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় পদার্থের উপযোগ

হচ্ছে সভ্যতার প্রগতি। এই প্রকার সমাজে মানুষ তাদের জীবনের উদ্দেশ্য যে কি তা জানতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছানোর প্রয়াস না করে মানুষ জড়া প্রকৃতির মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা মোহিত হচ্ছে। তাই জড়-জাগতিক প্রগতি অন্ধ এবং সেই সমাজের নেতারাও অন্ধ। তারা তাদের অনুগামীদের ভুল পথে পরিচালিত করছে।

তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ মেনে নেওয়া, এই শ্লোকে যাকে *যদ্বাচি* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বর্ণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সেই অনুসারে শিক্ষা লাভ করা। তাহলেই তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। তা না হলে, সমগ্র মানব-সমাজ বিভ্রান্ত হবে। মানব-সমাজ যদি বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিভক্ত হয় এবং বৈদিক নির্দেশ পালন করে, তাহলে সামাজিক স্থিতি নির্বিশেষে সকলের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। এমন নয় যে ব্রাহ্মণেরাই কেবল চিন্ময় স্তরে উন্নীত হবে। বৈদিক নির্দেশ যদি পালন করা হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সকলেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারবেন, এবং তখন তাঁদের জীবন সফল হবে। বৈদিক নির্দেশগুলি হচ্ছে ভগবানের অভ্রান্ত নির্দেশ। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ যেমন চালকের পরিচালনা অনুসারে পরিচালিত হয়, তেমনই যদি আমরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করি, তাহলে আমাদের জীবন আদর্শ পথে পরিচালিত হবে। আমরা যদি সেভাবে পরিচালিত না হয়ে আমাদের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করি, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে এবং চরমে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান সময়ে মানুষ যেহেতু বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করছে না, তাই তারা সকলে বিভ্রান্ত। প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মা যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে যদি আমরা সেই অনুসারে জীবন যাপন করি, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

আমরা যদি শাস্ত্রের নির্দেশ বা বেদের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন না করি, তাহলে আমরা কখনই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারব না, সুখ অথবা জীবনের উন্নততর পদ প্রাপ্তি তো দূরের কথা।

শ্লোক ১৫

ঈশাভিসৃষ্টং হ্যবরুন্ধ্মহেহঙ্গ
দুঃখং সুখং বা গুণকর্মসঙ্গাৎ ।
আস্থায় তত্তদ্ যদযুঙ্ক্ত নাথ-
শ্চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ ॥ ১৫ ॥

ঈশ-অভিসৃষ্টম্—ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট অথবা প্রদত্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবরুন্ধ্মহে**—আমাদের স্বীকার করতে হবে; **অঙ্গ**—হে প্রিয়ব্রত; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সুখম্**—সুখ; **বা**—অথবা; **গুণ-কর্ম**—গুণ ও কর্মের সঙ্গে; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ করার ফলে; **আস্থায়**—অবস্থিত হয়ে; **তৎ তৎ**—সেই অবস্থা; **যৎ**—যে দেহ; **অযুঙ্ক্ত**—তিনি প্রদান করেছেন; **নাথঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **চক্ষুষ্মতা**—নেত্রযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **ইব**—সদৃশ; **নীয়মানাঃ**—পরিচালিত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রিয়ব্রত! জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে আমাদের সঙ্গ অনুসারে ভগবান আমাদের বিশেষ শরীর প্রদান করেন, এবং সেই অনুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। তাই অন্ধ যেভাবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে যে অবস্থাতে আমরা রয়েছি, সেই অবস্থাতেই থেকে ভগবানের দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

জড় উপায়ের দ্বারা জীব কখনও তার বিশেষ শরীরের সুখ এবং দুঃখের বোঝা এড়াতে পারে না। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু পরিমাণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, কারণ যাঁর বিধান অনুসারে আমরা আমাদের শরীর প্রাপ্ত হয়েছি, সেই ভগবানই আমাদের সুখ এবং দুঃখ নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু আমরা ভগবানের পরিকল্পনা এড়াতে পারি না, তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অন্ধ যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া। ভগবান আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন, সেই অবস্থাতে থেকেই যদি আমরা তাঁর আদেশ পালন করতে থাকি, তাহলে আমরা পূর্ণতা লাভ করতে পারব। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই ধর্ম বা বৃত্তিগত কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত।

তাই *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* —"তোমার অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, কেবল আমার শরণাগত হও এবং আমাকে অনুসরণ কর।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ করে তাঁর শরণাগত হওয়ার এই পন্থা কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের জন্য নয়। ব্রাহ্মণ ভগবানের শরণাগত হতে পারে, এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রও ভগবানের শরণাগত হতে পারে। এই পন্থা সকলেই অবলম্বন করতে পারে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ* —অন্ধ যেভাবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে অনুসরণ করে, ঠিক সেইভাবে ভগবানকে অনুসরণ করা উচিত। *বেদ* এবং *ভগবদগীতায়* ভগবান যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সমস্ত নির্দেশ অনুসারে যদি আমরা ভগবানের অনুগমন করি, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। ভগবান তাই বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তাহলে তুমি অবশ্যই আমার ধামে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করছি, কারণ তুমি আমার অতি প্রিয় সখা।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৫) এই নির্দেশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— সকলেরই জন্য। যদি কেউ, তা তিনি যেই জাতির বা ধর্মের হন না কেন, ভগবানের শরণাগত হন এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তাহলে তাঁর জীবন সার্থক হবে।

পূর্ববর্তী শ্লোকে গরুর গাড়ির চালকের দ্বারা পরিচালিত বলীবর্দের উপমা দেওয়া হয়েছে। বলীবর্দ সম্পূর্ণরূপে চালকের শরণাগত হয়ে, যেখানেই সে তাকে নিয়ে যায়, সেখানেই যায় এবং তাকে সে যা খেতে দেয় তাই খায়। তেমনই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়ে, সুখের আকাঙ্ক্ষা না করে অথবা দুঃখ-দুর্দশার জন্য অনুতাপ না করে, তিনি আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন, সেই পরিস্থিতিতেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেওয়া সুখ-দুঃখে অবিচলিত থেকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করা। সাধারণত রজ এবং তমোগুণের বশীভূত হয়ে জীব ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি সম্বন্ধে ভগবানের পরিকল্পনা বুঝতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এই পরিকল্পনা হৃদয়ঙ্গম করার এক বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করা যায়, এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে, ভগবানের নির্দেশ পালন করে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়। সারা জগৎ প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বিশেষ করে রজ এবং তমোগুণের

দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে, কিন্তু মানুষ যদি ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যত্নশীল হয়, তাহলে তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে এবং তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারে। তাই *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন ব্যতীত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই।" ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করার সুযোগ প্রত্যেককে দেওয়া উচিত, কারণ তার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং সত্ত্বগুণেরও অতীত পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারবে। এইভাবে তার প্রগতির পথে সমস্ত বাধাবিপত্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। পরিশেষে, আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবান আমাদের যেই অবস্থাতে রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই আমাদের সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং সর্বদা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে।

শ্লোক ১৬

মুক্তোহপি তাবদ্বিভৃয়াৎ স্বদেহ-
মারব্ধমশ্নন্নভিমানশূন্যঃ ।
যথানুভূতং প্রতিযাতনিদ্রঃ
কিং ত্বন্যদেহায় গুণান্ন বৃঙ্‌ক্তে ॥ ১৬ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত পুরুষ; **অপি**—ও; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **বিভৃয়াৎ**—ধারণ করতে হয়; **স্ব-দেহম্**—তার দেহ; **আরব্ধম্**—পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত; **অশ্নন্**—গ্রহণ করে; **অভিমান-শূন্যঃ**—ভ্রান্ত ধারণা রহিত; **যথা**—যেমন; **অনুভূতম্**—যা অনুভব করা হয়েছে; **প্রতিযাত-নিদ্রঃ**—ঘুম থেকে যে জেগে উঠেছে; **কিম্ তু**—কিন্তু; **অন্য-দেহায়**—অন্য আর একটি জড় শরীরের জন্য; **গুণান্**—গুণসমূহ; **ন**—কখনই না; **বৃঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে।

অনুবাদ

মুক্ত হলেও মানুষকে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহ ধারণ করতে হয়। কিন্তু তিনি তখন অভিমানশূন্য হয়ে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করেন,

তেমনই তাঁর সুখ এবং দুঃখকে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করেন। এইভাবে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং প্রকৃতির তিন গুণের বশীভূত হয়ে অন্য আর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কর্ম করেন না।

তাৎপর্য

বদ্ধ এবং মুক্ত জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বদ্ধ জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু মুক্ত পুরুষ জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন, পক্ষান্তরে দেহ থেকে ভিন্ন আত্মা। প্রিয়ব্রত মনে করে থাকতে পারেন যে, বদ্ধ জীব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ সেই বন্ধন স্বীকার করবেন? তাঁর সেই সন্দেহ দূর করার জন্য ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, মুক্ত পুরুষেরাও তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাঁদের বর্তমান শরীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন না। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ অনেক অলীক বস্তু দর্শন করে, কিন্তু যখন সে জেগে ওঠে, তখন আর সেই বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে, সে তার বাস্তব জীবনে প্রগতি সাধনে যত্নশীল হয়। তেমনই, মুক্ত পুরুষ—যিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন যে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপে তিনি তাঁর দেহ নন, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা—অজ্ঞানতাবশত অনুষ্ঠিত তাঁর সমস্ত পূর্বকৃত কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোন রকম পরোয়া না করে, তিনি তাঁর বর্তমান কার্যকলাপ এমনভাবে অনুষ্ঠান করেন যে তার ফলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বর্ণিত হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান যজ্ঞপুরুষের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম করেন, তাহলে তাঁর সেই কর্মের ফলে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু কর্মীরা, যারা তাদের নিজেদের স্বার্থে কর্ম করে, তাদের সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। মুক্ত পুরুষ তাই, অজ্ঞানতাবশত অতীতে তিনি কি করেছেন, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করেন না; পক্ষান্তরে, তিনি এমনভাবে কর্ম করেন, যার ফলে তাঁর কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য আর একটি শরীরের সৃষ্টি না হয়। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উপনীত হন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬) আমাদের পূর্ববর্তী জীবনে আমরা

যে কি করেছি তার পরোয়া না করে, আমরা যদি এই জীবনে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হই, তাহলে আমরা ব্রহ্মভূত (মুক্ত) স্তরে সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকতে পারব। তখন আমরা কর্মের ফল থেকে মুক্ত হব এবং তখন আর আমাদের আর একটি জড় শরীর ধারণ করতে হবে না। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন* (ভগবদ্‌গীতা ৪/৯)। যিনি এইভাবে আচরণ করেছেন তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর, অন্য আর একটি জড় দেহ ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১৭

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ভয়ম্—ভয়; **প্রমত্তস্য**—মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির; **বনেষু**—বনে; **অপি**—ও; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **যতঃ**—যেহেতু; **সঃ**—তিনি (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি); **আস্তে**—বিরাজ করে; **সহ**—সঙ্গে; **ষট্-সপত্নঃ**—ছয়জন সতীন; **জিত-ইন্দ্রিয়স্য**—যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয় জয় করেছেন; **আত্ম-রতেঃ**—আত্মতুষ্ট; **বুধস্য**—সেই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তির; **গৃহ-আশ্রমঃ**—গৃহস্থ-জীবন; **কিম্**—কি; **নু**—নিঃসন্দেহে; **করোতি**—করতে পারে; **অবদ্যম্**—ক্ষতি।

অনুবাদ

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বনে বনে বিচরণ করে তবুও তাকে জড় বন্ধনের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতে হয়, কারণ সে তার মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়জন সতীনের সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করে। কিন্তু গৃহস্থ-আশ্রমও আত্মতৃপ্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে*—কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত হন, তাহলে তিনি গৃহেই থাকুন

অথবা বনেই থাকুন, তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই কথারই পুনরাবৃত্তি এখানে করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেনি তার পক্ষে তথাকথিত যোগী হয়ে বনে যাওয়া অর্থহীন। যেহেতু তার অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার সঙ্গে যায়, তাই তার পক্ষে গৃহত্যাগ করে বনবাসী হওয়া সত্ত্বেও কোন লাভ হয় না। পূর্বে উত্তর ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বঙ্গভূমিতে আসত, এবং তার ফলে তাদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—"যদি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে।" তাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা, এবং যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায় না, তাই আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—*ভক্তি* মানে হচ্ছে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা।

এখানে ব্রহ্মা ইঙ্গিত করছেন যে, অসংযত ইন্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে বনে যাওয়ার থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা শ্রেয় এবং নিরাপদ। এই প্রকার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমেও নিরাপদ থাকেন। সংসার-বন্ধন তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই স্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"কেউ যদি তাঁর কার্যকলাপ, মন এবং বাণী ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত করেন, তাহলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে জীবন্মুক্ত বলে মনে করতে হবে।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন একজন অতি দায়িত্বসম্পন্ন রাজকর্মচারী এবং গৃহস্থ, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁর অবদান অতুলনীয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "*দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে* । আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিঃসন্দেহে আমাদের পরম শত্রু, তাই তাদের বিষধর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যে বিষধর সর্পের বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, তার থেকে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না। তেমনই, ইন্দ্রিয়গুলি যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আর তাদের কার্যকলাপ থেকে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা এই জড় জগতের সর্বত্র বিচরণ করেন, কিন্তু যেহেতু তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছে, তাই তাঁরা সর্বদাই এই জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ১৮

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্বম্ ।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **ষট্**—ছয়; **সপত্নান্**—শত্রু; **বিজিগীষমাণঃ**—জয় করতে ইচ্ছুক; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-আশ্রমে; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **যতেত**—চেষ্টা করা কর্তব্য; **পূর্বম্**—প্রথম; **অত্যেতি**—জয় করে; **দুর্গ-আশ্রিতঃ**—সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত; **ঊর্জিত-অরীন্**—অত্যন্ত প্রবল শত্রু; **ক্ষীণেষু**—ক্ষীণ; **কামম্**—কামবাসনা; **বিচরেৎ**—বিচরণ করতে পারে; **বিপশ্চিৎ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ, বিদ্বান।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত হয়ে সুসংবদ্ধভাবে তাঁর মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, তিনি দুর্গের আশ্রয়ে পরাক্রমশালী শত্রুকে জয়কারী রাজার মতো। যিনি গৃহস্থ-আশ্রমে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যাঁর কামবাসনা ক্ষীণ হয়েছে, তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় যে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রম-বিভাগ রয়েছে তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার ইন্দ্রিয়-সংযম করতে শিক্ষা দেওয়া। গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে, ব্রহ্মচারীকে জিতেন্দ্রিয় হওয়ার জন্য সর্বতোভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এই প্রকার পরিণত ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হত, এবং যেহেতু তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করার শিক্ষা লাভ করেছেন, তাই পঞ্চাশের অধিক বয়স হলে যখন তাঁর যৌবনের উদ্যমে ভাটা পড়ত, তখন তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করতেন। তারপর আরও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হলে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যবান হয়ে, জড় বাসনাজনিত বন্ধনের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত পরাক্রমশালী শত্রু বলে মনে করা হয়। সুদৃঢ় দুর্গে স্থিত রাজা যেমন তাঁর পরাক্রমশালী শত্রুকে অনায়াসে জয় করতে পারেন, তেমনই গৃহস্থ-আশ্রমে স্থিত গৃহস্থ তাঁর যৌবনোচিত কামবাসনা জয় করতে পারেন এবং যখন তিনি বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত নিরাপদ হন।

শ্লোক ১৯

ত্বং ত্বব্জনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোশ-
দুর্গাশ্রিতো নির্জিতষট্‌সপত্নঃ ।
ভুঙ্‌ক্ষ্বিহ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্
বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব ॥ ১৯ ॥

ত্বম্—তুমি; **তু**—তখন; **অব্জ-নাভ**—পদ্মফুলের মতো যাঁর নাভি সেই ভগবানের; **অঙ্ঘ্রি**—চরণ; **সরোজ**—কমল; **কোশ**—সম্পুট; **দুর্গ**—দুর্গ; **আশ্রিতঃ**—শরণাগত; **নির্জিত**—বিজিত; **ষট্-সপত্নঃ**—ষড়রিপু (মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়); **ভুঙ্‌ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **ইহ**—এই জড় জগতে; **ভোগান্**—ভোগ্যবস্তু; **পুরুষ**—পরম পুরুষের দ্বারা; **অতিদিষ্টান্**—বিশেষভাবে আদিষ্ট; **বিমুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ থেকে; **প্রকৃতিম্**—স্বরূপ; **ভজস্ব**—উপভোগ কর।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয়ব্রত! পদ্মনাভ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-কোষরূপ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি ছয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদের জয় কর। তুমি জড়সুখ ভোগ কর কারণ ভগবান বিশেষভাবে তোমাকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। তার ফলে তুমি সর্বদা জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তোমার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে ভগবানের আদেশ পালন করতে পারবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে তিন প্রকার মানুষ রয়েছে। যারা যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় কর্মী। তাদের উপরে রয়েছে জ্ঞানীরা, যারা ইন্দ্রিয়ের বেগসমূহ দমন করার চেষ্টা করে, এবং তাদের উপরে রয়েছেন যোগীগণ, যাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের ইন্দ্রিয় জয় করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত নন। ভগবদ্ভক্তেরা, যাঁরা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন, কেবল তাঁরাই চিন্ময়। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, কোন অবস্থাতেই যাঁর অধঃপতন হয় না, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত।"

ব্রহ্মা এখানে প্রিয়ব্রতকে গৃহস্থ-আশ্রমরূপ দুর্গে থাকতে বলেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ দুর্গের শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন (*অব্জনাভাঙ্ঘ্রি-সরোজ*)। ভ্রমর যখন পদ্মফুলে প্রবেশ করে মধু পান করে, তখন পদ্মের পাপড়িগুলি তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে। ভ্রমর তখন সূর্যকিরণ এবং অন্যান্য বাহ্য প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হয় না। তেমনি, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পান। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

যিনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে সবকিছুই অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়, এমনকি অজ্ঞানের মহাসমুদ্র (*ভবাম্বুধি*) তাঁর কাছে গোষ্পদের মতো (*বৎসপদম্*) সংকীর্ণ হয়ে যায়। এই প্রকার ভক্তের পক্ষে প্রতি পদে যে স্থানে বিপদ, সেখানে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা। আমরা যদি ভগবানের পরম আদেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকি, তাহলে স্বর্গে অথবা নরকে যেখানেই আমরা থাকি না কেন, আমরা সর্বদাই সুরক্ষিত থাকব। এখানে *প্রকৃতিং ভজস্ব* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে *প্রকৃতিম্* শব্দে জীবের স্বরূপ বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। তাই ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে উপদেশ দিয়েছেন, "ভগবানের সেবকরূপে তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হও। তুমি যদি তাঁর আদেশ পালন কর, তাহলে জড় বিষয় ভোগের মাঝখানে থাকলেও কখনও তোমার অধঃপতন হবে না।" সকাম কর্মের ফলে লব্ধ জড় সুখ ভগবান প্রদত্ত জড় সুখ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কখনও কখনও ভক্তও পরম ঐশ্বর্যশালী হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের আদেশ পালন করার জন্য সেই পদ স্বীকার করেন। তাই ভক্ত কখনও জড়-জাগতিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা পৃথিবীর সর্বত্র ভগবানের বাণী প্রচার করছেন। বহু কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গ করতে হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়, তাঁরা জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত। তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন, যে-কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ৭/১২৯) বর্ণিত হয়েছে—

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞিও পাবে মোর সঙ্গ ॥

যে নিষ্ঠাবান ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর বাণী প্রচার করছেন, বিষয়-তরঙ্গ কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যথাসময়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে, তাঁর নিত্য সঙ্গ লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সমভিহিতো মহাভাগবতো ভগবতস্ত্রিভুবনগুরোরনুশাসনমাত্মনো লঘুতয়াবনতশিরোধরো বাঢ়মিতি সবহুমানমুবাহ ॥ ২০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সমভিহিতঃ**—পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভক্ত; **ভগবতঃ**—অতি শক্তিশালী ব্রহ্মার; **ত্রি-ভুবন**—ত্রিলোকের; **গুরোঃ**—গুরু; **অনুশাসনম্**—আদেশ; **আত্মনঃ**—নিজের; **লঘুতয়া**—লঘুতাবশত; **অবনত**—অবনত; **শিরোধরঃ**—মস্তক; **বাঢ়ম্**—সম্মত হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **স-বহু-মানম্**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **উবাহ**—পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ত্রিভুবনের গুরু ব্রহ্মার দ্বারা পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রিয়ব্রত তাঁর লঘুতা হেতু তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং তাঁর সেই আদেশ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়ব্রত ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র। তাই সামাজিক সদাচার অনুসারে তাঁর স্থান ছিল ব্রহ্মার থেকে নীচে। কনিষ্ঠের কর্তব্য হচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে গুরুজনের আদেশ পালন করা। প্রিয়ব্রত তাই তৎক্ষণাৎ তাঁকে বলেছিলেন, "হে গুরুদেব! আমি আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করব।" এখানে প্রিয়ব্রতকে মহাভাগবত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের আদেশ পালন করা, অথবা পরম্পরার ধারায় শ্রীগুরুদেবের গুরুদেবের আদেশ পালন করা।

ভগবদ্‌গীতায় (৪/২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্*—পরম্পরার ধারায় পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হতে হয়। ভগবানের ভক্ত সর্বদাই নিজেকে ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস বলে মনে করেন।

শ্লোক ২১

ভগবানপি মনুনা যথাবদুপকল্পিতাপচিতিঃ প্রিয়ব্রতনারদয়োরবিষমমভি-সমীক্ষমাণয়োরাত্মসমবস্থানমবাঙ্মনসং ক্ষয়মব্যবহৃতং প্রবর্তয়ন্নগমৎ ॥২১॥

ভগবান্—পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **মনুনা**—মনুর দ্বারা; **যথাবৎ**—যথাবিধি; **উপকল্পিত-অপচিতিঃ**—পূজিত হয়ে; **প্রিয়ব্রত-নারদয়োঃ**—প্রিয়ব্রত এবং নারদের উপস্থিতিতে; **অবিষমম্**—বিদ্বেষ রহিত; **অভিসমীক্ষমাণয়োঃ**—দেখতে লাগলেন; **আত্মসম্**—তাঁর পদের উপযুক্ত; **অবস্থানম্**—তাঁর ধামে; **অবাক্-মনসম্**—মন এবং বাণীর বর্ণনার অতীত; **ক্ষয়ম্**—লোক; **অব্যবহৃতম্**—অস্বাভাবিকভাবে অবস্থিত; **প্রবর্তয়ন্**—প্রস্থান করে; **অগমৎ**—ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর মনু ব্রহ্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যথাসাধ্য শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অবিষম অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে দর্শন করতে লাগলেন। প্রিয়ব্রতকে তাঁর পিতার আদেশ পালনে নিযুক্ত করে ব্রহ্মা তাঁর ধাম সত্যলোকে ফিরে গিয়েছিলেন, যে স্থান মন অথবা বাণীর বর্ণনার অতীত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতকে পৃথিবী শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন, সেই জন্য মনু অবশ্যই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যদিও প্রিয়ব্রতের ব্রহ্মচারীরূপে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ব্রত ভঙ্গ করে তাঁকে জাগতিক বিষয় সামলাতে রাজি করিয়েছিলেন, তবুও নারদ এবং প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার প্রতি ক্ষুণ্ণ হননি। প্রিয়ব্রতকে তাঁর শিষ্যে পরিণত করতে নারদের প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই জন্যও তিনি মোটেই দুঃখিত হননি। প্রিয়ব্রত এবং নারদ উভয়ই ছিলেন মহাত্মা এবং তাঁরা জানতেন কিভাবে ব্রহ্মাকে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। তাই ব্রহ্মার প্রতি অসন্তুষ্ট

হওয়ার পরিবর্তে, তাঁরা তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন সত্যলোক নামক তাঁর দিব্য ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যাকে এখানে নিষ্কলুষ এবং বাণীর অগম্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যা তাঁরই মতো মহত্ত্বপূর্ণ। ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর সব চাইতে মহত্ত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর আয়ুষ্কালের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) বলা হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।* চার যুগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪৩,০০,০০০ বছর, এবং তার সহস্র গুণ হচ্ছে ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা। অতএব বাস্তবিকপক্ষে আমরা ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের বারো ঘণ্টার পরিধি পর্যন্ত অনুমান করতে পারি না, সেই অনুপাতে ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুর অনুমান করা তো আমাদের কল্পনারও অতীত। তাহলে তাঁর ধামের মহিমা আমরা কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব? বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সত্যলোকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি নেই। অর্থাৎ, সত্যলোক যেহেতু ব্রহ্মালোক বা ব্রহ্মজ্যোতির সন্নিকটে অবস্থিত, তাই তা প্রায় বৈকুণ্ঠলোকের মতো। আমাদের পক্ষে ব্রহ্মার ধামের বর্ণনা করা অসম্ভব, তাই তাকে *অবাঙ্মনসগোচর* বা আমাদের বাণী এবং মনের কল্পনার অতীত বলে তার বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*যদ্ বৈ পরার্ধ্যং তদ্ উপারমেষ্ঠ্যং ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নার্তির্ন চোদ্বেগঃ।* "এখান থেকে কোটি কোটি বৎসর দূরে অবস্থিত যে সত্যলোক, সেখানে কোন রকম শোক নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, কুণ্ঠা নেই অথবা শত্রুতা নেই।"

শ্লোক ২২

মনুরপি পরেণৈবং প্রতিসন্ধিতমনোরথঃ সুরর্ষিবরানুমতেনাত্মজমখিল-ধরামণ্ডলস্থিতিগুপ্তয় আস্থাপ্য স্বয়মতিবিষমবিষয়বিষজলাশয়াশায়া উপররাম ॥ ২২ ॥

মনুঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **অপি**—ও; **পরেণ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **প্রতিসন্ধিত**—সম্পাদিত; **মনঃ-রথঃ**—তাঁর মনোবাসনা; **সুর-ঋষি-বর**—দেবর্ষি নারদের; **অনুমতেন**—অনুমতিক্রমে; **আত্ম-জম্**—তাঁর পুত্রকে; **অখিল**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **ধরা-মণ্ডল**—বিশ্বের; **স্থিতি**—পালন; **গুপ্তয়ে**—রক্ষা করার জন্য;

আস্থাপ্য—স্থাপন করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অতি-বিষম**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বিষয়**—জড়-জাগতিক বিষয়; **বিষ**—বিষের; **জল-আশয়**—সমুদ্র; **আশায়াঃ**—বাসনা থেকে; **উপররাম**—নিবৃত্তি লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মার সহায়তায় স্বায়ম্ভুব মনুর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রকে নিখিল ভূমণ্ডল পালন এবং রক্ষা করার জন্য রাজকীয় দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়রূপ বিষের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতকে নারদের মতো একজন মহাপুরুষ গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন না করার উপদেশ দিচ্ছিলেন। ব্রহ্মা যে এখন তাঁর পুত্রকে ব্রহ্মাণ্ড-শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন, সেই জন্য তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। *ভগবদ্‌গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৈবস্বত মনু ছিলেন সূর্যদেবের পুত্র এবং তাঁর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসনের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, এবং তিনি তাঁর পুত্র মহারাজ প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক শাসন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। *ধরামণ্ডল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'লোক'। যেমন, এই পৃথিবীকে বলা হয় *ধরামণ্ডল*। কিন্তু *অখিল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত যে কোথায় অবস্থিত ছিলেন তা বোঝা কঠিন। কিন্তু এই শাস্ত্রের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর পদ বৈবস্বত মনুর থেকে অনেক মহত্ত্বপূর্ণ ছিল, কারণ তাঁর উপর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের লোকসমূহের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল।

এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি হচ্ছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার দায়িত্বভার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার ফলে, স্বায়ম্ভুব মনুর পরম সন্তোষ হয়েছিল। বর্তমানে রাজনীতিবিদেরা রাজ্য-শাসনভার গ্রহণে অত্যন্ত উৎসুক, এবং রাষ্ট্রপতি অথবা সেই ধরনের অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরা তাঁদের লোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট সংগ্রহ করার জন্য পাঠায়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রিয়ব্রতকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট হতে রাজি করাবার জন্য ব্রহ্মাকে

রীতিমতো জোর করতে হয়েছিল। তেমনি, প্রিয়ব্রতের হস্তে ব্রহ্মাণ্ডের শাসনভার অর্পণ করে তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনু স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। এইভাবে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগে রাজা এবং রাষ্ট্রনেতারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তাঁদের পদ গ্রহণ করতেন না। রাজর্ষি নামক এই প্রকার মহান রাজারা প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য এবং রাজ্যপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই কেবল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতেন। প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ম্ভুব মনুর ইতিহাসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, দায়িত্বশীল আদর্শ সম্রাটেরা কিভাবে উদাসীন থেকে এবং জড় আসক্তির কলুষ থেকে সর্বদা মুক্ত থেকে তাঁদের রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করতেন।

জড়-জাগতিক বিষয়কে এখানে বিষের সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও তাঁর একটি সঙ্গীতে সেই কথা বর্ণনা করেছেন—

সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ।

"বিষয়রূপ বিষের আগুনে আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু সেই তাপ জুড়াবার কোন প্রচেষ্টা আমি করিনি।"

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায় ॥

"তা নিরাময়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন, যা হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবনের প্রেমধন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।" মনু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করে তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতার প্রথা। জীবনের শেষভাগে প্রতিটি মানুষ জড়-জাগতিক বিষয় থেকে অবসর গ্রহণ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

এখানে *সুরর্ষিবর-অনুমতেন* পদটি তাৎপর্যপূর্ণ। মনু দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে তাঁর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করেছিলেন। সেই কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ নারদ যদিও চেয়েছিলেন যে, প্রিয়ব্রত যেন সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় থেকে মুক্ত হন, তবুও ব্রহ্মা এবং মনুর অনুরোধে প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন নারদও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

ইতি হ বাব স জগতীপতিরীশ্বরেচ্ছয়াধিনিবেশিতকর্মাধিকারোঽখিল-জগদ্বন্ধধ্বংসনপরানুভাবস্য ভগবত আদিপুরুষস্যাঙ্ঘ্রিযুগলান-বরতধ্যানানুভাবেন পরিরন্ধিতকষায়াশয়োঽবদাতোঽপি মানবর্ধনো মহতাং মহীতলমনুশশাস ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **হ বাব**—নিঃসন্দেহে; **সঃ**—তিনি; **জগতী-পতিঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট; **ঈশ্বর-ইচ্ছয়া**—পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে; **অধিনিবেশিত**—পূর্ণরূপে যুক্ত; **কর্ম-অধিকারঃ**—জড়-জাগতিক কার্যে; **অখিল-জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **বন্ধ**—বন্ধন; **ধ্বংসন**—ধ্বংস করে; **পর**—দিব্য; **অনুভাবস্য**—যাঁর প্রভাব; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **আদি-পুরুষস্য**—আদি পুরুষের; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্মে; **যুগল**—যুগল; **অনবরত**—নিরন্তর; **ধ্যান-অনুভাবেন**—ধ্যানের দ্বারা; **পরিরন্ধিত**—দগ্ধ; **কষায়**—সমস্ত কলুষ; **আশয়ঃ**—তাঁর হৃদয়ে; **অবদাতঃ**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **অপি**—যদিও; **মান-বর্ধনঃ**—কেবল সম্মান প্রদান করার জন্য; **মহতাম্**—মহান ব্যক্তিদের; **মহীতলম্**—জড় জগৎ; **অনুশশাস**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে, মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক কার্যকলাপে পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ-স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, তবুও মহৎ ব্যক্তিদের মান বৃদ্ধি করার জন্য তিনি এই জড় জগৎ শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মানবর্ধনো মহতাম্* ('কেবল মহৎ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য') পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও ছিলেন মুক্ত পুরুষ এবং কোন জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, তবুও তিনি রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মাকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। অর্জুনও এইভাবে আচরণ করেছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা অথবা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার কোন বাসনা অর্জুনের ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে তা করতে আদেশ দেন, তখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা

সহকারে তাঁর সেই কর্তব্য পালন করেছিলেন। যিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত জড় কলুষের অতীত। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করেন, তিনিই সব চাইতে ঘনিষ্ঠভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৬/৪৭) তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত আপাতদৃষ্টিতে, ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন মুক্ত পুরুষ এবং যোগীশ্রেষ্ঠ। গুরুজনদের এইভাবে সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৭/২৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

যে ভক্ত যথার্থই উন্নত, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালনের সুযোগ পেলে কখনই ভীত হন না। মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়ব্রত যে কেন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছিলেন, তা এখানে আমরা বুঝতে পারছি। কেবল এই কারণেই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন মহাভাগবতও ভগবদ্ভক্তির মধ্যম অধিকারের স্তরে নেমে আসেন—সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য।

শ্লোক ২৪

অথ চ দুহিতরং প্রজাপতের্বিশ্বকর্মণ উপযেমে বর্হিষ্মতীং নাম তস্যামু হ বাব আত্মজানাত্মসমানশীলগুণকর্মরূপবীর্যোদারান্ দশ ভাবয়াম্বভূব কন্যাং চ যবীয়সীমূর্জস্বতীং নাম ॥ ২৪ ॥

অথ—তারপর; **চ**—ও; **দুহিতরম্**—কন্যা; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **বিশ্বকর্মণঃ**—বিশ্বকর্মা নামক; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **বর্হিষ্মতীম্**—বর্হিষ্মতী; **নাম**—নামক; **তস্যাম্**—তাঁর থেকে; **উ হ**—প্রসিদ্ধ; **বাব**—আশ্চর্যজনক; **আত্ম-জান্**—পুত্র; **আত্ম-সমান**—ঠিক নিজের মতো; **শীল**—চরিত্র; **গুণ**—গুণ; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **রূপ**—

সৌন্দর্য; **বীর্য**—বল; **উদারান্**—যার ঔদার্য; **দশ**—দশ; **ভাবয়াম্ বভূব**—তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কন্যাম্**—কন্যা; **চ**—ও; **যবীয়সীম্**—সব চাইতে ছোট; **ঊর্জস্বতীম্**—ঊর্জস্বতী; **নাম**—নামক।

অনুবাদ

তারপর মহারাজ প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তিনি দশটি পুত্র উৎপন্ন করেন, যাঁরা সৌন্দর্যে, চরিত্রে, উদারতায় এবং অন্যান্য গুণাবলীতে তাঁরই সমান ছিলেন। তাঁর একটি কন্যাও হয়েছিল, যে ছিল সব চাইতে ছোট এবং তার নাম ছিল ঊর্জস্বতী।

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রত কেবল ব্রহ্মার আদেশ পালন করার জন্য রাজ্যভারই গ্রহণ করেননি, অধিকন্তু তিনি বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহও করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যেহেতু দিব্যজ্ঞানে পূর্ণরূপে নিষ্ণাত ছিলেন, তাই তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, ব্রহ্মচারীরূপে তাঁর রাজকার্য সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি পত্নীর পাণিগ্রহণ করে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। আদর্শ গৃহস্থ-আশ্রমের নিয়ম হচ্ছে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করা। মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী যখন অপ্রকট হন, তখন তাঁর মা তাঁকে পুনরায় বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর বয়স তখন ছিল ২০ বছর এবং তিনি ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করতে যাচ্ছিলেন, তবুও তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাকে বলেছিলেন, "গৃহস্থ-আশ্রমের অর্থ কেবল গৃহে থাকাই নয়। প্রকৃত গৃহস্থ-জীবনের অর্থ হচ্ছে পত্নীসহ গৃহে অবস্থান করা। তাই আমি অবশ্যই পত্নীর পাণিগ্রহণ করব।"

এই শ্লোকে *উ হ বাব* শব্দ তিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে আশ্চর্য প্রকাশ করার জন্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত ত্যাগের ব্রত অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ত্যাগের জীবনে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেই সমস্ত কার্যকলাপ হচ্ছে ভোগের পন্থা। তাই ত্যাগের পথ অনুসরণকারী মহারাজ প্রিয়ব্রত যে ভোগের পথ অবলম্বন করেছিলেন, তা মহা আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও আমার শিষ্যদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য কেউ কেউ আমার সমালোচনা করেছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমাকে বলতে হয় যে, যেহেতু আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছি

এবং যেহেতু আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদর্শ বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে, তাই ত্যাগের পথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও, আমাদের এই সংস্থার সদস্যদের কখনও কখনও বিবাহে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। যারা *দৈব-বর্ণাশ্রম* ধর্ম স্থাপনে আগ্রহী নয়, তাদের কাছে এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কিন্তু *দৈব-বর্ণাশ্রম* প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। *দৈব-বর্ণাশ্রমে* জন্ম অনুসারে সমাজের বর্ণবিভাগ হয় না, কারণ *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুণ এবং কর্ম অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য *দৈব-বর্ণাশ্রম* স্থাপন করতে হবে। মূর্খ সমালোচকদের কাছে তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় সমাজের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

শ্লোক ২৫

**আগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুমহাবীরহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠসবনমেধাতিথি-
বীতিহোত্রকবয় ইতি সর্ব এবাগ্নিনামানঃ ॥ ২৫ ॥**

আগ্নীধ্র—আগ্নীধ্র; **ইধ্মজিহ্ব**—ইধ্মজিহ্ব; **যজ্ঞবাহু**—যজ্ঞবাহু; **মহাবীর**—মহাবীর; **হিরণ্যরেতঃ**—হিরণ্যরেতা; **ঘৃতপৃষ্ঠ**—ঘৃতপৃষ্ঠ; **সবন**—সবন; **মেধাতিথি**—মেধাতিথি; **বীতিহোত্র**—বীতিহোত্র; **কবয়ঃ**—এবং কবি; **ইতি**—এই প্রকার; **সর্বে**—এই সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অগ্নি**—অগ্নিদেবের; **নামানঃ**—নাম।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম ছিল আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি। অগ্নিদেবের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

**এতেষাং কবির্মহাবীরঃ সবন ইতি ত্রয় আসন্নূর্ধ্বরেতসস্ত আত্মবিদ্যায়াম-
র্ভভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমেবাশ্রমমভজন্ ॥ ২৬ ॥**

এতেষাম্—এঁদের মধ্যে; **কবিঃ**—কবি; **মহাবীরঃ**—মহাবীর; **সবনঃ**—সবন; **ইতি**—এইভাবে; **ত্রয়ঃ**—তিন; **আসন্**—ছিলেন; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী;

তে—তাঁরা; **আত্ম-বিদ্যায়াম্**—দিব্য জ্ঞানে; **অর্ভ-ভাবাৎ**—শৈশব থেকে; **আরভ্য**—শুরু করে; **কৃত-পরিচয়াঃ**—সুপরিচিত; **পারমহংস্যম্**—মানব-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আশ্রমম্**—আশ্রম; **অভজন্**—পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের মধ্যে তিনজন—কবি, মহাবীর এবং সবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হয়ে, তাঁরা মানব-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি পরমহংস-আশ্রমের ভজনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ঊর্ধ্ব-রেতসঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ঊর্ধ্ব-রেতঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌন বাসনা সংযত করে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বীর্য স্খলন হতে না দিয়ে, তা দেহে সঞ্চয় করে মস্তিষ্ককে উর্বর করা। যে ব্যক্তি যৌন বাসনা সম্পূর্ণরূপে সংযত করতে পারেন, তিনি তাঁর স্মরণশক্তি লাভ করেন। তার ফলে, পুরাকালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে বৈদিক উপদেশ একবার শ্রবণ করেই তা অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখতে পারতেন। তাদের বই পড়ার কোন প্রয়োজন হত না, এবং তাই তখনকার দিনে বইয়ের প্রচলন ছিল না।

অন্য আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *অর্ভ-ভাবাৎ*, অর্থাৎ 'শৈশব থেকে'। তার আর একটি অর্থ হচ্ছে 'শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে'। অর্থাৎ, পরমহংস জীবন অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্য উৎসর্গীকৃত থাকে। পিতা যেমন তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে অনেক কিছু উৎসর্গ করেন, ঠিক তেমনই পরমহংস মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্ব প্রকার দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেন। সেই সম্পর্কে ষড়্‌গোস্বামীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ ।
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ॥

অধঃপতিত দীন জনগণদের প্রতি করুণাবশত ছয় গোস্বামীগণ তাঁদের অতি উন্নত রাজপদ পরিত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের দৈহিক আবশ্যকতাগুলি যতদূর সম্ভব হ্রাস করে, কৌপীন এবং কন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে বৃন্দাবনে অবস্থান করে তাঁরা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সংকলন করে এবং প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্মিন্নু হ বা উপশমশীলাঃ পরমর্ষয়ঃ সকলজীবনিকায়াবাসস্য ভগবতো বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরতস্মরণাবিগলিত-পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্—সেই পরমহংস আশ্রমে; **উ**—নিশ্চিতভাবে; **হ**—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; **বা**—বাস্তবিকপক্ষে; **উপশম-শীলাঃ**—সন্ন্যাস আশ্রমে; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **সকল**—সমস্ত; **জীব**—জীব; **নিকায়**—সমূহ; **আবাসস্য**—বাসস্থান; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বাসুদেবস্য**—বাসুদেবের; **ভীতানাম্**—সংসার ভয়ে ভীত; **শরণ-ভূতস্য**—যিনি একমাত্র আশ্রয়; **শ্রীমৎ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্ম; **অবিরত**—নিরন্তর; **স্মরণ**—স্মরণ করে; **অবিগলিত**—সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ; **পরম**—পরম; **ভক্তি-যোগ**—ভক্তিযোগের; **অনুভাবেন**—প্রভাবে; **পরিভাবিত**—শুদ্ধিকৃত; **অন্তঃ**—অন্তরে; **হৃদয়**—হৃদয়; **অধিগতে**—উপলব্ধি করেছিলেন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **ভূতানাম্**—জীবদের; **আত্ম-ভূতে**—দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত; **প্রত্যক্**—প্রত্যক্ষভাবে; **আত্মনি**—পরমাত্মা সহ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তাদাত্ম্যম্**—গুণগত সাম্য; **অবিশেষেণ**—পার্থক্য রহিত; **সমীয়ুঃ**—উপলব্ধি করেছিলেন।

অনুবাদ

জীবনের শুরু থেকেই সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত হয়ে, তাঁরা তিনজন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সংযত করে পরমহংসত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁদের চিত্ত সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিল, যিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় হওয়ার ফলে বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ। যারা সংসার ভয়ে ভীত, ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন তাদের একমাত্র আশ্রয়। নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের ভক্তির প্রভাবে তাঁরা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারতেন, এবং তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের গুণগতভাবে কোন পার্থক্য নেই।

তাৎপর্য

পরমহংস স্তর হচ্ছে সন্ন্যাস-আশ্রমের সর্বোচ্চ স্তর। সন্ন্যাস-আশ্রমের চারটি স্তর রয়েছে—*কুটিচক, বহূদক, পরিব্রাজকাচার্য* এবং *পরমহংস*। বৈদিক প্রথা অনুসারে

কেউ যখন সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন প্রথম পর্যায়ে তিনি গ্রামের বাইরে একটি কুটিরে বাস করেন এবং তাঁর আবশ্যকতাগুলি, বিশেষ করে আহার তাঁর বাড়ি থেকে সরবরাহ করা হয়। এই স্তরকে বলা হয় *কুটিচক*। তারপর সন্ন্যাস-আশ্রমে উন্নতি সাধন করার পর, তিনি আর তাঁর গৃহ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে, তাঁর আবশ্যকতাগুলি, বিশেষ করে আহার্য বহু স্থান থেকে সংগ্রহ করেন। এই বৃত্তিকে বলা হয় মাধুকরী, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'মধুকরের বৃত্তি'। মৌমাছি বহু ফুল থেকে অল্প অল্প করে মধু সংগ্রহ করে, তেমনই সন্ন্যাসী কোন একটি গৃহ থেকে অনেক আহার্য সংগ্রহ না করে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে একটু একটু করে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। এই স্তরকে বলা হয় *বহূদক*। সন্ন্যাসী যখন আরও পারদর্শী হন, তখন তিনি ভগবান বাসুদেবের মহিমা প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তখন তাঁকে বলা হয় *পরিব্রাজকাচার্য*। সন্ন্যাসী যখন তাঁর প্রচারকার্য সমাপ্ত করে নিষ্ঠা সহকারে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য এক স্থানে অবস্থান করেন, তখন সেই স্তরকে বলা হয় *পরমহংস*। প্রকৃত *পরমহংস* হচ্ছেন তিনি, যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয় সংযত করে অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র কবি, মহাবীর এবং সবন তাঁদের জীবনের শুরু থেকেই *পরমহংস* স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি, কেননা সেগুলি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিল। তাই তাঁদের তিনজনকে এই শ্লোকে *উপশমশীলাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *উপশম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সম্পূর্ণরূপে সংযত'। যেহেতু তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে তাঁরা ছিলেন মহান ঋষি এবং মহাত্মা।

তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার পর, তাঁরা তাঁদের মন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্রীভূত করেছিলেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*। বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মই সবকিছু। ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস। মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত জীব গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে, যিনি মহাবিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করেন। এই দুই বিষ্ণুতত্ত্বই হচ্ছেন বাসুদেব-তত্ত্ব, এবং তাই কবি, মহাবীর এবং সবন—এই তিন মহর্ষি সর্বদা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এইভাবে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই উপলব্ধির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যে, কেবলমাত্র ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, সর্বতোভাবে স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকে উল্লিখিত *পরম-ভক্তিযোগ*

কথাটির অর্থ হচ্ছে, অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা ছাড়া জীবের অন্য আর কোন কর্তব্য নেই। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*। *পরম-ভক্তিযোগের* প্রভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, আপনা থেকেই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

উত্তম ভক্ত, যাকে সৎ বা সাধু বলা হয়, তিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জীব হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন, এবং তার ফলে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা তাঁকে তাঁর হৃদয়ে দর্শন করেন।

শ্লোক ২৮

অন্যস্যামপি জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্রা আসন্নুত্তমস্তামসো রৈবত ইতি মন্বন্তরাধিপতয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যস্যাম্—অন্য; **অপি**—ও; **জায়ায়াম্**—পত্নী থেকে; **ত্রয়ঃ**—তিন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **আসন্**—ছিল; **উত্তমঃ তামসঃ রৈবতঃ**—উত্তম, তামস এবং রৈবত; **ইতি**—এইভাবে; **মনু-অন্তর**—মন্বন্তরের; **অধিপতয়ঃ**—অধিপতি।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের আরও একজন পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা তিনজনই মন্বন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মন্বন্তর হয়। এক মনুর আয়ুষ্কাল বা এক-একটি মন্বন্তরের স্থায়িত্ব হচ্ছে একাত্তর চতুর্যুগ (৭১ × ৪৩,২০,০০০ বৎসর)। এই মন্বন্তরগুলিতে

শাসন করার জন্য প্রায় সমস্ত মনুই এসেছিলেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশ থেকে। এখানে তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম উত্তম, তামস এবং রৈবত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

এবমুপশমায়নেষু স্বতনয়েষ্বথ জগতীপতির্জগতীমর্বুদান্যেকাদশ পরিবৎসরাণামব্যাহতাখিলপুরুষকারসারসম্ভৃতদোর্দণ্ডযুগলাপীড়িতমৌর্বীগুণ-স্তনিতবিরমিতধর্মপ্রতিপক্ষো বর্হিষ্মত্যাশ্চানুদিনমেধমানপ্রমোদপ্রসরণ-যৌষিণ্যব্রীড়াপ্রমুষিতহাসাবলোকরুচিরক্ষেল্যাদিভিঃ পরাভূয়মানবিবেক ইবানববুধ্যমান ইব মহামনা বুভুজে ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **উপশম-অয়নেষু**—সকলেই অত্যন্ত যোগ্য; **স্ব-তনয়েষু**—তাঁর পুত্রদের; **অথ**—তারপর; **জগতী-পতিঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; **জগতীম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **অর্বুদানি**—অর্বুদ (১০,০০,০০,০০০); **একাদশ**—একাদশ; **পরিবৎসরাণাম্**—বছরের; **অব্যাহত**—অপ্রতিহত; **অখিল**—বিশ্বজনীন; **পুরুষকার**—বীর্য; **সার**—শক্তি; **সম্ভৃত**—সমন্বিত; **দোঃ-দণ্ডঃ**—বলবান বাহুর; **যুগল**—যুগল; **আপীড়িত**—আকৃষ্ট হয়ে; **মৌর্বী-গুণ**—ধনুকের ছিলা; **স্তনিত**—টঙ্কারের দ্বারা; **বিরমিত**—পরাজিত; **ধর্ম**—ধর্মীয় অনুশাসন; **প্রতিপক্ষঃ**—বিপক্ষ; **বর্হিষ্মত্যাঃ**—তাঁর পত্নী বর্হিষ্মতীর; **চ**—এবং; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **এধমান**—বর্ধমান; **প্রমোদ**—মনোরঞ্জন; **প্রসরণ**—সৌজন্যপূর্ণ আচরণ; **যৌষিণ্য**—স্ত্রীসুলভ আচরণ; **ব্রীড়া**—লজ্জা; **প্রমুষিত**—সংকুচিত; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **রুচির**—মনোহর; **ক্ষেলি-আদিভিঃ**—প্রেম বিনিময়ের দ্বারা; **পরাভূয়মান**—পরাস্ত হয়ে; **বিবেকঃ**—তাঁর প্রকৃত জ্ঞান; **ইব**—সদৃশ; **অনববুধ্যমানঃ**—নির্বোধ ব্যক্তি; **ইব**—সদৃশ; **মহা-মনাঃ**—মহাত্মা; **বুভুজে**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে কবি, মহাবীর এবং সবন পরমহংস-আশ্রম আশ্রয় করলে, মহামনা প্রিয়ব্রত একাদশ অর্বুদ বৎসর ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর ধনুকে শর যোজন করতেন, তখন ধর্মদ্রোহীরা তাঁর ভয়ে পলায়ন করত। এইভাবে প্রবল বিক্রমে তিনি ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী বর্হিষ্মতীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, এবং দিনে দিনে

তাঁদের প্রণয় বর্ধিত হয়েছিল। মহারাণী বর্হিষ্মতী তাঁর স্ত্রীসুলভ বেশভূষা, গমনভঙ্গি, হাস্য, লাস্য এবং কটাক্ষের দ্বারা তাঁর শক্তি বর্ধিত করেছিলেন। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন একজন মহাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্ম-প্রতিপক্ষঃ* শব্দটি কোন বিশেষ ধর্মের বিরোধীদের বোঝাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা বর্ণাশ্রম-ধর্মের যারা বিরোধী তাদের বোঝাচ্ছে। সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং নাগরিকদের ধীরে ধীরে জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের পথে অর্থাৎ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে পরিচালিত করার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয়, মহারাজ প্রিয়ব্রত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, যারা এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করত তাদের যুদ্ধে আহ্বান করা মাত্র অথবা দণ্ডদান করতে উদ্যত হওয়া মাত্র, তারা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করত। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ প্রিয়ব্রতকে যুদ্ধ করতে হত না, কারণ তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে কেউই বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করতে সাহস করত না। বলা হয় যে, মানব-সমাজ যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তা কুকুর-বেড়ালের পশুসমাজের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর অসাধারণ এবং অতুলনীয় বীর্যের দ্বারা অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম রক্ষা করেছিলেন।

এই প্রকার কঠোর সতর্কতা সহকারে জীবন যাপন করতে হলে, পত্নীর অনুপ্রেরণা আবশ্যক হয়। বর্ণাশ্রম প্রথায়, কয়েক শ্রেণীর মানুষের, যেমন ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের স্ত্রীর অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং গৃহস্থদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পত্নীদের অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থ অথবা ক্ষত্রিয়রা তাদের পত্নীর সাহচর্য ব্যতীত তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, গৃহস্থের পত্নীসহ বাস করা উচিত। ক্ষত্রিয়দের যথাযথভাবে রাজকার্য সম্পাদনের জন্য বহু পত্নী বিবাহ করার অনুমতি ছিল। কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক কার্য সম্পাদনের জন্য যোগ্য পত্নীর সাহচর্য প্রয়োজন। নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত তাই তাঁর সুযোগ্য পত্নী বর্হিষ্মতীর সাহায্য

গ্রহণ করেছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর মহান পতির মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর বসনে নিজেকে সজ্জিত করতেন, এবং তাঁর মধুর হাস্য ও সুন্দর দেহ প্রদর্শন করতেন। মহারাণী বর্হিষ্মতী সর্বদা মহারাজ প্রিয়ব্রতকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর রাজকার্য সম্পাদন করতেন। এই শ্লোকে ইব শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার ফলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মহারাজ প্রিয়ব্রত ঠিক একজন স্ত্রৈণের মতো আচরণ করতেন এবং তার ফলে মনে হত যেন তিনি তাঁর পুরুষোচিত দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি একজন কর্মী পতির মতো আচরণ করছিলেন। এইভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত এগার অর্বুদ বৎসর ধরে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। এক অর্বুদ হচ্ছে ১০,০০,০০,০০০ বছর এবং মহারাজ প্রিয়ব্রত এই প্রকার এগার অর্বুদ বৎসর ধরে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

যাবদবভাসয়তি সুরগিরিমনুপরিক্রামন্ ভগবানাদিত্যো বসুধাতলমর্ধেনৈব প্রতপত্যর্ধেনাবচ্ছাদয়তি তদা হি ভগবদুপাসনোপচিতাতিপুরুষ-প্রভাবস্তদনভিনন্দন্ সমজবেন রথেন জ্যোতির্ময়েন রজনীমপি দিনং করিষ্যামীতি সপ্তকৃত্বস্তরণিমনুপর্যক্রামদ্ দ্বিতীয় ইব পতঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **অবভাসয়তি**—কিরণ বিতরণ করে; **সুর-গিরিম্**—সুমেরু পর্বত; **অনুপরিক্রামন্**—পরিক্রমা করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আদিত্যঃ**—সূর্যদেব; **বসুধা-তলম্**—অধোলোক; **অর্ধেন**—অর্ধেক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রতপতি**—আলোকে উদ্ভাসিত করে; **অর্ধেন**—অর্ধভাগ; **অবচ্ছাদয়তি**—অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে; **তদা**—তখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবৎ-উপাসনা**—ভগবানের উপাসনার দ্বারা; **উপচিত**—তাঁকে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করার দ্বারা; **অতি-পুরুষ**—অসাধারণ পুরুষ; **প্রভাবঃ**—প্রভাব; **তৎ**—তা; **অনভিনন্দন**—অরুচিকর; **সমজবেন**—সমান শক্তিশালী; **রথেন**—রথে; **জ্যোতিঃ-ময়েন**—জ্যোতির্ময়; **রজনীম্**—রাত্রিকে; **অপি**—ও; **দিনম্**—দিনে; **করিষ্যামি**—করব; **ইতি**—এইভাবে; **সপ্ত-কৃৎ**—সাতবার; **বস্তরণিম্**—সূর্যের কক্ষপথ অনুসরণ করে; **অনুপর্যক্রামৎ**—পরিক্রমা করেছিলেন; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **ইব**—সদৃশ; **পতঙ্গঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রত একবার পরম শক্তিমান সূর্যদেবের কক্ষপথে বিচরণের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজের রথে চড়ে সুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্যদেব সমস্ত গ্রহলোকগুলিকে আলোকিত করেন। কিন্তু, সূর্যদেব যখন পর্বতের উত্তর ভাগ আলোকিত করেন, তখন অবনীতলের দক্ষিণ ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, আবার সূর্য যখন দক্ষিণ ভাগকে আলোকিত করেন, তখন উত্তর ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই ব্যবস্থা মহারাজ প্রিয়ব্রতের কাছে অরুচিকর বলে মনে হওয়ায়, তিনি রজনীকেও দিবাভাগে পরিণত করতে মনস্থ করেছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় রথে সূর্যদেবের কক্ষপথ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এই প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে তিনি এই প্রকার অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একটি প্রবাদ আছে, "এমনই ক্ষমতা যে দিনকে রাত করতে পারে এবং রাতকে দিন করতে পারে।" প্রিয়ব্রতের ক্ষমতা থেকে এই প্রবাদটি প্রচলিত হয়েছে। তাঁর এই কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের আরাধনা করার ফলে তিনি কত শক্তিশালী হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম যোগেশ্বর। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৭৮) বলা হয়েছে যে, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ বিরাজ করেন (*যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ*), সেখানে বিজয়, সৌভাগ্য এবং সমস্ত ঐশ্বর্য বর্তমান থাকে। ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব। ভক্ত যখন কোন কিছু সম্পাদন করতে চান, তখন তিনি তাঁর নিজের যোগশক্তির প্রভাবে তা করেন না, তা সম্পাদিত হয় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়। ভগবানের কৃপায় ভক্তও এমন সমস্ত আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যা বড় বড় বৈজ্ঞানিকদেরও কল্পনার অতীত।

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, সূর্য গতিশীল। আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতে গ্রহ পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্য এক স্থানে স্থিত; কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সূর্য স্থির নয়, তা তার কক্ষপথে বিচরণ করছে। এই সত্য *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে। *যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রঃ*— পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে সূর্য তাঁর কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। *জ্যোতির্বেদ* অনুসারে, সূর্য বছরের ছয় মাস সুমেরু পর্বতের উত্তর ভাগে বিচরণ করে এবং ছয় মাস দক্ষিণ ভাগে বিচরণ করে। আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতাতে আমরা

দেখতে পাই, যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল হয়। আধুনিক যুগের জড় বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করে যে, তারা সূর্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু তারা মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো একটি দ্বিতীয় সূর্য তৈরি করতে পারে না।

মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রথ তৈরি করেছিলেন, তবুও সূর্যদেবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না, কারণ বৈষ্ণব কখনও অপর বৈষ্ণবের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জড় জগৎকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের জ্যোতির্ময় সূর্যের কিরণ বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রের কিরণের মতো সুখদায়ক ছিল, এবং পৌষ এবং মাঘ মাসে সকাল এবং সন্ধ্যায় তা সূর্যকিরণের থেকে অধিক উষ্ণ ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

যে বা উ হ তদ্রথচরণনেমিকৃতপরিখাতাস্তে সপ্ত সিন্ধব আসন্ যত এব কৃতাঃ সপ্ত ভুবো দ্বীপাঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যে; **বা উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ-রথ**—তাঁর রথের; **চরণ**—চাকার; **নেমি**—প্রান্তর দ্বারা; **কৃত**—কৃত; **পরিখাতাঃ**—খাত; **তে**—সেগুলি; **সপ্ত**—সাত; **সিন্ধবঃ**—সমুদ্র; **আসন্**—হয়েছিল; **যতঃ**—যার ফলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কৃতাঃ**—হয়েছিল; **সপ্ত**—সাত; **ভুবঃ**—ভূমণ্ডলের; **দ্বীপাঃ**—দ্বীপ।

অনুবাদ

প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন তাঁর রথের প্রান্তর দ্বারা যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল তা সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, এবং ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অন্তরীক্ষের লোকগুলিকে দ্বীপ বলা হয়। সমুদ্রে যেমন বিভিন্ন দ্বীপ দেখা যায়, তেমনই অন্তরীক্ষরূপ সমুদ্রে বিভিন্ন দ্বীপ চতুর্দশ *লোকে* বিভক্ত হয়েছে। প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন ভূমণ্ডলে বা

ভূর্লোকে সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছিল। *গায়ত্রী মন্ত্রে* আমরা গাই *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্।* ভূলোকের ঊর্ধ্বে রয়েছে ভুবর্লোক এবং তার ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক। এই সমস্ত লোক নিয়ন্ত্রণ করেন সবিতা বা সূর্যদেব। প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার ফলে, সূর্যদেবের আরাধনা করা হয়।

শ্লোক ৩২

জম্বুপ্লক্ষশাল্মলিকুশক্রৌঞ্চশাকপুষ্করসংজ্ঞাস্তেষাং পরিমাণং পূর্বস্মাৎপূর্বস্মাদুত্তর উত্তরো যথাসংখ্যং দ্বিগুণমানেন বহিঃ সমন্তত উপক্লৃপ্তাঃ ॥ ৩২ ॥

জম্বু—জম্বু; **প্লক্ষ**—প্লক্ষ; **শাল্মলি**—শাল্মলি; **কুশ**—কুশ; **ক্রৌঞ্চ**—ক্রৌঞ্চ; **শাক**—শাক; **পুষ্কর**—পুষ্কর; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **তেষাম্**—তাদের; **পরিমাণম্**—পরিমাপ; **পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাৎ**—পূর্ববর্তী থেকে; **উত্তরঃ উত্তরঃ**—পরবর্তী; **যথা**—ক্রমশ; **সংখ্যম্**—সংখ্যা; **দ্বি-গুণ**—দ্বিগুণ; **মানেন**—মাপের; **বহিঃ**—বাইরে; **সমন্ততঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্লৃপ্তাঃ**—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সেই দ্বীপগুলির নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। এই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ ক্রমানুসারে পূর্ব পূর্ব দ্বীপ থেকে পরবর্তী দ্বীপ দ্বিগুণ পরিমাণ। এক-একটি দ্বীপ এক-একটি তরল পদার্থের সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত, এবং তার পরে রয়েছে আর একটি দ্বীপ।

তাৎপর্য

প্রত্যেক লোকের সাগরের তরল পদার্থ ভিন্ন প্রকার। সেগুলি কিভাবে অবস্থিত তার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

ক্ষারোদেক্ষুরসোদসুরোদঘৃতোদক্ষীরোদদধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ সপ্ত জলধয়ঃ সপ্ত দ্বীপপরিখা ইবাভ্যন্তরদ্বীপসমানা একৈকশ্যেন যথানুপূর্বং সপ্তস্বপি বহির্দ্বীপেষু পৃথক্‌পরিত উপকল্পিতাস্তেষু জম্বাদিষু বর্হিষ্মতী-

পতিরনুব্রতানাত্মজানাগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠমেধাতিথি-বীতিহোত্রসংজ্ঞান্ যথা সংখ্যেনৈকৈকস্মিন্নেকমেবাধিপতিং বিদধে ॥৩৩॥

ক্ষার—লবণ; **উদ**—জল; **ইক্ষু-রস**—ইক্ষুরস; **উদ**—জল; **সুরা**—সুরা; **উদ**—জল; **ঘৃত**—ঘি; **উদ**—জল; **ক্ষীর**—দুধ; **উদ**—জল; **দধি-মণ্ড**—তরলীকৃত দধি; **উদ**—জল; **শুদ্ধ-উদাঃ**—শুদ্ধ জল; **সপ্ত**—সাত; **জল-ধয়ঃ**—সমুদ্র; **সপ্ত**—সাত; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **পরিখাঃ**— পরিখা; **ইব**—সদৃশ; **অভ্যন্তর**—আভ্যন্তরীণ; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **সমানাঃ**—সমান; **এক-একশ্যেন**—একের পর এক; **যথা-অনুপূর্বম্**—ক্রমানুসারে; **সপ্তসু**—সাত; **অপি**—যদিও; **বহিঃ**—বাইরে; **দ্বীপেষু**—দ্বীপে; **পৃথক্**—পৃথক; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপকল্পিতাঃ**—অবস্থিত; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **জম্বু-আদিষু**—জম্বু আদি; **বর্হিষ্মতী**—বর্হিষ্মতীর; **পতিঃ**—পতি; **অনুব্রতান্**—যাঁরা তাঁদের পিতার অনুবর্তী ছিলেন; **আত্ম-জান্**—পুত্রগণ; **আগ্নীধ্র-ইধ্মজিহ্ব-যজ্ঞবাহু-হিরণ্যরেতঃ-ঘৃতপৃষ্ঠ-মেধাতিথি-বীতিহোত্র-সংজ্ঞান্**—আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি এবং বীতিহোত্র নামক; **যথা-সংখ্যেন**—যথা সংখ্যক; **এক-একস্মিন্**—এক-একটি দ্বীপে; **একম্**—একজন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অধি-পতিম্**—রাজা; **বিদধে**—করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই সপ্ত সমুদ্র যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং শুদ্ধ পানীয় জল—এই সপ্তবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ। সব কয়টি দ্বীপ এই সমস্ত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে, এবং সেই দ্বীপসমূহের যেরূপ পরিমাণ, সেই জলধিসমূহের পরিমাণও পর্যায়ক্রমে সেইরূপ। মহারাণী বর্হিষ্মতীর পতি মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক সপ্ত পুত্রের এক-একজনকে সপ্ত দ্বীপের এক-একটির রাজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত দ্বীপগুলি বিভিন্ন সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত, এবং এখানে বলা হয়েছে, যে দ্বীপকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র, তার প্রস্থ সেই দ্বীপের সমান। প্রস্থ সমান হলেও সমুদ্রের দৈর্ঘ্য কিন্তু দ্বীপের দৈর্ঘ্যের সমান হতে পারে না। বীররাঘব আচার্যের মতে প্রথম দ্বীপটির প্রস্থ ১,০০,০০০ যোজন। এক যোজন আট মাইলের সমান, অতএব প্রথম দ্বীপটির প্রস্থ হচ্ছে ৮,০০,০০০ মাইল। তাকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র তার প্রস্থও তার সমান, কিন্তু তার দৈর্ঘ্য অবশ্যই পৃথক।

শ্লোক ৩৪

দুহিতরং চোর্জস্বতীং নামোশনসে প্রাযচ্ছদ্‌যস্যামাসীদ্‌ দেবযানী নাম কাব্যসুতা ॥ ৩৪ ॥

দুহিতরম্‌—কন্যা; **চ**—ও; **ঊর্জস্বতীম্‌**—ঊর্জস্বতী; **নাম**—নামক; **উশনসে**—মহর্ষি উশনাকে (শুক্রাচার্যকে); **প্রাযচ্ছৎ**—দান করেছিলেন; **যস্যাম্‌**—যাঁর গর্ভে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **দেবযানী**—দেবযানী; **নাম**—নামক; **কাব্য-সুতা**—শুক্রাচার্যের কন্যা।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কন্যা ঊর্জস্বতীকে শুক্রাচার্যের হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন। এই কন্যার গর্ভে দেবযানী নামক শুক্রাচার্যের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩৫

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য
পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্‌গুণানাম্‌ ।
চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্‌ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **এবম্‌-বিধঃ**—এই প্রকার; **পুরুষকারঃ**—ব্যক্তিগত প্রভাব; **উরুক্রমস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পুংসাম্‌**—ভক্তদের; **তৎ-অঙ্ঘ্রি**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **জিত-ষট্‌-গুণানাম্‌**—যাঁরা ছয় প্রকার জড় গুণের প্রভাব জয় করেছেন; **চিত্রম্‌**—আশ্চর্যজনক; **বিদূর-বিগতঃ**—পঞ্চম বর্ণের মানুষ বা অস্পৃশ্য; **সকৃৎ**—কেবল একবার; **আদদীত**—যদি উচ্চারণ করে; **যৎ**—যাঁর; **নামধেয়ম্‌**—পবিত্র নাম; **অধুনা**—তৎক্ষণাৎ; **সঃ**—তিনি; **জহাতি**—ত্যাগ করেন; **বন্ধম্‌**—জড় বন্ধন।

অনুবাদ

হে রাজন্‌! যে ভক্ত ভগবানের পদরজের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু—এই ছয় প্রকার কষাঘাতের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের

শুদ্ধ ভক্তের কাছে এগুলি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ চার বর্ণের বহির্ভূত কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণ করার প্রভাবে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে অচিরেই মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে রাজা প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপের কথা বলছিলেন, এবং তাঁর মনে মহারাজ প্রিয়ব্রতের অদ্ভুত ও অসাধারণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হতে পারে বলে মনে করে, শুকদেব গোস্বামী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "হে রাজন্! মহারাজ প্রিয়ব্রতের আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করবেন না, ভগবানের ভক্তের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব, কারণ ভগবানও উরুক্রম নামে পরিচিত।" উরুক্রম বামনদেবের একটি নাম, যিনি তিন পদক্ষেপ দ্বারা ত্রিভুবন অধিকার করার অতি আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেছিলেন। ভগবান বামনদেব মহারাজ বলির কাছে কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, এবং বলি মহারাজ যখন তাঁকে তা দিতে স্বীকৃত হন, তখন ভগবান দুই পদ বিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব অধিকার করেছিলেন, এবং তাঁর তৃতীয় পদ বিস্তারের জন্য তিনি বলি মহারাজের মস্তকে তাঁর পদ স্থাপন করেছিলেন। শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাই গেয়েছেন—

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

"যিনি বামনরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান শ্রীকেশব জয়যুক্ত হোন। হে জগদীশ্বর! আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন। হে অদ্ভুত বামনদেব! আপনি মহান দৈত্যরাজ বলি মহারাজকে আপনার পদ বিক্ষেপের দ্বারা ছলনা করেছিলেন। আপনার পদ বিস্তারের ফলে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের নখ যখন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিল, তখন যে জল আপনার নখ স্পর্শ করেছিল, তা গঙ্গারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের পবিত্র করে।"

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তাই তিনি এমন কার্য করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। তেমনই, যে ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনিও ভগবানের পদরজের কৃপায় এমন সমস্ত অদ্ভুত কার্য করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও

অতীত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দনন্দন! আমি আপনার নিত্য দাস, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ভবসাগরে পতিত হয়েছি। দয়া করে আপনি আমাকে মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা-সদৃশ গ্রহণ করুন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির সংস্পর্শে আসার শিক্ষা দিয়েছেন, কারণ তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করতে পারব।

জড় শরীরের জন্য প্রতিটি জীব এই জগতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু—এই *ষড়্গুণের* কষাঘাতে সর্বদা জর্জরিত। অন্য আর এক প্রকার *ষড়্গুণ* হচ্ছে মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়। পবিত্র ভক্তের আর কি কথা, অস্পৃশ্য চণ্ডালও যদি একবার মাত্র ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন। কখনও কখনও স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা তর্ক করে যে, মানুষের বর্তমান শরীর যেহেতু তার পূর্বকৃত কর্মের ফল, তাই যারা পূর্বে ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছে, তারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, অতএব দেহান্তর না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। তাই তাদের অভিমত হচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে ব্রাহ্মণ শরীর না পাওয়া পর্যন্ত, কাউকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, *বিদূরবিগত* অর্থাৎ অন্ত্যজ চণ্ডালও ভগবানের দিব্য নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার ফলে, ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মানে, তৎক্ষণাৎ তার দেহের পরিবর্তন হয়ে যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করার দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তিনি যদি চণ্ডালও হন, তবুও সদ্গুরুর উপদেশ পালন করার ফলে, তাঁর দেহের পরিবর্তন হয়ে যায়। যদিও তাঁর দেহের যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা যায় না, তবুও প্রামাণিক শাস্ত্রের বাণী অনুসারে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, তার দেহের পরিবর্তন হয়েছে। কোন রকম তর্ক না করে সেই কথা মেনে নিতে হবে। এই শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, *স জহাতি বন্ধম্*—"তিনি তাঁর জড় বন্ধন থেকে

মুক্ত হয়ে যান।" মানুষের কর্ম অনুসারে, দেহটি হচ্ছে ভৌতিক বন্ধনের প্রতীক। যদিও কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই না যে, স্থূল দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে, সূক্ষ্ম দেহের তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়, এবং সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্তনের ফলে, জীব তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহের পরিবর্তন সাধিত হয় সূক্ষ দেহের দ্বারা। স্থূল দেহের বিনাশের পর, সূক্ষ্ম দেহ জীবাত্মাকে অন্য আর একটি স্থূল দেহে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম দেহে মন হচ্ছে প্রধান, এবং তাই কারোর মন যদি সর্বদা ভগবানের লীলা স্মরণে অথবা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার বর্তমান শরীরের ইতিমধ্যেই পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনি পবিত্র হয়ে গেছেন। তাই চণ্ডাল অথবা যে-কোন অধঃপতিত অথবা নিম্ন কুলোদ্ভুত ব্যক্তি যে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৩৬

স এবমপরিমিতবলপরাক্রম একদা তু দেবর্ষিচরণানুশয়নানুপতিতগুণ-বিসর্গসংসর্গেণানির্বৃতমিবাত্মানং মন্যমান আত্মনির্বেদ ইদমাহ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ প্রিয়ব্রত); **এবম্**—এইভাবে; **অপরিমিত**—অদ্বিতীয়; **বল**—শক্তি; **পরাক্রমঃ**—যাঁর প্রভাব; **একদা**—এক সময়; **তু**—তখন; **দেব-ঋষি**—দেবর্ষি নারদের; **চরণ-অনুশয়ন**—শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে; **অনু**—তারপর; **পতিত**—নিপতিত হয়ে; **গুণ-বিসর্গ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা সৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে; **সংসর্গেণ**—সঙ্গ প্রভাবে; **অনির্বৃতম্**—অসন্তুষ্ট; **ইব**—সদৃশ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **আত্ম**—স্বয়ং; **নির্বেদঃ**—বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন তাঁর পূর্ণ শক্তি এবং প্রভাবের দ্বারা তাঁর জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করছিলেন, তখন এক সময় তিনি বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন যে, যদিও তিনি দেবর্ষি নারদের কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করেছেন, তবুও তিনি পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছেন। তার ফলে তাঁর মন তখন অশান্ত হয়ে উঠেছিল, এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যিনি ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর স্বধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেন এবং অপরিপক্ক অবস্থায় তাঁর যদি অধঃপতনও হয়, তবুও তাঁর অসফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি তার স্বধর্মগত বৃত্তিতে পূর্ণরূপে যুক্ত থাকে, তাহলেও তার কোন লাভ হয় না।" কেউ যদি কোন না কোনও ভাবে কোন মহান বৈষ্ণবের শরণাগত হন এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে অথবা তত্ত্ব উপলব্ধির ফলে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, কিন্তু কালক্রমে যদি অপরিপক্ক অবস্থার ফলে তাঁর অধঃপতন হয়, তাহলে সেটা তাঁর অধঃপতন নয়, কারণ কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার যে ফল তা নিত্য। তাই কারও যদি অধঃপতনও হয়, তাহলে সাময়িকভাবে তার প্রগতি প্রতিহত হতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে তা পুনরায় প্রকাশিত হবে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবানের ধামে ফিরে যাবার জন্য সেবা করছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতার অনুরোধে তাঁকে পুনরায় বৈষয়িক জীবনে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু, যথাসময়ে, তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ভাবনা তাঁর পুনর্জাগরিত হয়েছিল।

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) বলা হয়েছে, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে* । ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করার সময় কারও যদি অধঃপতন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি দেবসদৃশ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন এবং সেই জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পর, তিনি কোন অভিজাত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করার সুযোগ পান। প্রিয়ব্রতের জীবনে তা প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল। এই সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন তিনি। যথাসময়ে তাঁর আর জড় ঐশ্বর্য, পত্নী, রাজ্য, পুত্র, ইত্যাদি ভোগ করার কোন ইচ্ছা ছিল না, পক্ষান্তরে তিনি সেই সব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রতের জড় ঐশ্বর্যের বর্ণনা করার পর, এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী তাঁর বৈরাগ্যের প্রবৃত্তির কথা বর্ণনা করেছেন।

দেবর্ষি-চরণানুশয়ন কথাটি ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা এবং বিধিনিষেধ কঠোরতা সহকারে পালন করছিলেন। কঠোরতা সহকারে বিধিনিষেধগুলি পালন করা সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*দণ্ডবৎ-প্রণামাস্তান্ অনুপতিতঃ* । শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করার ফলে এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর নির্দেশ পালন করার ফলে, শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতি সাধন হয়। মহারাজ প্রিয়ব্রত নিয়মিতভাবে তা করছিলেন।

জীব যতক্ষণ জড়া প্রকৃতিতে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবাধীন *(গুণবিসর্গ)* থাকতে হয়। এমন নয় যে মহারাজ প্রিয়ব্রতের যেহেতু সমস্ত জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল, তাই তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। এই জড় জগতে ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই জড়া প্রকৃতির প্রভাবাধীন থাকতে হয়, কারণ ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র্য উভয়ই জড়া প্রকৃতির গুণজাত। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । জড়া প্রকৃতির যে-যে গুণের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই, সেই-সেই গুণ অনুসারে প্রকৃতি আমাদের জড় জগৎকে ভোগ করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

শ্লোক ৩৭

অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোহহমিন্দ্রিয়ৈরবিদ্যারচিত-বিষমবিষয়ান্ধকূপে তদলমলমমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিগ্ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার ॥ ৩৭ ॥

অহো—হায়; **অসাধু**—অন্যায়; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠান করেছে; **যৎ**—কারণ; **অভিনিবেশিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে; **অহম্**—আমি; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **রচিত**—বিরচিত; **বিষম**—দুঃখদায়ক; **বিষয়**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **অন্ধ-কূপে**—অন্ধকূপে; **তৎ**—তা; **অলম্**—নগণ্য; **অলম্**—নিষ্প্রয়োজন; **অমুষ্যাঃ**—তাঁর; **বনিতায়াঃ**—পত্নী; **বিনোদ-মৃগম্**—ক্রীড়ামৃগ; **মাম্**—আমাকে; **ধিক্**—ধিক্কার; **ধিক্**—ধিক্কার; **ইতি**—এইভাবে; **গর্হয়াম্**—নিন্দা; **চকার**—করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা নিজের নিন্দা করে বলেছিলেন—হায়! ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য আমি কত অধঃপতিত হয়েছি! আমি জড়সুখ ভোগের জন্য বিষয়রূপ অন্ধকূপে

নিমজ্জিত হয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে! আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই না। আমি আমার পত্নীর ক্রীড়ামৃগতুল্য হয়ে পড়েছি। আমাকে ধিক্! আমাকে ধিক্!

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রতের আচরণ থেকে বোঝা যায় জড়-জাগতিক জ্ঞানের উন্নতি কত নিন্দনীয়। তিনি রাত্রিতেও আলোক প্রদানকারী আর একটি সূর্য সৃষ্টি করার মতো অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেছিলেন, এবং তিনি এমন একটি বিশাল রথ তৈরি করেছিলেন যার চাকার প্রভাবে বিশাল সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত কার্যকলাপ এমনই মহান যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনাও করতে পারে না তা কি করে সম্ভব। মহারাজ প্রিয়ব্রত অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল জড় সুখভোগ, রাজ্যশাসন এবং সেই সূত্রে তিনি তাঁর সুন্দরী পত্নীর ক্রীড়ামৃগে পরিণত হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। আমরা যখন মহারাজ প্রিয়ব্রতের দৃষ্টান্ত বিচার করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আধুনিক সভ্যতা কত অধঃপতিত। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এবং অন্য সমস্ত জড়বাদীরা বড় বড় সেতু, রাস্তাঘাট এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করার গর্বে গর্বিত, কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপের কাছে অত্যন্ত নগণ্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদি তাঁর অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করা সত্ত্বেও এইভাবে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের তথাকথিত জড়-জাগতিক উন্নতির ফলে নিজেদের কিভাবে ধিক্কার দেওয়া উচিত। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের সমস্যার সমাধানে এই প্রকার উন্নতি কোন সাহায্য করে না। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, তারা কিভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের সেই অবস্থা কত নিন্দনীয়। তাদের পরবর্তী জীবনে তারা যে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে, তা পর্যন্তও তারা জানে না। আধ্যাত্মিক প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী এবং অদ্ভুত জাগতিক কার্যকলাপ প্রতিবন্ধক স্বরূপ। মহারাজ প্রিয়ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে দেবর্ষি নারদের সেবা করেছিলেন, তাই জাগতিক ঐশ্বর্য স্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত হননি। তিনি পুনরায় কৃষ্ণভক্তির মার্গে ফিরে এসেছিলেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

"ভগবদ্ভক্তির কখনও বিনাশ অথবা হ্রাস হয় না। তার অতি অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় থেকে জীবকে রক্ষা করে।" (*ভগবদ্‌গীতা* ২/৪০) মহারাজ প্রিয়ব্রতের এই প্রকার বৈরাগ্য সম্ভব হয়েছিল কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবেই। সাধারণত কেউ যখন ক্ষমতা, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর গৃহ এবং খ্যাতি লাভ করেন, তখন তিনি গভীরভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু মহারাজ প্রিয়ব্রত যেহেতু দেবর্ষি নারদের কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

পরদেবতাপ্রসাদাধিগতাত্মপ্রত্যবমর্শেনানুপ্রবৃত্তেভ্যঃ পুত্রেভ্য ইমাং যথাদায়ং বিভজ্য ভুক্তভোগাং চ মহিষীং মৃতকমিব সহমহাবিভূতিমপহায় স্বয়ং নিহিতনির্বেদো হৃদি গৃহীতহরিবিহারানুভাবো ভগবতো নারদস্য পদবীং পুনরেবানুসসার ॥ ৩৮ ॥

পর-দেবতা— পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রসাদ**—কৃপার দ্বারা; **অধিগত**—লাভ করেছিলেন; **আত্ম-প্রত্যবমর্শেন**—আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা; **অনুপ্রবৃত্তেভ্যঃ**—যথাযথভাবে তাঁর পন্থা অনুসরণকারী; **পুত্রেভ্যঃ**— তাঁর পুত্রদের; **ইমাম্**—এই পৃথিবী; **যথা-দায়ম্**—উত্তরাধিকার সূত্রে; **বিভজ্য**—ভাগ করে; **ভুক্ত-ভোগাম্**—নানাভাবে তিনি যা ভোগ করেছিলেন; **চ**—ও; **মহিষীম্**—মহারাণীকে; **মৃতকম্ ইব**—ঠিক একটি মৃত শরীরের মতো; **সহ**—সহ; **মহা-বিভূতিম্**—মহান ঐশ্বর্য; **অপহায়**—পরিত্যাগ করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নিহিত**—পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; **নির্বেদঃ**—বৈরাগ্য; **হৃদি**—হৃদয়ে; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছিলেন; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বিহার**—লীলাবিলাস; **অনুভাবঃ**—এইভাবে; **ভগবতঃ**—মহাপুরুষের; **নারদস্য**—নারদ মুনির; **পদবীম্**—পদ; **পুনঃ**—পুনরায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুসসার**—অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের স্বরূপ-উপলব্ধি পুনর্জাগরিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যাঁর সঙ্গে তিনি বহু ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন সেই পত্নী এবং তাঁর মহান ঐশ্বর্যসমন্বিত রাজ্যসহ তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে

বন্ধনমুক্ত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণরূপে নির্মল তাঁর হৃদয় তখন ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষ্ণভক্তির চিন্ময় মার্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় যে পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন—*চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্*—হৃদয় নির্মল হওয়া মাত্রই ভব মহাদাবাগ্নি তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হয়। আমাদের হৃদয় ভগবানের লীলাভূমি। অর্থাৎ, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করা, যে সম্বন্ধে ভগবান নিজেই উপদেশ দিয়েছেন—*মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মৎযাজী মাং নমস্কুরু* । সেটিই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। যার হৃদয় নির্মল নয়, সে কখনও ভগবানের চিন্ময় লীলা স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি পুনরায় তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্থাপন করতে পারেন, তাহলে তিনি অনায়াসে সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। মায়াবাদী, যোগী এবং জ্ঞানীরা *ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা*—"এই জগৎ মিথ্যা। এর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা ব্রহ্মকে আশ্রয় করব"—এই বলে এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু এই প্রকার পুঁথিগত বিদ্যা কোনও ভাবেই তাদের সাহায্য করে না। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে ব্রহ্মই হচ্ছে বাস্তব সত্য, তাহলে মহারাজ অম্বরীষের মতো আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করতে হবে (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে হয়। তখনই কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শক্তি লাভ করা যায়।

মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর রাজ্যলক্ষ্মী, এবং তাঁর অত্যন্ত সুন্দরী মহিষীকে মৃতদেহের মতো পরিত্যাগ করেছিলেন। পত্নী যতই সুন্দরী হোক না কেন এবং তার অঙ্গসৌষ্ঠব যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তার মৃত্যুর পর তার সেই দেহের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। মানুষ সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্যের কত প্রশংসা করে, কিন্তু সেই দেহটি থেকে আত্মা যখন চলে যায়, তখন সব চাইতে কামুক ব্যক্তিরও সেই দেহটির প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত ভগবানের কৃপায় এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁর সুন্দরী পত্নী জীবিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে মানুষ তার মৃত পত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে সর্বশক্তিমান ভগবান! আমার ধন সংগ্রহ করার কোন বাসনা নেই, সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করার কোন বাসনা নেই, এমনকি বহু অনুগামী লাভ করার বাসনাও আমার নেই। আমি কেবল চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি আপনার অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।" যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের পক্ষে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সুন্দরী রমণীর প্রতি আসক্তি দুটিই মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। এই প্রকার আসক্তি আত্মহত্যার থেকেও অধিক নিন্দনীয়। তাই যাঁরা অবিদ্যার অন্ধকার অতিক্রম করতে অভিলাষী, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, তাঁদের কামিনী এবং কাঞ্চনের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন এই আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রশান্ত চিত্তে দেবর্ষি নারদের উপদেশ পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তস্য হ বা এতে শ্লোকাঃ—
প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম কো নু কুর্যাদ্বিনেশ্বরম্ ।
যো নেমিনিম্নৈরকরোচ্ছায়াং ঘ্নন্ সপ্ত বারিধীন্ ॥ ৩৯ ॥

তস্য—তাঁর; **হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **এতে**—এই সমস্ত; **শ্লোকাঃ**—শ্লোকসমূহ; **প্রিয়ব্রত**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **কঃ**—কে; **নু**—তাহলে; **কুর্যাৎ**—সম্পাদন করতে পারে; **বিনা**—ব্যতীত; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যঃ**—যিনি; **নেমি**—তাঁর রথের চাকার প্রান্তের; **নিম্নৈঃ**—চাপের ফলে; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ছায়াম্**—অন্ধকার; **ঘ্নন্**—দূর করে; **সপ্ত**—সাত; **বারিধীন্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে—'মহারাজ প্রিয়ব্রত যে-সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন, তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিলেন, এবং তাঁর মহান রথের চাকার দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করেছিলেন।"

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সারা জগতে বহু প্রসিদ্ধ শ্লোক প্রচলিত রয়েছে। তিনি এতই বিখ্যাত ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপের তুলনা করা হয়। কখনও কখনও ভগবানের ঐকান্তিক সেবক এবং ভক্তকেও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। শ্রীনারদকে ভগবান বলা হয়, শিব এবং ব্যাসদেবকেও কখনও কখনও ভগবান বলা হয়। ভগবানের কৃপায় কখনও কখনও শুদ্ধ ভক্তকে ভগবান পদবীটি প্রদান করা হয় তাঁর প্রতি বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন এমনই এক ভক্ত।

শ্লোক ৪০

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদ্‌গিরিবনাদিভিঃ ।
সীমা চ ভূতনির্বৃত্যৈ দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ ॥ ৪০ ॥

ভূ-সংস্থানম্—পৃথিবীর স্থিতি; **কৃতম্**—করে; **যেন**—যার দ্বারা; **সরিৎ**—নদীসমূহের দ্বারা; **গিরি**—পাহাড় এবং পর্বতসমূহের দ্বারা; **বন-আদিভিঃ**—অরণ্য আদির দ্বারা; **সীমা**—সীমারেখা; **চ**—ও; **ভূত**—বিভিন্ন রাষ্ট্রের; **নির্বৃত্যৈ**—যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য; **দ্বীপে দ্বীপে**—বিভিন্ন দ্বীপে; **বিভাগশঃ**—ভিন্ন ভিন্নভাবে।

অনুবাদ

"বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত প্রতি দ্বীপে নদী, পর্বত ও বন ইত্যাদির দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত করেছিলেন, যাতে একে অন্যের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ না করে।"

তাৎপর্য

রাজ্যের সীমারেখা নির্ধারণ করার যে আদর্শ মহারাজ প্রিয়ব্রত স্থাপন করে গেছেন, তা আজও অনুসরণ করা হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতির মানুষদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্ধারিত হয়েছে, এবং তাই সেই সমস্ত স্থানগুলি, যেগুলিকে দ্বীপ বলা হয়, সেইগুলির সীমারেখা বিভিন্ন নদী, বন এবং পর্বতের দ্বারা নির্ধারিত করা উচিত। পৃথু মহারাজ সম্পর্কেও এই কথা বলা হয়েছে, যাঁর জন্ম হয়েছিল তাঁর মৃত পিতার শরীর থেকে ঋষিদের হস্তক্ষেপের ফলে। মহারাজ পৃথুর পিতা ছিলেন অত্যন্ত পাপী, এবং তাই প্রথমে তার মৃতদেহ থেকে নিষাদ নামক এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। নিষাদ জাতির বাসস্থান

অরণ্যে নির্ধারিত হয়েছিল, কারণ তারা ছিল স্বভাবত চোর এবং দুর্বৃত্ত। পশুরা যেমন বন এবং পর্বতে থাকে, তেমনই পশুসদৃশ মানুষেরাও সেই প্রকার স্থানে বসবাস করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সভ্য জীবনে উন্নীত হতে পারে না, কারণ মানুষ তার গুণ এবং কর্ম অনুসারে প্রকৃতির নিয়মে বিশেষ স্থানে থাকতে বাধ্য। মানুষ যদি শান্তিপূর্বক পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করতে হবে, কারণ দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকলে জীবনের সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহারাজ প্রিয়ব্রত এই ভূমণ্ডলকে বিভিন্ন দ্বীপে বিভক্ত করেছিলেন যাতে বিভিন্ন জাতির মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম না করে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যে বিভাগ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তার থেকেই ক্রমশ আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছে।

শ্লোক ৪১

ভৌমং দিব্যং মানুষং চ মহিত্বং কর্মযোগজম্ ।
যশ্চক্রে নিরয়ৌপম্যং পুরুষানুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ভৌমম্—অধোলোকের; **দিব্যম্**—স্বর্গ; **মানুষম্**—মানুষদের; **চ**—ও; **মহিত্বম্**—সমগ্র ঐশ্বর্য; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **যোগ**—যোগশক্তির দ্বারা; **জম্**—জাত; **যঃ**—যিনি; **চক্রে**—করেছিলেন; **নিরয়**—নরক; **ঔপম্যম্**—উপমা বা সাদৃশ্য; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনুজন**—ভক্তকে; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

"নারদ মুনির মহান অনুগামী এবং ভক্ত মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কর্ম এবং যোগশক্তির প্রভাবে যে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা অধোলোকের, স্বর্গলোকের বা নরলোকের হলেও তিনি তা নরকতুল্য বলে মনে করেছিলেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবদ্ভক্তের পদ এতই উন্নত যে, তিনি কোনও রকম জাগতিক ঐশ্বর্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। পৃথিবী, স্বর্গলোক এবং পাতাললোকে নানা প্রকার ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, এই সমস্তই জড় এবং তার ফলে তিনি সেগুলির প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হন না।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। কখনও কখনও যোগী এবং জ্ঞানীরা মুক্তি লাভ করার জন্য এবং চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করার জন্য স্বেচ্ছায় জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাদের এই বৈরাগ্য কৃত্রিম হওয়ার ফলে, প্রায়ই তাদের অধঃপতন হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নততর স্বাদ আস্বাদন করা অবশ্য কর্তব্য, তাহলেই কেবল জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করা যায়। মহারাজ প্রিয়ব্রত পূর্বেই চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন, এবং তাই অধঃ, ঊর্ধ্ব অথবা মধ্যলোকে লব্ধ কোনও রকম জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না।

ইতি 'মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা

এই অধ্যায়ে মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন আত্ম-উপলব্ধির জন্য গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র মহারাজ প্রিয়ব্রতের আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেন, এবং তিনি পিতৃবৎ স্নেহে প্রজাপালন করেছিলেন। এক সময় তিনি পুত্র কামনা করে মন্দর পর্বতের গুহায় তপস্যা করছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যার কারণ অবগত হয়ে, পূর্বচিত্তি নাম্নী এক অপ্সরাকে আগ্নীধ্রের আশ্রমে প্রেরণ করেন। অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিতা হয়ে, পূর্বচিত্তি আগ্নীধ্রের সম্মুখে শৃঙ্গার ভাবসূচক নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করতে থাকলে, আগ্নীধ্র স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর হাবভাব, হাস্য, মধুর বাক্য এবং কটাক্ষ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। আগ্নীধ্র রমণীর মন হরণকারী প্রশংসাবাক্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই সেই অপ্সরাও আগ্নীধ্রের রসপূর্ণ বাক্যে প্রীত হয়ে আগ্নীধ্রকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ আগ্নীধ্রের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে আগ্নীধ্রের নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি তাদের নাম অনুসারে নয়টি বর্ষ বিভাগ করে দেন। রাজা আগ্নীধ্র কিন্তু ভোগে পরিতৃপ্ত না হয়ে, সর্বদা তাঁর অপ্সরা পত্নীর কথা চিন্তা করতেন, এবং তার ফলে মৃত্যুর পর তিনি অপ্সরালোক প্রাপ্ত হন। আগ্নীধ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর নয় পুত্র মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং পিতরি সম্প্রবৃত্তে তদনুশাসনে বর্তমান আগ্নীধ্রো জম্বুদ্বীপৌকসঃ প্রজা ঔরসবদ্ধর্মাবেক্ষমাণঃ পর্যগোপায়ৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পিতরি**—যখন তাঁর পিতা; **সম্প্রবৃত্তে**—মুক্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন; **তৎ-অনুশাসনে**—তাঁর আজ্ঞা অনুসারে; **বর্তমানঃ**—অবস্থিত; **আগ্নীধ্রঃ**—রাজা আগ্নীধ্র; **জম্বু-দ্বীপ-ওকসঃ**—জম্বুদ্বীপের অধিবাসীগণ; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **ঔরস-বৎ**—পুত্রবৎ; **ধর্ম**—ধর্মীয় অনুশাসন; **অবেক্ষমাণঃ**—কঠোরতা সহকারে পালন করে; **পর্যগোপায়ৎ**—সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রত পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে তপস্যা করার জন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন মহারাজ আগ্নীধ্র তাঁর পিতার আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে, তিনি জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের পুত্রবৎ পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

তাঁর পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রতের আজ্ঞা অনুসারে, মহারাজ আগ্নীধ্র ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে জম্বুদ্বীপ শাসন করেছিলেন। এই সমস্ত অনুশাসনগুলি আধুনিক যুগের নাস্তিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা পিতৃবৎ প্রজাদের রক্ষা করতেন। তিনি যে কিভাবে তাঁর প্রজাদের শাসন করতেন, তারও বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে—*ধর্মাবেক্ষমাণঃ,* অর্থাৎ, কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে, প্রজারা নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করছে কি না তা দেখা। বৈদিক ধর্মের শুরু হয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম থেকে, অর্থাৎ চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে। *ধর্ম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। ধর্মের প্রথম নিয়ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া চতুরাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করা। মানুষের গুণ এবং কর্ম অনুসারে, সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা উচিত, এবং তারপর আবার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি ভাগে মানুষের জীবন বিভক্ত করা উচিত। এগুলিই হচ্ছে ধর্মের নিয়ম, এবং রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে নিষ্ঠা সহকারে সেগুলি অনুসরণ করে তা দেখা। তাঁকে কেবল দায়সারাভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করলেই চলবে না; তাঁকে তাঁর প্রজাদের প্রতি পিতার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্নেহপরায়ণ হতে হবে। এই প্রকার পিতা কঠোরতা সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন যে, তাঁর পুত্রেরা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করছে কি না, এবং কখনও কখনও প্রয়োজন হলে তিনি তাদের দণ্ডও দেন।

উপরোক্ত নীতির ঠিক বিপরীত হচ্ছে, কলিযুগের রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রনেতারা ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে কোন রকম মনোযোগ না দিয়ে, কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপ্রধানেরা নাগরিকদের সব রকম পাপকর্মে, বিশেষ করে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, পশুহত্যা এবং দ্যূতক্রীড়ায় লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করছে। এই সমস্ত পাপকার্যগুলি বর্তমানে ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকট হয়েছে। যদিও আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে ভারতবর্ষে এই চারটি পাপকর্ম পূর্ণরূপে বর্জিত ছিল, কিন্তু আজকাল প্রতিটি পরিবারেই এই পাপকর্মগুলির প্রচলন হয়েছে; তাই তারা আর ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করতে পারছে না। পুরাকালের রাজাদের নীতির ঠিক বিপরীত, আজকালকার রাষ্ট্রগুলি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত এবং প্রজাদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানদের কোন রকম আগ্রহই নেই। বর্তমান যুগের সব কয়টি রাষ্ট্রই ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কলিযুগের রাষ্ট্রনেতারা দস্যুধর্মের দ্বারা জনগণকে শোষণ করবে। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনেতারা প্রজাদের রক্ষা করার পরিবর্তে, দস্যু তস্করের মতো তাদের লুণ্ঠন করছে। দস্যু তস্করেরা আইনের পরোয়া না করে লুঠতরাজ করে, কিন্তু এই কলিযুগে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে, আইন প্রণয়নকারীরাই নাগরিকদের লুণ্ঠন করছে। পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীটিও ইতিমধ্যেই সফল হতে দেখা যাচ্ছে—সরকার এবং প্রজাদের পাপকার্যের ফলে ক্রমশ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, এবং অনাবৃষ্টির ফলে শস্য উৎপন্ন হবে না। তখন মানুষদের কেবল মাংস ও বীজ খেতে হবে, এবং সাধু প্রকৃতির ধর্মপরায়ণ মানুষেরা খরা, দুর্ভিক্ষ এবং অত্যধিক করের চাপে উৎপীড়িত হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যাবে। এই প্রকার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার একমাত্র ভরসা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য এটিই হচ্ছে সব চাইতে বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলন।

শ্লোক ২

স চ কদাচিৎ পিতৃলোককামঃ সুরবরবনিতাক্রীড়াচলদ্রোণ্যাং ভগবন্তং বিশ্বসৃজাং পতিমাভৃতপরিচর্যোপকরণ আত্মৈকাগ্র্যেণ তপস্ব্যা-রাধয়াম্বভূব ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি (রাজা আগ্নীধ্র); **চ**—ও; **কদাচিৎ**—একদা; **পিতৃলোক**—পিতৃলোক; **কামঃ**—বাসনা করে; **সুর-বর**—মহান দেবতাদের; **বনিতা**—রমণীরা; **আক্রীড়া**—

বিহারস্থলী; **অচল-দ্রোণ্যাম্**—মন্দরাচলের উপত্যকায়; **ভগবন্তম্**—সর্বশক্তিমান ব্রহ্মাকে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—প্রজাপতিদের; **পতিম্**—প্রভু; **আভৃত**—সংগ্রহ করে; **পরিচর্যা-উপকরণঃ**—পূজার সামগ্রী; **আত্ম**—মনের; **এক-অগ্রেণ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **তপস্বী**—তপস্বী; **আরাধয়াম্ বভূব**—আরাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সুযোগ্য পুত্র লাভ করে পিতৃলোকবাসী হওয়ার বাসনায়, মহারাজ আগ্নীধ্র এক সময় সুরবনিতাদের ক্রীড়াস্থল মন্দর পর্বতের উপত্যকায় পুষ্প ও অন্যান্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে তপস্যা পরায়ণ হয়ে, একাগ্র চিত্তে জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষ মহা ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ *পিতৃলোক-কাম* অর্থাৎ পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* পিতৃলোকের উল্লেখ করা হয়েছে—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ*। এই লোকে যেতে হলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে, তাঁর প্রসাদ পিতৃ-পুরুষদের প্রদান করার জন্য অতি উত্তম পুত্রের প্রয়োজন হয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা, যার ফলে ভগবানের প্রসাদ পিতৃ-পুরুষদের নিবেদন করে তাঁদের সুখ সম্পাদন করা যায়। পিতৃলোকের অধিবাসীরা সাধারণত কর্মকাণ্ড-পরায়ণ, যাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে সেই লোকে উন্নীত হয়েছেন। তাঁদের বংশধরেরা যতদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর প্রসাদ নিবেদন করে, ততদিন তাঁরা সেখানে থাকতে পারেন। পিতৃলোক আদি স্বর্গলোকের অধিবাসীদের পুণ্যক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর, মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) বলা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—যারা পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, কিন্তু তাদের পুণ্য যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়।

মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত, তাহলে তাঁর পুত্র কেন পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী হয়েছিলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ*—যারা পিতৃলোকে যাওয়ার অভিলাষী, তারা সেখানে যায়। তেমনই, *যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—যারা বৈকুণ্ঠলোকে যেতে চায়, তারা সেখানে যেতে পারে। যেহেতু মহারাজ আগ্নীধ্র ছিলেন বৈষ্ণবের পুত্র, তাই তাঁর চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করা উচিত ছিল। তাহলে কেন তিনি

পিতৃলোকে যাবার অভিলাষী হয়েছিলেন? তার উত্তরে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একজন ভাষ্যকার গোস্বামী গিরিধর বলেছেন যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন অত্যন্ত কামাসক্ত ছিলেন, তখন আগ্নীধ্রের জন্ম হয়েছিল। এই তথ্যটি সত্য বলে স্বীকার করা যায়, কারণ গর্ভাধানের সময় মানসিক অবস্থা অনুসারে সন্তানের জন্ম হয়। তাই বৈদিক প্রথায় গর্ভাধান-সংস্কারের প্রচলন রয়েছে। এই সংস্কারের মাধ্যমে পিতার মনোবৃত্তি এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যে, পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করার সময় তিনি এমন সন্তান লাভ করবেন, যার মন সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন থাকবে। বর্তমান সময়ে কিন্তু এই প্রকার গর্ভাধান-সংস্কারের কোন প্রচলন নেই, এবং তার ফলে তারা সাধারণত কামোন্মত্ত হয়ে সন্তান উৎপন্ন করে। বিশেষ করে এই কলিযুগে, গর্ভাধান সংস্কার অনুশীলন হচ্ছে না বলে, সকলেই কুকুর-বিড়ালের মতো স্ত্রীসঙ্গ করছে। তাই শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, এই যুগের প্রতিটি মানুষই শূদ্রবৎ। মহারাজ আগ্নীধ্র যে পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে তাঁর মনোবৃত্তি শূদ্রের মতো ছিল; তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়।

মহারাজ আগ্নীধ্র পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, এবং তাই তাঁর পত্নীর প্রয়োজন ছিল, কারণ পিতৃলোকে উন্নীত হতে হলে প্রতি বৎসর পিণ্ড প্রদানকারী বা ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদ প্রদানকারী সুযোগ্য পুত্রের অবশ্য প্রয়োজন হয়। সুপুত্র লাভের উদ্দেশ্যে মহারাজ আগ্নীধ্র কোন এক দেব-ললনাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি সুরবনিতাদের বিহারস্থল মন্দর পর্বতে ব্রহ্মার আরাধনা করতে গিয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১২) বলা হয়েছে, *কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ*—যে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এই জড় জগতে শীঘ্র ফল লাভ করতে চায়, তারা দেবতাদের পূজা করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *শ্রীঐশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ*—যারা সুন্দরী পত্নী, প্রভূত ঐশ্বর্য এবং বহু সন্তান কামনা করে, তারা দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ভগবদ্ভক্ত এই সবের আকাঙ্ক্ষা করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে, তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন।

শ্লোক ৩

তদুপলভ্য ভগবানাদিপুরুষঃ সদসি গায়ন্তীং পূর্বচিত্তিং নামাপ্সর-সমভিযাপয়ামাস ॥ ৩ ॥

তৎ—তা; **উপলভ্য**—জানতে পেরে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আদি-পুরুষঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব; **সদসি**—তাঁর সভায়; **গায়ন্তীম্**—নর্তকী; **পূর্বচিত্তিম্**—পূর্বচিত্তি; **নাম**—নামক; **অপ্সরসম্**—অপ্সরাকে; **অভিযাপয়াম্ আস**—পাঠিয়েছিলেন।

অনুবাদ

আদি পুরুষ ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের মনোবাসনা জানতে পেরে, তাঁর সভার শ্রেষ্ঠ অপ্সরা পূর্বচিত্তিকে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভগবান্ আদিপুরুষঃ* শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবান্ আদিপুরুষঃ* হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি*। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনও তাঁকে *পুরুষম্ আদ্যম্* অর্থাৎ আদিপুরুষ এবং ভগবান বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ব্রহ্মাকে *ভগবান্ আদিপুরুষঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে *ভগবান* বলার কারণ হচ্ছে যে, তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব। ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের মনোবাসনা জানতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি বিষ্ণুরই মতো শক্তিমান। পরমাত্মারূপে হৃদয়ে বিরাজ করে শ্রীবিষ্ণু যেমন জীবের মনোবাসনা জানতে পারেন, তেমনই ব্রহ্মাও জীবের মনের কথা জানতে পারেন, কারণ বিষ্ণু তাঁকে তা জানিয়ে দেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১) বলা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সব কিছু জানিয়ে দেন। মহারাজ আগ্নীধ্র যেহেতু বিশেষভাবে ব্রহ্মার পূজা করেছিলেন, তাই ব্রহ্মা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পূর্বচিত্তি নামক অপ্সরাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

সা চ তদাশ্রমোপবনমতিরমণীয়ং বিবিধনিবিড়বিটপিবিটপনিকরসংশ্লিষ্ট-পুরটলতারূঢ়স্থলবিহঙ্গমমিথুনৈঃ প্রোচ্যমানশ্রুতিভিঃ প্রতিবোধ্যমান-সলিলকুক্কুটকারণ্ডবকলহংসাদিভির্বিচিত্রমুপকূজিতামলজলাশয়কমলা-করমুপবভ্রাম ॥ ৪ ॥

সা—তিনি (পূর্বচিত্তি); **চ**—ও; **তৎ**—মহারাজ আগ্নীধ্রের; **আশ্রম**—তপস্যার স্থল; **উপবনম্**—উপবন; **অতি**—অত্যন্ত; **রমণীয়ম্**—সুন্দর; **বিবিধ**—বিভিন্ন প্রকার; **নিবিড়**—ঘন; **বিটপি**—বৃক্ষ; **বিটপ**—শাখার; **নিকর**—সমূহ; **সংশ্লিষ্ট**—সংলগ্ন; **পুরট**—স্বর্ণাভ; **লতা**—লতা; **আরূঢ়**—আরূঢ়; **স্থল-বিহঙ্গম**—স্থলের পক্ষীসমূহের; **মিথুনৈঃ**—যুগল; **প্রোচ্যমান**—কূজনকারী; **শ্রুতিভিঃ**—মনোহর শব্দ; **প্রতিবোধ্যমান**—প্রতিধ্বনিত; **সলিল-কুক্কুট**—জলকুক্কুট; **কারণ্ডব**—হাঁস; **কলহংস**—হংস; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **বিচিত্রম্**—নানা প্রকার; **উপকূজিত**—শব্দের দ্বারা প্রতিধ্বনিত; **অমল**—নির্মল; **জল-আশয়**—সরোবরে; **কমল-আকরম্**—পদ্মফুলের উৎপত্তিস্থল; **উপবভ্রাম**—ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

যে সুন্দর উপবনে রাজা তপস্যা করছিলেন এবং আরাধনা করছিলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত অপ্সরা সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন। তপোবনটি ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যামল তরুরাজি এবং স্বর্ণাভ লতিকা সমন্বিত হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই বৃক্ষের উপর ময়ূরাদি স্থল-বিহঙ্গম কূজন করছিল, এবং সরোবরে জলকুক্কুট, কারণ্ডব, কলহংসাদি জলচর পক্ষীগণও মধুর রব করছিল। এইভাবে শ্যামল বনানী, নির্মল জল, প্রস্ফুটিত কমল এবং বিভিন্ন পক্ষীর কূজনে সেই তপোবনটি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫

তস্যাঃ সুললিতগমনপদবিন্যাসগতিবিলাসায়াশ্চানুপদং খণখণায়মানরুচির-চরণাভরণস্বনমুপাকর্ণ্য নরদেবকুমারঃ সমাধিযোগেনামীলিতনয়ননলিন-মুকুলযুগলমীষদ্বিকচয্য ব্যচষ্ট ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ—তাঁর (পূর্বচিত্তির); **সুললিত**—অত্যন্ত সুন্দর; **গমন**—গমন; **পদ-বিন্যাস**—পদবিক্ষেপ; **গতি**—গতি; **বিলাসায়াঃ**—লীলাবিলাস; **চ**—ও; **অনুপদম্**—প্রতি পদক্ষেপে; **খণ-খণায়মান**—রুনুঝুনু ধ্বনি; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **চরণ-আভরণ**—পায়ের অলংকারের; **স্বনম্**—শব্দ; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নরদেব-কুমারঃ**—রাজকুমার; **সমাধি**—ধ্যানমগ্ন; **যোগেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **আমীলিত**—অর্ধনিমীলিত; **নয়ন**—চক্ষু; **নলিন**—পদ্ম; **মুকুল**—কলি; **যুগলম্**—যুগল; **ঈষৎ**—অল্প; **বিকচয্য**—উন্মীলিত করে; **ব্যচষ্ট**—দেখতে লাগলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির সুন্দর গমনে শৃঙ্গার-লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল, এবং তাঁর প্রতি পদবিক্ষেপে নূপুরের মনোহর রুনুঝুনু ধ্বনি হচ্ছিল। রাজকুমার আগ্নীধ্র যদিও অর্ধনিমীলিত নেত্রে যোগ অভ্যাস করে ইন্দ্রিয় সংযম করছিলেন, তবুও তিনি স্বীয় কমলসদৃশ নয়ন-যুগলের দ্বারা তাঁকে দর্শন করলেন, এবং তাঁর নূপুরের মধুর কিঙ্কিণী শ্রবণপূর্বক তাঁর চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে তিনি অতি নিকটে তাঁকে দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

যোগীরা সাধারণত তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। *ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌-গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। বিষধর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযতকারী যোগী শ্রীভগবানকে নিরন্তর দর্শন করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে যে, যোগীদের চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে *সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রম্‌* অভ্যাস করা উচিত। চোখ যদি সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়, তা হলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তথাকথিত যোগীরা কখনও কখনও চোখ বন্ধ করে লোক-দেখানো যোগ অভ্যাস করে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত তথাকথিত যোগীরা ধ্যান করার সময় ঘুমিয়ে পড়ে এবং নাক ডাকে। সেটি মোটেই যোগ অভ্যাস নয়। প্রকৃত যোগ অভ্যাসে চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়।

প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র যদিও ইন্দ্রিয় সংযম করার চেষ্টা করে যোগ অভ্যাস করছিলেন, তবুও পূর্বচিত্তির নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে তাঁর যোগ ভঙ্গ হয়ে যায়। *যোগ ইন্দ্রিয়-সংযমঃ*---প্রকৃত যোগ অভ্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা। ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যে ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইতিমধ্যেই বশীভূত হয়ে গেছে (*হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনম্‌*), এবং তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, *দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে* (*শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত* ৫)। যোগ অভ্যাস করা নিঃসন্দেহে ভাল, কারণ তার ফলে বিষধর সর্পের মতো ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বিষময় প্রভাব সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সাপ থেকে ভয় হয় তার বিষদাঁতের জন্য,

কিন্তু সেই বিষদাঁত যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে সাপকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হলেও তার থেকে ভয় পাবার আর কোন কারণ থাকে না। তাই ভক্তেরা শত-সহস্র সুন্দরী রমণীদের মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গি দর্শন করলেও তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হন না, অথচ এই সমস্ত রমণীরা সাধারণ যোগীদের যোগভ্রষ্ট করে অধঃপতিত করতে পারে। মেনকার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে অতি উন্নত স্তরের যোগী বিশ্বামিত্রেরও তপোভঙ্গ হয়েছিল, এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অভ্যাস যথেষ্ট নয়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাজকুমার আগ্নীধ্র, যাঁর মনোযোগ পূর্বচিত্তির সুন্দর গমনভঙ্গি এবং নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিশ্বামিত্র মুনি যেমন মেনকার নূপুরের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রাজকুমার আগ্নীধ্রও তেমনই পূর্বচিত্তির নূপুরের শব্দ শুনে, তাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি দর্শন করার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন। রাজকুমারও ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর চক্ষু দুটি ছিল ঠিক যেন পদ্মকলির মতো। তিনি যখন তাঁর কমলসদৃশ নয়ন উন্মীলিত করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পাশে সেই অপ্সরাকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

তামেবাবিদূরে মধুকরীমিব সুমনস উপজিঘ্রন্তীং দিবিজমনুজমনোনয়নাহ্লাদদুঘৈর্গতিবিহারব্রীড়াবিনয়াবলোকসুস্বরাক্ষরাবয়বৈর্মনসি নৃণাং কুসুমায়ুধস্য বিদধতীং বিবরং নিজমুখবিগলিতামৃতাসবসহাসভাষণামোদমদান্ধমধুকরনিকরোপরোধেন দ্রুতপদবিন্যাসেন বল্গুস্পন্দনস্তনকলশকবরভাররশনাং দেবীং তদবলোকনেন বিবৃতাবসরস্য ভগবতো মকরধ্বজস্য বশমুপনীতো জড়বদিতি হোবাচ ॥ ৬ ॥

তাম্—তাঁকে; **এব**—বাস্তবিকপক্ষে; **অবিদূরে**—নিকটে; **মধুকরীম্ ইব**—মধুকরের মতো; **সুমনসঃ**—সুন্দর ফুল; **উপজিঘ্রন্তীম্**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে; **দিবি-জ**—দেবতা; **মনু-জ**—মনুষ্য; **মনঃ**—মন; **নয়ন**—চক্ষুর; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **দুঘৈঃ**—উৎপাদন করে; **গতি**—তাঁর গতিবিধির দ্বারা; **বিহার**—লীলা-বিলাসের দ্বারা; **ব্রীড়া**—লজ্জার দ্বারা; **বিনয়**—বিনয়ের দ্বারা; **অবলোক**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সু-স্বর-অক্ষর**—তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরের দ্বারা; **অবয়বৈঃ**—এবং তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **মনসি**—মনে;

নৃণাম্—মানুষদের; **কুসুম-আয়ুধস্য**—কুসুম-শরধারী কন্দর্পের; **বিদধতীম্**—করে; **বিবরম্**—প্রবেশ দ্বার; **নিজ-মুখ**—তাঁর নিজের মুখ থেকে; **বিগলিত**—নিঃসৃত; **অমৃত-আসব**—অমৃততুল্য মধুর; **স-হাস**—তাঁর হাসিতে; **ভাষণ**—তাঁর বাণীতে; **আমোদ**—আনন্দের দ্বারা; **মদ-অন্ধ**—নেশাচ্ছন্ন; **মধুকর**—মৌমাছির; **নিকর**—সমূহ; **উপরোধেন**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **দ্রুত**—শীঘ্র; **পদ**—পায়ের; **বিন্যাসেন**—সুন্দর বিক্ষেপের দ্বারা; **বল্গু**—অল্প; **স্পন্দন**—কম্পিত; **স্তন**—স্তন; **কলশ**—কলসসদৃশ; **কবর**—কবরী; **ভার**—ভার; **রশনাম্**—মেখলা; **দেবীম্**—দেবী; **তৎ-অবলোকনে**—কেবল তাঁকে দেখে; **বিবৃত-অবসরস্য**—সুযোগ গ্রহণ করে; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালীর; **মকর-ধ্বজস্য**—কন্দর্পের; **বশম্**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **উপনীতঃ**—উপনীত হয়ে; **জড়-বৎ**—জড়ের মতো; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই অপ্সরা মধুকরীর মতো পুষ্পসমূহের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিলেন। দেবতা এবং মানুষদের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী তাঁর গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়ান্বিতা দৃষ্টি, সুমধুর স্বর, বাক্য এবং নেত্রাদি অবয়বসমূহ যেন মানুষদের মনে কুসুম-আয়ুধ কন্দর্পের প্রবেশদ্বার করে দিচ্ছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মুখ থেকে অমৃত নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে মৌমাছিরা তাঁর সুন্দর নয়ন-কমলের চারপাশে উড়ছিল। তার ফলে সেই কামিনী ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপ করায় তাঁর স্তন-কলস এমনভাবে কম্পিত হচ্ছিল যে তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগছিল। বাস্তবিকপক্ষে তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মানুষের হৃদয়ে কামদেবের প্রবেশদ্বার তৈরি করছেন। তাই তাঁকে দেখে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়ে, রাজকুমার তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

সুন্দরী রমণীর গতি, অঙ্গভঙ্গি, কেশ, স্তন, নিতম্ব, এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ যে কিভাবে কেবল মনুষ্যেরই নয়, এমনকি দেবতাদের মন পর্যন্ত আকর্ষণ করে তা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে *দিবিজ* এবং *মনুজ* শব্দ দুটি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করে যে, রমণীর কমনীয় অঙ্গভঙ্গি এমনই শক্তিশালী যে তা এই জড় জগতের সর্বত্র, এমনকি স্বর্গলোকের অধিবাসীদেরও আকর্ষণ করে।

কথিত হয় যে স্বর্গলোকের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান এই লোকের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান থেকে হাজার হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। তাই সেখানকার রমণীদের দেহের সৌন্দর্য পৃথিবীর রমণীদের সৌন্দর্য থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি আকর্ষণীয়। সৃষ্টিকর্তা রমণীদের এমনভাবে নির্মিত করেছেন যে, তাদের মধুর ধ্বনি, গমনভঙ্গি, নিতম্ব, স্তন এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথিবী এবং অন্যান্য লোকের পুরুষদের আকর্ষিত করে এবং তাদের কামভাব জাগরিত করে। কেউ যখন কন্দর্প বা রমণীর সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হন, তখন তিনি পাথরের মতো জড় হয়ে যান। রমণীর গমনভঙ্গিতে মোহিত হয়ে তিনি তখন এই জড় জগতেই থাকতে চান। তাই রমণীর সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব এবং গমনভঙ্গি কেবল দর্শন করার ফলেই চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, তাঁরা যেন রমণীর সৌন্দর্য এবং জাগতিক সভ্যতার উন্নতির দ্বারা মোহিত না হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে পর্যন্ত দর্শন দান করতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য*—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ভক্তেরা যেহেতু ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, তাই তাঁদের কর্তব্য স্ত্রীলোকের সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দর্শন না করা এবং অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির সঙ্গ না করা।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

"হায়! যে ব্যক্তি এই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়ে, সব রকম জড় কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত বিষয়ীর দর্শন অথবা স্ত্রীদর্শন বিষপান করার থেকেও ভয়ঙ্কর।" (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য* ১১/৮) যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের কখনও রমণীর সৌন্দর্য এবং ধনীর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত নয়। এই প্রকার অভিনিবেশের ফলে পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত হবে। কিন্তু ভক্ত যখন একবার কৃষ্ণভাবনায় স্থির হয়ে যান, তখন আর এই সমস্ত আকর্ষণ তাঁর মনকে বিচলিত করতে পারে না।

শ্লোক ৭

কা ত্বং চিকীর্ষসি চ কিং মুনিবর্য শৈলে
মায়াসি কাপি ভগবৎপরদেবতায়াঃ ।
বিজ্যে বিভর্ষি ধনুষী সুহৃদাত্মনোঽর্থে
কিংবা মৃগান্মৃগয়সে বিপিনে প্রমত্তান্ ॥ ৭ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **চিকীর্ষসি**—কি করার চেষ্টা করছ; **চ**—ও; **কিম্**—কি; **মুনি-বর্য**—হে মুনিশ্রেষ্ঠ; **শৈলে**—এই পর্বতে; **মায়া**—মায়া; **অসি**—হও; **কাপি**—কোন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পর-দেবতায়াঃ**—পরমেশ্বরের; **বিজ্যে**—জ্যা রহিত; **বিভর্ষি**—ধারণ করছ; **ধনুষী**—দুটি ধনুক; **সুহৃৎ**—বন্ধুর; **আত্মনঃ**—তোমার নিজের; **অর্থে**—হেতু; **কিম্ বা**—অথবা; **মৃগান্**—বন্য পশু; **মৃগয়সে**—শিকার করার জন্য; **বিপিনে**—অরণ্যে; **প্রমত্তান্**—বিষয় বাসনায় মত্ত।

অনুবাদ

রাজকুমার ভ্রান্তিবশত অপ্সরাকে সম্বোধন করে বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? তুমি এই পর্বতে কেন এসেছ এবং এখানে কি করতে চাইছ? তুমি কি ভগবানের মায়া? মনে হচ্ছে যেন তুমি দুটি জ্যারহিত ধনুক ধারণ করেছ। সেগুলি ধারণ করার কারণ কি? তুমি কি নিজের জন্য না তোমার সখার জন্য সেগুলি ধারণ করেছ? হয়তো তুমি বনের পশুদের শিকার করার জন্য সেগুলি বহন করছ।

তাৎপর্য

বনে কঠিন তপস্যা করার সময়, আগ্নীধ্র ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত পূর্বচিত্তির রূপে মোহিত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কামার্ত হলে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তাই বুদ্ধিভ্রষ্ট আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তি পুরুষ না স্ত্রী তা বুঝতে পারেননি। তাঁকে তাঁর মুনিপুত্র বলে ভ্রম হয়েছিল এবং তাই তিনি তাঁকে *মুনিবর্য* বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর অঙ্গের সৌন্দর্য দর্শন করে তাঁকে একজন বালক বলে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনোযোগ পূর্বক দর্শন করতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর ভ্রূযুগল দর্শন করেছিলেন এবং সেইগুলি এতই অভিব্যক্তিপূর্ণ ছিল যে, তাঁর সন্দেহ হয়েছিল তিনি হয়তো ভগবানের মায়া। এই সম্পর্কে *ভগবৎ-পরদেবতায়াঃ* পদটি ব্যবহৃত

হয়েছে। দেবতারা এই জড় জগতের বাসিন্দা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়াতীত এবং তাই তিনি *পরদেবতা* নামে পরিচিত। জড় জগৎ নিঃসন্দেহে মায়ার সৃষ্টি, কিন্তু তা সৃষ্টি হয়েছে পরদেবতা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* । মায়া এই জড় জগতের পরম নিয়ন্তা নন। মায়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় পরিচালিত হন।

পূর্বচিত্তির ভ্রূযুগল এতই সুন্দর ছিল যে, আগ্নীধ্র সেগুলিকে জ্যা রহিত ধনুকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, সেগুলি কি তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কারও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। তাঁর ভ্রূযুগল বনের পশুদের হত্যা করার জন্য ধনুকের মতো ছিল। এই জড় জগৎ এক মহা অরণ্য-সদৃশ, এবং তাঁর অধিবাসীরা ব্যাঘ্র, হরিণাদি বন্য পশুর মতো। সেই পশুদের বধ করে সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগল। সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে, এই জগতের পুরুষেরা জ্যারহিত ধনুকের দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না কিভাবে মায়ার দ্বারা তারা নিহত হচ্ছে। কিন্তু তারা যে নিহত হচ্ছে তা বাস্তব সত্য (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। তপস্যার প্রভাবে আগ্নীধ্র বুঝতে পেরেছিলেন, কিভাবে মায়া পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে।

প্রমত্তান্ শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে না তাকে বলা হয় প্রমত্ত। সমগ্র জড় জগৎ এই প্রকার প্রমত্ত বা বিমূঢ় ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই বলেছেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥

"তারা অনিত্য জড় সুখের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে বিনষ্ট হচ্ছে, এবং ভগবানের প্রতি আসক্ত না হয়ে, সারা দিন এবং সারা রাত কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জীবনের অপচয় করছে। আমি কেবল তাদের জন্য শোক করছি এবং তাদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা করছি।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩) ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টাপরায়ণ কর্মীদের শাস্ত্রে *প্রমত্ত, বিমুখ, বিমূঢ়* ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। তারা মায়ার দ্বারা হত। কিন্তু যিনি অপ্রমত্ত, সুস্থ-মস্তিষ্ক, সংযত, ধীর, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, মানব-জীবনের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। মায়া তার অদৃশ্য ধনুক এবং বাণের দ্বারা প্রমত্তদের হত্যা করতে উদ্যত। আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তিকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ৮

বাণাবিমৌ ভগবতঃ শতপত্রপত্রৌ
শান্তাবপুঙ্খরুচিরাবতিতিগ্মদন্তৌ ।
কস্মৈ যুযুঙ্ক্ষসি বনে বিচরন্ন বিদ্মঃ
ক্ষেমায় নো জড়ধিয়াং তব বিক্রমোঽস্তু ॥ ৮ ॥

বাণৌ—দুটি বাণ; **ইমৌ**—এই; **ভগবতঃ**—পরম শক্তিমান তোমার; **শত-পত্র-পত্রৌ**—কমলদলের মতো পক্ষযুক্ত; **শান্তৌ**—শান্ত; **অপুঙ্খ**—শলাকা রহিত; **রুচিরৌ**—অত্যন্ত সুন্দর; **অতি-তিগ্ম-দন্তৌ**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সমন্বিত; **কস্মৈ**—কাকে; **যুযুঙ্ক্ষসি**—তুমি বিদ্ধ করতে চাও; **বনে**—বনে; **বিচরন্**—বিচরণ করে; **ন বিদ্মঃ**—আমি বুঝতে পারছি না; **ক্ষেমায়**—কল্যাণ সাধনের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **জড়-ধিয়াম্**—মন্দবুদ্ধি; **তব**—তোমার; **বিক্রমঃ**—পরাক্রম; **অস্তু**—হোক।

অনুবাদ

তারপর আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—হে সখে! তোমার নয়নের চাহনি অতি শক্তিশালী দুটি বাণের মতো। সেই বাণের পক্ষ পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। যদিও তাদের শলাকা নেই, তবু তারা অত্যন্ত সুন্দর, এবং তাদের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন অত্যন্ত শান্ত, এবং তাই আমার মনে হয় যে, সেগুলি কারও প্রতি নিক্ষেপ করা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই সেই বাণের দ্বারা কাউকে বিদ্ধ করার জন্য এই অরণ্যে বিচরণ করছ, কিন্তু আমি জানি না কাকে তুমি বিদ্ধ করবে। আমার বুদ্ধি মন্দ, এবং আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। বাস্তবিকপক্ষে বিক্রমে কেউই তোমার সমকক্ষ নয়, এবং তাই আমি প্রার্থনা করি, তোমার এই বিক্রম যেন আমার মঙ্গলের নিমিত্তই হয়।

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র এইভাবে পূর্বচিত্তির কটাক্ষের প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর কটাক্ষকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যদিও তার নয়নযুগল ছিল পদ্মফুলের মতো সুন্দর, তবু তার ঈক্ষণ ছিল শলাকা রহিত বাণের মতো, এবং তাই আগ্নীধ্র তাদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তাঁর প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত অনুকূল হবে কারণ তিনি ইতিমধ্যেই মোহিত হয়েছেন,

এবং তিনি যতই মোহিত হবেন ততই তাঁর পক্ষে তাঁকে ছাড়া জীবন ধারণ করা কঠিন হবে। আগ্নীধ্র তাই পূর্বচিত্তির কাছে প্রার্থনা করেছেন, তাঁর প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত যেন নিষ্ফল না হয়ে কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাঁর পত্নী হন।

শ্লোক ৯

শিষ্যা ইমে ভগবতঃ পরিতঃ পঠন্তি
গায়ন্তি সাম সরহস্যমজস্রমীশম্ ।
যুষ্মচ্ছিখাবিলুলিতাঃ সুমনোঽভিবৃষ্টীঃ
সর্বে ভজন্ত্যৃষিগণা ইব বেদশাখাঃ ॥ ৯ ॥

শিষ্যাঃ—শিষ্য; **ইমে**—এই সমস্ত; **ভগবতঃ**—আপনার; **পরিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **পঠন্তি**—আবৃত্তি করছে; **গায়ন্তি**—গান করছে; **সাম**—সাম বেদ; **স-রহস্যম্**—বেদের গোপনীয় অঙ্গযুক্ত; **অজস্রম্**—নিরন্তর; **ঈশম্**—ভগবানের; **যুষ্মৎ**—আপনার; **শিখা**—শিখা থেকে; **বিলুলিতাঃ**—পতিত; **সুমনঃ**—পুষ্পের; **অভিবৃষ্টীঃ**—বৃষ্টি; **সর্বে**—সমস্ত; **ভজন্তি**—উপভোগ করে; **ঋষি-গণাঃ**—ঋষিগণ; **ইব**—সদৃশ; **বেদ-শাখাঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের শাখাসমূহ।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির অনুগমনকারী ভ্রমরদের দেখে মহারাজ আগ্নীধ্র বললেন—হে প্রভু, এই সমস্ত ভ্রমরেরা আপনার শিষ্যের মতো আপনাকে বেষ্টন করে রয়েছে। তারা নিরন্তর সামবেদ ও উপনিষদের মন্ত্র গান করছে, এবং এইভাবে তারা আপনার বন্দনা করছে। ঋষিগণ যেভাবে বেদের শাখা ভজনা করেন, তেমনই আপনার শিষ্যরাও আপনার কেশদাম থেকে পতিত পুষ্পবৃষ্টি উপভোগ করছে।

শ্লোক ১০

বাচং পরং চরণপঞ্জরতিত্তিরীণাং
ব্রহ্মন্নরূপমুখরাং শৃণবাম তুভ্যম্ ।
লব্ধা কদম্বরুচিরঙ্কবিটঙ্কবিম্বে
যস্যামলাতপরিধিঃ ক্ব চ বল্কলং তে ॥ ১০ ॥

বাচম্—গুঞ্জন ধ্বনি; **পরম্**—কেবল; **চরণ-পঞ্জর**—নূপুরের; **তিত্তিরীণাম্**—তিত্তিরী পক্ষীর; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অরূপ**—রূপহীন; **মুখরাম্**—স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে; **শৃণবাম**—আমি শুনতে পাচ্ছি; **তুভ্যম্**—তোমার; **লব্ধা**—প্রাপ্ত; **কদম্ব**—কদম্ব ফুলের মতো; **রুচিঃ**—সুন্দর রং; **অঙ্ক-বিটঙ্ক-বিম্বে**—সুন্দর সুডোল নিতম্বে; **যস্যাম্**—যাতে; **অলাত-পরিধিঃ**—অলাতচক্র; **ক্ব**—কোথায়; **চ**—ও; **বল্কলম্**—পরিধেয় বস্ত্র; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার নূপুরের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সেই নূপুরের মধ্যে তিত্তিরী পক্ষী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি তাদের কূজন শুনতে পাচ্ছি। তোমার সুন্দর নিতম্ব-মণ্ডল কদম্ব কুসুমের মতো পীত বর্ণ, এবং তোমার কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে অলাত-চক্রের মতো মেখলা। তুমি কি তোমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করতে ভুলে গেছ?

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র কামার্ত হয়ে পূর্বচিত্তির আকর্ষণীয় নিতম্ব এবং কটিদেশ দর্শন করছিলেন। মানুষ যখন এইভাবে কামপূর্ণ দৃষ্টিতে কোন স্ত্রীকে দর্শন করে, তখন সে তার মুখ, স্তন এবং কটিদেশের সৌন্দর্যে মোহিত হয়, কারণ পুরুষের কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নারী তার মুখের সৌন্দর্য, স্তনের নমনীয়তা এবং কটিদেশের কমনীয়তার দ্বারা তাকে আকৃষ্ট করে। পূর্বচিত্তির পরণে ছিল পীত রেশমের বসন, এবং তাই তাঁর নিতম্ব ঠিক কদম্ব ফুলের মতো মনে হচ্ছিল। তাঁর মেখলা যেন তাঁর কটিদেশকে অলাত-চক্রের মতো বেষ্টন করেছিল। তিনি পূর্ণরূপে সজ্জিতা ছিলেন, কিন্তু আগ্নীধ্র কামে এতই মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কেন নগ্ন অবস্থায় এখানে এসেছ?"

শ্লোক ১১

কিং সম্ভৃতং রুচিরয়োর্দ্বিজ শৃঙ্গয়োস্তে
মধ্যে কৃশো বহসি যত্র দৃশিঃ শ্রিতা মে।
পঙ্কোঽরুণঃ সুরভিরাত্মবিষাণ ঈদৃগ্
যেনাশ্রমং সুভগ মে সুরভীকরোষি ॥ ১১ ॥

কিম্—কি; **সম্ভৃতম্**—পূর্ণ; **রুচিরয়োঃ**—অত্যন্ত সুন্দর; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **শৃঙ্গয়োঃ**—দুটি শৃঙ্গের অভ্যন্তরে; **তে**—তোমার; **মধ্যে**—মধ্যভাগে; **কৃশঃ**—কৃশ; **বহসি**—বহন করছ; **যত্র**—যেখানে; **দৃশিঃ**—নয়ন; **শ্রিতা**—সংলগ্ন; **মে**—আমার; **পঙ্কঃ**—চূর্ণ; **অরুণঃ**—লাল; **সুরভিঃ**—সুগন্ধযুক্ত; **আত্ম-বিষাণে**—সেই দুটি শৃঙ্গের উপর; **ঈদৃগ্**—এই প্রকার; **যেন**—যার দ্বারা; **আশ্রমম্**—আশ্রম; **সু-ভগ**—হে পরম ভাগ্যবান; **মে**—আমার; **সুরভী-করোষি**—সুরভিত করছ।

অনুবাদ

আগ্নীধ্র তখন পূর্বচিত্তির উন্নত স্তনযুগলের প্রশংসা করে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, তোমার কটিদেশ কৃশ, তবুও তুমি অতি কষ্টে দুটি শৃঙ্গ বহন করছ, যার উপর আমার চক্ষুদ্বয় আকৃষ্ট হয়েছে। সেই দুটি সুন্দর শৃঙ্গের অভ্যন্তরে কি রয়েছে? তুমি তার উপর অরুণবর্ণ সুগন্ধ পঙ্ক লেপন করেছ। হে সুভগ, সেই সুরভিত পঙ্ক যা আমার আশ্রমকে সুরভিত করেছে তা তুমি কোথায় পেলে?

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির উন্নত স্তনের প্রশংসা করেছেন। তাঁর স্তন দর্শন করে তিনি প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পারছেন না পূর্বচিত্তি একটি বালক না বালিকা, কারণ তাঁর তপস্যার ফলে, তিনি বালক এবং বালিকার মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেননি। তাই তিনি তাঁকে দ্বিজ বলে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে ব্রাহ্মণ"। কিন্তু তাহলে ব্রাহ্মণ বালকের বক্ষে শৃঙ্গ কেন থাকবে? যেহেতু সেই বালকের কটিদেশ ছিল কৃশ, তাই আগ্নীধ্র মনে করেছিলেন যে, সে যেন অতি কষ্টে সেই শৃঙ্গ দুটি বহন করছে, এবং তাই সেগুলি নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান কোন সম্পদে পূর্ণ ছিল। তা না হলে সে তা বহন করবে কেন? রমণীর কটিদেশ যখন কৃশ হয় এবং স্তনযুগল পূর্ণ হয়, তখন তাকে দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। সেই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আগ্নীধ্র বিবেচনা করেছিলেন, সেই বালিকার ক্ষীণ দেহ কিভাবে সেই ভারী স্তন বহন করছে। আগ্নীধ্র মনে করেছিলেন যে, তাঁর উন্নত স্তন দুটি যেন দুটি শৃঙ্গ এবং তিনি সেগুলি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, যাতে অন্যেরা সেগুলির মধ্যে যে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে তা দেখতে না পায়। আগ্নীধ্র কিন্তু তা দেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন, "দয়া করে তুমি সেই আবরণ উন্মোচন কর, যাতে আমি দেখতে পাই তুমি কি সম্পদ বহন করছ। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, সেগুলি আমি নিয়ে নেব না। তুমি যদি আবরণ

অপসারণ করতে অসুবিধা বোধ কর, তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমি স্বয়ং সেই আবরণ উন্মোচন করে দেখতে পারি, সেই উন্নত শৃঙ্গ দুটিতে কি মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।" তিনি তাঁর স্তনযুগলে সুরভিত কুমকুম-পঙ্ক দর্শন করেও অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পূর্বচিত্তিকে একজন বালক বলে মনে করে, তাঁকে সুভগ' বা অত্যন্ত ভাগ্যবান মুনি বলে সম্বোধন করেছেন। আগ্নীধ্র মনে করেছিলেন যে, সেই বালকটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভাগ্যবান, তা না হলে কিভাবে সে সেখানে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে তাঁর আশ্রমকে সুরভিত করতে পারে?

শ্লোক ১২

লোকং প্রদর্শয় সুহৃত্তম তাবকং মে
যত্রত্য ইত্থমুরসাবয়বাবপূর্বৌ ।
অস্মদ্বিধস্য মনউন্নয়নৌ বিভর্তি
বহ্বদ্ভুতং সরসরাসসুধাদি বক্ত্রে ॥ ১২ ॥

লোকম্—বাসস্থান; **প্রদর্শয়**—প্রদর্শন কর; **সুহৃৎ-তম**—হে শ্রেষ্ঠ সখা; **তাবকম্**—তোমার; **মে**—আমাকে; **যত্রত্যঃ**—যেখানে জন্ম হয়েছে; **ইত্থম্**—এই প্রকার; **উরসা**—বক্ষস্থলের দ্বারা; **অবয়বৌ**—দুটি অঙ্গ (স্তন); **অপূর্বৌ**—অপূর্ব; **অস্মৎ-বিধস্য**—আমার মতো ব্যক্তির; **মনঃ-উন্নয়নৌ**—মনকে ক্ষুব্ধকারী; **বিভর্তি**—ধারণ করে; **বহু**—বহু; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **সরস**—সুমধুর বাণী; **রাস**—হাস্য আদি বিলাস; **সুধা-আদি**—অমৃততুল্য; **বক্ত্রে**—মুখে।

অনুবাদ

হে সুহৃৎতম, তুমি কি দয়া করে আমাকে তোমার বাসস্থান দেখাবে? সেখানকার অধিবাসীরা বক্ষঃস্থলের দ্বারা এমন অপূর্ব অবয়ব ধারণ করে যে, তা দর্শনে আমার মতো ব্যক্তির মন ও নয়ন উভয়ই ক্ষুব্ধ হয়। তাদের মধুর বাণী এবং মৃদুমন্দ হাসির কথা বিচার করে আমার মনে হয় যে, তাদের মুখে না জানি কত অমৃত রয়েছে।

তাৎপর্য

প্রমত্ত আগ্নীধ্র সেই ব্রাহ্মণ বালক যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানটি দর্শন করতে চেয়েছেন, যেখানকার মানুষদের বক্ষঃস্থল উন্নত। তাঁর মনে হয়েছিল যে,

সেখানকার অধিবাসীরা হয়তো তাঁদের কঠোর তপস্যার ফলে, সেই প্রকার আকর্ষণীয় অঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছেন। আগ্নীধ্র সেই অপ্সরাকে *সুহৃত্তম* বলে সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে অস্বীকার না করেন। আগ্নীধ্র কেবল সেই রমণীর উন্নত স্তন দর্শন করেই মোহিত হননি, তাঁর মধুর বাণীর দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকেও যেন অমৃত নিঃসৃত হচ্ছিল, এবং তাই তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

কা বাত্মবৃত্তিরদনাদ্ধবিরঙ্গ বাতি
বিষ্ণোঃ কলাস্যনিমিষোন্মকরৌ চ কর্ণৌ ।
উদ্বিগ্নমীনযুগলং দ্বিজপঙ্‌ক্তিশোচি-
রাসন্নভৃঙ্গনিকরং সর ইন্মুখং তে ॥ ১৩ ॥

কা—কি; **বা**—এবং; **আত্ম-বৃত্তিঃ**—দেহ ধারণের জন্য আহার; **অদনাৎ**—চর্বণের দ্বারা (পান); **হবিঃ**—যজ্ঞে নিবেদন করার শুদ্ধ সামগ্রী; **অঙ্গ**—হে প্রিয় বন্ধু; **বাতি**—নিঃসৃত হচ্ছে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কলা**—অংশ; **অসি**—তুমি হও; **অনিমিষ**—অপলক; **উন্মকরৌ**—দুটি উজ্জ্বল মকর; **চ**—ও; **কর্ণৌ**—কর্ণযুগল; **উদ্বিগ্ন**—চঞ্চল; **মীন-যুগলম্**—দুটি মীন সমন্বিত; **দ্বিজ-পঙ্‌ক্তি**—দন্তপঙ্‌ক্তি; **শোচিঃ**—সৌন্দর্য; **আসন্ন**—নিকটস্থ; **ভৃঙ্গ-নিকরম্**—অলিকুল; **সরঃ ইৎ**—সরোবরের মতো; **মুখম্**—মুখ; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

হে সখে, তোমার দেহ ধারণ করার জন্য তুমি কি আহার কর? কারণ তাম্বুল চর্বণ-জনিত তোমার মুখ থেকে যে সুগন্ধ বিনির্গত হচ্ছে, তার ফলে মনে হয় তুমি সর্বদা বিষ্ণুর ভুক্তাবশিষ্টই গ্রহণ কর। তুমি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। তোমার মুখমণ্ডল নির্মল সরোবরের মতো সুন্দর। তোমার কর্ণযুগলে যে দুটি রত্নখচিত মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজ করছে, সেগুলির নেত্র বিষ্ণুর চক্ষের মতো অপলক। তোমার নেত্রযুগল মীনের মতো চঞ্চল। সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলরূপ সরোবরে যেন দুটি অনিমেষ মকর ও চঞ্চল মীন বিহার করছে। তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি রাজহংসের মতো শোভা বিস্তার করছে, এবং তোমার কেশকলাপ যেন অলিকুলের মতো তোমার মুখের সৌন্দর্য অনুসরণ করছে।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণুর ভক্তেরাও তাঁর অংশ। তাঁদের বলা হয় বিভিন্নাংশ। যজ্ঞে বিষ্ণুকে সর্বপ্রকার হবি নিবেদন করা হয়, এবং যেহেতু ভক্তরা সর্বদা তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাই কেবল বিষ্ণুর থেকেই যজ্ঞের নৈবেদ্যের সুগন্ধ নিঃসৃত হয় না, তাঁর প্রসাদ সেবনকারী ভক্তদের শ্রীঅঙ্গ থেকে অথবা তাঁর ভক্তের ভুক্তাবশেষ থেকেও সেই সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। পূর্বচিত্তির অঙ্গ থেকে মনোমুগ্ধকর সৌরভ নিঃসৃত হচ্ছিল বলে, আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তিকে শ্রীবিষ্ণুর কলা বলে মনে করেছিলেন। আর তা ছাড়া তাঁর মকরাকৃতি রত্নখচিত কর্ণকুণ্ডল, তাঁর অঙ্গ-সৌরভে উন্মত্ত অলিকুলের মতো কুঞ্চিত কেশদাম, এবং রাজহংসের মতো শ্বেত দন্তপঙ্‌ক্তির জন্য আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির মুখকে পদ্ম, মীন, হংস এবং অলিকুল দ্বারা অলংকৃত সরোবরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

যোঽসৌ ত্বয়া করসরোজহতঃ পতঙ্গো
দিক্ষু ভ্রমন্ ভ্রমত এজয়তেঽক্ষিণী মে।
মুক্তং ন তে স্মরসি বক্রজটাবরূথং
কষ্টোঽনিলো হরতি লম্পট এষ নীবীম্ ॥ ১৪ ॥

যঃ—যা; **অসৌ**—তা; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **কর-সরোজ**—কমলসদৃশ করতল; **হতঃ**—আহত; **পতঙ্গঃ**—কন্দুক; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **ভ্রমন্**—ঘুরতে ঘুরতে; **ভ্রমতঃ**—চঞ্চল; **এজয়তে**—বিচলিত করে; **অক্ষিণী**—চক্ষু; **মে**—আমার; **মুক্তম্**—বিক্ষিপ্ত; **ন**—না; **তে**—তোমার; **স্মরসি**—তুমি কি মনোযোগ দিচ্ছ; **বক্র**—কুঞ্চিত; **জটা**—চুলের; **বরূথম্**—গুচ্ছ; **কষ্টঃ**—কষ্টদায়ক; **অনিলঃ**—বায়ু; **হরতি**—হরণ করছে; **লম্পটঃ**—পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত পুরুষ; **এষ**—এই; **নীবীম্**—বস্ত্রগ্রন্থি।

অনুবাদ

আমার মন ইতিমধ্যেই অস্থির হয়েছে, এবং তুমি তোমার করকমলের দ্বারা যে কন্দুকটিকে চালিত করছ তা আমার নয়ন যুগলকেও অস্থির করছে। তোমার কুটিল কেশদাম যে আলুলায়িত হয়েছে, তা কি তুমি পুনরায় বন্ধন করবে না? লম্পট পুরুষের মতো পবন তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে তোমার কটিবন্ধন হরণ করছে, তাও কি তোমার স্মরণ হচ্ছে না?

তাৎপর্য

পূর্বচিত্তি তাঁর হাতে একটি কন্দুক নিয়ে খেলা করছিলেন, এবং সেই কন্দুকটিকে তাঁর করকমলে ধৃত আর একটি কমলের মতো মনে হচ্ছিল। ইতস্তত বিচরণের ফলে তাঁর কেশদাম আলুলায়িত হয়েছিল, এবং তাঁর কটিবন্ধন শিথিল হয়েছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন লম্পট পবন তাঁকে নগ্ন করার চেষ্টা করছিল। তবুও তিনি তাঁর কেশদাম পুনরায় বন্ধন করার অথবা তাঁর বসন ঠিক করার ব্যাপারে কোন মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। আগ্নীধ্র যেহেতু সেই রমণীর অনাবৃত সৌন্দর্য দর্শন করার জন্য আকুল হয়েছিলেন, তাই তাঁর বিচরণের ফলে তাঁর চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

রূপং তপোধন তপশ্চরতাং তপোঘ্নং
হ্যেতত্তু কেন তপসা ভবতোপলব্ধম্ ।
চর্তুং তপোঽর্হসি ময়া সহ মিত্র মহ্যং
কিংবা প্রসীদতি স বৈ ভবভাবনো মে ॥ ১৫ ॥

রূপম্—সৌন্দর্য; **তপঃ-ধন**—হে শ্রেষ্ঠ তপস্বী; **তপঃ চরতাম্**—তপস্বীদের; **তপঃ-ঘ্নম্**—তপস্যা বিনাশকারী; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এতৎ**—এই; **তু**—বাস্তবিকপক্ষে; **কেন**—কিসের দ্বারা; **তপসা**—তপশ্চর্যা; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **উপলব্ধম্**—লব্ধ; **চর্তুম্**—সম্পাদন করেছিলেন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **ময়া সহ**—আমার সঙ্গে; **মিত্র**—হে প্রিয় সখা; **মহ্যম্**—আমাকে; **কিম্ বা**—অথবা সম্ভব; **প্রসীদতি**—প্রসন্ন হয়; **সঃ**—সে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভব-ভাবনঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; **মে**—আমার সঙ্গে।

অনুবাদ

হে তপোধন, তপস্বীদের তপোবিঘ্নকারক এই রূপ তুমি কোন্ তপস্যার দ্বারা লাভ করেছ? এই কলা তুমি কোথায় শিখেছ? হে সখে, কোন্ তপস্যার দ্বারা তুমি এই সৌন্দর্য লাভ করেছ? আমি চাই যে তুমিও আমার সঙ্গে তপস্যা কর, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার ভার্যা হওয়ার জন্য তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন, যা নিঃসন্দেহে তাঁর পূর্বকৃত তপস্যার ফল ছিল। তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তপস্বীদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য সেই রূপ লাভ করেছিলেন কি না। তিনি ভেবেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর পত্নী হওয়ার জন্য। তিনি পূর্বচিত্তিকে তাঁর পত্নী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাঁরা গার্হস্থ্য জীবনে একসঙ্গে তপস্যা করতে পারেন। তার অর্থ হচ্ছে, উপযুক্ত পত্নী যদি অধ্যাত্ম-চেতনায় পতির মতো উন্নত হন, তাহলে গার্হস্থ্য জীবনে তিনি তাঁর পতিকে তপস্যা করতে সাহায্য করেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যতীত পতি এবং পত্নী সমপর্যায়ে স্থিত হতে পারেন না। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চান যাতে সুসন্তানের জন্ম হয়। তাই ব্রহ্মা প্রসন্ন না হলে, উপযুক্ত পত্নী লাভ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের সময়ে ব্রহ্মার পূজা করা হয়। ভারতবর্ষে আজও বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে ব্রহ্মার ছবি থাকে।

শ্লোক ১৬

ন ত্বাং ত্যজামি দয়িতং দ্বিজদেবদত্তং
যস্মিন্মনো দৃগপি নো ন বিযাতি লগ্নম্ ।
মাং চারুশৃঙ্গ্যর্হসি নেতুমনুব্রতং তে
চিত্তং যতঃ প্রতিসরন্তু শিবাঃ সচিব্যঃ ॥ ১৬ ॥

ন—না; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ত্যজামি**—আমি ত্যাগ করব; **দয়িতম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **দ্বিজ-দেব**—ব্রহ্মার দ্বারা, ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত দেবতা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **যস্মিন্**—যাঁকে; **মনঃ**—মন; **দৃক্**—চক্ষু; **অপি**—ও; **নঃ**—আমার; **ন বিযাতি**—চলে যায় না; **লগ্নম্**—সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত; **মাম্**—আমাকে; **চারু-শৃঙ্গি**—সুন্দর স্তন সমন্বিত রমণী; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **নেতুম্**—পরিচালিত করা; **অনুব্রতম্**—অনুগামী; **তে**—তোমার; **চিত্তম্**—বাসনা; **যতঃ**—যেখানেই হোক; **প্রতিসরন্তু**—অনুসরণ করতে পারে; **শিবাঃ**—অনুকূল; **সচিব্যঃ**—বন্ধুগণ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত ব্রহ্মা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, এবং তাই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

তোমার সঙ্গ আমি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ আমার মন ও নয়ন তোমাতে নিবিষ্ট হয়েছে এবং কোন মতেই আমি তা অপসারিত করতে পারছি না। হে চারুশৃঙ্গিন্, আমি তোমার অনুগত। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে নিয়ে চল, তোমার সখীগণও অনুকূলা হয়ে আমার অনুগমন করুক।

তাৎপর্য

এখন আগ্নীধ্র স্পষ্টভাবে তাঁর দুর্বলতা স্বীকার করছেন। তিনি পূর্বচিত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং "তোমাকে নিয়ে তো আমার কোন প্রয়োজন নেই"—পূর্বচিত্তি একথা বলার আগেই তিনি তাঁকে বিবাহ করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে স্বর্গ অথবা নরক যে-কোন স্থানে যেতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কেউ যখন কাম এবং যৌন আবেদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে বিনা বিচারে সেই রমণীর পদতলে আত্মসমর্পণ করে। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যখন উন্মাদের মতো কথা বলে অথবা হাসি-মজা করে, তখন সে তার মুখে যা আসে তাই বলে, কিন্তু সে যা বলে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ললনানুনয়াতিবিশারদো গ্রাম্যবৈদগ্ধ্যয়া পরিভাষয়া তাং বিবুধবধূং বিবুধমতিরধিসভাজয়ামাস ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ললনা**—নারী; **অনুনয়**—জয় করতে; **অতি-বিশারদঃ**—অতি নিপুণ; **গ্রাম্য-বৈদগ্ধ্যয়া**—জড় বাসনা চরিতার্থ করতে অত্যন্ত পারদর্শী; **পরিভাষয়া**—সুন্দর বাক্যের দ্বারা; **তাম্**—তাঁকে; **বিবুধ-বধূম্**—দেবকন্যা; **বিবুধ-মতিঃ**—দেবতুল্য বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন আগ্নীধ্র; **অধিসভাজয়াম্ আস**—অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ আগ্নীধ্র, যাঁর বুদ্ধিমত্তা ছিল স্বর্গের দেবতাদের মতো, মনোহর বাক্যের দ্বারা স্ত্রীবশীকরণ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি তাঁর কামোদ্দীপক বাক্যের দ্বারা দেবকন্যার প্রসন্নতা বিধান করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু মহারাজ আগ্নীধ্র ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই প্রকৃতপক্ষে জড়সুখ ভোগের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু যেহেতু বংশবৃদ্ধির জন্য তিনি পত্নী লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রহ্মা পূর্বচিত্তিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাই তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে মধুর বাক্যের দ্বারা তার মন হরণ করেছিলেন। পুরুষের প্রশংসা বাক্যে স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হয়। এই কলায় নিপুণ ব্যক্তিকে বলা হয় বিদগ্ধ।

শ্লোক ১৮

সা চ ততস্তস্য বীরযূথপতের্বুদ্ধিশীলরূপবয়ঃশ্রিয়ৌদার্যেণ পরাক্ষিপ্ত-মনাস্তেন সহাযুতাযুতপরিবৎসরোপলক্ষণং কালং জম্বুদ্বীপপতিনা ভৌমস্বর্গভোগান্ বুভুজে ॥ ১৮ ॥

সা—সেই রমণী; **চ**—ও; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—তাঁর; **বীর-যূথপতেঃ**—বীরশ্রেষ্ঠ; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির দ্বারা; **শীল**—আচরণ; **রূপ**—সৌন্দর্য; **বয়ঃ**—বয়স; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য; **ঔদার্যেণ**—এবং ঔদার্যের দ্বারা; **পরাক্ষিপ্ত**—আকৃষ্ট; **মনাঃ**—তাঁর মন; **তেন সহ**—তাঁর সঙ্গে; **অযুত**—দশ হাজার; **অযুত**—দশ হাজার; **পরিবৎসর**—বৎসর; **উপলক্ষণম্**—বিস্তৃত; **কালম্**—কাল; **জম্বুদ্বীপ-পতিনা**—জম্বুদ্বীপের রাজার সঙ্গে; **ভৌম**—পার্থিব; **স্বর্গ**—স্বর্গীয়; **ভোগান্**—সুখ; **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন।

অনুবাদ

জম্বুদ্বীপের অধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ আগ্নীধ্রের বুদ্ধি, বিদ্যা, যৌবন, সৌন্দর্য, ব্যবহার, ঐশ্বর্য এবং ঔদার্যে আকৃষ্ট হয়ে, পূর্বচিত্তি বহু সহস্র বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে পার্থিব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার কৃপায় মহারাজ আগ্নীধ্র এবং দেবকন্যা পূর্বচিত্তির সংযোগ অত্যন্ত অনুকূল হয়েছিল। এইভাবে তাঁরা বহু সহস্র বৎসর ধরে পার্থিব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তস্যামু হ বা আত্মজান্ স রাজবর আগ্নীধ্রো নাভিকিম্পুরুষহরিবর্ষেলাবৃত-রম্যকহিরণ্ময়কুরুভদ্রাশ্বকেতুমালসংজ্ঞান্নব পুত্রানজনয়ৎ ॥ ১৯ ॥

তস্যাম্—তাঁর গর্ভে; **উ হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম-জান্**—পুত্রদের; **সঃ**—তিনি; **রাজ-বরঃ**—রাজশ্রেষ্ঠ; **আগ্নীধ্রঃ**—আগ্নীধ্র; **নাভি**—নাভি; **কিং-পুরুষ**—কিম্পুরুষ; **হরি-বর্ষ**—হরিবর্ষ; **ইলাবৃত**—ইলাবৃত; **রম্যক**—রম্যক; **হিরণ্ময়**—হিরণ্ময়; **কুরু**—কুরু; **ভদ্রাশ্ব**—ভদ্রাশ্ব; **কেতু-মাল**—কেতুমাল; **সংজ্ঞান্**—নামক; **নব**—নয়টি; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

সা সূত্বাথ সুতান্নবানুবৎসরং গৃহ এবাপহায় পূর্বচিত্তির্ভূয় এবাজং দেবমুপতস্থে ॥ ২০ ॥

সা—তিনি; **সূত্বা**—জন্মদান করার পর; **অথ**—তারপর; **সুতান্**—পুত্রদের; **নব**—নয়; **অনুবৎসরম্**—প্রতি বৎসর; **গৃহে**—গৃহে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অপহায়**—পরিত্যাগ করে; **পূর্বচিত্তিঃ**—পূর্বচিত্তি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অজম্**—ব্রহ্মাকে; **দেবম্**—দেবতা; **উপতস্থে**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তি প্রতি বৎসর এক-একটি করে নয়টি পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন বড় হয়েছিল, তখন তিনি তাদের গৃহে পরিত্যাগ করে, পুনরায় ব্রহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাদের আদেশে, অপ্সরাদের পৃথিবীতে এসে কাউকে বিবাহ করে সন্তানের জন্মদান করার এবং তারপর স্বর্গলোকে ফিরে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত

রয়েছে। যেমন, স্বর্গের অপ্সরা মেনকা বিশ্বামিত্র মুনির তপোভঙ্গ করার জন্য এসেছিলেন এবং শকুন্তলাকে জন্মদান করার পর, তিনি তাঁর শিশুকন্যা এবং পতিকে ত্যাগ করে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। পূর্বচিত্তি স্থায়িভাবে মহারাজ আগ্নীধ্রের সঙ্গে থাকেননি। তাঁর গৃহস্থ-আশ্রমে সহযোগিতা করার পর, তিনি মহারাজ আগ্নীধ্র এবং নয় পুত্রকে ত্যাগ করে ব্রহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

আগ্নীধ্রসুতাস্তে মাতুরনুগ্রহাদৌৎপত্তিকেনৈব সংহননবলোপেতাঃ পিত্রা বিভক্তা আত্মতুল্যনামানি যথাভাগং জম্বুদ্বীপবর্ষাণি বুভুজুঃ ॥ ২১ ॥

আগ্নীধ্র-সুতাঃ—মহারাজ আগ্নীধ্রের পুত্রগণ; **তে**—তারা; **মাতুঃ**—মাতার; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে অথবা স্তন পান করার ফলে; **ঔৎপত্তিকেন**—স্বাভাবিক ভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সংহনন**—সুগঠিত শরীর; **বল**—শক্তি; **উপেতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **বিভক্তাঃ**—বিভক্ত; **আত্ম-তুল্য**—নিজের মতো; **নামানি**—নাম সমন্বিত; **যথা-ভাগম্**—যথাযথভাবে ভাগ করেছিলেন; **জম্বুদ্বীপ-বর্ষাণি**—জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ (সম্ভবত এশিয়া এবং ইউরোপ একত্রে); **বুভুজুঃ**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির সেই নয়টি পুত্রই মাতার স্তন পান করে স্বাভাবিকভাবেই বলবান ও সুগঠিত শরীর লাভ করেছিলেন। তাঁদের পিতা তাঁদের প্রত্যেককে জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ শাসন করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারে তাঁদের রাজ্যগুলির নামকরণ হয়েছিল। এইভাবে আগ্নীধ্রের পুত্রগণ তাঁদের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই শ্লোকে *মাতুঃ অনুগ্রহাৎ* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে মাতার স্তন পান করে। ভারতবর্ষে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মানুষ বিশ্বাস করে যে, শিশু যদি অন্তত ছয় মাস মায়ের দুধ পান করে, তাহলে তার শরীর অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হয়। আর তা ছাড়া এই শ্লোকে এও উল্লেখ করা

হয়েছে যে, আগ্নীধ্রের পুত্রদের প্রকৃতি তাঁদের মায়ের মতো ছিল। *ভগবদ্গীতায়ও* (১/৪০) ঘোষণা করা হয়েছে—*স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ*—স্ত্রীলোকেরা দূষিত হয়ে গেলে, *বর্ণসঙ্কর* উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এবং তার ফলে সারা পৃথিবী নরকসদৃশ হয়ে যায়। তাই *মনুসংহিতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীদের পবিত্রতা ও সতীত্বের জন্য যথেষ্ট সংরক্ষণের আবশ্যকতা হয়, এবং তাহলেই কেবল তাঁদের সন্তানেরা মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২২

আগ্নীধ্রো রাজাতৃপ্তঃ কামানামপ্সরসমেবানুদিনমধিমন্যমানস্তস্যাঃ
সলোকতাং শ্রুতিভিরবারুন্ধ যত্র পিতরো মাদয়ন্তে ॥ ২২ ॥

আগ্নীধ্রঃ—আগ্নীধ্র; **রাজা**—রাজা; **অতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত; **কামানাম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **অপ্সরসম্**—অপ্সরা (পূর্বচিত্তি); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুদিনম্**—নিরন্তর; **অধি**—অত্যন্ত; **মন্যমানঃ**—চিন্তা করতেন; **তস্যাঃ**—তাঁর; **সলোকতাম্**—তাঁর লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **শ্রুতিভিঃ**—বেদের দ্বারা; **অবারুন্ধ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **মাদয়ন্তে**—আনন্দ ভোগ করেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির প্রস্থানের পর, রাজা আগ্নীধ্র তাঁর কামবাসনা তৃপ্ত না হওয়ায় সর্বক্ষণ তাঁর কথা চিন্তা করতেন। তাই, বেদোক্ত ফল অনুসারে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর, সেই অপ্সরালোকই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই লোকে পিতৃগণও আনন্দ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি সর্বক্ষণ কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহলে সে তার মৃত্যুর পর সেই প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। মহারাজ আগ্নীধ্র সর্বক্ষণ পিতৃলোকের কথা চিন্তা করতেন, যেখানে তাঁর পত্নী ফিরে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সেই লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, হয়তো পুনরায় তাঁর সঙ্গে বাস করার জন্য। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে ভাব স্মরণ করে জীব তার দেহ ত্যাগ করে, নিঃসন্দেহে সে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৮/৬) আমরা স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমরা যদি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি অথবা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করতে পারি, তাহলে আমরা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হতে পারব, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন।

শ্লোক ২৩

সম্পরেতে পিতরি নব ভ্রাতরো মেরুদুহিতৃর্মেরুদেবীং প্রতিরূপা-মুগ্রদংষ্ট্রীং লতাং রম্যাং শ্যামাং নারীং ভদ্রাং দেববীতিমিতিসংজ্ঞা নবোদবহন্ ॥ ২৩ ॥

সম্পরেতে পিতরি—তাঁদের পিতার দেহত্যাগের পর; **নব**—নয়; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **মেরু-দুহিতৃঃ**—মেরুর কন্যা; **মেরুদেবীম্**—মেরুদেবী; **প্রতিরূপাম্**—প্রতিরূপা; **উগ্রদংষ্ট্রীম্**—উগ্রদংষ্ট্রী; **লতাম্**—লতা; **রম্যাম্**—রম্যা; **শ্যামাম্**—শ্যামা; **নারীম্**—নারী; **ভদ্রাম্**—ভদ্রা; **দেব-বীতিম্**—দেববীতি; **ইতি**—এইপ্রকার; **সংজ্ঞাঃ**—নাম সমন্বিত; **নব**—নয়টি; **উদবহন্**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হলে, নয়জন ভ্রাতা মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

ইতি 'মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব

এই অধ্যায়ে আগ্নীধ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ নাভির নির্মল চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় মহারাজ নাভি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নীসহ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর সম্মুখে চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতেরা তখন তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মহারাজ নাভি যেন তাঁরই মতো একটি পুত্র লাভ করতে পারেন, এবং তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেব রূপে জন্মগ্রহণ করবেন বলে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নাভিরপত্যকামোঽপ্রজয়া মেরুদেব্যা ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমব-হিতাত্মাযজত ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নাভিঃ**—মহারাজ আগ্নীধ্রের পুত্র; **অপত্য-কামঃ**—পুত্র লাভের বাসনায়; **অপ্রজয়া**—নিঃসন্তান; **মেরুদেব্যা**—মেরুদেবী সহ; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণুর; **অবহিত-আত্মা**—সমাহিত চিত্তে; **অযজত**—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আগ্নীধ্রের পুত্র মহারাজ নাভি পুত্র লাভের বাসনা করেছিলেন, এবং তাই তিনি সমাহিত চিত্তে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।

মহারাজ নাভির পত্নী পুত্রহীনা মেরুদেবীও তাঁর পতির সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ২

তস্য হ বাব শ্রদ্ধয়া বিশুদ্ধভাবেন যজতঃ প্রবর্গ্যেষু প্রচরৎসু দ্রব্যদেশ-কালমন্ত্রর্ত্বিগ্‌দক্ষিণাবিধানযোগোপপত্ত্যা দুরধিগমোঽপি ভগবান্ ভাগবত-বাৎসল্যতয়া সুপ্রতীক আত্মানমপরাজিতং নিজজনাভিপ্রেতার্থবিধিৎসয়া গৃহীতহৃদয়ো হৃদয়ঙ্গমং মনোনয়নানন্দনাবয়বাভিরামমাবিশ্চকার ॥ ২ ॥

তস্য—তিনি (নাভি) যখন; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **বিশুদ্ধ-ভাবেন**—শুদ্ধ, নির্মল মনের দ্বারা; **যজতঃ**—আরাধনা করছিলেন; **প্রবর্গ্যেষু**—প্রবর্গ্য নামক সকাম কর্ম; **প্রচরৎসু**—যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল; **দ্রব্য**—উপকরণ; **দেশ**—স্থান; **কাল**—সময়; **মন্ত্র**—মন্ত্র; **ঋত্বিক্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত; **দক্ষিণা**—পুরোহিতদের পুরস্কার; **বিধান**—বিধি; **যোগ**—এবং উপায়; **উপপত্ত্যা**—অনুষ্ঠানের ফলে; **দুরধিগমঃ**—দুর্লভ; **অপি**—যদিও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভাগবত-বাৎসল্যতয়া**—তাঁর ভক্তবাৎসল্য হেতু; **সুপ্রতীকঃ**—অত্যন্ত সুন্দর রূপ সমন্বিত; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অপরাজিতম্**—অজেয়; **নিজ-জন**—তাঁর ভক্তের; **অভিপ্রেত-অর্থ**—বাসনা; **বিধিৎসয়া**—পূর্ণ করার জন্য; **গৃহীত-হৃদয়ঃ**—আকৃষ্ট চিত্ত; **হৃদয়ঙ্গমম্**—আনন্দদায়ক; **মনঃ-নয়ন-আনন্দন**—মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী; **অবয়ব**—অঙ্গের দ্বারা; **অভিরামম্**—সুন্দর; **আবিশ্চকার**—প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

যজ্ঞে ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য সাতটি দিব্য সাধন রয়েছে—(১) মূল্যবান বস্তু বা আহার্য নিবেদন; (২) দেশ বা স্থান অনুসারে কার্য করা; (৩) কাল বা সময় অনুসারে কার্য করা; (৪) মন্ত্র উচ্চারণ; (৫) ঋত্বিকবরণ; (৬) দক্ষিণা দান এবং (৭) বিধি পালন। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা সর্বদা ভগবানকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল, তাই তাঁর ভক্ত মহারাজ নাভি যখন শুদ্ধ এবং নির্মল চিত্তে প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা এবং স্তব করেছিলেন, তখন পরম দয়ালু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবাৎসল্য-হেতু, তাঁর অপরাজিত পরম আকর্ষণীয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার

জন্য, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ ভক্তের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদান করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা যখন পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা যায়, তখন ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা যায়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৫৫)

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং দর্শন করা যায়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। মহারাজ নাভি যদিও তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবুও বুঝতে হবে যে, তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হননি, তিনি তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন কেবল তাঁর ভক্তির জন্য। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) বলা হয়েছে যে, ভগবানের আদি রূপ পরম সুন্দর। *বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্*—পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ হলেও তা অত্যন্ত সুন্দর।

শ্লোক ৩

অথ হ তমাবিষ্কৃতভুজযুগলদ্বয়ং হিরণ্ময়ং পুরুষবিশেষং কপিশকৌশেয়াম্বরধরমুরসি বিলসচ্ছ্রীবৎসললামং দরবরবনরুহবনমালাচ্ছূর্যমৃতমণিগদাদিভিরুপলক্ষিতং স্ফুটকিরণপ্রবরমুকুটকুণ্ডলকটককটিসূত্রহারকেয়ূরনূপুরাদ্যঙ্গভূষণবিভূষিতমৃত্বিক্সদস্যগৃহপতয়োঽধনা ইবোত্তমধনমুপলভ্য সবহুমানমর্হণেনাবনতশীর্ষাণ উপতস্থুঃ ॥ ৩ ॥

অথ—তারপর; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **তম্**—তাঁকে; **আবিষ্কৃত-ভুজ-যুগল-দ্বয়ম্**—যিনি চতুর্ভুজ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন; **হিরণ্ময়ম্**—অত্যন্ত উজ্জ্বল; **পুরুষ-বিশেষম্**—পুরুষোত্তম; **কপিশ-কৌশেয়-অম্বর-ধরম্**—পীত পট্টবসন পরিহিত; **উরসি**—বক্ষে; **বিলসৎ**—সুন্দর; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস নামক; **ললামম্**—চিহ্নযুক্ত; **দর-**

বর—শঙ্খের দ্বারা; **বন-রুহ**—পদ্মফুল; **বন-মালা**—বনফুলের মালা; **অচ্ছুরি**—চক্র; **অমৃত-মণি**—কৌস্তুভ মণি; **গদা-আদিভিঃ**—গদা আদি অন্যান্য চিহ্নযুক্ত; **উপলক্ষিতম্**—লক্ষণযুক্ত হয়ে; **স্ফুট-কিরণ**—উদ্ভাসিত; **প্রবর**—পরমোৎকৃষ্ট; **মুকুট**—মুকুট; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **কটক**—বলয়; **কটি-সূত্র**—কোমরবন্ধ; **হার**—কণ্ঠহার; **কেয়ূর**—বাজুবন্ধ; **নূপুর**—নূপুর; **আদি**—ইত্যাদি; **অঙ্গ**—শরীরের; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **বিভূষিতম্**—অলংকৃত; **ঋত্বিক্**—পুরোহিতগণ; **সদস্য**—পার্ষদগণ; **গৃহ-পতয়ঃ**—এবং গৃহপতি মহারাজ নাভি; **অধনাঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **ইব**—সদৃশ; **উত্তম-ধনম্**—প্রচুর ধনরাশি; **উপলভ্য**—লাভ করে; **স-বহু-মানম্**—অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে; **অর্হণেন**—পূজার উপকরণ সহ; **অবনত**—নত; **শীর্ষাণঃ**—মস্তকে; **উপতস্থুঃ**—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর চতুর্ভুজ রূপে রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তেজোময় পুরুষোত্তম রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশ পীত পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ছিল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন শোভা বিস্তার করছিল, তাঁর চার হাতে ছিল শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা, এবং তাঁর গলদেশে বনফুলের মালা ও কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছিল। মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, কটিসূত্র, মুক্তাহার, কেয়ূর ও নূপুর আদি উজ্জ্বল রত্নখচিত অঙ্গভূষণে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ প্রচুর ধনরাশি লাভ করে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে, মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্ষদগণও ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত দেখে, সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অবনত মস্তকে পূজার উপকরণ নিবেদন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হননি। তিনি মহারাজ নাভি এবং তাঁর পার্ষদদের সম্মুখে পুরুষোত্তম রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। পরমেশ্বর ভগবানও পুরুষ, তবে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে পরতর সত্য আর কিছু নেই।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অধিক আকর্ষণীয় অথবা অধিক প্রভাবশালী আর কেউ নেই। সেটিই হচ্ছে সাধারণ জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য। ভগবান বিষ্ণুর দিব্য রূপের এই বর্ণনা থেকে অন্যান্য জীবের সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্থক্য

সহজেই নিরূপণ করা যায়। তাই মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্ষদেরা সকলে তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং বিবিধ পূজোপকরণের দ্বারা তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) বর্ণনা করা হয়েছে, *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*। অর্থাৎ "তা লাভ করার পর মানুষ মনে করে যে, তার থেকে বড় লাভ আর কিছু নেই।" কেউ যখন প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে উপলব্ধি এবং দর্শন করেন, তখন তাঁর মনে হয় যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত হয়েছেন। *রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—কেউ যখন উচ্চতর স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর চেতনা স্থির হয়, অর্থাৎ তিনি আর তখন নিম্নতর বস্তু আস্বাদনের জন্য লালায়িত হন না। পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলে, আর জড় বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। তখন তিনি ভগবানের আরাধনায় স্থির হন।

শ্লোক ৪-৫

ঋত্বিজ ঊচুঃ

অর্হসি মুহুরর্হত্তমার্হণমস্মাকমনুপথানাং নমো নম ইত্যেতাবৎসদুপশিক্ষিতং
কোঽর্হতি পুমান্ প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য পরস্য
প্রকৃতিপুরুষয়োরর্বাক্তনাভির্নামরূপাকৃতিভী রূপনিরূপণম্ ॥৪॥
সকলজননিকায়বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবরগুণগণৈকদেশকথনাদৃতে ॥৫॥

ঋত্বিজঃ ঊচুঃ—ঋত্বিকেরা বললেন; **অর্হসি**—দয়া করে গ্রহণ করুন; **মুহুঃ**—বারবার; **অর্হৎ-তম**—হে পূজ্যতম; **অর্হণম্**—পূজা; **অস্মাকম্**—আমাদের; **অনুপথানাম্**—যাঁরা আপনার সেবক; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে; **এতাবৎ**—এই পর্যন্ত; **সৎ**—সাধুদের দ্বারা; **উপশিক্ষিতম্**—শিক্ষা; **কঃ**—কি; **অর্হতি**—করতে সক্ষম; **পুমান্**—মানুষ; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতির; **গুণ**—গুণ; **ব্যতিকর**—রূপান্তরে; **মতিঃ**—যাঁর মন মগ্ন; **অনীশঃ**—সব চাইতে অক্ষম; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের; **পরস্য**—অতীত; **প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ**—তিন গুণের অন্তর্গত; **অর্বাক্ত-নাভিঃ**—যা সেখানে পৌঁছাতে পারে না, অথবা যা এই জড় জগতের; **নাম-রূপ-আকৃতিভিঃ**—নাম, রূপ এবং গুণের দ্বারা; **রূপ**—আপনার প্রকৃতি বা স্থিতি; **নিরূপণম্**—প্রতিপাদন; **সকল**—সমস্ত; **জন-নিকায়**—মানব-জাতির; **বৃজিন**—পাপকর্ম; **নিরসন**—বিনাশ করে; **শিবতম**—সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর; **প্রবর**—শ্রেষ্ঠতম; **গুণ-গণ**—দিব্য গুণাবলীর; **এক-দেশ**—এক অংশ; **কথনাৎ**—কীর্তনের ফলে; **ঋতে**—বিনা।

অনুবাদ

ঋত্বিকগণ ভগবানের স্তুতি করে বললেন—হে পূজ্যতম, আমরা আপনার ভৃত্য। যদিও আপনি পরিপূর্ণ, তবুও দয়া করে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আপনার নিত্যদাস আমাদের যৎকিঞ্চিৎ সেবা গ্রহণ করুন। আমরা আপনার দিব্যরূপ সম্বন্ধে বাস্তবিকই অবগত নই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র এবং আচার্যদের শিক্ষা অনুসারে আমরা কেবল বারবার আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বিষয়াসক্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তাই তারা কখনও পূর্ণ নয়, কিন্তু আপনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত। আপনার নাম, রূপ, গুণ—সবই চিন্ময় এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। বাস্তবিকপক্ষে, কে আপনাকে জানতে পারে? জড় জগতে আমরা কেবল জড় নাম এবং গুণই অনুভব করতে পারি। পরম পুরুষ আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি এবং প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া আমাদের আর কোন সামর্থ্য নেই। আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য গুণাবলীর কীর্তন সমগ্র মানব-জাতির সমস্ত পাপ নিরসন করতে পারে। আপনার সেই মহিমা কীর্তনই আমাদের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র কর্তব্য, এবং তার ফলে আমরা আপনার অলৌকিক স্থিতির অংশ মাত্র জানতে পারব।

তাৎপর্য

জড় অনুভূতির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কোন যোগ নেই। নির্বিশেষবাদের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বলেছেন, *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—"পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ জড় ধারণার অতীত।" ভগবানের রূপ এবং গুণ সম্বন্ধে আমরা জল্পনা-কল্পনা করতে পারি না। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের রূপ এবং কার্যকলাপকে আমাদের প্রামাণিক তথ্য বলে মেনে নিতে হবে। যেমন *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"চিন্তামণির দ্বারা রচিত এবং লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত চিন্ময় ধামে যিনি নিত্য বিরাজ করেন, এবং সুরভি গাভীদের পালন করেন, শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবী সম্ভ্রম এবং প্রীতি সহকারে নিরন্তর যাঁর সেবা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি

ভজনা করি।" সেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা, তাঁর রূপ এবং গুণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আমরা বৈদিক শাস্ত্র ও ব্রহ্মা, নারদ, শুকদেব গোস্বামী এবং অন্যান্য মহাজনদের বাণী থেকে প্রাপ্ত হতে পারি। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—"আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি না।" তাই ভগবানের আর একটি নাম হচ্ছে *অধোক্ষজ* এবং *অপ্রাকৃত*, অর্থাৎ, তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। ভগবান তাঁর অহৈতুকী ভক্তবাৎসল্য হেতু মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই, আমরা যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হই, তাহলে তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*। ভগবানকে জানার এটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—ভক্তির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এছাড়া অন্য আর কোন উপায় নেই। সাধুদের বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ভগবানকে জানতে হবে। ভগবানের রূপ এবং গুণ জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অবগত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৬

**পরিজনানুরাগবিরচিতশবলসংশব্দসলিলসিতকিসলয়তুলসিকাদূর্বাঙ্কুরৈরপি
সম্ভৃতয়া সপর্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি ॥ ৬ ॥**

পরিজন—আপনার ভৃত্যদের দ্বারা; **অনুরাগ**—মহা আনন্দে; **বিরচিত**—সম্পাদিত; **শবল**—গদ্‌গদ স্বরে; **সংশব্দ**—প্রার্থনার দ্বারা; **সলিল**—জল; **সিত-কিসলয়**—নবীন পত্রযুক্ত পল্লব; **তুলসিকা**—তুলসী দল; **দূর্বা-অঙ্কুরৈঃ**—এবং দূর্বাঘাসের অঙ্কুর; **অপি**—ও; **সম্ভৃতয়া**—অনুষ্ঠিত; **সপর্যয়া**—পূজার দ্বারা; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **পরিতুষ্যসি**—আপনি সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আপনার ভক্ত যখন বাষ্প-গদ্‌গদ স্বরে আপনার স্তুতি করেন এবং অনুরাগ ভরে জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দূর্বাঙ্কুর দ্বারা আপনার পূজা সম্পাদন করেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ, বিদ্যা অথবা ঐশ্বর্যের প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি প্রেম এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে কেবল একটি ফুল, জল এবং তুলসী ভগবানকে নিবেদন করেন, তাহলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*—"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জল প্রদান করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/২৬)

ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবান প্রসন্ন হন; তাই এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই সন্তুষ্ট হন। *গৌতমীয়-তন্ত্র* থেকে উল্লেখ করে *হরিভক্তিবিলাসে* বলা হয়েছে—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, এবং তাঁর ভক্ত যদি তাঁকে কেবল একটি তুলসীপত্র ও এক অঞ্জলি জল দান করেন, তাহলে তিনি তাঁর সেই ভক্তের কাছে নিজেকে বিক্রী করে দেন।" ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। তিনি এতই কৃপাপরায়ণ যে, সব চাইতে দরিদ্র ব্যক্তিও তাঁকে ভক্তি সহকারে একটু জল ও একটি ফুল নিবেদন করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি প্রসন্ন হন। তাঁর ভক্তবাৎসল্য হেতু তিনি তাঁর ভক্তের সঙ্গে এইভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৭

অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিতমর্থমিহোপলভামহে ॥ ৭ ॥

অথ—অন্যথা; **অনয়া**—এই; **অপি**—ও; **ন**—না; **ভবতঃ**—আপনার; **ইজ্যয়া**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **উরু-ভার-ভরয়া**—বহু সামগ্রীর ভারে ভারাক্রান্ত; **সমুচিতম্**—আবশ্যক; **অর্থম্**—উপযোগিতা; **ইহ**—এখানে; **উপলভামহে**—আমরা দেখতে পাই।

অনুবাদ

আমরা বহু উপচার সহকারে আপনার পূজা করেছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য এত সমস্ত আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কাউকে যদি নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করা হয় কিন্তু তার যদি ক্ষুধা না থাকে, তাহলে সেই নিবেদনের কোন মূল্য নেই। বড় বড় যজ্ঞে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বহু সামগ্রী একত্র করা হয়, কিন্তু যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি, আসক্তি অথবা প্রীতি না থাকে, তাহলে সেই সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল। ভগবান পূর্ণ, এবং আমাদের কাছ থেকে তাঁর কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে একটু জল, একটি ফুল এবং একটি তুলসীপত্র ভক্তি সহকারে নিবেদন করি, তাহলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। ভক্তিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের প্রধান উপায়। বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন হয় না। পুরোহিতেরা এই মনে করে অনুশোচনা করছিলেন যে, তাঁরা ভক্তির পথ অবলম্বন করেননি এবং তার ফলে তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেনি।

শ্লোক ৮

আত্মন এবানুসবনমঞ্জসাব্যতিরেকেণ বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য কিন্তু নাথাশিষ আশাসানানামেতদভিসংরাধনমাত্রং ভবিতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

আত্মনঃ—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুসবনম্**—প্রতিক্ষণ; **অঞ্জসা**—সরাসরিভাবে; **অব্যতিরেকেন**—অপ্রতিহতভাবে; **বোভূয়মান**—বর্ধমান; **অশেষ**—অন্তহীনভাবে; **পুরুষ-অর্থ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **স্ব-রূপস্য**—আপনার প্রকৃত রূপ; **কিন্তু**—কিন্তু; **নাথ**—হে ভগবান; **আশিষঃ**—জড় সুখভোগের আশীর্বাদ; **আশাসানানাম্**—আমরা যারা সর্বদা ভোগবাসনা করছি; **এতৎ**—এই; **অভিসং রাধন**—আপনার কৃপা লাভের জন্য; **মাত্রম্**—কেবল; **ভবিতুম্ অর্হতি**—হতে পারে।

অনুবাদ

আপনার মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ সাক্ষাৎভাবে, স্বতঃসিদ্ধরূপে, অপ্রতিহত গতিতে এবং প্রচুরভাবে প্রতিক্ষণই উৎপন্ন হচ্ছে। সেই অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ। কিন্তু, হে ভগবান, আমরা নিরন্তর জড় সুখভোগের বাসনা করছি। এই সমস্ত যজ্ঞের আপনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার আশীর্বাদে যাতে আমাদের জড়সুখ ভোগ হয়, সেই জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের সকাম কর্মের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, আপনার সেগুলিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই বড় বড় যজ্ঞে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। যারা নিজেদের স্বার্থে জড় ঐশ্বর্য কামনা করে, সকাম কর্ম তাদেরই জন্য। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—আমরা যদি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম না করি, তাহলে আমাদের মায়ার দাসত্ব করতে হয়। আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশাল মন্দির নির্মাণ করতে পারি, কিন্তু ভগবানের এই প্রকার মন্দিরের কোন আবশ্যকতা নেই। ভগবানের আবাসস্থল-স্বরূপ লক্ষ লক্ষ মন্দির রয়েছে, এবং আমাদের প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। ঐশ্বর্যময় কার্যকলাপের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। এই সমস্ত কার্যকলাপ আমাদের নিজেদের লাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যদি আমাদের অর্থ দিয়ে এক বিশাল মন্দির তৈরি করি, তাহলে আমরা আমাদের কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। এটি আমাদেরই লাভের জন্য। অধিকন্তু, আমরা যদি ভগবানের জন্য সুন্দর কিছু তৈরি করার চেষ্টা করি, তাহলে তিনি প্রসন্ন হন এবং আমাদের আশীর্বাদ করেন। মূল কথা হচ্ছে যে, এই প্রকার বিশাল আয়োজন ভগবানের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য। আমরা যদি কোন না কোনও ভাবে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, তাহলে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে এবং আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি।

শ্লোক ৯

তদ্‌যথা বালিশানাং স্বয়মাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরমবিদুষাং পরমপরমপুরুষ প্রকর্ষকরুণয়া স্বমহিমানং চাপবর্গাখ্যমুপকল্পয়িষ্যন্ স্বয়ং নাপচিত এবেতরবদিহোপলক্ষিতঃ ॥ ৯ ॥

তৎ—তা; **যথা**—যেমন; **বালিশানাম্**—মূর্খদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্মনঃ**—নিজের; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **পরম্**—পরম; **অবিদুষাম্**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের; **পরম-পরম-পুরুষ**—হে ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; **প্রকর্ষ-করুণয়া**—প্রচুর করুণার দ্বারা; **স্ব-মহিমানম্**—আপনার নিজের মহিমা; **চ**—এবং; **অপবর্গ-আখ্যম্**—অপবর্গ (মুক্তি) নামক; **উপকল্পয়িষ্যন্**—দেওয়ার ইচ্ছায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ন অপচিতঃ**—যথাযথভাবে পূজিত না হয়ে; **এব**—যদিও; **ইতর-বৎ**—সাধারণ মানুষের মতো; **ইহ**—এখানে; **উপলক্ষিতঃ**—(আপনি) উপস্থিত এবং (আমাদের দ্বারা) দৃষ্ট।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কারণ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যে কি তা আমরা জানি না। আপনি যেন স্বয়ং পূজা গ্রহণ করবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দর্শন দান করবার জন্যই আপনি এসেছেন। আপনি আপনার অসীম করুণাবশত অপবর্গ নামক স্বীয় মাহাত্ম্য প্রদান করার জন্য, আমাদের অজ্ঞতাজনিত কারণে যথাযথভাবে পূজিত না হয়েও এখানে এসেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর কোন স্বার্থ ছিল। তেমনই, মন্দিরে অর্চাবিগ্রহ সেই উদ্দেশ্যেই থাকে। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। যেহেতু আমাদের দিব্য দৃষ্টি নেই, তাই আমরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন করতে পারি না; সেই জন্য, ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এমন রূপে আসেন, যাতে আমরা তাঁকে দেখতে পাই। আমরা পাথর, কাঠ ইত্যাদি জড় বস্তুই কেবল দর্শন করতে পারি, এবং তাই ভগবান কাঠ, পাথর ইত্যাদি বস্তুর মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরে আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। এটি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রকাশ। যদিও এই সমস্ত বস্তুর প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই, তবুও আমাদের প্রেমময়ী সেবা গ্রহণ করার জন্য তিনি এইভাবে আসেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পূজার জন্য উপযুক্ত উপকরণ আমরা নিবেদন করতে পারি না, কারণ আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে, মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

অথায়মেব বরো হ্যর্হত্তম যর্হি বর্হিষি রাজর্ষের্বরদর্ষভো ভবান্নিজ-পুরুষেক্ষণবিষয় আসীৎ ॥ ১০ ॥

অথ—তখন; **অয়ম্**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বরঃ**—বর; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অর্হত্তম**—হে পূজ্যতম; **যর্হি**—যেহেতু; **বর্হিষি**—যজ্ঞে; **রাজ-ঋষেঃ**—মহারাজ নাভির; **বরদ-ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ বরদাতা; **ভবান্**—আপনি; **নিজ-পুরুষ**—আপনার ভক্তদের; **ঈক্ষণ-বিষয়ঃ**—দর্শনের বিষয়; **আসীৎ**—হয়েছে।

অনুবাদ

হে পূজ্যতম, আপনি সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং আমাদের বর প্রদান করবার জন্যই আপনি মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যেহেতু আমাদের নয়নপথের পথিক হয়েছেন, সেটিই আমাদের পক্ষে পরম বরস্বরূপ হয়েছে।

তাৎপর্য

নিজ-পুরুষ-ঈক্ষণ-বিষয় । *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৯) কৃষ্ণ বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু*—"আমি কারও প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নই, আবার কারও পক্ষপাতিত্বও আমি করি না। আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কিন্তু ভক্তি সহকারে যে আমার সেবা করে, সে আমার প্রিয়। সে আমাতে স্থিত এবং আমিও তার প্রিয়।"

ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী। অর্থাৎ, কেউ তাঁর শত্রু নয় এবং মিত্রও নয়। সকলেই তার কর্মের ফল ভোগ করছে, এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান সব দেখছেন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করছেন। কিন্তু, ভক্তরা যেমন সর্বদা ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য উৎসুক, তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তদের সম্মুখে উপস্থিত হতে অত্যন্ত উৎসুক। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"পুণ্যাত্মাদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য, এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য, আমি যুগে-যুগে আবির্ভূত হই।"

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আসেন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করবার জন্য এবং সন্তুষ্টি-বিধান করবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি অসুরদের সংহার করতে আসেন না, কারণ সেই কার্যটি তাঁর প্রতিনিধিরাও করতে পারে। মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে বিষ্ণু আবির্ভূত হয়েছিলেন মহারাজ নাভি এবং তাঁর পার্ষদদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। এছাড়া সেখানে আবির্ভূত হওয়ার আর কোন কারণ তাঁর ছিল না।

শ্লোক ১১

অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং ভবৎস্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনী-নামনবরতপরিগুণিতগুণগণ পরমমঙ্গলায়নগুণগণকথনোঽসি ॥ ১১ ॥

অসঙ্গ—বৈরাগ্যের দ্বারা; **নিশিত**—দৃঢ়; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **অনল**—অগ্নির দ্বারা; **বিধূত**—দূরীকৃত; **অশেষ**—অসীম; **মলানাম্**—মল; **ভবৎ-স্বভাবানাম্**—যাঁরা আপনার গুণাবলী লাভ করেছেন; **আত্ম-আরামাণাম্**—যাঁরা আত্মতৃপ্ত; **মুনীনাম্**—মুনিদের; **অনবরত**—নিরন্তর; **পরিগুণিত**—স্মরণ করে; **গুণ-গণ**—সদ্‌গুণসমূহ; **পরম-মঙ্গল**—পরম আনন্দ; **আয়ন**—উৎপন্ন করে; **গুণ-গণ-কথনঃ**—যাঁর মহিমা কীর্তন; **অসি**—আপনি হোন।

অনুবাদ

হে ভগবান, মুনি-ঋষিগণ নিরন্তর আপনার গুণগান করেন। বৈরাগ্যের দ্বারা শাণিত জ্ঞানানলে তাঁদের হৃদয়ের মলরাশি বিধ্বংস হয়েছে। তার ফলে তাঁরা আত্মারাম হয়েছেন এবং আপনারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা যদিও আপনার মহিমা কীর্তন করে দিব্য আনন্দ অনুভব করেন, তবুও তাঁদের পক্ষেও আপনার দর্শন দুর্লভ।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে সমবেত পুরোহিতেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শন দানের প্রশংসা করেছেন, এবং নিজেদের ধন্য বলে মনে করেছেন। যে সমস্ত মহাত্মা জড় জগতের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে যাঁদের হৃদয় নির্মল হয়েছে, তাঁদের পক্ষেও ভগবানের দর্শন দুর্লভ। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের দিব্য গুণাবলী কীর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ব্যক্তিগত উপস্থিতির কোন প্রয়োজন তাঁদের হয় না। পুরোহিতেরা বলেছিলেন যে, ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ সেই সমস্ত মহাত্মাদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু তাঁদের প্রতি তিনি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তাই সেই পুরোহিতেরা তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১২

অথ কথঞ্চিৎস্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভণদুরবস্থানাদিষু বিবশানাং নঃ স্মরণায় জ্বরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু ॥ ১২ ॥

অথ—তা সত্ত্বেও; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনও ভাবে; **স্খলন**—বিপথগামী; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **পতন**—পতন; **জৃম্ভণ**—অজ্ঞানাচ্ছন্ন; **দুরবস্থান**—প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকার ফলে; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বিবশানাম্**—অক্ষম; **নঃ**—আমাদের; **স্মরণায়**—স্মরণ করতে; **জ্বর-মরণ-দশায়াম্**—মৃত্যুর সময় প্রবল জ্বরে পীড়িত অবস্থায়; **অপি**—ও; **সকল**—সমস্ত; **কশ্মল**—পাপ; **নিরসনানি**—যা দূর করতে পারে; **তব**—আপনার; **গুণ**—গুণাবলী; **কৃত**—কার্যকলাপ; **নামধেয়ানি**—নামসমূহ; **বচন-গোচরাণি**—উচ্চারণ করা সম্ভব; **ভবন্তু**—হোক।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা বিপথগামী, ক্ষুধার্ত, পতিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দুরবস্থাগ্রস্ত, পীড়িত এবং মৃত্যুর সময়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ফলে, আপনার নাম, রূপ ও গুণাবলী স্মরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারি। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে ভক্তবৎসল ভগবান, আপনার যে দিব্য নাম, গুণ এবং লীলাসমূহ সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে, তা স্মরণ করতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

তাৎপর্য

জীবনে প্রকৃত সাফল্য হচ্ছে *অন্তে নারায়ণ-স্মৃতি*—মৃত্যুর সময় ভগবানের দিব্য নাম, গুণাবলী, লীলা এবং রূপ স্মরণ করা। মন্দিরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, জড় বন্ধন এতই কঠিন যে, মৃত্যুর সময় পীড়িত হওয়ার ফলে এবং মানসিক বিকারের ফলে আমরা ভগবানকে ভুলে যেতে পারি। তাই ভগবানের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিত যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যুর সময় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার যোগ্যতা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯-১০ এবং ১৪-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৩

কিঞ্চায়ং রাজর্ষিরপত্যকামঃ প্রজাং ভবাদৃশীমাশাসান ঈশ্বরমাশিষাং স্বর্গাপবর্গয়োরপি ভবন্তমুপধাবতি প্রজায়ামর্থপ্রত্যয়ো ধনদমিবাধনঃ ফলীকরণম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ—অধিকন্তু; **অয়ম্**—এই; **রাজ-ঋষিঃ**—পুণ্যবান রাজা নাভি; **অপত্য-কামঃ**—পুত্র কামনায়; **প্রজাম্**—পুত্র; **ভবাদৃশীম্**—আপনার মতো; **আশাসানঃ**—আশা করে;

ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **স্বর্গ-অপবর্গয়োঃ**—স্বর্গলোক এবং মুক্তি; **অপি**—যদিও; **ভবন্তম্**—আপনি; **উপধাবতি**—আরাধনা করেন; **প্রজায়াম্**—সন্তানদের; **অর্থ-প্রত্যয়ঃ**—জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে; **ধন-দম্**—যে ব্যক্তি অশেষ সম্পদ দান করতে পারেন; **ইব**—সদৃশ; **অধনঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **ফলীকরণম্**—তুষের কণা।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই মহারাজ নাভি আপনার মতো একটি পুত্র লাভ করাকেই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। হে ভগবান, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন মহা ধনবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে কেবল একটু শস্যকণা ভিক্ষা করে, তেমনই স্বর্গ ও অপবর্গ প্রদানে সক্ষম আপনার কাছে মহারাজ নাভি কেবল একটি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা করছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি যে কেবল একটি পুত্র লাভের জন্য সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই জন্য পুরোহিতেরা কিছুটা লজ্জিত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে স্বর্গলোক অথবা বৈকুণ্ঠলোকে স্থান প্রদান করতে পারতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে ভগবানের কাছে গিয়ে চরম আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হয়। তিনি বলেছেন—*ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে*। তিনি ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক কোন কিছুর প্রার্থনা করেননি। জড় ঐশ্বর্য মানে হচ্ছে ধন-সম্পদ, সুখী পরিবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং বহু অনুগামী, কিন্তু বুদ্ধিমান ভক্ত ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক কোন কিছু ভিক্ষা করেন না। তাঁর একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে—*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*। তিনি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান। তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চান না অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি চান না। তা যদি হত, তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন না, মম *জন্মনি জন্মনি*। ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করতে পারেন, তাহলে বারবার জন্মগ্রহণ করতে তাঁর কোন আপত্তি থাকে না। প্রকৃতপক্ষে চরম মুক্তি হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। ভক্ত কখনও জড় জগতের কোন বস্তু নিয়ে মাথা ঘামান না। যদিও মহারাজ নাভি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো একটি পুত্র কামনা করেছিলেন, তবুও ভগবানের মতো পুত্র আকাঙ্ক্ষা করাও এক প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান।

শ্লোক ১৪

কো বা ইহ তেঽপরাজিতোঽপরাজিতয়া মায়য়ানবসিতপদব্যানাবৃতমতি-র্বিষয়বিষরয়ানাবৃতপ্রকৃতিরনুপাসিতমহচ্চরণঃ ॥ ১৪ ॥

কঃ বা—কোন্ পুরুষ; **ইহ**—এই জড় জগতে; **তে**—আপনার; **অপরাজিতঃ**—অপরাজিত; **অপরাজিতয়া**—অপরাজিতের দ্বারা; **মায়য়া**—মায়া; **অনবসিত-পদব্যা**—অলক্ষিত মার্গ; **অনাবৃত-মতিঃ**—যার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন নয়; **বিষয়-বিষ**—বিষসদৃশ জড় সুখভোগের; **রয়**—বেগে; **অনাবৃত**—অনাচ্ছাদিত; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **অনুপাসিত**—আরাধনা না করে; **মহৎ-চরণঃ**—মহান ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহাজনের চরণ সেবা না করে কোন্ পুরুষই বা এই সংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, বশীভূত এবং বিষয়-বিষের বেগে আচ্ছাদিত না হয়েছেন? আপনার মায়া দুর্জয়া। তার গতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না অথবা কেউই বলতে পারে না কিভাবে তিনি কার্য করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি পুত্রলাভের জন্য মহান যজ্ঞ করছিলেন। সেই পুত্র ভগবানের মতো হতে পারে, কিন্তু এই প্রকার জড়-জাগতিক বাসনা, তা সে যতই মহৎ হোক অথবা ক্ষুদ্র হোক, তা মায়ারই প্রভাব। তাই ভগবদ্ভক্তিকে নিষ্কাম বলে বর্ণনা করা হয় (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং*)। সকলেই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সব রকম জড় বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহারাজ নাভিও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মহান ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়া (*মহচ্চরণ-সেবা*)। মহান ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা না করে, কখনও মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*। মায়া *অপরাজিত* এবং তাঁর প্রভাবও *অপরাজিত*। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

"এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমারই শক্তি এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।"

ভগবদ্ভক্তই কেবল মায়ার এই মহান প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন। মহারাজ নাভি যে পুত্র কামনা করেছিলেন তাতে তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের মতো পুত্র কামনা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ

করার ফলে, জড় ঐশ্বর্যের প্রতি কোন বাসনা থাকে না। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

'সাধু-সঙ্গ', 'সাধু-সঙ্গ' সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

এবং *মধ্যলীলায়* (২২/৫১) বলা হয়েছে—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥

কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই সাধু (ভক্তের) সঙ্গ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবদ্ভক্তের ক্ষণিক সঙ্গ প্রভাবেও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। বিশেষ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা লাভ করতে হলে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ নিতান্তই আবশ্যক। সাধুসঙ্গ বা মহান ভক্তের আশীর্বাদ ব্যতীত, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩২) প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

মহান ভক্তের পদরজ মস্তকে ধারণ না করলে (*পাদরজোঽভিষেকম্*), ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্ত নিষ্কিঞ্চন, অর্থাৎ জড় জগৎকে ভোগ করার কোন বাসনা তাঁর নেই। সেই গুণ অর্জন করতে হলে শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ১৫

যদু হ বাব তব পুনরদভ্রকর্তরিহ সমাহূতস্তত্রার্থধিয়াং মন্দানাং নস্তদ্‌যদ্দেবহেলনং দেবদেবার্হসি সাম্যেন সর্বান্ প্রতিবোঢুমবিদুষাম্ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যেহেতু; **উ হ বাব**—বাস্তবিকপক্ষে; **তব**—আপনার; **পুনঃ**—পুনরায়; **অদভ্র-কর্তঃ**—বহু কার্য সম্পাদন করেন যে ভগবান; **ইহ**—এই যজ্ঞস্থলে; **সমাহূতঃ**—

ভক্তির শুরু তখন হয় যখন মানুষ দুর্দশায় পড়ে অথবা ধন কামনা করে, অথবা পরম সত্যকে জানার অভিলাষী হয়। কিন্তু যারা এইভাবে ভগবানের সমীপবর্তী হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ভক্ত নয়। যেহেতু তারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, তাই তাদের পুণ্যবান (*সুকৃতিনঃ*) বলে স্বীকার করা হয়। ভগবানের বিবিধ কার্যকলাপ না জানার ফলে, তারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য অনর্থক ভগবানকে বিরক্ত করে। কিন্তু ভগবান এতই কৃপালু যে, তাঁকে বিরক্ত করলেও তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন। শুদ্ধ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্য;* কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভগবানের আরাধনা করেন না। তিনি কর্ম অথবা জ্ঞানরূপ মায়ার প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত নন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য না নিয়ে সর্বদা ভগবানের সেবা করতে প্রস্তুত থাকেন। যজ্ঞের পুরোহিত ঋত্বিকেরা কর্ম এবং ভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে ভালভাবেই অবগত ছিলেন, এবং যেহেতু তাঁরা নিজেদের কর্মাধীন বলে মনে করেছিলেন তাই তাঁরা ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। তাঁরা জানতেন যে এক অতি ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা ভগবানকে ডেকে এনেছেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীশুক উবাচ

**ইতি নিগদেনাভিষ্টূয়মানো ভগবাননিমিষর্ষভো বর্ষধরাভিবাদিতাভি-
বন্দিতচরণঃ সদয়মিদমাহ ॥ ১৬ ॥**

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **নিগদেন**—গদ্যাত্মক স্তুতির দ্বারা; **অভিষ্টূয়মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **অনিমিষ-ঋষভঃ**—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **বর্ষ-ধর**—ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ নাভির দ্বারা; **অভিবাদিত**—পূজিত; **অভিবন্দিত**—বন্দিত; **চরণঃ**—চরণকমল; **সদয়ম্**—কৃপাপূর্বক; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভারতবর্ষের অধিপতি নাভির সম্মানিত ঋত্বিকেরা এইভাবে গদ্যাত্মক স্তোত্রের দ্বারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করলেন। দেবশ্রেষ্ঠ, পরম ঈশ্বর ভগবান তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

অহো বতাহমৃষয়ো ভবদ্ভিরবিতথগীর্ভির্বরমসুলভমভিযাচিতো যদমুষ্যাত্মজো ময়া সদৃশো ভূয়াদিতি মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাদথাপি ব্রহ্মবাদো ন মৃষা ভবিতুমর্হতি মমৈব হি মুখং যদ্ দ্বিজদেবকুলম্ ॥১৭॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অহো**—আহা; **বত**—আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি; **অহম্**—আমি; **ঋষয়ঃ**—হে মহর্ষিগণ; **ভবদ্ভিঃ**—আপনাদের দ্বারা; **অবিতথ-গীর্ভিঃ**—যাঁদের বাণী সত্য; **বরম্**—বর লাভের জন্য; **অসুলভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থিত; **যৎ**—যা; **অমুষ্য**—মহারাজ নাভির; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **ময়া সদৃশঃ**—আমার মতো; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **ইতি**—এইভাবে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **এব**—কেবল; **অভিরূপঃ**—সমান; **কৈবল্যাৎ**—অদ্বিতীয় হওয়ার ফলে; **অথাপি**—তা সত্ত্বেও; **ব্রহ্ম-বাদঃ**—মহান ব্রাহ্মণদের বাণী; **ন**—না; **মৃষা**—মিথ্যা; **ভবিতুম্**—হওয়া; **অর্হতি**—উচিত; **মম**—আমার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—যেহেতু; **মুখম্**—মুখ; **যৎ**—যা; **দ্বিজ-দেব-কুলম্**—শুদ্ধ ব্রাহ্মণকুল।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহর্ষিগণ, আপনাদের স্তবে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আপনারা সকলেই সত্যবাক। আপনারা প্রার্থনা করেছেন যে, মহারাজ নাভির যেন আমার মতো পুত্র হয়। কিন্তু আমি যেহেতু অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কেউই আমার সমতুল্য নয়, তাই আমার মতো আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, যেহেতু আপনারা যোগ্য ব্রাহ্মণ, তাই আপনাদের বচন মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত ব্রাহ্মণদের আমি আমার মুখ বলে মনে করি।

তাৎপর্য

অবিতথগীর্ভিঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁদের বাণী মিথ্যা হতে পারে না।' শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের প্রায় ভগবানেরই মতো সমান শক্তিমান হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ যা বলেন তা কোন অবস্থাতেই অসত্য হতে পারে না অথবা তার পরিবর্তন করা যায় না। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন ভগবানের মুখ; তাই সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়, কারণ ব্রাহ্মণ যখন আহার করেন তখন মনে করা হয় যে, ভগবানই আহার করছেন।

তেমনই ব্রাহ্মণ যা বলেন তারও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মহারাজ নাভির যজ্ঞে যে-সমস্ত ঋষিরা পুরোহিত হয়েছিলেন তাঁরা কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তাঁরা এতই যোগ্য ছিলেন যে, তাঁরা দেবতা বা ভগবানেরই মতো ছিলেন। তা যদি না হত, তাহলে তাঁরা কিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সেই যজ্ঞস্থলে আসতে আহ্বান করেছিলেন? ভগবান এক, এবং তিনি কোন ধর্মমতের বা ধর্ম-বিশ্বাসের সম্পত্তি নন। কলিযুগের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করে যে, তাদের ভগবান অন্যদের ভগবান থেকে ভিন্ন, কিন্তু তা কখনই সত্য নয়। ভগবান এক, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকে *কৈবল্যং* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, ভগবানের কোন প্রতিযোগী নেই। ভগবান কেবল একজনই। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/৮) বলা হয়েছে, *ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে*—"কেউই তাঁর সমান নন এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন।" সেটিই হচ্ছে ভগবানের সংজ্ঞা।

শ্লোক ১৮

তত আগ্নীধ্রীয়েঽংশকলয়াবতরিষ্যাম্যাত্মতুল্যমনুপলভমানঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—অতএব; **আগ্নীধ্রীয়ে**—আগ্নীধ্রপুত্র নাভির পত্নী-গর্ভে; **অংশ-কলয়া**—আমার অংশ-কলার দ্বারা; **অবতরিষ্যামি**—আমি আবির্ভূত হব; **আত্ম-তুল্যম্**—আমার সমান; **অনুপলভমানঃ**—না পেয়ে।

অনুবাদ

যেহেতু আমার তুল্য কেউ নেই, তাই আমিই আমার অংশ-কলার দ্বারা আগ্নীধ্রপুত্র মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হব।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার একটি দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তবুও তিনি কখনও তাঁর স্বাংশের দ্বারা এবং কখনও বিভিন্নাংশের দ্বারা নিজেকে বিস্তার করেন। এখানে ভগবান বিষ্ণু তাঁর স্বাংশের দ্বারা মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। ঋত্বিকেরা জানতেন যে ভগবান এক, তবুও তাঁরা তাঁকে মহারাজ নাভির পুত্ররূপে আবির্ভূত হতে প্রার্থনা করেছেন, যাতে সমগ্র জগৎ জানতে পারে যে, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি বিভিন্ন শক্তিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নিশাময়ন্ত্যা মেরুদেব্যাঃ পতিমভিধায়ান্তর্দধে ভগবান্ ॥ ১৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **নিশাময়ন্ত্যাঃ**—যিনি শুনছিলেন; **মেরুদেব্যাঃ**—মেরুদেবীর উপস্থিতিতে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **অভিধায়**—বলে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলে ভগবান অন্তর্হিত হয়েছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবী তাঁর পতির পাশেই বসে ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পতিকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়। *সপত্নীকো ধর্মমাচরেৎ*—পত্নীসহ ধর্ম আচরণ করা উচিত। তাই মহারাজ নাভি তাঁর পত্নীসহ এই মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২০

বর্হিষি তস্মিন্নেব বিষ্ণুদত্ত ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্মান্দর্শয়িতুকামো বাতবসনানাং শ্রমণানামৃষীণামূর্ধ্বমন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবততার ॥ ২০ ॥

বর্হিষি—যজ্ঞস্থলে; **তস্মিন্**—সেই; **এব**—এইভাবে; **বিষ্ণু-দত্ত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম-ঋষিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **প্রসাদিতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **নাভেঃ প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—মহারাজ নাভিকে প্রসন্ন করার জন্য; **তৎ-অবরোধায়নে**—তাঁর পত্নীতে; **মেরুদেব্যাম্**—মেরুদেবী; **ধর্মান্**—ধর্ম; **দর্শয়িতুকামঃ**—কিভাবে অনুষ্ঠান করতে হয় তা দেখাবার জন্য; **বাত-বসনানাম্**—সন্ন্যাসীদের (যাঁরা প্রায় বসনহীন); **শ্রমণানাম্**—বানপ্রস্থীদের; **ঋষীণাম্**—মহর্ষিদের; **ঊর্ধ্ব-মন্থিনাম্**—ব্রহ্মচারীদের; **শুক্লয়া তনুবা**—তাঁর নির্গুণ চিন্ময় স্বরূপে; **অবততার**—অবতরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ, সেই যজ্ঞের মহর্ষিদের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং যাজ্ঞিক গৃহস্থদের নিজে আচরণ করে ধর্ম অনুষ্ঠানের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মহারাজ নাভির বাসনা পূর্ণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁর গুণাতীত চিন্ময় স্বরূপে মেরুদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা সৃষ্ট কোন দেহ গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীরা বলে যে নির্বিশেষ ভগবান সত্ত্বগুণে দেহ ধারণ করে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *শুক্ল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'শুদ্ধ সত্ত্ব সমন্বিত'। ভগবান বিষ্ণু তাঁর শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। শুদ্ধ সত্ত্ব বলতে বোঝায় নির্মল সত্ত্বগুণ। জড় জগতে সত্ত্বগুণও রজ ও তমোগুণের ছোঁয়ায় দূষিত। কিন্তু সত্ত্বগুণ যখন রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা দূষিত নয়, তখন তাকে বলা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব। *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩/২৩)। সেটিই হচ্ছে বসুদেব পদ, যেখানে ভগবান বাসুদেবকে অনুভব করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত! যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি।"

ভগবান সাধারণ জীবের মতো প্রকৃতির গুণের দ্বারা বাধ্য হয়ে অবতরণ করেন না। *ধর্মান্ দর্শয়িতুকাম*—অর্থাৎ মানুষদের কর্তব্যকর্ম কিভাবে সম্পাদন করতে হয়, তা দেখাবার জন্য তিনি অবতরণ করেন। *ধর্ম* শব্দটি কেবল মানুষদের প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা হয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষেরা কখনও কখনও ভগবানের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, তাদের মনগড়া ধর্ম তৈরি করে। প্রকৃত ধর্ম কখনও মনুষ্যসৃষ্ট হতে পারে না। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/১৯)। ধর্ম ভগবানের দান, ঠিক যেমন সরকার আইন প্রদান করে। মানুষের তৈরি ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। *শ্রীমদ্ভাগবতে* মানুষের

তৈরি ধর্মকে *কৈতব-ধর্ম* বা কপট ধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানব-সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করার পন্থা প্রদর্শন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান অবতারদের প্রেরণ করেন। এই প্রকার ধর্ম হচ্ছে ভক্তিমার্গ। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং বলেছেন—*সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* । মহারাজ নাভির পুত্র ঋষভদেব ধর্মনীতি উপদেশ দেবার জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। তা পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

ইতি 'মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা

এই অধ্যায়ে মহারাজ নাভির পুত্র ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। ঋষভদেব শত পুত্রের পিতা ছিলেন এবং তাঁদের রাজত্বকালে পৃথিবী সর্বতোভাবে সুখী ছিল। মহারাজ নাভির পুত্ররূপে ঋষভদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন মানুষ তাঁকে সেই সময়কার সব চাইতে মহান এবং সব চাইতে সুন্দর পুরুষ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি এবং অন্যান্য দিব্য গুণাবলী অতুলনীয় ছিল। *ঋষভ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম। মহারাজ নাভি তাঁর পুত্রের অতুলনীয় গুণাবলী দর্শন করে তাঁকে ঋষভ নাম দিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব ছিল অতুলনীয়। যখন বৃষ্টির অভাব হয়েছিল, তখন বৃষ্টির অধ্যক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা না করে, তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র অজনাভবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে, মহারাজ নাভি অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে তাঁকে লালনপালন করতে লাগলেন। তারপর ঋষভদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে এবং গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে, মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে ভগবান বাসুদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য কিছুদিন গুরুকুলে শিক্ষার্থী হয়েছিলেন, এবং গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত জয়ন্তী নামক কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। জয়ন্তীর গর্ভে তিনি এক শত সন্তান উৎপাদন করেন। এই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। মহারাজ ভরতের নাম অনুসারে এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। ঋষভদেবের পরবর্তী পুত্রগণ হচ্ছেন— কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট প্রমুখ। তাঁর কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন নামক অন্য নয়জন পুত্র রাজ্যশাসনভার গ্রহণ না করে ভাগবত ধর্মের প্রচারক হয়েছিলেন। তাঁদের চরিত্র ও কার্যকলাপ কুরুক্ষেত্রে বসুদেব এবং নারদের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। জনসাধারণকে শিক্ষা দান করার জন্য মহারাজ ঋষভদেব বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং কিভাবে প্রজাপালন করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ হ তমুৎপত্ত্যৈবাভিব্যজ্যমানভগবল্লক্ষণং সাম্যোপশমবৈরাগ্যৈশ্বর্য-মহাবিভূতিভিরনুদিনমেধ মানানুভাবং প্রকৃতয়ঃ প্রজা ব্রাহ্মণা দেবতাশ্চাব-নিতলসমবনায়াতিতরাং জগৃধুঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ হ**—এইভাবে (ভগবান প্রকট হওয়ার পর); **তম্**—তাঁকে; **উৎপত্ত্যা**—তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকে; **এব**—এমনকি; **অভিব্যজ্যমান**—স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; **ভগবৎ-লক্ষণম্**—ভগবানের লক্ষণ সমন্বিত; **সাম্য**—সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; **উপশম**—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সম্পূর্ণ শান্ত; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **মহা-বিভূতিভিঃ**—মহান গুণাবলী সমন্বিত; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **এধমান**—বর্ধিত হয়ে; **অনুভাবম্**—তাঁর শক্তি; **প্রকৃতয়ঃ**—মন্ত্রিগণ; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রহ্মজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণগণ; **দেবতাঃ**—দেবতা; **চ**—এবং; **অবনি-তল**—ভূমণ্ডল; **সমবনায়**—শাসন করার জন্য; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **জগৃধুঃ**—অভিলাষ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—নাভির পুত্ররূপে ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পদতলে ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি ভগবানের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য সমন্বিত, এবং বিষয়-বিতৃষ্ণ। এই সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে নাভিনন্দন প্রতিদিন বর্ধিত হতে লাগলেন। তাই প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতাগণ এবং অমাত্যেরা সকলেই অভিলাষ করেছিলেন যে, ঋষভদেব যেন পৃথিবী শাসনে প্রবৃত্ত হন।

তাৎপর্য

এই সস্তা অবতারদের যুগে, অবতারীর শরীরে যে-সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত থাকে, সেই সম্বন্ধে বিচার করাটা বাঞ্ছনীয়। ঋষভদেবের জন্মের সময় থেকেই তাঁর পায়ে ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ইত্যাদি দিব্য চিহ্নগুলি দেখা গিয়েছিল। আর তা ছাড়া তিনি যতই বড় হচ্ছিলেন ততই তাঁর খ্যাতি বর্ধিত হচ্ছিল। তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি একজনের পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যের অবহেলা করেননি। ভগবানের অবতার অবশ্যই ছয়টি ঐশ্বর্য সমন্বিত হবেন—সম্পদ, বীর্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য, যশ

এবং বৈরাগ্য। কথিত হয় যে ঋষভদেব যদিও সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন, তবুও তিনি জড় ভোগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁর অপূর্ব গুণাবলীর জন্য সকলেই চেয়েছিলেন তিনি যেন পৃথিবী শাসন করেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণের দ্বারা ভগবানের অবতারকে চিনতে পারেন। কতকগুলি মূর্খ মানুষের চাটুকারিতার ফলে কেউ ভগবানের অবতার হয় না।

শ্লোক ২

তস্য হ বা ইত্থং বর্ষ্মণা বরীয়সা বৃহচ্ছ্লোকেন চৌজসা বলেন শ্রিয়া যশসা বীর্যশৌর্যাভ্যাং চ পিতা ঋষভ ইতীদং নাম চকার ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর; **হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বর্ষ্মণা**—দেহের দ্বারা; **বরীয়সা**—শ্রেষ্ঠতম; **বৃহৎ-শ্লোকেন**—কবিকুলের বর্ণনাযোগ্য সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত; **চ**—ও; **ওজসা**—তেজের দ্বারা; **বলেন**—বলের দ্বারা; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **যশসা**—যশের দ্বারা; **বীর্য-শৌর্যাভ্যাম্**—শৌর্য-বীর্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **পিতা**—তাঁর পিতা (মহারাজ নাভি); **ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ইতি**—এইভাবে; **ইদম্**—এই; **নাম**—নাম; **চকার**—দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভির পুত্র যখন প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কবিকুলের বর্ণিত সমস্ত উত্তম গুণ—যথা, ভগবৎ-লক্ষণ সমন্বিত সুগঠিত দেহ, তেজ, বীর্য, সৌন্দর্য, কীর্তি, প্রভাব এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর পিতা এই সমস্ত গুণ দর্শন করে, তাঁকে পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বিবেচনা করে 'ঋষভ' নামে তাঁর নামকরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কাউকে ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করতে হলে, তাঁর দেহে ভগবানের লক্ষণগুলি রয়েছে কি না তা দেখা উচিত। মহারাজ নাভির অসাধারণ পুত্রের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি ছিল। তাঁর দেহ ছিল সুগঠিত এবং তিনি সমস্ত দিব্য গুণাবলী সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং জিতেন্দ্রিয়। তার ফলে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল ঋষভ, যা ইঙ্গিত করে যে তিনি হচ্ছেন পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

শ্লোক ৩

যস্য হীন্দ্রঃ স্পর্ধমানো ভগবান্ বর্ষে ন ববর্ষ তদবধার্য ভগবানৃষভদেবো যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্মযোগমায়য়া স্ববর্ষমজনাভং নামাভ্যবর্ষৎ ॥ ৩ ॥

যস্য—যাঁর; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **স্পর্ধমানঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে; **ভগবান্**—অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী; **বর্ষে**—ভারতবর্ষে; **ন ববর্ষ**—বর্ষণ করেননি; **তৎ**—তা; **অবধার্য**—জেনে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋষভ-দেবঃ**—ঋষভদেব; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; **প্রহস্য**—হেসে; **আত্ম-যোগ-মায়য়া**—তাঁর যোগমায়ার দ্বারা; **স্ব-বর্ষম্**—তাঁর স্থানে; **অজনাভম্**—অজনাভ; **নাম**—নামক; **অভ্যবর্ষৎ**—তিনি বৃষ্টির দ্বারা সিঞ্চিত করেছিলেন।

অনুবাদ

অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজ ঋষভদেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষ নামক ঋষভদেবের মণ্ডলে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন যোগেশ্বর ভগবান ঋষভদেব ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ঈষৎ হেসে তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর নিজভূমি অজনাভমণ্ডলকে বৃষ্টির দ্বারা সর্বতোভাবে সিঞ্চিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে দুইবার *ভগবান্* শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। ইন্দ্র এবং ভগবানের অবতার ঋষভদেব দুজনকেই ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও নারদ এবং ব্রহ্মাকেও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। *ভগবান্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মা, শিব, নারদ অথবা ইন্দ্রের মতো অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান এবং শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁদের সকলকেই অসাধারণ ঐশ্বর্যের জন্য ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। মহারাজ ঋষভদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, এবং তাই তিনি হচ্ছেন প্রকৃত ভগবান। সেই জন্য এখানে তাঁকে *যোগেশ্বর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাঁর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় শক্তি রয়েছে। তাঁকে বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয় না। তিনি নিজেই সমস্ত জল সরবরাহ করতে পারেন, এবং এই ক্ষেত্রে তিনি তা করেও ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে আকাশে বর্ষার মেঘ হয়। মেঘ এবং বৃষ্টি দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু ইন্দ্র যখন তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন, তখন ভগবান স্বয়ং, যিনি যজ্ঞ বা যজ্ঞপতি নামে পরিচিত, সেই দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। তাই

তখন অজনাভবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল। যজ্ঞপতি যখন ইচ্ছা করেন, তখন তিনি অন্য কারও সাহায্য ব্যতীত সবকিছুই করতে পারেন। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। কলিযুগে কালক্রমে জলের প্রচণ্ড অভাব (অনাবৃষ্টি) হবে, কারণ সাধারণ মানুষ তাদের অজ্ঞতা এবং যজ্ঞের উপকরণের অভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অবহেলা করবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ যজন্তি হি সুমেধসঃ*। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা। যদিও এই কলিযুগের মানুষেরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং সর্বত্রই অভাব, তবুও সকলেই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে। প্রত্যেক সমাজে প্রতিটি পরিবারই অন্ততপক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংকীর্তন যজ্ঞ করতে পারে। তাহলে আর সমাজে কোন উৎপাত থাকবে না এবং বৃষ্টির অভাব হবে না। জড়-জাগতিক সুখের জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য এই যুগের মানুষদের পক্ষে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪

নাভিস্তু যথাভিলষিতং সুপ্রজস্ত্বমবরুধ্যাতিপ্রমোদভরবিহ্বলো গদ্গদাক্ষরয়া গিরা স্বৈরং গৃহীত নরলোকসধর্মং ভগবন্তং পুরাণপুরুষং মায়াবিলসিত-মতির্বৎস তাতেতি সানুরাগমুপলালয়ন্ পরাং নির্বৃতিমুপগতঃ ॥ ৪ ॥

নাভিঃ—মহারাজ নাভি; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **যথা-অভিলষিতম্**—তাঁর বাসনা অনুসারে; **সু-প্রজস্ত্বম্**—সব চাইতে সুন্দর পুত্র; **অবরুধ্য**—লাভ করে; **অতি-প্রমোদ**—অত্যন্ত আনন্দিত; **ভর**—আতিশয্যে; **বিহ্বলঃ**—বিহ্বল হয়ে; **গদ্গদ-অক্ষরয়া**—আনন্দ গদ্গদ স্বরে; **গিরা**—বাণীতে; **স্বৈরম্**—স্বেচ্ছাক্রমে; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছিলেন; **নর-লোক-সধর্মম্**—একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরাণ-পুরুষম্**—সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবীণতম; **মায়া**—যোগমায়ার দ্বারা; **বিলসিত**—মোহগ্রস্ত; **মতিঃ**—তাঁর মনোভাব; **বৎস**—হে বৎস; **তাত**—হে প্রিয়; **ইতি**—এইভাবে; **স্ব-অনুরাগম্**—গভীর অনুরাগ সহকারে; **উপলালয়ন্**—লালনপালন করে; **পরাম্**—দিব্য; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ; **উপগতঃ**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি তাঁর বাসনা অনুসারে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে আনন্দাতিশয্যে বিহ্বলচিত্ত হয়েছিলেন। তিনি অনুরাগভরে গদ্গদ স্বরে তাঁকে "হে বৎস, হে

তাত" বলে সম্বোধন করতেন। যোগমায়ার প্রভাবে তিনি এই মনোভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানই স্বেচ্ছাক্রমে তাঁর পুত্র হয়েছিলেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ নাভি তাঁর দিব্য পুত্রকে গভীর স্নেহে লালনপালন করতে লাগলেন, এবং তার ফলে তিনি চিন্ময় আনন্দ, হর্ষ এবং ভক্তিতে বিহ্বল হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে মোহ অর্থে *মায়া* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে নিজের পুত্র বলে মনে করে মহারাজ নাভি নিশ্চয়ই মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেটি ছিল চিন্ময় মোহ বা যোগমায়া। এই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত না হলে, কিভাবে পরম পিতাকে নিজের পুত্র বলে মনে করা যায়? ভগবান তাঁর ভক্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণও মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই ভক্তেরা তাঁদের পুত্রকে কখনও ভগবান বলে মনে করেননি, তাহলে তাঁদের বাৎসল্য স্নেহ ব্যাহত হত।

শ্লোক ৫

বিদিতানুরাগমাপৌরপ্রকৃতি জনপদো রাজা নাভিরাত্মজং সময়সেতু-রক্ষায়ামভিষিচ্য ব্রাহ্মণেষূপনিধায় সহ মেরুদেব্যা বিশালায়াং প্রসন্ন-নিপুণেন তপসা সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমু-পাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ ॥ ৫ ॥

বিদিত—ভালভাবে অবগত হয়ে; **অনুরাগম্**—জনপ্রিয়তা; **আপৌর-প্রকৃতি**—সমস্ত নাগরিক এবং রাজকর্মচারীদের মধ্যে; **জন-পদঃ**—জনসাধারণের সেবা করার বাসনায়; **রাজা**—রাজা; **নাভিঃ**—নাভি; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্রকে; **সময়-সেতু-রক্ষায়াম্**—বেদোক্ত প্রজাপালনাদিরূপ ধর্মমর্যাদা রক্ষার জন্য; **অভিষিচ্য**—অভিষিক্ত করে; **ব্রাহ্মণেষু**—ব্রাহ্মণদের; **উপনিধায়**—সমর্পণ করে; **সহ**—সঙ্গে; **মেরুদেব্যা**—তাঁর পত্নী মেরুদেবী; **বিশালায়াম্**—বদরিকাশ্রমে; **প্রসন্ন-নিপুণেন**—প্রসন্নতা এবং নৈপুণ্য সহকারে; **তপসা**—তপশ্চর্যার দ্বারা; **সমাধি-যোগেন**—পূর্ণ সমাধির দ্বারা; **নর-নারায়ণ-আখ্যম্**—নর-নারায়ণ নামক; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবম্**—কৃষ্ণ; **উপাসীনঃ**—আরাধনা করে; **কালেন**—যথাসময়ে; **তৎ-মহিমানম্**—মহিমাময় ধাম বৈকুণ্ঠলোক; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র ঋষভদেব নাগরিকদের, রাজকর্মচারীদের এবং মন্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পুত্রের এই জনপ্রিয়তা দর্শন করে, বৈদিক ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করার জন্য, তাঁকে সারা পৃথিবীর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেছিলেন। সেই জন্য, তিনি তাঁর রাজকার্যে যাঁরা তাঁকে পরিচালিত করবে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে ঋষভদেবকে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর মহারাজ নাভি তাঁর পত্নী মেরুদেবী-সহ বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা এবং নিপুণতা সহকারে তিনি তপস্যায় রত হয়েছিলেন। পূর্ণ সমাধিযোগে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবান নর-নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। তার ফলে যথাসময়ে মহারাজ নাভি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্র ঋষভদেব জনসাধারণ এবং রাজকর্মচারীদের অত্যন্ত প্রিয় হয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করতে মনস্থ করেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁর পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে, রাজা তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় রাজ্যশাসন করতেন, যাঁরা তাঁকে *মনুসংহিতা* আদি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে উপদেশ দিতেন। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে প্রজাশাসন করা রাজার কর্তব্য। বৈদিক বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে সমাজ বিভক্ত। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ* । সমাজকে এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করার পর, রাজার কর্তব্য হচ্ছে সকলেই তাঁর বর্ণ অনুসারে বৈদিক নির্দেশ পালন করছেন কি না তা দেখা। জনসাধারণকে প্রতারণা না করে, ব্রাহ্মণ তাঁর কর্তব্য অবশ্যই পালন করবেন। এমন নয় যে যোগ্যতা ব্যতীতই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। প্রত্যেকে যাতে বৈদিক নিয়ম অনুসারে তার বৃত্তিগত কর্তব্য সম্পাদন করে, তা দেখা রাজার কর্তব্য। তারপর জীবনের শেষ ভাগে অবসর গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। মহারাজ নাভি একজন রাজা হওয়া সত্ত্বেও, গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁর পত্নীসহ হিমালয় পর্বতে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন, যেখানে নর-নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়। *প্রসন্ন-নিপুণেন তপসা* পদটি ইঙ্গিত করে যে, রাজা অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এবং আনন্দের সঙ্গে সকল প্রকার তপস্যা করেছিলেন। একজন সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পরিত্যাগ করতে তিনি একটুও বিচলিত হননি। কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও তিনি

বদরিকাশ্রমে মহাসুখে ছিলেন, এবং সেখানে তিনি সবকিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় (*সমাধি-যোগে*) মগ্ন হয়ে এবং বাসুদেব কৃষ্ণের স্মরণ করে, মহারাজ নাভি জীবনের অন্তে সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

এটিই হচ্ছে বৈদিক জীবন। মানুষের কর্তব্য জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। *তন্মহিমানম্ অবাপ* শব্দ দুটি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, *মহিমা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জীবনে মুক্তি। আমাদের এই জীবনে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে, দেহত্যাগ করার পর আমরা যেন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। তাকে বলা হয় *জীবন্মুক্তি* । শ্রীল বীররাঘব আচার্য উল্লেখ করেছেন যে, *ছান্দোগ্য উপনিষদে* জীবন্মুক্তির আটটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকার জীবন্মুক্তির প্রথম লক্ষণটি হচ্ছে সব রকম পাপকর্ম থেকে নিরস্ত হওয়া (*অপহত পাপ*)। মানুষ যতক্ষণ মায়ার বন্ধনে থাকে, ততক্ষণ তাকে পাপকর্মে লিপ্ত হতেই হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয়েছে *দুষ্কৃতিনঃ,* অর্থাৎ তারা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত। কিন্তু যিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়েছেন, তিনি কোন পাপকর্ম করেন না। পাপকর্ম মানে হচ্ছে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, আসবপান এবং দ্যূতক্রীড়া। জীবন্মুক্তের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে *বিজর,* অর্থাৎ তাঁকে বার্ধক্যের কষ্টভোগ করতে হয় না। তৃতীয় লক্ষণটি হচ্ছে *বিমৃত্যু,* অর্থাৎ তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করে নেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে আবার আর একটি মরণশীল দেহ ধারণ করতে না হয়। তাঁকে পুনরায় সংসার-চক্রে অধঃপতিত হতে হয় না। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে *বিশোক,* অর্থাৎ তিনি জড় সুখ এবং দুঃখের প্রতি উদাসীন। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে *বিজিঘৎস,* অর্থাৎ তাঁর জড় সুখভোগের কোন বাসনা থাকে না। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে *অপিপাসা,* অর্থাৎ তাঁর প্রিয়তম প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া তিনি আর অন্য কিছু করতে চান না। অন্য লক্ষণটি হচ্ছে *সত্যকাম,* অর্থাৎ তাঁর সমস্ত বাসনা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া তিনি আর অন্য কোন কিছু চান না। শেষ লক্ষণটি হচ্ছে *সত্যসঙ্কল্প,* অর্থাৎ তিনি যা বাসনা করেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাই চরিতার্থ হয়। প্রথমত, তিনি তাঁর জড়-জাগতিক লাভের জন্য কোন বাসনা করেন না, এবং দ্বিতীয়ত তিনি যদি কোন কিছুর বাসনা করেনও, তাহলে তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্যই। তাঁর সেই বাসনা ভগবানের কৃপায় সিদ্ধ হয়। তাকে বলা হয় *সত্যসঙ্কল্প* । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে,

মহিমা শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাওয়া। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, *মহিমা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের গুণাবলী অর্জন করেন। তাকে বলা হয় *সধর্ম* বা 'সমগুণে গুণান্বিত'। শ্রীকৃষ্ণের যেমন কখনও জন্ম হয় না এবং মৃত্যু হয় না, ঠিক তেমনই তাঁর যে ভক্ত ভগবানের ধামে ফিরে যান, তাঁরও আর কখনও মৃত্যু হয় না এবং এই জড় জগতে তাঁর আর জন্মও হয় না।

শ্লোক ৬

যস্য হ পাণ্ডবেয় শ্লোকাবুদাহরন্তি—
কো নু তৎকর্ম রাজর্ষের্নাভেরন্বাচরেৎ পুমান্ ।
অপত্যতামগাদ্ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্মণা ॥ ৬ ॥

যস্য—যাঁর; **হ**—বাস্তবিকপক্ষে; **পাণ্ডবেয়**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **শ্লোকৌ**—দুটি শ্লোক; **উদাহরন্তি**—আবৃত্তি করেন; **কঃ**—কে; **নু**—তখন; **তৎ**—তা; **কর্ম**—কর্ম; **রাজ-ঋষেঃ**—পুণ্যবান রাজার; **নাভেঃ**—নাভির; **অনু**—অনুসরণ করে; **আচরেৎ**—আচরণ করতে পারেন; **পুমান্**—মানুষ; **অপত্যতাম্**—পুত্রত্ব; **অগাৎ**—স্বীকার করেছিলেন; **যস্য**—যাঁর; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শুদ্ধেন**—পবিত্র; **কর্মণা**—কার্যকলাপের দ্বারা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ নাভির মহিমা কীর্তন করে প্রাচীন ঋষিরা দুটি শ্লোক রচনা করেছেন। তার একটি হচ্ছে—"মহারাজ নাভির মতো সাফল্য কে অর্জন করতে পারে? তাঁর মতো কার্যকলাপ কে করতে পারে? তাঁর ভক্তির বশে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর পুত্রত্ব বরণ করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *শুদ্ধেন কর্মণা* শব্দ দুটি মাহাত্ম্যপূর্ণ। কর্ম যদি ভক্তি সহকারে সম্পাদিত না হয়, তাহলে তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা দূষিত হয়ে যায়। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ* । ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মই কেবল শুদ্ধ এবং তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। অন্য সমস্ত কর্মই তম, রজ, এমনকি সত্ত্বগুণের দ্বারা কলুষিত। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সম্পাদিত সমস্ত জড় কর্মই

কলুষিত, কিন্তু মহারাজ নাভি কোন কলুষিত কর্মের অনুষ্ঠান কখনও করেননি। এমনকি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময়ও তাঁর কার্যকলাপ ছিল চিন্ময়। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মণ্যোঽন্যঃ কুতো নাভের্বিপ্রা মঙ্গলপূজিতাঃ ।
যস্য বর্হিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামাসুরোজসা ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মণ্যঃ—ব্রাহ্মণদের ভক্ত; **অন্যঃ**—অন্য কোন; **কুতঃ**—কোথায়; **নাভেঃ**—মহারাজ নাভি ব্যতীত; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **মঙ্গল-পূজিতাঃ**—সুন্দরভাবে পূজিত এবং তুষ্ট; **যস্য**—যাঁর; **বর্হিষি**—যজ্ঞস্থলে; **যজ্ঞ-ঈশম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান; **দর্শয়াম্ আসুঃ**—দর্শন করিয়েছিলেন; **ওজসা**—তাঁদের ব্রাহ্মণোচিত তেজের দ্বারা।

অনুবাদ

(দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে) "মহারাজ নাভির থেকে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ পূজক (ভক্ত) আর কে আছে? কারণ তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁদের ব্রহ্মণ্যোচিত তেজের দ্বারা মহারাজ নাভির সমক্ষে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়েছিলেন।"

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা কোন সাধারণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁরা এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে নিয়ে আসতে পারতেন। তাই মহারাজ নাভি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। বৈষ্ণব না হলে ভগবানকে ডাকা যায় না। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কারোর নিমন্ত্রণ ভগবান গ্রহণ করেন না। তাই *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

"বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত বিষয়ে পারঙ্গত মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার অযোগ্য, কিন্তু চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য।" এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁরা বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন,

এবং সর্বোপরি তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব। তাই তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে ডেকে আনতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের শিষ্য মহারাজ নাভিকে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *ওজসা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তাঁদের ভক্তির বলে'।

শ্লোক ৮

অথ হ ভগবানৃষভদেবঃ স্ববর্ষং কর্মক্ষেত্রমনুমন্যমানঃ প্রদর্শিত-গুরুকুলবাসো লব্ধবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্মাননুশিক্ষমাণো জয়ন্ত্যামিন্দ্রদত্তায়ামুভয়লক্ষণং কর্ম সমাম্নায়াম্নাতমভিযুঞ্জন্নাত্মজানামাত্ম-সমানানাং শতং জনয়ামাস ॥ ৮ ॥

অথ—তারপর (তাঁর পিতার প্রস্থানের পর); **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋষভ-দেবঃ**—ঋষভদেব; **স্ব**—নিজের; **বর্ষম্**—রাজ্য; **কর্ম-ক্ষেত্রম্**—কর্মক্ষেত্র; **অনুমন্যমানঃ**—মনে করে; **প্রদর্শিত**—দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে; **গুরু-কুল-বাসঃ**—গুরুকুলে বাস করেছিলেন; **লব্ধ**—লাভ করে; **বরৈঃ**—উপহার; **গুরুভিঃ**—গুরুদের দ্বারা; **অনুজ্ঞাতঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহস্থদের; **ধর্মান্**—কর্তব্য; **অনুশিক্ষমানঃ**—দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে; **জয়ন্ত্যাম্**—তাঁর স্ত্রী জয়ন্তীতে; **ইন্দ্র-দত্তায়াম্**—ইন্দ্র প্রদত্ত; **উভয়-লক্ষণম্**—উভয় প্রকার; **কর্ম**—কর্ম; **সমাম্নায়াম্নাতম্**—শাস্ত্রবিহিত; **অভিযুঞ্জন্**—অনুষ্ঠান করে; **আত্ম-জানাম্**—পুত্রদের; **আত্ম-সমানানাম্**—ঠিক তাঁর মতো; **শতম্**—এক শত; **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলে, ভগবান ঋষভদেব তাঁর রাজ্যকে তাঁর কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র বলে মনে করেছিলেন। তারপর স্বয়ং আচরণ করে জীবকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রথমে গুরুকুলে বাস করেছিলেন, এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য পালন করে গৃহস্থদের কর্তব্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর, তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান করে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি জয়ন্তী নামক পত্নীর পাণিগ্রহণ করে, তাঁর মাধ্যমে আত্মসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর পত্নী জয়ন্তীকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দান করেছিলেন। ঋষভদেব এবং জয়ন্তী শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে, গৃহস্থ জীবনের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে, ঋষভদেবের সাংসারিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করা এবং অভক্তদের আসুরিক কার্যকলাপ বন্ধ করা। ভগবানের অবতরণের এই দুটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, প্রচার করতে হলে, নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দিতে হয়। *আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে।* নিজে একইভাবে আচরণ না করলে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া যায় না। ঋষভদেব ছিলেন একজন আদর্শ রাজা, এবং তাই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, তিনি গুরুকুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ঋষভদেবের যদিও গুরুকুলে কোন কিছু শিক্ষণীয় ছিল না, তবুও তিনি বেদবিৎ গুরুর কাছে কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তা জনসাধারণকে শেখাবার জন্য গুরুকুলে গিয়েছিলেন। তারপরে তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করে, বেদের শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করেছিলেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/১০১) শ্রীল রূপ গোস্বামী *স্কন্দ পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

শ্রুতি এবং *স্মৃতির* উপদেশ পালন করা মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য। তার ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে *পঞ্চরাত্রিক-বিধি* অনুসারে ভগবানের আরাধনা করা। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে, জীবনান্তে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। মহারাজ ঋষভদেব নিষ্ঠা সহকারে এই সমস্ত নিয়ম পালন করেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে হয়। তিনি যে কিভাবে পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং অবতাররূপে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন, এগুলি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৯

যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীদ্যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥ ৯ ॥

যেষাম্—যাঁদের মধ্যে; **খলু**—প্রকৃতপক্ষে; **মহা-যোগী**—ভগবানের মহান ভক্ত; **ভরতঃ**—ভরত; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **শ্রেষ্ঠ-গুণঃ**—শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন; **আসীৎ**—ছিলেন; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **ইদম্**—এই; **বর্ষম্**—গ্রহলোক; **ভারতম্**—ভারত; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যপদিশন্তি**—লোকে বলে।

অনুবাদ

ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাঁরই নাম অনুসারে এই বর্ষকে লোকে ভারতবর্ষ বলে।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষ নামক এই গ্রহলোককে পুণ্যভূমিও বলা হয়। বর্তমানে ভারতভূমি বা ভারতবর্ষ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। এই উপমহাদেশকে কখনও কখনও পুণ্যভূমি বলা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানের মানুষদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(*চৈতন্য-চরিতামৃত আদি* ৯/৪১)

এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাঁরা এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, ভারতভূমির বাইরে গিয়ে সারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের জন্য তা প্রচার করে, তাঁদের জীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ১০

তমনু কুশাবর্ত ইলাবর্তো ব্রহ্মাবর্তো মলয়ঃ কেতুর্ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃগ্‌বিদর্ভঃ কীকট ইতি নব নবতি প্রধানাঃ ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁর; **অনু**—কনিষ্ঠ; **কুশাবর্ত**—কুশাবর্ত; **ইলাবর্তঃ**—ইলাবর্ত; **ব্রহ্মাবর্তঃ**—ব্রহ্মাবর্ত; **মলয়ঃ**—মলয়; **কেতুঃ**—কেতু; **ভদ্র-সেনঃ**—ভদ্রসেন; **ইন্দ্র-স্পৃক্**—ইন্দ্রস্পৃক্; **বিদর্ভঃ**—বিদর্ভ; **কীকটঃ**—কীকট; **ইতি**—এই প্রকার; **নব**—নয়; **নবতি**—নব্বই; **প্রধানাঃ**—জ্যেষ্ঠ।

অনুবাদ

ভরতের কনিষ্ঠ আরও নিরানব্বই জন ভ্রাতা ছিল। তাঁদের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট—এই নয় জন জ্যেষ্ঠ।

শ্লোক ১১-১২

কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥ ১১ ॥
ইতি ভাগবতধর্মদর্শনা নব মহাভাগবতাস্তেষাং সুচরিতং ভগবন্মহিমোপবৃং-হিতং বসুদেবনারদসংবাদমুপশমায়নমুপরিষ্টাদ্বর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ১২ ॥

কবিঃ—কবি; **হবিঃ**—হবি; **অন্তরীক্ষঃ**—অন্তরীক্ষ; **প্রবুদ্ধঃ**—প্রবুদ্ধ; **পিপ্পলায়নঃ**—পিপ্পলায়ন; **আবির্হোত্রঃ**—আবির্হোত্র; **অথ**—ও; **দ্রুমিলঃ**—দ্রুমিল; **চমসঃ**—চমস; **করভাজনঃ**—করভাজন; **ইতি**—এই প্রকার; **ভাগবত-ধর্ম-দর্শনাঃ**—শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচারক; **নব**—নয়জন; **মহা-ভাগবতাঃ**—মহান ভগবদ্ভক্ত; **তেষাম্**—তাঁদের; **সুচরিতম্**—সুন্দর চরিত্র; **ভগবৎ-মহিমা-উপবৃংহিতম্**—ভগবানের মহিমা সমন্বিত; **বসুদেব-নারদ-সংবাদম্**—বসুদেব এবং নারদের কথোপকথনে; **উপশমায়নম্**—মনের পরম শান্তি প্রদানকারী; **উপরিষ্টাৎ**—পরবর্তী (একাদশ স্কন্ধে); **বর্ণয়িষ্যামঃ**—আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

অনুবাদ

তাঁদের পরবর্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নয় জন মহাভাগবত। তাঁরা ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচারক। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তির জন্য তাঁরা মহিমান্বিত। তাই তাঁরা অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। চিত্তের শান্তি বিধানকারী তাঁদের সেই সুন্দর চরিত্র আমি (শুকদেব গোস্বামী) পরে (একাদশ স্কন্ধে) বসুদেব ও নারদ সংবাদে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৩

যবীয়াংস একাশীতির্জায়ন্তেযাঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ ॥ ১৩ ॥

যবীয়াংসঃ—কনিষ্ঠ; **একাশীতিঃ**—একাশি জন; **জায়ন্তেযাঃ**—ঋষভদেবের পত্নী জয়ন্তীর পুত্র; **পিতুঃ**—তাঁদের পিতার; **আদেশকরাঃ**—আদেশ অনুসারে; **মহা-শালীনাঃ**—অতি বিনীত; **মহা-শ্রোত্রিয়াঃ**—বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত; **যজ্ঞ-শীলাঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিপুণ; **কর্ম-বিশুদ্ধাঃ**—সদাচার রত; **ব্রাহ্মণাঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ঋষভদেব ও জয়ন্তীর উপরোক্ত ঊনবিংশতি পুত্রের কনিষ্ঠ আরও একাশি জন পুত্র ছিল। তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে, তাঁরা অত্যন্ত বিনীত, বেদনিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ এবং সদাচাররত আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা ভালভাবে ইঙ্গিত পাই কিভাবে গুণ এবং কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগ হত। ঋষভদেব ছিলেন একজন রাজা, অতএব তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। কিন্তু তাঁর এক শত পুত্রের মধ্যে দশজন ক্ষত্রিয়োচিত কার্যে যুক্ত হয়ে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। নয়জন *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহান প্রচারক (মহাভাগবত) হয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের স্থান ব্রাহ্মণদের ঊর্ধ্বে ছিল। অন্য একাশিজন পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এই ব্যবহারিক উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, কিভাবে মানুষ বিশেষ কার্যের যোগ্যতা অর্জন করেন গুণ অনুসারে, জন্ম অনুসারে নয়। জন্ম অনুসারে মহারাজ ঋষভদেবের সব কয়টি পুত্রই ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু গুণ অনুসারে তাঁদের কেউ ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন, কেউ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, এবং নয় জন *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রচারক (*ভাগবত-ধর্ম-দর্শনাঃ*) হয়েছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে যে তাঁদের স্থিতি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দেরও ঊর্ধ্বে ছিল।

শ্লোক ১৪

ভগবানৃষভসংজ্ঞ আত্মতন্ত্রঃ স্বয়ং নিত্যনিবৃত্তানর্থপরম্পরঃ কেবলানন্দানু-ভব ঈশ্বর এব বিপরীতবৎকর্মাণ্যারভমাণঃ কালেনানুগতং ধর্মমাচরণেনো-পশিক্ষয়ন্নতদ্বিদাং সম উপশান্তো মৈত্রঃ কারুণিকো ধর্মার্থযশঃপ্রজানন্দা-মৃতাবরোধেন গৃহেষু লোকং নিয়ময়ৎ ॥ ১৪ ॥

ভগবান্—ভগবান; **ঋষভ**—ঋষভদেব; **সংজ্ঞঃ**—নামক; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নিত্য**—শাশ্বত; **নিবৃত্ত**—মুক্ত হয়ে; **অনর্থ**—অবাঞ্ছিত বস্তুর (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি); **পরম্পরঃ**—ক্রমানুসারে, একের পর এক; **কেবল**—কেবল; **আনন্দ-অনুভবঃ**—দিব্য আনন্দে পূর্ণ; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর, নিয়ন্তা; **এব**—বাস্তবিকপক্ষে; **বিপরীত-বৎ**—বিপরীতভাবে; **কর্মাণি**—জাগতিক কার্যকলাপ; **আরভমাণঃ**—অনুষ্ঠান করে; **কালেন**—যথাসময়ে; **অনুগতম্**—উপেক্ষা করে;

ধর্মম্—বর্ণাশ্রম ধর্ম; **আচরণেন**—আচরণ করার দ্বারা; **উপশিক্ষয়ন্**—শিক্ষা দান করে; **অ-তৎ-বিদাম্**—অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি; **সমঃ**—সমদর্শী; **উপশান্তঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবিচলিত; **মৈত্রঃ**—সকলের প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্য পরায়ণ; **কারুণিকঃ**—সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ; **ধর্ম**—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **যশঃ**—যশ; **প্রজা**—পুত্র এবং কন্যা; **আনন্দ**—জড়-জাগতিক সুখ; **অমৃত**—নিত্য জীবন; **অবরোধেন**—লাভ করার জন্য; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-আশ্রমে; **লোকম্**—জনসাধারণ; **নিয়ময়ৎ**—আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অবতার ঋষভদেব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিলেন কারণ তাঁর রূপ ছিল সচ্চিদানন্দঘন। চার প্রকার ভৌতিক ক্লেশের (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি) সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ ছিল না। তাঁর কোন রকম জড় আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদা সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী ছিলেন এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো আচরণ করতেন। তাই তিনি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন করতেন। কালক্রমে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবহেলা হতে থাকে; তাই তিনি নিজে আচরণ করে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করেন। এইভাবে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম, অর্থ, যশ, পুত্র-কন্যা, জড় সুখ এবং অবশেষে নিত্য জীবন লাভ করার শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর উপদেশের দ্বারা তিনি মানুষদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে থেকেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্ম বদ্ধ জীবদের জন্য। তা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়ার শিক্ষা দেয়। যে সভ্যতা জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তা পশুসমাজের মতো। যেমন *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*। মানব-সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা, যাতে মানুষ জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম মানব-সমাজকে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে, এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়, যাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার ফলে সফল হওয়া যায়। এই সম্পর্কে *ভগবদ্গীতা* (৩/২১-২৪) দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৫

যদ্‌যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ততে লোকঃ ॥ ১৫ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **শীর্ষণ্য**—নেতাদের দ্বারা; **আচরিতম্**—অনুষ্ঠিত; **তৎ তৎ**—তা; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে; **লোকঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

মহৎ ব্যক্তিরা যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তা অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

এই প্রকার একটি শ্লোক *ভগবদ্‌গীতাতেও* (৩/২১) পাওয়া যায়। মানব-সমাজের এক শ্রেণীর মানুষদের বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যথার্থ শিক্ষা লাভ করে, সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তার নিম্নস্তরের বর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের সেই আদর্শ ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তার ফলে সকলেই পরম চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই জড় জগৎকে *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*, অর্থাৎ অনিত্য এবং দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ একটি স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে বোঝাপড়া করলেও কেউই এখানে চিরকাল থাকতে পারে না। এই জড় দেহটি এক সময় না এক সময় ত্যাগ করে আমাদের অন্য আর একটি দেহ ধারণ করতে হবে, এবং সেই দেহটি যে মানুষের হবে সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। জড় দেহ পাওয়া মাত্রই জীব *দেহভৃৎ* অথবা *দেহী* হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাকে নানা রকম জড় পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। মানব-সমাজের নেতাদের এমনই আদর্শ হওয়া কর্তব্য যে, তাদের অনুসরণ করে মানুষ যেন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৬

যদ্যপি স্ববিদিতং সকলধর্মং ব্রাহ্মং গুহ্যং ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতমার্গেণ সামাদিভিরুপায়ৈর্জনতামনুশশাস ॥ ১৬ ॥

যদ্যপি—যদিও; **স্ব-বিদিতম্**—স্বয়ং অবগত ছিলেন; **সকল-ধর্মম্**—বিভিন্ন প্রকার কর্তব্যকর্ম; **ব্রাহ্মম্**—বৈদিক নির্দেশ; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **দর্শিত-মার্গেণ**—প্রদর্শিত পন্থার দ্বারা; **সাম-আদিভিঃ**—শম, দম,

তিতিক্ষা (মনসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সহনশীলতা) ইত্যাদির অনুশীলন; **উপায়ৈঃ**—উপায়ের দ্বারা; **জনতাম্**—জনসাধারণ; **অনুশশাস**—তিনি শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

যদিও ঋষভদেব সমস্ত ধর্ম প্রতিপাদক বৈদিক রহস্য স্বয়ংই অবগত ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে একজন ক্ষত্রিয় বলে মনে করে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে শম, দম, তিতিক্ষাদি সদ্‌গুণের অনুশীলন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করেছিলেন, যেই প্রথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের উপদেশ দেন এবং ক্ষত্রিয়-শাসক বৈশ্য ও শূদ্রের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেব যদিও বৈদিক উপদেশ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তবুও তিনি সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে উপদেশ দেন, এবং সমাজের অন্য সব কয়টি বর্ণের মানুষ তা অনুসরণ করেন। *ব্রহ্ম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কার্যের পূর্ণ জ্ঞান' এবং সেই জ্ঞান বৈদিক শাস্ত্রে গোপনীয়তা সহকারে বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরূপে যাঁরা পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা উচিত, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র থেকে তিনি যা লাভ করেছেন, তা জনসাধারণের কাছে বিতরণ করা উচিত। জনসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে আদর্শ ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করা। এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করার শিক্ষা লাভ করা যায়, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ১৭

দ্রব্যদেশকালবয়ঃশ্রদ্ধর্ত্বিগ্বিবিধোদ্দেশোপচিতৈঃ সর্বৈরপি ক্রতুভির্যথোপদেশং শতকৃত্ব ইয়াজ ॥ ১৭ ॥

দ্রব্য—যজ্ঞের উপকরণ; **দেশ**—বিশেষ স্থান, তীর্থস্থান অথবা মন্দির; **কাল**—উপযুক্ত সময়, যথা বসন্ত ঋতু; **বয়ঃ**—বয়স, বিশেষ করে যৌবন; **শ্রদ্ধা**—সত্ত্বগুণে বিশ্বাস, রজ এবং তমোগুণে নয়; **ঋত্বিক্**—পুরোহিত; **বিবিধ-উদ্দেশ**—বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করে; **উপচিতৈঃ**—সমৃদ্ধ হয়ে; **সর্বৈঃ**—সর্বপ্রকার; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যথা-উপদেশম্**—উপদেশ অনুসারে; **শত-কৃত্বঃ**—একশ বার; **ইয়াজ**—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ যজ্ঞের দ্বারা এক শতবার যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত যজ্ঞ উপযুক্ত দ্রব্যে সমৃদ্ধ ছিল। যৌবন এবং শ্রদ্ধা সমন্বিত ঋত্বিকদের দ্বারা পুণ্যস্থানে ও শ্রেষ্ঠকালে সেগুলি সম্পন্ন হয়েছিল। এইভাবে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের নিবেদন করা হয়েছিল। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান এবং উৎসব সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল।

তাৎপর্য

বলা হয়, *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৬/১)। অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য তা যুবক, এমনকি বালকদের দ্বারাও সম্পাদন করা উচিত, কারণ তার ফলে সেই অনুষ্ঠান সফল হয়। শৈশব অবস্থা থেকেই মানুষদের বৈদিক সংস্কৃতির, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেওয়া উচিত। তার ফলে জীবন সার্থক হয়। বৈষ্ণব দেবতাদের অশ্রদ্ধা করেন না, কিন্তু তা বলে তিনি আবার এত মূর্খও নন যে, প্রত্যেক দেব-দেবীকে ভগবান বলে মনে করেন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বর; তাই দেবতারা তাঁর ভৃত্য। বৈষ্ণব তাঁদের ভগবানের ভৃত্যরূপে জানেন, এবং সেই বিচার নিয়ে তিনি তাঁদের পূজা করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ দেবতা শিব, ব্রহ্মা, এমনকি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু এবং অন্য সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং দুর্গাদেবী ইত্যাদি শক্তিতত্ত্ব, সকলেরই উপাসনা *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি* কথার দ্বারা গোবিন্দের ভজনা করার মাধ্যমে হয়ে যায়। বৈষ্ণবগণ গোবিন্দের সম্পর্কে দেবতাদের পূজা করেন, পৃথকভাবে পূজা করেন না। বৈষ্ণবেরা এত মূর্খ নয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবীদের ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করবেন। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য* ।

শ্লোক ১৮

ভগবতর্ষভেণ পরিরক্ষ্যমাণ এতস্মিন্ বর্ষে ন কশ্চন পুরুষো বাঞ্ছত্যবিদ্য-মানমিবাত্মনোঽন্যস্মাৎকথঞ্চন কিমপি কর্হিচিদবেক্ষতে ভর্তর্যনুসবনং বিজৃম্ভিতস্নেহাতিশয়মন্তরেণ ॥ ১৮ ॥

ভগবতা—ভগবান; **ঋষভেণ**—মহারাজ ঋষভদেবের দ্বারা; **পরিরক্ষ্যমাণে**—রক্ষিত হয়ে; **এতস্মিন্**—এই; **বর্ষে**—ভূখণ্ডে; **ন**—না; **কশ্চন**—কেউ; **পুরুষঃ**—এমনকি একজন সাধারণ মানুষও; **বাঞ্ছতি**—আকাঙ্ক্ষা করে; **অবিদ্যমানম্**—বাস্তবিকপক্ষে যার অস্তিত্ব নেই; **ইব**—যেন; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **অন্যস্মাৎ**—অন্য কারোর কাছ থেকে; **কথঞ্চন**—কোন উপায়ে; **কিমপি**—কোন কিছু; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়ে; **অবেক্ষতে**—দেখার সাহস করে; **ভর্তরি**—প্রভুর প্রতি; **অনুসবনম্**—সর্বদা; **বিজৃম্ভিত**—বিস্তার করে; **স্নেহ-অতিশয়ম্**—গভীর স্নেহ; **অন্তরেণ**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

কেউই আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষা করে না, কারণ সকলেই ভালভাবে জানে যে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ভগবান ঋষভদেব যখন ভারতবর্ষ শাসন করছিলেন, তখন একজন সাধারণ মানুষও কোন সময়ে অথবা কোনভাবে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করত না। অর্থাৎ সকলেই পূর্ণরূপে প্রসন্ন ছিল, এবং তাই কারোরই কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই রাজার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল, এবং যেহেতু তাদের এই স্নেহ সর্বদা বর্ধিত হচ্ছিল, তাই তাদের আর অন্য কোন কামনা ছিল না।

তাৎপর্য

বাংলায় *ঘোড়ার ডিম* কথাটি ব্যবহার হয়। যেহেতু ঘোড়া কখনও ডিম পাড়ে না, তাই *ঘোড়ার ডিম* শব্দটির কোন অর্থ নেই। সংস্কৃততে *খ-পুষ্প* শব্দটির ব্যবহার হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'আকাশ-কুসুম'। আকাশে কখনও কোন ফুল ফোটে না, তেমনই কেউই *খ-পুষ্প* বা *ঘোড়ার ডিম* সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। মহারাজ ঋষভদেবের রাজত্বকালে জনসাধারণ এমনই প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল যে, তাদের কখনও কোন কিছু চাইতে হত না। মহারাজ ঋষভদেবের সুশাসনের ফলে, জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ হত। তার ফলে সকলেই পূর্ণ প্রসন্নতা অনুভব করত এবং তাদের কোন অভাব ছিল না। সেটিই হচ্ছে আদর্শ সরকারের রাজ্যশাসন। কুশাসনের ফলে যদি প্রজারা অসুখী থাকে, তাহলে রাষ্ট্র-নেতাদের নিন্দা করা হয়। এই গণতন্ত্রের যুগে মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট কিভাবে বৈদিক নীতি অনুসারে প্রজাদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করে তাদের পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। তার ফলে ভগবান ঋষভদেবের রাজত্বকালে সকলেই সুখী ছিল।

শ্লোক ১৯

স কদাচিদটমানো ভগবানৃষভো ব্রহ্মাবর্তগতো ব্রহ্মর্ষিপ্রবরসভায়াং প্রজানাং নিশাময়ন্তীনামাত্মজানবহিতাত্মনঃ প্রশ্রয়প্রণয়ভরসুযন্ত্রিতান-প্যুপশিক্ষয়ন্নিতি হোবাচ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; **কদাচিৎ**—এক সময়ে; **অটমানঃ**—ভ্রমণ করার সময়; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষভঃ**—ঋষভদেব; **ব্রহ্মাবর্তগতঃ**—ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানে পৌঁছে (কারও মতে বর্তমান বার্মা এবং অন্যদের মতে উত্তর প্রদেশের কানপুরের নিকটবর্তী একটি স্থান); **ব্রহ্ম-ঋষি-প্রবর-সভায়াম্**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সভায়; **প্রজানাম্**—প্রজারা যখন; **নিশাময়ন্তীনাম্**—শ্রবণ করছিলেন; **আত্ম-জান**—তাঁর পুত্রগণ; **অবহিত-আত্মনঃ**—মনোযোগ সহকারে; **প্রশ্রয়**—সদাচারী; **প্রণয়**—ভক্তির; **ভর**—পূর্ণ; **সু-যন্ত্রিতান্**—সুনিয়ন্ত্রিত; **অপি**—যদিও; **উপশিক্ষয়ন্**—শিক্ষা দান করে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

কোন এক সময় ভগবান ঋষভদেব ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাবর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিদের সভায় তাঁর পুত্রেরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করছিলেন। সেই সভায় সমস্ত প্রজাদের সম্মুখে ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দান করেছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন সংযতচিত্ত এবং প্রণয়-বিনয়াদি গুণান্বিত। তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা খুব ভালভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন—

তাৎপর্য

কেউ যদি দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জগতে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে চায়, তাদের কাছে ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান। পরবর্তী অধ্যায়ে ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের এই অমূল্য উপদেশগুলি দান করেছেন।

ইতি 'ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ

এই অধ্যায়ে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনকারী মোক্ষ ধর্মেরও অতীত যে ভাগবত ধর্ম, তার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করা মানুষের কর্তব্য নয়। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করা উচিত। তপশ্চর্যার প্রভাবে হৃদয় নির্মল হয় এবং তার ফলে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। এই সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তের শরণ গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁর সেবা করা উচিত। তখন মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গ করার ফলেই জীব জড় চেতনায় আবদ্ধ হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ ভোগ করে। যাঁরা সর্বভূতের হিতসাধনে রত এবং সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তি রহিত, তাঁদের বলা হয় মহাত্মা। যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে রত, তারা পাপীই হোক অথবা পুণ্যবানই হোক, আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই তাদের কর্তব্য অতি উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হয়ে, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা। তাঁর সঙ্গ প্রভাবে জীবনের উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়। এই প্রকার সদ্‌গুরুর উপদেশের ফলে ভগবদ্ভক্তি, বিষয়-বিতৃষ্ণা এবং সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতি সহিষ্ণুতা লাভ হয়। তখন সর্বভূতে সমদর্শী হওয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের উদয় হয়। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টার ফলে, তখন স্ত্রী, পুত্র এবং গৃহের প্রতি মানুষ অনাসক্ত হয়। তখন আর বৃথা সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না। এইভাবে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই প্রকার পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও কাউকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিয়ে জীবকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, তার গুরু, পিতা, মাতা, দেবতা বা পতি হওয়া উচিত নয়। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রকে উপদেশ দিয়ে, তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে তাঁদের পথপ্রদর্শক এবং নেতারূপে গ্রহণ করে,

তাঁর সেবা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সমস্ত জীবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তারও ঊর্ধ্বে বৈষ্ণবের স্থিতি। বৈষ্ণবের সেবা করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী ভরত মহারাজের চরিত্রকথা বর্ণনা করেছিলেন, এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ভগবান ঋষভদেবের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

ঋষভ উবাচ

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে ।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥ ১ ॥

ঋষভঃ উবাচ—ভগবান ঋষভদেব বললেন; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **দেহঃ**—দেহ; **দেহ-ভাজাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের; **নৃ-লোকে**—এই জগতে; **কষ্টান্**—কষ্টকর; **কামান্**—ইন্দ্রিয়সুখ; **অর্হতে**—যোগ্য হয়; **বিট্-ভুজাম্**—বিষ্ঠাভোজী; **যে**—যা; **তপঃ**—তপস্যা; **দিব্যম্**—দিব্য; **পুত্রকাঃ**—হে পুত্রগণ; **যেন**—যার দ্বারা; **সত্ত্বম্**—হৃদয়; **শুদ্ধ্যেৎ**—নির্মল হয়; **যস্মাৎ**—যা থেকে; **ব্রহ্ম-সৌখ্যম্**—চিন্ময় আনন্দ; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **অনন্তম্**—অন্তহীন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন—হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয়, এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের মনুষ্য-জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। *দেহ-ভাক্* শব্দটির অর্থ 'জড় দেহ ধারণকারী'। কিন্তু যেই জীবাত্মার মনুষ্য দেহ

লাভ হয়েছে, তার আচরণ পশুদের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। কুকুর, শূকরাদি পশুরা বিষ্ঠা আহার করে তৃপ্তি লাভ করে। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করার পর, মানুষ রাত্রিবেলা আহার, পান, মৈথুন এবং নিদ্রার মাধ্যমে সুখভোগের চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে তাদের ভয় থেকে যথাযথভাবে আত্মরক্ষাও করতে হয়। কিন্তু, এটি মানুষের সভ্যতা নয়। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধন করা। পশু-পাখি এবং গাছপালাও তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু মানুষের কর্তব্য দিব্য জীবন লাভের জন্য তপশ্চর্যারূপ দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে নেওয়া। দিব্য জীবন লাভ হলে, অন্তহীন আনন্দ উপভোগ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই সুখভোগ করতে চাইছে, কিন্তু জীব যতক্ষণ জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতেই হয়। মানুষের চেতনা উচ্চতর। সেই চেতনার সদ্ব্যবহার করে নিত্য আনন্দ লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য।

এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সরকার, পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের অধীনস্থদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার শিক্ষা দান করা। কৃষ্ণভক্তিবিহীন জীব নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনন্দময় হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য, ভক্তিযোগের শিক্ষা প্রদান করা উচিত। মূঢ় সভ্যতা মানুষকে ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার শিক্ষাদানে অবহেলা করে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন মানুষ কুকুর অথবা শূকরের থেকে মোটেই উন্নত নয়। বর্তমান যুগের মানুষদের জন্য ঋষভদেবের উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার শিক্ষা দিচ্ছে, এবং তাদের জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রীপূর্ণ লোকাল ট্রেনে করে চাকরি করতে যায়। তাকে কর্মস্থলে পৌঁছাবার জন্য সেই ভিড়ের মধ্যে এক ঘণ্টা বা দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভ্রমণ করতে হয়। তারপরে তাকে অফিসে পৌঁছাবার জন্য বাস ধরতে হয়। অফিসে তাকে নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; তারপরে আবার দু-তিন ঘণ্টা ভ্রমণ করে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। বাড়ি ফিরে সে কিছু খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগ করে ঘুমাতে যায়। তার এই কঠোর পরিশ্রমের জীবনে একমাত্র সুখ হচ্ছে একটুখানি মৈথুন। *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্* । ঋষভদেব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই প্রকার জীবন যাপন করা মানুষের উদ্দেশ্য

নয়। এই প্রকার সুখ তো কুকুর এবং শূকরদেরও লাভ হয়। বাস্তবিকপক্ষে, কুকুর এবং শূকরদের মৈথুন সুখের জন্য এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। মানুষের কর্তব্য কুকুর-শূকরদের অনুকরণ না করে, ভিন্ন প্রকার জীবন যাপন করার চেষ্টা করা। তার বিকল্প পন্থারও উল্লেখ করা হয়েছে। মনুষ্য-জীবন তপস্যার জন্য। তপস্যার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যে নিত্য আনন্দ লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার ফলে জীবন নির্মল হয়। জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে সুখের অন্বেষণ করছে, কিন্তু কেবল ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে সে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তখন সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যে মানুষ তত্ত্বত জানে যে, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, সে তার দেহত্যাগ করার পর, আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।"

শ্লোক ২

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ২ ॥

মহৎ-সেবাম্—মহাত্মাদের সেবা; **দ্বারম্**—দ্বার; **আহুঃ**—বলা হয়; **বিমুক্তেঃ**—মুক্তির; **তমঃ-দ্বারম্**—নরকের দ্বার; **যোষিতাম্**—স্ত্রীদের; **সঙ্গি**—সঙ্গীর; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **মহান্তঃ**—মহাত্মা; **তে**—তাঁরা; **সম-চিত্তাঃ**—যিনি প্রতিটি জীবকে তাঁর চিন্ময় স্বরূপে দর্শন করেন; **প্রশান্তাঃ**—অত্যন্ত শান্ত, ব্রহ্ম অথবা ভগবানে স্থিত; **বিমন্যবঃ**—ক্রোধশূন্য (যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন তাদের প্রতিও ক্রুদ্ধ না হয়ে, কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করা কর্তব্য); **সুহৃদঃ**—সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী; **সাধবঃ**—দোষ-ত্রুটিহীন ভক্ত; **যে**—যাঁরা।

অনুবাদ

পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-উপাসক এবং ভগবৎ-উপাসক ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ভগবানের পার্ষদত্ব লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিরই উপায় হচ্ছে মহাত্মাদের সেবা করা। পক্ষান্তরে স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। যাঁরা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনে রত, এবং যাঁরা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না, তাঁরাই মহাত্মা নামে পরিচিত।

তাৎপর্য

মানব-জীবন দুটি পথের সন্ধিস্থল স্বরূপ। এই জীবন লাভ করার পর মানুষ হয় মুক্তির পথ অবলম্বন করতে পারে নতুবা নরকের পথ। সেই পথগুলি যে কিভাবে গ্রহণ করা যায়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে মুক্তির পথ লাভ হয় এবং স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের ফলে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হয়। মহাত্মা দুই প্রকার—নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত। তাঁদের চরম লক্ষ্য ভিন্ন হলেও তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রায় একই রকম। উভয়েই নিত্য আনন্দ লাভ করতে চান। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মানন্দের অন্বেষণ করে এবং ভগবদ্ভক্তেরা ভগবৎ প্রেমানন্দের অন্বেষণ করেন। প্রথম শ্লোকে *ব্রহ্ম-সৌখ্যম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্ম* মানে হচ্ছে চিন্ময় অথবা নিত্য; নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত উভয়েই নিত্য আনন্দময় জীবনের অন্বেষণ করেন। উভয়েই পারমার্থিক সিদ্ধির অভিলাষী। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৮৭) বলা হয়েছে—

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার ।
'স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥

জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হতে হলে, যারা অসৎ বা অসাধু তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অসাধু দুই প্রকার। এক হচ্ছে যারা স্ত্রীলোক এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, আর অন্য প্রকার অসাধু হচ্ছে অভক্ত। মহাত্মার সঙ্গ হচ্ছে ভাল দিক, এবং অভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গটি হচ্ছে খারাপ দিক।

শ্লোক ৩

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্তিকেষু ।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৩ ॥

যে—যাঁরা; **বা**—অথবা; **ময়ি**—আমাকে; **ঈশে**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃত-সৌহৃদ-অর্থাঃ**—(দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মাধুর্য রসের) ভগবৎ প্রেম লাভে অত্যন্ত আগ্রহী; **জনেষু**—মানুষদের; **দেহম্ভর-বার্তিকেষু**—যারা কেবল দেহটির ভরণ-পোষণেই আগ্রহী, আধ্যাত্মিক মুক্তিতে নয়; **গৃহেষু**—গৃহে; **জায়া**—পত্নী; **আত্ম-জ**—সন্তান; **রাতি**—ধনসম্পদ অথবা বন্ধুবান্ধব; **মৎসু**—যুক্ত; **ন**—না; **প্রীতি-যুক্তাঃ**—অত্যন্ত আসক্ত; **যাবৎ-অর্থাঃ**—যারা কেবল যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই সংগ্রহ করে জীবন যাপন করেন; **চ**—এবং; **লোকে**—জড় জগতে।

অনুবাদ

যাঁরা তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করে তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করতে চান, তাঁরা কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন কোন কিছু করতে চান না। যারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন চর্চা করে তাদের দেহটি পালন করতে ব্যস্ত, তাঁরা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাঁরা গৃহস্থ হলেও তাঁদের গৃহের প্রতি আসক্ত নন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং ধন-সম্পদের প্রতিও আসক্ত নন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্মেরও অবহেলা করেন না। এই প্রকার মানুষেরা কেবল তাঁদের দেহ ধারণ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই সংগ্রহ করেন।

তাৎপর্য

যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, তিনি নির্বিশেষবাদী হোন অথবা ভক্ত হোন, তাঁর পক্ষে তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির মাধ্যমে দেহ ধারণে আগ্রহী ব্যক্তিদের সঙ্গ করা উচিত নয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহী, তাঁদের পত্নী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির সাহচর্যে গৃহের সুখের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ গৃহস্থও হয় এবং তাকে জীবিকা উপার্জন করতে হয়, তাহলে কেবল দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু অর্থ সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার থেকে বেশি অথবা কম থাকা উচিত নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*—কেবল এই ভক্তিযোগ অনুশীলনের জন্য গৃহস্থদের অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। গৃহস্থের এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাতে তিনি ভগবানের নাম শ্রবণ এবং ভগবানের মহিমা কীর্তনে পূর্ণ সুযোগ পান। তাঁর কর্তব্য গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করা এবং মহোৎসব অনুষ্ঠান করে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে তাদের ভগবৎ-প্রসাদ সেবা করানো। গৃহস্থের কর্তব্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কেবল অর্থ উপার্জন করা, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়।

শ্লোক ৪

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি ।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥ ৪ ॥

নূনম্—নিশ্চিতরূপে; **প্রমত্তঃ**—উন্মত্ত; **কুরুতে**—করে; **বিকর্ম**—পাপকর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম; **যৎ**—যখন; **ইন্দ্রিয়-প্রীতয়ে**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; **আপৃণোতি**—প্রবৃত্ত হয়; **ন**—না; **সাধু**—উপযুক্ত; **মন্যে**—আমি মনে করি; **যতঃ**—যার দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অয়ম্**—এই; **অসন্**—ক্ষণস্থায়ী; **অপি**—সত্ত্বেও; **ক্লেশ-দঃ**—কষ্টদায়ক; **আস**—সম্ভব হয়; **দেহঃ**—দেহ।

অনুবাদ

জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যেন-তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জীবন যাপন করার নিন্দা করা হয়েছে, কারণ এই প্রকার মনোভাবের ফলে মানুষ অন্ধকার নরকে পতিত হয়। চার প্রকার পাপকর্ম হচ্ছে অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাংসাহার, আসবপান এবং দ্যূতক্রীড়া। তার ফলে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ আর একটি জড় শরীর গ্রহণ করতে হয়। *বেদে* বলা হয়েছে—*অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ*। জীব প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করার প্রবণতার ফলে, তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা উচিত। পুনরায় আর একটি জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৫

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্ ।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

পরাভবঃ—পরাস্ত, দুঃখকষ্ট; **তাবৎ**—তখন পর্যন্ত; **অবোধ-জাতঃ**—অজ্ঞানতা-জনিত; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—না; **জিজ্ঞাসতে**—জিজ্ঞাসা করে; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্মতত্ত্ব; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ক্রিয়াঃ**—সকাম কর্ম; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **ইদম্**—এই; **মনঃ**—মন; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **কর্ম-আত্মকম্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে; **যেন**—যার দ্বারা; **শরীর-বন্ধঃ**—এই জড় দেহের বন্ধন।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, দুঃখকষ্ট ভোগ যাতে না করতে হয় সেই জন্য পুণ্যকর্মের আচরণ করা উচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। পুণ্যকর্ম আচরণ এবং সৎচিন্তা করলেও দুঃখ-দুর্দশা ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মায়ার বন্ধন এবং সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। মনোধর্মী জ্ঞান এবং পুণ্যকর্ম জড় জগতের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। জীবের কর্তব্য তার চিন্ময় স্বরূপের অনুসন্ধান করা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৭) বলা হয়েছে—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

"জ্বলন্ত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ভস্মে পরিণত করে, হে অর্জুন, তেমনই জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মের ফলকে ভস্মসাৎ করে।"

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা এবং তার ক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে (১০/২/৩২)—*যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদ্ অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, সে যদি নিজেকে মুক্ত বলে অভিমানও করে, তবুও সে মুক্ত নয়। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ* —সেই ব্যক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হলেও, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার মহিমা অবগত না হওয়ার ফলে, তাকে পুনরায় জড় জগতের বন্ধনে অধঃপতিত হতে হয়। মানুষ যতক্ষণ কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কর্মীদের অবশ্যই এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। জ্ঞানীদের সর্বোচ্চ উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, তাকে জড় জগতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*। মূল কথা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া। কর্মীরা সেই কথা জানে না, কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণরূপে জানেন কর্ম কি এবং জ্ঞান কি; তাই সেই শুদ্ধ ভক্ত আর কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হন না। *অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। শুদ্ধ ভক্তিতে জ্ঞান এবং কর্মের লেশ মাত্রও থাকে না। তাই শুদ্ধ ভক্তের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা।

শ্লোক ৬

এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **মনঃ**—মন; **কর্ম-বশম্**—সকাম কর্মের বশীভূত; **প্রযুঙ্ক্তে**—কার্য করে; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা; **আত্মনি**—জীব যখন; **উপধীয়মানে**—আচ্ছাদিত; **প্রীতিঃ**—প্রেম; **ন**—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ময়ি**—আমাকে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব কৃষ্ণ; **ন**—না; **মুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **দেহ-যোগেন**—জড় দেহের সংস্পর্শ থেকে; **তাবৎ**—ততক্ষণ।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সকাম কর্মে বশীভূত থাকে। তাই, আমার থেকে অভিন্ন বাসুদেবে যতক্ষণ না প্রীতির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

মন যখন সকাম কর্মের দ্বারা কলুষিত থাকে, তখন জীব এক জড় স্থিতি থেকে আর এক জড় স্থিতিতে উন্নীত হতে চায়। সাধারণত প্রতিটি মানুষই তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে। এমনকি বৈদিক প্রথা সম্বন্ধে অবগত হলেও, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, সেই কথা বুঝতে না পেরে স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে, তাকে ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবদ্ভক্ত সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হতে পারে না। বহু জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞানের ফলে বাসুদেবকে জানা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*। বহু জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রবৃত্তির উদয় হতে পারে। তা যখন হয়, তখন মানুষ প্রকৃত জ্ঞানবান হন এবং ভগবানের শরণাগত হন। জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করার এটিই একমাত্র উপায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দান করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১৯/১৫১)

শ্লোক ৭

যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং
স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্বিন্দতি তত্র তাপা-
নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **পশ্যতি**—দেখে; **অযথা**—অনর্থক; **গুণ-ঈহাম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টা; **স্ব-অর্থে**—স্বার্থে; **প্রমত্তঃ**—উন্মত্ত; **সহসা**—অকস্মাৎ; **বিপশ্চিৎ**—জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও; **গত-স্মৃতিঃ**—স্মৃতি হারিয়ে; **বিন্দতি**—প্রাপ্ত হয়; **তত্র**—সেখানে; **তাপান্**—ক্লেশ; **আসাদ্য**—লাভ করে; **মৈথুন্যম্**—মৈথুন সুখপ্রধান; **অগারম্**—গৃহ; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞানবশত।

অনুবাদ

জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও জীব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টাকে অনর্থ বলে উপলব্ধি না করে, ততক্ষণ তার স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে সে মৈথুন সুখপ্রধান গৃহের প্রতি আসক্ত থাকে, এবং নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার অবস্থা একটি মূর্খ পশুর থেকে কোন অংশে শ্রেয় নয়।

তাৎপর্য

কনিষ্ঠ ভক্ত অনন্য ভক্ত নয়। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—অনন্য ভক্ত হতে হলে, সব রকম জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয় এবং জ্ঞান ও কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তির নিম্নতর স্তরে ভক্ত দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল হতে পারে। কিন্তু, সেই স্তরেও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা থাকে এবং মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয়। মায়ার প্রভাব এতই প্রবল যে, অত্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিও ভুলে যায় সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। তাই সে মৈথুনাসক্ত হয়ে গৃহস্থ-জীবনেই তৃপ্ত থাকে। মৈথুন সুখের বশীভূত হয়ে সে সব রকম জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে। অজ্ঞানতাবশত সে জড়া প্রকৃতির নিয়মরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ৮

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥ ৮ ॥

পুংসঃ—পুরুষের; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রীর; **মিথুনী-ভাবম্**—মৈথুন আকর্ষণ; **এতম্**—এই; **তয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **মিথঃ**—পরস্পরের; **হৃদয়-গ্রন্থিম্**—হৃদয়গ্রন্থি; **আহুঃ**—

বলা হয়; **অতঃ**—তারপর; **গৃহ**—গৃহের দ্বারা; **ক্ষেত্র**—ক্ষেত্র; **সুত**—সন্তান; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন; **বিত্তৈঃ**—(এবং) সম্পদের দ্বারা; **জনস্য**—জীবের; **মোহঃ**—মোহ; **অয়ম্**—এই; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে "আমি এবং আমার" বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

মৈথুন আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে, এবং তাদের যখন বিবাহ হয়, তখন সেই আকর্ষণ আরও দৃঢ় হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণের ফলে মোহের সৃষ্টি হয় এবং তখন জীব মনে করে, "এই পুরুষটি আমার পতি" অথবা "এই রমণীটি আমার পত্নী"। একে বলা হয় হৃদয়গ্রন্থি। বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতেই হোক অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলেই হোক, স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেলেও এই গ্রন্থিটি উন্মোচন করা অত্যন্ত কঠিন। প্রত্যেক অবস্থাতেই পুরুষ সর্বদাই স্ত্রীলোকের কথা চিন্তা করে, এবং স্ত্রীলোক সর্বদাই পুরুষের কথা চিন্তা করে। এইভাবে মানুষ পরিবার, সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়, যদিও সেগুলি সবই অনিত্য। মানুষ দুর্ভাগ্যবশত তার ধন-সম্পদ ইত্যাদির বন্ধনে আসক্ত হয়। এমনকি সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও তারা মন্দির অথবা অন্যান্য সম্পত্তির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তবে সেই আকর্ষণ পারিবারিক আকর্ষণের মতো দৃঢ় নয়। পারিবারিক আসক্তি হচ্ছে সব চাইতে প্রবল মোহ। *সত্য-সংহিতায়* বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাদ্যা যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যা মুচ্যন্তে স্ত্রীসহায়িনঃ ।
বোধ্যন্তে কেচনৈতেষাং বিশেষম্ চ বিদো বিদুঃ ॥

কখনও কখনও দেখা যায় যে, ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষদের কাছে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি বন্ধনের কারণ নয়। পক্ষান্তরে পত্নী আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনে এবং মুক্তি লাভে সহায়তা করে। অধিকাংশ মানুষই দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থির দ্বারা আবদ্ধ, এবং তার ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায়।

শ্লোক ৯

যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্য
　　কর্মানুবদ্ধো দৃঢ় আশ্লথেত ।
তদা জনঃ সম্পরিবর্ততেঽস্মাদ্
　　মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্ ॥ ৯ ॥

যদা—যখন; **মনঃ**—মন; **হৃদয়-গ্রন্থিঃ**—হৃদয়গ্রন্থি; **অস্য**—এই ব্যক্তির; **কর্ম-অনুবদ্ধঃ**—পূর্বকৃত কর্মফলের বন্ধনের দ্বারা; **দৃঢ়ঃ**—অত্যন্ত প্রবল; **আশ্লথেত**—শিথিল হয়; **তদা**—তখন; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **সম্পরিবর্ততে**—বিমুখ হয়; **অস্মাৎ**—মৈথুন জীবনের আসক্তি থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **পরম্**—চিৎ-জগতে; **যাতি**—যায়; **অতিহায়**—পরিত্যাগ করে; **হেতুম্**—মূল কারণ।

অনুবাদ

যখন মানুষের কর্মফল-জনিত সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখন সে গৃহ, কলত্র, সন্তান ইত্যাদির প্রতি অনাসক্ত হয়। এইভাবে সে তার সংসার বন্ধনের মূল কারণ "আমি ও আমার" রূপ অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে বিমুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সাধু সঙ্গের ফলে এবং ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে ধীরে ধীরে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁর হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়। এইভাবে বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্যতা অর্জন করে।

শ্লোক ১০-১৩

হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্যা
　　বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ।
সর্বত্র জন্তোর্ব্যসনাবগত্যা
　　জিজ্ঞাসয়া তপসেহানিবৃত্ত্যা ॥ ১০ ॥
মৎকর্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং
　　মদ্দেবসঙ্গাদ্ গুণকীর্তনান্মে ।

নির্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা
জিহাসয়া দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্ ।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্যেণ শশ্বদ্
অসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্ ॥ ১২ ॥
সর্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন
জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন ।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো
লিঙ্গং ব্যপোহেৎকুশলোঽহমাখ্যম্ ॥ ১৩ ॥

হংসে—পরমহংস বা আধ্যাত্মিক স্তরে সব চাইতে উন্নত; **গুরৌ**—গুরুদেবে; **ময়ি**—পরমেশ্বর ভগবান আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **অনুবৃত্যা**—অনুসরণ করে; **বিতৃষ্ণয়া**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি বিরক্তির দ্বারা; **দ্বন্দ্ব**—জড় জগতের দ্বৈত ভাবের; **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা; **চ**—ও; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **জন্তোঃ**—জীবের; **ব্যসন**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা; **অবগত্যা**—উপলব্ধি করে; **জিজ্ঞাসয়া**—তত্ত্ব জিজ্ঞাসার দ্বারা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ঈহা-নিবৃত্ত্যা**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করার দ্বারা; **মৎ-কর্মভিঃ**—আমার জন্য কর্ম করার দ্বারা; **মৎ-কথয়া**—আমার বিষয়ে শ্রবণ করার দ্বারা; **চ**—ও; **নিত্যম্**—সর্বদা; **মৎ-দেব-সঙ্গাৎ**—আমার ভক্তদের সঙ্গ করার দ্বারা; **গুণ-কীর্তনাৎ মে**—আমার দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করার দ্বারা; **নির্বৈর**—শত্রুতা রহিত; **সাম্য**—আত্মজ্ঞানের প্রভাবে সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে; **উপশমেন**—ক্রোধ, শোক ইত্যাদি উপশমের দ্বারা; **পুত্রাঃ**—হে পুত্রগণ; **জিহাসয়া**—পরিত্যাগ করার বাসনার দ্বারা; **দেহ**—দেহসহ; **গেহ**—গৃহসহ; **আত্ম-বুদ্ধেঃ**—স্বরূপ উপলব্ধি; **অধ্যাত্ম-যোগেন**—শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **বিবিক্ত-সেবয়া**—নির্জন স্থানে বাস করার দ্বারা; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আত্ম**—মন; **অভিজয়েন**—সংযত করার দ্বারা; **সধ্র্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **সৎ-শ্রদ্ধয়া**—শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে; **ব্রহ্মচর্যেণ**—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **অসম্প্রমাদেন**—মোহাচ্ছন্ন না হয়ে; **যমেন**—সংযমের দ্বারা; **বাচাম্**—বাণীর; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **মৎ-ভাব**—আমার কথা চিন্তা করে; **বিচক্ষণেন**—দর্শন দ্বারা; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা; **বিজ্ঞান**—জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা; **বিরাজিতেন**—উদ্ভাসিত; **যোগেন**—ভক্তিযোগের

অনুশীলনের দ্বারা; **ধৃতি**—ধৈর্য; **উদ্যম**—উৎসাহ; **সত্ত্ব**—বিবেক; **যুক্তঃ**—সমন্বিত হয়ে; **লিঙ্গম্**—জড় বন্ধনের কারণ; **ব্যপোহেৎ**—পরিত্যাগ করতে পারে; **কুশলঃ**—সর্বমঙ্গল সহকারে; **অহম্-আখ্যম্**—অহঙ্কার, জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভ্রান্ত পরিচিতি।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত পরমহংসকে গুরুদেবরূপে বরণ করা উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপরায়ণ হও। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ—এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য কর। স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও জীব যে দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর। তত্ত্বানুসন্ধান কর। তারপর ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য সব রকম তপস্যা কর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হও। ভগবানের কথা শ্রবণ কর, এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কর। ভগবানের মহিমা কীর্তন কর এবং চিন্ময় স্তরে সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন কর। শত্রুতা বর্জন কর, এবং ক্রোধ ও শোক দমন কর। দেহ, গেহ ইত্যাদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। নির্জন স্থানে বাস কর এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করার অভ্যাস কর। শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হও এবং সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন কর। অনর্থক বাক্যালাপ বর্জন করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা কর এবং উপযুক্ত পাত্র থেকে জ্ঞান অর্জন কর। এইভাবে ভক্তিযোগ সাধন করে ধৈর্য, যত্ন ও বিবেক যুক্ত হলে, তোমরা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাৎপর্য

এই চারটি শ্লোকে ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বলেছেন, কিভাবে অহঙ্কার এবং ভববন্ধন থেকে উৎপন্ন হয় যে স্বরূপ বিভ্রম তা থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন। উপরোক্ত বিধি অনুশীলনের ফলে, মানুষ ধীরে ধীরে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এই সমস্ত বিধি অনুশীলনের ফলে, জড় দেহের বন্ধন থেকে (*লিঙ্গং ব্যপোহেৎ*) মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্বরূপ লাভ করা যায়। প্রথমে গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বলেছেন—*শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ*। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হতে হয়। *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*। শ্রীগুরুদেবের কাছে তত্ত্ব অনুসন্ধান করে এবং তাঁর সেবা করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা

যায়। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন স্বভাবতই আহার, নিদ্রা, সাজসজ্জাদি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি হ্রাস পায়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে আধ্যাত্মিক স্তরে স্থিত থাকা যায়। *মদ্দেবসঙ্গাৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত বহু ধর্ম রয়েছে যাতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়, কিন্তু এখানে *সৎসঙ্গ* বলতে শ্রীকৃষ্ণই যাঁর আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ কেবল তাঁরই সঙ্গ বোঝানো হয়েছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *দ্বন্দ্ব-তিতিক্ষা*। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় দেহের সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতেই হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—*তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। এই জড় জগতের অনিত্য সুখ এবং দুঃখকে কিভাবে সহ্য করতে হয়, সেই শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। পরিবারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ধর্মপত্নীর সঙ্গে সঙ্গ করা হলেও তা ব্রহ্মচর্য, কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ধর্মবিরুদ্ধ এবং তার ফলে পারমার্থিক উন্নতি ব্যাহত হয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *বিজ্ঞান-বিরাজিত*। সবকিছুই অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এবং সচেতনভাবে করা উচিত। মানুষকে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা হওয়া উচিত। এইভাবে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীমধ্বাচার্য বলেছেন, এই চারটি শ্লোকের মূল কথা হচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বাসনাযুক্ত কর্ম থেকে বিরত হয়ে, সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ভক্তিযোগ হচ্ছে মুক্তির পথ। শ্রীল মধ্বাচার্য *অধ্যাত্ম* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

আত্মনোঽবিহিতং কর্ম বর্জয়িত্বান্যকর্মণঃ ।
কামস্য চ পরিত্যাগো নিরীহেত্যাহুরুত্তমাঃ ॥

আত্মার কল্যাণের জন্যই কার্য করা উচিত, এবং অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করা উচিত। কেউ যখন এই স্থিতি লাভ করেন, তখন তিনি বাসনা রহিত হন। প্রকৃতপক্ষে, জীব সর্বতোভাবে বাসনামুক্ত হতে পারে না, কিন্তু তিনি যখন কেবল আত্মার মঙ্গলের বাসনা করেন, তখন তাঁকে বাসনারহিত বলা যায়।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে *জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বিতম্*। কেউ যখন পূর্ণরূপে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সমন্বিত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। *জ্ঞান* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পরম পুরুষ বলে জানা। *বিজ্ঞান* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে কার্যকলাপ অজ্ঞান এবং সংসার বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৯/৩১) উল্লেখ করা হয়েছে—*জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্*। ভগবানের জ্ঞান পরম গুহ্য, এবং যেই পরম জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায়, তা

সমস্ত জীবের মুক্তির পথ সুগম করে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যে ব্যক্তি তত্ত্বতভাবে জানে যে, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, সে তার দেহ ত্যাগ করার পর, আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।"

শ্লোক ১৪

কর্মাশয়ং হৃদয়গ্রন্থিবন্ধ-
মবিদ্যয়াসাদিতমপ্রমত্তঃ ।
অনেন যোগেন যথোপদেশং
সম্যগ্ব্যপোহ্যোপরমেত যোগাৎ ॥ ১৪ ॥

কর্ম-আশয়ম্—সকাম কর্মের বাসনা; **হৃদয়-গ্রন্থি**—হৃদয়গ্রন্থি; **বন্ধম্**—বন্ধন; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যার ফলে; **আসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **অপ্রমত্তঃ**—যে মোহাচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত সাবধান; **অনেন**—এর দ্বারা; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **যথা-উপদেশম্**—যেভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **ব্যপোহ্য**—মুক্ত হয়ে; **উপরমেত**—বিরত হওয়া উচিত; **যোগাৎ**—মুক্তি লাভের উপায়-স্বরূপ যোগ অভ্যাস থেকে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, আমি তোমাদের যে উপদেশ দিলাম, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে সেই উপদেশ অনুসারে আচরণ কর। তার ফলে তোমরা সকাম কর্মের বাসনারূপ অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবে এবং হৃদয়গ্রন্থি সম্যক্‌রূপে ছিন্ন হবে। তারপর অধিক উন্নতি সাধনের জন্য তোমাদের এই মুক্তির উপায়ও ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, মুক্তির উপায়ের প্রতিও তোমরা আসক্ত হয়ো না।

তাৎপর্য

মুক্তির উপায় হচ্ছে *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,* অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অন্বেষণ। সাধারণত *ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে* বলা হয় *নেতি নেতি,* অর্থাৎ যেই পন্থার দ্বারা জাগতিক বস্তুর

বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরমতত্ত্বের অন্বেষণ করা হয়। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই পন্থা বলবৎ থাকে। চিন্ময় স্তরকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত স্তর*, বা আত্ম-উপলব্ধির স্তর। *ভগবদ্গীতার* (১৮/৫৪) বর্ণনা অনুসারে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"এইভাবে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হওয়া যায়। তখন আর কোন শোক থাকে না অথবা আকাঙ্ক্ষাও থাকে না; তার ফলে সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া যায়। সেই স্তরে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়।"

চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরাভক্তি লাভ করা। তা লাভ করতে হলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন, কিন্তু কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন আর জ্ঞানের অন্বেষণ করতে হয় না। অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার স্থিতি হচ্ছে মুক্ত অবস্থা।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬)

অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে *ব্রহ্মভূত* অবস্থা। এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে *অনেন যোগেন যথোপদেশম্*। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অচিরেই পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশ কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কেবল গ্রন্থ পাঠ করেই হবে না, সেই সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের আদেশ (*যথোপদেশম্*) পালন করা উচিত। দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করার জন্যই কেবল যোগ অভ্যাস করার প্রয়োজন। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন আর যোগ অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, যোগ অনুশীলন ত্যাগ করা যেতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্তি কখনও ত্যাগ করা যায় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/১০) বলা হয়েছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

মুক্ত পুরুষেরাও (*আত্মারাম*) সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। আত্ম-উপলব্ধির পর যোগ অভ্যাস পরিত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই

ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করা যায় না। আত্ম-উপলব্ধির জন্য সমস্ত কার্যকলাপ, এমনকি যোগ এবং জ্ঞানও পরিত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান সর্বদাই করণীয়।

শ্লোক ১৫

পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুর্বা
মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ ।
ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান্
ন যোজয়েৎ কর্মসু কর্মমূঢ়ান্ ।
কং যোজয়ন্মনুজোঽর্থং লভেত
নিপাতয়ন্নষ্টদৃশং হি গর্তে ॥ ১৫ ॥

পুত্রান্—পুত্রগণ; **চ**—এবং; **শিষ্যান্**—শিষ্যগণ; **চ**—এবং; **নৃপঃ**—রাজা; **গুরুঃ**—শ্রীগুরুদেব; **বা**—অথবা; **মৎ-লোক-কামঃ**—আমার ধামে উন্নীত হওয়ার বাসনায়; **মৎ-অনুগ্রহ-অর্থঃ**—আমার কৃপা লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বিমন্যুঃ**—ক্রোধমুক্ত; **অনুশিষ্যাৎ**—শিক্ষা দেওয়া উচিত; **অ-তৎ-জ্ঞান্**—অতত্ত্বজ্ঞ; **ন**—না; **যোজয়েৎ**—যুক্ত হওয়া উচিত; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **কর্ম-মূঢ়ান্**—কেবল পাপ অথবা পুণ্য কর্মে রত; **কম্**—কি; **যোজয়ন্**—যুক্ত হয়ে; **মনু-জঃ**—মানুষ; **অর্থম্**—লাভ; **লভেত**—প্রাপ্ত হতে পারে; **নিপাতয়ন্**—পতিত হয়ে; **নষ্ট-দৃশম্**—আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **গর্তে**—অন্ধকূপে।

অনুবাদ

কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তাহলে ভগবানের কৃপা লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে তাঁকে মনে করতে হবে। পিতা পুত্রদের, গুরু শিষ্যদের এবং রাজা প্রজাদের এই প্রকার শিক্ষাই দান করবেন। শিষ্য, পুত্র অথবা প্রজা যদি সেই আদেশ অনুসরণ করতে কখনও কখনও অক্ষমও হয়, তাহলেও ক্রুদ্ধ না হয়ে তাদের উপদেশ দান করতে থাকা উচিত। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য কর্মে যুক্ত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সর্বদাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। মোহান্ধ শিষ্য, পুত্র ও প্রজাদের যদি সকাম কর্মে নিযুক্ত করে সংসার-কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তারা কি পুরুষার্থ লাভ করবে? তা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধকূপে পতিত হওয়ার মতো।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/২৬) বলা হয়েছে—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

"জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে সকাম কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির মনকে বিচলিত করা উচিত নয়। তাদের কর্ম থেকে বিরত না হয়ে, ভগবদ্ভক্তিমূলক কর্মে নিযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা উচিত।"

শ্লোক ১৬

লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টি-
র্যোঽর্থান্ সমীহেত নিকামকামঃ ।
অন্যোন্যবৈরঃ সুখলেশহেতো-
রনন্তদুঃখং চ ন বেদ মূঢ়ঃ ॥ ১৬ ॥

লোকঃ—ব্যক্তি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **শ্রেয়সি**—মঙ্গল লাভের পন্থা; **নষ্ট-দৃষ্টিঃ**—অন্ধ; **যঃ**—যারা; **অর্থান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ; **সমীহেত**—আকাঙ্ক্ষা করে; **নিকাম-কামঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বহু বাসনাযুক্ত; **অন্যোন্য-বৈরঃ**—পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে; **সুখ-লেশ-হেতোঃ**—কেবল অনিত্য জড় সুখের জন্য; **অনন্ত-দুঃখম্**—অন্তহীন ক্লেশ; **চ**—ও; **ন**—করে না; **বেদ**—জানা; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ।

অনুবাদ

অজ্ঞানতাবশত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের মঙ্গল লাভের উপায় অবগত নয়। তারা নিতান্ত কামাসক্ত হয়ে ভোগ্য বিষয়সমূহের জন্যই সর্বদা অভিলাষ করে। সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তারা এতই মূর্খ যে, সেই কথা তারা বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নষ্টদৃষ্টিঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, 'যারা ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারে না'। এক দেহ থেকে আর এক দেহে জীব দেহান্তরিত হয়,

এবং এই জীবনের কার্যকলাপ অনুসারে পরবর্তী জীবনে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ হয়। যারা নির্বোধ, যাদের ভবিষ্যৎ দর্শন করার ক্ষমতা নেই, তারাই কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করে লড়াই করে। তার ফলে সে তার পরবর্তী জীবনে দুঃখকষ্ট ভোগ করে, কিন্তু অন্ধ হওয়ার দরূন সে এইভাবেই কর্ম করতে থাকে এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় মূঢ় অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি যে জীবনের চরম লক্ষ্য সেই কথা না জেনে, যে কেবল তার সময়ের অপচয় করে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"আমি মূর্খদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি সর্বদা যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি, এবং এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তারা অজ এবং অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।"

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—*অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ* । অজ্ঞান মানুষেরা নেতৃত্ব লাভের আশায় অন্য অন্ধ ব্যক্তিদের কাছে যায়, কিন্তু তার ফলে উভয়েই দুঃখভোগ করে। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে অন্ধকূপে নিয়ে ফেলে।

শ্লোক ১৭

কস্তং স্বয়ং তদভিজ্ঞো বিপশ্চিদ্
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানম্ ।
দৃষ্ট্বা পুনস্তং সঘৃণঃ কুবুদ্ধিং
প্রয়োজয়েদুৎপথগং যথান্ধম্ ॥ ১৭ ॥

কঃ—কে; **তম্**—তাকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **তৎ-অভিজ্ঞঃ**—তত্ত্বজ্ঞ; **বিপশ্চিৎ**—বিদ্বান; **অবিদ্যায়াম্ অন্তরে**—অজ্ঞানবশত; **বর্তমানম্**—বিরাজমান থেকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাকে; **স-ঘৃণঃ**—অত্যন্ত কৃপাময়; **কু-বুদ্ধিম্**—সংসার মার্গে লিপ্ত; **প্রয়োজয়েৎ**—প্রবৃত্ত হয়; **উৎপথ-গম্**—বিপথগামী; **যথা**—যেমন; **অন্ধম্**—অন্ধ।

অনুবাদ

কেউ যদি অজ্ঞানী হয় এবং সংসার মার্গে আসক্ত হয়, তাহলে যথার্থ জ্ঞানবান, কৃপালু এবং পারমার্থিক মার্গে উন্নত কোনও ব্যক্তি কিভাবে তাকে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত করে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ করতে পারেন? কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিপথে গমন করে, তাহলে কি কোন সজ্জন ব্যক্তি তাকে সেই বিপদের দিকে অগ্রসর হতে দিতে পারেন? কোন জ্ঞানবান অথবা দয়ালু ব্যক্তি কখনও তা হতে দেন না।

শ্লোক ১৮

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥ ১৮ ॥

গুরুঃ—গুরুদেব; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **স্ব-জনঃ**—আত্মীয়; **ন**—না; **সঃ**—তাঁর; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **পিতা**—পিতা; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **জননী**—মাতা; **ন**—না; **সা**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **দৈবম্**—আরাধ্য দেবতা; **ন**—না; **তৎ**—তা; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **ন**—না; **পতিঃ**—পতি; **চ**—ও; **সঃ**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **ন**—না; **মোচয়েৎ**—উদ্ধার করতে পারেন; **যঃ**—যিনি; **সমুপেত-মৃত্যুম্**—সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে।

অনুবাদ

যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

বহু গুরু রয়েছেন, কিন্তু ঋষভদেব উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তাঁর শিষ্যকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাহলে তাঁর গুরু হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত না হলে, সংসার আবর্ত থেকে নিজেকে উদ্ধার করা যায় না। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।* ভগবদ্ধামে ফিরে

গেলেই কেবল জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বত ভগবানকে না জানলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় কি করে? *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।*

ঋষভদেবের এই উপদেশের বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। সংসার আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে পারেননি বলে, বলি মহারাজ তাঁর গুরু শুক্রাচার্যকে ত্যাগ করেছিলেন। শুক্রাচার্য শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না। তিনি অল্পবিস্তর সকাম কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং বলি মহারাজ যখন ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর সর্বস্ব দান করার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন শুক্রাচার্য তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সর্বস্ব নিবেদন করাই কর্তব্য, কারণ সবকিছুই ভগবানের। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু যজ্ঞে নিবেদন কর, যা কিছু দান কর এবং যে সমস্ত তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তা সবই আমাকে অর্পণ কর।" এটিই হচ্ছে ভক্তি। ভগবদ্ভক্ত না হলে সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। যিনি তা পারেন না, তাঁর পক্ষে গুরু, পিতা, পতি, মাতা হওয়া উচিত নয়। তাই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করেছিলেন। সংসারচক্র রূপ আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে না পারার ফলে, পত্নীর পতিকে ত্যাগ করার এটিই হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং ভরত তাঁর জননীকে ত্যাগ করেছিলেন (*জননী ন সা স্যাৎ*)। *দৈবম্* শব্দটি দেবতা অথবা আশ্রিতদের পূজা যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের বোঝান হয়েছে। সাধারণত গুরুদেব, পতি, পিতা, মাতা এবং গুরুবর্গীয় আত্মীয়-স্বজনেরা কনিষ্ঠদের পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু এখানে ঋষভদেব তা নিষেধ করেছেন। প্রথমে পিতা, গুরু অথবা পতিকে অবশ্যই আশ্রিতদের জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে। তা যদি তাঁরা না পারেন, তাহলে তাঁদের অবৈধ কর্মের জন্য তাঁদের কলঙ্কের সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে হবে। গুরু যেভাবে শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অথবা পিতা যেমন তাঁর পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ঠিক সেইভাবে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর আশ্রিতদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে আশ্রিতদের উদ্ধার করতে না পারলে, এই দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায় না।

শ্লোক ১৯

ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং
সত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ ।
পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম আরাদ্‌
অতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্যাঃ ॥ ১৯ ॥

ইদম্‌—এই; **শরীরম্‌**—দিব্য দেহ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; **মম**—আমার; **দুর্বিভাব্যম্‌**—অচিন্তনীয়; **সত্ত্বম্‌**—জড়া প্রকৃতির গুণরহিত; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **মে**—আমার; **হৃদয়ম্‌**—হৃদয়; **যত্র**—যেখানে; **ধর্মঃ**—প্রকৃত ধর্ম, ভক্তিযোগ; **পৃষ্ঠে**—পিছনে; **কৃতঃ**—তৈরি করে; **মে**—আমার দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **আরাৎ**—বহু দূরে; **অতঃ**—অতএব; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **মাম্‌**—আমাকে; **ঋষভম্‌**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; **প্রাহুঃ**—ডাকে; **আর্যাঃ**—পারমার্থিক জীবনে যাঁরা উন্নত অথবা শ্রদ্ধেয় গুরুজন।

অনুবাদ

আমার চিন্ময় দেহ (সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ) ঠিক একটি মানুষের মতো, কিন্তু তা মনুষ্য-শরীর নয়। এই তত্ত্ব অচিন্তনীয়। আমি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করি না; আমি স্বেচ্ছায় এই শরীর গ্রহণ করি। আমার হৃদয় শুদ্ধ সত্ত্বময়, এবং আমি সর্বদা আমার ভক্তদের কল্যাণের কথা চিন্তা করি। তাই প্রকৃত ধর্ম যে ভক্তির পন্থা তা আমার হৃদয়ে রয়েছে, এবং তা আমার ভক্তদের জন্য। অধর্মকে আমি আমার হৃদয় থেকে বহু দূরে পরিত্যাগ করেছি। যারা অধার্মিক বা অভক্ত, তাদের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই। আমার এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর জন্য আর্যগণ আমাকে ঋষভদেব, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বা ভগবান বলে সম্বোধন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ইদম্‌ শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্‌* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণত দুই প্রকার শক্তি অনুভব করি—জড়া শক্তি এবং চিৎশক্তি। জড়া শক্তি (মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) সম্বন্ধে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, কারণ এই জড় জগতে সকলেরই শরীর এই উপাদানগুলি দিয়ে গঠিত। এই জড় শরীরে আত্মা রয়েছে, কিন্তু আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা তা আমরা

দেখতে পাই না। কিন্তু যখন আমরা চিৎশক্তিতে পূর্ণ একটি শরীর দর্শন করি, তখন আমরা বুঝে উঠতে পারি না কি করে চিৎশক্তির একটি শরীর থাকতে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান ঋষভদেবের শরীর সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; তাই তা জড় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। জড় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় শরীরের ধারণা অচিন্তনীয়। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন আমরা কোন বিষয় বুঝতে পারি না, তখন সেই সম্বন্ধে বেদের বাণী আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। ভগবানেরও রূপসমন্বিত শরীর রয়েছে, কিন্তু সেই শরীর জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়। তা সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভগবানের রূপকে জড় বলে দর্শন করি। মায়াবাদীরা চিন্ময় শরীরের কোন ধারণাই করতে পারে না। তারা বলে যে চিৎবস্তু নিরাকার, এবং যখন তারা কোন আকার দর্শন করে, তখন তারা মনে করে যে তা জড়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) বলা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন নররূপ নিয়ে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব এবং পরম ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে জানে না।"

নির্বোধ মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান জড়া শক্তির দ্বারা গঠিত দেহ ধারণ করেন। জড় শরীর যে কি বস্তু তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। তাই ঋষভদেব বলেছেন—*ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্*। চিৎ-জগতে সকলেরই চিন্ময় শরীর রয়েছে। সেখানে জড় অস্তিত্বের কোন ধারণা নেই। চিৎ-জগতে কেবল সেবা সম্পাদন এবং সেবা গ্রহণ হয়। সেখানে কেবল সেব্য, সেবা এবং সেবক রয়েছেন। এই তিনটি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং তাই চিৎ-জগৎকে বলা হয় পরম। সেখানে জড় কলুষের লেশমাত্রও নেই। সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত হওয়ার ফলে, ভগবান ঋষভদেব বলেছেন যে, তাঁর হৃদয় ধর্মের দ্বারা বিরচিত। ধর্মের বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলা হয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। চিৎ-জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানের শরণাগত এবং সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। যদিও সেখানে

সেবক, সেব্য এবং সেবা রয়েছে, তা সবই চিন্ময় এবং বৈচিত্র্যময়। আমাদের জড় ধারণার ফলে, আমাদের পক্ষে এখন সবকিছুই *দুর্বিভাব্য* অর্থাৎ অচিন্ত্য। ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার ফলে, তাঁকে বলা হয় ঋষভ। বেদের ভাষায়, *নিত্যো নিত্যানাম্*। আমরাও চিন্ময়, কিন্তু আমরা অধীন তত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম। ঋষভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রমুখ' অথবা 'পরম' এবং তা পরমেশ্বর ভগবানকেই বোঝায়।

শ্লোক ২০

তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ
সর্বে মহীয়াংসমমুং সনাভম্ ।
অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বং
শুশ্রূষণং তদ্ভরণং প্রজানাম্ ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ—অতএব (যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান); **ভবন্তঃ**—তোমরা; **হৃদয়েন**—হৃদয় থেকে; **জাতাঃ**—জন্মগ্রহণ করেছ; **সর্বে**—সকলে; **মহীয়াংসম্**—শ্রেষ্ঠ; **অমুম্**—তা; **স-নাভম্**—ভ্রাতা; **অক্লিষ্ট-বুদ্ধ্যা**—জড় কলুষবিহীন তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা; **ভরতম্**—ভরত; **ভজধ্বম্**—সেবা কর; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **তৎ**—তা; **ভরণম্ প্রজানাম্**—প্রজাদের পালন করে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, সমস্ত চিন্ময় গুণের আধার আমার হৃদয় থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমাদের মাৎসর্য পরায়ণ বিষয়ীদের মতো হওয়া উচিত নয়। তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ ভরতের আনুগত্যে থেকো। তোমরা যদি ভরতের সেবায় যুক্ত হও, তাহলে তার ফলে আমারও সেবা হবে এবং তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্তব্যসমূহও সাবলীলভাবে সম্পাদিত হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *হৃদয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বক্ষঃস্থল। *হৃদয়* শব্দে উরঃ-কেও বলা হয়। হৃদয় বক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত, এবং সন্তান যদিও উপস্থের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে তার জন্ম হয় হৃদয় থেকে। হৃদয়ের অবস্থা অনুসারে বীর্য শরীরের রূপ ধারণ করে। তাই বৈদিক প্রথায়, সন্তান প্রজননের সময় গর্ভাধান

সংস্কারের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করা হয়। ঋষভদেবের হৃদয় সর্বদাই নিষ্কলুষ এবং চিন্ময় ছিল। তার ফলে তাঁর হৃদয় থেকে জাত তাঁর সব কয়টি পুত্রই আধ্যাত্মিক প্রবণতা-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঋষভদেব তাঁদের বলেছিলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি তাঁদের তাঁর সেবা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভরত মহারাজের সব কয়টি ভ্রাতাকেই ঋষভদেব উপদেশ দিয়েছিলেন ভরতের সেবায় যুক্ত থাকতে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, পরিবারের সদস্যদের প্রতি এইভাবে আসক্ত হওয়ার উপদেশ তিনি কেন দিলেন, কারণ পূর্বে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহ এবং পরিবারের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু, *মহীয়সাম্ পাদরজোঽভিষেক* অর্থাৎ মহীয়ান বা পারমার্থিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত মহাত্মার সেবা করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ* — মহৎ বা উন্নত স্তরের ভক্তের সেবা করার ফলে, মুক্তির দ্বার খুলে যায়। ঋষভদেবের পরিবারকে একজন সাধারণ বিষয়ীর পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত মহারাজ বিশেষভাবে মহান ছিলেন। তাই তাঁর আনন্দ বিধানের জন্য তাঁর অন্য পুত্রদের তাঁর সেবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেটিই তাঁদের কর্তব্য ছিল।

পরমেশ্বর ভগবান ভরত মহারাজকে এই লোকের প্রধান শাসক হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। সেটিই ভগবানের প্রকৃত পরিকল্পনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই লোকের সম্রাট করতে চেয়েছিলেন। তিনি দুর্যোধনকে সেই পদটি কখনই দিতে চাননি। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান ঋষভদেবের হৃদয় হচ্ছে *হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ*। *ভগবদ্গীতাতেও* ধর্মের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও। ধর্ম রক্ষা করার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাম্*), ভগবান সর্বদা চান পৃথিবীর শাসক যেন একজন ভক্ত হয়। তাহলে সবকিছুই সকলের মঙ্গলের জন্য সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। যখন কোন অসুর পৃথিবী অধিকার করে, তখন সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বর্তমানে এই জগৎ প্রজাতন্ত্রের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণ সাধারণত রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত। তাই তারা উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নেতারূপে মনোনয়ন করতে পারে না। অজ্ঞান শূদ্রেরা ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে; তার ফলে আর একজন শূদ্র ভোটে জিতে রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করে, এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত সরকার কলুষিত হয়ে যায়। মানুষ যদি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে *ভগবদ্গীতার* নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তারা ভগবানের ভক্তকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত করবে। তখন আপনা থেকেই শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

ঋষভদেব তাই ভরত মহারাজকে এই লোকের সম্রাটরূপে অনুমোদন করেছিলেন। ভগবানের ভক্তের সেবা করা মানে ভগবানেরই সেবা করা, কারণ ভক্ত সর্বদাই ভগবানেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। ভক্ত যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সরকার সকলেরই জন্য অনুকূল এবং মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২১-২২

ভূতেষু বীরুদ্ভ্য উদুত্তমা যে
সরীসৃপাস্তেষু সবোধনিষ্ঠাঃ ।
ততো মনুষ্যাঃ প্রমথাস্ততোঽপি
গন্ধর্বসিদ্ধা বিবুধানুগা যে ॥ ২১ ॥
দেবাসুরেভ্যো মঘবৎপ্রধানা
দক্ষাদয়ো ব্রহ্মসুতাস্তু তেষাম্ ।
ভবঃ পরঃ সোঽথ বিরিঞ্চবীর্যঃ
স মৎপরোঽহং দ্বিজদেবদেবঃ ॥ ২২ ॥

ভূতেষু—চেতন এবং অচেতন সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে; **বীরুদ্ভ্যঃ**—বৃক্ষ থেকে; **উদুত্তমাঃ**—অনেক শ্রেষ্ঠ; **যে**—যারা; **সরীসৃপাঃ**—ভুজঙ্গ ইত্যাদি গমনশীল প্রাণী; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **স-বোধ-নিষ্ঠাঃ**—যাদের বুদ্ধি বিকশিত; **ততঃ**—তাদের থেকে; **মনুষ্যাঃ**—মনুষ্যগণ; **প্রমথাঃ**—ভূত-প্রেত; **ততঃ অপি**—তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **বিবুধ-অনুগাঃ**—কিন্নরগণ; **যে**—যাঁরা; **দেব**—দেবতা; **অসুরেভ্যঃ**—অসুরদের থেকে; **মঘবৎ-প্রধানাঃ**—ইন্দ্র প্রমুখ; **দক্ষ-আদয়ঃ**—দক্ষ আদি; **ব্রহ্ম-সুতাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **তু**—তাহলে; **তেষাম্**—তাঁদের; **ভবঃ**—শিব; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সঃ**—তিনি (শিব); **অথ**—অধিকন্তু; **বিরিঞ্চ-বীর্যঃ**—ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **মৎ-পরঃ**—আমার ভক্ত; **অহম্**—আমি; **দ্বিজ-দেব-দেবঃ**—ব্রাহ্মণদের পূজক অথবা ব্রাহ্মণদের প্রভু।

অনুবাদ

চিৎ এবং অচিৎ—এই দুই প্রকার প্রকাশিত শক্তির মধ্যে পাথরাদি জড় পদার্থ থেকে সজীব বৃক্ষ ইত্যাদি (বনস্পতি, তৃণ, গুল্ম এবং বৃক্ষ) শ্রেষ্ঠ। স্থাবর বৃক্ষ থেকে গমনক্ষম সরীসৃপ শ্রেষ্ঠ। সরীসৃপ থেকে উন্নততর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পশুরা

শ্রেষ্ঠ। পশুদের থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ, এবং মানুষ থেকে ভূত-প্রেত শ্রেষ্ঠ কারণ তাদের স্থূল দেহ নেই। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব, এবং গন্ধর্বদের থেকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ। সিদ্ধদের থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্নর এবং তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ অসুর। অসুরদের থেকে দেবতারা শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের থেকে শ্রেষ্ঠ দক্ষ আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ, এবং ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শিব। শিব ব্রহ্মার পুত্র বলে ব্রহ্মা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মাও আমার অধীন। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদের আমার পূজ্য বলে মনে করি, তাই ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্রাহ্মণদের ভগবানের থেকে উচ্চপদ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত। যদিও ঋষভদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার উপযুক্ত বলে পরামর্শ দিয়েছেন, তবুও তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করে যথাযথভাবে পৃথিবী শাসন করতে। ভগবানের আরাধনা হয় *ব্রহ্মণ্যদেব* রূপে। ভগবান ভক্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ। ব্রাহ্মণ বলতে অবশ্য তথাকথিত জাত ব্রাহ্মণদের বোঝায় না, যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের বোঝায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আটটি গুণ থাকা উচিত, যার উল্লেখ চতুর্বিংশতি শ্লোকে করা হয়েছে। যথা—শম, দম, সত্য, তিতিক্ষা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদের পূজা সর্বদা করা উচিত এবং শাসকদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের পরিচালনায় প্রজা শাসন করা। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা রাষ্ট্রনেতা নির্বাচন করে না, এবং রাষ্ট্রনেতারাও যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। তার ফলে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দেওয়া উচিত, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে তাঁরা ভরত মহারাজের মতো উত্তম ভক্তকে রাষ্ট্রের নেতারূপে নির্বাচন করতে পারেন। রাষ্ট্রনেতা যদি যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে সবকিছুই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে বিবর্তনের পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হওয়ার যে আধুনিক মতবাদ তা এই শ্লোকে কিয়দংশে সমর্থিত হয়েছে, কারণ এখানে বলা হয়েছে ভূতেষু *বীরুদ্ভ্যঃ*। অর্থাৎ, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম ইত্যাদি উদ্ভিদ জড় পদার্থ থেকে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে জড়েরও বনস্পতিরূপে জীবদের প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই অর্থে জড় থেকে জীবনের প্রকাশ

হয়, তেমনই আবার জড়েরও প্রকাশ হয় জীবন থেকে। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি সমস্ত চেতন এবং জড় জগতের উৎস। সবকিছুই আমার থেকেই প্রকাশিত হয়।"

দুই প্রকার শক্তি রয়েছে—জড় এবং চেতন—এবং উভয়ই মূলত শ্রীকৃষ্ণ থেকে আসছে। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ। যদিও বলা যেতে পারে যে, জড় জগতে জীবশক্তির উদ্ভব হয় জড় পদার্থ থেকে, তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, জড় পদার্থের উদ্ভব হয়েছে পরম পুরুষ থেকে। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।* অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জড় এবং চেতন উভয়ই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জীব যখন ব্রাহ্মণের স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন পরম ব্রহ্মের উপাসক, এবং পরম ব্রহ্ম ব্রাহ্মণদের পূজা করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্ত ভগবানের অধীন, এবং ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধান করতে চান। ব্রাহ্মণকে বলা হয় *দ্বিজদেব*, এবং ভগবানকে বলা হয় *দ্বিজদেবদেব*। তিনি ব্রাহ্মণদেরও ঈশ্বর।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (*মধ্যলীলা*, ঊনবিংশতি অধ্যায়) বিবর্তনবাদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—

তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ ।
জঙ্গমে তির্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর ।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক বেদ 'মুখে' মানে ।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥
ধর্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্মনিষ্ঠ' ।
কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত' ।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥

দুই প্রকার জীব রয়েছে—স্থাবর এবং জঙ্গম। জঙ্গমদের মধ্যে পক্ষী, পশু, জলচর, মানুষ ইত্যাদি রয়েছে। তাদের মধ্যে মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্প। এই অল্পসংখ্যক মানুষদের মধ্যে রয়েছে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ইত্যাদি বহু নিম্ন স্তরের মানুষ। যারা বেদ মানে, সেই যথেষ্ট উন্নত মানুষেরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যারা বর্ণাশ্রম নামক বৈদিক প্রথা মানে, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই প্রকৃতপক্ষে

তা মানে। আবার যাঁরা তা মানেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কর্মনিষ্ঠ অর্থাৎ উচ্চলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য পুণ্যকর্ম করেন। *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—হাজার হাজার সকাম কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। *যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ*—বহু জ্ঞানীর মধ্যে হয়তো একজন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, এবং কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের মধ্যে হয়তো একজন কৃষ্ণভক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ২৩

ন ব্রাহ্মণৈস্তুলয়ে ভূতমন্যৎ
পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ পরং তু ।
যস্মিন্নৃভিঃ প্রহুতং শ্রদ্ধয়াহ-
মশ্নামি কামং ন তথাগ্নিহোত্রে ॥ ২৩ ॥

ন—না; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণের সঙ্গে; **তুলয়ে**—সমান বলে মনে করি; **ভূতম্**—জীব; **অন্যৎ**—অন্য; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **বিপ্রাঃ**—হে সমাগত ব্রাহ্মণগণ; **কিম্**—কোন কিছু; **অতঃ**—ব্রাহ্মণদের থেকে; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **যস্মিন্**—যাঁদের থেকে; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **প্রহুতম্**—যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর নিবেদিত ভোজন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্বক; **অহম্**—আমি; **অশ্নামি**—আহার করি; **কামম্**—পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে; **ন**—না; **তথা**—সেই প্রকার; **অগ্নি-হোত্রে**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এই জগতের কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের সমতুল্য বা ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি না। আমার মনোভাব সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করার মাধ্যমে আমাকে ভোজন করায়। যখন এইভাবে আমাকে অন্ন নিবেদন করা হয়, তখন তা আমি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করি। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে প্রদত্ত ভোজন আমি অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিবেদিত ভোজন থেকে অধিক তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, যজ্ঞ সমাপ্তির পর ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে প্রসাদ সেবা করানো হয়। ব্রাহ্মণেরা যখন সেই প্রসাদ ভোজন করেন, তখন মনে করা হয় যে ভগবান স্বয়ং ভোজন করছেন। তাই কেউই যোগ্য ব্রাহ্মণের তুল্য নন। বিবর্তনের চরম পূর্ণতা হচ্ছে ব্রহ্মণ্য স্তরে অবস্থিত হওয়া। যে সভ্যতা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় অথবা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয় না, তা অবশ্যই নিন্দনীয়। বর্তমান মানব-সভ্যতা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, এবং তার ফলে অধিক থেকে অধিকতর মানুষ বিভিন্ন প্রকার নেশায় আসক্ত হচ্ছে। কেউই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে না। আসুরিক সভ্যতা উগ্র কর্ম বা ভয়ঙ্কর কার্যকলাপে আগ্রহশীল, এবং তার ফলে তাদের অন্তহীন কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বড় বড় কলকারখানা তৈরি হচ্ছে। পরিণামে মানুষ সরকারের কর যোগাতে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে। মানুষেরা অধার্মিক হয়ে পড়েছে এবং তারা আর *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে না। *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, মেঘ উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টি হয়। যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ফলে, যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হয়। সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে *ভগবদ্গীতার* নীতি অনুসরণ করা। তাহলে মানুষ অত্যন্ত সুখী হবে। *অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*—পশুপাখি এবং মানুষেরা যখন যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন আহার করে, তখন তারা বলবান হয়, তাদের হৃদয় নির্মল হয় এবং মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তারা তখন জীবনের পরম উদ্দেশ্য, পারমার্থিক জীবনের প্রতি অগ্রসর হতে পারে।

শ্লোক ২৪

ধৃতা তনূরুশতী মে পুরাণী
যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্ ।
শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ
তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র ॥ ২৪ ॥

ধৃতা—চিন্ময় তত্ত্ব অধ্যয়নের দ্বারা যা ধারণ করা হয়; **তনূঃ**—দেহ; **উশতী**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **মে**—আমার; **পুরাণী**—শাশ্বত; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **পরমম্**—পরম; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **শমঃ**—মন সংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **সত্যম্**—সত্যনিষ্ঠা; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **চ**—এবং; **তপঃ**—

তপশ্চর্যা; **তিতিক্ষা**—সহনশীলতা; **অনুভবঃ**—ভগবান এবং জীব সম্বন্ধে উপলব্ধি; **চ**—এবং; **যত্র**—যেখানে।

অনুবাদ

শব্দরূপে বেদ আমার শাশ্বত অবতার। তাই বেদ হচ্ছে শব্দব্রহ্ম। এই জগতে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং যেহেতু তাঁরা বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন, তাই তাঁদের মূর্তিমান বেদ বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই তাঁরা শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা, অনুভব—এই আটটি গুণের দ্বারা গুণান্বিত। অতএব সমস্ত জীবের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে ব্রাহ্মণের যথার্থ বর্ণনা। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যিনি মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তিনি সমস্ত বেদের সত্যবাণী প্রচার করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি বেদের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনিই সত্যের প্রচার করতে পারেন। তিনি জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ। তিনি জানেন যে কৃষ্ণভক্তির অভাবের ফলেই তাদের এই দুঃখ-দুর্দশা, তাই তিনি তাদের কৃষ্ণভক্তি দান করে আনন্দময় স্তরে উন্নীত করেন। বদ্ধ জীবদের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চিৎ-জগৎ থেকে অবতরণ করেন। তিনি তাদের তাঁর শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। তেমনই, ব্রাহ্মণেরাও বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা লাভ করার পর, বদ্ধ জীবদের উদ্ধার কার্যে ভগবানকে সাহায্য করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সাত্ত্বিক গুণাবলীর জন্য ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাঁরা এই জড় জগতে সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মাদের মঙ্গল সাধনে রত।

শ্লোক ২৫

মত্তোঽপ্যনন্তাৎপরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥ ২৫ ॥

মত্তঃ—আমার থেকে; **অপি**—ও; **অনন্তাৎ**—শক্তি এবং ঐশ্বর্যে অসীম; **পরতঃ পরস্মাৎ**—উচ্চতম থেকে উচ্চতর; **স্বর্গ-অপবর্গ-অধিপতেঃ**—স্বর্গসুখ এবং মুক্তি প্রদানে সমর্থ; **ন**—না; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **যেষাম্**—যাঁদের; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **উ**—আহা; **স্যাৎ**—থাকতে পারে; **ইতরেণ**—অন্য কিছুর সঙ্গে; **তেষাম্**—তাঁদের; **অকিঞ্চনানাম্**—যার কোন প্রয়োজন নেই অথবা কোন কিছু অধিকার করার বাসনা নেই; **ময়ি**—আমাকে; **ভক্তি-ভাজাম্**—ভক্তি করেন।

অনুবাদ

আমি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, সর্ব শক্তিমান এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমি স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদানকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা আমার কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করেন না। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র এবং অকিঞ্চন। তাঁরা কেবল আমাতেই ভক্তি করেন। অন্য কারোর কাছে জাগতিক লাভের জন্য তাঁদের প্রার্থনা করার আর কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

আদর্শ ব্রাহ্মণোচিত গুণের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে—*অকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্* । ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত; তার ফলে তাঁদের কোন রকম জাগতিক অভাব নেই এবং তাঁরা কোন কিছু নিজের বলে দাবিও করেন না। ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে উৎসুক শুদ্ধ বৈষ্ণবদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১১/৮)। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান তাঁরা হচ্ছেন নিষ্কিঞ্চন, অর্থাৎ, তাঁদের কোন জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, *সন্দর্শনং বিষয়িনাম্ অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু*—জড় ঐশ্বর্য এবং স্ত্রীসঙ্গের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ পান করার থেকেও ভয়ঙ্কর। যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ বৈষ্ণব, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং সব রকম জাগতিক লাভের বাসনা থেকে তাঁরা মুক্ত। ব্রাহ্মণেরা জড় সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব ইত্যাদি দেবতাদের পূজা করেন না। এমনকি তাঁরা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করেন না; তাই এখানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, এই জগতে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ জীব। শ্রীকপিলদেবও *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৯/৩৩) সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥

ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় রত। এইভাবে ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

শ্লোক ২৬

সর্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভি-
শ্চরাণি ভূতানি সুতা ধ্রুবাণি ।
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো
বিবিক্তদৃগ্‌ভিস্তদু হার্হণং মে ॥ ২৬ ॥

সর্বাণি—সমস্ত; **মৎ-ধিষ্ণ্যতয়া**—আমার অধিষ্ঠান বলে; **ভবদ্ভিঃ**—তোমাদের দ্বারা; **চরাণি**—জঙ্গম; **ভূতানি**—ভূতসমূহ; **সুতাঃ**—হে পুত্রগণ; **ধ্রুবাণি**—স্থাবর; **সম্ভাবিতব্যানি**—সম্মান করা উচিত; **পদে পদে**—প্রতিক্ষণ; **বঃ**—তোমাদের দ্বারা; **বিবিক্ত-দৃগ্‌ভিঃ**—ভগবান যে পরমাত্মারূপে সর্বব্যাপ্ত সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, যাঁর দৃষ্টি নির্মল হয়েছে; **তৎ উ**—পরোক্ষভাবে তা; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **অর্হণম্**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, স্থাবর অথবা জঙ্গম কোন জীবের প্রতিই মাৎসর্য পরায়ণ হয়ো না। আমি তাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করছি জেনে সর্বদা তাদের সম্মান করো, তাহলে আমার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিবিক্ত-দৃগ্‌ভিঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মাৎসর্যশূন্য। প্রতিটি জীবই ভগবানের মন্দির, কারণ পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থং পরমাণুচয়ান্তরস্থম্* । ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আবার তিনি

প্রতিটি পরমাণুতেও অবস্থিত। *বেদের* বাণী অনুসারে—*ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্* । ভগবান সর্বত্র বিরাজ করছেন, এবং যেখানেই তিনি বিরাজ করেন সেটিই হচ্ছে তাঁর মন্দির। আমরা দূর থেকেও মন্দিরকে প্রণাম করি। তেমনই সমস্ত জীবদেরও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এই তত্ত্ব সর্বেশ্বরবাদ থেকে ভিন্ন। সর্বেশ্বরবাদ মনে করে যে, সবকিছুই ভগবান। সবকিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণ ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সবকিছুই ভগবান। ধনী এবং দরিদ্রের ভেদভাবের ভিত্তিতে কিছু মূর্খলোক যে দরিদ্র-নারায়ণ পূজার প্রচলন করেছে, সেই ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। নারায়ণ ধনী অথবা দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই রয়েছেন। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, দরিদ্রদের মধ্যেই নারায়ণ রয়েছেন। তিনি সর্বত্রই রয়েছেন। উন্নত ভক্ত সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন—এমনকি কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"বিনম্র মহাত্মা তাঁর যথার্থ জ্ঞানের প্রভাবে, একজন বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, একটি গাভী, হস্তী, কুকুর এবং শ্বপচ বা চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৫/১৮) এই *সমদর্শিনঃ* শব্দটির অর্থ এই নয় যে, জীব ও ভগবান সমান। জীব এবং ভগবানের পার্থক্য নিত্য। প্রতিটি জীবই ভগবান থেকে ভিন্ন। *বিবিক্তদৃক্* বা *সমদৃক্*-এর অজুহাতে জীব এবং ভগবানকে সমান করে দেওয়া একটি মস্ত বড় ভুল। ভগবান যদিও সর্বত্র বিরাজমান, তবুও তাঁর পদ সর্বোচ্চ। শ্রীল মধ্বাচার্য *পদ্মপুরাণের* উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—*বিবিক্ত-দৃষ্টি-জীবানাং ধিষ্ণ্যতয়া পরমেশ্বরস্য ভেদদৃষ্টিঃ* । "যাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং যিনি নির্মৎসর, তিনি ভগবানকে সমস্ত জীব থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করতে পারেন, যদিও ভগবান সমস্ত জীবের মধ্যে বিরাজ করছেন।" *পদ্মপুরাণ* থেকে মধ্বাচার্য আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

উপপাদয়েৎ পরাত্মানং জীবেভ্যো যঃ পদে পদে ।
ভেদেনৈব ন চৈতস্মাৎ প্রিয়ো বিষ্ণোস্তু কশ্চন ॥

"যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।" *পদ্মপুরাণে* আরও বলা হয়েছে, *যো হরেশ্চৈব জীবানাং ভেদবক্তা হরেঃ প্রিয়ঃ*—"যিনি প্রচার করেন যে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়।"

শ্লোক ২৭

মনোবচোদৃক্করণেহিতস্য
সাক্ষাৎকৃতং মে পরিবর্হণং হি ।
বিনা পুমান্ যেন মহাবিমোহাৎ
কৃতান্তপাশান্ন বিমোক্তুমীশেৎ ॥ ২৭ ॥

মনঃ—মন; **বচঃ**—বাণী; **দৃক্**—দৃষ্টি; **করণ**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ঈহিতস্য**—(দেহ, সমাজ, বন্ধুত্ব ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য) সমস্ত কর্মের; **সাক্ষাৎকৃতম্**—সরাসরিভাবে প্রদত্ত; **মে**—আমাকে; **পরিবর্হণম্**—পূজা; **হি**—যেহেতু; **বিনা**—ব্যতীত; **পুমান্**—কোন ব্যক্তি; **যেন**—যা; **মহা-বিমোহাৎ**—মহা মোহ থেকে; **কৃতান্ত-পাশাৎ**—যমরাজের পাশ থেকে; **ন**—না; **বিমোক্তুম্**—মুক্ত হওয়ার জন্য; **ঈশেৎ**—সক্ষম হয়।

অনুবাদ

মন, চক্ষু, বাক্য ও অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির যথার্থ কার্য হচ্ছে আমারই সেবায় পূর্ণরূপে নিযুক্ত হওয়া। জীবের ইন্দ্রিয় যদি এইভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহলে জীব যমরাজের পাশসদৃশ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

তাৎপর্য

নারদ-পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

এটিই হচ্ছে ভক্তির সারমর্ম। ভগবান ঋষভদেব সর্বক্ষণ ভক্তির উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং এখন তিনি তাঁর চরম সিদ্ধান্তে বলছেন যে, সব কয়টি ইন্দ্রিয়ই ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। এই দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত। তা না হলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ পরমসুহৃদ্ভগবানৃষভাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্মণাং মহামুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্বরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণকেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রবব্রাজ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অনুশাস্য**—উপদেশ দিয়ে; **আত্ম-জান্**—তাঁর পুত্রদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনুশিষ্টান্**—সুশিক্ষিত; **অপি**—যদিও; **লোক-অনুশাসন-অর্থম্**—মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **মহা-অনুভাবঃ**—মহাপুরুষ; **পরম-সুহৃৎ**—সকলের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষভ-অপদেশঃ**—যিনি ঋষভদেব নামে বিখ্যাত; **উপশম-শীলানাম্**—যাঁদের জড় সুখভোগের কোন বাসনা নেই; **উপরত-কর্মণাম্**—যাঁরা সকাম কর্মে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন; **মহা-মুনীনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ভক্তি**—ভক্তি; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **পারমহংস্য**—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; **ধর্মম্**—কর্তব্য; **উপশিক্ষমাণঃ**—উপদেশ দিয়ে; **স্ব-তনয়**—তাঁর পুত্রদের; **শত**—এক শত; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **পরম-ভাগবতম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত; **ভগবৎ-জন-পরায়ণম্**—ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের অনুগামী; **ভরতম্**—মহারাজ ভরত; **ধরণি-পালনায়**—পৃথিবী শাসনের উদ্দেশ্যে; **অভিষিচ্য**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভবনে**—গৃহে; **এব**—যদিও; **উর্বরিত**—অবশিষ্ট; **শরীর-মাত্র**—দেহ মাত্র; **পরিগ্রহঃ**—স্বীকার করে; **উন্মত্তঃ**—উন্মাদ; **ইব**—সদৃশ; **গগন-পরিধানঃ**—আকাশকে তাঁর বসনরূপে গ্রহণ করে; **প্রকীর্ণ-কেশঃ**—আলুলায়িত কেশ; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **আরোপিত**—আরোপ করে; **আহবনীয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **ব্রহ্মাবর্তাৎ**—ব্রহ্মাবর্ত থেকে; **প্রবব্রাজ**—সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সকলের পরম সুহৃৎ ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য তাঁর পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত ছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে, পিতার পুত্রদের কিভাবে

উপদেশ দেওয়া উচিত, সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। কর্মবন্ধন মুক্ত নির্গুণ ভক্তিপরায়ণ সন্ন্যাসীরাও এই উপদেশ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারেন। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং বৈষ্ণবদের অনুগত। সারা পৃথিবী শাসনের জন্য ভগবান ঋষভদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর অনিকেত হয়েও শরীরমাত্র পরিগ্রহ করে, উন্মত্তের মতো দিগম্বর ও বিমুক্ত কেশ হয়ে, আহবনীয় অগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মাবর্ত থেকে পরিব্রজে গমন করলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের যে উপদেশগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি তাঁদের জন্য ছিল না, কারণ তাঁরা সকলেই সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানবান ছিলেন। সেই উপদেশগুলি তিনি উত্তম ভক্ত হওয়ার অভিলাষী সন্ন্যাসীদের জন্য দিয়েছিলেন। ভক্তিপথের পথিক সন্ন্যাসীদের কর্তব্য ভগবান ঋষভদেবের উপদেশগুলি পালন করা। ভগবান ঋষভদেব গৃহে অবস্থান কালেও গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে নগ্ন অবস্থায় উন্মত্তের মতো ছিলেন।

শ্লোক ২৯

জড়ান্ধমূকবধিরপিশাচোন্মাদকবদবধূতবেষোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং গৃহীতমৌনব্রতস্তূষ্ণীং বভূব ॥ ২৯ ॥

জড়—জড়; **অন্ধ**—অন্ধ; **মূক**—মূক; **বধির**—বধির; **পিশাচ**—পিশাচ; **উন্মাদক**—উন্মাদ; **বৎ**—সদৃশ; **অবধূত-বেশঃ**—অবধূতের মতো (জড় জগতের সঙ্গে সংস্রব রহিত); **অভিভাষ্যমাণঃ**—এইভাবে সম্বোধিত হয়ে (বধির, মূক, অন্ধ বলে); **অপি**—যদিও; **জনানাম্**—জনতার দ্বারা; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **মৌন**—মৌন; **ব্রতঃ**—ব্রত; **তূষ্ণীম্ বভূব**—তিনি নীরব ছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব অবধূত বেশ ধারণ করে মানব সমাজের মধ্যে জড়, অন্ধ, মূক, বধির ও পিশাচের মতো বিচরণ করতেন। মানুষ যদিও তাঁকে সেই সমস্ত নামে সম্ভাষণ করত, তবুও তিনি মৌনাবলম্বন করে কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি কোনও রকম সামাজিক রীতিনীতির অপেক্ষা করেন না, বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ধর্মের, তাঁকে বলা হয় অবধূত। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তরমুখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত থাকেন। অর্থাৎ যিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়মগুলি অতিক্রম করেছেন তাঁকে বলা হয় অবধূত। এই প্রকার ব্যক্তি ইতিমধ্যেই মায়ার বন্ধন অতিক্রম করেছেন, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন।

শ্লোক ৩০

তত্র তত্র পুরগ্রামাকরখেটবাটখর্বটশিবিরব্রজঘোষসার্থগিরিবনাশ্রমাদিষ্বনু-পথমবনিচরাপসদৈঃ পরিভূয়মানো মক্ষিকাভিরিব বনগজস্তর্জনতাড়না-বমেহনষ্ঠীবনগ্রাবশকৃদ্রজঃপ্রক্ষেপপূতিবাতদুরুক্তৈস্তদবিগণয়ন্নেবাসৎ-সংস্থান এতস্মিন্ দেহোপলক্ষণে সদপদেশ উভয়ানুভবস্বরূপেণ স্বমহিমাবস্থানেনাসমারোপিতাহংমমাভিমানত্বাদবিখণ্ডিতমনাঃ পৃথিবী-মেকচরঃ পরিবভ্রাম ॥ ৩০ ॥

তত্র তত্র—ইতস্তত; **পুর**—নগরী; **গ্রাম**—গ্রাম; **আকর**—খনি; **খেট**—শস্যক্ষেত্র; **বাট**—উদ্যান; **খর্বট**—গিরিতটস্থিত গ্রাম; **শিবির**—সেনানিবাস; **ব্রজ**—গোনিবাস; **ঘোষ**—গোপনিবাস; **সার্থ**—তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামস্থল; **গিরি**—পর্বত; **বন**—অরণ্য; **আশ্রম**—ঋষিদের আশ্রম; **আদিষু**—ইত্যাদি; **অনুপথম্**—তাঁর ভ্রমণ পথে; **অবনিচর-অপসদৈঃ**—দুষ্টদের দ্বারা; **পরিভূয়মানঃ**—পরিবৃত হয়ে; **মক্ষিকাভিঃ**—মাছিদের দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **বন-গজঃ**—বনহস্তী; **তর্জন**—ভয় প্রদর্শনের দ্বারা; **তাড়ন**—প্রহার; **অবমেহন**—গায়ে প্রস্রাব করা; **ষ্ঠীবন**—গায়ে থুতু ফেলা; **গ্রাব-শকৃৎ**—পাথর এবং বিষ্ঠা; **রজঃ**—ধূলি; **প্রক্ষেপ**—নিক্ষেপ করে; **পূতি-বাত**—গায়ে অধোবায়ু ত্যাগ; **দুরুক্তৈঃ**—গালি দিয়ে; **তৎ**—তা; **অবিগণয়ন্**—গ্রাহ্য না করে; **এব**—এইভাবে; **অসৎ-সংস্থানে**—ভদ্র মানুষের অযোগ্য স্থান; **এতস্মিন্**—এই; **দেহ-উপলক্ষণে**—জড় দেহরূপে; **সৎ-অপদেশে**—সত্য বলে নির্ণয় করে; **উভয়-অনুভব-স্বরূপেণ**—দেহ এবং আত্মার প্রকৃত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে; **স্ব-মহিম**—তাঁর নিজের মহিমায়; **অবস্থানেন**—অবস্থিত হয়ে; **অসমারোপিত-অহম্-মম-অভিমানত্বাৎ**—"আমি এবং আমার" এই ভ্রান্ত ধারণা অস্বীকার করে; **অবিখণ্ডিত-মনাঃ**—অবিচলিত মনে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবীর সর্বত্র; **একচরঃ**—একাকী; **পরিবভ্রাম**—তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ঋষভদেব নগরী, গ্রাম, খনি, কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, উদ্যান, সেনানিবাস, গোনিবাস, গোপপল্লী, যাত্রীনিবাস, পর্বত, অরণ্য, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর ভ্রমণের সময় মাছিরা যেমন বনহস্তীকে ঘিরে উত্ত্যক্ত করে, সেইভাবে দুর্জনেরা ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, গায়ে প্রস্রাব ও থুতু পরিত্যাগ, পাথর, বিষ্ঠা ও ধূলি নিক্ষেপ, অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে নানাভাবে ক্লেশ প্রদান করলেও তিনি সেই সমস্ত গ্রাহ্য করতেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় শরীরের পরিণতিই তাই। তিনি চিন্ময় স্তরে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি এই সমস্ত অবমাননা গ্রাহ্য করতেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি চিৎ এবং অচিৎ-এর পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং তাই তাঁর কোন রকম দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। এইভাবে কারোর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি একাকী সারা পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার বন্ধন কাহাঁ তার* । কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই জড় দেহ এবং জড় জগৎ অনিত্য, তখন তিনি আর তাঁর শারীরিক দুঃখ এবং সুখের পরোয়া করেন না। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) উপদেশ দিয়েছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।"

ঋষভদেব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে—*ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্* । তাঁর জড় দেহের বন্ধন ছিল না, এবং তাই দুর্জনেরা তাঁকে যে যন্ত্রণা দিয়েছিল তা তিনি নীরবে সহ্য করেছিলেন। তারা তাঁর প্রতি মল এবং ধূলি নিক্ষেপ করলেও এবং তাঁকে প্রহার করলেও তিনি তা সহ্য করেছিলেন। তাঁর দেহ ছিল চিন্ময় এবং তার ফলে তিনি কোন বেদনা অনুভব করেননি। তিনি সর্বদাই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।"

ভগবান যেহেতু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তাই তিনি কুকুর এবং শূকরের হৃদয়েও বিরাজমান। কুকুর এবং শূকর যদিও নোংরা স্থানে থাকে, তাহলেও মনে করা উচিত নয় যে, পরমাত্মারূপী ভগবানও সেই নোংরা স্থানে রয়েছেন। সমাজের দুষ্ট লোকেরা যদিও ভগবান ঋষভদেবের উপর অত্যাচার করেছিল, কিন্তু তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্ব-মহিম-অবস্থানেন*—'তিনি তাঁর স্বীয় মহিমায় অবস্থিত ছিলেন।' উপরোক্ত বিভিন্নভাবে তাঁকে নির্যাতন করা হলেও, তিনি কোন রকম দুঃখ অনুভব করেননি।

শ্লোক ৩১

অতিসুকুমারকরচরণোরঃস্থলবিপুলবাহ্বংসগলবদনাদ্যবয়ববিন্যাসঃ প্রকৃতিসুন্দরস্বভাবহাসসুমুখো নবনলিনদলায়মানশিশিরতারারুণায়তনয়নরুচিরঃ সদৃশসুভগকপোলকর্ণকণ্ঠনাসো বিগূঢ়স্মিতবদনমহোৎসবেন পুরবনিতানাং মনসি কুসুমশরাসনমুপদধানঃ পরাগবলম্বমানকুটিলজটিলকপিশকেশভূরিভারোঽবধূতমলিননিজশরীরেণ গ্রহগৃহীত ইবাদৃশ্যত ॥ ৩১ ॥

অতি-সু-কুমার—অত্যন্ত কোমল; **কর**—হাত; **চরণ**—পা; **উরঃস্থল**—বক্ষঃস্থল; **বিপুল**—দীর্ঘ; **বাহু**—বাহু; **অংস**—কাঁধ; **গল**—গলা; **বদন**—মুখ; **আদি**—ইত্যাদি; **অবয়ব**—অঙ্গ; **বিন্যাসঃ**—সুগঠিত; **প্রকৃতি**—প্রকৃতির দ্বারা; **সুন্দর**—সুন্দর; **স্ব-ভাব**—স্বাভাবিক; **হাস**—হাস্য; **সু-মুখঃ**—তাঁর সুন্দর মুখ; **নব-নলিন-দলায়মান**—সদ্যবিকশিত পদ্মের পাপড়ির মতো; **শিশির**—সমস্ত সন্তাপ হরণকারী; **তার**—চক্ষের মণি; **অরুণ**—রক্তিম; **আয়ত**—বিস্তৃত; **নয়ন**—চক্ষু; **রুচিরঃ**—সুন্দর; **সদৃশ**—সমতুল্য; **সুভগ**—সুন্দর; **কপোল**—গাল; **কর্ণ**—কান; **কণ্ঠ**—গলা; **নাসঃ**—তাঁর নাক; **বিগূঢ়-স্মিত**—গভীর হাসির দ্বারা; **বদন**—তাঁর মুখ; **মহা-উৎসবেন**—উৎসবের মতো; **পুর-বনিতানাম্**—পুরনারীগণ; **মনসি**—হৃদয়ে; **কুসুম-শরাসনম্**—কামদেব; **উপদধানঃ**—জাগরিত করে; **পরাক্**—সর্বত্র; **অবলম্বমান**—বিস্তৃত; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **জটিল**—জটাযুক্ত; **কপিশ**—পিঙ্গল বর্ণ; **কেশ**—চুল; **ভূরি-ভারঃ**—প্রচুর; **অবধূত**—অনাদৃত; **মলিন**—মলিন; **নিজ-শরীরেণ**—তাঁর শরীরের দ্বারা; **গ্রহ-গৃহীতঃ**—পিশাচগ্রস্ত; **ইব**—যেন; **অদৃশ্যত**—তাঁকে মনে হত।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেবের কর, চরণ এবং বক্ষস্থল ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাঁর স্কন্ধদ্বয়, মুখমণ্ডল প্রভৃতি অবয়ব অত্যন্ত সুকোমল এবং সুগঠিত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে নিরন্তর শোভিত ছিল। তাঁর নয়নযুগল ছিল প্রভাতের শিশিরসিক্ত নবীন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ এবং অরুণ বর্ণ। তাঁর চোখের তারা এত মনোহর ছিল যে, তা দর্শকের সমস্ত সন্তাপ হরণ করত। তাঁর কপাল, কর্ণ, কণ্ঠ, নাক এবং অন্য সমস্ত অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মধুর হাসি সর্বদা তাঁর মুখকে অধিকতর সৌন্দর্যে মণ্ডিত করত। তা এতই সুন্দর ছিল যে, বিবাহিতা রমণীদের হৃদয়ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তারা যেন কামবাণে জর্জরিত হতেন। তাঁর মাথা জুড়ে ছিল কুঞ্চিত জটাযুক্ত পিঙ্গল বর্ণ কেশ। তাঁর অবিন্যস্ত চুল, মলিন শরীর দেখে তাঁকে পিশাচগ্রস্ত বলে মনে হত।

তাৎপর্য

ভগবান ঋষভদেব যদিও তাঁর শরীরকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন, তবুও তাঁর দিব্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, বিবাহিতা রমণীরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তাঁর সৌন্দর্য এবং মলিনতার সংমিশ্রণে তাঁর সুন্দর শরীরকে পিশাচগ্রস্ত বলে মনে হত।

শ্লোক ৩২

যর্হি বাব স ভগবান্ লোকমিমং যোগস্যাদ্ধা প্রতীপমিবাচক্ষাণস্তৎ-প্রতিক্রিয়াকর্ম বীভৎসিতমিতি ব্রতমাজগরমাস্থিতঃ শয়ান এবাশ্নাতি পিবতি খাদত্যবমেহতি হদতি স্ম চেষ্টমান উচ্চরিত আদিগ্ধোদ্দেশঃ ॥ ৩২ ॥

যর্হি বাব—যখন; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **লোকম্**—জনসাধারণ; **ইমম্**—এই; **যোগস্য**—যোগ সাধনের; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **প্রতীপম্**—বিরুদ্ধ; **ইব**—সদৃশ; **আচক্ষাণঃ**—দর্শন করে; **তৎ**—তাঁর; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিকারের জন্য; **কর্ম**—কর্ম; **বীভৎসিতম্**—নিন্দনীয়; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রতম্**—আচরণ; **আজগরম্**—অজগরের (এক স্থানে থেকে); **আস্থিতঃ**—গ্রহণ করে; **শয়ানঃ**—শয়ন করে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অশ্নাতি**—আহার করে; **পিবতি**—পান করে; **খাদতি**—চর্বণ করে; **অবমেহতি**—মূত্র ত্যাগ করে; **হদতি**—মল ত্যাগ করে; **স্ম**—এইভাবে; **চেষ্টমানঃ**—অবলুণ্ঠিত হয়ে; **উচ্চরিতে**—বিষ্ঠায় এবং মূত্রে; **আদিগ্ধ-উদ্দেশঃ**—এইভাবে তাঁর শরীর লিপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব যখন দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর যোগ সাধনের প্রতিবন্ধকতা করছে, তখন তিনি তার প্রতিকারের জন্য আজগর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একস্থানে শয়ন করেই আহার, পান এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করতেন এবং সেখানেই অবলুণ্ঠন করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর তাঁর নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে বিরোধী দুর্জনেরা এসে তাঁকে বিরক্ত না করে।

তাৎপর্য

মানুষ একস্থানে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকলেও তার অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সেটিই হচ্ছে শাস্ত্রের বাণী। কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি একস্থানে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় তাঁর সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়। কেউ যদি ভগবানের বাণীর প্রচারক না হন, তাহলে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষ একই স্থানে থেকে কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারে। ঋষভদেব যখন দেখেছিলেন যে, সর্বত্র পরিভ্রমণ করার ফলে কেবল বিঘ্নেরই সৃষ্টি হচ্ছে, তখন তিনি অজগরের মতো একস্থানে শুয়ে থাকতে মনস্থ করেছিলেন। এইভাবে তিনি একস্থানে শয়ন করে আহার, পান করতেন এবং সেখানেই মল-মূত্র ত্যাগ করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর মল-মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল এবং মানুষেরা আর তাঁকে বিরক্ত করতে তাঁর কাছে আসত না।

শ্লোক ৩৩

তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্যবায়ুস্তং দেশং দশযোজনং সমন্তাৎ সুরভিং চকার ॥ ৩৩ ॥

তস্য—তাঁর; **হ**—প্রকৃতপক্ষে; **যঃ**—যা; **পুরীষ**—বিষ্ঠার; **সুরভি**—সৌরভের দ্বারা; **সৌগন্ধ্য**—সুগন্ধযুক্ত; **বায়ুঃ**—বায়ু; **তম্**—তা; **দেশম্**—দেশ; **দশ**—দশ; **যোজনম্**—যোজন পর্যন্ত (আট মাইলে এক যোজন হয়); **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **সুরভিম্**—সুগন্ধিত; **চকার**—করেছিল।

অনুবাদ

যেহেতু ঋষভদেব সেই অবস্থায় ছিলেন, তাই মানুষ আর তাঁকে বিরক্ত করেনি। কিন্তু তাঁর মল-মূত্রে কোন দুর্গন্ধ ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁর মল-মূত্র এতই

সুগন্ধিত ছিল যে, তার সৌরভে চতুর্দিকে দশ যোজন পর্যন্ত স্থান সুরভিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারি যে, ঋষভদেব দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন। তাঁর মল এবং মূত্র জড় জগতের মল-মূত্রের মতো না হয়ে সুগন্ধিত ছিল। জড় জগতেও গোময় পবিত্র এবং বীজাণুনাশক বলে মনে করা হয়। গোময় একস্থানে স্তূপীকৃত করে রাখলেও তা থেকে কোন দুর্গন্ধ বেরোয় না এবং কেউ বিরক্ত হয় না। তা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারি যে, চিৎ-জগতে মল এবং মূত্রও সুগন্ধযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, ঋষভদেবের মল-মূত্রের প্রভাবে সমস্ত পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৩৪

এবং গোমৃগকাকচর্যয়া ব্রজংস্তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানঃ কাকমৃগগোচরিতঃ পিবতি খাদত্যবমেহতি স্ম ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **গো**—গাভী; **মৃগ**—হরিণ; **কাক**—কাকের; **চর্যয়া**—কার্যকলাপের দ্বারা; **ব্রজন্**—বিচরণ করে; **তিষ্ঠন্**—একস্থানে থেকে; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **শয়ানঃ**—শয়ন করে; **কাক-মৃগ-গো-চরিতঃ**—ঠিক কাক, মৃগ এবং গাভীর মতো আচরণ করে; **পিবতি**—পান করে; **খাদতি**—খায়; **অবমেহতি**—প্রস্রাব করে; **স্ম**—তিনি তাই করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ঋষভদেব গাভী, মৃগ এবং কাকের বৃত্তি অনুগমন করেছিলেন। কখনও গমন করে, কখনও বা একস্থানে অবস্থান করে, কখনও উপবেশন করে এবং কখনও শয়ন করে তিনি গাভী, মৃগ ও কাকের মতো আচরণ করে পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করতেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেব ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁর দেহ ছিল দিব্য চিন্ময়। যেহেতু সাধারণ মানুষ তাঁর আচরণ এবং যোগসাধন বুঝতে পারত না, তাই তারা তাঁকে বিরক্ত করত। তাই তাদের প্রতারণা করার জন্য তিনি কাক, গাভী এবং মৃগের মতো আচরণ করতেন।

শ্লোক ৩৫

ইতি নানাযোগচর্যাচরণো ভগবান্ কৈবল্যপতির্ঋষভোঽবিরতপরম-মহানন্দানুভব আত্মনি সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে ভগবতি বাসুদেব আত্মনোঽব্যবধানানন্তরোদরভাবেন সিদ্ধসমস্তার্থপরিপূর্ণো যোগৈশ্বর্যাণি বৈহায়সমনোজবান্তর্ধানপরকায়প্রবেশদূরগ্রহণাদীনি যদৃচ্ছয়োপগতানি নাঞ্জসা নৃপ হৃদয়েনাভ্যনন্দৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **নানা**—বিবিধ; **যোগ**—যোগের; **চর্যা**—অনুষ্ঠান করে; **আচরণঃ**—অভ্যাস করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৈবল্য-পতিঃ**—কৈবল্য বা সাযুজ্য মুক্তি প্রদাতা; **ঋষভঃ**—ভগবান ঋষভদেব; **অবিরত**—নিরন্তর; **পরম**—পরম; **মহা**—অত্যন্ত; **আনন্দ-অনুভবঃ**—দিব্য আনন্দ অনুভব করে; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবের; **আত্ম-ভূতে**—হৃদয়ে অবস্থিত; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবে**—বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে; **আত্মনঃ**—নিজের; **অব্যবধান**—অভেদ; **অনন্ত**—অন্তহীন; **রোদর**—ক্রন্দন, হাস্য, কম্পন আদি; **ভাবেন**—প্রেমের লক্ষণের দ্বারা; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **সমস্ত**—সমস্ত; **অর্থ**—বাঞ্ছিত ঐশ্বর্যসহ; **পরিপূর্ণঃ**—পূর্ণ; **যোগ-ঐশ্বর্যাণি**—যোগশক্তি; **বৈহায়স**—আকাশে বিচরণ করে; **মনঃ-জব**—মনের গতিতে ভ্রমণ করে; **অন্তর্ধান**—অদৃশ্য হওয়ার শক্তি; **পরকায়-প্রবেশ**—অন্য শরীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা; **দূর-গ্রহণ**—দূরস্থিত বস্তু দর্শন করা; **আদীনি**—ইত্যাদি; **যদৃচ্ছয়া**—অনায়াসে; **উপগতানি**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ন**—না; **অঞ্জসা**—প্রত্যক্ষভাবে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **অভ্যনন্দৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান ঋষভদেব যোগীদের আচরণ প্রদর্শন করার জন্যই এইভাবে বিবিধ যোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুক্তির অধীশ্বর, এবং মুক্তির আনন্দ থেকেও শত-সহস্র গুণ অধিক চিন্ময় আনন্দে তিনি মগ্ন ছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণই হচ্ছেন ঋষভদেবের অংশী, তাই তাঁদের স্বরূপে কোন ভেদ ছিল না, এবং তার ফলে ঋষভদেব অশ্রু, পুলক, কম্পাদি লক্ষণ সমন্বিত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের দিব্য প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তার ফলে অন্তরীক্ষে বিচরণ, মনের গতিতে ভ্রমণ, অন্তর্ধান, অন্য দেহে প্রবেশ, দূরদর্শন প্রভৃতি যোগসিদ্ধি যদিও আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছিল, তবুও তিনি সেগুলি ব্যবহার করেননি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (*মধ্য* ১৯/১৪৯) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত'॥

সমস্ত বাসনা পূর্ণ না হলে শান্ত হওয়া যায় না। জড়বাদীই হোক অথবা অধ্যাত্মবাদীই হোক, সকলেই তাদের বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে। যারা জড় জগতে রয়েছে তারা সকলেই অশান্ত, কারণ তাদের অন্তহীন কামনা বাসনা রয়েছে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিষ্কাম। *অন্যাভিলাষিতাশূন্য*—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সব রকম জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে, কর্মীরা ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায় বলে কামনা বাসনায় পূর্ণ, তারা এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে, অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে, কখনই শান্ত নয়। তেমনই জ্ঞানীরাও মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করে। যোগীরাও অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধি কামনা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই সমস্ত বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নন, কারণ তিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের করুণার উপর নির্ভরশীল। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর, সমস্ত যোগসিদ্ধির অধিপতি, এবং তিনি আত্মারাম, সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত। এই শ্লোকে বিভিন্ন যোগসিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে। যোগসিদ্ধির ফলে কোন রকম যন্ত্র ছাড়াই অন্তরীক্ষে বিচরণ করা যায়, এবং মনের গতিতে ভ্রমণ করা যায়। অর্থাৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কোন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করা মাত্রই যোগী তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে পারেন। মনের গতি যে কত দ্রুত তা মাপা যায় না, কারণ এক নিমেষের মধ্যেই মন কোটি কোটি মাইল দূরে চলে যেতে পারে। সিদ্ধযোগী অন্যের শরীরে প্রবেশ করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করতে পারেন। এইভাবে যোগী তাঁর বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করে কোন যুবক শরীরে প্রবেশ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করতে পারেন। ভগবান বাসুদেবের অংশ ঋষভদেব এই সমস্ত যোগশক্তি সমন্বিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি পরায়ণ হয়েই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত ছিলেন, যে ভক্তি অশ্রু, পুলক, কম্পাদি লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত হত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ

ভগবান ঋষভদেব কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দাবানলে দগ্ধ হওয়ার সময়ও তাঁর দেহের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। জ্ঞানাগ্নিতে যখন সকাম কর্মের বীজ দগ্ধ হয়ে যায়, তখন যোগৈশ্বর্য স্বয়ং উপস্থিত হলেও ভক্তিযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। সাধারণ যোগী যোগসিদ্ধির দ্বারা মোহিত হয় এবং তার ফলে তার প্রগতি প্রতিহত হয়; তাই আদর্শ যোগী সেগুলির সমাদর করেন না। মন যেহেতু অত্যন্ত চঞ্চল, তাই মনকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা কর্তব্য। মহান যোগী সৌভরি ঋষির মনও তাঁকে এমনভাবে বিচলিত করেছিল যে, তিনি দীর্ঘ তপস্যালব্ধ যোগশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। চঞ্চল মনের প্রভাবে মহান যোগীও যোগভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হন। মন এতই চঞ্চল যে তা সিদ্ধযোগীকেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করে ফেলে। তাই ভগবান ঋষভদেব সমস্ত যোগীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেহ ত্যাগ করার পন্থা প্রদর্শন করেছেন। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট, কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটক প্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে ঋষভদেব কুটকাচলের সমীপবর্তী বনে উপস্থিত হয়েছিলেন। হঠাৎ সেই বনে দাবানল জ্বলে ওঠে এবং তার ফলে সেই বন ও ভগবান ঋষভদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়। ভগবান ঋষভদেবের পারমহংসলীলা কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটকের রাজা অবগত ছিলেন। সেই রাজার নাম ছিল অর্হৎ। পরে সেই মন্দমতি রাজা ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হয়ে জৈন মত প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেব অবতীর্ণ হয়ে মোক্ষ ধর্ম উপদেশ দিয়ে, সব রকম নাস্তিক্যবাদের বিনাশ করেন। এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ অত্যন্ত পুণ্যভূমি, কারণ ভগবান সেখানে অবতীর্ণ হন।

যোগীরা যে সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করেন, ঋষভদেব সেই সমস্ত সিদ্ধি উপেক্ষা করেছিলেন। কারণ ভগবদ্ভক্তির মাধুর্য এমনই যে, ভগবদ্ভক্তের যোগসিদ্ধির প্রতি আর কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। যোগেশ্বর কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের হয়ে সমস্ত যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি যোগসিদ্ধির থেকেও বহু গুণ দুর্লভ।

কখনও কখনও ভগবদ্ভক্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে মুক্তি এবং যোগসিদ্ধি কামনা করেন। ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তাঁদের তিনি ভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু ভক্তি তাঁরাই লাভ করতে পারেন, যাঁরা মুক্তি অথবা যোগসিদ্ধি কামনা করেন না।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

ন নূনং ভগব আত্মারামাণাং যোগসমীরিতজ্ঞানাবভর্জিতকর্মবীজানামৈশ্বর্যাণি পুনঃ ক্লেশদানি ভবিতুমর্হন্তি যদৃচ্ছয়োপগতানি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **ন**—না; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবঃ**—হে পরম শক্তিমান শুকদেব গোস্বামী; **আত্মারামাণাম্**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের; **যোগ-সমীরিত**—যোগ সাধনের দ্বারা লব্ধ; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **অবভর্জিত**—দগ্ধ; **কর্ম-বীজানাম্**—সকাম কর্মের বীজের; **ঐশ্বর্যাণি**—যোগসিদ্ধি; **পুনঃ**—পুনরায়; **ক্লেশদানি**—ক্লেশের কারণ; **ভবিতুম্**—হওয়ার জন্য; **অর্হন্তি**—সমর্থ; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকেই; **উপগতানি**—উপস্থিত হলে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবন্, যাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রভাবে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন এবং সকাম কর্মের প্রতি তাঁদের সমস্ত আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়। তখন তাঁদের কাছে সমস্ত যোগ ঐশ্বর্য আপনা থেকেই উপস্থিত হলেও তা তাঁদের কাছে ক্লেশদায়ক হয় না। তাহলে ঋষভদেব কেন সেগুলি অঙ্গীকার করলেন না?

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর যা কিছু প্রয়োজন হয়, তা তিনি আপনা থেকেই লাভ করেন, যদিও মনে হতে পারে যে, তা যেন তাঁর যোগসিদ্ধির ফল। কখনও কখনও যোগীরা এক টুকরো সোনা তৈরি করে তাদের যোগশক্তি প্রদর্শন করে। এবং তার ফলে মূর্খ লোকেরা মোহিত হয়ে, সেই অতি নগণ্য ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে তার অনুগমন করে। অনেক সময় এই সমস্ত যোগীরা নিজেরাই নিজেদের

ভগবান বলে জাহির করতে চায়। কিন্তু, ভক্তকে কখনও এই ধরনের ভেলকিবাজি দেখাতে হয় না। যোগসাধনা না করেই ভগবদ্ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অসীম সম্পদ লাভ করেন। তাই ঋষভদেব এই ধরনের যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে চাননি, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি কেন সেগুলি গ্রহণ করেননি, কারণ ভগবদ্ভক্তের কাছে তা মোটেই ক্লেশদায়ক নয়। ভগবদ্ভক্ত কখনই জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে বিচলিত হন না অথবা প্রসন্ন হন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কিভাবে তিনি ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করবেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত যদি অতুল সম্পদ লাভ করেন, তাহলে তিনি ভগবানের সেবাতেই তার সদ্ব্যবহার করেন। তিনি কখনও ঐশ্বর্যের দ্বারা বিচলিত হন না।

শ্লোক ২

ঋষিরুবাচ

সত্যমুক্তং কিন্ত্বিহ বা একে ন মনসোঽদ্ধা বিশ্রব্ধমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সত্যম্**—ঠিক; **উক্তম্**—বলেছেন; **কিন্তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জড় জগতে; **বা**—অথবা; **একে**—কিছু; **ন**—না; **মনসঃ**—মনের; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **বিশ্রব্ধম্**—বিশ্বস্ত; **অনবস্থানস্য**—অস্থির হয়ে; **শঠ**—অত্যন্ত ধূর্ত; **কিরাতঃ**—ব্যাধ; **ইব**—সদৃশ; **সঙ্গচ্ছন্তে**—হয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু, ধূর্ত ব্যাধ যেমন পশুদের ধরার পরও তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, কারণ তারা পালিয়ে যেতে পারে, তেমনই মহাত্মাগণও চঞ্চল মনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাই তাঁরা সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মনকে পর্যবেক্ষণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

"যজ্ঞ, তপশ্চর্যা এবং দানরূপ কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। সেগুলি সম্পাদন করা কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মহাত্মাদেরও পবিত্র করে।"

যিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সন্ন্যাসের অর্থ এই নয় যে, সংকীর্তন যজ্ঞও ত্যাগ করতে হবে। তেমনই, দান অথবা তপস্যাও ত্যাগ করা উচিত নয়। মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অনুশীলন নিষ্ঠাপূর্বক পালন করা উচিত। ভগবান ঋষভদেব দেখিয়েছেন কিভাবে কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করতে হয়, এবং তিনি সকলের জন্য এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

শ্লোক ৩

তথা চোক্তম্—
ন কুর্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

তথা—তেমনই; **চ**—এবং; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **ন**—কখনই না; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **কর্হিচিৎ**—কোন সময় অথবা কারোর পক্ষে; **সখ্যম্**—সখ্য; **মনসি**—মনে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনবস্থিতে**—যা অত্যন্ত অস্থির; **যৎ**—যাতে; **বিশ্রম্ভাৎ**—অত্যধিক বিশ্বাস করার ফলে; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল; **চীর্ণম্**—অভ্যাস করা হয়েছে; **চস্কন্দ**—বিচলিত হয়েছে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **ঐশ্বরম্**—শিব এবং সৌভরি ঋষির মতো মহাপুরুষদের।

অনুবাদ

পণ্ডিতেরা বলেছেন—মন স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল, তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত নয়। মনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে, যে কোন মুহূর্তে তা আমাদের প্রতারণা করতে পারে। দেবাদিদেব মহাদেবও ভগবানের মোহিনী মূর্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন, এবং সৌভরি মুনি যোগসিদ্ধির অতি উন্নত অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যিনি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে চিন্ময়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই জড় জগতে মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিরন্তর নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই নিরর্থক জীবন সংগ্রাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে সুখী হতে হলে, মানুষকে তার মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। তপস্যা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কিভাবে তপস্যা করতে হয় তা ঋষভদেব স্বয়ং আমাদের দেখিয়েছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৯/১৯/১৭) বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

স্ত্রীসঙ্গ করার সময় গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী সকলকেই অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। নির্জন স্থানে মাতা অথবা ভগিনী অথবা কন্যার সঙ্গেও একসাথে বসা উচিত নয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। তাই অনেক সময় অনেকে আমাদের সমালোচনা করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সকলকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ দিচ্ছি। আমরা যদি নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে থাকি, তাহলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় কামিনীর আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারব। কিন্তু, আমরা যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে নিষ্ঠাপরায়ণ না হই, তাহলে যে কোন মুহূর্তে আমরা রমণীর শিকার হতে পারি।

শ্লোক ৪

নিত্যং দদাতি কামস্যচ্ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী ॥ ৪ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **দদাতি**—দান করে; **কামস্য**—কামের; **ছিদ্রম্**—সুযোগ; **তম্**—তা (কাম); **অনু**—অনুসরণ করে; **যে**—যারা; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **যোগিনঃ**—যোগীদের অথবা যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে চেষ্টা করছেন তাঁদের; **কৃত-মৈত্রস্য**—মনকে বিশ্বাস করে; **পত্যুঃ**—পতির; **জায়া ইব**—পত্নীর মতো; **পুংশ্চলী**—অসতী বা ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ

অসতী স্ত্রী যেমন সহজেই উপপতির সঙ্গ লাভের জন্য নিজের স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, তেমনই যোগী যদি তাঁর মনকে সংযত না রাখেন, তাহলে তাঁর মন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি শত্রুদের প্রশ্রয় দিয়ে নিশ্চিতভাবে সেই যোগীকে হত্যা করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পুংশ্চলী* শব্দটির দ্বারা সেই স্ত্রীকে বোঝায় যে সহজেই পরপুরুষের অনুগমন করে। এই প্রকার রমণীকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেয়েদের কখনও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। শৈশবে তাদের পিতার কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। যৌবনে পতির এবং বৃদ্ধ অবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। তাদের যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং অবাধে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের চরিত্র ভ্রষ্ট হবে। চরিত্রভ্রষ্ট রমণী উপপতির প্ররোচনায় তার স্বামীকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে। এখানে এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে যাতে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক যোগী সর্বদা তাঁর মনকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনকে একশবার জুতা দিয়ে প্রহার করতে হবে, এবং রাত্রিবেলা ঘুমতে যাবার আগে মনকে একশবার ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করতে হবে। তার ফলে মন সংযত থাকবে। অসংযত মন এবং অসতী স্ত্রী সমান। অসতী স্ত্রী যে-কোন সময় তার পতিকে হত্যা করতে পারে, এবং অসংযত মন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যোগীকে হত্যা করতে পারে। যোগী যখন মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, তখন সংসার বন্ধনে অধঃপতিত হন। তাই সর্বদা মন থেকে সাবধান থাকা উচিত, ঠিক যেভাবে ব্যভিচারিণী পত্নী থেকে পতিকে সাবধান থাকতে হয়।

শ্লোক ৫

কামো মন্যুর্মদো লোভঃ শোকমোহভয়াদয়ঃ ।
কর্মবন্ধশ্চ যন্মূলঃ স্বীকুর্যাৎ কো নু তদ্‌বুধঃ ॥ ৫ ॥

কামঃ—কাম; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **মদঃ**—গর্ব; **লোভঃ**—লোভ; **শোক**—শোক; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—ভয়; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **কর্ম-বন্ধঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **চ**—এবং;

যৎ-মূলঃ—যার কারণ; **স্বীকুর্যাৎ**—স্বীকার করবে; **কঃ**—কে; **নু**—বাস্তবিক পক্ষে; **তৎ**—সেই মন; **বুধঃ**—কেউ যদি বুদ্ধিমান হন।

অনুবাদ

মন হচ্ছে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ এবং ভয়ের মূল কারণ। এই সব একত্রে কর্মবন্ধনের সৃষ্টি করে। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মনকে বিশ্বাস করবেন?

তাৎপর্য

মন হচ্ছে জড় বন্ধনের মূল কারণ। তার সঙ্গে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ, ভয় ইত্যাদি বহু শত্রু রয়েছে। মনকে সংযত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। যেহেতু মনের অনুগামীরা ভববন্ধনের কারণ, তাই মনকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং তার থেকে সর্বদা সাবধান থাকা উচিত।

শ্লোক ৬

**অথৈবমখিললোকপালললামোঽপি বিলক্ষণৈর্জড়বদবধূতবেষভাষা-
চরিতৈরবিলক্ষিতভগবৎপ্রভাবো যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনুশিক্ষয়ন্
স্বকলেবরং জিহাসুরাত্মন্যাত্মানমসংব্যবহিতমনর্থান্তরভাবেনান্বীক্ষমাণ
উপরতানুবৃত্তিরুপররাম ॥ ৬ ॥**

অথ—তারপর; **এবম্**—এইভাবে; **অখিল-লোক-পাল-ললামঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের নেতা; **অপি**—যদিও; **বিলক্ষণৈঃ**—বিবিধ; **জড়-বৎ**—মূঢ়বৎ; **অবধূত-বেষ-ভাষা-চরিতৈঃ**—অবধূতের বেশ, ভাষা এবং আচরণের দ্বারা; **অবিলক্ষিত-ভগবৎ-প্রভাবঃ**—ভগবানের ঐশ্বর্য গোপন রেখে (নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের মতো প্রদর্শন করে); **যোগিনাম্**—যোগিদের; **সাম্পরায়-বিধিম্**—দেহত্যাগের বিধি; **অনুশিক্ষয়ন্**—শিক্ষা দিয়ে; **স্ব-কলেবরম্**—তাঁর দেহ, যা কোন মতেই জড় ছিল না; **জিহাসুঃ**—একজন সাধারণ মানুষের মতো পরিত্যাগ করার বাসনায়; **আত্মনি**—আদি পুরুষ বাসুদেবকে; **আত্মানম্**—ভগবান বিষ্ণুর আবেশ অবতার ঋষভদেব স্বয়ং; **অসংব্যবহিতম্**—মায়ার ব্যবধান রহিত; **অনর্থ-অন্তর-ভাবেন**—স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর পদে; **অন্বীক্ষমানঃ**—সর্বক্ষণ দর্শন করে; **উপরত-**

অনুবৃত্তিঃ—তিনি এমনভাবে আচরণ করছিলেন যেন তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করছেন; **উপররাম**—এই লোকের রাজারূপে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের শিরোভূষণ ছিলেন, কিন্তু তিনি অবধূতের বেশ, ভাষা এবং চরিত্র অবলম্বন করে জড়বৎ অবস্থান করছিলেন বলে, তখন কেউই তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য দর্শন করতে পারেনি। তিনি যোগীদের দেহত্যাগ করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ-অবতাররূপে তাঁর মূলস্থিতি তিনি সর্বদাই বজায় রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় নিরন্তর অবস্থান করে তিনি ঋষভদেব রূপে এই জড় জগতে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ যদি তাঁর সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আর তাঁর জড় দেহ ধারণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানে, তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম লাভ করে।"

ভগবানের নিত্যদাস হতে পারলেই কেবল তা সম্ভব হয়। নিজের স্বরূপ এবং ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য। উভয়েরই স্বরূপ চিন্ময়। ভগবানের নিত্য দাসত্ব বরণ করতে পারলেই, এই জড় জগতে পুনর্জন্ম গ্রহণ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। কেউ যদি চিন্ময় চেতনায় অবস্থিত হয়ে নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস রূপে চিন্তা করেন, তাহলে তাঁর জড়দেহ পরিত্যাগ করার সময় তিনি সাফল্য লাভ করবেন।

শ্লোক ৭

তস্য হ বা এবং মুক্তলিঙ্গস্য ভগবত ঋষভস্য যোগমায়া বাসনয়া দেহ ইমাং জগতীমভিমানাভাসেন সংক্রমমাণঃ কোঙ্কবেঙ্ককুটকান্দক্ষিণ-

কর্ণাটকান্দেশান্ যদৃচ্ছয়োপগতঃ কুটকাচলোপবন আস্যকৃতাশ্মকবল উন্মাদ ইব মুক্তমূর্ধজোঽসংবীত এব বিচচার ॥ ৭ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবান ঋষভদেবের); **হ বা**—হলেও; **এবম্**—এইভাবে; **মুক্ত-লিঙ্গস্য**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি রহিত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ঋষভস্য**—ভগবান ঋষভদেবের; **যোগ-মায়া-বাসনয়া**—যোগমায়া রচিত লীলা-বিলাসের দ্বারা; **দেহঃ**—দেহ; **ইমাম্**—এই; **জগতীম্**—পৃথিবী; **অভিমান-আভাসেন**—আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চভূতাত্মক দেহ সমন্বিত; **সংক্রমমাণঃ**—পর্যটন করতে করতে; **কোঙ্ক-বেঙ্ক-কুটকান্**—কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটক; **দক্ষিণ**—দক্ষিণ ভারতে; **কর্ণাটকান্**—কর্ণাটক প্রদেশে; **দেশান্**—সমস্ত দেশে; **যদৃচ্ছয়া**—নিজের ইচ্ছাক্রমে; **উপগতঃ**—উপস্থিত হয়ে; **কুটকাচল-উপবনে**—কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী বনে; **আস্য**—মুখের মধ্যে; **কৃত-অশ্ম-কবলঃ**—মুখের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করে; **উন্মাদঃ ইব**—উন্মাদের মতো; **মুক্ত-মূর্ধজঃ**—আলুলায়িত কেশে; **অসংবীতঃ**—নগ্ন; **এব**—ঠিক; **বিচচার**—ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের কোন জড় শরীর ছিল না, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তিনি তাঁর দেহকে জড় বলে মনে করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ অভিমান পরিত্যাগ করে ভ্রমণ করতে করতে তিনি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের কোঙ্ক, বেঙ্ক ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর মুখের মধ্যে কতকগুলি পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে, উন্মাদের মতো মুক্তকেশে দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮

অথ সমীরবেগবিধূতবেণুবিকর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ ॥ ৮ ॥

অথ—তারপর; **সমীর-বেগ**—বায়ুর বেগে; **বিধূত**—কম্পিত; **বেণু**—বাঁশের; **বিকর্ষণ**—ঘর্ষণের দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **উগ্র**—প্রচণ্ড; **দাব-অনলঃ**—দাবানল; **তৎ**—

তা; **বনম্**—কুটকাচলের নিকটবর্তী বন; **আলেলিহানঃ**—সর্বগ্রাসী; **সহ**—সহ; **তেন**—সেই শরীর; **দদাহ**—ভস্মীভূত হয়েছিল।

অনুবাদ

তিনি যখন এইভাবে ভ্রমণ করছিলেন, তখন বায়ুবেগে সেই বনের বাঁশের মধ্যে সংঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছিল। সেই দাবানল ভগবান ঋষভদেবের দেহসহ কুটকাচলের সমীপবর্তী সেই বনটিকে ভস্মীভূত করেছিল।

তাৎপর্য

এই প্রকার দাবানল পশুদের শরীর ভস্মীভূত করতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয়েছিল যে ঋষভদেবের শরীর ভস্মীভূত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। ভগবান ঋষভদেব হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং তিনি কখনও দাবানলে দগ্ধ হতে পারেন না। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে *অদাহ্যহয়ম্*—আত্মা কখনও আগুনের দ্বারা দগ্ধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের উপস্থিতির ফলে, সেই বনের সমস্ত পশুরাও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৯

যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্কবেঙ্ককুটকানাং রাজার্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্মপথমকুতোভয়মপহায় কুপথপাখণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ সম্প্রবর্তয়িষ্যতে ॥ ৯ ॥

যস্য—যাঁর (ভগবান ঋষভদেব); **কিল অনুচরিতম্**—পরমহংসরূপ লীলা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **কোঙ্ক-বেঙ্ক-কুটকানাম্**—কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটক প্রদেশের; **রাজা**—রাজা; **অর্হৎ-নাম**—অর্হৎ নামক (বর্তমানে জৈন নামে পরিচিত); **উপশিক্ষ্য**—ঋষভদেবের পরমহংস-লীলা অনুকরণ করে; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **অধর্মে উৎকৃষ্যমাণে**—অধর্ম বর্ধিত হওয়ায়; **ভবিতব্যেন**—ভবিতব্যের ফলে; **বিমোহিতঃ**—মোহিত; **স্ব-ধর্ম-পথম্**—ধর্মপথ; **অকুতঃ-ভয়ম্**—সর্ব প্রকার ভয় থেকে মুক্ত; **অপহায়**—(সত্য, শৌচ, শম, দম, সরলতা, ধর্ম, জ্ঞানের সৎ প্রয়োগ ইত্যাদি) পরিত্যাগ করে; **কু-পথ-পাখণ্ডম্**—নাস্তিক্যবাদের অসৎ পথ; **অসমঞ্জসম্**—বেদ বিরুদ্ধ; **নিজ-মনীষয়া**—নিজের বুদ্ধির দ্বারা; **মন্দঃ**—অত্যন্ত মূর্খ; **সম্প্রবর্তয়িষ্যতে**—প্রচার করবে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, ঋষভদেবের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুকরণে কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটকের রাজা অর্হৎ এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। পাপময় কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করে, রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হয়ে এবং সমস্ত ভয় অপনোদনকারী বৈদিক ধর্মপথ পরিত্যাগ করে, নিজের মনগড়া এক বেদবিরুদ্ধ ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। এইভাবে জৈনধর্মের সূচনা হয়। অন্য অনেক তথাকথিত ধর্মও এই নাস্তিক্য মত অনুসরণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখন পৌণ্ড্রক নামক এক ব্যক্তি নারায়ণের চতুর্ভুজ রূপের অনুকরণ করে, নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেছিল। সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল। তেমনই, ভগবান ঋষভদেবের সময়েও কোঙ্ক এবং বেঙ্ক প্রদেশের রাজা পরমহংসের মতো আচরণ করে ভগবান ঋষভদেবের অনুকরণ করেছিল। সে এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করে কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয় যে, এই যুগের মানুষেরা যে কোন ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করবে এবং বেদবিরুদ্ধ যে কোন মতকে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। এই যুগের মানুষদের *মন্দাঃ সুমন্দ-মতয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত তাদের কোন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি নেই এবং তাই তারা অত্যন্ত অধঃপতিত। তার ফলে তারা যে কোন মতকে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। তাদের দুর্ভাগ্যের ফলে তারা বৈদিক নীতি ভুলে যাবে। এই যুগে অবৈদিক মত অনুসরণ করে, তারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করবে।

শ্লোক ১০

যেন হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়ামোহিতাঃ স্ববিধিনিয়োগ-
শৌচচারিত্রবিহীনা দেবহেলনান্যপব্রতানি নিজনিজেচ্ছয়া গৃহ্ণানা
অস্নানানাচমনাশৌচকেশোল্লুঞ্চনাদীনি কলিনাধর্মবহুলেনোপহতধিয়ো
ব্রহ্মব্রাহ্মণযজ্ঞপুরুষলোকবিদূষকাঃ প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি ॥ ১০ ॥

যেন—পাষণ্ড মতের দ্বারা; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **মনুজ-অপসদাঃ**—নরাধম; **দেব-মায়া-মোহিতাঃ**—ভগবানের দৈবী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে; **স্ব-বিধি-নিয়োগ-শৌচ-চারিত্র-বিহীনাঃ**—বর্ণাশ্রম ধর্মবিধি এবং শৌচ আচারবিহীন; **দেব-হেলনানি**—পরমেশ্বর ভগবানকে অবহেলা; **অপব্রতানি**—অপবিত্র ব্রত; **নিজ-নিজ-ইচ্ছয়া**—নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে; **গৃহ্ণানাঃ**—স্বীকার করে; **অস্নান-অনাচমন-অশৌচ-কেশ-উল্লুঞ্চন-আদীনি**—স্নান না করা, আচমন না করা, অশৌচ এবং কেশ উৎপাটন আদি অনাচার; **কলিনা**—কলিযুগের প্রভাবের দ্বারা; **অধর্ম-বহুলেন**—অধর্মের প্রাচুর্যের ফলে; **উপহতধিয়ঃ**—যার শুদ্ধ চেতনা বিনষ্ট হয়েছে; **ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণ-যজ্ঞ-পুরুষ-লোক-বিদূষকাঃ**—বেদ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, ভগবান এবং ভক্তদের নিন্দক; **প্রায়েণ**—প্রায় সম্পূর্ণরূপে; **ভবিষ্যন্তি**—হবে।

অনুবাদ

তার ফলে নরাধমেরা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হয়ে, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করবে। তারা দিনে তিনবার স্নান এবং ভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করবে। শৌচাচার পরিত্যাগ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে তারা কুসিদ্ধান্তসমূহ স্বীকার করবে। নিয়মিতভাবে স্নান না করে এবং আচমন না করে তারা সর্বদা অশৌচ থাকবে, এবং তারা তাদের কেশ উৎপাটন করবে। মনগড়া ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করবে। এই কলিযুগে, মানুষেরা অধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত। তার ফলে সেই সমস্ত মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই বেদ, বেদানুগ ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ভক্তদের উপহাস করবে।

তাৎপর্য

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের হিপিরা এই বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যায়। তারা দায়িত্বহীন এবং অসংযত। তারা স্নান করে না এবং তত্ত্বজ্ঞানের অবজ্ঞা করে। তারা তাদের মনগড়া জীবনশৈলী এবং ধর্মমত তৈরি করে। আধুনিক যুগের এই সমস্ত হিপিরা পরমহংস রূপে লীলা-বিলাসকারী ভগবান ঋষভদেবের অনুকরণকারী রাজা অর্হতের বংশধর। রাজা অর্হৎ বিচার করে দেখেনি যে, ভগবান ঋষভদেব যদিও উন্মাদের মতো আচরণ করছিলেন, কিন্তু তাঁর বিষ্ঠা এবং মূত্র এতই সুগন্ধযুক্ত ছিল যে, তা বহু যোজন বিস্তৃত স্থানকে সুরভিত করেছিল। রাজা অর্হতের অনুগামীদের বলা হয় জৈন, এবং পরবর্তী কালে অন্য অনেকে তাদের অনুসরণ করেছিল, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের হিপিরা, যারা এক প্রকার মায়াবাদী কারণ

তারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। এই প্রকার মানুষেরা বেদের প্রকৃত অনুগামী আদর্শ ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করে না। এমনকি তাদের পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিও কোন শ্রদ্ধা নেই। এই কলিযুগের প্রভাবে তারা নানা প্রকার মনগড়া ধর্মমত তৈরি করে।

শ্লোক ১১

তে চ হ্যর্বাক্তনয়া নিজলোকযাত্রয়ান্ধপরম্পরয়াশ্বস্তাস্তমস্যন্ধে স্বয়মেব প্রপতিষ্যন্তি ॥ ১১ ॥

তে—যারা বেদের অনুসরণ করে না; **চ**—এবং; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্বাক্তনয়া**—বৈদিক ধর্মের শাশ্বত পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে; **নিজ-লোক-যাত্রয়া**—স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তির দ্বারা; **অন্ধ-পরম্পরয়া**—অন্ধ এবং অজ্ঞানের পরম্পরা; **আশ্বস্তাঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **তমসি**—অজ্ঞানের অন্ধকারে; **অন্ধে**—অন্ধ; **স্বয়ম্ এব**—নিজেরা; **প্রপতিষ্যন্তি**—অধঃপতিত হবে।

অনুবাদ

এই সমস্ত নরাধমেরা বেদবিরোধী ধর্মমত প্রবর্তন করে। তাদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করে তারা আপনা থেকেই ঘোর তমিস্রে প্রবিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরিক প্রবৃত্তির পরিণতির বর্ণনা দ্রষ্টব্য। (*ভগবদ্গীতা* ১৬/১৬ এবং ১৬/২৩)।

শ্লোক ১২

অয়মবতারো রজসোপপ্লুতকৈবল্যোপশিক্ষণার্থঃ ॥ ১২ ॥

অয়ম্ অবতারঃ—এই অবতার (ভগবান ঋষভদেব); **রজসা**—রজ গুণের দ্বারা; **উপপ্লুত**—আচ্ছন্ন; **কৈবল্য-উপশিক্ষণ-অর্থঃ**—মানুষদের মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

অনুবাদ

এই কলিযুগে মানুষেরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। ভগবান ঋষভদেব তাদের মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কলিযুগের লক্ষণ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। *লাবণ্যং কেশ-ধারণম্* । অধঃপতিত জীবেরা যে কিভাবে আচরণ করবে তা সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা লম্বা চুল রেখে নিজেদের খুব সুন্দর বলে মনে করবে, অথবা তারা জৈনদের মতো কেশ উৎপাটন করবে। তারা অত্যন্ত নোংরা থাকবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ধোবে না। জৈনরা বলে যে, ভগবান ঋষভদেব হচ্ছেন তাদের আদি গুরু। তারা যদি ঋষভদেবের ঐকান্তিক অনুগামী হয়, তাহলে তাঁর নির্দেশ পালন করা তাদের অবশ্যই কর্তব্য। এই স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষভদেব তাঁর এক শত পুত্রদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ যদি প্রকৃতই ঋষভদেবের অনুগমন করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। কেউ যদি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋষভদেবের উপদেশগুলি অনুসরণ করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি মুক্ত হবেন। এই সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্যই ঋষভদেব বিশেষ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তস্যানুগুণান্ শ্লোকান্ গায়ন্তি—
অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা
দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ ।
গায়ন্তি যত্রত্যজনা মুরারেঃ
কর্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবান ঋষভদেবের); **অনুগুণান্**—মুক্তির উপদেশ অনুসারে; **শ্লোকান্**—শ্লোকসমূহ; **গায়ন্তি**—গান করেন; **অহো**—আহা; **ভুবঃ**—এই পৃথিবীর; **সপ্ত-সমুদ্র-বত্যাঃ**—সপ্ত সমুদ্র সমন্বিত; **দ্বীপেষু**—দ্বীপের মধ্যে; **বর্ষেষু**—বর্ষের মধ্যে; **অধিপুণ্যম্**—অন্য সমস্ত দ্বীপের থেকে অধিক পবিত্র; **এতৎ**—এই (ভারতবর্ষ); **গায়ন্তি**—গান করেন; **যত্রত্য-জনাঃ**—এই ভূভাগের মানুষেরা; **মুরারেঃ**—ভগবান মুরারির; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **ভদ্রাণি**—শুভ; **অবতারবন্তি**—ঋষভদেবের মতো বিভিন্ন অবতারে।

অনুবাদ

পণ্ডিতেরা ঋষভদেবের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে এই প্রকার শ্লোকসমূহ কীর্তন করেন—"আহা, সপ্ত-সাগর এবং সপ্ত-দ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই সব চাইতে পবিত্র স্থান, কারণ এখানে সকলেই ঋষভদেব আদি ভগবানের অবতারদের মহিমা কীর্তন করেন। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে সব চাইতে পুণ্যভূমি। যাঁরা বেদের অনুগামী তাঁরা ভগবানের বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। মনুষ্য-জন্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার পর, তাঁদের কর্তব্য সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের কাছে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচার করা। সেটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। এই শ্লোকে *অধিপুণ্যম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সমগ্র পৃথিবীতে অবশ্যই বহু পুণ্যবান ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষেরা সব চাইতে পুণ্যবান। তাই তারা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের যোগ্য। শ্রীল মধ্বাচার্যও ভারতবর্ষের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে বলেছেন—*বিশেষাদ্ ভারতে পুণ্যম্* । সারা পৃথিবীতে ভগবদ্ভক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষেরা তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে এবং তারপর সকলের মঙ্গলের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে সেই পন্থা প্রচার করে, প্রতিটি ভারতবাসী তাঁর জীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

অহো নু বংশো যশসাবদাতঃ
প্রৈয়ব্রতো যত্র পুমান্ পুরাণঃ ।
কৃতাবতারঃ পুরুষঃ স আদ্য-
শ্চচার ধর্মং যদকর্মহেতুম্ ॥ ১৪ ॥

অহো—আহা; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **বংশঃ**—বংশ; **যশসা**—বিপুল কীর্তিসম্পন্ন; **অবদাতঃ**—সুনির্মল; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; **যত্র**—যেখানে; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—আদি; **কৃত-অবতারঃ**—অবতরণ করে; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ; **চচার**—আচরণ করেছিলেন; **ধর্মম্**—ধর্ম; **যৎ**—যা থেকে; **অকর্ম-হেতুম্**—সকাম কর্মের সমাপ্তির কারণ।

অনুবাদ

"আহা, প্রিয়ব্রতের বংশ সম্বন্ধে আমি কি বলব, যা অত্যন্ত নির্মল এবং বিখ্যাত। এই বংশে পুরাণ পুরুষ আদি দেব ভগবান অবতীর্ণ হয়ে সকাম কর্মের নিবৃত্তিসাধক ধর্মের আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানব সমাজে বহু বংশ রয়েছে যাতে পরমেশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকু বা রঘুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই, ভগবান ঋষভদেব রাজা প্রিয়ব্রতের বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সমস্ত বংশ অত্যন্ত বিখ্যাত, এবং তাদের মধ্যে প্রিয়ব্রতের বংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ১৫

কো ন্বস্য কাষ্ঠামপরোঽনুগচ্ছে-
ন্মনোরথেনাপ্যভবস্য যোগী।
যো যোগমায়াঃ স্পৃহয়ত্যুদস্তা
হ্যসত্তয়া যেন কৃতপ্রযত্নাঃ ॥ ১৫ ॥

কঃ—কে; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **অস্য**—ভগবান ঋষভদেবের; **কাষ্ঠাম্**—আদর্শ; **অপরঃ**—অন্য; **অনুগচ্ছেৎ**—অনুগমন করতে পারে; **মনঃ-রথেন**—মনের দ্বারা; **অপি**—ও; **অভবস্য**—জন্মরহিত; **যোগী**—যোগী; **যঃ**—যিনি; **যোগ-মায়াঃ**—যোগসিদ্ধি; **স্পৃহয়তি**—বাসনা করেন; **উদস্তাঃ**—ঋষভদেব কর্তৃক পরিত্যক্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অসত্তয়া**—অসৎ হওয়ার ফলে; **যেন**—যাঁর দ্বারা, ঋষভদেব; **কৃত-প্রযত্নাঃ**—সেবা করতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

"এমন কোন যোগী কি আছেন যিনি মনের দ্বারাও ঋষভদেবের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন? যোগীরা যে সমস্ত সিদ্ধি লাভের জন্য লালায়িত, ভগবান ঋষভদেব সেগুলি 'অসৎ' বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কোন্ যোগী আছেন ঋষভদেবের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়?"

তাৎপর্য

সাধারণত যোগীরা অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবশায়িতা—এই অষ্ট প্রকার যোগ সিদ্ধি কামনা করে। কিন্তু ভগবান ঋষভদেব এই সমস্ত জড় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেননি। এই সিদ্ধিগুলি ভগবানের মায়া কর্তৃক প্রদত্ত হয়। যোগসাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা এবং আশ্রয় লাভ করা। কিন্তু যোগমায়া সেই উদ্দেশ্যকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তথাকথিত যোগীরা তাই অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি আদি 'অসৎ' যোগসিদ্ধির দ্বারা মোহিত হয়। তাই ভগবান ঋষভদেবের সঙ্গে সাধারণ যোগীদের তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ১৬

ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেবব্রাহ্মণগবাং পরমগুরোর্ভগবত ঋষভাখ্যস্য বিশুদ্ধাচরিতমীরিতং পুংসাং সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণং পরমমহামঙ্গলায়নমিদম-নুশ্রদ্ধয়োপচিতয়ানুশৃণোত্যাশ্রাবয়তি বাবহিতো ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেব একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ততে ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **হ স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **সকল**—সমস্ত; **বেদ**—জ্ঞানের; **লোক**—জনসাধারণের; **দেব**—দেবতাদের; **ব্রাহ্মণ**—ব্রাহ্মণদের; **গবাম্**—গাভীদের; **পরম**—পরম; **গুরোঃ**—গুরু; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ঋষভ-আখ্যস্য**—ঋষভদেব নামক; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **আচরিতম্**—কার্যকলাপ; **ঈরিতম্**—এখন বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **পুংসাম্**—জীবের; **সমস্ত**—সমস্ত; **দুশ্চরিত**—পাপকর্ম; **অভিহরণম্**—বিনাশ করে; **পরম**—অগ্রণী; **মহা**—মহান; **মঙ্গল**—কল্যাণের; **অয়নম্**—আশ্রয়; **ইদম্**—এই; **অনুশ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপচিতয়া**—বর্ধন করে; **অনুশৃণোতি**—মহতের কাছে শ্রবণ করেন; **আশ্রাবয়তি**—অন্যদের কাছে কীর্তন করেন; **বা**—অথবা; **অবহিতঃ**—মনোযোগ সহকারে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **তস্মিন্**—তাঁকে;

বাসুদেবে—ভগবান শ্রীবাসুদেবকে; **এক-অন্ততঃ**—অনন্য; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অনয়োঃ**—শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সমনুবর্ততে**—প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান ঋষভদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞান, মানুষ, দেবতা, গাভী এবং ব্রাহ্মণদের গুরু। আমি পূর্বেই তাঁর বিশুদ্ধ, দিব্য কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা সমস্ত জীবের যাবতীয় পাপকর্ম বিনাশ করে। ভগবান ঋষভদেবের লীলার এই বর্ণনা সমস্ত মঙ্গলের উৎস। যিনি আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অনন্য ভক্তি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—সব যুগেরই মানুষদের জন্য। এই উপদেশের এমনই শক্তি যে, আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তা কীর্তন করার ফলে অথবা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করার ফলে, এই কলিযুগেও মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সেই সিদ্ধি হচ্ছে ভগবান বাসুদেবে শুদ্ধ ভক্তি। ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের লীলা *শ্রীমদ্ভাগবতে* লিপিবদ্ধ হয়েছে, যাতে তা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হতে পারে। *নিত্যং ভাগবতসেবয়া*। ভক্তদের কর্তব্য, যদি সম্ভব হয় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা, আলোচনা করা এবং শ্রবণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে, ঋষভদেব, কপিলদেব, শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলা এবং উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়েছেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১৭

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্য-
মানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং

পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্বার্থাঃ ॥ ১৭ ॥

যস্যাম্ এব—যাতে (কৃষ্ণভাবনামৃত অথবা ভগবদ্ভক্তির অমৃতে); **কবয়ঃ**—বিবেকী ব্যক্তিদের; **আত্মানম্**—আত্মা; **অবিরতম্**—নিরন্তর; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **বৃজিন**—পাপপূর্ণ; **সংসার**—জড় জগতে; **পরিতাপ**—দুর্দশা থেকে; **উপতপ্যমানম্**—দুর্দশাক্লিষ্ট; **অনুসবনম্**—নিরন্তর; **স্নাপয়ন্তঃ**—স্নান করে; **তয়া**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পরয়া**—মহান; **নির্বৃত্যা**—আনন্দ সহকারে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অপবর্গম্**—মুক্তি; **আত্যন্তিকম্**—অপ্রতিহত; **পরম-পুরুষ-অর্থম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ; **অপি**—যদিও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **নো**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আদ্রিয়ন্তে**—লাভ করার প্রচেষ্টা; **ভগবদীয়ত্বেন এব**—ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে; **পরিসমাপ্ত-সর্ব-অর্থাঃ**—যাঁদের সমস্ত জড় কামনা-বাসনার সমাপ্তি হয়েছে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা জড় জগতের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির অমৃতে অবগাহন করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত পরম আনন্দ উপভোগ করেন, এবং মুক্তি স্বয়ং তাঁর সেবা করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর সেবা গ্রহণ করেন না। এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের মুক্তি দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না। ভক্তের কাছে মুক্তি নিতান্তই নগণ্য, কারণ ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা লাভ করার ফলে, তাঁদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁদের আর কোন জড়-জাগতিক বাসনা থাকে না।

তাৎপর্য

জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে যারা মুক্তি লাভের অভিলাষী, তাদের কাছে ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম প্রাপ্তি। *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*—"তা লাভ হলে বোঝা যায় যে, তার থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই।" কেউ যখন ভগবান থেকে অভিন্ন ভগবানের সেবা লাভ করেন, তখন আর তার কোন জড় বাসনা থাকে না। মুক্তি মানে হচ্ছে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি। বিলমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন—*মুক্তিঃ মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্* । ভক্তের কাছে মুক্তি খুব একটা বড় প্রাপ্তি নয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। প্রতিটি জীবই তার

স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস;'তাই জীব যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের তা দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না।

শ্লোক ১৮

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ১৮ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **পতিঃ**—পালক; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **অলম্**—নিশ্চিতভাবে; **ভবতাম্**—আপনার; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **দৈবম্**—উপাস্য বিগ্রহ; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু; **কুল-পতিঃ**—বংশের পতি; **ক্ব চ**—এমনকি কখনও; **কিঙ্করঃ**—দাস; **বঃ**—আপনার (পাণ্ডবদের); **অস্তু**—হোক; **এবম্**—এইভাবে; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভজতাম্**—সেবারত ভক্তদের; **মুকুন্দঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মুক্তিম্**—মুক্তি; **দদাতি**—দান করেন; **কর্হিচিৎ**—যে কোন সময়; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **ভক্তি-যোগম্**—প্রেমভক্তি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ পাণ্ডব ও যদুদের পালক। তিনি আপনাদের গুরু, ইষ্টদেব, সখা এবং কার্যকলাপের পরিচালক। অধিক কি, তিনি কোন কোন সময় আপনাদের বার্তাবহ দূত অথবা কিঙ্করের কার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন সাধারণ ভৃত্যের মতো আচরণ করেছিলেন। যাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি সচরাচর কাউকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দেওয়ার সময় শুকদেব গোস্বামী মনে করেছিলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎকে অনুপ্রাণিত করা সমীচীন হবে, কারণ মহারাজ পরীক্ষিৎ

হয়তো বিভিন্ন রাজবংশের মহিমার কথা চিন্তা করছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশ বিশেষভাবে মহিমান্বিত ছিল, কারণ সেই বংশে ভগবান ঋষভদেব অবতরণ করেছিলেন। তেমনই পৃথু মহারাজের জন্মগ্রহণের ফলে, ধ্রুব মহারাজের পিতা মহারাজ উত্তানপাদের বংশও মহিমান্বিত হয়েছিল। রঘুবংশ মহিমান্বিত হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে। যদু এবং কুরুবংশ যুগপৎ বর্তমান ছিল, কিন্তু এই দুই বংশের মধ্যে যদুবংশ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে অধিক মহিমান্বিত ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ মনে করে থাকতে পারেন যে, কুরুবংশ হয়তো অন্যান্য বংশের মতো সৌভাগ্য সমন্বিত ছিল না, কারণ সেই বংশে ভগবান অবতরণ করেননি। তাই এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

কুরুবংশকে অধিক যশস্বী বলে মনে করা যেতে পারে, কারণ এই বংশে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও কুরুবংশে অবতীর্ণ হননি, কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের ভক্তিতে এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডব পরিবারের পালক এবং গুরুরূপে আচরণ করেছিলেন। যদুবংশে জন্মগ্রহণ করলেও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁর আচরণের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি যদুবংশ থেকেও কুরুবংশের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, পাণ্ডবদের ভক্তিতে ঋণী হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দূত হয়েছিলেন, এবং বহু বিপজ্জনক অবস্থায় তাঁদের পরিচালনা করেছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বংশে অবতীর্ণ হননি বলে মহারাজ পরীক্ষিতের দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, এবং তাঁর আচরণের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, ভক্তদের কাছে মুক্তি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভক্তি দান করেন না। *মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্* । প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভক্তিযোগ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সব চাইতে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি। তা মুক্তির থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ১৯

নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্ততৃষ্ণঃ
শ্রেয়স্যতদ্রচনয়া চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ ।
লোকস্য যঃ করুণয়াভয়মাত্মলোক-
মাখ্যান্নমো ভগবতে ঋষভায় তস্মৈ ॥ ১৯ ॥

নিত্য-অনুভূত—তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকার ফলে; **নিজ-লাভ-নিবৃত্ত-তৃষ্ণঃ**—যিনি স্বয়ং পূর্ণ হওয়ার ফলে বাসনা রহিত; **শ্রেয়সি**—জীবনের বাস্তবিক কল্যাণে; **অ-তৎ-রচনয়া**—দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাবে জড় জগতের ক্ষেত্রে কার্যকলাপ প্রসার করে; **চির**—দীর্ঘকাল; **সুপ্ত**—নিদ্রিত; **বুদ্ধেঃ**—যাদের বুদ্ধি; **লোকস্য**—মানুষদের; **যঃ**—যিনি (ভগবান ঋষভদেব); **করুণয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **অভয়ম্**—নির্ভয়; **আত্ম-লোকম্**—আত্মস্বরূপ; **আখ্যাৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ঋষভায়**—ভগবান ঋষভদেবকে; **তস্মৈ**—তাঁকে।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তিনি ছিলেন আত্মতৃপ্ত এবং তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোন বাসনা ছিল না। যেহেতু তিনি ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন প্রকার সাফল্য লাভের কোন বাসনা ছিল না। যারা দেহাত্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়ে জড় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বৃথা পরিশ্রম করে, তারা অবশ্যই তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয়। ভগবান ঋষভদেব তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত, আত্মার স্বরূপ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন। তাই আমরা ভগবান ঋষভদেবকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণনাকারী এই অধ্যায়ের সারাংশ স্বরূপ। পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার ফলে ঋষভদেব স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন। ভগবানের বিভিন্ন অংশস্বরূপ আমাদের মতো জীবদের ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ অনুসরণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন হয়ে অনর্থক দেহের চাহিদাগুলি বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কেউ যখন আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রসন্ন হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*। সেটিই হচ্ছে প্রতিটি জীবের পরম উদ্দেশ্য। জড় জগতে থাকলেও, কেউ যদি *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবানের দেওয়া নির্দেশগুলি অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি শোক এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হতে পারবেন। আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা লব্ধ আনন্দকে বলা হয় *স্বরূপানন্দ*। বদ্ধ জীব চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে নিদ্রিত থাকার ফলে, তার প্রকৃত হিত কিসে হয় বুঝতে পারে না। সে কেবল জড়-জাগতিক আয়োজনের মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়।

তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে তার চরম স্বার্থ। জড় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সুখী হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ এবং উপদেশের দ্বারা ভগবান ঋষভদেব বদ্ধ জীবদের জ্ঞানের আলোক প্রদর্শন করেছেন, এবং চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে কিভাবে আত্ম-নির্ভরশীল হতে হয় তা প্রদর্শন করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ

এই অধ্যায়ে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ ভরতের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ ভরত বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার পূজার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি গৃহত্যাগ করে হরিদ্বারে ভক্তিমূলক কার্য করার মাধ্যমে তাঁর দিন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর পিতা ভগবান ঋষভদেবের আদেশ অনুসারে, মহারাজ ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন। তারপর তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সারা পৃথিবী শাসন করেন। পূর্বে এই বর্ষটি অজনাভ নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু পরে ভরত মহারাজের নাম অনুসারে তার নাম হয় ভারতবর্ষ। পঞ্চজনীর গর্ভে ভরত মহারাজের পাঁচটি পুত্র হয় এবং তিনি তাদের নাম দেন সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূম্রকেতু। তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভরত মহারাজ ধর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রজাপালন করেছিলেন। বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তিনি নিজেও অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। অবিচলিত মনে তিনি ভগবান বাসুদেবে তাঁর ভক্তি বর্ধিত করেছিলেন। তিনি নারদ আদি ঋষিদের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ভগবান বাসুদেবকে সর্বদা তাঁর হৃদয়ে ধারণ করতেন। তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তাঁর রাজ্য বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি গৃহত্যাগ করে পুলহাশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে বনের ফল-মূল খেয়ে তিনি ভগবান বাসুদেবের আরাধনা করেছিলেন। এইভাবে বাসুদেবের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হওয়ার ফলে, তিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। তাঁর অতি উন্নত ভক্তির প্রভাবে, ভগবদ্ভক্তির লক্ষণস্বরূপ রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কখনও কখনও প্রকাশ পেতে থাকে। মহারাজ ভরত ঋক্ বেদে বর্ণিত গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভরতস্তু মহাভাগবতো যদা ভগবতাবনিতলপরিপালনায় সঞ্চিন্তিতস্তদনুশাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপদুহিতরমুপযেমে ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভরতঃ**—মহারাজ ভরত; **তু**—কিন্তু; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **যদা**—যখন; **ভগবতা**—তাঁর পিতা ভগবান ঋষভদেবের আদেশ অনুসারে; **অবনি-তল**—পৃথিবী; **পরি-পালনায়**—শাসন করার জন্য; **সঞ্চিন্তিতঃ**—সংকল্প করেছিলেন; **তৎ-অনুশাসন-পরঃ**—পৃথিবী শাসনে রত; **পঞ্চজনীম্**—পঞ্চজনী; **বিশ্বরূপ-দুহিতরম্**—বিশ্বরূপের কন্যা; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, মহারাজ ভরত ছিলেন মহাভাগবত। তিনি তাঁর পিতার সংকল্প অনুসারে, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী শাসন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে, বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ২

তস্যামু হ বা আত্মজান্ কার্ৎস্ন্যেনানুরূপানাত্মনঃ পঞ্চ জনয়ামাস ভূতাদিরিব ভূতসূক্ষ্মাণি সুমতিং রাষ্ট্রভৃতং সুদর্শনমাবরণং ধূম্রকেতুমিতি ॥২॥

তস্যাম্—তাঁর গর্ভে; **উ হ বা**—প্রকৃতপক্ষে; **আত্ম-জান্**—পুত্র; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বতোভাবে; **অনুরূপান্**—অনুরূপ; **আত্মনঃ**—নিজের মতো; **পঞ্চ**—পাঁচ; **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **ভূত-আদিঃ ইব**—অহঙ্কারের মতো; **ভূত-সূক্ষ্মাণি**—পঞ্চতন্মাত্র; **সু-মতিম্**—সুমতি; **রাষ্ট্র-ভৃতম্**—রাষ্ট্রভৃত; **সু-দর্শনম্**—সুদর্শন; **আবরণম্**—আবরণ; **ধূম্র-কেতুম্**—ধূম্রকেতু; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অহঙ্কার থেকে যেমন পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তেমনই মহারাজ ভরত তাঁর পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর সেই পুত্রদের নাম ছিল সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূম্রকেতু।

শ্লোক ৩

অজনাভং নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি ॥ ৩ ॥

অজনাভম্—অজনাভ; **নাম**—নামক; **এতৎ**—এই; **বর্ষম্**—বর্ষ; **ভারতম্**—ভারত; **ইতি**—এইভাবে; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **আরভ্য**—শুরু হয়; **ব্যপদিশন্তি**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

পূর্বে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ, কিন্তু মহারাজ ভরতের রাজত্বকাল থেকে তা ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে মহারাজ নাভির রাজত্বের ফলে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ। ভরত মহারাজের রাজত্বের পর তা ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

শ্লোক ৪

স বহুবিন্মহীপতিঃ পিতৃপিতামহবদুরুবৎসলতয়া স্বে স্বে কর্মণি বর্তমানাঃ প্রজাঃ স্বধর্মমনুবর্তমানঃ পর্যপালয়ৎ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই রাজা (মহারাজ ভরত); **বহু-বিৎ**—মহাজ্ঞানী; **মহী-পতিঃ**—পৃথিবীর শাসক; **পিতৃ**—পিতা; **পিতামহ**—পিতামহ; **বৎ**—ঠিক তাদের মতো; **উরু-বৎসলতয়া**—প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হওয়ার ফলে; **স্বে স্বে**—নিজের নিজের; **কর্মণি**—কর্তব্য কর্ম; **বর্তমানাঃ**—অবশিষ্ট; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা; **স্ব-ধর্মম্ অনুবর্তমানঃ**—তাঁদের স্বধর্মে রত হয়ে; **পর্যপালয়ৎ**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাজ্ঞানী মহারাজ ভরত সারা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। স্বীয় কর্তব্য কর্মে পূর্ণরূপে রত থেকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রজাপালন করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহের মতো প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের স্ব-স্ব ধর্মে নিযুক্ত রেখে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে নাগরিকদের স্বধর্মে পূর্ণরূপে নিযুক্ত রেখে রাজ্য শাসন করা কর্তব্য। প্রজাদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র।

সরকারের কর্তব্য হচ্ছে প্রজারা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য বর্ণাশ্রম-বিভাগ অনুসারে আচরণ করে, তা দেখা। কোন মতেই কারোর বেকার থাকা উচিত নয়। জাগতিক স্তরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য, এবং আধ্যাত্মিক স্তরে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীরূপে সকলের স্ব-স্ব কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। পূর্বে রাজতন্ত্রের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সমস্ত রাজারা তাঁদের প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁরা কঠোরতা সহকারে প্রজাদের নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তাই সমাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হত।

শ্লোক ৫

ঈজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়াহৃতাগ্নি-হোত্রদর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যপশুসোমানাং প্রকৃতিবিকৃতিভিরনুসবনং চাতুর্হোত্রবিধিনা ॥ ৫ ॥

ঈজে—আরাধনা করেছিলেন; **চ**—ও; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ্ঞ-ক্রতু-রূপম্**—পশু সমন্বিত এবং পশুরহিত যজ্ঞ; **ক্রতুভিঃ**—এই প্রকার যজ্ঞের দ্বারা; **উচ্চাবচৈঃ**—মহৎ এবং ক্ষুদ্র; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আহৃত**—অনুষ্ঠিত; **অগ্নি-হোত্র**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; **দর্শ**—দর্শ যজ্ঞ; **পূর্ণমাস**—পূর্ণমাস যজ্ঞ; **চাতুর্মাস্য**—চাতুর্মাস্য যজ্ঞ; **পশু-সোমানাম্**—পশু সমন্বিত যজ্ঞ এবং সোমরস সমন্বিত যজ্ঞ; **প্রকৃতি**—পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করার দ্বারা; **বিকৃতিভিঃ**—এবং আংশিকভাবে অনুষ্ঠান করার দ্বারা; **অনুসবনম্**—প্রায় সর্বদা; **চাতুঃ-হোত্র-বিধিনা**—চার প্রকার পুরোহিতদের দ্বারা নির্দেশিত যজ্ঞবিধির দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযজ্ঞ (যে যজ্ঞে অশ্ব বলি দেওয়া হয়) এবং সোমযজ্ঞ (যেই যজ্ঞে সোমরস নিবেদন করা হয়) অনুষ্ঠান করেছিলেন। কখনও কখনও এই সমস্ত যজ্ঞ পূর্ণরূপে এবং কখনও আংশিক রূপে সম্পাদন করা হয়েছিল। সমস্ত যজ্ঞই তিনি চাতুর্হোত্র বিধির দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ সার্থক হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য অশ্ব এবং গো উৎসর্গ করা হত। পশু বধ করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞাগ্নিতে যে পশু উৎসর্গ করা হত, সে নবীন শরীর প্রাপ্ত হত। সাধারণত যজ্ঞাগ্নিতে বৃদ্ধ পশুকে উৎসর্গ করা হত এবং সেই পশু তরুণ শরীর প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসত। কোন কোন যজ্ঞে অবশ্য পশুবলির প্রয়োজন হত না। বর্তমান যুগে পশুবলি নিষিদ্ধ। যে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"এই কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন, এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন—এই পাঁচটি কর্ম নিষিদ্ধ।" (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* আদি ১৭/১৬৪) উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অথবা ঋত্বিকের অভাবে এই যুগে এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই এই যুগে সংকীর্তন যজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। *যজ্ঞার্থ-কর্ম*—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এই প্রকার কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। এই কলিযুগের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর পার্ষদসহ আরাধনা করতে হয় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে। বুদ্ধিমান মানুষেরা এই পন্থা অবলম্বন করেন। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* । *সুমেধসঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সুন্দর মস্তিষ্কসম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষ।

শ্লোক ৬

সম্প্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্বং যত্তৎ ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥ ৬ ॥

সম্প্রচরৎসু—অনুষ্ঠান শুরু করার সময়; **নানা-যাগেষু**—বিবিধ প্রকার যজ্ঞ; **বিরচিত-অঙ্গ-ক্রিয়েষু**—যাতে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হয়; **অপূর্বম্**—দূরবর্তী; **যৎ**—যা কিছু;

তৎ—তা; **ক্রিয়া-ফলম্**—এই প্রকার যজ্ঞের ফল; **ধর্ম-আখ্যম্**—ধর্ম নামক; **পরে**—পরম; **ব্রহ্মণি**—ভগবানকে; **যজ্ঞ-পুরুষে**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তাকে; **সর্ব-দেবতা-লিঙ্গানাম্**—যাঁর থেকে সমস্ত দেবতারা প্রকাশিত হন; **মন্ত্রাণাম্**—বৈদিক মন্ত্রের; **অর্থ-নিয়াম-কতয়া**—বিষয়সমূহের নিয়ন্তা হওয়ার ফলে; **সাক্ষাৎ-কর্তরি**—প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠানকারী; **পর-দেবতায়াম্**—সমস্ত দেবতাদের উৎস; **ভগবতি**—ভগবান; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভাবয়মানঃ**—নিরন্তর চিন্তা করে; **আত্ম-নৈপুণ্য-মৃদিত-কষায়ঃ**—এই প্রকার চিন্তার দ্বারা কাম এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত; **হবিঃষু**—যজ্ঞে নিবেদন করার সামগ্রী; **অধ্বর্যুভিঃ**—অথর্ব বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী পুরোহিত; **গৃহ্যমাণেষু**—গ্রহণ করে; **সঃ**—মহারাজ ভরত; **যজমানঃ**—যজ্ঞকর্তা; **যজ্ঞ-ভাজঃ**—যজ্ঞফলের গ্রাহক; **দেবান্**—দেবতারা; **তান্**—তাঁদের; **পুরুষ-অবয়বেষু**—ভগবান শ্রীগোবিন্দের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; **অভ্যধ্যায়ৎ**—তিনি চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

বিভিন্ন যজ্ঞের প্রারম্ভিক কার্য সম্পাদন করার পর, মহারাজ ভরত তা ধর্মের নামে ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত যজ্ঞ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। মহারাজ ভরত বিচার করেছিলেন যে, যেহেতু দেবতারা হচ্ছেন বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই বৈদিক মন্ত্রে যে সমস্ত দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে চিন্তা করার ফলে মহারাজ ভরত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পুরোহিতেরা যখন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য হবি গ্রহণ করতেন, তখন মহারাজ ভরত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতেন কিভাবে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত সেই সমস্ত আহুতি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিবেদন করা হচ্ছে। যেমন, ইন্দ্র হচ্ছেন ভগবানের বাহু এবং সূর্য হচ্ছে তাঁর চক্ষু। এইভাবে মহারাজ ভরত জানতেন যে, বিভিন্ন দেবতাকে নিবেদিত আহুতি প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে নিবেদন করা হচ্ছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রবণ, কীর্তন সমন্বিত শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। ভরত মহারাজ যেহেতু ছিলেন একজন মহাভাগবত, তাই প্রশ্ন হতে পারে

কেন তিনি কর্মীদের মতো এই সমস্ত যজ্ঞ করেছিলেন। তার কারণ হচ্ছে যে তিনি কেবল বাসুদেবের আদেশ পালন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) আমাদের সমস্ত কর্মের মাধ্যমে নিরন্তর বাসুদেবকে স্মরণ করতে হবে। মানুষ সাধারণত বিভিন্ন দেব-দেবীদের প্রণাম করে, কিন্তু ভরত মহারাজ কেবল ভগবান বাসুদেবের প্রসন্নতা বিধান করতে চেয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্* (*ভগবদ্গীতা* ৫/২৯)। কোন বিশেষ দেবতার প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে, কিন্তু যজ্ঞ যখন যজ্ঞপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তখন সমস্ত দেবতারা তৃপ্ত হন। বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান। বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে অথবা সরাসরিভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা যায়। আমরা যদি সরাসরিভাবে ভগবানকে নৈবেদ্য নিবেদন করি, তাহলে দেবতারা আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হন। গাছের গোড়ায় জল দিলে ডালপালা, ফুল-ফল আপনা থেকে তৃপ্ত হয়। কেউ যখন বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে, দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমরা যদি কোন ব্যক্তির হাতের সেবা করি, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিধান করা। আমরা যদি কারও পা টিপি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা পায়ের সেবা করি না, যার পা তার সেবা করি। সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং আমরা যদি তাঁদের সেবা করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা ভগবানেরই সেবা করি। *ব্রহ্মসংহিতায়* দেব-দেবীদের পূজা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই শ্লোকগুলি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দেরই ভজনা করার নির্দেশ দিচ্ছে। যেমন, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৪) দুর্গাদেবীর পূজার উল্লেখ করা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে দুর্গাদেবী সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ কার্য সম্পাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়, আমার নির্দেশ অনুসারে এই জড়া প্রকৃতি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবদের উৎপন্ন করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০)

এই ভাবনা নিয়ে দেব-দেবীদের পূজা করা উচিত। যেহেতু দুর্গাদেবী কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করেন, তাই দুর্গাদেবীকে সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। শিব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, তাই শিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। তেমনই, ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্যাদি দেবতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিভিন্ন দেব-দেবীদের বিভিন্ন প্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়, এবং আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, এই সমস্ত নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভরত মহারাজ দেব-দেবীদের কাছ থেকে কোন বরের আশা করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। *মহাভারতে* বিষ্ণুর সহস্রনামে উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞঃ*। যজ্ঞের ভোক্তা, যজ্ঞের কর্তা এবং যজ্ঞ স্বয়ং হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুরই অনুষ্ঠানকর্তা, কিন্তু অজ্ঞতাবশত জীব মনে করে যে, সে হচ্ছে কর্তা। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের কর্তা বলে অভিমান করি, ততক্ষণ আমাদের *কর্মবন্ধে* আবদ্ধ থাকতে হয়। আমরা যদি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কর্ম করি, তাহলে আর কর্মবন্ধন থাকে না। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে আমাদের কর্ম এই জড় জগতের বন্ধনের কারণ হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৩/৯)

ভরত মহারাজের উপদেশ অনুসারে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কর্ম না করে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করা উচিত। *ভগবদ্‌গীতায়ও* (১৭/২৮) বলা হয়েছে—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ না হয়ে, যে যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান করা হয় তা অসৎ বা অনিত্য। তার ফলে ইহলোকে অথবা পরলোকে কোন লাভ হয় না।"

মহারাজ অম্বরীষের মতো রাজর্ষিরা, যাঁরা ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁরা কেবল ভগবানের সেবাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত করতেন। শুদ্ধ ভক্ত যখন অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কোন সেবা সম্পাদন করেন, তখন তাঁর সমালোচনা করা উচিত নয়, কারণ তাঁর কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভক্ত কোন পুরোহিতের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে পারেন, এবং সেই পুরোহিত শুদ্ধ ভক্ত নাও হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু ভক্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, তাই তার সমালোচনা করা উচিত নয়। এই

শ্লোকে *অপূর্ব* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মফলকে বলা হয় *অপূর্ব*। আমরা যখন পুণ্য অথবা পাপকর্ম করি, তার ফলের উদয় তৎক্ষণাৎ হয় না। ফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়, তাকে বলা হয় *অপূর্ব*। ফলের উদয় হয় ভবিষ্যতে। স্মার্তরাও *অপূর্ব*কে স্বীকার করে। শুদ্ধ ভক্তরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্ম করেন, তাই তাঁদের কর্মের ফল চিন্ময় বা সৎ। তাঁদের কার্যকলাপ কর্মীদের কার্যকলাপের মতো অসৎ নয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥

"যাঁরা প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্ত নন এবং যাঁরা দিব্য জ্ঞানে পূর্ণরূপে অবস্থিত, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় লোকে প্রবিষ্ট হন।"

ভগবদ্ভক্ত সর্বদা জড় কলুষ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানে অবস্থিত, এবং তাই তাঁর যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা।

শ্লোক ৭

এবং কর্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদি-ভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **কর্ম-বিশুদ্ধ্যা**—ভগবানের সেবায় সবকিছু নিবেদন করে এবং পুণ্যকর্মের আকাঙ্ক্ষা না করে; **বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্য**—যাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ সেই ভরত মহারাজের; **অন্তঃ-হৃদয়-আকাশ-শরীরে**—যোগীরা যাঁর ধ্যান করেন, সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার; **ব্রহ্মণি**—নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরাধনা করে তাতে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবে**—বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে; **মহা-পুরুষ**—পরম পুরুষের; **রূপ**—রূপের; **উপলক্ষণে**—লক্ষণ সমন্বিত; **শ্রীবৎস**—ভগবানের বক্ষস্থলের চিহ্ন; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **বন-মালা**—ফুলমালা; **অরি-দর**—শঙ্খ এবং চক্রের দ্বারা; **গদা-আদিভিঃ**—গদা আদি লক্ষণের দ্বারা; **উপলক্ষিতে**—যাঁকে চেনা যায়; **নিজ-পুরুষ-হৃৎ-লিখিতেন**—যিনি তাঁর ভক্তদের হৃদয়ে চিত্রপটের মতো অবস্থিত; **আত্মনি**—নিজের মনে; **পুরুষ-রূপেণ**—তাঁর

সবিশেষ রূপের দ্বারা; **বিরোচমানে**—উজ্জ্বল; **উচ্চৈস্তরাম্**—অতি উচ্চ স্তরে; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **অনুদিনম্**—প্রতি দিন; **এধমান**—বর্ধমান; **রয়া**—বলশালী; **অজায়ত**—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হয়ে, মহারাজ ভরতের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি দিন দিন বর্ধিত হয়েছিল। বসুদেব-তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন। যোগীরা তাঁদের হৃদয়াকাশে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করেন, জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁর পূজা করেন, এবং ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর ভজনা করেন, যাঁর চিন্ময় রূপের বর্ণনা শাস্ত্রে করা হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ শ্রীবৎস, কৌস্তুভ মণি এবং বনমালায় ভূষিত, এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম শোভা পায়। নারদাদি ভক্তরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। তিনি যোগীদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন, এবং জ্ঞানীদের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পূজিত হন। শাস্ত্রে পরমাত্মাকে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/২/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥

পরমাত্মা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর সেই চার হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করেন। ভক্তেরা তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করেন এবং মন্দিরে তাঁরা সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা করেন। তাঁরা জানেন যে, ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটাই হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি।

শ্লোক ৮

এবং বর্ষাযুতসহস্রপর্যন্তাবসিতকর্মনির্বাণাবসরোঽধিভুজ্যমানং স্বতনয়েভ্যো রিক্‌থং পিতৃপৈতামহং যথাদায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকলসম্পন্নিকেতাৎ স্বনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রবব্রাজ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে সর্বদা যুক্ত হয়ে; **বর্ষ-অযুত-সহস্র**—সহস্র অযুত বছর; **পর্যন্ত**—পর্যন্ত; **অবসিত-কর্ম-নির্বাণ-অবসরঃ**—মহারাজ ভরত, যিনি তাঁর রাজকীয় ঐশ্বর্যের অবসান কাল নির্ধারণ করে; **অধিভুজ্যমানম্**—সেই সময় পর্যন্ত এইভাবে ভোগ করে; **স্ব-তনয়েভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **রিক্থম্**—ধন; **পিতৃ-পৈতামহম্**—যা তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যথা-দায়ম্**—মনুর দায়ভাক্ নিয়ম অনুসারে; **বিভজ্য**—ভাগ করে দিয়ে; **স্বয়ম্**—তিনি নিজে; **সকল-সম্পৎ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের; **নিকেতাৎ**—গৃহ; **স্ব-নিকেতাৎ**—তাঁর পৈতৃক ভবন থেকে; **পুলহ-আশ্রমম্ প্রবব্রাজ**—তিনি হরিদ্বারে পুলহ আশ্রমে গিয়েছিলেন (যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়)।

অনুবাদ

নিয়তি মহারাজ ভরতের জড় ঐশ্বর্য ভোগের কাল এক কোটি বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল। সেই নির্দিষ্ট সময় গত হলে, তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধনসম্পদ তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে, সমস্ত ঐশ্বর্যের আগার স্বরূপ তাঁর পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে, যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়, সেই পুলহাশ্রমে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

দায়ভাক্ নিয়ম অনুসারে, যখন কেউ কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর হস্তে তা সমর্পণ করা। ভরত মহারাজ যথাযথভাবে তা করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি এক কোটি বছর ধরে ভোগ করেছিলেন এবং তারপর গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করার সময়, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিয়ে পুলহ-আশ্রমে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

যত্র হ বাব ভগবান্ হরিরদ্যাপি তত্রত্যানাং নিজজনানাং বাৎসল্যেন সন্নিধাপ্যত ইচ্ছারূপেণ ॥ ৯ ॥

যত্র—যেখানে; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **অদ্য-অপি**—আজও; **তত্র-ত্যানাম্**—সেই স্থানে অবস্থান করে; **নিজ-জনানাম্**—তাঁর ভক্তদের; **বাৎসল্যেন**—তাঁর দিব্য স্নেহের দ্বারা; **সন্নিধাপ্যতে**—গোচরীভূত হন; **ইচ্ছা-রূপেণ**—ভক্তদের ইচ্ছা অনুসারে।

অনুবাদ

সেই পুলহাশ্রমে ভগবান শ্রীহরি আজও তাঁর ভক্তবাৎসল্যবশত তাঁর ভক্তদের গোচরীভূত হন এবং তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান বিভিন্ন চিন্ময় রূপে সর্বদা বিরাজ করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভগবান তাঁর স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজমান, এবং তিনি রাম, বলদেব, সঙ্কর্ষণ, নারায়ণ, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি অংশ বিস্তারের দ্বারাও বিরাজ করেন। ভক্তেরা তাঁদের রুচি অনুসারে এই সমস্ত রূপের পূজা করেন, এবং ভগবান তাঁর ভক্ত-বাৎসল্যহেতু অর্চা-বিগ্রহরূপে তাঁর ভক্তদের সম্মুখে প্রকট হন। কখনও কখনও তিনি তাঁদের প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাঁদের সম্মুখে সাক্ষাৎ উপস্থিত হন। ভক্ত সর্বদাই সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত, এবং ভগবান ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের সম্মুখে প্রকট হন। তিনি রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহদেব প্রভৃতি রূপে উপস্থিত হতে পারেন। ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে এইভাবে প্রেমের বিনিময় হয়।

শ্লোক ১০

যত্রাশ্রমপদান্যুভয়তোনাভিভির্দৃষচ্চক্রৈশ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্বতঃ পবিত্রীকরোতি ॥ ১০ ॥

যত্র—যেখানে; **আশ্রম-পদানি**—সমস্ত আশ্রম; **উভয়তঃ**—উপর এবং নিচে উভয় দিকেই; **নাভিভিঃ**—নাভিচিহ্ন সমন্বিত; **দৃষৎ**—দৃশ্যমান; **চক্রৈঃ**—চক্রের দ্বারা; **চক্র-নদী**—চক্র নদী (গণ্ডকী); **নাম**—নামক; **সরিৎ-প্রবরা**—নদীশ্রেষ্ঠ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **পবিত্রী-করোতি**—পবিত্র করে।

অনুবাদ

পুলহ আশ্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ নদী গণ্ডকী প্রবাহিত। সেই নদীতে শালগ্রাম শিলা সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে। সেই শিলার প্রত্যেকের উপরে এবং নিম্নভাগে নাভিসদৃশ চিহ্ন বর্তমান।

তাৎপর্য

শালগ্রাম শিলা হচ্ছে সেই শিলা, যার উপরে এবং নীচে চক্র চিহ্ন বর্তমান। এই শালগ্রাম শিলা গণ্ডকী নদীতে পাওয়া যায়। যেখানে এই নদীর জল প্রবাহিত হয়, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়।

শ্লোক ১১

তস্মিন্ বাব কিল স একলঃ পুলহাশ্রমোপবনে বিবিধকুসুমকিসলয়তুলসিকাম্বুভিঃ কন্দমূলফলোপহারৈশ্চ সমীহমানো ভগবত আরাধনং বিবিক্ত উপরতবিষয়াভিলাষ উপভৃতোপশমঃ পরাং নির্বৃতিমবাপ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্—সেই আশ্রমে; **বাব কিল**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—ভরত মহারাজ; **একলঃ**—একাকী; **পুলহ-আশ্রম-উপবনে**—পুলহ আশ্রমের সমীপবর্তী উদ্যানে; **বিবিধ-কুসুম-কিসলয়-তুলসিকা-অম্বুভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার ফুল, পল্লব, তুলসী দল এবং জলের দ্বারা; **কন্দ-মূল-ফল-উপহারৈঃ**—কন্দমূল, ফল ইত্যাদি নিবেদন করে; **চ**—এবং; **সমীহমানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **আরাধনম্**—আরাধনা করে; **বিবিক্তঃ**—পবিত্র; **উপরত**—মুক্ত হয়ে; **বিষয়-অভিলাষঃ**—জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **উপভৃত**—বর্ধিত; **উপশমঃ**—শান্তি; **পরাম্**—দিব্য; **নির্বৃতিম্**—সন্তোষ; **অবাপ**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

পুলহ আশ্রমের উপবনে মহারাজ ভরত একাকী বাস করে বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, গণ্ডকী নদীর জল, কন্দমূল, ফল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল এবং তিনি জড় সুখভোগের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই অবিচলিত অবস্থায় তিনি পরম সন্তোষ এবং পরাভক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সকলেই মনের শান্তি অন্বেষণ করছে। তা লাভ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষ জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—*পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি* (৯/২৬)। ভগবানের সেবা করা মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ভগবানকে একটি পত্র, একটি ফুল, একটি ফল এবং একটু জল নিবেদন করা যায়। প্রীতি এবং ভক্তি সহকারে যখন তা নিবেদন করা হয়, ভগবান তখন গ্রহণ করেন। এইভাবে মানুষ বিষয় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা থাকে, ততক্ষণ মানুষ সুখী হতে পারে না। কিন্তু যখন মানুষ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর মন সমস্ত বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। তখন পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করা যায়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে। ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৬-৭)

এই উপদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক শাস্ত্র *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়তো পুলহ আশ্রমে না যেতে পারে, কিন্তু মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেখান থেকেই উপরোক্ত পন্থা অনুসারে আনন্দের সঙ্গে ভগবানের সেবা সম্পাদন করতে পারেন।

শ্লোক ১২

তয়েত্থমবিরতপুরুষপরিচর্যয়া ভগবতি প্রবর্ধমানানুরাগভরদ্রুতহৃদয়-শৈথিল্যঃ প্রহর্ষবেগেনাত্মন্যুদ্ভিদ্যমানরোমপুলককুলক ঔৎকণ্ঠ্য-প্রবৃত্তপ্রণয়বাষ্পনিরুদ্ধাবলোকনয়ন এবং নিজরমণারুণচরণারবিন্দানুধ্যান-

পরিচিতভক্তিযোগেন পরিপ্লুতপরমাহ্লাদগম্ভীরহৃদয়হ্রদাবগাঢ়ধিষণস্তামপি ক্রিয়মাণাং ভগবৎসপর্যাং ন সস্মার ॥ ১২ ॥

তয়া—তাঁর দ্বারা; **ইত্থম্**—এই প্রকার; **অবিরত**—নিরন্তর; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পরিচর্যয়া**—সেবার দ্বারা; **ভগবতি**—ভগবানকে; **প্রবর্ধমান**—নিরন্তর বর্ধমান; **অনুরাগ**—প্রেমের; **ভর**—ভারে; **দ্রুত**—দ্রবীভূত; **হৃদয়**—হৃদয়; **শৈথিল্যঃ**—শৈথিল্য; **প্রহর্ষ-বেগেন**—আনন্দের আতিশয্যে; **আত্মনি**—তাঁর দেহে; **উদ্ভিদ্যমান-রোম-পুলক-কুলকঃ**—রোমাঞ্চ; **ঔৎকণ্ঠ্য**—উৎকণ্ঠার ফলে; **প্রবৃত্ত**—উৎপন্ন; **প্রণয়-বাষ্প-নিরুদ্ধ-অবলোক-নয়নঃ**—আনন্দাশ্রু উদ্গত হওয়ার ফলে, দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়েছিল; **এবম্**—এইভাবে; **নিজ-রমণ-অরুণ-চরণ-অরবিন্দ**—ভগবানের অরুণ বর্ণ পাদপদ্ম; **অনুধ্যান**—ধ্যানের দ্বারা; **পরিচিত**—বর্ধিত; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **পরিপ্লুত**—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল; **পরম**—সর্বোচ্চ; **আহ্লাদ**—দিব্য আনন্দের; **গম্ভীর**—অত্যন্ত গভীর; **হৃদয়-হ্রদ**—হৃদয়রূপ হ্রদে; **অবগাঢ়**—নিমজ্জিত; **ধিষণঃ**—যাঁর বুদ্ধি; **তাম্**—তা; **অপি**—যদিও; **ক্রিয়মাণাম্**—সম্পাদন করে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সপর্যাম্**—আরাধনা; **ন**—না; **সস্মার**—স্মরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাভাগবত ভরত এইভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম বর্ধিত হয়ে তাঁর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিল। তার ফলে তাঁর আর নিত্যকৃত্যাদিতে উৎসাহ ছিল না। তাঁর দেহে রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি প্রেমের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হতে লাগল। আনন্দাশ্রুর উদ্গমে তাঁর নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়েছিল। এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের অরুণ বর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর হৃদয়রূপ হ্রদ আনন্দরূপ জলে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মন সেই আনন্দ হ্রদে নিমগ্ন হওয়ায়, তিনি যে ভগবানের সেবা করছেন, তা পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হন, তখন তাঁর শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। সেগুলি ভগবৎ প্রেমের লক্ষণ। মহারাজ ভরত যেহেতু নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর দেহে এই সমস্ত দিব্য প্রেমের লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

ইত্থং ধৃতভগবদ্‌ব্রত ঐণেয়াজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্দ্রকপিশকুটিল-জটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্যর্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে সূর্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদু হোবাচ— ॥ ১৩ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ধৃত-ভগবৎ-ব্রতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ব্রত গ্রহণ করে; **ঐণেয়-অজিন-বাসস**—মৃগচর্মের বসন ধারণ করে; **অনুসবন**—দিনে তিনবার; **অভিষেক**—স্নানের দ্বারা; **আর্দ্র**—সিক্ত; **কপিশ**—কপিল; **কুটিল-জটা**—কুঞ্চিত জটা; **কলাপেন**—সমূহের দ্বারা; **চ**—এবং; **বিরোচমানঃ**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত হয়ে; **সূর্যর্চা**—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সূর্য-নারায়ণের পূজা করে; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **হিরণ্ময়ম্**—স্বর্ণকান্তি সমন্বিত ভগবানকে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **উজ্জিহানে**—উদয়ের সময়; **সূর্য-মণ্ডলে**—সূর্যমণ্ডলে; **অভ্যুপতিষ্ঠন্**—আরাধনা করে; **এতৎ**—এই; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—উচ্চারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মৃগচর্মের বসন ধারণ করে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করার ফলে সিক্ত কুটিল জটা-কলাপে সুশোভিত হয়ে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় নারায়ণকে ঋক্ মন্ত্রে আরাধনা করতেন, এবং সূর্যের উদয়ের সময় নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর বন্দনা করতেন।

তাৎপর্য

সূর্যমণ্ডলের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন হিরণ্ময় ভগবান নারায়ণ। তাঁর আরাধনা *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—এই গায়ত্রী মন্ত্রের* দ্বারা করা হয়। তিনি অন্যান্য ঋক্ মন্ত্রের দ্বারাও আরাধিত হন, যেমন—*ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী*। সূর্যমণ্ডলে ভগবান নারায়ণ অবস্থিত এবং তাঁর অঙ্গকান্তি হিরণ্ময়।

শ্লোক ১৪

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো
দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান ।
সুরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে
হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ ॥ ১৪ ॥

পরঃ-রজঃ—রজোগুণের অতীত (শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত); **সবিতুঃ**—যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন; **জাত-বেদঃ**—যাঁর থেকে ভক্তের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়; **দেবস্য**—ভগবানের; **ভর্গঃ**—জ্যোতির্ময়; **মনসা**—কেবল ধ্যানের দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **জজান**—উৎপন্ন হয়েছে; **সু-রেতসা**—চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **অদঃ**—এই সৃষ্ট জগৎ; **পুনঃ**—পুনরায়; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **চষ্টে**—দর্শন করেন অথবা পালন করেন; **হংসম্**—জীব; **গৃধ্রাণম্**—জড় সুখভোগের বাসনায়; **নৃষৎ**—বুদ্ধিকে; **রিঙ্গিরাম্**—যিনি গতি প্রদান করেন; **ইমঃ**—তাঁকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন এবং ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে পরমাত্মা রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী সমস্ত জীবদের পালন করেন। বুদ্ধিবৃত্তি প্রদানকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

তাৎপর্য

সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন নারায়ণের এক অংশ, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন। ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, এবং তিনি তাঁদের বুদ্ধি প্রদান করেন এবং তাঁদের সমস্ত জড় বাসনা পূর্ণ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)

পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। সেই কথা *ব্রহ্ম সংহিতাতেও* (৫/৩৫) উল্লেখ করা হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—"তিনি সব কয়টি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেন।" *ঋক্ বেদে,* এই মন্ত্রে সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার আরাধনা হয়—*ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ* । সূর্যমণ্ডলে নারায়ণ তাঁর পদ্মফুলে উপবিষ্ট। এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা প্রতিটি জীবের সূর্যোদয়ের সময় নারায়ণের শরণাগত হওয়া উচিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সমগ্র জগৎ সূর্যের জ্যোতিতে অবস্থিত। সূর্যকিরণের ফলে সব কয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে এবং

বনস্পতিনিচয়ের বৃদ্ধি হচ্ছে। আমরা জানি যে চন্দ্রকিরণও বনস্পতি এবং তরুলতার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে সূর্যমণ্ডলের নারায়ণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন; তাই *গায়ত্রী মন্ত্র* বা *ঋক্ মন্ত্রের* দ্বারা নারায়ণের আরাধনা করা উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

ভরত মহারাজের চরিত্রকথা

ভরত মহারাজ যদিও ভক্তির অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্তিবশত তাঁর অধঃপতন হয়। একদিন ভরত মহারাজ গণ্ডকী নদীতে যথাবিধি স্নান করে মন্ত্র জপ করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, একটি পূর্ণগর্ভা হরিণী নদীতে জল পান করতে এসেছে। সহসা সেই হরিণীটি একটি সিংহের গর্জন শুনে, অত্যন্ত ভয়বিহ্বলা হয়ে প্রাণভয়ে লাফ দিয়ে নদী উল্লঙ্ঘন করল; সেই সময় তার গর্ভপাত হওয়ার ফলে শাবকটি জলে পতিত হল এবং হরিণীটিও তীরে গিয়ে প্রাণত্যাগ করল। মহারাজ ভরত দয়াপরবশ হয়ে, সেই মাতৃহারা অসহায় মৃগ-শিশুটিকে জল থেকে উদ্ধার করে, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি ক্রমশ সেই হরিণ শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং সর্বদা স্নেহভরে তার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শাবকটি যখন একটু বড় হল, তখন সে মহারাজ ভরতের নিত্যসঙ্গী, সেবার বস্তু ও চিন্তার বিষয় হল। সেই মৃগের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, তাঁর মন চঞ্চল হয়েছিল এবং তাঁর ভক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজকীয় ঐশ্বর্য হেলাভরে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলেও, তিনি সেই মৃগ-শিশুর প্রতি আসক্ত হয়ে যোগ থেকে ভ্রষ্ট হলেন। এক সময় সেই মৃগটিকে দেখতে না পেয়ে, মহারাজ ভরত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাকে খুঁজতে শুরু করলেন। এইভাবে মহারাজ ভরত যখন মৃগটির বিরহে কাতর হয়ে তার অন্বেষণ করছিলেন, তখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃগচিন্তায় মগ্ন থেকে প্রাণত্যাগ করায় তিনি পরজন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পারমার্থিক মার্গে যথেষ্ট উন্নত ছিলেন, তাই তাঁর পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়নি। তিনি তাঁর বিকর্ম এবং তার ফলে এই অধঃপতনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, মৃগমাতাকে ত্যাগ করে পুনরায় পুলহ আশ্রমে গিয়েছিলেন। অবশেষে মৃগ-শরীরে তাঁর কর্ম ক্ষয় হয় এবং যথাসময়ে তিনি সেই হরিণের শরীর থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একদা তু মহানদ্যাং কৃতাভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকো ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—এক সময়; **তু**—কিন্তু; **মহা-নদ্যাম্**—গণ্ডকী নামক মহানদীতে; **কৃত-অভিষেক-নৈয়মিক-অবশ্যকঃ**—প্রাতঃ কৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর; **ব্রহ্ম-অক্ষরম্**—প্রণব মন্ত্র (ওঁ); **অভিগৃণানঃ**—জপ করে; **মুহূর্ত-ত্রয়ম্**—তিন মুহূর্ত; **উদকন্তে**—নদীর তীরে; **উপবিবেশ**—তিনি উপবেশন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, একদিন মল-মূত্র ত্যাগ আদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর, মহারাজ ভরত প্রণব মন্ত্র জপ করতে করতে তিন মুহূর্তকাল গণ্ডকী নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন।

শ্লোক ২

তত্র তদা রাজন্ হরিণী পিপাসয়া জলাশয়াভ্যাশমেকৈবোপজগাম ॥২॥

তত্র—নদীর তীরে; **তদা**—সেই সময়; **রাজন্**—হে রাজন; **হরিণী**—মৃগী; **পিপাসয়া**—পিপাসায় কাতর হয়ে; **জলাশয়-অভ্যাশম্**—নদীর নিকটে; **এক**—এক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপজগাম**—উপস্থিত হয়েছিল।

অনুবাদ

হে রাজন্, মহারাজ ভরত যখন নদীর তীরে বসে ছিলেন, তখন পিপাসায় কাতর হয়ে একটি হরিণী সেখানে জলপান করতে এসেছিল।

শ্লোক ৩

তয়া পেপীয়মান উদকে তাবদেবাবিদূরেণ নদতো মৃগপতেরুন্নাদো লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ ॥ ৩ ॥

তয়া—সেই হরিণীর দ্বারা; **পেপীয়মানে**—গভীর তৃপ্তির সঙ্গে পানে রত; **উদকে**—জল; **তাবৎ এব**—ঠিক সেই সময়; **অবিদূরেণ**—অতি নিকটে; **নদতঃ**—গর্জন; **মৃগ-পতেঃ**—সিংহের; **উন্নাদঃ**—প্রচণ্ড শব্দ; **লোক-ভয়ঙ্কর**—সমস্ত জীবের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **উদপতৎ**—উদ্‌গত হয়েছিল।

অনুবাদ

হরিণীটি যখন গভীর তৃপ্তি সহকারে জলপান করছিল, তখন অতি নিকটে একটি সিংহ গর্জন করে উঠল। সেই লোক-ভয়ঙ্কর শব্দ হরিণীটির কর্ণে প্রবেশ করল।

শ্লোক ৪

তমুপশ্রুত্য সা মৃগবধূঃ প্রকৃতি বিক্লবা চকিতনিরীক্ষণা সুতরামপিহরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া পারিপ্লবদৃষ্টিরগততৃষা ভয়াৎ সহসৈবোচ্চক্রাম ॥ ৪ ॥

তম্ উপশ্রুত্য—সেই গর্জন শুনে; **সা**—সেই; **মৃগ-বধূঃ**—হরিণী; **প্রকৃতি-বিক্লবা**—স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীতা; **চকিত-নিরীক্ষণা**—চঞ্চলনয়না; **সুতরাম্ অপি**—তৎক্ষণাৎ; **হরি**—সিংহের; **ভয়**—ভয়ের; **অভিনিবেশ**—আগমনে; **ব্যগ্র-হৃদয়া**—ব্যাকুলচিত্ত; **পারিপ্লব-দৃষ্টিঃ**—পরিভ্রান্ত নেত্র; **অগত-তৃষা**—অতৃপ্ত তৃষ্ণা; **ভয়াৎ**—ভয়ের ফলে; **সহসা**—হঠাৎ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উচ্চক্রাম**—নদী পার হয়েছিল।

অনুবাদ

হরিণী স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীতা এবং তাই সে চকিত নয়নে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিল। সেই গর্জন শুনে সে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়েছিল এবং ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পিপাসা নিবৃত্তি না হলেও সে লাফ দিয়ে নদী পার হল।

শ্লোক ৫

তস্যা উৎপতন্ত্যা অন্তর্বত্ন্যা উরুভয়াবগলিতো যোনিনির্গতো গর্ভঃ স্রোতসি নিপপাত ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ—তার; **উৎপতন্ত্যাঃ**—বেগে লাফ দেবার ফলে; **অন্তর্বত্ন্যাঃ**—পূর্ণগর্ভা; **উরু-ভয়**—মহাভয়ে; **অবগলিতঃ**—বিচ্যুত হয়ে; **যোনি-নির্গতঃ**—যোনি থেকে নির্গত হয়ে; **গর্ভঃ**—গর্ভস্থ সন্তান; **স্রোতসি**—জলপ্রবাহে; **নিপপাত**—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই হরিণীটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল; সুতরাং ভয়ে সে যখন লাফ দিয়েছিল, তখন তার গর্ভস্থ সন্তান যোনিনির্গত হয়ে নদীর প্রবাহে পতিত হল।

তাৎপর্য

গর্ভবতী স্ত্রীর ভয় অথবা অত্যধিক আবেগের ফলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গর্ভবতী স্ত্রীকে সমস্ত বাহ্যপ্রভাব থেকে দূরে রাখা উচিত।

শ্লোক ৬

**তৎপ্রসবোৎসর্পণভয়খেদাতুরা স্বগণেন বিযুজ্যমানা কস্যাঞ্চিদ্দর্যাং
কৃষ্ণসারসতী নিপপাতাথ চ মমার ॥ ৬ ॥**

তৎ-প্রসব—গর্ভপাতের ফলে; **উৎসর্পণ**—লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার ফলে; **ভয়**—ভয়; **খেদ**—ক্লেশ; **আতুরা**—পীড়িতা; **স্ব-গণেন**—মৃগযূথ থেকে; **বিযুজ্যমানা**—বিচ্ছিন্ন হয়ে; **কস্যাঞ্চিৎ**—কোন; **দর্যাম্**—পর্বতের গুহায়; **কৃষ্ণ-সারসতী**—কৃষ্ণসার মৃগী; **নিপপাত**—নিপতিত হয়েছিল; **অথ**—অতএব; **চ**—এবং; **মমার**—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

যূথ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গর্ভপাতে ক্লিষ্ট সেই কৃষ্ণসার মৃগবধূ লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার পর ভয়ে অত্যন্ত পীড়িতা হয়ে, একটি গুহায় নিপতিত হওয়া মাত্র দেহত্যাগ করল।

শ্লোক ৭

**তং ত্বেণকুণকং কৃপণং স্রোতসানূহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বন্ধুরিবা-
নুকম্পয়া রাজর্ষির্ভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ ॥ ৭ ॥**

তম্—তা; **তু**—কিন্তু; **এণ-কুণকম্**—হরিণ শাবক; **কৃপণম্**—অসহায়; **স্রোতসা**—জলস্রোতে; **অনূহ্যমানম্**—ভাসতে ভাসতে; **অভিবীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অপবিদ্ধম্**—নিজজন থেকে বিচ্ছিন্ন; **বন্ধুঃ ইব**—ঠিক বন্ধুর মতো; **অনুকম্পয়া**—করুণাবশত; **রাজর্ষিঃ ভরতঃ**—রাজর্ষি মহারাজ ভরত; **আদায়**—গ্রহণ করে; **মৃত-মাতরম্**—

মাতৃহারা; **ইতি**—এইভাবে বিচার করে; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রমে; **অনয়ৎ**—নিয়ে এসেছিলেন।

অনুবাদ

রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে, সেই মাতৃহারা হরিণ-শিশুটিকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। তিনি বন্ধুর মতো সেই মৃগ-শিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে এনে, তাকে মাতৃহারা জেনে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতির নিয়ম যে কি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে তা আমাদের অজ্ঞাত। মহারাজ ভরত ছিলেন একজন মহান রাজা এবং অতি উচ্চ স্তরের ভক্ত। তিনি প্রায় ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্তর থেকেও তিনি জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* তাই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন, যিনি সুখ এবং দুঃখ উভয় অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৫)

ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ একটি ছোট ভুলের ফলে পুনরায় ভববন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মহারাজ ভরতের চরিত্র অধ্যয়ন করে, আমরা সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারি। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব, কিভাবে হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যধিক মমতার ফলে ভরত মহারাজকে মৃগ শরীর প্রাপ্ত হতে হয়েছিল। আমাদের কর্তব্য অন্য সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে তাদের জড় স্তর থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা; তা না হলে আমরা মমতার বন্ধনে জড়িয়ে চিন্ময় স্তর থেকে জড় স্তরে অধঃপতিত হতে পারি। হরিণ-শিশুটির প্রতি মহারাজ ভরতের মমতাই ছিল তাঁর অধঃপতনের সূত্রপাত।

শ্লোক ৮

তস্য হ বা এণকুণক উচ্চৈরেতস্মিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তৎপোষণ-পালনলালনপ্রীণনানুধ্যানেনাত্মনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্যাদয় একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিযুজ্যমানাঃ কিল সর্ব এবোদবসন্ ॥৮॥

তস্য—রাজার; **হ বা**—বস্তুতপক্ষে; **এণ-কুণকে**—হরিণ-শিশুর প্রতি; **উচ্চৈঃ**—অত্যন্ত; **এতস্মিন্**—এতে; **কৃত-নিজ-অভিমানস্য**—যিনি হরিণ-শিশুটিকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেছিলেন; **অহঃ-অহঃ**—প্রতিদিন; **তৎ-পোষণ**—সেই হরিণ-শিশুটিকে পালন-পোষণ করে; **পালন**—ভয় থেকে রক্ষা করে; **লালন**—চুম্বন ইত্যাদির দ্বারা প্রীতি প্রদর্শন করে অথবা লালন করে; **প্রীণন**—আদর করে; **অনুধ্যানেন**—এই প্রকার আসক্তির দ্বারা; **আত্ম-নিয়মাঃ**—স্নান আদি দেহ ধারণের নিয়ম; **সহ-যমাঃ**—অহিংসা, সহনশীলতা, সরলতা আদি আধ্যাত্মিক কর্তব্য; **পুরুষ-পরিচর্যা-আদয়ঃ**—ভগবানের সেবা আদি অন্যান্য কর্তব্য; **এক-একশঃ**—প্রতিদিন; **কতিপয়েন**—কেবল অল্প কয়েকটি; **অহঃ-গণেন**—দিন; **বিযুজ্যমানাঃ**—পরিত্যাগ করে; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদবসন্**—নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অনুবাদ

ধীরে ধীরে মহারাজ ভরত সেই মৃগটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তৃণ আদি দ্বারা পোষণ, বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণিদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা, কণ্ডূয়ন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চুম্বন আদির দ্বারা লালন প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাকে গভীর স্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য কর্মগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের আরাধনা থেকেও ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমরা বুঝতে পারি বিধি-নিষেধগুলি পালন করে এবং নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদন করার ব্যাপারে আমাদের কত সতর্ক থাকা উচিত। আমরা যদি তাতে অবহেলা করি, তাহলে অবশেষে আমাদের অধঃপতন হবে। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করা, স্নান করা, মঙ্গল আরতিতে যোগদান করা, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং আচার্য ও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। এই পন্থা থেকে যদি আমরা বিচ্যুত হই, তাহলে আমরা যতই উন্নত স্তরের ভক্ত হই না কেন, আমাদের অধঃপতন হতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

"যজ্ঞ, দান এবং তপশ্চর্যা কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ, দান এবং তপশ্চর্যা মহাত্মাদেরও পবিত্র করে।" সন্ন্যাসীদেরও এই সমস্ত বিধিবিধানগুলি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর সময় এবং জীবন উৎসর্গ করা। বিধিনিষেধ এবং তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে থাকা উচিত। এই সমস্ত কর্তব্যগুলি কখনই ত্যাজ্য নয়। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে নিজেকে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য ভরত মহারাজের চরিত্র অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত।

শ্লোক ৯

অহো বতায়ং হরিণকুণকঃ কৃপণ ঈশ্বররথচরণপরিভ্রমণরয়েণ স্বগণসুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ পরিবর্জিতঃ শরণং চ মোপসাদিতো মামেব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্ যৌথিকাংশ্চৈবোপেয়ায় নান্যং কঞ্চন বেদ ময্যতিবিস্রব্ধশ্চাত এব ময়া মৎপরায়ণস্য পোষণপালনপ্রীণনলালন-মনসূয়ুনানুষ্ঠেয়ং শরণ্যোপেক্ষাদোষবিদুষা ॥ ৯ ॥

অহো বত—আহা; **অয়ম্**—এই; **হরিণ-কুণকঃ**—হরিণ-শিশু; **কৃপণঃ**—অসহায়; **ঈশ্বর-রথ-চরণ-পরিভ্রমণ-রয়েণ**—ভগবানের কালরূপ রথচক্রের পরিভ্রমণের বেগে; **স্ব-গণ**—স্বজন; **সুহৃৎ**—অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; **বন্ধুভ্যঃ**—আত্মীয়-স্বজন; **পরিবর্জিতঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **শরণম্**—আশ্রয়রূপে; **চ**—এবং; **মা**—আমাকে; **উপসাদিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **মাম্**—আমাকে; **এব**—কেবল; **মাতা-পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **ভ্রাতৃ-জ্ঞাতীন্**—ভ্রাতা এবং আত্মীয়-স্বজন; **যৌথিকান্**—যূথের অন্তর্গত; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপেয়ায়**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন**—না; **অন্যম্**—অন্য কেউ; **কঞ্চন**—কোন ব্যক্তি; **বেদ**—জানে; **ময়ি**—আমাতে; **অতি**—অত্যন্ত; **বিস্রব্ধঃ**—শ্রদ্ধাপরায়ণ; **চ**—এবং; **অতঃএব**—অতএব; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মৎ-পরায়ণস্য**—আমার প্রতি এইভাবে নির্ভরশীল; **পোষণ-পালন-প্রীণন-লালনম্**—লালন, পালন, আদর এবং রক্ষা করা; **অনসূয়ুনা**—মাৎসর্য রহিত; **অনুষ্ঠেয়ম্**—অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; **শরণ্য**—শরণাগত; **উপেক্ষা**—উপেক্ষার; **দোষ-বিদুষা**—ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মনে মনে চিন্তা করতেন—আহা, এই অসহায় হরিণ শিশুটি ভগবানের কালরূপ চক্রের পরিভ্রমণের বেগে স্বজন, সুহৃদ ও বন্ধুদের থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাকেই আশ্রয় রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। সে আমাকেই তার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় ও সহচর বলে মনে করছে। আমার প্রতি এর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমাকে ছাড়া এ আর অন্য কাউকে জানে না। অতএব, এর প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে আমার মনে করা উচিত নয় যে, এর জন্য আমার স্বার্থহানি হবে। এর লালন, পালন, পোষণ এবং তোষণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু এ আমার শরণাগত হয়েছে, তাই আমি কিভাবে তাকে অবহেলা করতে পারি? যদিও এই হরিণটির জন্য আমার পারমার্থিক কর্তব্য ব্যাহত হচ্ছে, তবুও শরণাগতের অবহেলা করা তো উচিত নয়। তাহলে সেটি মস্ত বড় অন্যায় হবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন চিন্ময় চেতনায় বা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু, কেউ যদি বদ্ধ জীবদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিচার না করে কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিই সহানুভূতিশীল হন, যেমনটি ভরত মহারাজের ক্ষেত্রে হয়েছিল, তাহলে সেই সহানুভূতি বা করুণা তার অধঃপতনের কারণ হবে। কেউ যদি দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতিশীল হন, তাহলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাদের জড় চেতনা থেকে চিন্ময় চেতনায় উন্নীত করার চেষ্টা করা। ভরত মহারাজ সেই হরিণটির প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সেই হরিণটিকে আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে উন্নীত করা অসম্ভব ছিল, কারণ সেটি ছিল একটি পশু। একটি পশুকে লালন-পালন করার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক কর্তব্য পরিত্যাগ করা মহারাজ ভরতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়েছিল। *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত—*যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ*। জড় শরীরটির ব্যাপারে কারও জন্যই কোনকিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আমরা যদি আধ্যাত্মিক মার্গের বিধিবিধানগুলি অনুসরণ করি, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা অন্যদেরও চিন্ময় চেতনায় উন্নীত করতে পারি। কিন্তু আমাদের পারমার্থিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে আমরা যদি অন্যদের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়েই কেবল আগ্রহী হই, তাহলে আমরা একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পতিত হব।

শ্লোক ১০

নূনং হ্যার্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে ॥ ১০ ॥

নূনম্—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আর্যাঃ**—অত্যন্ত মার্জিত চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **উপশম-শীলাঃ**—সর্বত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও; **কৃপণ-সুহৃদঃ**—অসহায় ব্যক্তিদের বন্ধু; **এবং-বিধ-অর্থে**—এই প্রকার নিয়ম পালন করার জন্য; **স্ব-অর্থান্ অপি**—নিজের স্বার্থকেও; **গুরু-তরান্**—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; **উপেক্ষন্তে**—উপেক্ষা করেন।

অনুবাদ

ত্যাগের আশ্রম অবলম্বন করা সত্ত্বেও, মহান ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত করুণা অনুভব করেন। নিশ্চয়ই এই প্রকার শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য নিজের গুরুতর স্বার্থও উপেক্ষা করা উচিত।

তাৎপর্য

মায়া অত্যন্ত প্রবল। লোকহিতৈষণা, পরার্থবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির নামে মানুষ সারা পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের প্রতি করুণা অনুভব করে। লোকহিতৈষী এবং পরার্থবাদীরা বুঝতে পারে না যে, মানুষের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। মানুষের জড়-জাগতিক অবস্থা তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দৈবের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের যে একটিমাত্র কল্যাণ সাধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, তা হচ্ছে তাদের চিন্ময় চেতনার স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করা। জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি সাধন করা যায় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৮) বলা হয়েছে, *তল্লভ্যতে দুঃখবদ্ অন্যতঃ সুখম্*—"বিনা চেষ্টায় যেমন দুঃখ আপনা থেকেই আসে, তেমনই জড় সুখভোগ আপনা থেকেই আসবে।" জড়-জাগতিক সুখ এবং দুঃখ বিনা চেষ্টাতেই আসে। তাই জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য বিব্রত হওয়া উচিত নয়। কেউ যদি অন্যদের প্রতি সত্যই সহানুভূতিশীল হন অথবা তাদের মঙ্গল সাধনে সক্ষম হন, তাহলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা। এইভাবে ভগবানের কৃপায় সকলেরই পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হবে। আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভরত মহারাজ এইভাবে আচরণ করেছেন।

তথাকথিত যে সমস্ত লোকহিতকর কার্য কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হই, সেই জন্য সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। কোন মতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মানুষ সেই কথা জানে না অথবা তারা তা ভুলে গেছে। তাই তারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করার কথা ভুলে গিয়ে, কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করার জন্য লোকহিতকর কার্যে যুক্ত হয়।

শ্লোক ১১

ইতি কৃতানুষঙ্গ আসনশয়নাটনস্নানাশনাদিষু সহ মৃগজহুনা স্নেহানুবদ্ধহৃদয় আসীৎ ॥ ১১ ॥

ইতি—এইভাবে; **কৃত-অনুষঙ্গঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **আসন**—উপবেশন; **শয়ন**—শয়ন; **অটন**—ভ্রমণ; **স্নান**—স্নান; **অশনাদিষু**—ভোজন ইত্যাদি করার সময়; **সহ মৃগ-জহুনা**—মৃগ-শিশুটির সঙ্গে; **স্নেহ-অনুবদ্ধ**—স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়; **আসীৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তার সঙ্গে উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, এমনকি আহার পর্যন্ত করতেন। এইভাবে হরিণ-শিশুটির প্রেমে তাঁর হৃদয় আবদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১২

কুশকুসুমসমিৎপলাশফলমূলোদকান্যাহরিষ্যমাণো বৃকসালাবৃকাদিভ্যো ভয়মাশংসমানো যদা সহ হরিণকুণকেন বনং সমাবিশতি ॥ ১২ ॥

কুশ—কুশ ঘাস; **কুসুম**—ফুল; **সমিৎ**—আগুন জ্বালাবার কাঠ; **পলাশ**—পত্র; **ফল-মূল**—ফল এবং মূল; **উদকানি**—এবং জল; **আহরিষ্যমাণঃ**—সংগ্রহ করার বাসনায়; **বৃকসালা-বৃক**—নেকড়ে বাঘ এবং কুকুরদের থেকে; **আদিভ্যঃ**—এবং ব্যাঘ্র আদি অন্যান্য পশুদের; **ভয়ম্**—ভয়; **আশংসমানঃ**—শঙ্কিত; **যদা**—যখন; **সহ**—সঙ্গে; **হরিণ-কুণকেন**—হরিণ-শিশু; **বনম্**—বন; **সমাবিশতি**—প্রবেশ করতেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন কুশ, কুসুম, সমিৎ, পত্র, ফল, মূল এবং জল সংগ্রহ করার জন্য বনে যেতেন, তখন পাছে শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু এসে মৃগ-শিশুটির প্রাণ বিনাশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই হরিণ-শিশুটিকে সঙ্গে করেই বনে প্রবেশ করতেন।

তাৎপর্য

সেই হরিণটির প্রতি মহারাজ ভরতের স্নেহ যে কিভাবে বর্ধিত হয়েছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভরত মহারাজের মতো মহাত্মা, যিনি ভগবানের প্রতি ভাবভক্তি লাভ করেছিলেন, তিনিও একটি পশুর প্রতি স্নেহের বশে তাঁর অতি উচ্চ চিন্ময় স্তর থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। তার ফলে, তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে একটি হরিণের দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। মহারাজ ভরতের যদি এই অবস্থা হতে পারে, তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে অনুন্নত যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের কুকুর-বেড়ালদের প্রতি আসক্ত, তাদের আর কি কথা? কুকুর-বেড়ালদের প্রতি তাদের আসক্তির ফলে, পরবর্তী জীবনে তাদের সেই প্রকার পশু-শরীর ধারণ করতে হবে। তাই পশুপক্ষী ইত্যাদির প্রতি আসক্তি বর্জন করে, ভগবানের প্রতি প্রীতি পরায়ণ হয়ে তাঁর প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভগবানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যদি বর্ধিত না হয়, তাহলে আমরা অন্য সমস্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হব। সেটিই আমাদের জড় বন্ধনের কারণ।

শ্লোক ১৩

পথিষু চ মুগ্ধভাবেন তত্র তত্র বিষক্তমতিপ্রণয়ভরহৃদয়ঃ কার্পণ্যাৎ স্কন্ধেনোদ্বহতি এবমুৎসঙ্গ উরসি চাধায়োপলালয়ন্ মুদং পরমামবাপ ॥ ১৩ ॥

পথিষু—বনপথে; **চ**—ও; **মুগ্ধ-ভাবেন**—হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **বিষক্ত-মতি**—আকৃষ্ট চিত্ত; **প্রণয়**—প্রেম সহকারে; **ভর**—পূর্ণ; **হৃদয়ঃ**—যাঁর হৃদয়; **কার্পণ্যাৎ**—স্নেহ এবং প্রেমবশত; **স্কন্ধেন**—স্কন্ধে; **উদ্বহতি**—বহন করতেন; **এবম্**—এইভাবে; **উৎসঙ্গে**—কখনও কোলে নিয়ে; **উরসি**—শয়নকালে বক্ষে ধারণ করে; **চ**—ও; **আধায়**—স্থাপন করে; **উপলালয়ন্**—লালন করতে করতে; **মুদম্**—আনন্দ; **পরমাম্**—অত্যন্ত; **অবাপ**—তিনি অনুভব করতেন।

অনুবাদ

বনে প্রবেশ করে সেই হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে মহারাজ ভরত অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে স্নেহবিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি কখনও সেই হরিণ-শিশুটিকে স্কন্ধে বহন করতেন, কখনও কোলে স্থাপন করতেন, এবং যখন শয়ন করতেন, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বক্ষে স্থাপন করতেন। এইভাবে সেই পশুটিকে আদরের সঙ্গে লালন করতে করতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তান-সন্ততি, রাজ্য আদি সবকিছু ত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এক তুচ্ছ হরিণ-শাবকের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনরায় মায়ার শিকার হয়েছিলেন। তাহলে তাঁর পরিবার পরিজনদের পরিত্যাগ করার কি প্রয়োজন ছিল? যারা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্ত না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। কখনও কখনও প্রচার করার জন্য আমাদের অনেক জড়-জাগতিক কার্য করতে হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের জন্য। আমরা যদি সেই কথা মনে রাখি, তাহলে আর মায়ার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ১৪

ক্রিয়ায়াং নির্বর্ত্যমানায়ামন্তরালেঽপ্যুত্থায়োত্থায় যদৈনমভিচক্ষীত তর্হি বাব স বর্ষপতিঃ প্রকৃতিস্থেন মনসা তস্মা আশিষ আশাস্তে স্বস্তি স্তাদ্বৎস তে সর্বত ইতি ॥ ১৪ ॥

ক্রিয়ায়াম্—ভগবানের আরাধনা অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান; **নির্বর্ত্যমানায়াম্**—সমাপ্ত না করেই; **অন্তরালে**—মধ্যে মধ্যে; **অপি**—যদিও; **উত্থায় উত্থায়**—বারবার উঠে; **যদা**—যখন; **এনম্**—হরিণ-শাবক; **অভিচক্ষীত**—দেখতেন; **তর্হি বাব**—সেই সময়; **সঃ**—তিনি; **বর্ষ-পতিঃ**—মহারাজ ভরত; **প্রকৃতি-স্থেন**—সুখী; **মনসা**—মনে; **তস্মৈ**—তাকে; **আশিষঃ আশাস্তে**—আশীর্বাদ করতেন; **স্বস্তি**—সর্বপ্রকার মঙ্গল; **স্তাৎ**—হোক; **বৎস**—হে বৎস; **তে**—তোমার; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন ভগবানের পূজা করতেন অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন, তখন সেই ক্রিয়া সমাপ্ত না হতেই তিনি মাঝে মাঝে উঠে সেই হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতেন। যখন তিনি দেখতেন যে হরিণ-শিশুটি ভালভাবেই রয়েছে, তখন তাঁর মন এবং হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হত, এবং তিনি সেই হরিণ-শাবকটিকে আশীর্বাদ করে বলতেন, "হে বৎস, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক।"

তাৎপর্য

সেই হরিণ-শাবকটির প্রতি তাঁর আসক্তি এতই প্রবল হয়েছিল যে, ভরত মহারাজ ভগবানের সেবাপূজায় আর তাঁর মনকে একাগ্র করতে পারছিলেন না এবং তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মও অনুষ্ঠান করতে পারছিলেন না। যখন তিনি ভগবানের পূজা করতেন, তখন সেই হরিণ-শাবকটির প্রতি অত্যধিক স্নেহে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। যখন তিনি ধ্যান করার চেষ্টা করতেন, তখন তাঁর হরিণ-শিশুটির কথাই মনে পড়ত। অর্থাৎ, পূজা করার সময় মন যদি বিচলিত থাকে, তাহলে কেবল লোকদেখানো পূজার ফলে কোন লাভ হয় না। ভরত মহারাজ যে পূজা করার সময় বারবার উঠে গিয়ে হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতে যেতেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, চিন্ময় স্তর থেকে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

অন্যদা ভৃশমুদ্বিগ্নমনা নষ্টদ্রবিণ ইব কৃপণঃ সকরুণমতিতর্ষেণ হরিণকুণক বিরহবিহ্বলহৃদয়সন্তাপস্তমেবানুশোচন্ কিল কশ্মলং মহদভিরম্ভিত ইতি হোবাচ ॥ ১৫ ॥

অন্যদা—কখনও কখনও (হরিণ-শাবকটিকে দেখতে না পেয়ে); **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **উদ্বিগ্ন-মনাঃ**—উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্ত; **নষ্ট-দ্রবিণঃ**—যে তার ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলেছে; **ইব**—সদৃশ; **কৃপণঃ**—কৃপণ; **স-করুণম্**—অত্যন্ত করুণভাবে; **অতি-তর্ষেণ**—অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে; **হরিণ-কুণক**—হরিণ-শিশুটি থেকে; **বিরহ**—বিরহে; **বিহ্বল**—ব্যাকুল; **হৃদয়**—মনে অথবা হৃদয়ে; **সন্তাপঃ**—শোক; **তম্**—সেই হরিণ-শাবক; **এব**—কেবল; **অনুশোচন্**—নিরন্তর তার কথা চিন্তা করে; **কিল**—নিশ্চিতভাবে;

কশ্মলম্—মোহ; **মহৎ**—অত্যন্ত; **অভিরম্ভিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত মহারাজ যদি কখনও সেই হরিণটিকে না দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। কৃপণ ব্যক্তি যেমন ধন লাভ করার পর সেই ধন হারিয়ে ফেললে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তেমনই ভরত মহারাজ সেই হরিণ-শাবকটির অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোক করতেন। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি তার ধন হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়। তেমনই হরিণটিকে দেখতে না পেয়ে মহারাজ ভরতের মন বিচলিত হত। কিভাবে যে আমাদের আসক্তির পরিবর্তন হয়, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। ভগবানের সেবায় যদি আমাদের আসক্তি হয়, তাহলে আমাদের প্রগতি হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যুবক-যুবতীরা যেমন স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তিনি যেন সেইভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে অথবা রাত্রে বিরহে ক্রন্দন করে ভগবানের প্রতি সেই প্রকার আসক্তি প্রদর্শন করছিলেন। কিন্তু, ভগবানের পরিবর্তে যদি আমরা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত হই, তাহলে চিন্ময় স্তর থেকে আমাদের অধঃপতন হবে।

শ্লোক ১৬

অপি বত স বৈ কৃপণ এণবালকো মৃতহরিণীসুতোঽহহো মমানার্যস্য শঠকিরাতমতেরকৃতসুকৃতস্য কৃতবিস্রম্ভ আত্মপ্রত্যয়েন তদবিগণয়ন্ সুজন ইবাগমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

অপি—প্রকৃতপক্ষে; **বত**—আহা; **সঃ**—সেই হরিণ-শাবকটি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কৃপণঃ**—কাতর; **এণ-বালকঃ**—হরিণ-শিশুটি; **মৃত-হরিণী-সুতঃ**—মৃত হরিণীর শাবক; **অহো**—আহা; **মম**—আমার; **অনার্যস্য**—অত্যন্ত অভদ্র; **শঠ**—প্রবঞ্চক; **কিরাত**—ব্যাধের; **মতেঃ**—যার মতি; **অকৃত-সুকৃতস্য**—পুণ্যহীন; **কৃত-বিস্রম্ভঃ**—পূর্ণরূপে

বিশ্বাস করে; **আত্ম-প্রত্যয়েন**—আমাকে নিজের মতো মনে করে; **তৎ অবিগণয়ন্**—এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা না করে; **সু-জনঃ ইব**—অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তির মতো; **অগমিষ্যতি**—সে কি আবার ফিরে আসবে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মনে করতেন—আহা, এই মৃগটি এখন অসহায়। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং আমার মন চতুর ব্যাধের মতো সর্বদা প্রবঞ্চনা এবং নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। সজ্জন ব্যক্তি যেমন ধূর্ত বন্ধুর দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে তাকে বিশ্বাস করে, ঠিক সেইভাবে এই হরিণটি আমার উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি এইভাবে অবিশ্বাসীর মতো আচরণ করলেও সে কি পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চরিত্রসম্পন্ন এবং মহান, তাই হরিণটির অদর্শনে তিনি মনে করতেন যে, তিনি তাঁর শরণাগতকে রক্ষা করতে অক্ষম। সেই পশুটির প্রতি তাঁর আসক্তির ফলে তিনি মনে করতেন যে, সেই পশুটিও তাঁরই মতো উন্নত চরিত্র এবং মহান। *আত্মবন্মন্যতে জগৎ* এই ন্যায় অনুসারে, মানুষ নিজে যেমন, অন্যদেরও ঠিক সেই রকমই বলে সে মনে করে। তাই মহারাজ ভরত মনে করতেন যে, তিনি হরিণটির অবহেলা করেছেন বলে সে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু সে অত্যন্ত মহান বলে আবার ফিরে আসবে।

শ্লোক ১৭

অপি ক্ষেমেণাস্মিন্নাশ্রমোপবনে শষ্পাণি চরন্তং দেবগুপ্তং দ্রক্ষ্যামি ॥১৭॥

অপি—হয়তো; **ক্ষেমেণ**—ব্যাঘ্র আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতির ফলে নির্ভয়; **অস্মিন্**—এই; **আশ্রম-উপবনে**—আশ্রমের সমীপবর্তী উদ্যানে; **শষ্পাণি চরন্তম্**—কোমল তৃণ ভক্ষণ করতে করতে; **দেব-গুপ্তম্**—দেবতাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে; **দ্রক্ষ্যামি**—আমি কি দেখতে পাব।

অনুবাদ

আহা! আমি কি আবার দেখতে পাব যে, এই পশুটি দেবতা কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে এবং ব্যাঘ্র আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতিতে নির্ভয়ে কোমল তৃণ ভক্ষণ করতে করতে এই আশ্রমের উপবনে চরে বেড়াচ্ছে?

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত মনে করেছিলেন যে, হরিণটি তাঁর অক্ষমতায় নিরাশ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে কোনও দেবতার দ্বারা রক্ষিত হওয়ার জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঐকান্তিকভাবে দেখতে চেয়েছিলেন যে, সে ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুর ভয়ে ভীত না হয়ে, তাঁর আশ্রমে কোমল তৃণ আহার করতে করতে আবার বিচরণ করছে। মহারাজ ভরতের একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে সমস্ত বিপদ থেকে সেই হরিণটিকে রক্ষা করা যায়। জাগতিক বিচারে এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় আচরণ হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে অনর্থক একটি পশুর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর উন্নত চিন্ময় স্তর থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। এইভাবে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, তাঁকে একটি পশু-শরীর ধারণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

অপি চ ন বৃকঃ সালাবৃকোঽন্যতমো বা নৈকচর একচরো বা ভক্ষয়তি ॥ ১৮ ॥

অপি চ—অথবা; **ন**—না; **বৃকঃ**—নেকড়ে; **সালা-বৃকঃ**—কুকুর; **অন্যতমঃ**—অনেকের মধ্যে যে কোন একটি; **বা**—অথবা; **ন-এক-চরঃ**—যূথচর শূকরাদি; **এক-চরঃ**—ব্যাঘ্র আদি পশু যারা একা বিচরণ করে; **বা**—অথবা; **ভক্ষয়তি**—(সেই অসহায় পশুটিকে) আহার করছে।

অনুবাদ

কি জানি, কোন নেকড়ে অথবা কুকুর অথবা যূথচর শূকর আদি অথবা কোন একচর ব্যাঘ্র তাকে ভক্ষণ করেনি তো?

তাৎপর্য

বাঘ কখনও জঙ্গলে দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে না। প্রত্যেক বাঘ একলা বিচরণ করে, কিন্তু বন্য শূকরেরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। তেমনই নেকড়ে, কুকুর আদি পশুরাও একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকে। তাই মহারাজ ভরত মনে করেছিলেন যে, বনের কোনও হিংস্র পশু হয়তো হরিণটিকে হত্যা করেছে।

শ্লোক ১৯

নিম্লোচতি হ ভগবান্ সকলজগৎক্ষেমোদয়স্ত্রয্যাত্মাদ্যাপি মম ন মৃগবধূন্যাস আগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

নিম্লোচতি—অস্ত যায়; **হ**—আহা; **ভগবান্**—সূর্যরূপে ভগবান; **সকল-জগৎ**—সমগ্র বিশ্ব; **ক্ষেম-উদয়ঃ**—মঙ্গলের উদয়; **ত্রয়ী-আত্মা**—তিন বেদ যাঁর আত্মাস্বরূপ; **অদ্য-অপি**—এখনও পর্যন্ত; **মম**—আমার; **ন**—না; **মৃগ-বধূ-ন্যাসঃ**—মৃগবধূ যাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে; **আগচ্ছতি**—ফিরে এসেছে।

অনুবাদ

হায়, যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন সমগ্র জগতের মঙ্গলোদয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেবল আমারই মঙ্গলোদয় হল না। সূর্যদেব মূর্তিমান বেদস্বরূপ, কিন্তু আমি বেদোক্ত সমস্ত দয়া ধর্ম থেকে বঞ্চিত। সূর্যদেব এখন অস্তাচলে গমন করছেন, কিন্তু মাতৃহারা হয়ে যে অসহায় পশুটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, সে এখনও ফিরে এল না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) সূর্যকে ভগবানের চক্ষু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন গায়ত্রী আদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। সূর্য ভগবানের চক্ষুর প্রতীক। মহারাজ ভরত অনুতাপ করেছেন যে, সূর্য অস্তগামী হওয়া সত্ত্বেও সেই অসহায় পশুটি ফিরে না আসায় যেন তাঁর সমস্ত মঙ্গলের অবসান হয়েছে। ভরত মহারাজ নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছেন, কারণ সর্ব মঙ্গল-স্বরূপ সূর্যদেব উপস্থিত থাকলেও, হরিণ-শিশুটি ফিরে না আসায় তাঁর পক্ষে কিছুই মঙ্গলজনক ছিল না।

শ্লোক ২০

অপিস্বিদকৃতসুকৃতমাগত্য মাং সুখয়িষ্যতি হরিণরাজকুমারো বিবিধরুচিরদর্শনীয়নিজমৃগদারকবিনোদৈরসন্তোষং স্বানামপনুদন্ ॥২০॥

অপি স্বিৎ—সে কি করবে?; **অকৃত-সুকৃতম্**—যে কখনও কোন পুণ্যকর্ম করেনি; **আগত্য**—ফিরে এসে; **মাম্**—আমাকে; **সুখয়িষ্যতি**—আনন্দ দান করবে; **হরিণ-রাজ-কুমারঃ**—রাজকুমারের মতো আমি যাকে পালন করেছি সেই হরিণটি; **বিবিধ**—বহু; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **দর্শনীয়**—দর্শনযোগ্য; **নিজ**—নিজের; **মৃগ-দারক**—মৃগশিশুর উপযুক্ত; **বিনোদৈঃ**—আনন্দদায়ক কার্যকলাপের দ্বারা; **অসন্তোষম্**—অসন্তোষ; **স্বানাম্**—স্বজনদের; **অপনুদন্**—দূর করে।

অনুবাদ

সেই হরিণ-শিশুটি ঠিক একটি রাজকুমারের মতো। সে কখন ফিরে আসবে? সে কখন আবার তার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ক্রীড়াবিলাস প্রদর্শন করবে? সে কখন আমার আহত হৃদয়কে শান্ত করবে? আমার নিশ্চয়ই পুণ্যের লেশমাত্র নেই, তা না হলে এখনও সেই হরিণটি ফিরে আসছে না কেন।

তাৎপর্য

তাঁর প্রবল স্নেহের বশে রাজা তাঁর হরিণ-শিশুটিকে রাজপুত্রের মতো গ্রহণ করেছিলেন। একেই বলা হয় মোহ। হরিণটির অনুপস্থিতিতে উৎকণ্ঠাবশত রাজা তাকে তাঁর পুত্রের মতো সম্বোধন করেছিলেন। স্নেহের বশে যে কোন ভাবে কাউকে সম্বোধন করা যায়।

শ্লোক ২১

ক্ষ্বেলিকায়াং মাং মৃষাসমাধিনামীলিতদৃশং প্রেমসংরম্ভেণ চকিতচকিত আগত্য পৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি ॥ ২১ ॥

ক্ষ্বেলিকায়াম্—খেলা করার সময়; **মাম্**—আমাকে; **মৃষা**—ভান করে; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা; **আমীলিত-দৃশম্**—চক্ষু নিমীলিত করে; **প্রেম-সংরম্ভেণ**—প্রণয়জনিত ক্রোধবশত; **চকিত-চকিতঃ**—ভীত; **আগত্য**—এসে; **পৃষৎ**—জলবিন্দুর মতো; **অপরুষ**—অত্যন্ত কোমল; **বিষাণ**—শৃঙ্গের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **লুঠতি**—আমার দেহ স্পর্শ করে।

অনুবাদ

হায়! আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করে চক্ষু নিমীলিত করে থাকতাম, তখন সে প্রণয়-কোপবশত আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে জলবিন্দুর মতো কোমল শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা ভয়ে ভয়ে আমাকে স্পর্শ করত।

তাৎপর্য

এখন মহারাজ ভরত মনে করছেন যে, তাঁর ধ্যান ছিল অলীক। তিনি যখন ধ্যান করতেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই হরিণটির কথা চিন্তা করতেন, এবং সে যখন তার শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করত, তখন তিনি গভীর আনন্দ অনুভব করতেন। ধ্যান করার ভান করে রাজা প্রকৃতপক্ষে হরিণ-শিশুটির কথা চিন্তা করতেন। এটিই তাঁর অধঃপতনের ইঙ্গিত।

শ্লোক ২২

আসাদিতহবিষি বর্হিষি দূষিতে ময়োপালব্ধো ভীতভীতঃ সপদ্যুপরতরাস ঋষিকুমারবদবহিতকরণকলাপ আস্তে ॥ ২২ ॥

আসাদিত—স্থাপিত; **হবিষি**—যজ্ঞের হবি; **বর্হিষি**—কুশ ঘাসে; **দূষিতে**—যখন অপবিত্র হয়ে যায়; **ময়া উপলব্ধঃ**—আমার দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে; **ভীত-ভীতঃ**—অত্যন্ত ভয়যুক্ত; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **উপরত-রাসঃ**—খেলা বন্ধ করে; **ঋষি-কুমার-বৎ**—ঋষির পুত্র বা শিষ্যের মতো; **অবহিত**—সংযত; **করণ-কলাপঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **আস্তে**—অবস্থান করত।

অনুবাদ

আমি যখন কুশ ঘাসে যজ্ঞের সামগ্রী রাখতাম, তখন সেই হরিণ-শিশুটি খেলা করতে করতে তার দন্তের দ্বারা কুশ আকর্ষণ করে যজ্ঞীয় দ্রব্যকে দূষিত করলে, আমি যখন তাকে তিরস্কার করতাম, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে, খেলা পরিত্যাগ করে, সংযতেন্দ্রিয় মুনি-বালকের মতো স্থির হয়ে বসে থাকত।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ নিরন্তর সেই হরিণ-শিশুটির কার্যকলাপের কথা চিন্তা করছিলেন, এবং তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, এই প্রকার চিন্তা তাঁর পারমার্থিক উন্নতির সর্বনাশ করছে।

শ্লোক ২৩

কিং বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ সবিনয়কৃষ্ণসারত-নয়তনুতরসুভগশিবতমাখরখুরপদপঙ্ক্তিভির্দ্রবিণ বিধুরাতুরস্য কৃপণস্য মম

দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্ত্যাত্মানং চ সর্বতঃ কৃতকৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গ-কামানাং দেবযজনং করোতি ॥ ২৩ ॥

কিম্ বা—কি; **অরে**—আহা; **আচরিতম্**—অনুষ্ঠিত; **তপঃ**—তপস্যা; **তপস্বিন্যা**—অত্যন্ত ভাগ্যবানের দ্বারা; **অনয়া**—এই পৃথিবী; **যৎ**—যেহেতু; **ইয়ম্**—এই; **অবনিঃ**—পৃথিবী; **স-বিনয়**—অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত; **কৃষ্ণ-সার-তনয়**—কৃষ্ণসার মৃগশিশু; **তনুতর**—ক্ষুদ্র; **সুভগ**—সুন্দর; **শিব-তম**—অত্যন্ত মঙ্গলজনক; **অখর**—কোমল; **খুর**—খুরের; **পদপঙ্‌ক্তিভিঃ**—পদচিহ্নের দ্বারা; **দ্রবিণ-বিধুর-আতুরস্য**—ধন হারানোর ফলে অত্যন্ত দুঃখী ব্যক্তির; **কৃপণস্য**—অত্যন্ত অসুখী ব্যক্তির; **মম**—আমার; **দ্রবিণ-পদবীম্**—ধন লাভের উপায়; **সূচয়ন্তি**—সূচিত করে; **আত্মানম্**—তাঁর শরীর; **চ**—এবং; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **কৃত-কৌতুকম্**—অলঙ্কৃত; **দ্বিজানাম্**—ব্রাহ্মণদের; **স্বর্গ-অপবর্গ-কামানাম্**—স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্যক্তিদের; **দেব-যজনম্**—দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার স্থান; **করোতি**—করে।

অনুবাদ

এইভাবে উন্মাদের মতো প্রলাপ করে, মহারাজ ভরত গাত্রোত্থান করে বাইরে গেলেন। মৃগ-শিশুর পদচিহ্ন দর্শন করে তিনি বলতে লাগলেন, "হে দুর্ভাগা ভরত, ধরিত্রীর তপস্যার তুলনায় তোমার তপস্যা অতি নগণ্য। ভাগ্যবতী বসুন্ধরা তাঁর তপস্যার ফলে মৃগ শিশুর ক্ষুদ্র, সুন্দর, পরম মঙ্গলময় এবং কোমল পদচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই পদচিহ্নের পঙ্‌ক্তি আমার মতো মৃগের বিরহকাতর ব্যক্তিকে প্রদর্শন করছে কিভাবে সে বনের দিকে গেছে এবং কিভাবে আমি আমার সেই হারানো ধন ফিরে পেতে পারি। এই পদচিহ্নের প্রভাবে এই ভূমি স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কেউ যখন গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়ে, তখন সে নিজেকে ভুলে যায় এবং অন্যদেরও ভুলে যায়। তখন আর তার কিভাবে আচরণ করতে হয় এবং কিভাবে কথা বলতে হয়, সেই জ্ঞান থাকে না। সেই প্রেমের বশবর্তী হয়ে, পিতা তার জন্মান্ধ পুত্রের নামকরণ করেন পদ্মলোচন। অন্ধপ্রেমের এই অবস্থাই হয়। ভরত মহারাজ হরিণ-শিশুটির প্রতি প্রেমাতুর হয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। *স্মৃতি-শাস্ত্রে* বলা হয়েছে—*যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্মান্নিবোধত*।

"যেই স্থানে কৃষ্ণসার মৃগের পদচিহ্ন দেখা যায়, সেই স্থান ধর্ম অনুষ্ঠানের উপযুক্ত বলে বুঝতে হবে।"

শ্লোক ২৪

অপিস্বিদসৌ ভগবানুডুপতিরেনং মৃগপতিভয়ান্মৃতমাতরং মৃগবালকং স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টমনুকম্পয়া কৃপণজনবৎসলঃ পরিপাতি ॥ ২৪ ॥

অপি স্বিৎ—হতে পারে; **অসৌ**—এই; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **উডুপতিঃ**—চন্দ্র; **এনম্**—এই; **মৃগ-পতি-ভয়াৎ**—সিংহের ভয়ে; **মৃত-মাতরম্**—মাতৃহারা; **মৃগ-বালকম্**—হরিণ-শিশু; **স্ব-আশ্রম-পরিভ্রষ্টম্**—তাঁর আশ্রম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে; **অনুকম্পয়া**—করুণাবশত; **কৃপণ-জন-বৎসলঃ**—দীন জনদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ (চন্দ্রদেব); **পরিপাতি**—রক্ষা করছেন।

অনুবাদ

তারপর চন্দ্র উদিত হলে, চন্দ্রে মৃগাঙ্ক দর্শন করে মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, "হয়ত দীনজন-বৎসল ভগবান চন্দ্রদেব আশ্রমচ্যুত মাতৃহারা এই মৃগ-শিশুটিকে কৃপাপরবশ হয়ে, ভয়ঙ্কর সিংহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছেন।"

শ্লোক ২৫

কিং বাত্মজবিশ্লেষজ্বরদবদহনশিখাভিরুপতপ্যমানহৃদয়স্থলনলিনীকং মামুপসৃতমৃগীতনয়ং শিশিরশান্তানুরাগগুণিতনিজবদনসলিলামৃতময়-গভস্তিভিঃ স্বধয়তীতি চ ॥ ২৫ ॥

কিম্ বা—অথবা; **আত্মজ**—পুত্র থেকে; **বিশ্লেষ**—বিরহের ফলে; **জ্বর**—তাপ; **দব-দহন**—দাবাগ্নির; **শিখাভিঃ**—শিখার দ্বারা; **উপতপ্যমান**—দগ্ধ; **হৃদয়**—হৃদয়; **স্থল-নলিনীকম্**—লাল পদ্মসদৃশ; **মাম্**—আমাকে; **উপসৃত-মৃগী-তনয়ম্**—মৃগ-শাবকটি যাঁর অত্যন্ত অনুগত; **শিশির-শান্ত**—অত্যন্ত শান্ত এবং স্নিগ্ধ; **অনুরাগ**—প্রেমবশত; **গুণিত**—প্রবহমান; **নিজ-বদন-সলিল**—তাঁর মুখের জল; **অমৃতময়**—অমৃততুল্য; **গভস্তিভিঃ**—চন্দ্রকিরণের দ্বারা; **স্বধয়তি**—আমাকে আনন্দ দান করছে; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

তারপর চন্দ্রকিরণ অনুভব করে, মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, "ঐ মৃগশিশু আমার একান্ত অনুগত, আমি তাকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করেছি, দাবাগ্নি শিখার মতো তার বিরহবেদনা আমার হৃদয়রূপ স্থলপদ্মকে বিশীর্ণ করছে। আমার এই বেদনা দর্শন করে, চন্দ্রদেব আমার উপর অমৃত বর্ষণ করছেন, ঠিক যেভাবে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার বন্ধু জল সিঞ্চন করেন। এইভাবে চন্দ্রদেব আমার সুখ বিধান করছেন।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অনুসারে, প্রবল জ্বর হলে, মুখ ধোওয়া জল গায়ে ছিটালে জ্বর কমে যায়। ভরত মহারাজ যদিও তাঁর তথাকথিত পুত্র মৃগ-শাবকটির বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন, তবু তিনি মনে করেছিলেন যে, চন্দ্র যেন তাঁর দেহে অমৃত বর্ষণ করছে এবং তার ফলে তাঁর প্রবল বিরহজনিত তাপ কমে যাবে।

শ্লোক ২৬

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ কথমিতরথা জাত্যন্তর এণকুণক আসঙ্গঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাক্‌পরিত্যক্তদুস্ত্যজহৃদয়াভিজাতস্য তস্যৈবমন্তরায়বিহত যোগারম্ভণস্য রাজর্ষের্ভরতস্য তাবন্মৃগার্ভকপোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গেণাবিগণয়ত আত্মানমহিরিবাখুবিলং দুরতিক্রমঃ কালঃ করালরভস আপদ্যত ॥২৬॥

এবম্—এইভাবে; **অঘটমান**—দুষ্প্রাপ্য; **মনঃ-রথ**—বাসনার দ্বারা; **আকুল**—বিষাদগ্রস্ত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **মৃগ-দারক-আভাসেন**—মৃগশিশুর মতো; **স্ব-আরব্ধ-কর্মণা**—আরব্ধ কর্মফলে; **যোগ-আরম্ভণতঃ**—যোগচর্চার ফলে; **বিভ্রংশিতঃ**—অধঃপতিত; **সঃ**—তিনি (ভরত মহারাজ); **যোগ-তাপসঃ**—যোগ এবং তপশ্চর্যার দ্বারা; **ভগবৎ-আরাধন-লক্ষণাৎ**—ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠানের ফলে; **চ**—এবং; **কথম্**—কিভাবে; **ইতরথা**—অন্যথা; **জাতি-অন্তরে**—অন্য জাতির; **এণ-কুণকে**—এক হরিণ-শিশুর প্রতি; **আসঙ্গঃ**—অত্যধিক আসক্তি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **নিঃশ্রেয়স**—জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের জন্য; **প্রতিপক্ষতয়া**—প্রতিবন্ধক স্বরূপ; **প্রাক্**—যিনি পূর্বে; **পরিত্যক্ত**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **দুস্ত্যজ**—যদিও ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **হৃদয়-**

অভিজাতস্য—তাঁর হৃদয় থেকে উৎপন্ন পুত্রদের; **তস্য**—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **অন্তরায়**—বিঘ্ন; **বিহত**—প্রতিহত; **যোগ-আরম্ভণস্য**—যোগ-সাধনার পথ; **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষি; **ভরতস্য**—মহারাজ ভরতের; **তাবৎ**—সেইভাবে; **মৃগ-অর্ভক**—হরিণ-শিশু; **পোষণ**—পোষণ; **পালন**—পালন; **প্রীণন**—সুখবিধান; **লালন**—লালন; **অনুসঙ্গেণ**—নিরন্তর অভিনিবেশের ফলে; **অবিগণয়তঃ**—অবহেলা করে; **আত্মানম্**—তাঁর আত্মার; **অহিঃ ইব**—সর্পের মতো; **আখুবিলম্**—ইঁদুরের গর্ত; **দুরতিক্রমঃ**—দুর্লঙ্ঘ্য; **কালঃ**—মৃত্যু; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **রভসঃ**—গতিশীল; **আপদ্যত**—উপস্থিত হল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে ভরত মহারাজ মৃগ-শিশুরূপে প্রকাশমান দুর্দমনীয় বাসনার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি যোগ, তপস্যা এবং ভগবানের আরাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তা যদি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল না হত, তাহলে কিভাবে তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে মনে করে পরিত্যাগ করেও, অবশেষে একটি হরিণ-শিশুর প্রতি এইভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন? এটি অবশ্যই তাঁর প্রারব্ধ কর্মের ফল। রাজা সেই হরিণ-শাবকটির লালন-পালনে এতই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁর পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে অধঃপতিত হন। অবশেষে, কালসর্প যেভাবে মূষিক বিবরে প্রবেশ করে, সেইভাবে মৃত্যু তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, মহারাজ ভরত তাঁর দেহ ত্যাগের পর, সেই হরিণ-শিশুর প্রতি তাঁর আসক্তির ফলে, একটি মৃগ-শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভক্ত কিভাবে তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে? *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—"যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, *ভক্তিভাজান্*, তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের ফল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।" এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলে দণ্ডনীয় ছিলেন না। তাহলে বুঝতে হবে যে, মহারাজ ভরত জেনেশুনে সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে, তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অবহেলা করেছিলেন। তাঁর সেই ভুল সংশোধন করার জন্য

স্বল্পকালের জন্য তাঁকে একটি হরিণ-দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। তাঁর ভগবদ্ভক্তির বাসনা বৃদ্ধি করার জন্যই তা হয়েছিল। ভরত মহারাজ যদিও একটি মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ভুলের কথা বিস্মৃত হননি। তিনি সেই হরিণ-শরীরটি থেকে উদ্ধার লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং তা ইঙ্গিত করে যে, এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই বর্ধিত হয়েছিল যে, তিনি অচিরেই, তাঁর পরবর্তী জীবনে, এক ব্রাহ্মণ শরীরে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে আমরা আমাদের *'ব্যাক-টু-গড্‌হেড'* ম্যাগাজিনে ঘোষণা করেছি যে, বৃন্দাবনে গোস্বামীর মতো অবস্থানকারী ভক্তরা যখন কোন পাপকার্য করে, তখন তাদের সেই পবিত্র ধামে কুকুর, বাঁদর অথবা কচ্ছপের শরীর ধারণ করতে হয়। স্বল্পকালের জন্য তাঁদের এই সমস্ত নিম্নস্তরের জীবন প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তারপর তাঁরা সেই পশুশরীর পরিত্যাগ করে চিৎ-জগতে উন্নীত হন। এই দণ্ড কেবল স্বল্পকালের জন্য, এবং তা পূর্বকৃত কর্মের ফলে নয়। যদিও মনে হতে পারে যে তা পূর্বকৃত কর্মের ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভক্তের ভুল সংশোধন করে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত করার আয়োজন।

শ্লোক ২৭

**তদানীমপি পার্শ্ববর্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো
মৃগএবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ কলেবরং মৃতমনু
ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ ॥ ২৭ ॥**

তদানীম্—সেই সময়ে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **পার্শ্ব-বর্তিনম্**—তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে; **আত্ম-জম্**—তাঁর পুত্র; **ইব**—সদৃশ; **অনুশোচন্তম্**—শোক করে; **অভিবীক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **মৃগে**—হরিণটিকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিনিবেশিত-মনাঃ**—তাঁর মন মগ্ন ছিল; **বিসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **লোকম্**—সংসার; **ইমম্**—এই; **সহ**—সঙ্গে; **মৃগেণ**—মৃগ; **কলেবরম্**—শরীর; **মৃতম্**—মৃত; **অনু**—তারপর; **ন**—না; **মৃত**—বিনষ্ট; **জন্ম-অনুস্মৃতিঃ**—মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা; **ইতর-বৎ**—অন্যদের মতো; **মৃগ-শরীরম্**—হরিণের শরীর; **অবাপ**—প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি দেখলেন যেন সেই হরিণ-শিশুটি তাঁর নিজের পুত্রের মতো তাঁর পাশে বসে শোক প্রকাশ করছে। তাঁর চিত্ত সেই হরিণটিতেই

অভিনিবিষ্ট ছিল, তার ফলে তিনি ভগবৎ বিমুখ মানুষের মতো এই সংসার, হরিণ এবং মনুষ্য দেহ ত্যাগ করায়, পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি লাভ হয়েছিল। একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেও তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হয়নি।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজের হরিণ শরীর গ্রহণ করা এবং অন্য ব্যক্তিদের মৃত্যুর সময় মানসিক অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মৃত্যুর পরে অন্যেরা তাঁদের পূর্ববর্তী জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু ভরত মহারাজ তা ভোলেননি। *ভগবদ্‌গীতার* বর্ণনা অনুসারে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"জীব যে কথা চিন্তা করে তার দেহ ত্যাগ করে, সেই অনুসারে সে নিঃসন্দেহে পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৮/৬)

দেহত্যাগ করার পর, মানুষ তার মৃত্যুর সময়ে মানসিক অবস্থা অনুসারে অন্য আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। মানুষ জীবদ্দশায় যে চিন্তায় মগ্ন থাকে, সেই কথাই তার মৃত্যুর সময় মনে পড়ে। এই নিয়ম অনুসারে, যেহেতু ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা ভুলে গিয়ে সর্বদা একটি হরিণের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই তিনি একটি হরিণ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর পূর্বজীবনের কথা ভুলে যাননি। এই সৌভাগ্যের ফলে তাঁর আর অধঃপতন হয়নি। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তিজনিত কার্যের ফলে, একটি মৃগ শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর ভক্তিসাধন পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে *মৃতম্*, যদিও তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তবুও *অনু*, অর্থাৎ পরে, *ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবৎ*, তিনি অন্যদের মতো তাঁর পূর্বজন্মের কথা ভুলে যাননি। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫৪)। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের কৃপায় ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না। স্বেচ্ছায় ভগবদ্ভক্তির অবহেলা করার ফলে, ভক্তকে কখনও কখনও দণ্ডভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু তা কেবল অল্পকালের জন্য, এবং অচিরেই তিনি পুনরায় তাঁর ভগবদ্ভক্তি পুনর্জাগরিত করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ২৮

তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বকারণং ভগবদারাধনসমীহানুভাবেনানুস্মৃত্য ভৃশমনুতপ্যমান আহ ॥ ২৮ ॥

তত্র অপি—সেই জন্মে; **হ বা**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **মৃগত্ব-কারণম্**—মৃগ-শরীর ধারণ করার ফলে; **ভগবৎ-আরাধন-সমীহা**—ভগবানের আরাধনা অনুষ্ঠান করার ফলে; **অনুভাবেন**—পরিণাম-স্বরূপ; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **ভৃশম্**—সর্বদা; **অনুতপ্যমানঃ**—অনুতাপ করে; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও ভরত মহারাজ তাঁর পূর্ব জন্মের সুদৃঢ় ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেই শরীর ধারণ করার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিগত এবং বর্তমান জীবনের কথা বিবেচনা করে, তিনি নিরন্তর অনুতাপ করতে করতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্ত হওয়ার ফলে এটি একটি বিশেষ লাভ। মনুষ্যেতর শরীর প্রাপ্ত হলেও, ভগবানের কৃপায়, পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করেই হোক অথবা প্রাকৃতিক কারণেই হোক, ভক্তিপথে তাঁর উন্নতি হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করা সহজ নয়, কিন্তু ভরত মহারাজ তাঁর মহান ত্যাগ এবং ভক্তির প্রভাবে তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ২৯

অহো কষ্টং ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্যদ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্য-শরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণ-মননসঙ্কীর্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেনাশূন্যসকলযামেন কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কার্ৎস্ন্যেন মনস্তত্তু পুনর্মমাবুধস্যারান্মৃগসুতমনু পরিসুস্রাব ॥ ২৯ ॥

অহো কষ্টম্—হায়, কি দুর্দশাগ্রস্ত এই বদ্ধ জীবন; **ভ্রষ্টঃ**—পতিত; **অহম্**—আমি (হই); **আত্ম-বতাম্**—সিদ্ধিলাভ করেছেন যে সমস্ত মহান ভক্ত; **অনুপথাৎ**—

জীবনপথ থেকে; **যৎ**—যা থেকে; **বিমুক্ত-সমস্ত-সঙ্গস্য**—আমার নিজের পুত্র এবং গৃহ আদির সঙ্গ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও; **বিবিক্ত**—নির্জন; **পুণ্য-অরণ্য**—পবিত্র বনের; **শরণস্য**—শরণাগত; **আত্ম-বতঃ**—আধ্যাত্মিক স্তরে পূর্ণরূপে অবস্থিত; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **সর্বেষাম্**—সকলের; **আত্মনাম্**—জীব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবকে; **তৎ**—তাঁর; **অনুশ্রবণ**—নিরন্তর শ্রবণ করে; **মনন**—চিন্তা করে; **সঙ্কীর্তন**—সংকীর্তন করে; **আরাধন**—আরাধনা করে; **অনুস্মরণ**—নিরন্তর স্মরণ করে; **অভিযোগেন্**—মগ্ন হয়ে; **অশূন্য**—পূর্ণ; **সকল-যামেন**—সর্বক্ষণ; **কালেন**—সময়ের দ্বারা; **সমাবেশিতম্**—পূর্ণরূপে স্থাপিত; **সমাহিতম্**—সমাহিত; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বতোভাবে; **মনঃ**—মনের সেই অবস্থা; **তৎ**—সেই মন; **তু**—কিন্তু; **পুনঃ**—পুনরায়; **মম**—আমার; **অবুধস্য**—মহামূর্খ; **আরাৎ**—দূর থেকে; **মৃগ-সুতম্**—হরিণ-শাবক; **অনু**—প্রভাবিত হয়ে; **পরিসুস্রাব**—অধঃপতিত।

অনুবাদ

হরিণ-শরীরে মহারাজ ভরত অনুতাপ করতে লাগলেন—"হায় কী দুর্ভাগ্য! আমি আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। আমি আমার নিজের পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র বনের নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে, ভগবান বাসুদেবের কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন আদি ভক্তির অঙ্গ অনুশীলন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টায় আমি এতই সফল হয়েছিলাম যে, আমার মন সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মূর্খতার জন্য আমার চিত্ত পুনরায় একটি হরিণের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এখন একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে আমি ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অনেক নীচে অধঃপতিত হয়েছি।

তাৎপর্য

নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, মহারাজ ভরতের মনে স্মরণ ছিল কিভাবে পূর্ববর্তী জীবনে তিনি অতি উন্নত আধ্যাত্মিক স্তর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মূর্খতাবশত একটি নগণ্য হরিণের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল এবং তার ফলে এখন তাঁকে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়েছে। প্রতিটি ভক্তের পক্ষে এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা আমাদের ভগবদ্ভক্তির

অপব্যবহার করে মনে করি যে, আমরা ভক্তিতে পূর্ণরূপে যুক্ত হয়েছি এবং তার ফলে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, তাহলে আমাদের ভরত মহারাজের মতো দুর্দশায় পড়তে হবে এবং এমন একটি শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হবে, যা ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। মানুষেরাই কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে সক্ষম, কিন্তু আমরা যদি ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য স্বেচ্ছায় সেই সুযোগ ত্যাগ করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। এই দণ্ড অবশ্য সাধারণ জড়বাদীদের যে দণ্ডভোগ করতে হয় তার মতো নয়। ভগবানের কৃপায়, ভক্ত এমনভাবে দণ্ডিত হন যে, ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্ম লাভের প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠা বর্ধিত হয়। তাঁর ঐকান্তিক বাসনার ফলে, তিনি পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এখানে ভগবদ্ভক্তির সম্যক্ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*তদনুশ্রবণমননসঙ্কীর্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেন*। *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের কথা নিরন্তর শ্রবণ করার এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ*। যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত যাতে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন এবং স্মরণ না করে, এক মুহূর্তও নষ্ট না করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের কার্যকলাপের দ্বারা এবং তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেন, কিভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। ভরত মহারাজের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে আমরা যেন অত্যন্ত সচেতন হই। আমরা যদি আমাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির করতে চাই, তাহলে আমাদের মনকে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভরত মহারাজের আদর্শ থেকে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, যাতে অনর্থক প্রজল্প, নিদ্রা অথবা অত্যধিক আহার করে যেন একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়। আহার করা নিষিদ্ধ নয়, তবে অত্যাহার করলে অবশ্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ঘুমাতে হবে। তার ফলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনার উদয় হবে এবং নিম্নতর যোনিতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এইভাবে অন্তত সাময়িকভাবে আমাদের পারমার্থিক প্রগতি প্রতিহত হবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীল রূপ গোস্বামীর *অব্যর্থকালত্বম্* উপদেশটি গ্রহণ করা। আমাদের দেখা উচিত যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যেন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের পক্ষে এটিই হচ্ছে সব চাইতে নিরাপদ পন্থা।

শ্লোক ৩০

ইত্যেবং নিগূঢ়নির্বেদো বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশম-শীলমুনিগণদয়িতং শালগ্রামং পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম ॥ ৩০ ॥

ইত্যেবম্—এইভাবে; **নিগূঢ়**—নিগূঢ়; **নির্বেদঃ**—জড় কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **মৃগীম্**—হরিণ; **মাতরম্**—মাতাকে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভগবৎ-ক্ষেত্রম্**—পরমেশ্বর ভগবান যেখানে পূজিত হন সেই স্থানে; **উপশম-শীল**—সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **মুনি-গণ-দয়িতম্**—যা মুনিদের অত্যন্ত প্রিয়; **শালগ্রামম্**—শালগ্রাম নামক গ্রামে; **পুলস্ত্য-পুলহ-আশ্রমম্**—পুলস্ত্য, পুলহ আদি ঋষিদের আশ্রম; **কালঞ্জরাৎ**—কালঞ্জর পর্বত, যেখানে তিনি হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **প্রত্যাজগাম**—তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত মহারাজ যদিও মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিরন্তর অনুতাপ করার ফলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই কথা কারোর কাছে প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর মৃগমাতাকে পরিত্যাগ করে, তাঁর জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত থেকে পুনরায় শালগ্রাম ক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত যে ভগবান বাসুদেবের কৃপায় তাঁর পূর্বজীবনের কথা স্মরণ রাখতে পেরেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আর একমুহূর্তও অপচয় করেননি—তিনি শালগ্রাম নামক স্থানে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন। সাধুসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রত্যেক সদস্যকে পারমার্থিক সিদ্ধি প্রদান করতে চায়। এই সংস্থার প্রতিটি সদস্যকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, এটি একটি বিনামূল্যের হোটেল নয়। প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদন করা, যাতে কেউ যখন তাঁদের সান্নিধ্যে আসবে, তখন তাঁরা আপনা থেকেই ভগবদ্ভক্তে পরিণত হবে এবং এই জীবনেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হবে। . ভরত মহারাজ যদিও একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি পুনরায় কালঞ্জর পর্বতে

তাঁর গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। জন্মস্থান এবং আত্মীয়-স্বজনদের আকর্ষণে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তদের আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা উচিত।

শ্লোক ৩১

তস্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্কপর্ণতৃণবীরুধা বর্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ন্মৃগশরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎসসর্জ ॥ ৩১ ॥

তস্মিন্ অপি—সেই আশ্রমে (পুলহ আশ্রম); **কালম্**—মৃগদেহে জীবনের অবসান; **প্রতীক্ষমাণঃ**—নিরন্তর প্রতীক্ষা করে; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ থেকে; **চ**—এবং; **ভৃশম্**—নিরন্তর; **উদ্বিগ্নঃ**—উৎকণ্ঠায়পূর্ণ; **আত্ম-সহচরঃ**—পরমাত্মাকেই কেবল তাঁর একমাত্র সঙ্গী বলে মনে করে (কখনও নিজেকে একাকী বলে মনে করা উচিত নয়); **শুষ্ক-পর্ণ-তৃণ-বীরুধা**—শুষ্ক পত্র, তৃণ, লতা ইত্যাদিই কেবল আহার করে; **বর্তমানঃ**—অবস্থান করে; **মৃগত্ব-নিমিত্ত**—মৃগদেহের ফলে; **অবসানম্**—অন্ত; **এব**—কেবল; **গণয়ন্**—বিবেচনা করে; **মৃগ-শরীরম্**—মৃগশরীর; **তীর্থ-উদক-ক্লিন্নম্**—সেই তীর্থের জলে স্নান করে; **উৎসসর্জ**—পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই আশ্রমে অবস্থান করে, আবার যাতে অসৎ সঙ্গের শিকার না হতে হয়, সেই জন্য মহারাজ ভরত অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর পূর্বজীবনের কথা কারও কাছে ব্যক্ত না করে, তিনি কেবল শুখনো পাতা খেয়ে সেই আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একাকী ছিলেন না, কারণ পরমাত্মা যে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, সেই কথা তিনি উপলব্ধি করতেন। এইভাবে তিনি তাঁর মৃগ-শরীরের অবসানকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর দেহ অবসানকাল সমুপস্থিত হলে, তিনি সেই পবিত্র তীর্থে স্নান করে তাঁর মৃগ-শরীর পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন, হরিদ্বার, প্রয়াগ এবং জগন্নাথপুরী আদি তীর্থস্থানগুলি বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের স্থান। তাদের মধ্যে বৃন্দাবন সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবার প্রয়াসী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এই পবিত্র স্থানটি অত্যন্ত প্রিয়। বৃন্দাবনে বহু ভক্ত রয়েছেন যাঁরা নিয়মিতভাবে যমুনায় স্নান করেন

এবং তার ফলে তাঁরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। নিরন্তর ভগবানের নাম এবং লীলা শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে, পবিত্র হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হওয়া যায়। কিন্তু, কেউ যদি জেনেশুনে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির শিকার হয়, তাহলে তাকে অন্ততপক্ষে একবার ভরত মহারাজের মতো দণ্ডভোগ করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভরত মহারাজের চরিত্রকথা' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র

এই অধ্যায়ে জড় ভরতের ব্রাহ্মণদেহ প্রাপ্তির ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এই দেহে তিনি জড়, মূক এবং বধিরের মতো অবস্থান করছিলেন, এমনকি যখন তাঁকে ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়, তখনও তিনি কোন রকম প্রতিবাদ না করে নীরব ছিলেন। হরিণের দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি এক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন, এবং সঙ্গদোষে পাছে আবার পতন হয়, এই ভয়ে তিনি অভক্তর সঙ্গ করতেন না এবং মূক ও বধিরের মতো থাকতেন। এই পন্থাটি প্রতিটি ভক্তের গ্রহণ করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—*অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার*। অভক্ত-সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত, এমনকি তারা যদি আত্মীয়-স্বজনও হয়। মহারাজ ভরত যখন এইভাবে ব্রাহ্মণ-শরীরে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে উন্মাদ এবং জড় বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি অন্তরে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা স্মরণ এবং কীর্তন করে কালাতিপাত করতেন। যদিও তাঁর পিতা তাঁকে উপনয়ন সংস্কার করে, স্বধর্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা এবং বেদ আদি পাঠ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে আচরণ করতেন যে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে উন্মাদ এবং সংস্কারের অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সংস্কার না হলেও ভরত মহারাজ কিন্তু পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন। তাঁর নীরবতার জন্য, পশুবৎ মানুষেরা তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত, কিন্তু তিনি তা সহ্য করতেন। তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, তাঁর বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভায়েরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কদর্য ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা তাঁকে কদর্য আহার দিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও কিছু মনে করতেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন। তাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তিনি এক সময় গভীর রাত্রে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করছিলেন, এমন সময় এক দস্যুদের সর্দার তাঁকে ভদ্রকালীর পূজায় বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। ডাকাতেরা যখন ভরত মহারাজকে কালীর সম্মুখে খড়োর দ্বারা বলি দিতে উদ্যত হল, তখন দেবী

ভগবদ্ভক্তের প্রতি এই আসুরিক অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রতিমা থেকে ভীষণ মূর্তিতে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের খড়্গের দ্বারা তাদেরই সংহার করে ভক্তকে রক্ষা করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত অভক্তদের অত্যাচার সত্ত্বেও নীরব থাকেন। যে সমস্ত বর্বর এবং দস্যু ভক্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, ভগবানই তাদের দণ্ড দেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

অথ কস্যচিদ্ দ্বিজবরস্যাঙ্গিরঃপ্রবরস্য শমদমতপঃস্বাধ্যায়াধ্যয়নত্যাগ-সন্তোষতিতিক্ষাপ্রশ্রয়বিদ্যানসূয়াত্মজ্ঞানানন্দযুক্তস্যাত্মসদৃশশ্রুতশীলা-চাররূপৌদার্যগুণা নব সোদর্যা অঙ্গজা বভূবুর্মিথুনং চ যবীয়স্যাং ভার্যায়াম্ ॥ ১ ॥ যস্তু তত্র পুমাংস্তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরং ভরতমুৎসৃষ্টমৃগশরীরং চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতমাহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **কস্যচিৎ**—কোন; **দ্বিজ-বরস্য**—ব্রাহ্মণের; **অঙ্গিরঃ-প্রবরস্য**—আঙ্গিরস গোত্রের ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **শম**—মনঃ সংযম; **দম**—ইন্দ্রিয় সংযম; **তপঃ**—তপশ্চর্যার অনুশীলন; **স্বাধ্যায়**—বৈদিক শাস্ত্র পাঠ; **অধ্যয়ন**—অধ্যয়ন; **ত্যাগ**—ত্যাগ; **সন্তোষ**—সন্তোষ; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **প্রশ্রয়**—বিনয়; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **অনসূয়**—ঈর্ষারহিত; **আত্ম-জ্ঞান-আনন্দ**—আত্ম-উপলব্ধিজনিত প্রসন্নতা; **যুক্তস্য**—গুণসম্পন্ন; **আত্ম-সদৃশ**—ঠিক নিজের মতো; **শ্রুত**—বিদ্যায়; **শীল**—চরিত্রে; **আচার**—আচরণে; **রূপ**—সৌন্দর্যে; **ঔদার্য**—ঔদার্যে; **গুণাঃ**—এই সমস্ত গুণসমন্বিত; **নব স-উদার্যাঃ**—একই গর্ভ থেকে উৎপন্ন নয়টি ভ্রাতা; **অঙ্গ-জাঃ**—পুত্র; **বভূবুঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **মিথুনম্**—যমজ ভাই এবং বোন; **চ**—এবং; **যবীয়স্যাম্**—কনিষ্ঠা; **ভার্যায়াম্**—পত্নীতে; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **তত্র**—সেখানে; **পুমান্**—পুত্রসন্তান; **তম্**—তাকে; **পরম-ভাগবতম্**—মহাভাগবত; **রাজ-ঋষি**—রাজর্ষির; **প্রবরম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **ভরতম্**—মহারাজ ভরত; **উৎসৃষ্ট**—পরিত্যাগ করে; **মৃগ-শরীরম্**—হরিণের শরীর; **চরম-শরীরেণ**—অন্তিম শরীর; **বিপ্রত্বম্**—ব্রাহ্মণ হয়ে; **গতম্**—লাভ করেছিলেন; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, মহারাজ ভরত মৃগশরীর ত্যাগ করার পর এক অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আঙ্গিরস গোত্রে

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে পূর্ণরূপে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছিলেন, এবং বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া আদি সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত। তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় সমাহিত থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন নয়টি পুত্রের জন্ম হয়েছিল, এবং তাঁর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটি যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পুত্রটি হচ্ছে পরম ভাগবত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহারাজ ভরত—যিনি মৃগশরীর পরিত্যাগ করে চরমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, কিন্তু তাঁর এক জন্মে সাফল্য লাভ হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত যদি তাঁর ভক্তিকার্যে এক জন্মে সিদ্ধিলাভ না করতে পারেন, তাহলে তাঁর যোগ্য ব্রাহ্মণকুলে অথবা ধনী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ হয়। *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে* (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪১)। ভরত মহারাজ ছিলেন সমৃদ্ধশালী ক্ষত্রিয় পরিবারে জাত মহারাজ ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র, কিন্তু তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যের অবহেলা করার ফলে এবং একটি নগণ্য হরিণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তাঁকে হরিণ-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু, ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি জাতিস্মর ছিলেন। তাঁর ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থেকে নির্জন বনে কালাতিপাত করছিলেন। তারপর তিনি এক অতি উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিজমানো ভগবতঃ কর্মবন্ধবিধ্বংসনশ্রবণ-স্মরণগুণবিবরণচরণারবিন্দযুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃতস্বপূর্বজন্মাবলিরাত্মানমুন্মত্তজড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য ॥ ৩ ॥

তত্র-অপি—সেই ব্রাহ্মণ-জন্মেও; **স্বজন-সঙ্গাৎ**—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ থেকে; **চ**—এবং; **ভৃশম্**—অত্যধিক; **উদ্বিজমানঃ**—পুনরায় অধঃপতিত হওয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত হয়ে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কর্ম-বন্ধ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **বিধ্বংসন**—বিনাশকারী;

শ্রবণ—শ্রবণ; **স্মরণ**—স্মরণ; **গুণ-বিবরণ**—ভগবানের গুণের বর্ণনা শ্রবণ; **চরণ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্ম; **যুগলম্**—যুগল; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বিদধৎ**—সর্বদা চিন্তা করে; **আত্মনঃ**—তাঁর আত্মার; **প্রতিঘাতম্**—ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক; **আশঙ্কমানঃ**—সর্বদা ভীত হয়ে; **ভগবৎ-অনুগ্রহেণ**—ভগবানের বিশেষ কৃপায়; **অনুস্মৃত**—স্মরণ করে; **স্ব-পূর্ব**—তাঁর পূর্বের; **জন্ম-আবলিঃ**—জন্ম-জন্মান্তরে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **উন্মত্ত**—উন্মাদ; **জড়**—জড়; **অন্ধ**—অন্ধ; **বধির**—বধির; **স্বরূপেণ**—এইরূপে; **দর্শয়াম্-আস**—নিজেকে প্রদর্শন করেছিলেন; **লোকস্য**—জনসাধারণের কাছে।

অনুবাদ

ভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবদ্বিমুখ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাদের সঙ্গপ্রভাবে পুনরায় অধঃপতন হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তার ফলে তিনি জনসাধারণের কাছে নিজেকে উন্মাদ, জড়, অন্ধ এবং বধিরের মতো প্রদর্শন করতেন, যাতে তারা তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা না করে। এইভাবে তিনি অসৎসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অন্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন এবং নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন; তার ফলে তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি অসৎ-সঙ্গের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে প্রতিটি জীব বিভিন্ন কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু*—জড়া-প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে জীব সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।"

(*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)

আমরা আমাদের কর্ম অনুসারে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ*—তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আমরা কর্ম করি এবং তার ফলে দৈবের অধ্যক্ষতায় আমরা বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হই। তাকে বলা হয় *কর্মবন্ধ।* এই *কর্মবন্ধ* থেকে মুক্ত হতে হলে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হয়। তাহলে আর জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থাকে না।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনি অবিলম্বে ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হবেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৪/২৬) জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে হলে, আমাদের ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। মহারাজ ভরত যখন ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণোচিত কর্মে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, পক্ষান্তরে শুদ্ধ বৈষ্ণবরূপে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*। এই পন্থার দ্বারাই কেবল ভয়ঙ্কর জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্লোক ৪

তস্যাপি হ বা আত্মজস্য বিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনাআসমাবর্তনাৎ সংস্কারান্ যথোপদেশং বিদধান উপনীতস্য চ পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্মনিয়মানন-ভিপ্রেতানপি সমশিক্ষয়দনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি ॥ ৪ ॥

তস্য—তাঁর; **অপি হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম-জস্য**—পুত্রের; **বিপ্রঃ**—জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা; **পুত্র-স্নেহ-অনুবদ্ধ-মনাঃ**—পুত্রস্নেহে আসক্তমনা; **আ-সম-আবর্তনাৎ**—ব্রহ্মচর্য-আশ্রম সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত; **সংস্কারান্**—সংস্কার; **যথা-উপদেশম্**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **বিদধানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **উপনীতস্য**—যাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়েছে; **চ**—ও; **পুনঃ**—পুনরায়; **শৌচ-আচমন-আদীন্**—শৌচ, আচমন ইত্যাদির অভ্যাস; **কর্ম-নিয়মান্**—কর্মের বিধি; **অনভিপ্রেতান্ অপি**—জড় ভরতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **সমশিক্ষয়ৎ**—শিক্ষা দিয়েছিলেন; **অনুশিষ্টেন**—বিধিবিধান পালন করতে শিখিয়েছিলেন; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **ভাব্যম্**—হওয়া উচিত; **পিতুঃ**—পিতার থেকে; **পুত্রেণ**—পুত্র; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পিতার মন সর্বদা তাঁর পুত্র জড় ভরতের প্রতি (ভরত মহারাজের প্রতি) স্নেহে পূর্ণ ছিল। তাই তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। জড় ভরত যেহেতু গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অযোগ্য ছিলেন, তাই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের সমাপ্তি পর্যন্তই কেবল তাঁর সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছিল। জড় ভরতের অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে শৌচ, আচমন আদি কর্মের নিয়মসমূহ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ব্রাহ্মণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড় ভরত হয়েছিলেন, এবং তিনি এমনভাবে আচরণ করতেন যেন তিনি জড়, বধির, মূক এবং অন্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অন্তরে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি সকাম কর্মের পরিণতি এবং ভগবদ্ভক্তির ফল সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-শরীরে মহারাজ ভরত তাঁর অন্তরে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন; তাই তাঁর পক্ষে সকাম কর্মের বিধিবিধান অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩)। ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করাই মানুষের কর্তব্য। সেটিই সকাম কর্মের সমস্ত বিধির চরম সার্থকতা। তা ছাড়াও *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"বৃত্তি নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান যদি ভগবানের কথা শ্রবণে রতি উৎপন্ন না করে, তাহলে তা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।" (*ভাগবত* ১/২/৮) কৃষ্ণভক্তির বিকাশ না হওয়া পর্যন্তই এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন। যদি কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়, তাহলে আর কর্মকাণ্ডের বিধিবিধানের অনুশীলন করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন, "হে কর্মকাণ্ডের বিধিবিধান, আমাকে ক্ষমা করুন। এই সমস্ত বিধিবিধান আমি আর অনুসরণ করতে পারি না, কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছি।" তিনি কোন গাছের নীচে বসে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তার ফলে তিনি সমস্ত বিধিবিধানগুলি সম্পাদন করেননি। তেমনই, হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল মুসলমান-কুলে। তাঁর জীবনের শুরুতে কেউ তাঁকে কর্মকাণ্ডের শিক্ষা দেননি, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা হরিনাম কীর্তন করতেন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নামাচার্যরূপে স্বীকার করেছিলেন। জড় ভরতরূপী ভরত মহারাজ সর্বদা তাঁর অন্তরে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পূর্ববর্তী তিনটি জন্মে বিধিবিধান পালন করেছিলেন, তাই তিনি সেগুলি সম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন না, যদিও তাঁর ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

স চাপি তদু হ পিতৃসন্নিধাবেবাসধ্রীচীনমিব স্ম করোতি ছন্দাংস্যধ্যা-পয়িষ্যন্ সহব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরস্ত্রিপদীং সাবিত্রীং গ্রৈষ্মবাসন্তি-কান্মাসানধীয়ানমপ্যসমবেতরূপং গ্রাহয়ামাস ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি (জড় ভরত); **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ উহ**—তাঁর পিতা তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন; **পিতৃ-সন্নিধৌ**—তাঁর পিতার উপস্থিতিতে; **এব**—এমনকি; **অসধ্রীচীনম্ ইব**—যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না; **স্ম করোতি**—অনুষ্ঠান করতেন; **ছন্দাংসি অধ্যাপয়িষ্যন্**—শ্রাবণ মাসে অথবা চাতুর্মাস্যের সময় বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক; **সহ**—সেই সঙ্গে; **ব্যাহৃতিভিঃ**—(ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) আদি স্বর্গলোকের নাম উচ্চারণ; **স-প্রণব-শিরঃ**—ওঁকার আদি; **ত্রি-পদীম্**—ত্রিপদী; **সাবিত্রীম্**—গায়ত্রী মন্ত্র; **গ্রৈষ্ম-বাসন্তিকান্**—চৈত্র মাস থেকে শুরু করে চার মাস; **মাসান্**—মাস; **অধীয়ানম্ অপি**—অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও; **অসমবেত রূপম্**—অপূর্ণরূপে; **গ্রাহয়াম্-আস**—তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর পিতা তাঁকে বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেও, জড় ভরত তাঁর সমক্ষে মূর্খের মতো আচরণ করতেন। তিনি এইভাবে আচরণ করতেন, যাতে তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা লাভের অযোগ্য মনে করে, তাঁকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা না করেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আচরণ করতেন। তাঁর পিতা তাঁকে মল ত্যাগের পর হাত ধোয়ার শিক্ষা দিলে, তিনি মলত্যাগের পূর্বে হাত ধুতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে বেদ অধ্যয়ন করাবার ইচ্ছা করে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রণব ও ব্যাহৃতিসহ ত্রিপদী গায়ত্রী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঐ চার মাসেও তিনি তাঁকে তা শেখাতে পারলেন না।

শ্লোক ৬

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচাধ্যয়নব্রতনিয়মগুর্বনল-শুশ্রূষণাদ্যৌপকুর্বাণককর্মাণ্যনভিযুক্তান্যপি সমনুশিষ্টেন ভাব্যমিত্যসদা-গ্রহঃ পুত্রমনুশাস্য স্বয়ং তাবদ্ অনধিগতমনোরথঃ কালেনাপ্রমত্তেন স্বয়ং গৃহ এব প্রমত্ত উপসংহৃতঃ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব**—নিজের; **তনু-জে**—পুত্র জড় ভরতে; **আত্মনি**—যিনি তাঁকে আত্মবৎ মনে করতেন; **অনুরাগ-আবেশিত-চিত্তঃ**—যাঁর চিত্ত পুত্রস্নেহে মগ্ন ছিল; **শৌচ**—শুচিতা; **অধ্যয়ন**—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন; **ব্রত**—সমস্ত ব্রত অনুষ্ঠান; **নিয়ম**—বিধিবিধান; **গুরু**—গুরুদেবের; **অনল**—অগ্নির; **শুশ্রূষণ-আদি**—সেবা ইত্যাদি; **ঔপকুর্বাণক**—ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের; **কর্মাণি**—সমস্ত কর্ম; **অনভিযুক্তানি অপি**—তাঁর পুত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **সমনুশিষ্টেন**—পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন; **ভাব্যম্**—উচিত; **ইতি**—এইভাবে; **অসৎ-আগ্রহঃ**—অযোগ্য আগ্রহ; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্র; **অনুশাস্য**—উপদেশ দিয়ে; **স্বয়ম্**—নিজে; **তাবৎ**—সেইভাবে; **অনধিগত-মনোরথঃ**—অপূর্ণ মনোবাসনা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **অপ্রমত্তেন**—যাঁর বিস্মৃতি নেই; **স্বয়ম্**—তিনি স্বয়ং; **গৃহে**—গৃহের প্রতি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রমত্তঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **উপসংহৃতঃ**—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে তাঁর প্রাণতুল্য প্রিয় বলে মনে করে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে সুশিক্ষিত করার বাসনায় তাঁকে ব্রহ্মচর্য, ব্রত, শৌচ, বেদ অধ্যয়ন, নিয়ম, গুরুদেবের সেবা, এবং অগ্নিযজ্ঞ করার বিধি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হল না। অন্য সকলের মতো সেই ব্রাহ্মণও তাঁর গৃহের প্রতি আসক্ত ছিলেন, এবং তাঁর স্মরণ ছিল না যে, একদিন তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর কখনও বিস্মৃতি হয় না। মৃত্যু যথা সময়ে আগমন করে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রাস করেছিল।

তাৎপর্য

যারা সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তারা ভুলে যায় যে, এক সময় মৃত্যু এসে তাদের গ্রাস করবে। এইভাবে সংসারাসক্ত হয়ে, তারা তাদের মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারে না। মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু তা না করে মানুষ তাদের পরিবারের প্রতি এবং সাংসারিক কর্তব্যের প্রতি আসক্ত থাকে। যদিও তারা মৃত্যুকে ভুলে যায়, তবুও মৃত্যু তাদের ভোলে না। তাই সহসা এক সময় তাদের শান্তির নীড় ছেড়ে চলে যেতে হয়। যথা সময়ে মৃত্যু নিশ্চিতভাবে এসে উপস্থিত হয়। জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র যেহেতু সেই বৈদিক প্রগতির পন্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই তিনি অকৃতকার্য হয়েছিলেন।

জড় ভরতের একমাত্র বাসনা ছিল *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—এই পন্থায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তিনি তাঁর পিতৃদত্ত বৈদিক শিক্ষা গ্রাহ্য করেননি। কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় আগ্রহী হন, তখন আর তাঁকে বৈদিক বিধিবিধানের অনুশীলন করতে হয় না। অবশ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অপরিহার্য। কেউ তা অবহেলা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তখন আর বৈদিক বিধিবিধানগুলি অনুসরণ করার ততটা গুরুত্ব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বৈদিক বিধিবিধানের ঊর্ধ্বে *নিস্ত্রৈগুণ্য* স্তরে উন্নীত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"হে অর্জুন, বেদসমূহ মুখ্যত প্রকৃতির তিন গুণেরই আলোচনা করে। কিন্তু তুমি সেই গুণগুলি অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে উন্নীত হও। সমস্ত দ্বন্দ্বভাব, লাভ এবং নিরাপত্তার উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মায় স্থিত হও।"

(*ভগবদ্গীতা* ২/৪৫)

শ্লোক ৭

অথ যবীয়সী দ্বিজসতী স্বগর্ভজাতং মিথুনং সপত্ন্যা উপন্যস্য স্বয়মনুসংস্থয়া পতিলোকমগাৎ ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; **যবীয়সী**—কনিষ্ঠ; **দ্বিজ-সতী**—ব্রাহ্মণ-পত্নী; **স্ব-গর্ভ-জাতম্**—তাঁর গর্ভজাত; **মিথুনম্**—যমজ সন্তানদের; **সপত্ন্যৈ**—তাঁর সপত্নীকে; **উপন্যস্য**—সমর্পণ করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনুসংস্থয়া**—তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে; **পতি-লোকম্**—পতিলোকে; **অগাৎ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নী তাঁর যমজ পুত্র এবং কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর পতির সহমৃতা হয়ে পতিলোকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

পিতর্যুপরতে ভ্রাতর এনমতৎপ্রভাববিদস্ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াং জড়মতিরিতি ভ্রাতুরনুশাসননির্বন্ধান্ন্যবৃৎসন্ত ॥ ৮ ॥

পিতরি উপরতে—তাঁর পিতার মৃত্যুর পর; **ভ্রাতরঃ**—তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরা; **এনম্**—এই ভরতকে (জড় ভরত); **অ-তৎ-প্রভাব-বিদঃ**—তাঁর উন্নত পদ উপলব্ধি করতে না পেরে; **ত্রয্যাম্**—তিন বেদের; **বিদ্যায়াম্**—কর্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞানে; **এব**—অবশ্যই; **পর্যবসিত**—স্থির; **মতয়ঃ**—যাঁর মন; **ন**—না; **পর-বিদ্যায়াম্**—ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞানে; **জড়-মতিঃ**—অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি; **ইতি**—এইভাবে; **ভ্রাতুঃ**—তাদের ভাই জড় ভরতকে; **অনুশাসন-নির্বন্ধাৎ**—শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে; **ন্যবৃৎসন্ত**—নিবৃত্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

পিতার মৃত্যুর পর, জড় ভরতের নয়জন বৈমাত্রেয় ভাই তাঁকে জড় এবং মেধাহীন বলে বিবেচনা করে, তাঁর শিক্ষা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিল। জড় ভরতের বৈমাত্রেয় ভায়েরা ঋক্‌বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ—এই তিনটি সকাম কর্ম পরায়ণ বেদের শিক্ষায় পারঙ্গত ছিল। ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে তারা অবগত ছিল না। তার ফলে তারা জড় ভরতের অতি উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেনি।

শ্লোক ৯-১০

স চ প্রাকৃতৈর্দ্বিপদপশুভিরুন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণো যদা তদনুরূপাণি প্রভাষতে কর্মাণি চ কার্যমাণঃ পরেচ্ছয়া করোতি বিষ্টিতো বেতনতো বা যাচ্ঞয়া যদৃচ্ছয়া বোপসাদিতমল্পং বহু মৃষ্টং কদন্নং বাভ্যবহরতি পরং নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তম্ । নিত্যনিবৃত্তনিমিত্তস্বসিদ্ধ-বিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ সুখদুঃখয়োর্দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োরসম্ভাবিত-দেহাভিমানঃ ॥ ৯ ॥ শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইবানাবৃতাঙ্গঃ পীনঃ সংহননাঙ্গঃ স্থণ্ডিলসংবেশনানুন্মর্দনামজ্জনরজসা মহামণিরিবানভিব্যক্ত-ব্রহ্মবর্চসঃ কুপটাবৃতকটিরুপবীতেনোরুমষিণা দ্বিজাতিরিতি ব্রহ্মবন্ধুরিতি সংজ্ঞয়াতজ্জ্ঞজনাবমতো বিচচার ॥ ১০ ॥

সঃ চ—তিনিও; **প্রাকৃতৈঃ**—দিব্য জ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা; **দ্বি-পদ-পশুভিঃ**—যারা দ্বিপদ-বিশিষ্ট পশু ছাড়া অন্য কিছু নয়; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **জড়**—জড়; **বধির**—বধির; **মূক**—মূক; **ইতি**—এইভাবে; **অভিভাষ্যমাণঃ**—সম্ভাষিত হয়ে;

যদা—যখন; **তৎ-অনুরূপাণি**—তাদের উত্তরের উপযুক্ত শব্দ; **প্রভাষতে**—তিনি বলতেন; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **কার্যমাণঃ**—কর্ম করাতে; **পর-ইচ্ছয়া**—অন্যের ইচ্ছার দ্বারা; **করোতি**—তিনি করতেন; **বিষ্টিতঃ**—বলপূর্বক; **বেতনতঃ**—অথবা বেতনের দ্বারা; **বা**—অথবা; **যাচ্ঞয়া**—ভিক্ষার দ্বারা; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকেই; **বা**—অথবা; **উপসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **অল্পম্**—অতি অল্প পরিমাণ; **বহু**—প্রচুর পরিমাণ; **মৃষ্টম্**—অত্যন্ত সুস্বাদু; **কৎ-অন্নম্**—বাসী বিস্বাদ আহার; **বা**—অথবা; **অভ্যবহরতি**—তিনি আহার করতেন; **পরম্**—কেবল; **ন**—না; **ইন্দ্রিয়-প্রীতি-নিমিত্তম্**—ইন্দ্রিয় সুখের জন্য; **নিত্য**—শাশ্বত; **নিবৃত্ত**—নিরস্ত; **নিমিত্ত**—সকাম কর্ম; **স্ব-সিদ্ধ**—স্বতঃসিদ্ধ; **বিশুদ্ধ**—চিন্ময়; **অনুভব-আনন্দ**—আনন্দের অনুভূতি; **স্ব-আত্ম-লাভ-অধিগমঃ**—যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখে; **দ্বন্দ্ব-নিমিত্তয়োঃ**—দ্বন্দ্বভাব হেতু; **অসম্ভাবিত-দেহ-অভিমানঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি রহিত; **শীত**—শীত; **উষ্ণ**—গরম; **বাত**—বায়ুতে; **বর্ষেষু**—বৃষ্টির সময়; **বৃষঃ**—বৃষ; **ইব**—সদৃশ; **অনাবৃত-অঙ্গঃ**—অনাচ্ছাদিত দেহ; **পীনঃ**—অত্যন্ত পুষ্ট; **সংহনন-অঙ্গঃ**—সুদৃঢ় অঙ্গ; **স্থণ্ডিল-সংবেশন**—ভূমিতে শয়ন করার ফলে; **অনুন্মর্দন**—তৈল মর্দন না করার ফলে; **অমজ্জন**—স্নান না করার ফলে; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **মহা-মণিঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন; **ইব**—সদৃশ; **অনভিব্যক্ত**—অপ্রকাশিত; **ব্রহ্ম-বর্চসঃ**—ব্রহ্মতেজ; **কু-পট-আবৃত**—নোংরা বস্ত্রে ঢাকা; **কটিঃ**—কটিদেশ; **উপবীতেন**—যজ্ঞোপবীতের দ্বারা; **উরু-মষিণা**—অত্যন্ত ময়লা হওয়ার ফলে কাল; **দ্বি-জাতিঃ**—ব্রাহ্মণকুলে জাত; **ইতি**—এইভাবে অপমানিত হয়ে; **ব্রহ্ম-বন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণের বন্ধু; **ইতি**—এইভাবে; **সংজ্ঞয়া**—এই প্রকার নামের দ্বারা; **অ-তৎ-জ্ঞ-জন**—তাঁর প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা; **অবমতঃ**—অপমানিত হয়ে; **বিচচার**—তিনি বিচরণ করতেন।

অনুবাদ

অধঃপতিত মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে পশুতুল্য। পশুর সঙ্গে তাদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, পশুরা চতুষ্পদ আর তারা দ্বিপদ। এই সমস্ত দ্বিপদ পশুসদৃশ মানুষেরা জড় ভরতকে উন্মাদ, জড়, বধির এবং মূক বলে সম্বোধন করত। তারা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত, এবং জড় ভরত তাদের সঙ্গে উন্মাদ, বধির, অন্ধ অথবা জড়ের মতো আচরণ করতেন। তিনি কখনও প্রতিবাদ করতেন না অথবা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন না যে, তিনি তেমন নন। কেউ যখন তাঁকে দিয়ে কিছু করাতে চাইত, তখন তিনি তাদের ইচ্ছা অনুসারে তাই-ই করতেন। ভিক্ষার দ্বারা অথবা বেতনস্বরূপ, অথবা দৈবাৎ যা কিছু খাবার আসত—তা স্বল্প পরিমাণ

হোক, সুস্বাদু হোক, বাসী হোক অথবা স্বাদহীন হোক—তিনি তাই-ই গ্রহণ করে আহার করতেন। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু আহার করতেন না, কারণ সুস্বাদ এবং বিস্বাদ ধারণা উৎপাদনকারী দেহাত্মবুদ্ধির বন্ধন থেকে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তির দিব্য চেতনায় মগ্ন ছিলেন, এবং তাই তিনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল বৃষের মতো পুষ্ট এবং তাঁর অবয়ব ছিল সুদৃঢ়। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বাত ও বর্ষা গ্রাহ্য করতেন না এবং তিনি কখনও তাঁর শরীর আচ্ছাদিত করতেন না। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কখনও তেল মাখতেন না বা স্নান করতেন না। তাঁর দেহ মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর ব্রহ্মতেজ এবং জ্ঞান আচ্ছাদিত ছিল, ঠিক যেমন মূল্যবান রত্নের জ্যোতি ধুলার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাঁর কটিদেশে ছিল একটি অত্যন্ত মলিন বস্ত্র এবং অত্যন্ত মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর যজ্ঞোপবীত ছিল কাল। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বলে তাঁকে বুঝতে পেরে, মানুষেরা তাঁকে ব্রহ্মবন্ধু আদি নামে সম্বোধন করত। এইভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অপমানিত এবং উপেক্ষিত হয়ে তিনি ইতস্তত বিচরণ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তার।* যাঁর দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন বাসনা নেই এবং যিনি দেহ ধারণের জন্য উৎকণ্ঠিত নন এবং যিনি সর্ব অবস্থাতেই তৃপ্ত, তিনি হয় উন্মাদ, নয় মুক্ত পুরুষ। প্রকৃতপক্ষে ভরত মহারাজ যখন জড় ভরতরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বন্দ্বভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পরমহংস এবং তাই তাঁর দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁর কোন চেষ্টা ছিল না।

শ্লোক ১১

যদা তু পরত আহারং কর্মবেতনত ঈহমানঃ স্বভ্রাতৃভিরপি কেদারকর্মণি নিরূপিতস্তদপি করোতি কিন্তু ন সমং বিষমং ন্যূনমধিকমিতি বেদ কণপিণ্যাকফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীন্যপ্যমৃতবদভ্যবহরতি ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; **তু**—কিন্তু; **পরতঃ**—অন্যদের থেকে; **আহারম্**—আহার; **কর্ম-বেতনতঃ**—কর্মের বিনিময়ে বেতনস্বরূপ; **ঈহমানঃ**—অপেক্ষা করে; **স্ব-ভ্রাতৃভিঃ**

অপি—তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরাও; **কেদার-কর্মণি**—ক্ষেত্রের কৃষিকার্য; **নিরূপিতঃ**—নিযুক্ত; **তৎ-অপি**—সেই সময়েও; **করোতি**—তিনি করতেন; **কিন্তু**—কিন্তু; **ন**—না; **সমম্**—সমতল; **বিষমম্**—অসমতল; **ন্যূনম্**—অল্প; **অধিকম্**—অধিক; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ**—তিনি জানতেন; **কণ**—খুদ; **পিণ্যাক**—খৈল; **ফলী-করণ**—তুষ; **কুল্মাষ**—পোকায় খাওয়া শস্য; **স্থালী-পুরীষ-আদীনি**—রন্ধনপাত্রে লেগে থাকা পোড়া অন্ন; **অপি**—ও; **অমৃত-বৎ**—অমৃতের মতো; **অভ্যবহরতি**—আহার করতেন।

অনুবাদ

জড় ভরত কেবল আহারের জন্য কাজ করতেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরাও সেই সুযোগ নিয়ে, কেবল আহারের বিনিময়ে তাঁকে ক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু শস্যক্ষেত্রে যে কিভাবে কাজ করতে হয় তা তিনি ভালভাবে জানতেন না। তিনি জানতেন না কোথায় মাটি ঢালতে হবে অথবা কোথায় ভূমি সমতল করতে হবে। তাঁর ভায়েরা তাঁকে খুদ, খইল, তুষ, পোকায় খাওয়া শস্য এবং রন্ধনপাত্রে লেগে থাকা পোড়া অন্ন খেতে দিত, কিন্তু তিনি কারও প্রতি কোন রকম বিদ্বেষভাব পোষণ না করে, তাই-ই অমৃতের মতো ভোজন করতেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/১৫) পরমহংস স্তরের বর্ণনা করা হয়েছে—*সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে*। কেউ যখন জড় জগতের সুখ-দুঃখ আদি দ্বৈতভাবের প্রতি উদাসীন হন, তখন তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ শাশ্বত জীবন লাভ করার যোগ্য হন। ভরত মহারাজ এই জড় জগতে তাঁর কার্য সমাপ্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি এই জগতের দ্বৈতভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ ছিলেন এবং তাই ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ আদি সম্বন্ধে তাঁর কোন চেতনা ছিল না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (অন্ত্য ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥

"জড় জগতে যে ভাল এবং মন্দের ধারণা তা সবই মনোধর্ম-প্রসূত। তাই, 'এটি ভাল এবং এটি মন্দ' এই ধারণাটি ভুল।" আমাদের বুঝতে হবে যে, এই জড় জগতে ভাল-মন্দের বিচারপ্রসূত যে দ্বন্দ্বভাব, তা কেবল মনের ধারণা মাত্র। কিন্তু, তা বলে এই প্রকার পরমহংস চেতনার অনুকরণ না করে, চিন্ময় স্তরের সাম্য অবস্থা লাভ করা উচিত।

শ্লোক ১২

অথ কদাচিৎকশ্চিদ্ বৃষলপতির্ভদ্রকাল্যৈ পুরুষপশুমালভতাপত্যকামঃ ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **কদাচিৎ**—এক সময়; **কশ্চিৎ**—কোন; **বৃষল-পতিঃ**—শূদ্র দস্যুদের নেতা; **ভদ্র-কাল্যৈ**—ভদ্রকালীকে; **পুরুষ-পশুম্**—নরপশু; **আলভত**—বলিদান করার উদ্যোগ করেছিল; **অপত্য-কামঃ**—পুত্র কামনায়।

অনুবাদ

সেই সময়, এক শূদ্রকুলোদ্ভূত দস্যুসর্দার পুত্র কামনায় ভদ্রকালীর কাছে নরপশু বলি দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল।

তাৎপর্য

শূদ্র আদি নিম্নস্তরের মানুষেরা তাদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভদ্রকালী আদি দেবতাদের পূজা করে। সেই উদ্দেশ্যে তারা কখনও কখনও প্রতিমার সামনে মানুষ পর্যন্ত বলি দেয়। তারা সাধারণত বুদ্ধিহীন অর্থাৎ পশুসদৃশ মানুষদের সেই উদ্দেশ্যে মনোনীত করে।

শ্লোক ১৩

তস্য হ দৈবমুক্তস্য পশোঃ পদবীং তদনুচরাঃ পরিধাবন্তো নিশি নিশীথসময়ে তমসাবৃতায়ামনধিগতপশব আকস্মিকেন বিধিনা কেদারান্ বীরাসনেন মৃগবরাহাদিভ্যঃ সংরক্ষমাণমঙ্গিরঃপ্রবরসুতমপশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

তস্য—সেই দস্যুপতির; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **দৈব-মুক্তস্য**—দৈবাৎ মুক্ত হয়ে; **পশোঃ**—নরপশুর; **পদবীম্**—পথ; **তৎ-অনুচরাঃ**—তার অনুচরেরা; **পরিধাবন্তঃ**—তার অন্বেষণে ধাবিত হল; **নিশি**—রাত্রে; **নিশীথ-সময়ে**—মধ্য রাত্রে; **তমসা আবৃতায়াম্**—অন্ধকারাচ্ছন্ন; **অনধিগত-পশবঃ**—নরপশুটিকে ধরতে না পেরে; **আকস্মিকেন বিধিনা**—দৈবক্রমে অকস্মাৎ; **কেদারান্**—শস্যক্ষেত্রে; **বীর-আসনেন**—উর্ধ্বস্থানে নির্মিত আসনে; **মৃগ-বরাহ-আদিভ্যঃ**—মৃগ ও বরাহ আদি জন্তু থেকে; **সংরক্ষমাণম্**—রক্ষা করছে; **অঙ্গিরঃ-প্রবর-সুতম্**—আঙ্গিরস গোত্রের ব্রাহ্মণের পুত্র; **অপশ্যন্**—তারা দেখেছিল।

অনুবাদ

সেই দস্যুপতি বলি দেওয়ার জন্য একটি নরপশুকে ধরেছিল কিন্তু সে দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়ন করে। তখন সেই দস্যুপতি তার অনুগামীদের তাকে ধরে আনতে আদেশ দেয়। তারা সকলে চতুর্দিকে ধাবিত হয় কিন্তু কোথায়ও তাকে খুঁজে পায়নি। ভ্রমণ করতে করতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্য রাত্রে তারা অকস্মাৎ শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আঙ্গিরস কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-তনয় জড় ভরতকে একটি ঊর্ধ্ব আসনে উপবেশন করে মৃগ, বরাহ ইত্যাদি পশুদের থেকে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করতে দেখতে পায়।

শ্লোক ১৪

অথ ত এনমনবদ্যলক্ষণমবমৃশ্য ভর্তৃকর্মনিষ্পত্তিং মন্যমানা বদ্ধা রশনয়া চণ্ডিকাগৃহমুপনিন্যুর্মুদা বিকসিতবদনাঃ ॥ ১৪ ॥

অথ—তারপর; **তে**—তারা (দস্যুপতির অনুচরেরা); **এনম্**—এই (জড় ভরতকে); **অনবদ্য-লক্ষণম্**—শুভলক্ষণ যুক্ত অর্থাৎ বৃষের মতো স্থূল এবং মূক ও বধির; **অবমৃশ্য**—চিনতে পেরে; **ভর্তৃ-কর্ম-নিষ্পত্তিম্**—তাদের প্রভুর কার্য সম্পাদন করার জন্য; **মন্যমানাঃ**—মনে করে; **বদ্ধা**—দৃঢ়ভাবে বেঁধে; **রশনয়া**—রজ্জুর দ্বারা; **চণ্ডিকা-গৃহম্**—কালীর মন্দিরে; **উপনিন্যুঃ**—নিয়ে এসেছিল; **মুদা**—হর্ষোৎফুল্ল; **বিকসিত-বদনাঃ**—সহাস্য বদনে।

অনুবাদ

দস্যুপতির অনুচরেরা জড় ভরতকে সমস্ত লক্ষণযুক্ত নরপশু বলে বিবেচনা করে, সর্বতোভাবে বলির উপযুক্ত বলে মনে করে, তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হর্ষোৎফুল্ল সহাস্য বদনে কালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এখনও কালীর কাছে নরবলি দেওয়া হয়। কিন্তু, এই ধরনের বলি কেবল শূদ্র এবং ডাকাতেরাই দেয়। তাদের কাজ হচ্ছে ধনবান ব্যক্তির গৃহ লুণ্ঠন করা, এবং তাদের সেই কাজে সফল হওয়ার জন্য তারা কালীর কাছে পশুসদৃশ মানুষ বলি দেয়। তারা কখনও কোন বুদ্ধিমান মানুষকে দেবীর সামনে বলি দিত না। এই পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও,

ভরত মহারাজ ব্রাহ্মণ শরীরে আপাতদৃষ্টিতে মূক এবং বধির ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে, তাঁকে যখন বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি কোন রকম প্রতিবাদ করেননি। পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি অনায়াসে সেই রজ্জুবন্ধন এড়াতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। তিনি কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবানের কাছে শরণাগতির বর্ণনা করে বলেছেন—

মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাসপ্রতি তুয়া অধিকারা ॥

"হে প্রভু, আমি এখন আপনার শরণাগত। আমি আপনার নিত্যদাস, এবং আপনি যদি চান তাহলে আপনি আমাকে সংহার করতে পারেন অথবা রক্ষা করতে পারেন। আমি আপনার সম্পূর্ণরূপে শরণাগত সেবক, এবং আমার উপর আপনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

শ্লোক ১৫

অথ পণয়স্তং স্ববিধিনাভিষিচ্যাহতেন বাসসাচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্-তিলকাদিভিরুপস্কৃতং ভুক্তবন্তং ধূপদীপমাল্যলাজকিসলয়াঙ্কুর-ফলোপহারোপেতয়া বৈশসসংস্থয়া মহতা গীতস্তুতিমৃদঙ্গপণবঘোষেণ চ পুরুষপশুং ভদ্রকাল্যাঃ পুরত উপবেশয়ামাসুঃ ॥ ১৫ ॥

অথ—তারপর; **পণয়ঃ**—দস্যুপতির সমস্ত অনুচরেরা; **তম্**—তাঁকে (জড় ভরতকে); **স্ব-বিধিনা**—তাদের নিজেদের বিধি অনুসারে; **অভিষিচ্য**—স্নান করিয়ে; **অহতেন**—নতুন; **বাসসা**—বস্ত্রের দ্বারা; **আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদিত করে; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **আলেপ**—চন্দন লেপন করে; **স্রক্**—ফুলের মালা; **তিলক-আদিভিঃ**—তিলক ইত্যাদির দ্বারা; **উপস্কৃতম্**—বিভূষিত করে; **ভুক্তবন্তম্**—আহার করিয়ে; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **মাল্য**—মালা; **লাজ**—খই; **কিসলয়-অঙ্কুর**—নব পল্লব এবং অঙ্কুর; **ফল**—ফল; **উপহার**—অন্যান্য সামগ্রী; **উপেতয়া**—পূর্ণরূপে সজ্জিত; **বৈশস-সংস্থয়া**—বলি দেওয়ার জন্য পূর্ণরূপে আয়োজন করে; **মহতা**—উচ্চ; **গীত-স্তুতি**—সঙ্গীত এবং স্তুতি; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব**—শিঙ্গা; **ঘোষেণ**—নির্ঘোষের দ্বারা; **চ**—ও; **পুরুষ-পশুম্**—নরপশুকে; **ভদ্র-কাল্যাঃ**—ভদ্রকালীর; **পুরতঃ**—সম্মুখে; **উপবেশয়াম্ আসুঃ**—বসিয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর সেই সমস্ত দস্যুরা তাদের নরপশু বলি দেওয়ার কল্পিত বিধি অনুসারে জড় ভরতকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্র পরিয়ে, তাঁকে পশুযজ্ঞ অলঙ্কার, গন্ধতেল, তিলক, চন্দন এবং মালার দ্বারা বিভূষিত করেছিল। তারা তাঁকে ভোজন করিয়ে কালীর সম্মুখে নিয়ে এসে ধূপ, দীপ, মালা, লাজ, নবপল্লব, দূর্বাঙ্কুর, ফল এবং ফুল দিয়ে কালীর পূজা করেছিল। এইভাবে নরপশুকে বলি দেওয়ার পূর্বে তারা উচ্চ গীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গ, পণব ইত্যাদির উচ্চ নির্ঘোষের সঙ্গে প্রতিমার পূজা করেছিল, এবং তারপর জড় ভরতকে প্রতিমার সামনে উপবেশন করিয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ব-বিধিনা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে সবকিছুই বিধি অনুসারে করা হয়, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই সমস্ত দস্যু-তস্করেরা নরপশু বলি দেওয়ার মনগড়া বিধি উদ্ভাবন করেছিল। তামসিক শাস্ত্রে কালীর কাছে ছাগ অথবা মহিষ বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে, কিন্তু তাতে মানুষ বলি দেওয়ার কোন উল্লেখ নেই তা সে যতই মূর্খ হোক না কেন। এই প্রথাটি ডাকাতেরা উদ্ভাবন করেছিল; তাই এখানে *স্ব-বিধিনা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি এখনও বৈদিক শাস্ত্রের অনুমোদন ব্যতীত বহু বলি দেওয়া হচ্ছে। যেমন, সম্প্রতি কলকাতায় একটি মাংসের দোকানকে কালীর মন্দির বলে প্রচার করা হচ্ছে। মাংসাশী মানুষেরা মূর্খের মতো এই দোকানের মাংস কিনে মনে করছে যে, সেই মাংস হচ্ছে কালীর প্রসাদ। শাস্ত্রে কালীর কাছে ছাগ ইত্যাদি পশু বলি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ কসাইখানার মাংস খেয়ে পশু হত্যার পাপে ভারাক্রান্ত না হয়। বদ্ধ জীবের স্বাভাবিকভাবেই মৈথুন এবং মাংস আহারের প্রবণতা রয়েছে; তাই শাস্ত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত জঘন্য কার্য থেকে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করা। বিশেষ বিধি-বিধানের মাধ্যমে মানুষকে সেই সমস্ত কার্যে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের মাংস আহার এবং মৈথুনের প্রবণতা ধীরে ধীরে সংশোধিত হয়।

শ্লোক ১৬

অথ বৃষলরাজপণিঃ পুরুষপশোরসৃগাসবেন দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণস্তদভিমন্ত্রিতমসিমতিকরালনিশিতমুপাদদে ॥ ১৬ ॥

অথ—তারপর; **বৃষল-রাজ-পণিঃ**—দস্যুপতির তথাকথিত মুখ্য পুরোহিত (কোন একটি চোর); **পুরুষ-পশোঃ**—বলির জন্য আনিত নরপশু (ভরত মহারাজ); **অসৃক্-আসবেন**—রক্তরূপী মদ্যের দ্বারা; **দেবীম্**—দেবী; **ভদ্র-কালীম্**—ভদ্রকালীকে; **যক্ষ্যমাণঃ**—নিবেদন করার বাসনায়; **তৎ-অভিমন্ত্রিতম্**—ভদ্রকালীর মন্ত্রে পবিত্র করে; **অসিম্**—খড়্গ; **অতি-করাল**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **নিশিতম্**—তীক্ষ্ণধার; **উপাদদে**—গ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

তখন দস্যুদের মধ্যে একজন প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা অবলম্বনপূর্বক জড় ভরতকে নরপশুতুল্য মনে করে আসবরূপে পান করার জন্য কালীর কাছে তাঁর রক্ত নিবেদন করার বাসনায় ভদ্রকালীর মন্ত্রে পবিত্রীকৃত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণধার একটি খড়্গ গ্রহণ করে, জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

ইতি তেষাং বৃষলানাং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং ধনমদরজউৎসিক্তমনসাং ভগবৎকলাবীরকুলং কদর্থীকৃত্যোৎপথেন স্বৈরং বিহরতাং হিংসাবিহারাণাং কর্মাতিদারুণং যদ্ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মর্ষিসুতস্য নির্বৈরস্য সর্বভূতসুহৃদঃ সূনায়ামপ্যননুমতমালম্ভনং তদুপলভ্য ব্রহ্মতেজসাতিদুর্বিষহেণ দন্দহ্যমানেন বপুষা সহসোচ্চচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **তেষাম্**—তাদের; **বৃষলানাম্**—শূদ্রদের, যাদের দ্বারা সমস্ত ধর্মনীতির বিনাশ হয়; **রজঃ**—রজোগুণে; **তমঃ**—তমোগুণে; **প্রকৃতীনাম্**—প্রকৃতি সমন্বিত; **ধন-মদ**—ঐশ্বর্যমদ; **রজঃ**—রজোগুণের দ্বারা; **উৎসিক্ত**—গর্বিত; **মনসাম্**—যাদের মন; **ভগবৎ-কলা**—ভগবানের অংশস্বরূপ; **বীর-কুলম্**—মহাপুরুষদের কুল (ব্রাহ্মণ); **কদর্থী-কৃত্য**—অশ্রদ্ধা করে; **উৎপথেন**—কুপথে; **স্বৈরম্**—স্বাধীনভাবে; **বিহরতাম্**—অগ্রগামী; **হিংসা-বিহারাণাম্**—যাদের কাজ হচ্ছে অন্যদের প্রতি হিংসাপূর্ণ আচরণ করা; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **অতি-দারুণম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-ভূতস্য**—ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্রহ্মর্ষি-সুতস্য**—ব্রহ্মর্ষির পুত্রের; **নির্বৈরস্য**—যার কোন শত্রু ছিল না; **সর্ব-ভূত-সুহৃদঃ**—সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী; **সূনায়াম্**—অন্তিম সময়ে; **অপি**—যদিও; **অননুমতম্**—আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়; **আলম্ভনম্**—ভগবানের ইচ্ছার বিরোধী;

তৎ—তা; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **ব্রহ্ম-তেজসা**—ব্রহ্মতেজের দ্বারা; **অতি-দুর্বিষহেণ**—অত্যন্ত তীব্র হওয়ার ফলে অসহ্য; **দন্দহ্যমানেন**—দগ্ধ হয়ে; **বপুষা**—দেহের দ্বারা; **সহসা**—অকস্মাৎ; **উচ্চচাট**—প্রতিমা বিদীর্ণ করে; **সা**—তিনি; **এব**—বাস্তবিকপক্ষে; **দেবী**—দেবী; **ভদ্রকালী**—ভদ্রকালী।

অনুবাদ

যে সমস্ত দস্যু-তস্করেরা ভদ্রকালীর পূজার আয়োজন করেছিল, তারা সকলেই ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা বহু ধনসম্পদ লাভের বাসনায় উন্মত্ত হয়ে, বৈদিক বিধান লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। এইপ্রকার মানুষেরা সর্বদাই হিংসাত্মক আচরণে প্রবৃত্ত থাকে, এবং তাই তারা জড় ভরতকে বলি দিতে চেষ্টা করার সাহস করেছিল। জড় ভরত ছিলেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু ছিল না, এবং তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি সৎ ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি শত্রু হলেও অথবা আক্রমণকারী হলেও, তাঁকে হত্যা করা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ। কোন অবস্থাতেই জড় ভরতকে হত্যা করার কোন কারণ ছিল না। তাই ভদ্রকালী তা সহ্য করতে পারেননি। সেই সমস্ত পাপাচারী দস্যুরা পরম ভাগবত জড় ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে দেখে, দেবী ভদ্রকালী সহসা প্রতিমা বিদীর্ণ করে স্বয়ং প্রকাশিতা হলেন। তাঁর শরীর প্রচণ্ড অসহ্য তেজে জ্বলছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, কেবল আততায়ীকে হত্যা করা যায়। হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি আসে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ তাকে বধ করা যেতে পারে। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি গৃহে আগুন লাগাতে আসে অথবা স্ত্রীকে অপবিত্র করতে বা হরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তাহলে তাকেও বধ করা যেতে পারে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্ববংশে রাবণকে সংহার করেছিলেন, কারণ রাবণ তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। কিন্তু শাস্ত্রে অন্য আর কোন উদ্দেশ্যে হত্যা অনুমোদন করা হয়নি। যারা মাংসাহারী তাদের জন্য ভগবানের অংশসম্ভূত দেবতাদের কাছে পশুবলি অনুমোদিত হয়েছে। এটি মাংস আহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; অর্থাৎ, বৈদিক বিধি-বিধানের দ্বারা পশুবধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই বিষয়গুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, অতি সম্ভ্রান্ত এবং বর্ধিষ্ণু

ব্রাহ্মণ-কুলজাত জড় ভরতকে হত্যা করার কোনই কারণ ছিল না। তিনি ছিলেন ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙক্ষী। বেদে জড় ভরতের মতো মহাপুরুষকে দস্যু-তস্করদের হাতে হত্যা কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করা হয়নি। তাই ভগবানের ভক্তকে রক্ষা করার জন্য দেবী ভদ্রকালী তাঁর প্রতিমা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, জড় ভরতের মতো ভক্তের ব্রহ্মতেজের ফলে প্রতিমা বিদীর্ণ হয়েছিল। রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন ধনমদে উন্মত্ত দস্যু-তস্করেরাই কেবল কালীর কাছে নরবলি দেয়। বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও তা অনুমোদিত হয়নি। বর্তমান সময়ে ধনমদে মত্ত গর্বান্ধ মানুষেরা সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ কসাইখানা খুলেছে। ভাগবত-সম্প্রদায় কখনও এই প্রকার কার্যকলাপ অনুমোদন করেনি।

শ্লোক ১৮

ভৃশমমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিতভ্রুকুটিবিটপকুটিলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতি-ভয়ানকবদনা হন্তুকামেবেদং মহাট্টহাসমতিসংরম্ভেণ বিমুঞ্চন্তী তত উৎপত্য পাপীয়সাং দুষ্টানাং তেনৈবাসিনা বিবৃক্নশীর্ষ্ণাং গলাৎস্রবন্তম-সৃগাসবমত্যুষ্ণং সহ গণেন নিপীয়াতিপানমদবিহ্বলোচ্চৈস্তরাং স্বপার্ষদৈঃ সহ জগৌ ননর্ত চ বিজহার চ শিরঃকন্দুকলীলয়া ॥ ১৮ ॥

ভৃশম্—অত্যন্ত; **অমর্ষ**—অপরাধ সহনে অসহিষ্ণুতা; **রোষ**—ক্রোধে; **আবেশ**—আবেশে; **রভস-বিলসিত**—বেগে সঞ্চালিত; **ভ্রুকুটি**—তাঁর ভ্রূর; **বিটপ**—শাখা; **কুটিল**—বক্র; **দংষ্ট্র**—দাঁত; **অরুণ-ঈক্ষণ**—আরক্ত লোচন; **আটোপ**—বিক্ষোভের দ্বারা; **অতি**—অত্যন্ত; **ভয়ানক**—ভয়ঙ্কর; **বদনা**—যাঁর মুখমণ্ডল; **হন্তু-কামা**—সংহার করার বাসনায়; **ইব**—যেন; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **মহা-অট্ট-হাসম্**—অত্যন্ত ভয়ানক হাস্য; **অতি**—অত্যন্ত; **সংরম্ভেণ**—ক্রোধের ফলে; **বিমুঞ্চন্তী**—নির্গত হয়ে; **ততঃ**—সেই বেদি থেকে; **উৎপত্য**—বেরিয়ে এসে; **পাপীয়সাম্**—সমস্ত পাপীদের; **দুষ্টানাম্**—মহা অপরাধীদের; **তেন এব অসিনা**—সেই খড়্গের দ্বারা; **বিবৃক্ন**—ছেদন করে; **শীর্ষ্ণাম্**—মস্তক; **গলাৎ**—গলা থেকে; **স্রবন্তম্**—নির্গত; **অসৃক্-আসবম্**—রক্তরূপী মদ্য; **অতি-উষ্ণম্**—অতি উষ্ণ; **সহ**—সঙ্গে; **গণেন**—তাঁর সহচরদের; **নিপীয়**—পান করে; **অতি-পান**—অত্যধিক পান করার ফলে; **মদ**—উন্মত্ত হয়ে; **বিহ্বলা**—বিহ্বল হয়ে; **উচ্চৈঃ-তরাম্**—অতি উচ্চ স্বরে; **স্ব-পার্ষদৈঃ**—

তাঁর পার্ষদদের; **সহ**—সঙ্গে; **জগৌ**—গান করেছিলেন; **ননর্ত**—নৃত্য করেছিলেন; **চ**—ও; **বিজহার**—খেলা করেছিলেন; **চ**—ও; **শিরঃ-কন্দুক**—মস্তকগুলি কন্দুকের মতো ব্যবহার করে; **লীলয়া**—খেলার ছলে।

অনুবাদ

সেই অপরাধ সহ্য করতে অসহিষ্ণু হয়ে, ক্রোধাবেশে ভদ্রকালীর ভ্রূকুটি বেগে সঞ্চালিত হয়েছিল, তাঁর ভয়ঙ্কর কুটিল দাঁত বহির্গত হয়েছিল এবং তাঁর আরক্ত লোচন বিঘূর্ণিত হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি যেন সমগ্র জগৎ সংহার করার জন্য সেই প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলেন। বেদি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে যে খড়্গের দ্বারা সেই দস্যুরা জড় ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই খড়্গের দ্বারাই তিনি সেই সমস্ত দস্যু এবং তস্করদের মস্তক ছেদন করতে লাগলেন। তারপর তাদের গলদেশ থেকে রক্তরূপ যে অতি উষ্ণ মদ নির্গত হতে লাগল, তিনি ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি তাঁর সহচরদের সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন। অত্যধিক রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে দেবী তখন তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে উচ্চস্বরে গান এবং নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং সেই সমস্ত দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি নিয়ে কন্দুক-ক্রীড়া করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কালী মোটেই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করেন না। কালীর কাজ হচ্ছে অসুরদের সংহার করা এবং দণ্ডদান করা। দেবী কালী অসুর, ডাকাত আদি সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সংহার করেন। কৃষ্ণভক্তির অবহেলা করে, মূর্খ মানুষেরা নানা প্রকার জঘন্য বস্তু নিবেদন করার মাধ্যমে দেবীর সন্তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে সেই পূজায় যখন একটু ত্রুটি হয়, তখন দেবী সেই পূজকদের প্রাণনাশ করে দণ্ডদান করেন। আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা কিছু জাগতিক লাভের জন্য কালীর পূজা করে, কিন্তু তাদের সেই পূজার নামে তারা যে পাপ করে, তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় না। প্রতিমার সম্মুখে মানুষ অথবা পশু বলি দেওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১৯

এবমেব খলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি ॥ ১৯ ॥

এবম্ এব—এইভাবে; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **মহৎ**—মহাপুরুষকে; **অভিচার**—হিংসারূপ;

অতিক্রমঃ—অপরাধের সীমা; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বদা; **আত্মনে**—নিজের প্রতি; **ফলতি**—ফল প্রদান করে।

অনুবাদ

মহাপুরুষের প্রতি হিংসারূপ অপরাধের ফলে, অনিষ্টকারীকে উপরোক্তভাবে সর্বদা দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২০

ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদন আপতিতেঽপি বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং নির্বৈরাণাং সাক্ষাদ্ভগবতানিমিষারিবরায়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈঃ পরিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়মুপসৃতানাং ভাগবতপরমহংসানাম্ ॥ ২০ ॥

ন—না; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই; **বিষ্ণু-দত্ত**—শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মহৎ**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **যৎ**—যা; **অসম্ভ্রমঃ**—অবিচলিত; **স্ব-শিরঃ-ছেদনে**—তাঁর মস্তক ছেদনের সময়েও; **আপতিতে**—যখন ঘটতে যাচ্ছিল; **অপি**—যদিও; **বিমুক্ত**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **দেহাদি-আত্ম-ভাব**—দেহাত্মবুদ্ধি; **সুদৃঢ়**—অত্যন্ত দৃঢ়; **হৃদয়-গ্রন্থীনাম্**—হৃদয় গ্রন্থির; **সর্ব-সত্ত্ব-সুহৃৎ-আত্মনাম্**—যাঁদের হৃদয় সর্বদা অন্য সমস্ত জীবদের মঙ্গল কামনা করে; **নির্বৈরাণাম্**—যাদের কোন শত্রু নেই; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **অনিমিষ**—পরম কাল; **অরিবর**—শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সুদর্শন চক্র; **আয়ুধেন**—যিনি অস্ত্রাদি ধারণ করেন, তাঁর দ্বারা; **অপ্রমত্তেন**—কখনও বিচলিত না হয়ে; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সেই; **ভাবৈঃ**—ভগবানের ভাব; **পরিরক্ষ্যমাণানাম্**—যাঁরা রক্ষিত; **তৎ-পাদ-মূলম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **অকুতশ্চিৎ**—কোথা থেকেও নয়; **ভয়ম্**—ভয়; **উপসৃতানাম্**—যাঁরা সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **ভাগবত**—ভগবদ্ভক্তদের; **পরমহংসানাম্**—সর্বতোভাবে মুক্ত পুরুষদের।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী তখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে বিষ্ণুদত্ত, যাঁরা জানেন যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, যাঁরা হৃদয়গ্রন্থি থেকে মুক্ত, যাঁরা সর্বদা সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনে রত এবং যাঁরা কখনও কারোর অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁরা সর্বদাই

সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হন। মহাকালরূপে তিনি অসুরদের সংহার করেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেন। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই সর্ব অবস্থাতেই, এমনকি শিরশ্ছেদন কাল উপস্থিত হলেও, তাঁরা অবিচলিত থাকেন। তাঁদের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

তাৎপর্য

এগুলি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কয়েকটি মহৎ গুণ। প্রথমত, ভক্ত তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। তিনি কখনও তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না; তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। তার ফলে তিনি কোন অবস্থাতেই ভীত হন না। তাঁর জীবন বিপন্ন হলেও তিনি ভীত হন না। তিনি শত্রুকেও শত্রু বলে মনে করেন না। এগুলি হচ্ছে ভক্তের গুণাবলী। ভক্তেরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের উপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, এবং ভগবান সর্বদা তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ

এই অধ্যায়ে ভরত মহারাজ অর্থাৎ জড় ভরতকে সিন্ধু এবং সৌবীরের রাজা মহারাজ রহূগণ কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে। রাজা রহূগণ জড় ভরতকে তাঁর শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেছিলেন, এবং যথাযথভাবে বহন না করার ফলে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। মহারাজ রহূগণের শিবিকা বহন করার জন্য একজন বাহকের দরকার হয়েছিল। তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত জড় ভরতকেই সেই কার্যের উপযুক্ত বলে মনে করে, বলপূর্বক তাঁকে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেছিল। অভিমান-শূন্য জড় ভরতও তার সেই গর্বোদ্ধত আদেশের কোন প্রতিবাদ না করে, শিবিকা বহন করেছিলেন। কিন্তু শিবিকা বহন করার সময়, পাছে তাঁর পায়ের তলায় কোন পিঁপড়ের মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি অতি সাবধানে পা ফেলছিলেন। তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর গতি না মেলায়, শিবিকা আন্দোলিত হতে থাকে। শিবিকারোহী রাজা তার ফলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, কটুবাক্যে জড় ভরতকে তিরস্কার করেন। কিন্তু জড় ভরত দেহাত্মবুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার ফলে, কোন প্রতিবাদ না করে শিবিকা বহন করতে থাকেন। তিনি পূর্বের মতোই চলতে থাকলে, রাজা তাঁকে দণ্ড দেওয়ার ভয় দেখান। তখন জড় ভরত কথা বলতে শুরু করেন। তিনি রাজার কটুবাক্যের প্রতিবাদ করে গভীর তত্ত্ব কথা শোনান। রাজার তখন চৈতন্যের উদয় হয় এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি একজন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে অপরাধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং শ্রদ্ধা সহকারে জড় ভরতের স্তুতি করেন। এখন তিনি জড় ভরতের দার্শনিক বাণীর নিগূঢ় অর্থ জানতে চান, এবং ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, মহাভাগবতের চরণে অপরাধ হলে শিবের ত্রিশূলের আঘাতে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ সিন্ধুসৌবীরপতে রহূগণস্য ব্রজত ইক্ষুমত্যাস্তটে তৎকুলপতিনা শিবিকাবাহপুরুষান্বেষণসময়ে দৈবেনোপসাদিতঃ স দ্বিজবর উপলব্ধ এষ পীবা যুবা সংহননাঙ্গো গোখরবদ্ধুরং বোঢুমলমিতি পূর্ববিষ্টিগৃহীতৈঃ সহ গৃহীতঃ প্রসভমতদর্হ উবাহ শিবিকাং স মহানুভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **সিন্ধু-সৌবীর-পতেঃ**—সিন্ধু ও সৌবীরের রাজা; **রহূগণস্য**—রহূগণ নামক রাজার; **ব্রজতঃ**—(কপিল মুনির আশ্রমে) যাওয়ার সময়; **ইক্ষু-মত্যাঃ তটে**—ইক্ষুমতী নদীর তীরে; **তৎ-কুল-পতিনা**—শিবিকা-বাহকদের নেতার দ্বারা; **শিবিকা-বাহ**—শিবিকা-বাহক হওয়ার জন্য; **পুরুষ-অন্বেষণ-সময়ে**—পুরুষের অন্বেষণ করার সময়; **দৈবেন**—দৈবক্রমে; **উপসাদিতঃ**—নিকটবর্তী হয়ে; **সঃ**—সেই; **দ্বিজবরঃ**—ব্রাহ্মণপুত্র জড় ভরতকে; **উপলব্ধঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **এষঃ**—এই ব্যক্তি; **পীবা**—অত্যন্ত বলিষ্ঠ; **যুবা**—যুবক; **সংহনন-অঙ্গঃ**—সুগঠিত অঙ্গ সমন্বিত; **গো-খরবৎ**—বৃষ অথবা গর্দভের মতো; **ধুরম্**—ভার; **বোঢুম্**—বহনে; **অলম্**—সক্ষম; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **পূর্ব-বিষ্টি-গৃহীতৈঃ**—পূর্বে যাদের বলপূর্বক কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল; **সহ**—সঙ্গে; **গৃহীতঃ**—গ্রহণ করে; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **অতৎ-অর্হঃ**—শিবিকা বহনে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও; **উবাহ**—বহন করেছিল; **শিবিকাম্**—শিবিকা; **সঃ**—তিনি; **মহানুভাবঃ**—মহাপুরুষ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, তারপর, সিন্ধু-সৌবীরের রাজা রহূগণ যখন কপিলাশ্রমে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে, আর একজন শিবিকা-বাহকের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে জড় ভরতকে সেখানে পেয়েছিল। সে জড় ভরতকে যুবক, বলিষ্ঠ, দৃঢ় অঙ্গ সমন্বিত দেখে, তাঁকে গরু এবং গাধার মতো ভার বহনে সমর্থ বলে বিবেচনা করেছিল। মহাত্মা জড় ভরত যদিও এই প্রকার কার্যের উপযুক্ত ছিলেন না, তবু তারা কোন রকম দ্বিধা না করে, তাঁকে বলপূর্বক শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করেছিল।

শ্লোক ২

যদা হি দ্বিজবরস্যেষুমাত্রাবলোকানুগতের্ন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা বিষমগতাং স্বশিবিকাং রহূগণ উপধার্য পুরুষানধিবহত আহ হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রমত কিমিতি বিষমমুহ্যতে যানমিতি ॥ ২ ॥

যদা—যখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দ্বিজ-বরস্য**—জড় ভরতের; **ইষু-মাত্র**—বাণ পরিমিত (তিন ফুট) স্থান; **অবলোক-অনুগতেঃ**—নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করছিলেন; **ন সমাহিতা**—অসামঞ্জস্য; **পুরুষ-গতিঃ**—বাহকদের গতি; **তদা**—তখন; **বিষম-গতাম্**—অসমান হওয়ায়; **স্ব-শিবিকাম্**—তাঁর পালকিতে; **রহূগণঃ**—মহারাজ রহূগণ; **উপধার্য**—বুঝতে পেরে; **পুরুষান্**—পুরুষদের; **অধিবহতঃ**—যারা শিবিকা বহন করছিল; **আহ**—বলেছিলেন; **হে**—ওহে; **বোঢ়ারঃ**—শিবিকা-বাহকগণ; **সাধু অতিক্রমত**—এমনভাবে চলো যাতে শিবিকা আন্দোলিত না হয়; **কিম্ ইতি**—কি কারণে; **বিষমম্**—অসমান; **উহ্যতে**—বহন করা হচ্ছে; **যানম্**—শিবিকা; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

জড় ভরত তাঁর অহিংস মনোভাবের জন্য শিবিকা ঠিকভাবে বহন করছিলেন না। তিনি তাঁর সম্মুখে এক গজ পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করছিলেন, যাতে তাঁর পায়ের চাপে কোন পিপীলিকার মৃত্যু না হয়। কিন্তু তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর পা না মেলায় শিবিকা আন্দোলিত হচ্ছিল এবং রাজা রহূগণ তখন বাহকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা কেন অসমানভাবে শিবিকা বহন করছ? ভালভাবে তা বহন কর।"

তাৎপর্য

জড় ভরতকে যদিও জোর করে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবুও তিনি পথের পিপীলিকাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ত্যাগ করেননি। ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে থাকলেও তাঁর ভক্তি এবং অনুকূল কার্যের কথা ভুলে যান না। জড় ভরত ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, তবু তাঁকে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই জন্য তিনি কিছু মনে করেননি, কিন্তু পথ চলার সময় একটি পিপীলিকাকেও পর্যন্ত হত্যা না করার কর্তব্য তিনি বিস্মৃত হননি। বৈষ্ণব কখনও কারোর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না অথবা অনর্থক হিংসাত্মক কার্য করেন

না। পথে বহু পিপীলিকা ছিল, কিন্তু জড় ভরত তাঁর সম্মুখে এক গজ পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করে, তারপর পিপীলিকাদের এড়িয়ে পদক্ষেপ করছিলেন। বৈষ্ণব সর্বদাই অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু। ভগবান কপিলদেব সাংখ্যযোগ বিশ্লেষণ করার সময় বলেছেন, *সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্* । জীব বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে। যারা বৈষ্ণব নয় তারা কেবল মানুষদেরই তাদের সহানুভূতির পাত্র বলে মনে করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনি সমস্ত জীবদের পরম পিতা। তাই বৈষ্ণব কোন প্রাণীকেই অসময়ে অথবা অনর্থক বিনষ্ট হতে দেন না। প্রতিটি জীবকেই কোন বিশেষ জড় শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ হয়ে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। অন্য আর একটি শরীর ধারণ করার পূর্বে তাকে সেই শরীরের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ করতে হয়। কোন প্রাণীকে হত্যা করা হলে, সেই বিশেষ শরীরে তার বন্ধনের অবস্থা পূর্ণ করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। তাই নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কখনও কোন প্রাণীকে হত্যা করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে পাপকর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়।

শ্লোক ৩

অথ ত ঈশ্বরবচঃ সোপালম্ভমুপাকর্ণ্যোপায়তুরীয়াচ্ছঙ্কিতমনসস্তং বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

অথ—এইভাবে; **তে**—তারা (শিবিকা-বাহকেরা); **ঈশ্বর-বচঃ**—রাজা রহূগণের বাক্য শুনে; **স-উপালম্ভম্**—তিরস্কার; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **উপায়**—উপায়; **তুরীয়াৎ**—চতুর্থ ব্যক্তি থেকে; **শঙ্কিত-মনসঃ**—ভীত চিত্তে; **তম্**—তাঁকে (রাজাকে); **বিজ্ঞাপয়াম্ বভূবুঃ**—নিবেদন করেছিল।

অনুবাদ

শিবিকা-বাহকেরা রাজার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে, দণ্ডভয়ে ভীত হয়ে এইভাবে রাজার কাছে নিবেদন করেছিল।

তাৎপর্য

রাজনীতি শাস্ত্র অনুসারে রাজা কখনও মিষ্ট বাক্যের দ্বারা, কখনও পুরস্কার দান করে, কখনও তিরস্কার করে এবং কখনও দণ্ড দিয়ে তাঁর প্রজাদের শাসন করেন। শিবিকা-বাহকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, রাজা ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি তাদের দণ্ড দেবেন।

শ্লোক ৪

**ন বয়ং নরদেব প্রমত্তা ভবন্নিয়মানুপথাঃ সাধ্বেব বহামঃ ।
অয়মধুনৈব নিযুক্তোঽপি ন দ্রুতং ব্রজতি নানেন সহ বোঢুমু হ বয়ং
পারয়াম ইতি ॥ ৪ ॥**

ন—না; **বয়ম্**—আমরা; **নর-দেব**—হে নরদেবতা (রাজাকে দেব অর্থাৎ ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়); **প্রমত্তাঃ**—আমাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা; **ভবৎ-নিয়ম-অনুপথাঃ**—সর্বদা আপনার আদেশের অনুগত; **সাধু**—যথাযথভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বহামঃ**—আমরা বহন করছি; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **অধুনা**—সম্প্রতি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নিযুক্তঃ**—আমাদের সাথে কার্যে নিযুক্ত হয়েছে; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **দ্রুতম্**—অতি দ্রুত; **ব্রজতি**—গমন করে; **ন**—না; **অনেন**—এর; **সহ**—সঙ্গে; **বোঢুম্**—বহন করতে; **উ হ**—হে; **বয়ম্**—আমরা; **পারয়ামঃ**—সক্ষম; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমরা আমাদের কার্য সম্পাদনে মোটেই অবহেলা করছি না। আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমরা সুষ্ঠুভাবেই শিবিকা বহন করছি। কিন্তু, সম্প্রতি যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছে সে দ্রুত চলতে পারছে না বলে, আমরা তার সঙ্গে শিবিকা বহন করতে পারছি না।

তাৎপর্য

অন্য শিবিকা-বাহকেরা ছিল শূদ্র, কিন্তু জড় ভরত কেবল একজন উচ্চ কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহাভাগবত। শূদ্রেরা অন্য জীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, কিন্তু বৈষ্ণব শূদ্রের মতো আচরণ করতে পারেন না। যখনই শূদ্র এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সমন্বয় হয়, তখন অবশ্যই কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে বৈষম্য দেখা দেবে। শূদ্রেরা মাটিতে পিপীলিকাদের কথা চিন্তা না করে শিবিকা বহন করছিল, কিন্তু জড় ভরত শূদ্রের মতো আচরণ করতে পারেননি, এবং তাই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল।

শ্লোক ৫

সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্বেষাং সাংসর্গিকাণাং ভবিতুম-র্হতীতি নিশ্চিত্য 'নিশম্য কৃপণবচো রাজা রহূগণ উপাসিতবৃদ্ধোঽপি

নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুত্থিতমন্যুরবিস্পষ্টব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব রজসাবৃতমতিরাহ ॥ ৫ ॥

সাংসর্গিকঃ—ঘনিষ্ঠ সংসর্গের ফলে; **দোষঃ**—দোষ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নূনম্**—নিশ্চিত ভাবে; **একস্য**—একের; **অপি**—যদিও; **সর্বেষাম্**—অন্যদের; **সাংসর্গিকাণাম্**—তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের; **ভবিতুম্**—হওয়া; **অর্হতি**—সক্ষম; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত্য**—স্থির করে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **কৃপণ-বচঃ**—দণ্ড-ভয়ে ভীত দীন সেবকদের বাণী; **রাজা**—রাজা; **রহূগণঃ**—রহূগণ; **উপাসিত-বৃদ্ধঃ**—বহু মহাপুরুষদের উপদেশ শ্রবণ করে এবং তাঁদের সেবা করে; **অপি**—সত্ত্বেও; **নিসর্গেণ**—তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত স্বভাববশত; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **কৃতঃ**—কৃত; **ঈষৎ**—অল্প; **উত্থিত**—জাগরিত; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **অবিস্পষ্ট**—অস্পষ্ট; **ব্রহ্ম-তেজসম্**—জড় ভরতের ব্রহ্মতেজ; **জাত-বেদসম্**—বৈদিক অনুষ্ঠানে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **রজসাবৃত**—রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত; **মতিঃ**—যাঁর বুদ্ধি; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

দণ্ডভয়ে ভীত বাহকদের কথা শুনে রাজা রহূগণ বুঝতে পারলেন যে, কেবল একজনের দোষের ফলে শিবিকা যথাযথভাবে বাহিত হচ্ছে না। সে-কথা খুব ভালভাবে বুঝতে পেরে এবং তাদের আবেদন শুনে, তাঁর ঈষৎ ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল। যদিও তিনি ছিলেন রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তবু তাঁর রাজ-স্বভাববশত তাঁর চিত্তে ক্রোধের উদয় হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজা রহূগণের চিত্ত রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাই তিনি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন জড় ভরতকে বললেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজা যদিও অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং রাজনীতি শাস্ত্রে ও রাজকার্য পরিচালনায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়, স্বল্প বিচলিত হওয়ার ফলেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জড় ভরত নিজেকে মূক ও বধিররূপে প্রদর্শন করার দরুন সমস্ত অন্যায় সহ্য করেছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ব্রহ্মতেজ তাঁর শরীরে অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ছিল।

শ্লোক ৬

অহো কষ্টং ভ্রাতর্ব্যক্তমুরু পরিশ্রান্তো দীর্ঘমধ্বানমেক এব ঊহিবান্ সুচিরং নাতিপীবা ন সংহননাঙ্গো জরসা চোপদ্রুতো ভবান্ সখে নো এবাপর এতে সঙ্ঘট্টিন ইতি বহু বিপ্রলব্ধোঽপ্যবিদ্যয়া রচিতদ্রব্যগুণ-কর্মাশয়স্বচরমকলেবরেঽবস্তুনি সংস্থানবিশেষেঽহং মমেত্যনধ্যারোপিত-মিথ্যাপ্রত্যয়ো ব্রহ্মভূতস্তূষ্ণীং শিবিকাং পূর্ববদুবাহ ॥ ৬ ॥

অহো—হায়; **কষ্টম্**—কত কষ্টদায়ক; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাত; **ব্যক্তম্**—স্পষ্টভাবে; **উরু**—অত্যন্ত; **পরিশ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘ; **অধ্বানম্**—পথ; **একঃ**—একলা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ঊহিবান্**—তুমি বহন করেছ; **সুচিরম্**—দীর্ঘকাল; **ন**—না; **অতিপীবা**—অত্যন্ত বলবান; **ন**—না; **সংহনন-অঙ্গঃ**—সুগঠিত শরীর; **জরসা**—বার্ধক্যের দ্বারা; **চ**—ও; **উপদ্রুতঃ**—আক্রান্ত; **ভবান্**—তুমি; **সখে**—হে বন্ধু; **ন এব**—নিশ্চিতভাবে নয়; **অপরে**—অন্য; **এতে**—এই সমস্ত; **সঙ্ঘট্টিনঃ**—সহকর্মীরা; **ইতি**—এইভাবে; **বহু**—অত্যন্ত; **বিপ্রলব্ধঃ**—বক্রোক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে; **অপি**—যদিও; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা; **রচিত**—সৃষ্ট; **দ্রব্য-গুণ-কর্ম-আশয়**—জড় উপাদান, জড় গুণ এবং পূর্বকৃত কর্ম ও বাসনার সমন্বয়ে; **স্ব-চরম-কলেবরে**—সূক্ষ্ম (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) উপাদানের দ্বারা চালিত শরীরে; **অবস্তুনি**—এই প্রকার জড় বস্তুতে; **সংস্থান-বিশেষে**—বিশেষ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন; **অহম্ মম**—আমি এবং আমার; **ইতি**—এইভাবে; **অনধ্যারোপিত**—আরোপিত নয়; **মিথ্যা**—মিথ্যা; **প্রত্যয়ঃ**—বিশ্বাস; **ব্রহ্মভূতঃ**—ব্রহ্মভূত স্তরে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **তূষ্ণীম্**—নীরব থেকে; **শিবিকাম্**—শিবিকা; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **উবাহ**—বহন করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা রহূগণ জড় ভরতকে বলেছিলেন—আহা কী কষ্ট! ওহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই একাকী অনেকক্ষণ ধরে অনেক পথ এই শিবিকা বহন করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর তা ছাড়া তোমার বার্ধক্যবশত তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছ। হে সখে, তোমার শরীর তো দৃঢ় নয়, এবং তুমিও তেমন বলবান নও। তোমার সঙ্গের বাহকেরা কি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না?

এইভাবে রাজা বক্রোক্তির দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করলেও জড় ভরত অভিমানশূন্যই ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার ফলে অবগত

ছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তিনি স্থূল অথবা কৃশ ছিলেন না, পঞ্চমহাভূত এবং তিন সূক্ষ্ম উপাদানের সমন্বয়ে রচিত জড় পিণ্ডটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। হস্ত, পদ সমন্বিত জড় দেহটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি রাজার পরিহাসপূর্ণ তিরস্কারে বিচলিত হননি। নীরবে তিনি পূর্বের মতোই শিবিকা বহন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

জড় ভরত ছিলেন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। দস্যুরা যখন তাঁকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখনও তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর দেহাত্মবুদ্ধির অতীত ছিলেন। তাঁকে যদি হত্যাও করা হত, তাহলেও তিনি বিচলিত হতেন না, কারণ তিনি *ভগবদ্গীতার* (২/২০) বাণী—*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে* পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর দেহকে হত্যা করা হলেও তাঁকে হত্যা করা যাবে না। যদিও তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি, তবুও ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধি দস্যুদের এই অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারেননি; তাই ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন এবং দস্যুরা নিহত হয়েছিল। এইভাবে, শিবিকা বহন করার সময়ও, তিনি জানতেন যে, তিনি তাঁর শরীর নন। এই শরীরটি শিবিকা বহনের জন্য পূর্ণরূপে সক্ষম ছিল, কারণ তা বলবান এবং সুগঠিত ছিল। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, রাজার ব্যঙ্গোক্তি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। দেহ রচিত হয় জীবের কর্ম অনুসারে, এবং বিশেষ ধরনের দেহের বিকাশ সাধনের জন্য জড়া প্রকৃতি উপাদানগুলি সরবরাহ করে। যে দৈহিক গঠন আত্মাকে আবৃত করে, আত্মা তা থেকে ভিন্ন; তাই শরীরের প্রতি কোন উপকার অথবা অপকার করা হলেও তা আত্মাকে প্রভাবিত করে না। বৈদিক উপদেশ হচ্ছে—*অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ*—আত্মা কখনও জড়া প্রকৃতির আয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

শ্লোক ৭

অথ পুনঃ স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং প্রকুপিত উবাচ রহূগণঃ কিমিদমরে ত্বং জীবন্মৃতো মাং কদর্থীকৃত্য ভর্তৃশাসনমতিচরসি প্রমত্তস্য চ তে করোমি চিকিৎসাং দণ্ডপাণিরিব জনতায়া যথা প্রকৃতিং স্বাং ভজিষ্যস ইতি ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্ব-শিবিকায়াম্**—তাঁর শিবিকায়; **বিষম-গতায়াম্**—জড় ভরত ঠিকমত না চলার ফলে আন্দোলিত হওয়ায়; **প্রকুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **রহূগণঃ**—রাজা রহূগণ; **কিম্ ইদম্**—একি হচ্ছে; **অরে**—হে মূর্খ; **ত্বম্**—তুই; **জীবৎ**—জীবিত; **মৃতঃ**—মৃত; **মাম্**—আমাকে; **কদর্থী-কৃত্য**—অবহেলা করে; **ভর্তৃ-শাসনম্**—প্রভুর আদেশ; **অতিচরসি**—লঙ্ঘন করছিস; **প্রমত্তস্য**—পাগলের; **চ**—ও; **তে**—তোর; **করোমি**—আমি করব; **চিকিৎসাম্**—উপযুক্ত ব্যবস্থা; **দণ্ডপাণিঃ ইব**—যমরাজের মতো; **জনতায়াঃ**—জনসাধারণের; **যথা**—যাতে; **প্রকৃতিম্**—স্বাভাবিক স্থিতি, **স্বাম্**—তোর নিজের; **ভজিষ্যসে**—তুই গ্রহণ করবি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

তারপর রাজা যখন দেখলেন যে, শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বললেন—ওরে দুষ্ট, তুই কি করছিস? তুই কি জীবিত অবস্থায়ও মৃত নাকি? তুই জানিস না যে আমি তোর প্রভু? তুই আমার আদেশ অবজ্ঞা করছিস। তোর এই অবজ্ঞার ফলে, আমি তোকে যমরাজের মতো দণ্ড দেব। আমি তোর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করব, যাতে তুই প্রকৃতিস্থ হোস।

শ্লোক ৮

এবং বহ্ববদ্ধমপি ভাষমাণং নরদেবাভিমানং রজসা তমসানুবিদ্ধেন মদেন তিরস্কৃতাশেষভগবৎপ্রিয়নিকেতং পণ্ডিতমানিনং স ভগবান্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ সর্বভূতসুহৃদাত্মা যোগেশ্বরচর্যায়াং নাতিব্যুৎপন্নমতিং স্ময়মান ইব বিগতস্ময় ইদমাহ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **বহু**—বহু; **অবদ্ধম্**—অর্থহীন; **অপি**—যদিও; **ভাষমাণম্**—কথা বলে; **নর-দেব-অভিমানম্**—রাজা রহূগণ, যিনি নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করেছিলেন; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **অনুবিদ্ধেন**—বর্ধিত হয়ে; **মদেন**—মদভরে; **তিরস্কৃত**—তিরস্কার করেছিলেন; **অশেষ**—অসংখ্য; **ভগবৎ-প্রিয়-নিকেতম্**—ভগবানের ভক্ত; **পণ্ডিত-মানিনম্**—নিজেকে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে; **সঃ**—সেই; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান (জড় ভরত); **ব্রাহ্মণঃ**—পরম যোগ্য ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্মভূতঃ**—পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ-**

আত্মা—সমস্ত জীবের সুহৃৎ; **যোগেশ্বর**—সমস্ত উন্নত যোগীদের মধ্যে; **চর্যায়াম্**—আচরণ; **ন অতি-ব্যুৎপন্ন-মতিম্**—অনভিজ্ঞ রাজা রহূগণকে; **স্ময়মানঃ**—ঈষৎ হাস্য সহকারে; **ইব**—সদৃশ; **বিগত-স্ময়ঃ**—সব রকম জড় অহঙ্কার থেকে মুক্ত; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করায়, রহূগণ দেহাত্মবুদ্ধিগ্রস্ত ছিলেন এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মদভরে তিনি জড় ভরতকে অশালীন বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন। জড় ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং ভগবানের প্রিয় নিকেতন। রাজা যদিও নিজেকে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করতেন, কিন্তু তিনি পরম ভাগবতের স্থিতি অবগত ছিলেন না, এবং তাঁর চরিত্রও তাঁর জানা ছিল না। জড় ভরত সর্বদা ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে বহন করতেন বলে তিনি ছিলেন ভগবানের বাসস্থান সদৃশ। তিনি ছিলেন সমস্ত জীবের সুহৃৎ এবং তিনি কোন প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি পোষণ করতেন না। তাই তিনি ঈষৎ হেসে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি এবং দেহাতীত বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তির পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা রহূগণ দেহাত্মবুদ্ধির ফলে নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করে, নানা প্রকার অশালীন বাক্যের দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করেছিলেন। আর আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জড় ভরত সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে, মোটেই ক্রুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে রাজা রহূগণকে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। পরম বৈষ্ণব সমস্ত জীবের সুহৃৎ, এবং তার ফলে তিনি তাঁর শত্রুরও সুহৃৎ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কাউকেই তাঁর শত্রু বলে মনে করেন না। *সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্*। কখনও কখনও বৈষ্ণবেরা অবৈষ্ণবদের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে ক্রোধ প্রকাশ করেন, কিন্তু তা অভক্তদের মঙ্গলের জন্যই। বৈদিক শাস্ত্রে তার বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক সময়ে নারদ মুনি কুবেরের দুই পুত্র নলকুবের এবং মণিগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাদের অভিশাপ দিয়ে দুটি বৃক্ষে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করেছিলেন। ভক্ত পরম পদে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন।

শ্লোক ৯

ব্রাহ্মণ উবাচ

ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং
ভর্তুঃ স মে স্যাদ্যদি বীর ভারঃ ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা
পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ (জড় ভরত) বললেন; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উদিতম্**—উক্ত; **ব্যক্তম্**—অত্যন্ত স্পষ্ট; **অবিপ্র-লব্ধম্**—বিরোধ আভাস রহিত; **ভর্তুঃ**—বহনকারীর, শরীর; **সঃ**—তা; **মে**—আমার; **স্যাৎ**—হত; **যদি**—যদি; **বীর**—হে বীর (মহারাজ রহূগণ); **ভারঃ**—ভার; **গন্তুঃ**—গমন-কর্তার, দেহের; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হত; **অধিগম্যম্**—লক্ষ্য; **অধ্বা**—পথ; **পীবা**—অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **রাশৌ**—শরীরে; **ন**—না; **বিদাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদের; **প্রবাদঃ**—আলোচনার বিষয়।

অনুবাদ

মহান ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন—হে বীর রাজা, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল তিরস্কার বাক্য নয়, কারণ দেহটি হচ্ছে বাহক। ভার-বহনকারী দেহটি আমার নয়, কারণ আমি হচ্ছি চিন্ময় আত্মা। আপনার উক্তিতে কোন বিরোধ নেই, কারণ আমি দেহ থেকে ভিন্ন। আমি শিবিকার বাহক নই; এই দেহটি হচ্ছে বাহক। নিশ্চিতভাবে, যে কথা আপনি বলেছেন, আমি এই শিবিকা বহনে পরিশ্রম করিনি, কারণ আমি এই দেহটি থেকে পৃথক। আপনি বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই। এই বাক্যটি তার পক্ষেই উপযুক্ত, যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার পার্থক্য জানে না। দেহ স্থূল অথবা কৃশ হতে পারে, কিন্তু কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলবে না। আত্মা স্থূলও নয় অথবা কৃশও নয়; তাই আপনি যখন বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই, তা সত্য। অধিকন্তু এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং সেই গন্তব্যস্থলের পথ যদি আমার হত, তাহলে আমার পক্ষে বহু অসুবিধা হত, কিন্তু যেহেতু সেগুলি আমার সম্পর্কে বলা হয়নি, বলা হয়েছে আমার দেহের সম্পর্কে, তাই তাতে মোটেই কোন রকম অসুবিধা হয়নি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি দিব্য জ্ঞানে উন্নত, তিনি জড় দেহের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না। জড় দেহটি আত্মা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, এবং দেহের সুখ ও দুঃখ অনিত্য। তপস্যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহ ও আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করা এবং আত্মা যে জড় দেহের সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তা হৃদয়ঙ্গম করা। জড় ভরত প্রকৃতপক্ষে আত্ম উপলব্ধির স্তরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে দেহাত্মবুদ্ধির অতীত ছিলেন; তাই তিনি রাজাকে বুঝিয়েছিলেন যে, রাজা তাঁর দেহের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলি আত্মার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

শ্লোক ১০

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড্ ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ ।
নিদ্রা রতির্মন্যুরহংমদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥ ১০ ॥

স্থৌল্যম্—স্থূলতা; **কার্শ্যম্**—কৃশতা; **ব্যাধয়ঃ**—রোগ আদি দেহের কষ্ট; **আধয়ঃ**—মানসিক কষ্ট; **চ**—এবং; **ক্ষুৎ তৃট্ ভয়ম্**—ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ভয়; **কলিঃ**—কলহ; **ইচ্ছা**—বাসনা; **জরা**—বৃদ্ধাবস্থা; **চ**—এবং; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **রতিঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের আসক্তি; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **অহম্**—অহঙ্কার; **মদঃ**—মোহ; **শুচঃ**—শোক; **দেহেন**—এই শরীরের দ্বারা; **জাতস্য**—যার জন্ম হয়েছে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমার; **ন**—না; **সন্তি**—বর্তমান।

অনুবাদ

স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ভয়, কলহ, জড় সুখভোগের বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, শোক এবং দেহাত্মবুদ্ধি—এই সবই আত্মার জড় আবরণের বিকার। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন ব্যক্তিরাই এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু আমি সর্বপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। তাই আমি স্থূল অথবা কৃশ নই, অথবা আপনি যে কথাগুলি বলেছেন, আমি তার কোনটিই নই।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তাঁর।* যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁর দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অথবা তিনি দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত নন। কেউ যখন বুঝতে পারেন যে তিনি তাঁর দেহ নন এবং তাই তিনি স্থূল নন অথবা কৃশ নন, তখন তিনি সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাপ্ত হন। যারা অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভ করেনি, তারা এই জড় জগতের দেহাত্মবুদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ। বর্তমানে সমগ্র মানব-সমাজ এই দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে, তাই শাস্ত্রে এই যুগের মানুষদের *দ্বিপদ পশু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার পশুদের সমাজে কেউই সুখী হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজকে পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে। সকলের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে জড় ভরতের মতো আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৮) বর্ণনা করা হয়েছে—*নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।* ভাগবত-ধর্ম প্রচার করার দ্বারা আমরা মানব-সমাজকে পূর্ণ সার্থকতার স্তরে উন্নীত করতে পারি। কেউ যখন দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হন না, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হতে পারেন।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

আমরা যতই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হব, ততই আমরা ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হতে পারব, এবং ততই আমরা সুখী হতে পারব এবং শান্তি লাভ করতে পারব। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, যারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা যত বেশি প্রভাবিত, ততই তারা দেহাত্মবুদ্ধিতে থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিরা বিভিন্ন দৈহিক লক্ষণের কথাই চিন্তা করে, কিন্তু যাঁরা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত, তাঁরা এই জড় জগতে অবস্থানকালেও দেহ ব্যতীতই জীবিত থাকেন।

শ্লোক ১১

জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন রাজন্
আদ্যন্তবদ্যদ্বিকৃতস্য দৃষ্টম্।
স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ঈড্য যত্র
তর্হ্যুচ্যতেঽসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ ॥ ১১ ॥

জীবৎ-মৃতত্বম্—জীবিত অবস্থায় মৃত হওয়ার গুণ; **নিয়মেন**—প্রকৃতির নিয়মে; **রাজন্**—হে রাজন; **আদ্যন্তবৎ**—জড় জগতের সবকিছুর আদি এবং অন্ত রয়েছে; **যৎ**—যেহেতু; **বিকৃতস্য**—যে সমস্ত বস্তুর বিকার হয়, যেমন শরীর; **দৃষ্টম্**—দেখা যায়; **স্ব-স্বাম্য-ভাবঃ**—দাসত্ব এবং প্রভুত্বের অবস্থা; **ধ্রুবঃ**—অপরিবর্তনীয়; **ঈড্য**—হে পূজনীয়; **যত্র**—যেখানে; **তর্হি**—তাহলে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **অসৌ**—তা; **বিধি-কৃত্য-যোগঃ**—আদেশ এবং কর্তব্যের উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি অনর্থক আমাকে জীবন্মৃত বলে অভিযোগ করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি কেবল এই বলতে পারি যে, এই জড় জগতে সবকিছুরই আদি এবং অন্ত রয়েছে। আর আপনি যে মনে করছেন আপনি রাজা ও প্রভু এবং তাই আমাকে আদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটিও ঠিক নয়। কারণ এই সমস্ত পদগুলি অনিত্য। আজ আপনি রাজা এবং আমি আপনার ভৃত্য, কিন্তু কাল তার পরিবর্তন হতে পারে এবং আপনি ভৃত্যতে এবং আমি প্রভুতে পরিণত হতে পারি। এই সমস্ত অনিত্য পরিস্থিতিগুলি দৈবের দ্বারা সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

এই জগতে দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। বিশেষ করে কলিযুগে, মানুষেরা এতই অশিক্ষিত যে, তারা বুঝতে পারে না প্রতি মুহূর্তে দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং দেহের অন্তিম পরিবর্তন হচ্ছে মৃত্যু। এই জীবনে কেউ রাজা হতে পারে, এবং পরবর্তী জীবনে তার কর্ম অনুসারে সে একটি কুকুর হতে পারে। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আত্মা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। প্রকৃতি তাকে এক অবস্থায় রাখে, তারপর সেই অবস্থাটির পরিবর্তন করে অন্য আর একটি অবস্থায় নিয়ে যায়। আত্ম-উপলব্ধি এবং জ্ঞানের অভাবে বদ্ধ জীবেরা ভ্রান্তভাবে নিজেকে রাজা, প্রজা, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি বলে মনে করে। এগুলি কেবল ভগবানের আয়োজনে দেহের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। এই প্রকার অনিত্য দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে কেউই প্রভু নয়, কারণ সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং জড়া প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম প্রভু। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*। ভগবানের সঙ্গে এই সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলেই, এই জড় জগতে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১২

বিশেষবুদ্ধের্বিবরং মনাক্ চ
পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোঽন্যৎ ।
ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্যং
তথাপি রাজন্ করবাম কিং তে ॥ ১২ ॥

বিশেষ-বুদ্ধেঃ—প্রভু এবং ভৃত্যের ভেদবুদ্ধির; **বিবরম্**—অবকাশ; **মনাক্**—কিঞ্চিৎ; **চ**—ও; **পশ্যামঃ**—আমি দেখি; **যৎ**—যা; **ন**—না; **ব্যবহারতঃ**—ব্যবহার থেকে; **অন্যৎ**—অন্য; **কঃ**—কে; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **তত্র**—তাতে; **কিম্**—কে; **ঈশিতব্যম্**—নিয়ন্ত্রিত; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **রাজন্**—হে রাজন (আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন প্রভু এবং আমি হচ্ছি ভৃত্য); **করবাম**—আমি করতে পারি; **কিম্**—কি; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন রাজা এবং আমি হচ্ছি আপনার ভৃত্য, তাহলে আপনি আদেশ করুন এবং আপনার আদেশ আমাকে পালন করতে হবে। কিন্তু আমি এই কথা বলতে পারি যে, এই পার্থক্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং ব্যবহার অথবা প্রথা থেকেই তার উৎপত্তি। এ ছাড়া তার অন্য কোন কারণ আমি দেখি না। সেই ক্ষেত্রে প্রভু কে? এবং ভৃত্যই বা কে? সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য; তাই কেউই প্রভু নয় এবং কেউই ভৃত্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি প্রভু এবং আমি আপনার ভৃত্য, তাহলে আমি তা স্বীকার করে নেব। আপনি দয়া করে আমাকে আদেশ দিন। বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, *অহং মামেতি*—মানুষ মনে করে, "আমি হচ্ছি এই শরীর, এবং আমার এই দেহের সম্পর্কে এ আমার প্রভু, এ আমার ভৃত্য, এ আমার পত্নী, এবং এ আমার পুত্র।" এই সমস্ত ধারণা দেহের পরিবর্তন এবং জড়া প্রকৃতির ব্যবস্থার ফলে অনিত্য। সমুদ্রে ভাসমান তৃণের মতো আমরা একত্র হই এবং ঢেউয়ের আঘাতে পর মুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন হই। এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানের সমুদ্রে ভাসছে। সেই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

ভগবদ্‌গীতায় (৩/৩৭) বলা হয়েছে *কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ*। রজোগুণের প্রভাবে আমরা কত কিছু কামনা করি, এবং আমাদের ইচ্ছা বা চিন্তা এবং ভগবানের অনুমোদন অনুসারে জড়া প্রকৃতি আমাদের বিশেষ প্রকার শরীর দান করেন। কিছুকালের জন্য আমরা প্রভু অথবা ভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করি, ঠিক যেভাবে অভিনেতারা পরিচালকের নির্দেশে মঞ্চে অভিনয় করে। আমরা যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হই, তখন আমাদের এই অনর্থক মঞ্চে অভিনয়ের সমাপ্তি সাধন করা কর্তব্য। আমাদের স্বরূপে অবস্থিত হওয়া উচিত, যার আর এক নাম কৃষ্ণভাবনামৃত। বর্তমানে আমাদের প্রকৃত প্রভু হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া* (*ভগবদ্‌গীতা* ৭/১৪)। জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আমরা প্রভু অথবা ভৃত্য হচ্ছি, কিন্তু আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্যদাসদের প্রভুত্ব বরণ করে নিই, তাহলে আমাদের এই অনিত্য অবস্থার সমাপ্তি হবে।

শ্লোক ১৩

উন্মত্তমত্তজড়বৎস্বসংস্থাং
গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন।
অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন
স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ ॥ ১৩ ॥

উন্মত্ত—উন্মাদনা; **মত্ত**—মাতাল; **জড়-বৎ**—জড়ের মতো; **স্ব-সংস্থাম্**—স্বীয় স্বভাব; **গতস্য**—যে লাভ করেছে; **মে**—আমার; **বীর**—হে রাজন্; **চিকিৎসিতেন**—আপনার তিরস্কারের দ্বারা; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **কিয়ান্**—কি; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **শিক্ষিতেন**—শিক্ষা লাভ করার দ্বারা; **স্তব্ধ**—জড়; **প্রমত্তস্য**—উন্মত্তের; **চ**—ও; **পিষ্টপেষঃ**—আটার মতো পিষ্টবস্তুকে পুনরায় পেষণ করার মতো।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি বলেছেন, "ওরে উন্মত্ত, মত্ত, জড়! আমি তোকে দণ্ডদান করব, তাহলে তুই প্রকৃতিস্থ হবি।" সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে জড়,

মূক এবং বধিরের মতো অবস্থান করলেও আমি ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠা লাভ করেছি। আমাকে দণ্ড দিয়ে আপনার কি লাভ হবে? আর আপনার অনুমান যদি ঠিক হয় এবং আমি যদি সত্যি সত্যিই উন্মত্ত হই, তাহলে আমাকে দণ্ড দেওয়া পিষ্টবস্তু পেষণ করার মতোই হবে। তার ফলে কোন লাভ হবে না। কারণ উন্মত্ত ব্যক্তিকে দণ্ডদান করা হলেও তার উন্মত্ততার উপশম হয় না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই মায়াচ্ছন্ন হয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করছে। যেমন একটি চোর জানে যে, চুরি করা অন্যায় এবং সেই জন্য রাজা অথবা ভগবান তাকে দণ্ড দেবে। চোর দেখে যে চুরি করার ফলে দণ্ডভোগ করতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বারবার চুরি করে। তার বদ্ধমূল ধারণা যে, চুরি করে সে সুখী হবে। এটিই উন্মত্ততার একটি লক্ষণ। বারবার দণ্ডভোগ করা সত্ত্বেও চোর তার চুরি করার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না; তাই দণ্ডদান বৃথা।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদনুবাদপরিভাষয়া প্রত্যুদীর্য মুনিবর উপশমশীল উপরতানাত্ম্যনিমিত্ত উপভোগেন কর্মারব্ধং ব্যপনয়ন্ রাজযানমপি তথোবাহ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতাবৎ**—এতখানি; **অনুবাদ-পরিভাষয়া**—রাজার কথা পুনরাবৃত্তির দ্বারা তা বিশ্লেষণ করে; **প্রত্যুদীর্য**—একে একে উত্তর দিয়ে; **মুনি-বরঃ**—মুনিশ্রেষ্ঠ জড় ভরত; **উপশম-শীলঃ**—পরম শান্ত; **উপরত**—নিবৃত্ত; **অনাত্ম্য**—আত্মার সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়; **নিমিত্তঃ**—অজ্ঞানের ফলে; **উপভোগেন**—কর্মফল স্বীকার করে; **কর্ম-আরব্ধম্**—বর্তমানে প্রাপ্ত কর্মফল; **ব্যপনয়ন্**—সমাপ্ত করে; **রাজ-যানম্**—রাজার শিবিকা; **অপি**—পুনরায়; **তথা**—পূর্বের মতো; **উবাহ**—বহন করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাজা রহূগণ পরম ভাগবত জড় ভরতকে কর্কশ বাক্যে যখন তিরস্কার করেছিলেন, তখন শান্তচিত্ত মুনিবর তা সহ্য করে তার যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। অবিদ্যার কারণ দেহাত্মবুদ্ধি, কিন্তু জড় ভরত সেই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তাঁর স্বাভাবিক

দৈন্যবশত তিনি নিজেকে একজন মহান ভক্ত বলে মনে করতেন না, এবং তিনি নীরবে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে যেতেন। একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি মনে করেছিলেন যে, শিবিকা বহন করে তিনি তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফল বিনষ্ট করছেন। এইভাবে বিচার করে তিনি পূর্ববৎ শিবিকা বহন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহান ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজেকে একজন পরমহংস বা মুক্ত পুরুষ বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের বিনীত দাসরূপে অবস্থান করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন যে, তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি দণ্ডভোগ করছেন। সেই দুঃখময় পরিস্থিতির জন্য তিনি কখনও ভগবানকে দোষারোপ করেন না। এগুলি মহাভাগবতের লক্ষণ। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ।* তিনি যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখভোগ করেন, তখন তিনি সর্বদা মনে করেন যে, তাঁর অনেক বেশি দণ্ডভোগ করার কথা ছিল, কিন্তু ভগবান কৃপা করে তাঁর সেই দণ্ডের মাত্রা লাঘব করে দিয়েছেন। তিনি কখনও তাঁর প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। তাঁর প্রভু তাঁকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই তিনি সর্বদা সুখী থাকেন। সর্ব অবস্থাতেই তিনি ভগবানের সেবারূপ কর্তব্য সম্পাদন করেন। এই প্রকার ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ভগবদ্ধামে উন্নীত হবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতম্ বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

"হে ভগবান, যে ব্যক্তি সর্বদা আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রতীক্ষা করে, তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে নেন এবং তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ সেটি তাঁর ন্যায্য অধিকারে পরিণত হয়েছে।"

শ্লোক ১৫

স চাপি পাণ্ডবেয় সিন্ধুসৌবীরপতিস্তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং সম্যক্‌শ্রদ্ধয়াধিকৃতাধিকারস্তদ্ধৃদয়গ্রন্থিমোচনং দ্বিজবচ আশ্রুত্য বহুযোগগ্রন্থসম্মতং ত্বরয়াবরুহ্য শিরসা পাদমূলমুপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবস্ময় উবাচ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ রহূগণ); **চ**—ও; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **পাণ্ডবেয়**—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সিন্ধু-সৌবীর-পতিঃ**—সিন্ধু এবং সৌবীর নামক রাজ্যের রাজা; **তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায়াম্**—পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে জানার বাসনায়; **সম্যক্-শ্রদ্ধয়া**—সম্পূর্ণরূপে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযতকারী শ্রদ্ধার দ্বারা; **অধিকৃত-অধিকারঃ**—যিনি যথাযথ যোগ্যতা লাভ করেছেন; **তৎ**—তা; **হৃদয়-গ্রন্থি**—অহঙ্কাররূপ হৃদয়ের গ্রন্থি; **মোচনম্**—যা মুক্ত করে; **দ্বিজ-বচঃ**—ব্রাহ্মণ (জড় ভরতের) বাণী; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **বহু-যোগ-গ্রন্থ-সম্মতম্**—সমস্ত যৌগিক পন্থা এবং সেই সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত; **ত্বরয়া**—অতি শীঘ্র; **অবরুহ্য**—(শিবিকা থেকে) অবরোহন করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **পাদ-মূলম্**—তাঁর চরণ-কমলে; **উপসৃতঃ**—দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে; **ক্ষমাপয়ন্**—তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে; **বিগত-নৃপ-দেবস্ময়ঃ**—রাজা হওয়ার মিথ্যা গর্ব এবং সেই কারণে পূজ্য হওয়ার অহঙ্কার ত্যাগ করে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ), সিন্ধু-সৌবীরের রাজা মহারাজ রহূগণেরও পরম তত্ত্ব বিচারে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। জড় ভরতের যোগশাস্ত্র-সম্মত এবং হৃদয়গ্রন্থি ছেদনকারী বাক্য শ্রবণ করে তাঁর রাজ-অভিমান বিদূরিত হয়েছিল। তিনি শীঘ্র শিবিকা থেকে অবতরণপূর্বক ভরতের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মস্তক স্থাপন করে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং সেই মহাভাগবতের চরণে অপরাধ করার ফলে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

"এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।"

পরম্পরার অন্তর্গত রাজারা ঋষিতুল্য ছিলেন। পূর্বে তাঁরা জীবন দর্শন উপলব্ধি করতে পারতেন এবং প্রজাদের কিভাবে শিক্ষাদান করে সেই স্তরে উন্নীত করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে কিভাবে প্রজাদের মুক্ত করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। মহারাজ দশরথ যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করছিলেন, তখন এক সময় ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর কাছে এসেছিলেন রামচন্দ্র

এবং লক্ষ্মণকে বনে রাক্ষসদের সংহার করার জন্য নিয়ে যেতে। ঋষি বিশ্বামিত্র যখন মহারাজ দশরথের সভায় আসেন, তখন রাজা তাঁকে সাধুসুলভ সম্বর্ধনা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *ঐহিষ্টং যৎ তৎ পুনর্জন্মজয়ায়*। অর্থাৎ, জন্ম এবং মৃত্যুকে জয় করার সমস্ত প্রচেষ্টা ঠিক মতো চলছে তো? এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। কিভাবে জন্ম-মৃত্যুকে জয় করা যায়, তা জানা অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ রহূগণও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই জড় ভরত যখন সেই জীবন-দর্শন তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সমাজের ভিত্তি। বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, সাধু এবং ঋষিরা বৈদিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে রাজাদের উপদেশ দিতেন কিভাবে জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে হয়, এবং তাঁদের সহযোগিতায় জনসাধারণ লাভবান হত। তাই সেই সমাজে সবকিছুই সার্থক ছিল। মহারাজ রহূগণ মানব-জীবনের মহিমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তিনি জড় ভরতের মতো একজন মহাত্মাকে অপমান করার ফলে অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর শিবিকা থেকে অবতরণ করে, ক্ষমাভিক্ষা করার জন্য জড় ভরতের চরণ-কমলে নিপতিত হয়েছিলেন, এবং জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, যাকে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,* জানবার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং যখন সাধু-মহাত্মারা বৈদিক জ্ঞান প্রচার করেন, তখন তথাকথিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাঁদের প্রণতি নিবেদনপূর্বক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পরিবর্তে তাঁদের প্রচারকার্যে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তাই বলা যায় যে, প্রাচীন রাজ্যশাসন ব্যবস্থা ছিল স্বর্গতুল্য আর এখনকার শাসনব্যবস্থা নরকতুল্য।

শ্লোক ১৬

কস্ত্বং নিগূঢ়শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুক্লঃ ॥ ১৬ ॥

কঃ ত্বম্—আপনি কে; **নিগূঢ়ঃ**—অত্যন্ত আচ্ছাদিত; **চরসি**—এই জগতে বিচরণ করছেন; **দ্বিজানাম্**—সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মাদের মধ্যে; **বিভর্ষি**—আপনি ধারণ করেছেন; **সূত্রম্**—উপবীত, যা উত্তম ব্রাহ্মণেরা ধারণ করেন; **কতমঃ**—যা;

অবধূতঃ—অত্যন্ত মহান পুরুষ; **কস্য অসি**—আপনি কার (আপনি কার শিষ্য বা পুত্র); **কুত্রত্যঃ**—কোথা থেকে; **ইহ অপি**—এই স্থানে; **কস্মাৎ**—কি উদ্দেশ্যে; **ক্ষেমায়**—লাভের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **চেৎ**—যদি; **অসি**—আপনি হন; **ন উত**—অথবা নয়; **শুক্লঃ**—বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি কপিলদেব।

অনুবাদ

মহারাজ রহূগণ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে এই সংসারে বিচরণ করছেন। আপনি কে? আপনি কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ? আপনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছেন। আপনি কি দত্তাত্রেয় আদি অবধূতদের মধ্যে কেউ? আপনি কোন মহাত্মার শিষ্য? আপনি কোথায় অবস্থান করেন? আপনি এই স্থানে কেন এসেছেন? আমাদের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই কি আপনি এসেছেন? আপনি দয়া করে বলুন, আপনি কে?

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ জড় ভরতের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় ভরত গুরুপরম্পরার সূত্রে অথবা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। *বেদে* বলা হয়েছে—*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*। রহূগণ জড় ভরতকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু গুরুর গুরুত্ব কেবল যজ্ঞ উপবীত ধারণ করার মধ্যে নয়, তা নির্ভর করে তাঁর দিব্য জ্ঞানের উপর। রহূগণ যে জড় ভরতকে তাঁর কুল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ। কুল দুই প্রকার—বংশ-পরম্পরা এবং গুরু-পরম্পরা। এই উভয় কুলেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। *শুক্লঃ* শব্দটি সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে। কেউ যদি দিব্য জ্ঞান লাভ করতে চান, তাহলে অবশ্যই তাঁকে গুরু-পরম্পরায় অথবা বিদ্বান ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-গুরুর শিষ্যত্ব বরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রা-
ন্ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রা-
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ ॥ ১৭ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বিশঙ্কে**—ভীত; **সুর-রাজ-বজ্রাৎ**—দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র থেকে; **ন**—না; **ত্র্যক্ষ-শূলাৎ**—শিবের ত্রিশূল থেকে; **ন**—না; **যমস্য**—যমরাজের; **দণ্ডাৎ**—দণ্ড থেকে; **ন**—না; **অগ্নি**—অগ্নির; **অর্ক**—সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে; **সোম**—চন্দ্রের; **অনিল**—বায়ুর; **বিত্তপ**—স্বর্গলোকের ধনাধ্যক্ষ কুবেরের; **অস্ত্রাৎ**—অস্ত্র থেকে; **শঙ্কে**—আমি ভীত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ব্রহ্ম-কুল**—ব্রাহ্মণকুলের; **অবমানাৎ**—অবমাননারূপ অপরাধ থেকে।

অনুবাদ

হে মহানুভব, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ভয়ে ভীত নই, শিবের ত্রিশূলের ভয়েও ভীত নই, যমরাজের দণ্ড, অথবা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র থেকেও আমার ভয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞকুলের অবমাননারূপ অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বৈষ্ণব অপরাধ যে কত ভয়ঙ্কর, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব অপরাধকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মত্ত হস্তী যখন কোন উদ্যানে প্রবেশ করে, তখন সে সেই উদ্যানের সমস্ত ফল-ফুল নষ্ট করে ফেলে। তেমনই কেউ যখন বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করে, তার ফলে তার সমস্ত ভক্তিরূপ সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের চরণে অপরাধ করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং মহারাজ রহূগণও তা জানতেন। তাই তিনি সরলভাবে তাঁর সেই ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন। বজ্র, অগ্নি, যমরাজের দণ্ড, শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি বহু ভয়ঙ্কর বস্তু রয়েছে, কিন্তু কোনটিই জড় ভরতের মতো ব্রাহ্মণের চরণে অপরাধের মতো ভয়ঙ্কর নয়। তাই মহারাজ রহূগণ তৎক্ষণাৎ তাঁর শিবিকা থেকে অবতরণ করে, ব্রাহ্মণ জড় ভরতের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তদ্ ব্রহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়-
বিজ্ঞানবীর্যো বিচরস্যপারঃ ।
বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥ ১৮ ॥

তৎ—অতএব; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **অসঙ্গঃ**—জড় জগতের সঙ্গে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই; **জড়বৎ**—মূক এবং বধিরের মতো যিনি প্রতিভাত হচ্ছেন; **নিগূঢ়**—পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন; **বিজ্ঞান-বীর্যঃ**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ এবং তার ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী; **বিচরসি**—আপনি বিচরণ করছেন; **অপারঃ**—অন্তহীন দিব্য মহিমা সমন্বিত; **বচাংসি**—আপনার বাণী; **যোগ-গ্রথিতানি**—যোগের পূর্ণ অর্থ সমন্বিত; **সাধো**—হে মহাত্মা; **ন**—না; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষমন্তে**—সক্ষম; **মনসা অপি**—মনের দ্বারাও; **ভেত্তুম্**—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করতে।

অনুবাদ

হে মহানুভব, মনে হচ্ছে যেন আপনার মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভাব আপনি গোপন করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি সমস্ত জড় সংসর্গ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। তাই আপনার দিব্য জ্ঞান অনন্ত। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কেন আপনি এইভাবে একজন জড়ের মতো বিচরণ করছেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যোগসম্মত কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই দয়া করে তা বিশ্লেষণ করুন।

তাৎপর্য

জড় ভরতের মতো মহাপুরুষ সাধারণ বাক্য উচ্চারণ করেন না। তাঁরা যা কিছু বলেন, তা মহান যোগী এবং মহাপুরুষদের দ্বারা অনুমোদিত। সাধারণ মানুষ এবং মহাত্মার মধ্যে এটিই পার্থক্য। জড় ভরতের মতো মহাপুরুষের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে হলে শ্রোতাকেও অবশ্যই উন্নত চেতনা সমন্বিত হতে হবে। *ভগবদ্গীতা* অর্জুনকে শোনান হয়েছিল, অন্যদের নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দিব্য জ্ঞান দান করার জন্য বিশেষভাবে অর্জুনকে মনোনীত করেছিলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর মহান ভক্ত এবং অন্তরঙ্গ সখা। তেমনই, মহাপুরুষেরা উন্নত চেতনা সমন্বিত ব্যক্তিদেরই উপদেশ দেন; শূদ্র, বৈশ্য, স্ত্রী অথবা নির্বোধদের দেন না। কখনও কখনও সাধারণ মানুষদের মহান দার্শনিক উপদেশ দান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের মঙ্গলের জন্য একটি অতি সুন্দর পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন। জনসাধারণ যদিও শূদ্রবৎ অথবা শূদ্রাধম, তবু তারা এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে পবিত্র হতে পারে। তখন তারা *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* অতি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই

সাধারণ মানুষদের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেছে। মানুষ যখন ধীরে ধীরে পবিত্র হয়, তখন তাদের *ভগবদ্‌গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধু আদি বিষয়াসক্ত মানুষেরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও তারা বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করতে পারে, কারণ তিনি শূদ্রদেরও *ভগবদ্‌গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* অতি উন্নত জ্ঞান কিভাবে প্রদান করতে হয় তা জানেন।

শ্লোক ১৯

অহং চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ব-
বিদাং মুনীনাং পরমং গুরুং বৈ ।
প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং তৎ
সাক্ষাদ্ধরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

অহম্—আমি; **চ**—এবং; **যোগেশ্বরম্**—যোগীশ্রেষ্ঠ; **আত্ম-তত্ত্ব-বিদাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; **মুনীনাম্**—এই প্রকার মহাপুরুষদের; **পরমম্**—শ্রেষ্ঠ; **গুরুম্**—গুরু; **বৈ**—অবশ্যই; **প্রষ্টুম্**—জিজ্ঞাসা করার জন্য; **প্রবৃত্তঃ**—প্রবৃত্ত; **কিম্**—কি; **ইহ**—এই জগতে; **অরণম্**—সব চাইতে সুরক্ষিত আশ্রয়; **তৎ**—যা; **সাক্ষাৎ হরিম্**—সাক্ষাৎ ভগবানকে; **জ্ঞান-কলা-অবতীর্ণম্**—যিনি পূর্ণজ্ঞান প্রদানের জন্য কপিলদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অনুবাদ

আমি আপনাকে যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মুনিদেরও পরম গুরু বলে মনে করি। মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি ভগবানের জ্ঞানরূপী অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি রূপে দিব্য জ্ঞান প্রদান করতে এসেছেন। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, হে গুরুদেব, এই জগতে সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় কি?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

(*ভগবদ্‌গীতা* ৬/৪৭)

জড় ভরত ছিলেন সিদ্ধযোগী। পূর্বে তিনি ছিলেন মহারাজ ভরত, এবং এখন তিনি সমস্ত জ্ঞানী ও যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। জড় ভরত যদিও ছিলেন একজন সাধারণ জীব, তবুও তিনি ভগবৎ অবতার কপিলদেব প্রদত্ত সমস্ত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলেই মনে করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে তাঁর গুর্বষ্টকমে বলেছেন—*সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈঃ*। জড় ভরতের মতো মহাপুরুষ ভগবানেরই তুল্য, কারণ তিনি ভগবানের দেওয়া জ্ঞান দান করে, সর্বতোভাবে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন। জড় ভরতকে এখানে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ তিনি ভগবানের হয়ে দিব্য জ্ঞান দান করছেন। তাই মহারাজ রহূগণ স্থির করেছিলেন যে, তাঁর কাছে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত হবে। *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*। এই বৈদিক নির্দেশও এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। কেউ যদি আদৌ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান (*ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা*) জানতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই জড় ভরতের মতো গুরুর শরণাগত হতে হবে।

শ্লোক ২০

স বৈ ভবাঁল্লোকনিরীক্ষণার্থ-
মব্যক্তলিঙ্গো বিচরত্যপিস্বিৎ ।
যোগেশ্বরাণাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ
কথং বিচক্ষীত গৃহানুবন্ধঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই ভগবান অথবা তাঁর অবতার কপিলদেব; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি; **লোক-নিরীক্ষণ-অর্থম্**—এই জগতে মানুষদের চরিত্র অধ্যয়ন করার জন্য; **অব্যক্ত-লিঙ্গঃ**—আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না করে; **বিচরতি**—জগতে বিচরণ করছেন; **অপি স্বিৎ**—কি; **যোগ-ঈশ্বরাণাম্**—সমস্ত মহান যোগীদের; **গতিম্**—চরিত্র বা বাস্তবিক আচরণ; **অন্ধ-বুদ্ধিঃ**—মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলে, যারা দিব্য জ্ঞানের বিষয়ে অন্ধ; **কথম্**—কিভাবে; **বিচক্ষীত**—জানতে পারে; **গৃহ-অনুবন্ধঃ**—গৃহস্থ-জীবনে বা বৈষয়িক জীবনে আসক্ত আমার মতো বদ্ধ জীব।

অনুবাদ

আপনি যে ভগবানের অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তা কি সত্য নয়? কে প্রকৃত মানুষ এবং কে নয়, তা পরীক্ষা করার জন্য আপনি মূক এবং বধিরের মতো অভিনয় করছেন। আপনি কি সেই জন্য এই পৃথিবীপৃষ্ঠে এইভাবে বিচরণ করছেন না? আমি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং জ্ঞানান্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। কিভাবে আমি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারি?

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ যদিও একজন রাজার ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু জড় ভরত তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি রাজা নন এবং জড় ভরত মূক ও বধির নন। এই সমস্ত উপাধিগুলি কেবল আত্মার আবরণ মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*। সকলেই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ। যেহেতু দেহ আত্মা নয়, তাই দেহের কার্যকলাপ মায়িক। জড় ভরতের মতো সাধুর সঙ্গ প্রভাবে মহারাজ রহূগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজারূপে তাঁর যে কার্যকলাপ তা মায়িক। তাই তিনি জড় ভরতের কাছে জ্ঞান লাভের বাসনা করেছিলেন, এবং সেটিই তাঁর সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ। *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে ইচ্ছুক এবং আত্মজ্ঞান লাভে আগ্রহী মহারাজ রহূগণের মতো ব্যক্তিকে অবশ্যই জড় ভরতের মতো মহাপুরুষের শরণাগত হওয়া কর্তব্য। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২১)। ভগবানের প্রতিনিধি জড় ভরতের মতো গুরুদেবের শরণাগত হয়ে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২১

দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্মত আত্মনো বৈ
ভর্তুর্গন্তুর্ভবতশ্চানুমন্যে।
যথাসতোদানয়নাদ্যভাবাৎ
সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ ॥ ২১ ॥

দৃষ্টঃ—সকলেই দেখেছে; **শ্রমঃ**—শ্রান্তি; **কর্মতঃ**—কোন কর্ম করার ফলে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ভর্তুঃ**—শিবিকা বহনকারীর; **গন্তুঃ**—গমনকারীর; **ভবতঃ**—আপনার; **চ**—এবং; **অনুমন্যে**—আমি অনুমান করি; **যথা**—যতখানি; **অসতা**—যা প্রকৃত সত্য নয়; **উদ**—জলের; **আনয়ন-আদি**—আনয়ন করা ইত্যাদি কার্য; **অভাবাৎ**—অভাবের ফলে; **সমূলঃ**—প্রমাণভিত্তিক; **ইষ্টঃ**—শ্রদ্ধেয়; **ব্যবহার-মার্গঃ**—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়।

অনুবাদ

আপনি বলেছেন, "আমি শ্রান্ত নই।" যদিও আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, তবু দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শ্রান্তি হয়, এবং তখন মনে হয় যে আত্মাই যেন শ্রান্ত হয়েছে। আপনি যখন শিবিকা বহন করছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আত্মারও পরিশ্রম হয়েছে। এটিই আমার অনুমান। আপনি এও বলেছেন যে, প্রভু এবং ভৃত্যের যে বাহ্য আচরণ তা বাস্তবিক নয়, কিন্তু যদিও এই প্রাপঞ্চিক জগতে তা বাস্তবিক নয়, তবুও এই প্রাপঞ্চিক জগতের বিষয়গুলি তো বস্তুকে প্রভাবিত করে। তা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়। যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনিত্য কিন্তু তাহলেও তা মিথ্যা বলা যায় না।

তাৎপর্য

এটি নির্বিশেষ মায়াবাদ দর্শন এবং ব্যবহারিক বৈষ্ণব দর্শনের বিচার। মায়াবাদ দর্শন বিশ্লেষণ করে যে, এই জগৎ মিথ্যা, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন তা স্বীকার করে না। বৈষ্ণবেরা জানেন যে, এই জগৎ অনিত্য হলেও তা মিথ্যা নয়। রাত্রে আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা অবশ্যই অলীক, কিন্তু দুঃস্বপ্ন নিঃসন্দেহে দর্শনকারী ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। আত্মার শ্রান্তি বাস্তবিক নয়, কিন্তু যতক্ষণ জীব তার দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে এই সমস্ত অলীক স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেউ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সেই স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এইভাবে বদ্ধ জীবকে তার স্বপ্নবৎ অস্তিত্বে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে বাধ্য হতে হয়। মাটির তৈরি জলের ঘট অনিত্য। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি ঘট নয়, তা হচ্ছে মাটি। কিন্তু তাতে জল ভরে আমরা তা ব্যবহার করতে পারি। অতএব বলা যায় না যে, তা একেবারে মিথ্যা।

শ্লোক ২২

স্থাল্যগ্নিতাপাৎপয়সোঽভিতাপ-
স্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ ।
দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ
তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ ॥ ২২ ॥

স্থালি—রন্ধন-পাত্রে; **অগ্নি-তাপাৎ**—আগুনের তাপের ফলে; **পয়সঃ**—পাত্রস্থিত দুধ; **অভিতাপঃ**—তপ্ত হয়; **তৎ-তাপতঃ**—দুধ গরম হওয়ার ফলে; **তণ্ডুল-গর্ভরন্ধিঃ**—দুধের মধ্যে রয়েছে যে চাল তা সিদ্ধ হয়; **দেহ-ইন্দ্রিয়-অস্বাশয়**—দেহের ইন্দ্রিয়; **সন্নিকর্ষাৎ**—সম্পর্কিত হওয়ার ফলে; **তৎ-সংসৃতিঃ**—শ্রম এবং অন্যান্য কষ্টের অনুভূতি; **পুরুষস্য**—আত্মার; **অনুরোধাৎ**—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

রাজা রহূগণ বলতে লাগলেন—হে মহানুভব, আপনি বলেছেন যে শরীরের স্থূলতা এবং কৃশতা আত্মার ধর্ম নয়। তা ঠিক নয়, কারণ সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি আত্মারই হয়ে থাকে। পাত্রস্থিত দুধ এবং চাল আগুনের তাপে আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয় এবং তার ফলে চালের অন্তরভাগ সিদ্ধ হয়। তেমনই, দেহের দুঃখ এবং সুখ ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মাকে প্রভাবিত করে। আত্মা এই অবস্থা থেকে অনাসক্ত থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সত্য, কিন্তু তা হয় দেহের প্রতি আসক্তির ফলে। বলা যেতে পারে যে, গাড়িতে বসে যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছেন, তিনি অবশ্যই গাড়ি থেকে ভিন্ন, কিন্তু গাড়িটির কোন ক্ষতি হলে, গাড়িটির মালিকও গাড়িটির প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তির ফলে বেদনা অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে গাড়িটির ক্ষতির সঙ্গে গাড়িটির মালিকের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু যেহেতু মালিক গাড়িটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই সেই সম্পর্কে তিনিও সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন। এই অবস্থার নিরসন করা সম্ভব গাড়িটির প্রতি আসক্তি প্রত্যাহার করার ফলে। তখন গাড়িটির কোন ক্ষতি হলেও মালিক তাতে সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করবেন না। তেমনই, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের

সঙ্গে আত্মার কোন প্রকৃত সম্পর্ক নেই, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত সে তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে দেহের সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে সে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে।

শ্লোক ২৩

শাস্তাভিগোপ্তা নৃপতিঃ প্রজানাং
যঃ কিঙ্করো বৈ ন পিনষ্টি পিষ্টম্ ।
স্বধর্মমারাধনমচ্যুতস্য
যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্ ॥ ২৩ ॥

শাস্তা—শাসক; **অভিগোপ্তা**—পিতার মতো প্রজাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ; **নৃপতিঃ**—রাজা; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **যঃ**—যিনি; **কিঙ্করঃ**—ভৃত্য; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ন**—না; **পিনষ্টি পিষ্টম্**—পিষ্ট বস্তুকে পেষণ করা; **স্বধর্মম্**—স্বধর্ম; **আরাধনম্**—পূজা করে; **অচ্যুতস্য**—ভগবানের; **যৎ**—যা; **ঈহমানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **বিজহাতি**—মুক্ত; **অঘ-ওঘম্**—সর্বপ্রকার পাপকর্ম থেকে।

অনুবাদ

হে মহদাশয়, আপনি বলেছেন রাজা এবং প্রজা অথবা প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিত্য নয়, কিন্তু যদিও এই সম্পর্ক অনিত্য তবুও কেউ যখন রাজার পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের শাসন করা এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের দণ্ডদান করা। তাদের দণ্ডদান করে তিনি প্রজাদের রাজ্যের আইন মেনে চলার শিক্ষা দেন। পুনরায়, আপনি বলেছেন যে, মূক এবং বধির ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া পিষ্ট বস্তুকে পেষণ করার মতো; অর্থাৎ, তার ফলে কোন লাভ হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর স্বধর্মে যুক্ত থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর পাপকর্মের লাঘব হয়। অতএব কাউকে যদি বলপূর্বক তাঁর স্বধর্মে নিযুক্ত করা হয়, তার ফলে তাঁর মঙ্গল হয়, কারণ তখন তাঁর সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণের এই যুক্তিটি অত্যন্ত উপযুক্ত। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/৪) শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ*—

যে কোন ভাবেই হোক না কেন মনকে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই কৃষ্ণের নিত্য দাস, কিন্তু বিস্মৃতির ফলে জীব মায়ার নিত্য দাসত্ব বরণ করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মায়ার দাসত্ব করে, ততক্ষণ সে সুখী হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষদের কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা। তা তাদের সমস্ত জড় কলুষ এবং পাপকর্ম থেকে মুক্ত করবে। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*বীতরাগভয়ক্রোধাঃ*। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, আমরা ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারব। তপশ্চর্যার ফলে জীব পবিত্র হয় এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হয়। রাজার কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে তাঁর প্রজাদের শাসন করা, যাতে তারা কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে। তার ফলে সকলেরই মঙ্গল হয়। দুর্ভাগ্যবশত রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানেরা জনসাধারণকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করছে, এবং তা অবশ্যই কখনও কারোর মঙ্গলসাধন করতে পারে না। রাজা রহূগণ জড় ভরতকে তাঁর শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা ছিল রাজার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্য। কিন্তু, কেউ যদি ভগবানের শিবিকা বহন কার্যে যুক্ত হন, তাহলে তাঁর পক্ষে তা অবশ্যই মঙ্গলজনক। এই ভগবদ্বিমুখ সভ্যতায়, কোন না কোন মতে রাষ্ট্রপ্রধানেরা যদি জনসাধারণকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন অথবা তাদের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করেন, তাহলে তাঁরা প্রজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

শ্লোক ২৪

তন্মে ভবান্নরদেবাভিমান-
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য ।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্তবন্ধো
যথা তরে সদবধ্যানমংহঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—অতএব; **মে**—আমাকে; **ভবান্**—আপনি; **নরদেব-অভিমান-মদেন**—রাজার দেহ প্রাপ্ত হওয়ার গর্বে উন্মত্ত; **তুচ্ছীকৃত**—যে অপমান করেছে; **সৎ-তমস্য**—আপনার মতো শ্রেষ্ঠ মানুষের; **কৃষীষ্ট**—দয়া করে প্রদর্শন করুন; **মৈত্রী-দৃশম্**—বন্ধুরূপে আপনার অহৈতুকী কৃপা; **আর্ত-বন্ধো**—হে দীনবন্ধু; **যথা**—যেমন; **তরে**—আমি মুক্ত হতে পারি; **সৎ-অবধ্যানম্**—আপনার মতো একজন মহাপুরুষকে উপেক্ষা করে; **অংহঃ**—পাপ।

অনুবাদ

আপনি যা বলেছেন তা আমার কাছে বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। হে আর্তবন্ধু, আমি রাজা হওয়ার অভিমানে মত্ত হয়ে আপনার মতো পরম ভাগবতকে অপমান করে মহা অপরাধ করেছি। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করুন। তাহলেই কেবল আমি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সমস্ত পারমার্থিক কার্য নষ্ট হয়ে যায়। বৈষ্ণব অপরাধকে 'হাতি মাতা' অপরাধ বলা হয়। কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা বাগানকে মত্ত হস্তী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলতে পারে। কেউ ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনক্রমে যদি বৈষ্ণব-অপরাধ হয়ে যায়, তাহলে সবকিছু ধসে পড়বে। অজ্ঞাতসারে মহারাজ রহূগণ জড় ভরতের চরণে অপরাধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সৎ-বুদ্ধির ফলে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়। কৃষ্ণভক্ত অত্যন্ত সরল এবং স্বভাবতই কৃপালু। তাই যদি কখনও বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত, যাতে পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত না হয়।

শ্লোক ২৫

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য
সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি ।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ২৫ ॥

ন—না; **বিক্রিয়া**—বিকার; **বিশ্ব-সুহৃৎ**—সকলের বন্ধু ভগবানের; **সখস্য**—বন্ধু আপনার; **সাম্যেন**—আপনার সমদর্শিতার ফলে; **বীত-অভিমতেঃ**—যিনি দেহাত্মবুদ্ধি সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন; **তব**—আপনার; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মহৎ-বিমানাৎ**—মহৎ ভক্তকে অপমান করার ফলে; **স্বকৃতাৎ**—আমার কার্যের ফলে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মাদৃক্**—আমার মতো ব্যক্তি; **নঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হবে; **অদূরাৎ**—অচিরে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **শূলপাণিঃ**—শিবের মতো শক্তিশালী হলেও।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ ভগবানের সখা। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং আপনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। আমি যে আপনাকে অপমান করেছি, তাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয়নি, তবুও সেই অপরাধের ফলে আমার মতো ব্যক্তি যদি শিবের মতোও শক্তিশালী হয়, তাহলেও অচিরেই বিনষ্ট হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং বৈষ্ণব অপরাধের অশুভ পরিণতির কথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি জড় ভরতের কাছে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন। মহারাজ রহূগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, বৈষ্ণবের পাদপদ্মে যাতে অপরাধ না হয়, সেই সম্বন্ধে সকলেরই অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* (*মধ্য* ১৩) বলেছেন—

শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে ।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে ॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্বজ্ঞ হই' ।
সেই জনের অধঃপাত—সর্ব শাস্ত্রে কই ॥

"কেউ যদি শূলপাণি শিবের মতোও শক্তিশালী হন, তবুও বৈষ্ণব অপরাধের ফলে তাঁর চিন্ময় স্থিতি থেকে অধঃপতন হবে। সেটিই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ।" তিনি *চৈতন্য-ভাগবতে* (*মধ্য* ২২) আরও বলেছেন—

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ ।
তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে ।
তথাপিহ নাশ যায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে ।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥

"যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিন্দা করে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। শিবের মতো শক্তিশালী ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, তাহলে তিনিও অবশ্যই বিনষ্ট হবেন।

সেটিই সমস্ত শাস্ত্রের বাণী। কেউ যদি শাস্ত্রের উপদেশ না মেনে বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহলে সেই জন্যে তাকে জন্মে জন্মে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের, 'জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহূগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত মহারাজ রহূগণকে বিশদভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি রাজাকে বলেছেন, "আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনার জ্ঞানের গর্বে গর্বিত হয়ে আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি পারমার্থিক প্রগতির প্রতিবন্ধক লৌকিক ব্যবহারের বহুমানন করেন না। লৌকিক ব্যবহার কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, যা জাগতিক সুখ-সুবিধা বিষয়ক। এই সমস্ত কর্মের দ্বারা কেউ কখনও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে না। বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত, এবং তার ফলে সে কেবল জড়-জাগতিক লাভ-ক্ষতি এবং শুভ-অশুভ ইত্যাদি জড় বিষয়েরই বিচার করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়সমূহের নেতা মন জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বিষয়েই মগ্ন। তার ফলে জীব একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড়-বন্ধন জনিত ক্লেশ ভোগ করে। লৌকিক ব্যবহারের ভিত্তিই হচ্ছে মনোধর্ম। কারোর মন যদি এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই এই জড় জগতে আবদ্ধ থাকতে হয়। মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার; কেউ কেউ বলেন দ্বাদশ প্রকার। এই একাদশ চিত্তবিকার আবার শত-সহস্ররূপে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন ব্যক্তিরাই এই সমস্ত মানসিক বিকারের অধীন হয়ে মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক বিকার থেকে মুক্ত জীবই শুদ্ধ চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হন, যেই স্তরে কোন জড় কলুষ নেই। ক্ষেত্রজ্ঞ দুই প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মার চরম উপলব্ধি হচ্ছে বাসুদেব বা কৃষ্ণ। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে, তাদের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। কেউ যখন সাধারণ মানুষদের অসৎসঙ্গ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এইভাবে জীব সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারেন। বদ্ধ জীবনের কারণ হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আসক্তি। মনকে জয় করতে না পারলে, কখনও জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে

মুক্ত হওয়া যায় না। যদিও মনের কার্যকলাপের কোন মূল্য নেই, তবুও তার প্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মনকে সংযত করতে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। মনকে প্রশ্রয় দিলেই তা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তৎক্ষণাৎ স্বরূপ বিস্মৃতি হয়। জীব যখন ভুলে যায় যে, সে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তার একমাত্র ধর্ম, তখন জড় প্রকৃতির প্রভাবে তার সর্বনাশ হয় এবং সে ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের সেবারূপ তরবারির দ্বারা মনকে সংহার করতে হয় (*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*)।"

শ্লোক ১

ব্রাহ্মণ উবাচ

অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্
বদস্যথো নাতিবিদাং বরিষ্ঠঃ ।
ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেনং
তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **অকোবিদঃ**—অজ্ঞ; **কোবিদ-বাদ-বাদান্**—বিজ্ঞের মতো কথা; **বদসি**—তুমি বলছ; **অথো**—অতএব; **ন**—না; **অতি-বিদাম্**—যাঁরা অত্যন্ত বিদ্বান; **বরিষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **সূরয়ঃ**—তেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ব্যবহারম্**—জাগতিক এবং লৌকিক আচরণ; **এনম্**—এই; **তত্ত্ব**—তত্ত্ব; **অবমর্শেন**—বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্ম বিচার করে; **সহ**—সঙ্গে; **আমনন্তি**—আলোচনা করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত বললেন—হে রাজন্, যদিও আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। অতএব আপনি বিজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও আপনার মতো প্রভু-ভৃত্য অথবা জড় সুখ-দুঃখের সম্পর্কের কথা বলেন না। এইগুলি কেবল বাহ্যিক কার্যকলাপ। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও এইভাবে কথা বলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে এইভাবে তিরস্কার করেছিলেন। *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*—"তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ সেই সঙ্গে যে বিষয়ে

শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১১) তেমনই, মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯.৯ ভাগ ব্যক্তিই প্রাজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়, কিন্তু তারা আত্মজ্ঞানশূন্য। তাই তারা যা বলে তা শিশুর প্রলাপের মতো। তার ফলে তাদের কথায় কোন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হয়। কেউ যদি সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেন, অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলেন, তাহলে তাঁর সেই বাণী যথার্থই মূল্যবান। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী মূর্খ মানুষে পূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* এদের বলা হয়েছে *মূঢ়*। তারা মানব সমাজের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু যেহেতু তারা তত্ত্বজ্ঞানহীন, তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে। এই দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে, কৃষ্ণভক্ত হতে হবে এবং জড় ভরত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং কপিলদেবের মতো মহাত্মাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধান করার এটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

শ্লোক ২

তথৈব রাজন্নুরুগার্হমেধ-
বিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু ।
ন বেদবাদেষু হি তত্ত্ববাদঃ
প্রায়েণ শুদ্ধো নু চকাস্তি সাধুঃ ॥ ২ ॥

তথা—অতএব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্; **উরু-গার্হ-মেধ**—গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান; **বিতান-বিদ্যা**—বিস্তারশীল বিদ্যা; **উরু**—অত্যন্ত; **বিজৃম্ভিতেষু**—যারা আগ্রহী তাদের মধ্যে; **ন**—না; **বেদ-বাদেষু**—যাঁরা বেদের বাণী বলেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তত্ত্ব-বাদঃ**—আত্ম-তত্ত্ববিজ্ঞান; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **শুদ্ধঃ**—সমস্ত কলুষিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত; **নু**—নিঃসন্দেহে; **চকাস্তি**—প্রতীত হয়; **সাধুঃ**—উন্নত স্তরের ভক্ত।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদির প্রসঙ্গে যে কথা তা কেবল জড়-জাগতিক বিষয়ের কথা। যারা বেদবিহিত জড় কার্যকলাপে আগ্রহী, তারা কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধালু থেকে সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *বেদবাদ* এবং *তত্ত্ববাদ* শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে, যারা কেবল বেদের প্রতি আসক্ত অথচ *বেদ* বা *বেদান্ত-সূত্রের* উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাদের বলা হয় বেদবাদরতাঃ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা বেদের আলঙ্কারিক বাক্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, যাতে স্বর্গলোকে উন্নতি, উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্যভোগ ইত্যাদি নানা প্রকার সকাম কর্মের বিধান রয়েছে। ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং ঐশ্বর্যের বাসনার ফলে তারা বলে যে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।" (*ভগবদ্গীতা* ২/৪২-৪৩)

বেদবাদরত ব্যক্তিরা সাধারণত কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত হয়ে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। তার ফলে তারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়। তারা সাধারণত চাতুর্মাস্য আদি ব্রত অনুষ্ঠান করে। *অক্ষয়্যংহ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি*—যারা চাতুর্মাস্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তারা পুণ্য অর্জন করে। পুণ্য অর্জনের ফলে মানুষ উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে (*ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ*)। কিছু মানুষ উন্নততর জীবন লাভের উদ্দেশ্যে বেদের কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। অন্য কেউ আবার যুক্তি প্রদর্শন করে যে, তা বেদের উদ্দেশ্য নয়। *তদ্ যথৈবেহ কর্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবমুত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে* । এই জগতে কেউ সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করে, বিদ্যা অর্জন করে, সুন্দর শরীর লাভ করে অথবা অনেক ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে জাগতিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এগুলি পূর্ব জীবনে অর্জিত পুণ্যের ফল। কিন্তু পুণ্যকর্মের সঞ্চয় শেষ হয়ে গেলে, এগুলিও শেষ হয়ে যাবে। আমরা যদি পুণ্যকর্মের প্রতি আসক্ত হই, তাহলে পরবর্তী জীবনে এই ধরনের জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করতে পারি অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারি। কিন্তু কোন এক সময়ে আবার তা শেষ হয়ে যাবে। *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি* (*ভগবদ্গীতা* ৯/২১)—পুণ্যকর্মের সঞ্চয় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যারা বেদবাদী তাদের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে উন্নত

নয়, আর যারা জ্ঞানকাণ্ডের অনুগামী ব্রহ্মবাদী, তারাও বেদের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন উপাসনাকাণ্ডের স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন (*আরাধনানাং সর্বেষাম্ বিষ্ণোরারাধনং পরম্*)। *বেদে* বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত অনুষ্ঠান নিকৃষ্ট স্তরের, কারণ সেই সমস্ত অনুষ্ঠানকারীরা জানে না যে, চরম লক্ষ্য হচ্ছেন বিষ্ণু। (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*)। কেউ যখন *বিষ্ণোরারাধনম্* অথবা ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করেন। তা না হলে, বেদের ভাষায় তারা *তত্ত্ববাদী* নয়, তারা *বেদবাদী*—তারা বৈদিক নির্দেশের অন্ধ অনুগামী। *বেদবাদী* যতক্ষণ পর্যন্ত না *তত্ত্ববাদী* হন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন না। তত্ত্ব উপলব্ধিও হয় তিন স্তরে—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*। তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও, যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা বিষ্ণুতত্ত্বের আরাধনা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ হয় না। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি প্রকৃত জ্ঞানবান তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা তাদের সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান, পরমাত্মা অথবা ব্রহ্মকে জানতে পারে না, কিন্তু *বেদ* অধ্যয়ন করার পর পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তিনিই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন।

শ্লোক ৩

ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্
বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্ ।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং
ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

ন—না; **তস্য**—তাঁর (বেদ অধ্যয়নকারীর); **তত্ত্ব-গ্রহণায়**—বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভের জন্য; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **বরীয়সীঃ**—পরম শ্রেষ্ঠ; **অপি**—যদিও; **বাচঃ**—বেদের বাণী; **সমাসন্**—যথেষ্ট পরিমাণে হয়; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **নিরুক্ত্যা**—দৃষ্টান্তের দ্বারা; **গৃহ-মেধি-সৌখ্যম্**—এই জড় জগতের সুখ; **ন**—না; **যস্য**—যার; **হেয়-অনুমিতম্**—নিকৃষ্ট বলে মনে হয়; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **স্যাৎ**—হয়।

অনুবাদ

স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব বা নিরর্থকতা যেমন আপনা থেকেই অনুভূত হয়, তেমনই এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের যে, সুখ, তা অবশেষে তুচ্ছ বলে উপলব্ধি করা যায়। কেউ যখন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন বেদ তত্ত্বজ্ঞানের এক অপূর্ব উৎস হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (২/৪৫) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, *বেদে* যে প্রকৃতির তিনগুণ বিষয়ক জড় কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে তা অতিক্রম করতে (*ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*)। *বেদ* অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা কার্যকলাপের অতীত হওয়া। জড় জগতে অবশ্য সত্ত্বগুণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, সেটি পরম সিদ্ধি নয়। সত্ত্বগুণের স্তরও যে যথেষ্ট নয় তা বুঝতে হবে। কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে যে, সে রাজা হয়েছে এবং সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাসহ তার একটি অত্যন্ত সুখী পরিবার রয়েছে, কিন্তু যেই ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখনই তা সব মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তেমনই, যিনি আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের প্রয়াসী, তাঁর কাছে সমস্ত জড় সুখ অবাঞ্ছিত। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কোন প্রকার জড় সুখই তার কাম্য নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তত্ত্বজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হতে পারে না। কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা কোন না কোন প্রকার জড় সুখের প্রয়াসী। কর্মীরা দেহসুখের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, জ্ঞানীরা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য জল্পনা-কল্পনা করে, আর যোগীরা নানা প্রকার যোগসিদ্ধি বা ভেলকিবাজি দেখাবার ক্ষমতা লাভ করার প্রয়াসী। তারা সকলেই জড়-জাগতিক সাফল্য লাভের চেষ্টা করছে, কিন্তু ভক্ত অনায়াসে ভগবদ্ভক্তির নির্গুণ স্তরে উন্নীত হন, এবং তার ফলে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের ফল ভক্তের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই ভক্তই কেবল প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, অন্যেরা নয়। জ্ঞানীদের স্থিতি অবশ্য কর্মীদের থেকে ভাল, কিন্তু সেই স্থিতিও অত্যন্ত তুচ্ছ। জ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্ত হওয়া, এবং মুক্তি লাভের পর তারা ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হতে পারে (*মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)।

শ্লোক ৪

যাবন্মনো রজসা পূরুষস্য
সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধম্ ।
চেতোভিরাকৃতিভিরাতনোতি
নিরঙ্কুশং কুশলং চেতরং বা ॥ ৪ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **মনঃ**—মন; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **পূরুষস্য**—জীবের; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **বা**—অথবা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **বা**—অথবা; **অনুরুদ্ধম্**—নিয়ন্ত্রিত; **চেতোভিঃ**—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **আকৃতিভিঃ**—কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **আতনোতি**—বিস্তার করে; **নিরঙ্কুশম্**—অঙ্কুশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় যে মত্ত হস্তী তার মতো; **কুশলম্**—মঙ্গল; **চ**—ও; **ইতরম্**—যা মঙ্গলজনক নয় অর্থাৎ পাপকর্ম; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

জীবের মন যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম) কলুষিত থাকে, ততক্ষণ তার মন ঠিক একটি মত্ত হস্তীর মতো স্বতন্ত্র হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্র বিস্তার করে। তার ফলে জীব তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, পাপকর্ম এবং পুণ্যকর্ম উভয়ই ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। ভক্তির অর্থ হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি, কিন্তু পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন। মন যদি বেদোক্ত পুণ্যকর্মের দ্বারা মোহিত হয়, তাহলে চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকতে হয়, এবং তখন আর চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তমোগুণ থেকে রজোগুণে অথবা রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে চেতনার পরিবর্তন সাধনের ফলে প্রকৃতপক্ষে সমস্যার সমাধান হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে* । অবশ্যই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে হবে, তা না হলে জীবনের উদ্দেশ্য কখনই সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

শ্লোক ৫

স বাসনাত্মা বিষয়োপরক্তো
গুণপ্রবাহো বিকৃতঃ ষোড়শাত্মা ।
বিভ্রৎ পৃথঙ্নামভি রূপভেদ-
মন্তর্বহিষ্ট্বং চ পুরৈস্তনোতি ॥ ৫ ॥

সঃ—তা; **বাসনা**—বহু কামনাপূর্ণ; **আত্মা**—মন; **বিষয়-উপরক্তঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত; **গুণ-প্রবাহঃ**—সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণের দ্বারা চালিত; **বিকৃতঃ**—কাম আদির পরিণাম; **ষোড়শ-আত্মা**—জড়া প্রকৃতির ষোলটি মুখ্য উপাদান (পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন); **বিভ্রৎ**—ভ্রমণ করতে করতে; **পৃথক্-নামভিঃ**—পৃথক নামের দ্বারা; **রূপ-ভেদম্**—বিভিন্ন রূপ ধারণ করে; **অন্তঃ-বহিষ্ট্বম্**—সব চাইতে উৎকৃষ্ট বা সব চাইতে নিকৃষ্ট; **চ**—এবং; **পুরৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার দৈহিক রূপের দ্বারা; **তনোতি**—প্রকাশ করে।

অনুবাদ

মন যতক্ষণ পাপ এবং পুণ্যকর্মের বাসনায় মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তা স্বাভাবিকভাবেই কাম, ক্রোধ আদির দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয়। এইভাবে, তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মন সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ উপাদানের মধ্যে মন হচ্ছে প্রধান। তাই মনেরই জন্য দেব, নর, পশু, তির্যক আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভ হয়। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট স্তরে মনের স্থিতি অনুসারে জীবের জড় দেহ লাভ হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মন কলুষিত হওয়ার ফলে, জীবকে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হতে হয়। মনের প্রভাবে আত্মা পুণ্য অথবা পাপকর্মের অধীন হয়। জড় অস্তিত্ব ভবসমুদ্রের তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়ার মতো। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, *মিছে মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই*। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহিত হয়ে, বদ্ধ জীব নিজেকে সমস্ত কার্যের কর্তা বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত কার্য সাধিত হয় জড়া প্রকৃতির দ্বারা।"
(*ভগবদ্‌গীতা* ৩/২৭)

জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। মন জড়া প্রকৃতির আদেশ অঙ্গীকার করার কেন্দ্র। এইভাবে জীব বিভিন্ন প্রকার শরীরে অনাদিকাল ধরে দেহান্তরিত হচ্ছে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(*চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা* ২০/১১৭)

কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে, জীব জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনাদিকাল ধরে সংসার-দুঃখ ভোগ করছে।

শ্লোক ৬

দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তং চ তীব্রং
কালোপপন্নং ফলমাব্যনক্তি।
আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা
স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥ ৬ ॥

দুঃখম্—পাপকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ; **সুখম্**—পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ সুখ; **ব্যতিরিক্তম্**—মোহ; **চ**—ও; **তীব্রম্**—অত্যন্ত কঠোর; **কাল-উপপন্নম্**—কালক্রমে প্রাপ্ত; **ফলম্**—কর্মের ফল; **আব্যনক্তি**—সৃষ্টি করে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **মায়া-রচিত**—জড়া প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট; **অন্তঃ-আত্মা**—মন; **স্ব-দেহিনম্**—জীব স্বয়ং; **সংসৃতি**—সংসারের; **চক্র-কূটঃ**—যা জীবকে চক্রে নিক্ষেপ করে ছলনা করে।

অনুবাদ

মায়া রচিত মন জীবকে আচ্ছন্ন করে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়। তাকে বলা হয় সংসার-চক্র। এই মনের কারণে জীব জড় জগতের দুঃখ এবং সুখ ভোগ করে। জীবকে এইভাবে মোহাচ্ছন্ন করে মন পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফলসমূহ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

এই সংসারে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে মনের কার্যকলাপ সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, জীব বিভিন্ন উপাধির অধীনে চিরকাল বদ্ধ জীবন যাপন করে। এই প্রকার জীবদের বলা হয় নিত্যবদ্ধ জীব । মূল কথা হচ্ছে, মন বদ্ধ জীবনের কারণ; তাই সমস্ত যৌগিক পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম। মন যদি সংযত হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই সংযত হয়ে যায়, এবং তার ফলে আত্মা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল থেকে উদ্ধার পায়। মন যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয় (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*), তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন জীব স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়। কেউ যখন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা* । এই *অন্তরাত্মা* মন জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, *মায়ারচিতান্তরাত্মা স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ*—মন সব চাইতে শক্তিশালী হওয়ার ফলে, জীবকে আচ্ছাদিত করে সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে নিক্ষেপ করে।

শ্লোক ৭

তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ
ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ ।
তস্মান্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি
গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য ॥ ৭ ॥

তাবান্—ততক্ষণ পর্যন্ত; **অয়ম্**—এই; **ব্যবহারঃ**—কৃত্রিম উপাধি (স্থূল, কৃশ অথবা দেবতা বা মানুষ); **সদা**—সর্বদা; **আবিঃ**—প্রকাশ করে; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—জীবের; **সাক্ষ্যঃ**—সাক্ষ্য; **ভবতি**—হয়; **স্থূল-সূক্ষ্মঃ**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; **তস্মাৎ**—অতএব; **মনঃ**—মন; **লিঙ্গম্**—কারণ; **অদঃ**—এই; **বদন্তি**—তারা বলে; **গুণ-অগুণত্বস্য**—জড়া প্রকৃতির গুণ যুক্ত হয়ে অথবা মুক্ত হয়ে; **পর-অবরস্য**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জীবন।

অনুবাদ

মন জীবকে এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়, এবং তার ফলে জীব মানুষ, দেবতা, স্থূল, কৃশ ইত্যাদি অবস্থা অনুভব করে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের আকৃতি, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে মন।

তাৎপর্য

মন যেমন বন্ধনের কারণ, তেমনই তা মুক্তির কারণ হতে পারে। এখানে মনকে *পরাবর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *পর* মানে হচ্ছে দিব্য এবং *অবর* মানে জড়। মন যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*), তখন তাকে বলা হয় *পর*। মন যখন জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় *অবর*। বর্তমানে, আমাদের বদ্ধ অবস্থায়, আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টায় মগ্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা তাকে পবিত্র করে, তার আদি কৃষ্ণভাবনাময় স্তরে তাকে নিয়ে আসা যায়। আমরা প্রায়ই অম্বরীষ মহারাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে*। মনকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষ্ণের বাণী প্রচার করে, কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করে অথবা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করে জিহ্বার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ*—কেউ যখন ভগবানের সেবায় জিহ্বার উপযোগ করে, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও পবিত্র হতে পারে। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে, *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন সমগ্র অস্তিত্বও পবিত্র হয়ে যায় এবং জীবের উপাধিও পবিত্র হয়। তখন আর সে নিজেকে মানুষ, দেবতা, বিড়াল, কুকুর, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি বলে মনে করে না। ইন্দ্রিয় এবং মন যখন পবিত্র হয়, তখন জীব পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়ে, মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ৮

গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ
ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্তিমশ্নন্
শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা স্বম্।
পদং তথা গুণকর্মানুবদ্ধং
বৃত্তীর্মনঃ শ্রয়তেঽন্যত্র তত্ত্বম্ ॥ ৮ ॥

গুণ-অনুরক্তম্—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্ত হয়ে; **ব্যসনায়**—সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য; **জন্তোঃ**—জীবের; **ক্ষেমায়**—পরম মঙ্গলের জন্য; **নৈর্গুণ্যম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **অথো**—এইভাবে; **মনঃ**—মন; **স্যাৎ**—হয়; **যথা**—যেমন; **প্রদীপঃ**—প্রদীপ; **ঘৃত-বর্তিম্**—ঘৃতসিক্ত পলিতা; **অশ্নন্**—জ্বলন্ত; **শিখাঃ**—শিখা; **সধূমাঃ**—ধূম্রসহ; **ভজতি**—উপভোগ করে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্যদা**—অন্যথা; **স্বম্**—স্বীয়; **পদম্**—পদ; **তথা**—তেমন; **গুণ-কর্ম-অনুবদ্ধম্**—জড়া প্রকৃতির গুণ এবং কর্মের দ্বারা আবদ্ধ; **বৃত্তিঃ**—নানা প্রকার কার্য; **মনঃ**—মন; **শ্রয়তে**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **অন্যত্র**—অন্যথা; **তত্ত্বম্**—তার প্রকৃত অবস্থা।

অনুবাদ

মন বিষয়-ভোগে আসক্ত হওয়ার ফলে, জীব সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু মন যখন জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তা তার মুক্তির কারণ হয়। দীপের পলতে যখন ঠিকমতো জ্বলে না তখন তা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু তা যখন ঘৃতপূর্ণ হয়ে যথাযথভাবে জ্বলতে থাকে, তখন তা থেকে উজ্জ্বল শুভ্র দীপ্তি প্রকাশিত হয়। তেমনই, মন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়, এবং মন যখন বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার দীপ্তি প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, মনই হচ্ছে বন্ধনের কারণ আবার মুক্তির কারণ। এই জড় জগতে মনের জন্যই সকলে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে; তাই মনকে যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া বা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত। একে বলা হয় চিন্ময় বৃত্তি। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে আমার ভক্তি করেন এবং কোন পরিস্থিতিতেই অধঃপতিত হন না, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬)

আমাদের কর্তব্য মনকে সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত করা। তাহলে তা-ই আমাদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার এবং মুক্তির কারণ হবে। কিন্তু, আমরা যদি

ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মনকে যুক্ত করি, তাহলে তা-ই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে, এবং বিভিন্ন দেহে আমাদের কর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য এই জড় জগতেই আবদ্ধ করে রাখবে।

শ্লোক ৯

একাদশাসন্মনসো হি বৃত্তয়
আকৃতয়ঃ পঞ্চ ধিয়োঽভিমানঃ ।
মাত্রাণি কর্মাণি পুরং চ তাসাং
বদন্তি হৈকাদশ বীর ভূমীঃ ॥ ৯ ॥

একাদশ—একাদশ; **আসন্**—রয়েছে; **মনসঃ**—মনের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তি; **আকৃতয়ঃ**—কর্মেন্দ্রিয়; **পঞ্চ**—পাঁচ; **ধিয়ঃ**—জ্ঞানেন্দ্রিয়; **অভিমানঃ**—অহঙ্কার; **মাত্রাণি**—ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বিষয়; **কর্মাণি**—বিভিন্ন জড় কার্যকলাপ; **পুরম্ চ**—এবং দেহ, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার অথবা জন্মভূমি; **তাসাম্**—এই সমস্ত কার্যের; **বদন্তি**—বলা হয়; **হ**—আহা; **একাদশ**—একাদশ; **বীর**—হে বীর; **ভূমীঃ**—কর্মক্ষেত্র।

অনুবাদ

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অহঙ্কার—এগুলি মনের একাদশ বৃত্তি। হে বীর! শব্দ, স্পর্শ আদি পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, মলত্যাগ আদি পঞ্চ ব্যাপার কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং দেহ, গৃহ, সমাজ ইত্যাদিতে আত্মবুদ্ধি অভিমানের বিষয়। পণ্ডিতেরা এগুলিকে মনের কর্মক্ষেত্র বলে থাকেন।

তাৎপর্য

মন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ কর্মক্ষেত্র রয়েছে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই মন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী বা মালিক। অহঙ্কারের ফলে জীব তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, "আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার দেশ" ইত্যাদি মনে করে। অহঙ্কারের ফলেই এই সমস্ত মিথ্যা উপাধির উদয় হয়, এবং সেই উপাধিকে সে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এইভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১০

গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি
বিসর্গরত্যর্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ ।
একাদশং স্বীকরণং মমেতি
শয্যামহং দ্বাদশমেক আহুঃ ॥ ১০ ॥

গন্ধ—গন্ধ; **আকৃতি**—রূপ; **স্পর্শ**—স্পর্শানুভূতি; **রস**—রস; **শ্রবাংসি**—এবং শব্দ; **বিসর্গ**—মলত্যাগ; **রতি**—স্ত্রীসম্ভোগ; **অর্তি**—গতি; **অভিজল্প**—ভাষণ; **শিল্পাঃ**—ধরা এবং ছাড়া—এই সমস্ত হাতের কার্য; **একাদশম্**—একাদশ; **স্বীকরণম্**—স্বীকার করে; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **শয্যাম্**—এই শরীর; **অহম্**—আমি; **দ্বাদশম্**—দ্বাদশ; **একে**—কেউ কেউ; **আহুঃ**—বলেন।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রজল্প, শিল্প, গতি, মলত্যাগ এবং স্ত্রীসম্ভোগ—এগুলি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এ ছাড়া, "এটি আমার দেহ, এটি আমার সমাজ, এটি আমার পরিবার, এটি আমার দেশ" ইত্যাদি যে ধারণা, মনের এই একাদশতম বৃত্তিটিকে বলা হয় অহঙ্কার। কোন কোন দার্শনিকের মতে এটি দ্বাদশতম বৃত্তি, এবং তার কার্যক্ষেত্র হচ্ছে এই শরীর।

তাৎপর্য

একাদশ ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় রয়েছে। নাকের দ্বারা আমরা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, চোখের দ্বারা আমরা রূপ দর্শন করি, কর্ণের দ্বারা আমরা শ্রবণ করি, এবং এইভাবে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। তেমনই, হাত, পা, উপস্থ, পায়ু আদি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। যখন অহঙ্কারের বিস্তার হয়, তখন মানুষ মনে করে, "এটি আমার শরীর, পরিবার, সমাজ, দেশ" ইত্যাদি।

শ্লোক ১১

দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্মকালৈ-
রেকাদশামী মনসো বিকারাঃ ।
সহস্রশঃ শতশঃ কোটিশশ্চ
ক্ষেত্রজ্ঞতো ন মিথো ন স্বতঃ স্যুঃ ॥ ১১ ॥

দ্রব্য—বিষয়ের দ্বারা; **স্বভাব**—স্বভাবের দ্বারা; **আশয়**—সংস্কারের দ্বারা; **কর্ম**—পূর্ব নির্ধারিত কর্মফলের দ্বারা; **কালৈঃ**—কালের দ্বারা; **একাদশ**—একাদশ; **অমী**—এই সমস্ত; **মনসঃ**—মনের; **বিকারাঃ**—রূপান্তর; **সহস্রশঃ**—সহস্র প্রকার; **শতশঃ**—শত; **কোটিশঃ চ**—এবং কোটি; **ক্ষেত্র-জ্ঞতঃ**—আদি পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **ন**—না; **মিথঃ**—পরস্পর; **ন**—না; **স্বতঃ**—আপনা থেকে; **স্যুঃ**—হয়।

অনুবাদ

দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং কাল—এইগুলি নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত নিমিত্ত কারণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে, এই একাদশ প্রকার চিত্ত বিকার প্রথমে শত প্রকার, তারপর সহস্র প্রকার এবং তারপর কোটি প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিকার আপনা থেকেই পরস্পর সমন্বয়ের ফলে হয় না। পক্ষান্তরে তা হয় ভগবানের নির্দেশনায়।

তাৎপর্য

কখনও মনে করা উচিত নয় যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় উপাদানগুলির মিথস্ক্রিয়া, যা মন এবং চেতনার পরিবর্তন সাধন করে, তা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে। তা ক্রিয়া করে ভগবানের নির্দেশনায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমাত্মা (*ক্ষেত্রজ্ঞ*) সবকিছু পরিচালনা করছেন। জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু পরম ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সাক্ষী এবং পরিচালক। তাঁর পরিচালনায় সবকিছু সংঘটিত হয়। জীবের বিভিন্ন প্রবণতাগুলি তার স্বভাব অথবা তার বাসনা থেকে উৎপন্ন হয়, এবং সে ভগবানের প্রতিনিধি জড়া প্রকৃতির দ্বারা শিক্ষিত হয়। শরীর, প্রকৃতি এবং জড় উপাদানগুলি ভগবানের পরিচালনার অধীন। সেগুলি আপনা থেকেই কার্য করে না। প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয় অথবা স্বয়ংক্রিয় নয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতির অধ্যক্ষ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে, সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীদের উৎপন্ন করে। সেই নিয়মের দ্বারা এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০)

শ্লোক ১২

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্তুঃ ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঃ—জীবাত্মা; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **মনসঃ**—মনের; **বিভূতীঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপ; **জীবস্য**—জীবের; **মায়া-রচিতস্য**—বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা সৃষ্ট; **নিত্যাঃ**—অনাদিকাল থেকে; **আবির্হিতাঃ**—কখনও কখনও প্রকাশিত; **ক্বাপি**—কোথাও; **তিরোহিতাঃ চ**—এবং অপ্রকাশিত; **শুদ্ধঃ**—বিশুদ্ধ; **বিচষ্টে**—তা দেখে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবিশুদ্ধ**—অশুদ্ধ; **কর্তুঃ**—কর্তার।

অনুবাদ

কৃষ্ণভক্তি-রহিত জীবের মনে মায়ার দ্বারা রচিত বহু ধারণা এবং বৃত্তি রয়েছে। সেগুলি অনাদিকাল থেকে বর্তমান। কখনও কখনও সেগুলি জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত হয় এবং কখন স্বপ্নাবস্থায়, কিন্তু সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় সেগুলি তিরোহিত হয়। যে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত তিনি এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) বলা হয়েছে—*ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*। দুই প্রকার *ক্ষেত্রজ্ঞ* রয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। সাধারণ জীবেরা তাদের শরীরের কিয়দংশ সম্বন্ধে অবগত, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত শরীরের সম্বন্ধে অবগত। জীবাত্মা সীমিত, কিন্তু পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। এই শ্লোকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দটি জীবাত্মাকে ইঙ্গিত করছে, পরমাত্মাকে নয়। জীবাত্মা দুই প্রকার—নিত্য বদ্ধ এবং নিত্য মুক্ত। নিত্য মুক্ত জীবাত্মারা চিৎ-জগতে বা বৈকুণ্ঠ জগতে অবস্থান করেন, এবং তাঁরা কখনও জড় জগতে পতিত হন না। জড় জগতের জীবেরা নিত্য বদ্ধ। নিত্য বদ্ধ জীবেরা মনকে সংযত করার মাধ্যমে মুক্ত হতে পারেন, কারণ মন হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। মনকে যখন যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং আত্মা যখন তার ফলে আর মনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে না, তখন আত্মা এই জড় জগতে অবস্থান করা সত্ত্বেও মুক্ত হতে পারে। আত্মা যখন মুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয়

জীবন্মুক্ত। *জীবন্মুক্ত* জানেন কিভাবে তিনি বদ্ধ হয়েছেন; তাই তিনি নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। নিত্য বদ্ধ জীব নিত্যকাল বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, কারণ সে তার মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিদ্রিত অবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে বদ্ধ এবং মুক্ত অবস্থার তুলনা করা যায়। বদ্ধ জীবদের অবস্থা নিদ্রিত ব্যক্তির মতো, কিন্তু যাঁরা জাগ্রত তাঁরা জানেন যে, তাঁরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। তাই এই জড় জগতেও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—*ঈহা যস্য হরের্দাস্যে*। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি এই জড় জগতে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন বলে মনে হলেও মুক্ত। *জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে*। কেউ যদি মনে করেন যে, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা, তাহলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে মুক্ত বলে বিবেচনা করতে হবে।

শ্লোক ১৩-১৪

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎস্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥ ১৩ ॥
যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঃ—পরমেশ্বর ভগবান*; **আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত; **পুরুষঃ**—অনন্ত শক্তিসমন্বিত, সম্পূর্ণ স্বাধীন নিয়ন্তা; **পুরাণঃ**—আদি; **সাক্ষাৎ**—মহাজনদের বাণী শ্রবণ করে এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাঁকে অনুভব করা যায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জ্যোতিঃ**—তাঁর দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা (ব্রহ্মজ্যোতি) প্রকাশ করে; **অজঃ**—যাঁর কখনও জন্ম হয় না; **পরেশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **নারায়ণঃ**—সমস্ত জীবের আশ্রয়; **ভগবান্**—

---

* দ্বাদশ শ্লোকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দে জীবাত্মাকে বোঝান হয়েছে, কিন্তু এই শ্লোকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানকে ইঙ্গিত করছে।

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সবকিছুর যিনি আশ্রয়; **স্বমায়য়া**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; **আত্মনি**—স্বয়ং, অথবা সাধারণ জীবে; **অবধীয়মানঃ**—নিয়ন্তারূপে বিরাজ করে; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ু; **স্থাবর**—অচর জীবদের; **জঙ্গমানাম্**—এবং গতিশীল জীবদের; **আত্ম-স্বরূপেণ**—তাঁর পরমাত্মা রূপের দ্বারা; **নিবিষ্টঃ**—নিহিত; **ঈশেৎ**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **এবম্**—এইভাবে; **পরঃ**—দিব্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—সবকিছুর আশ্রয়; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক; **আত্মা**—প্রাণশক্তি; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **অনু-প্রবিষ্টঃ**—ভিতরে প্রবেশ করেছেন।

অনুবাদ

দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ রয়েছে—জীবাত্মা, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সর্বব্যাপক কারণ। তিনি পূর্ণ এবং অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নন। তাঁকে শ্রবণের মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করা যায়। তিনি স্বতঃপ্রকাশ এবং তাঁর জন্ম, মৃত্যু, জরা অথবা ব্যাধি নেই। তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা। তিনি নারায়ণ, অর্থাৎ সমস্ত জীবের আশ্রয়। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, এবং তিনি সর্বভূতের আবাস বাসুদেব। তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান। বায়ু যেভাবে প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গম আদি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হয়ে তার উপর আধিপত্য করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) এই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*। প্রতিটি জীবই তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই হচ্ছেন পুরুষ বা পুরুষাবতার; প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, এবং মহাবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব, এবং তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। বাসুদেব হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির মূল কারণ, এবং ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে বাসুদেবের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার বিস্তার।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন। তাঁর চিন্ময় রূপের কিরণ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, যা পরম, পূর্ণ ও অনন্ত, এবং যার থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ঐশ্বর্য সমন্বিত অসংখ্য গ্রহলোক প্রকাশিত হয়।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০) *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবানের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ ॥

"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত। সমস্ত জীব আমার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নই।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৪)

এই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ সর্বব্যাপ্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের স্থিতি।

শ্লোক ১৫

ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন ।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্‌সপত্নো
বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥ ১৫ ॥

ন—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **এতাম্**—এই; **তনু-ভৃৎ**—দেহধারী; **নরেন্দ্র**—হে রাজন্; **বিধূয় মায়াম্**—জড় কলুষ বিধৌত করে; **বয়ুনা উদয়েন**—সৎ-সঙ্গ এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রভাবে দিব্য জ্ঞান জাগরিত করে; **বিমুক্ত-সঙ্গঃ**—জড়-জাগতিক সমস্ত সঙ্গ থেকে মুক্ত; **জিত-ষট্-সপত্নঃ**—ছয়টি শত্রু (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন) জয় করে; **বেদ**—জানে; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্মতত্ত্ব; **ভ্রমতি**—ভ্রমণ করে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত।

অনুবাদ

হে রাজা রহূগণ, দেহধারী বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখভোগের কলুষ থেকে মুক্ত না হয়, এবং তার ছয়টি শত্রুকে জয় করে আত্মজ্ঞান জাগরিত করার মাধ্যমে

আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়।

তাৎপর্য

মন যখন দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, তখন জীব মনে করে যে সে কোন রাষ্ট্রের, দেশের, পরিবারের অথবা জাতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে বলা হয় উপাধি, এবং এই উপাধিগুলি থেকে মুক্ত হওয়া জীবের কর্তব্য (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্*)। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় জগতে বদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত ভ্রান্তি দূর করা। তা যদি না করা হয়, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নানা রকম জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১৬

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং
সংসারতাপাবপনং জনস্য ।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভ-
বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥ ১৬ ॥

ন—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **এতৎ**—এই; **মনঃ**—মন; **আত্ম-লিঙ্গম্**—আত্মার ভ্রান্ত উপাধি; **সংসার-তাপ**—জড় জগতের দুঃখ-কষ্ট; **আবপনং**—ক্ষেত্র; **জনস্য**—জীবের; **যৎ**—যা; **শোক**—শোকের; **মোহ**—মোহের; **আময়**—রোগের; **রাগ**—আসক্তির; **লোভ**—লোভের; **বৈর**—শত্রুতার; **অনুবন্ধম্**—পরিণাম; **মমতাম্**—মমতা; **বিধত্তে**—উৎপাদন করে।

অনুবাদ

আত্মার উপাধি মন হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই তথ্য না জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় দেহজনিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে করতে এই জগতে ভ্রমণ করতে হয়। মন যেহেতু রোগ, শোক, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত, তাই সে এই জড় জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মমতা উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

মন বন্ধন এবং মুক্তি উভয়েরই কারণ। কলুষিত মন মনে করে, "আমি এই দেহ।" শুদ্ধ মন জানে যে সে তার জড় দেহ নয়; তাই মনকে সমস্ত জড় উপাধির মূল কারণ বলে মনে করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের সম্পর্ক এবং কলুষ থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মন জন্ম, মৃত্যু, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। এইভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জাগতিক ক্লেশ ভোগ করে।

শ্লোক ১৭

ভ্রাতৃব্যমেনং তদদভ্রবীর্য-
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥ ১৭ ॥

ভ্রাতৃব্যম্—ভয়ঙ্কর শত্রু; **এনম্**—এই মন; **তৎ**—তা; **অদভ্র-বীর্যম্**—অত্যন্ত বলবান; **উপেক্ষয়া**—উপেক্ষা করে; **অধ্যেধিতম্**—বৃথা বর্ধিত হয়ে; **অপ্রমত্তঃ**—মোহমুক্ত; **গুরোঃ**—শ্রীগুরুদেবের; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্মের; **উপাসনা-অস্ত্রঃ**—উপাসনারূপ অস্ত্রের দ্বারা; **জহি**—জয় করুন; **ব্যলীকম্**—মিথ্যা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্ম-মোষম্**—জীবের স্বরূপকে যে আচ্ছাদিত করে।

অনুবাদ

এই অসংযত মন জীবের পরম শত্রু। তাকে উপেক্ষা করলে অথবা সুযোগ দিলে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। যদিও তা বাস্তব নয়, তবুও তা অত্যন্ত বলবান। তা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রাখে। হে রাজন্, দয়া করে শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপ অস্ত্রের দ্বারা এই মনকে জয় করার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করুন।

তাৎপর্য

মনকে জয় করার একটি সহজ অস্ত্র হচ্ছে—উপেক্ষা। মন আমাদের সর্বদা উপদেশ দিচ্ছে এটা কর ওটা কর; তাই মনের আদেশ অবজ্ঞা করতে আমাদের খুব দক্ষ

হতে হবে। ধীরে ধীরে মনকে আত্মার আদেশ পালন করার শিক্ষা দিতে হবে। এই নয় যে, মনের আদেশ মানতে হবে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন যে, মনকে সংযত করার জন্য ঘুম থেকে উঠেই তাকে পাদুকার দ্বারা বহুবার প্রহার করতে হবে এবং ঘুমাতে যাবার পূর্বে পুনরায় তাকে ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করতে হবে। এইভাবে আমরা মনকে সংযত করতে পারব। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ। কেউ যদি তা না করে, তাহলে সে মনের আদেশ পালন করে অধঃপতিত হবে। মনকে দমন করার আর একটি সদুপায় হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। তাহলে মন আপনা থেকেই সংযত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে কোন ভাগ্যবান জীব যখন শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর প্রকৃত জীবন শুরু হয়। তিনি যদি শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি মনের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ রহূগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহূগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ

যেহেতু দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মহারাজ রহূগণের সন্দেহ তখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি, তাই তিনি পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরতকে প্রশ্ন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে মহারাজ রহূগণ জড় ভরতকে, যিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন, তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। তাঁর বাণী শ্রবণ করে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন দিব্য জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত এক মহাপুরুষ। তাঁর চরণে অপরাধ করার ফলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ রহূগণ অজ্ঞানরূপ সর্প কর্তৃক দংশিত হয়েছিলেন, কিন্তু জড় ভরতের বাক্যামৃতের দ্বারা তাঁর নিরাময় হয়েছিল। পরে, সেই বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার ফলে, তিনি তাঁকে একে একে বহু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমে তিনি জড় ভরতের শ্রীপাদপদ্মে কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

জড় ভরতের উপদেশ, যার মর্ম উদ্ধার করা বিষয়াসক্ত মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা স্পষ্টরূপে বুঝতে না পারার ফলে মহারাজ রহূগণ অসুখী হয়েছিলেন। তাই জড় ভরত আরও স্পষ্টভাবে তাঁর উপদেশের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভূপৃষ্ঠে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে মাটির বিকার। রাজা তাঁর রাজারূপ দেহের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত কিন্তু সেটিও কেবল একটি পার্থিব বিকার। অভিমানের ফলে রাজা শিবিকা বাহকের প্রতি প্রভু-ভৃত্যের মতো দুর্ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্য জীবদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ছিলেন। তার ফলে রাজা রহূগণ প্রজাদের রক্ষা করার যোগ্য ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাই তিনি উন্নত স্তরের দার্শনিকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার উপযুক্তও ছিলেন না। এই জড় জগতে সবকিছুই পার্থিব বিকারমাত্র, এবং বিকার অনুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বৈচিত্র্য এক এবং অভিন্ন, এবং চরমে সমস্ত বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় হয়। এই জড় জগতে কোনকিছুই নিত্য নয়। বিভিন্ন দ্রব্যের যে ভেদ তা কেবল মনের কল্পনা মাত্র। পরমতত্ত্ব মায়ার অতীত এবং তা প্রকাশিত হয় তিন রূপে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী

পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান। পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে তাঁর ভক্তেরা বাসুদেব বলেন। শুদ্ধ ভক্তের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনও ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না।

জড় ভরত তাঁর পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করে রাজাকে বলেছিলেন যে, ভগবানের কৃপায় তিনি তাঁর পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করতে পারেন। তাঁর পূর্বজন্মের কর্মের ফলে জড় ভরত অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, এবং অসৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকার জন্য মূক এবং বধিরের অভিনয় করছিলেন। জড়া প্রকৃতির সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত বলবান। বিষয়াসক্ত মানুষদের অসৎ-সঙ্গের প্রভাব এড়ানো যায় কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*—এই নয় প্রকার ভক্তি সম্পাদন করার সুযোগ পাওয়া যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মায়ার সঙ্গ থেকে মুক্তি লাভ করে, সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ১

রহূগণ উবাচ

নমো নমঃ কারণবিগ্রহায়
স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায়।
নমো বধূতদ্বিজবন্ধুলিঙ্গ-
নিগূঢ়নিত্যানুভবায় তুভ্যম্ ॥ ১ ॥

রহূগণঃ উবাচ—মহারাজ রহূগণ বললেন; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—প্রণতি; **কারণ-বিগ্রহায়**—সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবান থেকে যাঁর শরীর প্রকাশিত হয়েছে; **স্বরূপ-তুচ্ছীকৃত-বিগ্রহায়**—যিনি তাঁর প্রকৃতরূপ প্রকাশ করে, শাস্ত্রের সমস্ত বিরোধ দূর করেছেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **অবধূত**—হে যোগেশ্বর; **দ্বিজ-বন্ধু-লিঙ্গ**—ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য যিনি সম্পাদন করেননি; **নিগূঢ়**—প্রচ্ছন্ন; **নিত্য-অনুভবায়**—নিত্য আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিকারী; **তুভ্যম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

মহারাজ রহূগণ বললেন—হে অবধূত, আপনি ভগবান থেকে অভিন্ন। আপনার স্বরূপের প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রবিরোধ দূর হয়েছে। আপনি ব্রহ্মবন্ধুর বেশে আপনার

দিব্য আনন্দময় স্বরূপ গোপন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ। ঋষভদেব ছিলেন সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবানের অবতার। তাঁর পুত্র ভরত মহারাজ, যিনি এখন ব্রাহ্মণ জড় ভরতের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ থেকে তাঁর শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই এখানে তাঁকে *কারণবিগ্রহায়* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ২

জ্বরাময়ার্তস্য যথাগদং সৎ
নিদাঘদগ্ধস্য যথা হিমাম্ভঃ ।
কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টেঃ
ব্রহ্মন্ বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে ॥ ২ ॥

জ্বর—জ্বরের; **আময়**—রোগের দ্বারা; **আর্তস্য**—পীড়িত ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **অগদম্**—ঔষধ; **সৎ**—ঠিক; **নিদাঘ-দগ্ধস্য**—সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **হিম-অম্ভঃ**—অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল; **কুদেহ**—জড় পদার্থজাত এবং মল-মূত্র আদি কুৎসিত পদার্থে পূর্ণ এই দেহে; **মান**—অহঙ্কারের; **অহি**—সর্পের দ্বারা; **বিদষ্ট**—দংশন করেছিল; **দৃষ্টেঃ**—দৃষ্টি সমন্বিত; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **বচঃ**—বাণী; **তে**—আপনার; **অমৃতম্**—অমৃত; **ঔষধম্**—ঔষধ; **মে**—আমার জন্য।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমার দেহ কুৎসিত বস্তুতে পূর্ণ, এবং গর্বরূপ সর্প আমার বিবেককে দংশন করেছে। জড় ভাবনার প্রভাবে আমি রোগাক্রান্ত। আপনার অমৃতময় উপদেশ এই প্রকার ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ, এবং তা সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির কাছে সুশীতল জলের মতো।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের শরীর অস্থি, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি নোংরা বস্তুতে পূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান মানুষেরাও মনে করে যে রক্ত, অস্থি,

মল, মূত্র ইত্যাদির দ্বারা তাদের সৃষ্টি হয়েছে। তা যদি হত, তাহলে অনায়াসে লব্ধ এই সমস্ত বস্তুগুলি দিয়ে তারা অন্য বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টি করতে পারছে না কেন? সারা পৃথিবী দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং তা ভদ্র মানুষদের বসবাসের অযোগ্য এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করছে। জড় ভরত মহারাজ রহূগণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। তা সর্প দংশন থেকে রক্ষাকারী ঔষধের মতো। বৈদিক উপদেশ তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে অমৃত ও শীতল জলের মতো।

শ্লোক ৩

তস্মাদ্ভবন্তং মম সংশয়ার্থং
প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধম্ ।
অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্ত-
মাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভবন্তম্**—আপনাকে; **মম**—আমার; **সংশয়-অর্থম্**—যে বিষয় সম্বন্ধে সংশয় রয়েছে; **প্রক্ষ্যামি**—আমি বলব; **পশ্চাৎ**—পরে; **অধুনা**—এখন; **সুবোধম্**—আমি যাতে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি; **অধ্যাত্ম-যোগ**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ; **গ্রথিতম্**—রচিত; **তব**—আপনার; **উক্তম্**—বাণী; **আখ্যাহি**—দয়া করে পুনরায় বিশ্লেষণ করুন; **কৌতূহল-চেতসঃ**—এই প্রকার রহস্যপূর্ণ উক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি অত্যন্ত উৎসুক; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

যে বিষয়ে আমার সংশয় রয়েছে, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আপনি দিয়েছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে আপনি সরলভাবে তার পুনরাবৃত্তি করুন, যাতে আমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমার মন তা সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।* দিব্য জ্ঞান লাভে অত্যন্ত উৎসুক যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার কর্তব্য

শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া। জড় ভরত যদিও মহারাজ রহূগণের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছিলেন, তবুও মনে হচ্ছে যেন তা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মতো স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন, জড় ভরত যেন আরও বিস্তারিতভাবে তা বিশ্লেষণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে—*তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে (*প্রণিপাতেন*), তাঁর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রশ্ন করে (*পরিপ্রশ্নেন*) শ্রীগুরুদেবের সেবা করা (*সেবয়া*), যাতে তিনি তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তার কাছে দিব্য জ্ঞান আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন। কেউ যদি বৈদিক উপদেশ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে স্পর্ধা প্রদর্শন করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৪

যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং
ক্রিয়াফলং সদ্ব্যবহারমূলম্ ।
ন হ্যঞ্জসা তত্ত্ববিমর্শনায়
ভবানমুষ্মিন্ ভ্রমতে মনো মে ॥ ৪ ॥

যৎ—যা; **আহ**—বলা হয়েছে; **যোগেশ্বর**—হে যোগেশ্বর; **দৃশ্যমানম্**—স্পষ্টভাবে দর্শন করে; **ক্রিয়া-ফলম্**—গমন ইত্যাদি ক্রিয়ার শ্রান্তিরূপ ফল; **সৎ**—অস্তিত্ব; **ব্যবহার-মূলম্**—যার মূল কারণ হচ্ছে কেবল আচার-ব্যবহার; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঞ্জসা**—প্রকৃতপক্ষে বা যথার্থরূপে; **তত্ত্ব-বিমর্শনায়**—আলোচনার দ্বারা সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; **ভবান্**—আপনি; **অমুষ্মিন্**—সেই বাণীতে; **ভ্রমতে**—মোহাচ্ছন্ন; **মনঃ**—মন; **মে**—আমার।

অনুবাদ

হে যোগেশ্বর, আপনি বলেছেন যে, দেহের গমনাদির ফলে যে শ্রান্তি হয় তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রান্তি নেই। তার অস্তিত্ব কেবল ব্যবহারমূলক। এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা পরম তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। আপনার এই বাক্যে আমার মন কিছুটা বিচলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধির স্তরের প্রশ্নোত্তর তত্ত্বজ্ঞান নয়। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেহের সুখ-দুঃখের ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

বলেছেন যে, দেহ সম্বন্ধীয় সুখ এবং দুঃখের যে অনুভূতি তা অনিত্য; তারা আসে আবার চলে যায়। তাদের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, সেগুলি সহ্য করে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির প্রচেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ৫-৬

ব্রাহ্মণ উবাচ
অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং
যঃ পার্থিবঃ পার্থিব কস্য হেতোঃ।
তস্যাপি চাঙ্ঘ্র্যোরধি গুল্‌ফজঙ্ঘা-
জানূরুমধ্যোরশিরোধরাংসাঃ ॥ ৫ ॥
অংসেঽধি দার্বী শিবিকা চ যস্যাং
সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে।
যস্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো
রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতি দুর্মদান্ধঃ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **অয়ম্**—এই; **জনঃ**—ব্যক্তি; **নাম**—নামক; **চলন্**—বিচরণ করে; **পৃথিব্যাম্**—ভূপৃষ্ঠে; **যঃ**—যা; **পার্থিবঃ**—মাটির বিকার; **পার্থিব**—হে রাজন, যিনি এমনই পার্থিব শরীর সমন্বিত; **কস্য**—কি জন্য; **হেতোঃ**—কারণে; **তস্যাপি**—তারও; **চ**—এবং; **অঙ্ঘ্র্যোঃ**—চরণদ্বয়; **অধি**—উপরিভাগে; **গুল্‌ফ**—গুল্‌ফ; **জঙ্ঘা**—জঙ্ঘা; **জানু**—হাঁটু; **উরু**—উরু; **মধ্যোর**—কোমর; **শিরঃ-ধর**—গলা; **অংসাঃ**—স্কন্ধ; **অংসে**—স্কন্ধ; **অধি**—উপরে; **দার্বী**—কাষ্ঠনির্মিত; **শিবিকা**—পালকি; **চ**—এবং; **যস্যাম্**—যাতে; **সৌবীর-রাজা**—সৌবীরের রাজা; **ইতি**—এইভাবে; **অপদেশঃ**—নামে প্রসিদ্ধ; **আস্তে**—রয়েছেন; **যস্মিন্**—যাতে; **ভবান্**—আপনি; **রূঢ়**—আরোপিত; **নিজ-অভিমানঃ**—অহঙ্কার; **রাজা অস্মি**—আমি রাজা; **সিন্ধুষু**—সিন্ধু দেশে; **ইতি**—এইভাবে; **দুর্মদ-অন্ধঃ**—মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে অন্ধ।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত বললেন—জড় বস্তুর সমন্বয়ের ফলে নানা প্রকার পার্থিব বিকার সাধিত হয় এবং রূপের উদ্ভব হয়। কোন কারণে তারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং শিবিকাবাহক ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আর যা চলাফেরা করে না,

তাই পাষাণ ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়। সেই সমস্ত সচল পার্থিব বিকৃতির চরণদ্বয়ের উপরিভাগে ক্রমশ গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, কোমর, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ—এই সমস্ত রয়েছে। আবার স্কন্ধের উপর দারুময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যে রয়েছেন তথাকথিত সৌবীরের রাজা। সেই রাজার শরীরও আর এক প্রকার পার্থিব বিকার, সেই বিকারময় দেহেই আপনি অবস্থিত এবং ভ্রান্তভাবে নিজেকে সৌবীর দেশের রাজা বলে মনে করে মদান্ধ হয়েছেন।

তাৎপর্য

শিবিকা-বাহক এবং শিবিকারোহীর শরীরের বিশ্লেষণ করে জড় ভরত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন জীবাত্মা। জীবাত্মা ভগবান বিষ্ণুর অংশ বা সন্তান। তাই জড় জগতে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুর মধ্যে মুখ্য তত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর উপস্থিতির ফলেই সবকিছু সক্রিয় হয়েছে, এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব-কারণের পরম কারণরূপে জানেন, তিনিই পূর্ণজ্ঞানী। রাজা হওয়ার ভ্রান্ত গর্বে গর্বিত মহারাজ রহূগণ প্রকৃত জ্ঞানবান ছিলেন না। তাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত সহ শিবিকা-বাহকদের তিরস্কার করছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করতে দুঃসাহসকারী অজ্ঞানাচ্ছন্ন, প্রত্যেক বস্তুকে জড়রূপে দর্শনকারী, রাজার বিরুদ্ধে এটিই ছিল জড় ভরতের প্রথম অভিযোগ। মহারাজ রহূগণের যুক্তি ছিল যে, জীবের দেহ যখন ক্লান্ত হয়, তখন দেহস্থ জীবাত্মা ক্লান্তি অনুভব করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দেহের শ্রান্তি জীবাত্মা ভোগ করে না। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—একটি শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল হলেও, তার দেহকে সাজানো হয়েছে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে, সেই অলঙ্কারের ভারে সে ক্লান্তিবোধ করে না, এবং তার পিতা-মাতাও সেই অলঙ্কার তার দেহ থেকে খুলে নেওয়ার কথা মনে করেন না। দেহের এই সুখ-দুঃখের সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। সেগুলি কেবল মনের কল্পনা মাত্র। যে ব্যক্তি প্রকৃতই বুদ্ধিমান তিনি সবকিছুর মূল কারণের অন্বেষণ করবেন। জড়-জাগতিক ব্যাপারে জড় বস্তুর সমন্বয় হতে পারে এবং তার ফলে তার বিভিন্ন প্রকার বিকার হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। যারা জড় চেতনা সমন্বিত তারাই তাদের দেহটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দরিদ্র-নারায়ণ সৃষ্টি করে। কিন্তু, দেহটি দরিদ্র হয়েছে বলে আত্মা বা পরমাত্মা কখনও দরিদ্র হয় না। এগুলি মূর্খ মানুষদের উক্তি। আত্মা এবং পরমাত্মা সর্বদাই দেহের সুখ-দুঃখ থেকে পৃথক।

শ্লোক ৭

শোচ্যানিমাংস্ত্বমধিকষ্টদীনান্
বিষ্ট্যা নিগৃহ্ণন্নিরনুগ্রহোঽসি ।
জনস্য গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো
ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ ॥ ৭ ॥

শোচ্যান্—শোচনীয়; **ইমান্**—এই সমস্ত; **ত্বম্**—আপনি; **অধি-কষ্ট-দীনান্**—তাদের দারিদ্র্যবশত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি; **বিষ্ট্যা**—বলপূর্বক; **নিগৃহ্ণন্**—অধিকার করে; **নিরনুগ্রহঃ অসি**—আপনি অত্যন্ত নির্দয়; **জনস্য**—জনসাধারণের; **গোপ্তা অস্মি**—আমি রক্ষক (রাজা); **বিকত্থমানঃ**—বড়াই করছেন; **ন শোভসে**—আপনার শোভা পায় না; **বৃদ্ধ-সভাসু**—বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাজে; **ধৃষ্টঃ**—উদ্ধত।

অনুবাদ

কিন্তু, বিনা বেতনে এই সমস্ত নিরীহ ব্যক্তিরা যে আপনার শিবিকা বহন করছে, আপনার অন্যায় আচরণের ফলে তাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কেননা আপনি তাদের বলপূর্বক আপনার শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্দয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি মনে করছেন যে, আপনি আপনার প্রজাদের রক্ষক। তা অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি অত্যন্ত মূর্খ, এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভায় শোভা পাওয়ার যোগ্য নন।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ রাজা হওয়ার গর্বে গর্বিত ছিলেন, এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাঁর রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষদের বিনা বেতনে শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করে, অকারণে তাদের কষ্ট দিচ্ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা মনে করছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষক। প্রকৃতপক্ষে রাজার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করা। তাই রাজাকে বলা হয় নরদেবতা। কিন্তু, রাজা যখন মনে করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ফলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য নাগরিকদের ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে সেটি তাঁর পক্ষে একটি মস্ত বড় ভুল। এই ধরনের মনোভাব পণ্ডিতেরা কখনও অনুমোদন করেননি। বৈদিক প্রথা অনুসারে রাজার

কর্তব্য হচ্ছে মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতদের উপদেশ গ্রহণ করা। তাঁরা ধর্ম শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে উপদেশ দেন। রাজার কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত উপদেশগুলি পালন করা। নিজের সুবিধার জন্য রাজার প্রজাদের ব্যবহার করা বিদ্বৎসমাজ অনুমোদন করেন না। রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা। নিজের স্বার্থে প্রজাদের শোষণ করা রাজার পক্ষে অনুচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিযুগে দস্যু-তস্করেরা রাজ্যের শাসক হবে। এই সমস্ত দস্যু-তস্করেরা বলপূর্বক অথবা ছলনাপূর্বক প্রজাদের ধন-সম্পদ এবং সম্পত্তি অপহরণ করবে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *রাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ*। যেভাবে কলিযুগের প্রগতি হচ্ছে, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হচ্ছে। কলিযুগের শেষে যে মানব-সভ্যতার কতটা অবনতি হবে তা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তখন আর ভগবানকে জানার এবং ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা অবগত হবার মতো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোন মানুষ আর থাকবে না। অর্থাৎ, তখন মানুষেরা ঠিক পশুর মতো হয়ে যাবে। তখন মানব-সমাজের সংশোধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্কি অবতার রূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি সমস্ত নাস্তিকদের সংহার করবেন, কারণ চরমে প্রকৃত রক্ষাকর্তা হচ্ছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ।

যখন তথাকথিত রাজা এবং রাজ্য-শাসকেরা তাদের কুব্যবস্থার দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*। তাতে অবশ্য বহু বছর লাগে, কিন্তু এটিই নিয়ম। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা যখন ধর্মের অনুশাসন মানে না, তখন যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি রূপে প্রকৃতি তাদের দণ্ডদান করেন। তাই রাষ্ট্রপ্রধান যদি জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তাহলে তার প্রজাশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। তিনি সকলের পালনকর্তা। রাজা, পিতা, অভিভাবক—এঁরা সকলেই বিষ্ণুর প্রতিনিধি। সবকিছু যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং পালন করার জন্য তাঁরা বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে প্রজা পালন করা যাতে সকলেই চরমে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*। দুর্ভাগ্যবশত মূর্খ রাষ্ট্রপ্রধান এবং জনসাধারণ জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে জানা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া। এই জ্ঞান না থাকার ফলে সকলেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, এবং প্রতারক ও প্রতারিতের দ্বারা সারা জগৎ ছেয়ে গেছে।

শ্লোক ৮

যদা ক্ষিতাবেব চরাচরস্য
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবং চ নিত্যম্ ।
তন্নামতোঽন্যদ্ ব্যবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সৎক্রিয়য়ানুমেয়ম্ ॥ ৮ ॥

যদা—অতএব; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীতে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চরাচরস্য**—স্থাবর এবং জঙ্গম বিভিন্ন দেহের; **বিদাম**—আমরা জানি; **নিষ্ঠাম্**—বিনাশ; **প্রভবম্**—আবির্ভাব; **চ**—এবং; **নিত্যম্**—প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়মিতভাবে; **তৎ**—তা; **নামতঃ**—কেবল নামের দ্বারা; **অন্যৎ**—অন্য; **ব্যবহার-মূলম্**—জড় কার্যকলাপের কারণ; **নিরূপ্যতাম্**—নিরূপিত হোক; **সৎক্রিয়য়া**—প্রকৃত কার্যের দ্বারা; **অনুমেয়ম্**—বিচার্য।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে আমরা সকলে বিভিন্ন রূপসমন্বিত জীব। আমাদের মধ্যে কেউ স্থাবর এবং কেউ জঙ্গম। আমাদের সকলেরই উৎপত্তি হয়, কিছুকালের জন্য স্থিতি হয় এবং তারপর বিনাশ হয়। তখন এই শরীর পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। আমরা কেবল মাটির রূপান্তর। বিভিন্ন শরীর এবং কার্যকলাপের ক্ষমতা কেবল মাটিরই রূপান্তর এবং নামে মাত্র ভিন্ন, কারণ সবকিছুরই মাটি থেকে উৎপত্তি হয় এবং বিনাশের পর পুনরায় মাটিতেই মিশে যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা কেবল ধূলি এবং পুনরায় ধূলিতেই মিশে যাব। এই কথা সকলেই বিচার করে দেখতে পারেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে—*তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ* (২/১/১৪)। এই জড় জগৎ জড় এবং চেতনের মিশ্রণ, কিন্তু তার কারণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/২০) বলা হয়েছে—*ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ* । সমগ্র জড় জগৎ ভগবানেরই শক্তির রূপান্তর, কিন্তু মোহবশত কেউই বুঝতে পারে না যে, ভগবান এই জড় জগৎ থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিন্ন নন, কিন্তু এই জড় জগৎ তাঁর বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর মাত্র—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* । *বেদে* আবার অন্য উক্তিও রয়েছে—*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা সবই পরমব্রহ্ম ভগবান থেকে অভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়*

(৭/৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা*। জড়া প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, কিন্তু তা তাঁর থেকে পৃথক্। পরা প্রকৃতিও তাঁরই শক্তি, কিন্তু তা তাঁর থেকে পৃথক্ নয়। জড় শক্তি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তথাকথিত জড়া প্রকৃতিও পরা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, ঠিক যেমন আগুনের সংস্পর্শে লৌহশলাকা আগুনে রূপান্তরিত হয়। আমরা যখন বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে, ভগবান হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ, তখন আমাদের জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কেবল বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়া আংশিক জ্ঞান। আমাদের অবশ্যই চরম কারণকে জানতে হবে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থ গতিং হি বিষ্ণুম্*। যারা সমস্ত কারণের মূল কারণকে জানতে আগ্রহী নয়, তাদের জ্ঞান কখনই পূর্ণ নয়। এই দৃশ্য-জগতে এমন কোন বস্তু নেই, যা পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তিজাত নয়। মাটির সুগন্ধ আহরণ করে সুগন্ধ দ্রব্য তৈরি করা হয় এবং তা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তার আদি কারণ হচ্ছে মাটি, অন্য কিছু নয়। মাটি থেকে তৈরি জলের কলসি কিছুকালের জন্য জল বহন করার কার্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু চরমে সেই জলের পাত্রটি মাটি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মৃৎপাত্র এবং তার মূল উপাদান মাটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা কেবল শক্তির রূপান্তর মাত্র। মূলত আদি উপাদানের কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাদের বৈচিত্র্য তার আনুষঙ্গিক ফল। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভনাং বিকারো নামধ্যেয়াং মৃত্তিকেত্যেব এব সত্যম্*। কেউ যদি মাটির কথা বিচার করেন, তাহলে তিনি স্বভাবতই মৃত্তিকাজাত সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন। তাই *বেদে* বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ এবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—কেউ যদি সর্ব-কারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সবকিছু জানা হয়ে যায়, যদিও সেগুলি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে পারে। আমরা যদি সবকিছুর আদি কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারি, তাহলে আর আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে অধ্যয়ন করতে হয় না। তাই প্রথমেই বলা হয়েছে *সত্যং পরং ধীমহি*। পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবে মনকে একাগ্র করতে হয়। বাসুদেব হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণরূপী পরমেশ্বর ভগবান। *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ*। এটিই ভেদাভেদ দর্শনের মূল কথা। দৃশ্য-জগৎ বাস্তব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তেমনই ভগবানের শক্তির প্রভাবেই সবকিছুর অস্তিত্ব, যদিও আমাদের অজ্ঞানতাবশত সবকিছুতে আমাদের ভগবৎ-দর্শন হয় না।

শ্লোক ৯

এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-
মসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে ।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে
যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিরুক্তম্**—ভ্রান্তভাবে বর্ণিত হয়ে; **ক্ষিতি-শব্দ**—'ক্ষিতি' শব্দটির; **বৃত্তম্**—অস্তিত্ব; **অসৎ**—মিথ্যা; **নিধানাৎ**—বিনাশের ফলে; **পরমাণবঃ**—পরমাণু; **যে**—যেই সমস্ত; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের ফলে; **মনসা**—মনে; **কল্পিতাঃ**—কল্পিত হয়েছে, **তে**—তারা; **যেষাম্**—যার; **সমূহেন**—সমষ্টির দ্বারা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **বিশেষঃ**—বিশেষ।

অনুবাদ

কেউ বলতে পারে যে, এই ভূলোকেই কেবল বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ড সামগ্রিকভাবে সত্য বলে প্রতীত হলেও চরমে তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু থেকে, কিন্তু সেই পরমাণুও অনিত্য। যদিও কোন কোন দার্শনিক এই ধারণা পোষণ করে, তবুও পরমাণু কখনই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নয়। পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে যে এই জড় জগতের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সত্য নয়।

তাৎপর্য

যারা পরমাণুবাদের সমর্থন করে তারা মনে করে যে, পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, পরমাণুর সৃষ্টি যে কিভাবে হয়েছে তা বৈজ্ঞানিকেরা বলতে পারে না। তাই, পরমাণু যে জগৎ সৃষ্টির কারণ তা স্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত মতবাদ মূর্খদের মতবাদ। প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষদের মত অনুসারে জগৎ সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন ভগবান। *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—তিনিই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।* শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি কারণ। *সর্বকারণকারণম্*। শ্রীকৃষ্ণ পরমাণু এবং জড়া প্রকৃতির কারণ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ (*ভগবদ্গীতা* ৭/৪)

পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান, আর মূর্খেরাই কেবল বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে অন্য কারণের অন্বেষণ করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ১০

এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্যদ্
অসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম-
নাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃশম্**—কৃশ; **স্থূলম্**—স্থূল; **অণুঃ**—ক্ষুদ্র; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **যৎ**—যা; **অসৎ**—অনিত্য; **চ**—এবং; **সৎ**—সত্তা; **জীবম্**—জীব; **অজীবম্**—জড়; **অন্যৎ**—অন্যান্য কারণ; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **স্বভাব**—প্রকৃতি; **আশয়**—আশয়; **কাল**—কাল; **কর্ম**—কর্ম; **নাম্না**—কেবল নামের দ্বারা; **অজয়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **অবেহি**—আপনার জানা উচিত; **কৃতম্**—কৃত; **দ্বিতীয়ম্**—দ্বৈত ভাব।

অনুবাদ

যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, তাই কৃশ, স্থূল, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কার্য, কারণ, চেতন, অচেতন যে সমস্ত বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, সে সবই কাল্পনিক। সেগুলি একই মাটির দ্বারা রচিত বিভিন্ন রূপ, এবং নামে মাত্রই সেগুলি ভিন্ন। দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল এবং কর্মের দ্বারা বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়। আপনার জানা উচিত যে, সেগুলি কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা রচিত যান্ত্রিক অভিব্যক্তি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই জড় জগতের অনিত্য প্রকাশ এবং বৈচিত্র্য জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি—*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । কখনও কখনও প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াকে আমরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলে দাবি করে কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করি এবং ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করি। তার বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে, *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে* —অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে জড় জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের প্রকৃতির

প্রভাবে আপনা থেকেই এই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরম পুরুষ ভগবানই হচ্ছেন পরম কারণ। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

তিনিই সর্ব কারণের পরম কারণ। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—*এবং সর্বং তথা প্রকৃত্বয়ে কল্পিতং বিষ্ণোরন্যৎ। এবং প্রকৃত্যাধারঃ স্বয়মনন্যাধারোবিষ্ণুরেব। অতঃ সর্বশব্দাশ্চ তস্মিন্নেব* । প্রকৃতপক্ষে পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কিন্তু মূর্খতাবশত মানুষেরা মনে করে যে, জড় পদার্থই হচ্ছে সবকিছুর কারণ।

রাজাগোপ্তাশ্রয়োভূমিঃ শরণং চেতি লৌকিকঃ ।
ব্যবহারো ন তৎ সত্যং তয়োর্ব্রহ্মাশ্রয়ো বিভুঃ ॥

কাল্পনিক অথবা বাহ্যিক স্তরে বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। সকলের প্রকৃত রক্ষক এবং আশ্রয় হচ্ছেন ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ, রাজা নয়।

গোপ্ত্রী চ তস্য প্রকৃতিস্তস্যা বিষ্ণুঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।
তব গোপ্ত্রী তু পৃথিবী নত্বং গোপ্তা ক্ষিতেঃ স্মৃতঃ ॥
অতঃ সর্বাশ্রয়শ্চৈব গোপ্তা চ হরিরীশ্বরঃ ।
সর্বশব্দাভিধেয়শ্চ শব্দবৃত্তের্হি কারণম্ ।
সর্বান্তরঃ সর্ববহিরেক এব জনার্দনঃ ॥

প্রকৃত রক্ষয়িত্রী হচ্ছেন জড়া প্রকৃতি, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রভু। তিনি সবকিছুর ঈশ্বর। ভগবান জনার্দন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় রূপেই প্রভু। তিনি বাণী এবং শব্দের দ্বারা ব্যক্ত সবকিছুর কারণ।

শিরসোধারতা যদ্বদ্গ্রীবায়াস্তদ্বদেব তু ।
আশ্রয়ত্বং চ গোপ্তৃত্বমন্যেষামুপচারতঃ ॥

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমগ্র সৃষ্টির আশ্রয়—*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৭)। সবকিছুই ব্রহ্মকে আশ্রয় করে রয়েছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিতে আশ্রিত, এবং সমস্ত গ্রহলোক ব্রহ্মাণ্ডের আকাশে আশ্রিত। প্রতিটি গ্রহে সমুদ্র, পর্বত, ভূখণ্ড ও রাজ্য রয়েছে, এবং প্রতিটি গ্রহ কত জীবকে আশ্রয় দান করছে। তারা সকলেই তাদের পা, কাঁধ, বক্ষ আদির দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই চরমে ভগবানের শক্তিতে আশ্রিত। তাই চরমে তাঁকে বলা হয় *সর্বকারণ-কারণম্* ।

শ্লোক ১১

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্ ।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ ১১ ॥

জ্ঞানম্—পরম জ্ঞান; **বিশুদ্ধম্**—নিষ্কলুষ; **পরম-অর্থম্**—জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রদানকারী; **একম্**—ঐক্যবদ্ধ; **অনন্তরম্**—অভ্যন্তর রহিত; **তু**—ও; **অবহিঃ**—বাহ্য রহিত; **ব্রহ্ম**—পরম; **সত্যম্**—পরম সত্য; **প্রত্যক্**—আভ্যন্তরীণ; **প্রশান্তম্**—যোগীদের দ্বারা আরাধিত শান্ত এবং স্নিগ্ধ পরমেশ্বর ভগবান; **ভগবৎ-শব্দ-সংজ্ঞম্**—সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নামের দ্বারা পরিচিত; **যৎ**—যা; **বাসুদেবম্**—বসুদেব তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **কবয়ঃ**—বিদ্বান পণ্ডিত; **বদন্তি**—বলেন।

অনুবাদ

তাহলে পরম সত্য কি? তার উত্তর হচ্ছে যে, অদ্বয় জ্ঞানই হচ্ছে পরম সত্য। তা জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত। তা আমাদের মুক্তি প্রদান করে। তা অদ্বয়, সর্বব্যাপ্ত এবং কল্পনার অতীত। সেই জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম। তারপর দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা, যাঁকে যোগীরা নির্মল অন্তঃকরণে দর্শন করার চেষ্টা করেন। চরমে, সেই পরম জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধি হয় পরম পুরুষ ভগবানরূপে। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা সেই পরম পুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা আদির পরম কারণ বাসুদেবরূপে বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—*যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা*। পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। *য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ*। আত্মা এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা হচ্ছে সেই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। *ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং*। যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব বলে বর্ণনা করা হয়, এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর থেকে অভিন্ন। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মহাজ্ঞানী

পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা তা বুঝতে পারেন। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৯)। প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার উৎস হচ্ছেন বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ। এই বাসুদেব হচ্ছেন *সর্বকারণ-কারণম্*, অর্থাৎ সর্ব-কারণের পরম কারণ। সেকথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রকৃত তত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু সেই পরমতত্ত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে, মানুষেরা কখনও কখনও সেই বিষ্ণুকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা অন্তর্যামী পরমাত্মা বলে বর্ণনা করে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বলা হয়েছে, *সত্যং পরং ধীমহি*—আমরা পরম সত্যের ধ্যান করি। সেই পরম সত্যকে এখানে *জ্ঞানং বিশুদ্ধং সত্যম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরম সত্য সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত। তা সর্বতোভাবে পারমার্থিক সিদ্ধি প্রদান করে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই পরম সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাত্মা এবং বাহ্য শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ। আমাদের মতো তাঁর দেহ এবং আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। কখনও কখনও তথাকথিত পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অবগত না হয়ে, কৃষ্ণের অন্তর এবং কৃষ্ণের বাহির ভিন্ন বলে বর্ণনা করে মানুষকে বিপথগামী করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*, তখন তথাকথিত পণ্ডিতেরা সেই কথার বিশ্লেষণ করে পাঠকদের উপদেশ দেয় যে, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না, অন্তরে যে কৃষ্ণ রয়েছেন তাঁর শরণাগত হতে হবে। তথাকথিত পণ্ডিত বা মায়াবাদীরা তাদের নগণ্য জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে মহাজনের শরণাগত হতে হয়। শ্রীগুরুদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন; তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৪/৩৪)

মহাজনের শরণাগত না হলে, কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না।

শ্লোক ১২

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা ।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ১২ ॥

রহূগণ—হে রাজা রহূগণ; **এতৎ**—এই জ্ঞান; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **ন যাতি**—প্রকাশিত হয় না; **ন**—না; **চ**—ও; **ইজ্যয়া**—শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মহৎ আয়োজনের দ্বারা; **নির্বপণাৎ**—অথবা সমস্ত জাগতিক কর্তব্য সমাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার দ্বারা; **গৃহাৎ**—আদর্শ গৃহস্থ-জীবন থেকে; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ছন্দসা**—ব্রহ্মচর্য পালন অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **নৈব**—না; **জলাগ্নি-সূর্যৈঃ**—জল, জ্বলন্ত অগ্নি অথবা প্রচণ্ড সূর্যকিরণে অবস্থানরূপ কঠোর তপস্যার দ্বারা; **বিনা**—রহিত; **মহৎ**—মহান ভক্তের; **পাদ-রজঃ**—শ্রীপাদ-পদ্মের ধূলি; **অভিষেকম্**—অভিষেক।

অনুবাদ

হে মহারাজ রহূগণ, মহাভাগবতের চরণরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানপ্রস্থ-আশ্রমে গৃহত্যাগ করার দ্বারা, সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের দ্বারা অথবা শীতের সময় জলমগ্ন হয়ে অথবা গ্রীষ্মে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রখর সূর্যকিরণে অবস্থান করে তপস্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য পন্থা থাকলেও, মহাভাগবতের কৃপার প্রভাবেই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

দিব্য আনন্দের প্রকৃত জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তই কেবল প্রদান করতে পারেন। *বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ*। কেবল বেদের নির্দেশ পালন করার ফলেই পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করা যায় না। শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে হয়—*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও কখনও মনে করে যে, গৃহে থেকে কেবল পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা

পরম সত্যকে বোঝা যায়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে তা সম্ভব নয়। এমনকি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য পালন করার দ্বারাও পরম সত্যকে জানা যায় না। তাঁকে জানার একমাত্র পন্থা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সেবা। তার ফলে অব্যর্থভাবে পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

শ্লোক ১৩

যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ১৩ ॥

যত্র—যেই স্থানে (মহান ভক্তদের উপস্থিতিতে); **উত্তম-শ্লোক-গুণ-অনুবাদঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের লীলা এবং মহিমা আলোচনা হয়; **প্রস্তূয়তে**—প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হয়; **গ্রাম্য-কথা-বিঘাতঃ**—যার ফলে বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; **নিষেব্যমাণঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করার ফলে; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **মুমুক্ষোঃ**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যারা অত্যন্ত আগ্রহী; **মতিম্**—ধ্যান; **সতীম্**—শুদ্ধ এবং সরল; **যচ্ছতি**—উদয় হয়; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

যে শুদ্ধ ভক্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা কারা? শুদ্ধ ভক্তদের সভায় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিষয়ের আলোচনার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তদের সভায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলার বিষয়েই আলোচনা হয়। সর্বান্তঃকরণে তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয়ে নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, সাযুজ্য মুক্তির প্রয়াসী মুমুক্ষুরাও তাঁদের মোক্ষবাসনা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে বাসুদেবের সেবার প্রতি আসক্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত কখনও সাংসারিক বিষয়ে আগ্রহী হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক বিষয়ের

কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। *গ্রাম্যবার্তা না কহিবে*—কখনও অনর্থক জড়-জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। এইভাবে কখনও সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। ভক্তের জীবনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া ভক্তের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে যাতে মানুষ দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় এবং মহিমা কীর্তনে যুক্ত থাকতে পারে। এই সংস্থার শিষ্যেরা ভোর ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর আলোচনায় অনর্থক সময় নষ্ট করার কোন সুযোগ থাকে না। এই সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয়গুলি আপনা থেকেই চলতে থাকবে। ভক্তের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে তিনি কিভাবে ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করবেন।

শ্লোক ১৪

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; **পুরা**—পূর্বে (আমার পূর্বজন্মে); **ভরতঃ নাম রাজা**—ভরত নামক রাজা; **বিমুক্ত**—মুক্ত; **দৃষ্ট-শ্রুত**—প্রত্যক্ষ অনুভব অথবা বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে স্বয়ং উপলব্ধি করার দ্বারা; **সঙ্গ-বন্ধঃ**—সঙ্গজনিত বন্ধন; **আরাধনম্**—পূজা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের; **ঈহমানঃ**—সর্বদা অনুষ্ঠান করে; **মৃগঃ অভবম্**—আমি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলাম; **মৃগ-সঙ্গাৎ**—হরিণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করার ফলে; **হত-অর্থঃ**—ভগবদ্ভক্তির বিধি উপেক্ষা করার ফলে।

অনুবাদ

পূর্বে এক জন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভরত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বৈদিক জ্ঞানের পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলাম। আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি হরিণ শাবকের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে

পড়েছিলাম যে, আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছিলাম। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি গভীর স্নেহের ফলে আমাকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণিত ঘটনাটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্*—মহাপুরুষের চরণ-ধূলিতে অভিষিক্ত না হলে কখনও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কেউ যদি সর্বদা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করে, তাহলে তার অধঃপতনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মূর্খ শিষ্য যখনই গুরুদেবকে লঙ্ঘন করে তাঁর স্থান অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা করে, তৎক্ষণাৎ তার অধঃপতন হয়। *যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি* । শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাহলে অবশ্যই সেই শিষ্যের আর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা সত্ত্বেও, ভরত মহারাজ যখন হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি গুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করেননি অথবা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেননি। তার ফলে তিনি হরিণটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পারমার্থিক কার্যসূচি বিস্মৃত হয়ে তিনি অধঃপতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর
কৃষ্ণার্চনপ্রভবা নো জহাতি ।
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো
বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥ ১৫ ॥

সা—সেই; **মাম্**—আমাকে; **স্মৃতিঃ**—পূর্বজন্মের কার্যকলাপের স্মৃতি; **মৃগ-দেহে**—হরিণ-শরীরে; **অপি**—যদিও; **বীর**—হে বীর; **কৃষ্ণ-অর্চন-প্রভবা**—শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবার প্রভাবে উৎপন্ন; **নো জহাতি**—চলে যায়নি; **অথো**—তাই; **অহম্**—আমি; **জন-সঙ্গাৎ**—সাধারণ মানুষের সঙ্গ থেকে; **অসঙ্গঃ**—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত; **বিশঙ্কমানঃ**—ভীত হয়ে; **অবিবৃতঃ**—অন্যের অগোচরে; **চরামি**—আমি বিচরণ করেছিলাম।

অনুবাদ

হে বীর রাজা, পূর্বে যে আমি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করেছিলাম, তার ফলে হরিণ-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও আমি আমার পূর্ব জীবনের সব কথা স্মরণ করতে পেরেছিলাম। যেহেতু আমার পূর্ব জীবনের অধঃপতনের কথা আমার মনে আছে, তাই আমি সাধারণ মানুষদের সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকি। তাদের বিষয়াসক্ত অসৎ-সঙ্গের ভয়ে ভীত হয়ে, সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪০)। মনুষ্য-জীবন থেকে পশু-জীবন প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যই এক মহা অধঃপতন, কিন্তু ভরত মহারাজের ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোন ভক্তের ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) উল্লেখ করা হয়েছে—*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*। মৃত্যুর সময় প্রকৃতির নিয়মে মন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হয়। তার ফলে পশুশরীর প্রাপ্ত হলেও ভক্তের ক্ষেত্রে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। ভরত মহারাজ যদিও হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর স্থিতি বিস্মৃত হননি। তার ফলে হরিণরূপেও তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁর অধঃপতনের কারণ স্মরণ করেছিলেন। তাই তিনি এক অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর ভগবৎ সেবা ব্যর্থ হয়নি।

শ্লোক ১৬

তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাত-
জ্ঞানাসিনেহৈব বিবৃক্নমোহঃ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং
লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ—তার ফলে; **নরঃ**—প্রত্যেক ব্যক্তি; **অসঙ্গ**—বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ থেকে বিরক্ত হয়ে; **সুসঙ্গ**—ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **জ্ঞান-অসিনা**—জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **এব**—এমনকি; **বিবৃক্ন-মোহঃ**—যাঁর মোহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তদীহা**—তাঁর কার্যকলাপের; **কথন-শ্রুতাভ্যাম্**—শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা; **লব্ধ-স্মৃতিঃ**—হারানো স্মৃতি ফিরে পায়; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **অতিপারম্**—অন্তিম লক্ষ্য; **অধ্বনঃ**—ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার মার্গ।

অনুবাদ

উত্তম ভক্তের সঙ্গ প্রভাবের ফলে যে কোন ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেন, এবং জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা জড় জগতের মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রবণ-কীর্তনের ফলে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে জীবের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত হয়, এবং এই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের ফলে, তিনি এই জীবনেই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, সর্বতোভাবে অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে হয়। এই সম্পর্কে কি করা কর্তব্য এবং কি করা কর্তব্য নয়, তার উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের ফলে সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরিত হয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই সেই সুযোগ দিচ্ছে। কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধনে যারা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, আমরা তাদের আশ্রয় দিচ্ছি। আমরা তাদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করছি, যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে, এই জীবনেই তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ রহূগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ' নামক পঞ্চম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

ব্রাহ্মণ জড় ভরত রাজা রহূগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে, তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আলঙ্কারিকভাবে ভবাটবীর বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জড় জগৎ একটি দুস্তর অরণ্যের মতো, যেখানে জীব মায়ার বশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অরণ্যে ছটি দস্যু (ষড়েন্দ্রিয়) এবং শৃগাল, নেকড়ে, সিংহ আদি (স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন) বহু মাংসাশী পশু রয়েছে, যারা সর্বদাই পরিবারের কর্তার রক্ত শোষণে উদ্‌গ্রীব। সেই অরণ্যের দস্যু এবং রক্ত-মাংস লোলুপ পশুরা একত্রে মিলিত হয়ে এই জড় জগতে মানুষের শক্তি শোষণ করে। এই অরণ্যে একটি তৃণাচ্ছাদিত গহ্বর রয়েছে যাতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অরণ্যে এসে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে জীব এই জড় জগতের সমাজ, মৈত্রী, প্রেম এবং পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয় খোঁজে। সেই অরণ্যে পথ হারিয়ে সে হিংস্র পশু-পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ইতস্তত ধাবিত হয়ে, কঠোর পরিশ্রমে অরণ্যমধ্যে সে বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। সে ক্ষণস্থায়ী সুখে কখনও মোহিত হয় আবার কখনও তথাকথিত দুঃখে মগ্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অরণ্যে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে সে কেবল ক্লেশই ভোগ করে। কখন সে একটি সর্পের দ্বারা (গভীর নিদ্রা) আক্রান্ত হয় এবং সেই সর্পের দংশনে চেতনা হারিয়ে তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়। কখনও সে পরস্ত্রীরূপ মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। সে রোগ, শোক এবং শীত ও গ্রীষ্ম আদির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইভাবে এই জড় জগৎরূপী অরণ্যে জীব সংসার-দুঃখ ভোগ করে। সুখভোগের আশায় জীব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে বিষয়াসক্ত মানুষ কখনই সুখী হতে পারে না। জড় কার্যকলাপে নিরন্তর যুক্ত হয়ে সে সর্বদাই বিচলিত হয়। সে ভুলে যায় যে, একদিন তাকে মরতে হবে। যদিও সে মায়ামুগ্ধ হয়ে

কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, তবুও সে জড় সুখের জন্য লালায়িত হয়। এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়।

জড় ভরতের কাছে এই উপদেশ শ্রবণ করে, মহারাজ রহূগণের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হয়েছিল। এইভাবে জড় ভরতের সঙ্গ প্রভাবে তিনি লাভবান হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মোহ ভঙ্গ হয়েছে, এবং তখন তিনি তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য জড় ভরতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। এই বৃত্তান্ত শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

ব্রাহ্মণ উবাচ

দুরত্যয়েঽধ্বন্যজয়া নিবেশিতো
রজস্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্মদৃক্ ।
স এষ সার্থোঽর্থপরঃ পরিভ্রমন্
ভবাটবীং যাতি ন শর্ম বিন্দতি ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন; **দুরত্যয়ে**—দুরতিক্রম্য; **অধ্বনি**—সকাম কর্মের পথে (এই জীবনের কর্মফল অনুসারে পরবর্তী জীবনে শরীর ধারণ করা, এবং এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়া); **অজয়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা; **নিবেশিতঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **রজঃ-তমঃ-সত্ত্ব-বিভক্ত-কর্ম-দৃক্**—যে বদ্ধ জীব প্রেয় সকাম কর্মসমূহ এবং তাদের ফলই কেবল দর্শন করে, যা সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের প্রভাব অনুসারে বিভক্ত; **সঃ**—তিনি; **এষঃ**—এই; **স-অর্থঃ**—ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ কর্মের আকাঙ্ক্ষা; **অর্থ-পরঃ**—ধন-সম্পদ লাভে আগ্রহী; **পরিভ্রমন্**—সর্বত্র ভ্রমণ করে; **ভব-অটবীম্**—ভব নামক অরণ্য অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **যাতি**—প্রবেশ করে; **ন**—না; **শর্ম**—সুখ; **বিন্দতি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞানী জড় ভরত বললেন—হে মহারাজ রহূগণ, জীব এই দুস্তর সংসার মার্গে ভ্রমণ করে, এবং বার বার জন্ম ও মৃত্যু বরণ করে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তিন প্রকার কর্মের ফলই কেবল দর্শন করে। সেই ফলগুলি হচ্ছে শুভ, অশুভ এবং

মিশ্র। এইভাবে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে একটি বণিকের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এবং লাভের আশায় বস্তু সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই জড় জগতে সে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ যে কত কঠিন এবং দুরতিক্রম্য তা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই পথটি যে কি রকম তা না জেনে মানুষ বিভিন্ন দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। তার ফলে সে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। কেউ মনে করতে পারে যে, একজন আমেরিকান, ভারতীয়, ইংরেজ অথবা জার্মান হওয়ার ফলে সে এই জন্মে খুব সুখী, কিন্তু পরবর্তী জন্মে তাকে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির একটি যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাকে তার কর্ম অনুসারে পরবর্তী শরীর ধারণ করতে হবে। জীব কোন বিশেষ শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়, এবং প্রতিবাদ করলেও কোন লাভ হয় না। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম। অবিদ্যাবশত জীব তার নিত্য আনন্দময় জীবনের কথা ভুলে গিয়ে মায়ার প্রভাবে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই জগতে সে কখনই সুখ অনুভব করতে পারে না, তবুও সুখভোগের আশায় সে কঠোর পরিশ্রম করে। তাকে বলা হয় মায়া।

শ্লোক ২

যস্যামিমে ষণ্নরদেব দস্যবঃ
সার্থং বিলুম্পন্তি কুনায়কং বলাৎ ।
গোমায়বো যত্র হরন্তি সার্থিকং
প্রমত্তমাবিশ্য যথোরণং বৃকাঃ ॥ ২ ॥

যস্যাম্—যাতে (সংসার অরণ্যে); **ইমে**—এই সমস্ত; **ষট্**—ছয়; **নরদেব**—হে রাজন্; **দস্যবঃ**—দস্যু; **স-অর্থম্**—বদ্ধ জীব; **বিলুম্পন্তি**—লুণ্ঠন করে, সর্বস্ব হরণ করে; **কুনায়কম্**—যারা তথাকথিত গুরুদের দ্বারা সর্বদা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **গোমায়বঃ**—শৃগালের মতো; **যত্র**—যেই অরণ্যে; **হরন্তি**—হরণ করে নেয়; **স-অর্থিকম্**—যে বদ্ধ-জীব জীবন ধারণের জন্য লাভের অন্বেষণ করে; **প্রমত্তম্**—আত্মহিত সম্বন্ধে অজ্ঞ উন্মাদ ব্যক্তি; **আবিশ্য**—হৃদয়ে প্রবেশ করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **উরণম্**—সুরক্ষিত ভেড়া; **বৃকাঃ**—বাঘ।

অনুবাদ

হে মহারাজ রহূগণ, এই সংসার-অরণ্যে ছয়টি অত্যন্ত প্রবল দস্যু রয়েছে। বদ্ধ জীব যখন জাগতিক লাভের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন এই ছয়টি দস্যু তাকে বিপথে পরিচালিত করে। এইভাবে বণিকরূপী বদ্ধ জীবকে বিভ্রান্ত করে সেই দস্যুরা তার অর্থ অপহরণ করে। বাঘ, শৃগাল এবং অন্যান্য হিংস্র পশু যেমন রক্ষকের আশ্রয় থেকে একটি মেষকে হরণ করে, ঠিক তেমনই পত্নী এবং সন্তান সেই বণিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নানাভাবে তাকে লুণ্ঠন করে।

তাৎপর্য

অরণ্যে বহু দস্যু এবং ডাকাত, বাঘ এবং শৃগাল রয়েছে। পত্নী এবং সন্তানদের শৃগালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গভীর রাত্রে শৃগালেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে, ঠিক তেমনই এই জড় জগতে পত্নী এবং সন্তানেরাও শৃগালের মতো ক্রন্দন করে। সন্তান বলে, "বাবা, আমি এটা চাই, আমাকে এটি দাও। আমি তোমার কত প্রিয় পুত্র।" অথবা পত্নী বলে, "আমি তোমার প্রিয় পত্নী। আমাকে এটি দাও। এখন এটির প্রয়োজন।" এইভাবে সংসারারণ্যে জীব দস্যু-তস্করদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, জীব বিপথে পরিচালিত হয়। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বিষ্ণু (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*)। ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য সকলেই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কেউই জানে না যে, প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করার জন্য অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে মানুষ ক্লাবে, বেশ্যালয়ে, পানশালায়, কসাইখানায় এবং এই ধরনের সমস্ত স্থানে তার কষ্টার্জিত ধন ব্যয় করে। পাপকর্মের ফলে সে সংসারমার্গে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে হয়। এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে সে কখনই সুখ পায় না।

শ্লোক ৩

প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বরে
কঠোরদংশৈর্মশকৈরুপদ্রুতঃ ।
ক্বচিত্তু গন্ধর্বপুরং প্রপশ্যতি
ক্বচিৎ ক্বচিচ্চাশুরয়োল্মুকগ্রহম্ ॥ ৩ ॥

প্রভূত—প্রচুর; **বীরুৎ**—লতার; **তৃণ**—নানা প্রকার ঘাসের; **গুল্ম**—ঘন ঝোপ; **গহ্বরে**—গভীর স্থানে; **কঠোর**—নিষ্ঠুর; **দংশৈঃ**—দংশনের দ্বারা; **মশকৈঃ**—মশকের দ্বারা; **উপদ্রুতঃ**—উপদ্রুত; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **তু**—কিন্তু; **গন্ধর্ব-পুরম্**—গন্ধর্বদের দ্বারা সৃষ্ট একটি অলীক প্রাসাদ; **প্রপশ্যতি**—দর্শন করে; **ক্বচিৎ**—এবং কখনও কখনও; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **আশুরয়**—অতি দ্রুত; **উল্মুক**—উল্কার মতো; **গ্রহম্**—পিশাচ।

অনুবাদ

এই বনে অসংখ্য তৃণ, গুল্ম ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন গহ্বর রয়েছে। সেই সমস্ত গহ্বরে বদ্ধ জীব সর্বদা মশক সদৃশ দুর্জনদের উপদ্রবে পীড়িত হয়। কখনও কখনও সে সেই অরণ্যে এক অলীক প্রাসাদ দর্শন করে, এবং কখনও কখনও সে আকাশে উল্কার মতো পিশাচদের দর্শন করে বিভ্রান্ত হয়।

তাৎপর্য

গৃহস্থালি প্রকৃতপক্ষে সকাম কর্মের একটি গহ্বর। জীবিকা উপার্জন করার জন্য জীবকে বিভিন্ন কলকারখানায় এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয়, এবং কখনও কখনও উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য মানুষ বড় বড় যজ্ঞ করে। আর তা ছাড়া সকলকেই অন্তত জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন না কোন বৃত্তিতে কাজ করতে হয়। তখন তাদের বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, যাদের আচরণ মশকের দংশনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার ফলে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যেও মানুষ কল্পনা করে যে, সে একটি বিশাল গৃহ নির্মাণ করবে যেখানে সে চিরকাল সুখে বাস করবে, যদিও সে জানে যে তা কখনও সম্ভব নয়। স্বর্ণকে আকাশে উল্কার মতো দ্রুতগামী পিশাচীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে চলে যায়। সাধারণত কর্মীরা স্বর্ণ বা অর্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু এখানে ভূত-প্রেতের সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধি-
স্ততস্ততো ধাবতি ভো অটব্যাম্ ।
ক্বচিচ্চ বাত্যোত্থিতপাংসুধূম্রা
দিশো ন জানাতি রজস্বলাক্ষঃ ॥ ৪ ॥

নিবাস—বাসস্থান; **তোয়**—জল; **দ্রবিণ**—ঐশ্বর্য; **আত্মবুদ্ধিঃ**—যে জড় বস্তুকে আত্মা বা তার স্বরূপ বলে মনে করে; **ততঃ ততঃ**—ইতস্তত; **ধাবতি**—ধাবিত হয়; **ভোঃ**—হে রাজন্; **অটব্যাম্**—এই সংসাররূপ অরণ্যের পথে; **ক্বচিৎ চ**—এবং কখনও কখনও; **বাত্যা**—ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা; **উত্থিত**—উত্থিত; **পাংসু**—ধূলির দ্বারা; **ধূম্রাঃ**—ধূম্র বর্ণ; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **ন**—না; **জানাতি**—জানে; **রজঃ-বল-অক্ষঃ**—যার চক্ষু ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে অথবা যে রজস্বলা পত্নীর দ্বারা মোহিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই সংসার-অরণ্যের পথে গৃহ, ধন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত সেই বণিক এই সংসার-অরণ্যে সাফল্য লাভের আশায় ইতস্তত ধাবমান হয়। কখনও তার চক্ষু ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিতে আচ্ছাদিত হয়, অর্থাৎ, তার পত্নীর রূপে মোহিত হয়ে, বিশেষ করে তার রজস্বলা অবস্থায়, সে কামান্ধ হয়। এইভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কি করছে তা সে দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে গৃহস্থ-জীবনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে স্ত্রী, কারণ মৈথুন-সুখই গৃহস্থ-জীবনের কেন্দ্র—*যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্* । বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে। জড়-জাগতিক জীবনে তার একমাত্র সুখ হচ্ছে মৈথুন। তাই কর্মীরা বান্ধবী অথবা পত্নীরূপে স্ত্রীলোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বস্তুতপক্ষে যৌন অনুপ্রেরণা ছাড়া তারা কোন কিছুই করতে পারে না। এই অবস্থায় পত্নীকে ঘূর্ণিবায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বিশেষ করে তার রজস্বলা অবস্থায়। যারা নিষ্ঠা সহকারে গৃহস্থ-জীবনের বিধিবিধান পালন করে, তারা কেবল মাসে একবার, রজঃকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পত্নীগমন করে। সে যখন সেই অবসরের প্রতীক্ষা করে, তখন তার পত্নীর সৌন্দর্যের দ্বারা তার চক্ষু মোহিত হয়। তাই বলা হয়েছে যে, ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির দ্বারা তার চক্ষু আচ্ছাদিত হয়। এই প্রকার কামার্ত ব্যক্তি জানে না যে, তার সমস্ত কার্যকলাপ বিভিন্ন দেবতারা দর্শন করছে, বিশেষ করে সূর্যদেব, এবং তার সমস্ত কর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্তির জন্য। যেহেতু জড় জগতে জ্যোতি আসে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র থেকে, তাই এই বিজ্ঞানটিকে বলা হয় জ্যোতি-শাস্ত্র। জ্যোতির গণনার দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানা যায়। অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা আদি সমস্ত

জ্যোতিষ্ক বদ্ধ জীবের কার্যকলাপের সাক্ষী। তার ফলে সে বিশেষ ধরনের শরীর প্রাপ্ত হয়। যে কামার্ত ব্যক্তির চক্ষু সংসার-জীবনের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিকণার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, সে মোটেই ভেবে দেখে না যে তার সমস্ত কার্যকলাপ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র দর্শন করছে এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে। তা না জানার ফলে, বদ্ধ জীব তার কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নানা প্রকার পাপকার্য করে।

শ্লোক ৫

অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূল
উলূকবাগ্‌ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা ।
অপুণ্যবৃক্ষান্ শ্রয়তে ক্ষুধার্দিতো
মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

অদৃশ্য—অদৃশ্য; **ঝিল্লী**—ঝিঁ ঝিঁ পোকা; **স্বন**—শব্দের দ্বারা; **কর্ণ-শূল**—কাণের ব্যথা; **উলূক**—পেঁচার; **বাগ্‌ভিঃ**—কণ্ঠস্বরে; **ব্যথিত**—অত্যন্ত বিচলিত; **অন্তরাত্মা**—মন এবং হৃদয়; **অপুণ্য-বৃক্ষান্**—পুণ্যহীন বৃক্ষসমূহ যাতে ফুল অথবা ফল হয় না; **শ্রয়তে**—সে আশ্রয় গ্রহণ করে; **ক্ষুধ**—ক্ষুধার থেকে; **অর্দিতঃ**—কষ্ট; **মরীচি-তোয়ানি**—মরীচিকা; **অভিধাবতি**—সে ধাবিত হয়; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

ভবাটবীতে ভ্রমণ করতে করতে বদ্ধ জীব অদৃশ্য ঝিল্লীর কঠোর শব্দ শুনতে পায়, এবং তার ফলে তার কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কখনও কখনও পেঁচার কর্কশ শব্দে তার হৃদয় ব্যথিত হয়, যা হচ্ছে তার শত্রুদের কঠোর দুরুক্তি। ক্ষুধার্ত হয়ে সে কখনও কখনও এমন বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে কোন ফল অথবা ফুল হয় না, এবং তার ফলে সে কষ্টভোগ করে। তৃষ্ণার্ত হয়ে সে জলের আশায় মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, *ভাগবত* দর্শন তাদের জন্য যারা সম্পূর্ণরূপে মাৎসর্যশূন্য হতে পেরেছে (*পরমো নির্মৎসরাণাম্*)। জড় জগৎ ঈর্ষাপরায়ণ মানুষে পূর্ণ। এমনকি তার নিকট-আত্মীয়েরাও তার অসাক্ষাতে তার নিন্দা করে। অরণ্যে

ঝিল্লীরবের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাকে দেখা না গেলেও তার ডাক শোনা যায় এবং তার ফলে কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, তখন তাকে সর্বদা আত্মীয়-স্বজনদের অপ্রিয় কথা শুনতে হয়। এটিই হচ্ছে এই জগতের ধর্ম। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের নিন্দাজনিত ক্লেশ এড়ানো যায় না। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে মানুষ কখনও কখনও পাপী ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু সে তাকে সাহায্য করতে পারে না কারণ তার বুদ্ধি নেই। এইভাবে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়। তা ঠিক জলের অন্বেষণে মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হওয়ার মতো, এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে কোন লাভ হয় না। মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে বদ্ধ জীব নানাভাবে কষ্টভোগ করে।

শ্লোক ৬

ক্বচিদ্বিতোয়াঃ সরিতোঽভিযাতি
পরস্পরং চালষতে নিরন্ধঃ ।
আসাদ্য দাবং ক্বচিদগ্নিতপ্তো
নির্বিদ্যতে ক্ব চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ ॥ ৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **বিতোয়াঃ**—অগভীর জলে; **সরিতঃ**—নদী; **অভিযাতি**—স্নান করতে যায় অথবা ঝাঁপ দেয়; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **চ**—এবং; **আলষতে**—বাসনা করে; **নিরন্ধঃ**—অন্নহীন হওয়ার ফলে; **আসাদ্য**—অনুভব করে; **দাবম্**—সংসাররূপী দাবানল; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অগ্নি-তপ্তঃ**—অগ্নিদগ্ধ; **নির্বিদ্যতে**—হতাশ হয়; **ক্ব**—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **যক্ষৈঃ**—দস্যু-তস্কর সদৃশ রাজাদের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **অসুঃ**—প্রাণতুল্য ধন-সম্পদ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও কখনও অগভীর নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে দুঃখ পায়, অথবা অন্নাভাবে নির্দয় ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করে। কখনও কখনও সে সংসার-দাবানলে দগ্ধ হয়, এবং কখনও কখনও যক্ষসদৃশ রাজারা কর গ্রহণের নামে যখন তার প্রাণতুল্য ধনসম্পদ অপহরণ করে, তখন সে দুঃখে ম্রিয়মান হয়।

তাৎপর্য

প্রখর সূর্যকিরণে তপ্ত হয়ে কখনও কখনও মানুষ তাপ উপশমের জন্য নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে যদি অগভীর হয়, তাহলে তাতে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। বদ্ধ জীব সর্বদাই নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করে। কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা করা ঠিক শুষ্ক নদীতে ঝাঁপ দেওয়ারই মতো হয়। সেই প্রচেষ্টার ফলে তার কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে যাওয়ার মতো তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। কখনও কখনও অন্নাভাবে সে এমন মানুষের কাছে যায়, যাদের দান দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথবা ইচ্ছা নেই। কখনও কখনও সে দাবানল সদৃশ গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করে (*সংসার-দাবানল-লীঢ়লোক*)। সরকার যখন কারোর উপর প্রচুর কর ধার্য করে, তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। প্রবল কর ধার্য হওয়ার ফলে সে তার আয় লুকাতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের প্রতিনিধিরা এতই সতর্ক এবং বলবান যে তারা তার সমস্ত ধন-সম্পদ জোর করে আত্মসাৎ করে নেয়, এবং তার ফলে বদ্ধ জীব অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

এইভাবে মানুষ জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা দাবানলের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করার মতো। কাউকেই বনে গিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় না; দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। তেমনই, গৃহস্থ-জীবনে অথবা সংসার-জীবনে কেউই অসুখী হতে চায় না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সকলকেই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হতে বাধ্য হতে হয়। নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কারোর উপর নির্ভরশীল হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক; তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে, সকলকেই স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করা উচিত। শূদ্রেরাই কেবল স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করতে অক্ষম। তাই তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কারোর সেবা করতে হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*কলৌ শূদ্র-সম্ভবাঃ*। কলিযুগে সকলকেই তাদের দেহের ভরণ-পোষণের জন্য অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই সকলকেই শূদ্র বলা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগের সরকার কর ধার্য করবে কিন্তু তার বিনিময়ে নাগরিকদের কোন কল্যাণ সাধন করবে না। *অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ* । এই যুগে অনাবৃষ্টি হবে; তার ফলে অন্নাভাব দেখা দেবে, এবং প্রজারা সরকারের কর জোগাতে গিয়ে অত্যন্ত পীড়িত হবে। তার ফলে প্রজারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে না পেরে, তাদের বাড়িঘর ছেড়ে হতাশ হয়ে বনবাসী হবে।

শ্লোক ৭

শূরৈর্হৃতস্বঃ ক্ব চ নির্বিণ্ণচেতাঃ
শোচন্ বিমুহ্যন্নুপযাতি কশ্মলম্ ।
ক্বচিচ্চ গন্ধর্বপুরং প্রবিষ্টঃ
প্রমোদতে নির্বৃতবন্মুহূর্তম্ ॥ ৭ ॥

শূরৈঃ—অত্যন্ত প্রবল শত্রুর দ্বারা; **হৃতস্বঃ**—যার সমস্ত ধন-সম্পদ অপহৃত হয়েছে; **ক্ব চ**—কখনও কখনও; **নির্বিণ্ণ-চেতাঃ**—অত্যন্ত ব্যথিত এবং বিষণ্ণ হৃদয়; **শোচন্**—গভীর শোক; **বিমুহ্যন্**—বিমোহিত হয়ে; **উপযাতি**—প্রাপ্ত হয়; **কশ্মলম্**—অচেতন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—ও; **গন্ধর্ব-পুরম্**—অরণ্যে অলীক নগরী; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **প্রমোদতে**—আনন্দ উপভোগ করে; **নির্বৃত-বৎ**—সফল ব্যক্তির মতো; **মুহূর্তম্**—কেবল ক্ষণিকের জন্য।

অনুবাদ

কখনও কখনও ঊর্ধ্বতন বা অধিক বলবান ব্যক্তি জীবের সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়। তখন সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার সেই হারানো ধন-সম্পদের জন্য শোক করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে এক বিশাল প্রাসাদ-নগরীর কল্পনা করে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে সেখানে সুখে বাস করার বাসনা করে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী বলে মনে করে, কিন্তু সেই তথাকথিত সুখ কেবল ক্ষণিকের জন্যই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গন্ধর্বপুরম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও কখনও অরণ্যে এক বিশাল প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাসাদের অস্তিত্ব কেবল কল্পিত। তাকে বলা হয় *গন্ধর্বপুর*। এই সংসাররূপ অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও বিশাল প্রাসাদ অথবা গগনচুম্বী অট্টালিকার কল্পনা করে। সেখানে চিরকাল তার পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত শান্তিতে বসবাস করার স্বপ্ন দেখে সে কেবল তার শক্তিরই অপচয় করে। প্রকৃতির নিয়মে তা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হয় না। সে যখন এই প্রকার প্রাসাদে প্রবেশ করে, তখন সাময়িকভাবে সে নিজেকে অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে, যদিও তার সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী। তার সেই সুখ কয়েক বছরের জন্য স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু যেহেতু প্রাসাদের মালিককে মৃত্যুর সময় প্রাসাদটি ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাই চরমে তাকে সবকিছুই হারাতে হবে। সংসার-জীবনের

এটিই রীতি। বিদ্যাপতি এই প্রকার সুখের বর্ণনা করে বলেছেন, "*তাতল সৈকতে, বারি-বিন্দুসম।*" প্রচণ্ড সূর্যকিরণে মরুভূমি উত্তপ্ত হয়, এবং সেই মরুভূমির তাপ শীতল করতে হলে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়—কোটি কোটি গ্যালন। কিন্তু একবিন্দু জলে কি লাভ হবে? জলের অবশ্যই মূল্য আছে, কিন্তু একফোঁটা জল মরুভূমির তাপ কমাতে পারে না। এই জড় জগতে প্রত্যেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু উত্তাপ অতি প্রচণ্ড। আকাশকুসুম প্রাসাদের কল্পনা করে তাতে কি লাভ হবে? বিদ্যাপতি তাই গেয়েছেন—*তাতল সৈকতে, বারি-বিন্দুসম, সুত-মিত-রমণী-সমাজে*। পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসার-জীবনের সুখের তুলনা করা হয়েছে রবিতপ্ত মরুভূমিতে একবিন্দু জলের সঙ্গে। সমগ্র জড় জগৎ সুখভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত, কারণ সুখ জীবের স্বাভাবিক অধিকার। দুর্ভাগ্যবশত, জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে জীব জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যদি কেউ কিছুকালের জন্যও সুখী হয়, তাহলে তার প্রবল শত্রু তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ীর হঠাৎ পথের ভিখারী হয়ে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংসারের এমনই রীতি যে, মূর্খ মানুষেরা এই জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের আত্ম-উপলব্ধির কর্তব্য বিস্মৃত হয়।

শ্লোক ৮

চলন্ ক্বচিৎ কণ্টকশর্করাঙ্ঘ্রি-
র্নগারুরুক্ষুর্বিমনা ইবাস্তে ।
পদে পদেঽভ্যন্তরবহ্নিনার্দিতঃ
কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায় ॥ ৮ ॥

চলন্—ভ্রমণ করতে করতে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কণ্টক-শর্কর**—কণ্টক এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে; **অঙ্ঘ্রিঃ**—যার পা; **নগ**—পর্বত; **আরুরুক্ষুঃ**—আরোহণ করার বাসনায়; **বিমনাঃ**—হতাশ হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **আস্তে**—হয়; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে; **অভ্যন্তর**—উদরে; **বহ্নিনা**—জঠরাগ্নির দ্বারা; **অর্দিতঃ**—পরিশ্রান্ত এবং মর্মাহত হয়ে; **কৌটুম্বিকঃ**—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করে যে ব্যক্তি; **ক্রুধ্যতি**—ক্রুদ্ধ হয়; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **জনায়**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি।

অনুবাদ

কখনও কখনও সেই বণিক পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাদুকার অভাবে তার পা কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হয়। তখন সে অত্যন্ত ব্যথিত

হয়। কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি কখনও কখনও ক্ষুধায় পীড়িত হয়, এবং তার সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

উচ্চাভিলাষী বদ্ধ জীব তার পরিবার-সহ এই জড় জগতে অত্যন্ত সুখী হতে চায়, কিন্তু তার অবস্থা ঠিক কাঁটা এবং কাঁকরে পূর্ণ পাহাড়ে আরোহণ-অভিলাষী পথিকের মতো। পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে সুখ লাভের প্রত্যাশা হচ্ছে তপ্ত মরুভূমিতে এক বিন্দু জলের মতো। কেউ সমাজে অত্যন্ত মহান অথবা শক্তিশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, কিন্তু তা ঠিক কণ্টকাকীর্ণ পর্বতে আরোহণ করার প্রচেষ্টার মতো। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পর্বতের সঙ্গে পরিবারের তুলনা করেছেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সুখী হওয়ার বাসনা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কণ্টকাকীর্ণ পর্বতে আরোহণ করার প্রচেষ্টারই মতো। পরিবারের সকলের সন্তুষ্টি বিধান করার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, শতকরা ৯৯.৯ ভাগ মানুষই পারিবারিক জীবনে অসুখী। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তো পরিবারের সদস্যদের অসন্তোষের ফলে, পারিবারিক জীবন প্রকৃতপক্ষে লুপ্ত হয়ে গেছে। বহু বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে, এবং অসন্তুষ্ট সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতা-মাতার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই কলিযুগে পারিবারিক জীবনে ক্রমশ অবক্ষয় হচ্ছে। সকলেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কারণ সেটি স্বাভাবিক। পরিবারের ভরণ-পোষণ করার মতো যথেষ্ট অর্থ থাকলেও পারিবারিক জীবনে কেউই সুখী নয়। তাই বর্ণাশ্রম-ধর্মে পঞ্চাশ বছর বয়সে সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে—*পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*। পঞ্চাশ বছর বয়স হলে, স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে অথবা বনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই নির্দেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৫)—

তৎসাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥

বনে বনে ঘুরে বেড়ালেই কোন লাভ হয় না। বৃন্দাবনের বনে গিয়ে গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করতে হয়। তার ফলেই সুখী হওয়া যায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ তাই কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির তৈরি করেছে, যাতে এই সংস্থার সদস্যেরা এবং অন্যেরাও সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তা

মানুষকে চিন্ময় জগতে উন্নীত হতে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সাহায্য করবে। এই শ্লোকে *কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায়* বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মন যখন নানাভাবে বিচলিত হয়, তখন সে তার হতভাগ্য স্ত্রী-পুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে সন্তুষ্ট হয়। স্ত্রী-পুত্রেরা স্বভাবতই পিতার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু পিতা যথাযথভাবে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে না পারার ফলে, মানসিক কষ্টে বিচলিত হয়ে অনর্থক পরিবারের সদস্যদের তিরস্কার করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/২/৯) বর্ণনা করা হয়েছে—*আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্*। পারিবারিক জীবনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, মানুষ বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্নই যদি হতে হয়, তাহলে স্বেচ্ছায় কেন তা করা হবে না? সুসংবদ্ধভাবে বিচ্ছেদ বলপূর্বক বিচ্ছেদ থেকে শ্রেয়। বলপূর্বক বিচ্ছেদের ফলে কেউ সুখী হতে পারে না, কিন্তু পরস্পরের অনুমতিক্রমে অথবা বৈদিক প্রথা অনুসারে, কোন এক বিশেষ বয়সে পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই কেবল যথাযথভাবে সুখী হওয়া যায়। তার ফলে মানুষের জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৯

ক্বচিন্নিগীর্ণোঽজগরাহিনা জনো
নাবৈতি কিঞ্চিদ্বিপিনেঽপবিদ্ধঃ।
দষ্টঃ স্ম শেতে ক্ব চ দন্দশূকৈ-
রন্ধোঽন্ধকূপে পতিতস্তমিস্রে ॥ ৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **নিগীর্ণঃ**—গিলে ফেলে; **অজগর-অহিনা**—অজগর সর্পের দ্বারা; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **ন**—না; **অবৈতি**—বুঝতে পারে; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **বিপিনে**—অরণ্যে; **অপবিদ্ধঃ**—দুঃখরূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ; **দষ্টঃ**—দংশিত হয়ে; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **শেতে**—শয়ন করে; **ক্ব চ**—কখনও কখনও; **দন্দ-শূকৈঃ**—অন্য সর্পের দ্বারা; **অন্ধঃ**—অন্ধ; **অন্ধকূপে**—অন্ধকূপে; **পতিতঃ**—পতিত; **তমিস্রে**—নারকীয় জীবনে।

অনুবাদ

ভবাটবীতে বদ্ধ জীবাত্মাকে কখনও কখনও অজগর সর্প গিলে ফেলে। তখন সে মৃত ব্যক্তির মতো অচেতন এবং অজ্ঞান অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে থাকে।

কখনও অন্যান্য বিষধর সর্পেরা তাকে দংশন করে। বিবেকরহিত হওয়ার ফলে সে নারকীয় জীবনের অন্ধকূপে পতিত হয়, যেখানে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা তার থাকে না।

তাৎপর্য

সর্প দংশনের ফলে মানুষ যখন অচেতন হয়, তখন দেহের বাইরে যে কি হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান থাকে না। এই অচেতন অবস্থা হচ্ছে গভীর নিদ্রার অবস্থা। তেমনই, বদ্ধ জীব প্রকৃতপক্ষে মায়ার কোলে নিদ্রা যাচ্ছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ?* মানুষ বুঝতে পারে না যে, প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম জ্ঞানরহিত হয়ে তারা এই জড় জগতে ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥

কঠোপনিষদে (১/৩/১৪) বলা হয়েছে, *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত*— "হে জীবাত্মা, তুমি এই জড় জগতে ঘুমিয়ে রয়েছ। এখন জেগে উঠে তোমার মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার কর।" নিদ্রিত অবস্থার অর্থ হচ্ছে অজ্ঞান। *ভগবদ্গীতায়* (২/৬৯) বলা হয়েছে, *যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী*—"সমস্ত জীবের কাছে যা রাত্রি, সংযত ব্যক্তির পক্ষে তা জেগে ওঠার সময়।" উচ্চতর গ্রহলোকেও সকলেই মায়ার বশীভূত। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউই আগ্রহী নয়। কালসর্প নামক নিদ্রিত অবস্থা বদ্ধ জীবকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করে রাখে, এবং তাই সে তার শুদ্ধ চেতনা হারিয়ে ফেলে। অরণ্যে বহু অন্ধকূপ রয়েছে, এবং কেউ যদি তাতে পড়ে যায়, তাহলে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। নিদ্রিত অবস্থায় বিভিন্ন পশুরা, বিশেষ করে সর্প তাকে নিরন্তর দংশন করে।

শ্লোক ১০

কর্হি স্ম চিৎ ক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বং-
স্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ ।
তত্রাতিকৃচ্ছ্রাৎ প্রতিলব্ধমানো
বলাদ্বিলুম্পন্ত্যথ তং ততোঽন্যে ॥ ১০ ॥

কর্হি স্ম চিৎ—কখনও কখনও; **ক্ষুদ্র**—অতি নগণ্য; **রসান্**—মৈথুনসুখ; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করে; **তৎ**—সেই রমণীদের; **মক্ষিকাভিঃ**—মৌমাছিদের দ্বারা অথবা পতি বা আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; **ব্যথিতঃ**—যন্ত্রণাভোগ করে; **বিমানঃ**—অপমানিত হয়; **তত্র**—তাতে; **অতি**—অত্যন্ত; **কৃচ্ছ্রাৎ**—ধন ব্যয় করার ফলে বহু কষ্টে; **প্রতিলব্ধমানঃ**—মৈথুনসুখ লাভ করে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **বিলুম্পন্তি**—অপহরণ করে; **অথ**—তারপর; **তম্**—ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু (স্ত্রী); **ততঃ**—তার থেকে; **অন্যে**—অন্য ব্যভিচারী ব্যক্তি।

অনুবাদ

কখনও কখনও অতি নগণ্য রতিসুখ উপভোগের জন্য সে অসতী রমণীর অন্বেষণ করে। তার সেই প্রচেষ্টায় সে সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অপমানিত এবং নির্যাতিত হয়। তার সেই প্রচেষ্টা ঠিক মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মতো। কখনও কখনও বহু অর্থ ব্যয় করে সে রতিসুখের জন্য পরদার লাভ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু সেই রমণীটিকে অন্য কোন লম্পট বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

অরণ্যে মৌচাক পাওয়া যায়। কখনও কখনও মানুষ সেই মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানব-সমাজে যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তারা কেবল স্ত্রীসম্ভোগরূপ মধু আস্বাদনের জন্য সংসাররূপ অরণ্যে থাকে। এই প্রকার লম্পটেরা কখনও এক স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তারা বহু স্ত্রী সম্ভোগ করতে চায়। তারা দিনের পর দিন বহু প্রচেষ্টার পর এই প্রকার রমণী লাভ করে, এবং কখনও কখনও এই প্রকার মধু আস্বাদনের চেষ্টা করার সময় তারা সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কঠোরভাবে নির্যাতিত হয়। বহু ধন ব্যয় করে কখনও তারা রতিসুখের জন্য পরস্ত্রী লাভ করে, কিন্তু অন্য কোন লম্পট এসে বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় অথবা শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে তাকে নিয়ে চলে যায়। এই সংসাররূপ অরণ্যে এই প্রকার রমণী-শিকার বৈধভাবে অথবা অবৈধভাবে চলছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সেই জন্য বর্জন করেন, এবং তার ফলে তারা বহু দুঃখ-কষ্ট এড়িয়ে যান। মানুষের বিবাহিত এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে এবং সেই জন্য দণ্ডভোগ না করে, মানুষ তার পত্নীর মাধ্যমে তার কামবাসনা চরিতার্থ করতে পারে।

শ্লোক ১১

ক্বচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষ-
প্রতিক্রিয়াং কর্তুমনীশ আস্তে ।
ক্বচিন্মিথো বিপণন্ যচ্চ কিঞ্চিদ্
বিদ্বেষমৃচ্ছত্যুত বিত্তশাঠ্যাৎ ॥ ১১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—ও; **শীত-আতপ-বাত-বর্ষ**—হাড়কাঁপানো শীত, কাঠফাটা রোদ, প্রচণ্ড ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টি; **প্রতিক্রিয়াম্**—প্রতিক্রিয়া; **কর্তুম্**—করার জন্য; **অনীশঃ**—অক্ষম হয়ে; **আস্তে**—দুঃখ-দুর্দশায় থাকে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **মিথঃ**—পরস্পর; **বিপণন্**—বিক্রি করে; **যৎ চ**—যা কিছু; **কিঞ্চিৎ**—স্বল্প পরিমাণ; **বিদ্বেষম্**—শত্রুতা; **ঋচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়; **উত**—বলা হয়; **বিত্ত-শাঠ্যাৎ**—কেবল ধনের জন্য পরস্পরকে বঞ্চনা।

অনুবাদ

কখনও কখনও জীব হাড়কাঁপানো শীত, প্রচণ্ড গরম, প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎপাতের প্রতিকার করার কার্যে ব্যস্ত থাকে। যখন সে তা করতে অক্ষম হয়, তখন সে প্রচণ্ড কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও ব্যবসা বাণিজ্যে সে অন্যের দ্বারা বঞ্চিত হয়। এইভাবে পরস্পরকে বঞ্চনা করার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জীবন-সংগ্রামের প্রচেষ্টার এটি একটি দৃষ্টান্ত। তার ফলে সমাজে শত্রুতার সৃষ্টি হয়, এবং এইভাবে সমাজ ঈর্ষাপরায়ণ মানুষে পূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন মানুষ অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, এবং এটিই হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের পন্থা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্মৎসর পরিবেশ সৃষ্টি করা। সকলের পক্ষে অবশ্য কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এক আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করতে পারে যেখানে কোন রকম মাৎসর্য নেই।

শ্লোক ১২

ক্বচিৎ ক্বচিৎ ক্ষীণধনস্তু তস্মিন্
শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ ।

যাচন্ পরাদপ্রতিলব্ধকামঃ
পারক্যদৃষ্টির্লভতেঽবমানম্ ॥ ১২ ॥

ক্বচিৎ ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **ক্ষীণ-ধনঃ**—সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে; **তু**—কিন্তু; **তস্মিন্**—সেই অরণ্যে; **শয্যা**—বিছানা; **আসন**—আসন; **স্থান**—বাসস্থান; **বিহার**—পরিবার-সহ উপভোগ করার; **হীনঃ**—রহিত হয়ে; **যাচন্**—ভিক্ষা করে; **পরাৎ**—অন্যদের (আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের) থেকে; **অপ্রতিলব্ধ-কামঃ**—বাসনা পূর্ণ না হওয়ায়; **পারক্য-দৃষ্টিঃ**—অন্যের ধন-সম্পদের জন্য লোলুপ হয়; **লভতে**—লাভ করে; **অবমানম্**—অপমান।

অনুবাদ

সংসার অরণ্যের পথে মানুষ কখনও ধনহীন হয়ে যায় এবং তার ফলে তার উপযুক্ত ঘর, বিছানা বা আসন থাকে না এবং সে যথাযথভাবে পারিবারিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। তাই সে অন্যদের কাছ থেকে অর্থ ভিক্ষা করতে যায়, কিন্তু ভিক্ষার ফলে যখন তার বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে ঋণ করতে চায় অথবা পরের সম্পদ অপহরণ করতে চায়। এইভাবে সে সমাজে অপমানিত হয়।

তাৎপর্য

ভিক্ষা, ঋণ অথবা অপহরণ—এই সংসারের স্বাভাবিক রীতি। মানুষ যখন অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে ভিক্ষা করে, ঋণ করে অথবা অপহরণ করে। ভিক্ষায় অকৃতকার্য হলে সে ঋণ করে। সে যখন ঋণ শোধ করতে না পারে, তখন সে চুরি করে, এবং যখন সে ধরা পড়ে, তখন সে অপমানিত হয়। এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের নিয়ম। এখানে কেউই খুব সৎ জীবন যাপন করতে পারে না; তাই ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভিক্ষা, ঋণ অথবা অপহরণের দ্বারা মানুষ তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে। এইভাবে এই সংসারে কেউই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গবৃদ্ধ-
বৈরানুবন্ধো বিবহন্মিথশ্চ ।

অধ্বন্যমুষ্মিন্নুরুকৃচ্ছ্রবিত্ত-
বাধোপসর্গৈর্বিহরন্ বিপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

অন্যোন্য—পরস্পরের সঙ্গে; **বিত্ত-ব্যতিষঙ্গ**—ধন বিনিময়ের দ্বারা; **বৃদ্ধ**—বর্ধিত; **বৈর-অনুবন্ধঃ**—শত্রুতা; **বিবহন্**—বিবাহ করে; **মিথঃ**—পরস্পর; **চ**—এবং; **অধ্বনি**—সংসার মার্গে; **অমুষ্মিন্**—তা; **উরু-কৃচ্ছ্র**—বহু কষ্টে; **বিত্ত-বাধ**—অর্থাভাবের দ্বারা; **উপসর্গৈঃ**—রোগের দ্বারা; **বিহরন্**—ভ্রমণ করে; **বিপন্নঃ**—সর্বতোভাবে বিপন্ন হয়।

অনুবাদ

আর্থিক লেনদেনের ফলে সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং চরমে শত্রুতায় পরিণত হয়। কখনও কখনও পতি-পত্নী জাগতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে অথবা রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে মরণাপন্ন হয়।

তাৎপর্য

এই সংসারে মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, এমনকি রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক প্রকার লেনদেন হয়। কিন্তু চরমে দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তেমনই বিবাহের সম্পর্কেও আর্থিক লেনদেনের ফলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আর তা ছাড়া মানুষ রোগ অথবা অর্থাভাবের ফলেও বিপন্ন হয়। আধুনিক যুগে প্রায় সব কয়টি দেশই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। চরমে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়, তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসলীলা শুরু হয় এবং মানুষ প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

শ্লোক ১৪

তাংস্তান্ বিপন্নান্ স হি তত্র তত্র
বিহায় জাতং পরিগৃহ্য সার্থঃ ।
আবর্ততেঽদ্যাপি ন কশ্চিদত্র
বীরাধ্বনঃ পারমুপৈতি যোগম্ ॥ ১৪ ॥

তান্ তান্—তারা সকলে; **বিপন্নান্**—বিভিন্নভাবে বিপন্ন হয়ে; **সঃ**—জীব; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **জাতম্**—নবজাত; **পরিগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **স-অর্থঃ**—স্বার্থান্বেষী জীব; **আবর্ততে**—এই অরণ্যে বিচরণ করে; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **ন**—না; **কশ্চিৎ**—তাদের কেউ; **অত্র**—এই অরণ্যে; **বীর**—হে বীর; **অধ্বনঃ**—সংসার-জীবনের মার্গ; **পারম্**—চরম লক্ষ্য; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হয়; **যোগম্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা।

অনুবাদ

হে রাজন্, সংসার-অরণ্যের মার্গে মানুষ প্রথমে তার পিতা-মাতাকে হারায়। তাদের মৃত্যুর পর সে তার নবজাত সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে সে জড়-জাগতিক উন্নতির পথে বিচরণ করে এবং কালক্রমে বিপন্ন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্তিম সময় পর্যন্ত সে বুঝতে পারে না কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে পারিবারিক জীবন হচ্ছে যৌনসুখ ভোগের একটি সংস্থান। *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৫)। মৈথুনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তান উৎপাদন করে এবং সন্তান-সন্ততিরাও বিবাহ করে সেই মৈথুন মার্গেই বিচরণ করে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, সন্তানেরা বিবাহ করে তাদের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে। এইভাবে বংশানুক্রমে জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত না হয়ে, একইভাবে তারা সংসার-মার্গে বিচরণ করতে থাকে। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের আধ্যাত্মিক পন্থা, যা চরমে ভক্তিযোগে পর্যবসিত হয়, তা কেউই গ্রহণ করতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। তার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত এই যুগে মানুষেরা সাধুসঙ্গ না করে তাদের একঘেয়ে পারিবারিক জীবনেই আসক্ত থাকতে চায়। তার ফলে তারা কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় মোহিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

শ্লোক ১৫

মনস্বিনো নির্জিতদিগ্গজেন্দ্রা
মমেতি সর্বে ভুবি বদ্ধবৈরাঃ ।
মৃধে শয়ীরন্ন তু তদ্‌ব্রজন্তি
যন্ন্যস্তদণ্ডো গতবৈরোঽভিযাতি ॥ ১৫ ॥

মনস্বিনঃ—মহা বলবান ব্যক্তি (মনোধর্মী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ); **নির্জিত-দিক্-গজেন্দ্রাঃ**—যারা দিগ্গজের মতো বলবান বীরদের পরাভূত করেছেন; **মম**—আমার (আমার জমি, আমার দেশ, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার ধর্ম); **ইতি**—এইভাবে; **সর্বে**—সমস্ত (মহান রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় নেতা); **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **বদ্ধ-বৈরাঃ**—যারা পরস্পর বৈরীভাব সৃষ্টি করেছে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **শয়ীরন্**—মৃত্যুবরণ করে ধরাশায়ী হয়েছে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের ধাম; **ব্রজন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **যৎ**—যা; **ন্যস্ত-দণ্ডঃ**—সন্ন্যাসী; **গত-বৈরঃ**—সমগ্র জগতে যার কোন শত্রু নেই; **অভিযাতি**—সেই সিদ্ধি লাভ করেন।

অনুবাদ

এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক বীর ছিল এবং রয়েছে যারা সমান শক্তিশালী শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু তবুও অজ্ঞানতাবশত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে তাদের নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তার উপর অধিকার বিস্তার করার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। মহাবীর অথবা বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে পরম পদ প্রাপ্ত হন, অধ্যাত্ম উপলব্ধির সেই পথ তারা অবলম্বন করতে পারে না।

তাৎপর্য

বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাদের সমশক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক শত্রুদের পরাস্ত করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সঙ্গে সর্বদা উপস্থিত থাকে যে প্রবল ইন্দ্রিয়রূপী শত্রু, তাদের তারা পরাভূত করতে পারে না। এই নিকটস্থ শত্রুকে পরাস্ত করতে অক্ষম হয়ে, তারা কেবল তাদের অন্যান্য শত্রুদের পরাস্ত করার চেষ্টা করে, এবং অবশেষে জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করে। তারা অধ্যাত্ম উপলব্ধির পথ গ্রহণ করে না বা সন্ন্যাসী হয় না। কখনও কখনও এই সমস্ত বড় বড় নেতারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে নিজেদের মহাত্মা বলে প্রচার করে, কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক শত্রুদের পরাস্ত করা। যেহেতু তারা "এটি আমার দেশ এবং এটি আমার পরিবার", এই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাদের জীবনের অপচয় করে, তাই তারা আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি সাধন করে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

শ্লোক ১৬

প্রসজ্জতি ক্বাপি লতাভুজাশ্রয়-
স্তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ ।
ক্বচিৎ কদাচিদ্ধরিচক্রতস্ত্রসন্
সখ্যং বিধত্তে বককঙ্কগৃধ্রৈঃ ॥ ১৬ ॥

প্রসজ্জতি—অত্যন্ত আসক্ত হয়; **ক্বাপি**—কখনও কখনও; **লতা-ভুজ-আশ্রয়ঃ**—যারা তাদের সুন্দরী পত্নীর লতাসদৃশ কোমল বাহুর আশ্রয় গ্রহণ করে; **তৎ-আশ্রয়**—যারা এই প্রকার লতার আশ্রয়ে আশ্রিত; **অব্যক্ত-পদ**—যে অস্পষ্ট স্বরে গান গায়; **দ্বিজ-স্পৃহঃ**—পাখির গান শোনার অভিলাষ করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কদাচিৎ**—কোন স্থানে; **হরি-চক্রতঃ ত্রসন্**—সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে; **সখ্যম্**—সখ্য; **বিধত্তে**—করে; **বক-কঙ্ক-গৃধ্রৈঃ**—বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে।

অনুবাদ

কখনও কখনও জীব সংসাররূপী অরণ্যে লতার আশ্রয় অবলম্বন করে এবং সেই লতাশ্রিত বিহঙ্গকুলের কলধ্বনি শ্রবণ করার বাসনা করে। সেই অরণ্যে সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে, সে বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে।

তাৎপর্য

সংসার-অরণ্যে বহু পশু-পক্ষী, বৃক্ষ এবং লতা রয়েছে। জীব কখনও কখনও লতার আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়; অর্থাৎ, পত্নীর লতাসদৃশ বাহুর আলিঙ্গনে সুখী হতে চায়। এই লতায় অনেক কূজনকারী পক্ষী থাকে; অর্থাৎ, সে তার পত্নীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু, বার্ধক্যে সে যখন আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে সিংহের গর্জনের সঙ্গে, তখন সেই সিংহের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সে ভণ্ড স্বামী, যোগী, অবতার, প্রবঞ্চক এবং প্রতারকদের শরণাপন্ন হয়। এইভাবে মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে সে তার জীবন ব্যর্থ করে। বলা হয়, *হরিং বিনা সৃতিং ন তরন্তি*—পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আসন্ন মৃত্যুর থেকে কখন রক্ষা পাওয়া যায় না। *হরি* শব্দটির অর্থ সিংহ এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ই। হরির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে অর্থাৎ মৃত্যুরূপী সিংহের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আশ্রয় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। অজ্ঞ মানুষেরা মৃত্যুর হাত থেকে

উদ্ধার পাওয়ার আশায় অভক্ত প্রবঞ্চক এবং প্রতারকদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সংসাররূপী অরণ্যে জীব প্রথমে পত্নীর লতাসদৃশ বাহুযুগলের আশ্রয়ে এবং তার মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে সুখী হতে চায়। তারপর সে তথাকথিত গুরু এবং সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করে, যাদের তুলনা করা হয়েছে বক, সারস এবং শকুনির সাথে। এইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন না করার ফলে উভয় দিকেই সে বঞ্চিত হয়।

শ্লোক ১৭

তৈর্বঞ্চিতো হংসকুলং সমাবিশ-
ন্নরোচয়ন্ শীলমুপৈতি বানরান্ ।
তজ্জাতিরাসেন সুনির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ
পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ ॥ ১৭ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা (তথাকথিত যোগী, স্বামী, অবতার, গুরুরূপী প্রতারক এবং প্রবঞ্চকদের দ্বারা); **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়ে; **হংস-কুলম্**—পরমহংস বা মহান ভক্তদের সঙ্গ; **সমাবিশন্**—সম্পর্ক স্থাপন করে; **অরোচয়ন্**—সন্তুষ্ট না হয়ে; **শীলম্**—তাদের আচরণ; **উপৈতি**—সমীপবর্তী হয়; **বানরান্**—বানরদের, যারা স্বভাবতই অসচ্চরিত্র লম্পট; **তৎ-জাতি-রাসেন**—এই প্রকার লম্পটদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের দ্বারা; **সুনির্বৃত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সুযোগের দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে; **পরস্পর**—পরস্পরের; **উদ্বীক্ষণ**—মুখ দর্শন করে; **বিস্মৃত**—যে ভুলে গেছে; **অবধিঃ**—জীবনের অন্ত।

অনুবাদ

এই সংসার-অরণ্যে তথাকথিত যোগী, স্বামী এবং অবতারদের কাছে বঞ্চিত হয়ে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে জীব প্রকৃত ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেব বা মহাভাগবতের নির্দেশ পালন করতে পারে না; এবং তাই সে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় স্ত্রীসঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ বানরদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মদ এবং মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করে সে সুখী হতে চায়। এইভাবে সে তার জীবনের অপচয় করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের মুখ দর্শন করে, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মূর্খ মানুষেরা অসৎ সঙ্গের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভগবদ্ভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সান্নিধ্যে আসে এবং সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে সে বিধিনিষেধ পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেবের উপদেশ পালন করতে পারে না। তাই সে ভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করে নেশাসক্ত মৈথুন পরায়ণ লাঙ্গুলহীন বানরসদৃশ মানুষদের কাছে ফিরে যায়। তথাকথিত অধ্যাত্মবাদীদের বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে বানরদের কখনও কখনও সাধুর মতো মনে হয়, কারণ তারা উলঙ্গ অবস্থায় বনের ফল-মূল খেয়ে থাকে, কিন্তু তাদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে বহু স্ত্রীবানর রেখে তাদের সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। কখনও কখনও তথাকথিত অধ্যাত্ম-জীবনের অন্বেষণকারী ব্যক্তিরা পারমার্থিক জীবনের অন্বেষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণভক্তের সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু তারা পারমার্থিক জীবনের বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে পারে না। তার ফলে তারা ভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়, এবং তাদের তুলনা করা হয় বানরদের সঙ্গে। পুনরায় তারা মৈথুন এবং নেশার জীবনে ফিরে গিয়ে, পরস্পরের মুখ দর্শন করে তৃপ্তি অনুভব করে। এইভাবে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্লোক ১৮

দ্রুমেষু রংস্যন্ সুতদারবৎসলো
ব্যবায়দীনো বিবশঃ স্ববন্ধনে ।
ক্বচিৎ প্রমাদাদ্‌গিরিকন্দরে পতন্
বল্লীং গৃহীত্বা গজভীত আস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

দ্রুমেষু—বৃক্ষে (অথবা বৃক্ষসদৃশ গৃহে যাতে বানর এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফ দেয়); **রংস্যন্**—উপভোগ করে; **সুত-দার-বৎসলঃ**—স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে; **ব্যবায়দীনঃ**—মৈথুনাসক্ত হওয়ার ফলে দুর্বল হৃদয়; **বিবশঃ**—পরিত্যাগ করতে অক্ষম; **স্ব-বন্ধনে**—কর্মফলের বন্ধনে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **প্রমাদাৎ**—আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে; **গিরি-কন্দরে**—পর্বতের গুহায়; **পতন্**—পতিত হয়ে; **বল্লীম্**—লতার শাখা; **গৃহীত্বা**—অবলম্বন করে; **গজ-ভীতঃ**—হস্তিসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে; **আস্থিতঃ**—সেই অবস্থায় থাকে।

অনুবাদ

জীব যখন একটি বানরের মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফালাফি করে বৃক্ষসদৃশ গৃহে কেবল মৈথুন-সুখের জন্য জীবনযাপন করে, তখন সে একটি গর্দভের মতো তার স্ত্রীর পদাঘাতে তাড়িত হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে অক্ষম হয়ে, সে অসহায়ের মতো পড়ে থাকে। কখনও কখনও সে দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে পর্বত-কন্দরে পতিত হওয়ার সঙ্গে। সেই পর্বত-গহ্বরে অবস্থিত হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, সে লতাবল্লী অবলম্বন করে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

এখানে গৃহস্থ-জীবনের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহস্থ-জীবন দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। সেই জীবনের একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে পত্নীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। মৈথুনের সময় স্ত্রী-গর্দভ যেভাবে পুরুষ-গর্দভকে পদপ্রহার করে, সেই ভাবে পত্নীও তাকে পদাঘাত করে। নিরন্তর মৈথুন পরায়ণ হওয়ার ফলে, সে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন সে হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, ঠিক একটি বানরের মতো সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা থেকে ঝুলতে থাকে।

শ্লোক ১৯

অতঃ কথঞ্চিৎ স বিমুক্ত আপদঃ
পুনশ্চ সার্থং প্রবিশত্যরিন্দম ।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নজয়া নিবেশিতো
ভ্রমঞ্জনোঽদ্যাপি ন বেদ কশ্চন ॥ ১৯ ॥

অতঃ—তা থেকে; **কথঞ্চিৎ**—কোন প্রকারে; **সঃ**—সে; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত; **আপদঃ**—বিপদ থেকে; **পুনঃ চ**—পুনরায়; **স-অর্থম্**—সেই জীবনে আগ্রহশীল হয়ে; **প্রবিশতি**—শুরু করে; **অরিম্-দম্**—হে শত্রুহন্তা রাজন্; **অধ্বনি**—সুখভোগের পথে; **অমুষ্মিন্**—সেই; **অজয়া**—মায়ার প্রভাবে; **নিবেশিতঃ**—মগ্ন হয়ে; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **অদ্য-অপি**—মৃত্যু পর্যন্ত; **ন বেদ**—বুঝতে পারে না; **কশ্চন**—কোন কিছু।

অনুবাদ

হে শত্রুহন্তা মহারাজ রহূগণ, জীবাত্মা যদি কোনক্রমে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়, তবুও সে পুনরায় মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য তার গৃহে ফিরে যায়, কারণ সেটিই হচ্ছে আসক্তির রীতি। এইভাবে ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে, জীব সংসার-অরণ্যে বিচরণ করতে থাকে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের রীতি। কেউ যখন মৈথুনাসক্ত হয়, তখন সে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে সে আর তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩১) বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—সাধারণত মানুষেরা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে, *ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁরা কেবল শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মই দর্শন করেন। বদ্ধ জীবেরা কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য মোটেই আগ্রহী হয় না। তারা কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মোহে মোহিত হয়ে, তথাকথিত নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, জড়-জগতের বন্ধনে চিরকাল আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ২০

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্ ॥ ২০ ॥

রহূগণ—হে মহারাজ রহূগণ; **ত্বম্**—আপনি; **অপি**—ও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অধ্বনঃ**—সংসার-মার্গে; **অস্য**—এই; **সংন্যস্তদণ্ডঃ**—অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে; **কৃত-ভূত-মৈত্রঃ**—সকলের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হয়ে; **অসৎ-জিত-আত্মা**—যার মন জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট নয়; **হরিসেবয়া**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **শিতম্**—তীক্ষ্ণধার; **জ্ঞান-অসিম্**—জ্ঞানরূপ তরবারি; **আদায়**—হাতে নিয়ে; **তর**—উত্তীর্ণ হোন; **অতি-পারম্**—পারমার্থিক জীবনের চরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে মহারাজ রহূগণ, আপনিও জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মায়ার শিকার হয়েছেন। তাই আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি আপনার রাজপদ এবং রাজদণ্ড পরিত্যাগ করুন যাতে আপনি সমস্ত জীবের সুহৃৎ হতে পারেন। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে আপনি ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ তরবারি গ্রহণ করুন, এবং তার দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করে ভবসাগরের পরপারে গমন করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জড় জগৎকে একটি মায়ার বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সকলেরই কর্তব্য—

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥

"এই বৃক্ষের প্রকৃত রূপ এই জগতে দর্শন করা যায় না। তার আদি, অন্ত অথবা মূল যে কোথায় তা কেউই বুঝতে পারে না। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সহকারে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা এই বৃক্ষটিকে ছেদন করা। তারপর যেখানে ফিরে গেলে আর এখানে ফিরে আসতে হয় না সেই স্থানের অন্বেষণ করে, সেখানে সবকিছুর আদি এবং অনাদিকাল ধরে যিনি সবকিছুর আশ্রয়, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/৩-৪)

শ্লোক ২১

রাজোবাচ

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্ ।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥ ২১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ রহূগণ বললেন; **অহো**—হায়; **নৃ-জন্ম**—মনুষ্যজন্ম; **অখিল-জন্ম-শোভনম্**—সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **জন্মভিঃ**—স্বর্গলোকে দেবতা আদি উচ্চতর যোনিতে জন্মগ্রহণ; **তু**—কিন্তু; **অপরৈঃ**—নিকৃষ্ট; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অমুষ্মিন্**—পরবর্তী জন্মে; **ন**—না; **যৎ**—যা; **হৃষীকেশ-যশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশের মহিমার দ্বারা; **কৃত-আত্মনাম্**—যাঁদের হৃদয় নির্মল; **মহা-আত্মনাম্**—প্রকৃত মহাত্মা; **বঃ**—আমাদের; **প্রচুরঃ**—পর্যাপ্ত; **সমাগমঃ**—সঙ্গ।

অনুবাদ

মহারাজ রহূগণ বললেন—এই মনুষ্যজন্ম সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গলোকে দেবজন্মও এই পৃথিবীতে মনুষ্য-জন্মের মতো উৎকৃষ্ট নয়। অতএব দেবত্ব লাভের কি প্রয়োজন? স্বর্গলোকে প্রচুর সুখভোগের সুযোগ থাকার ফলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য

মনুষ্যজন্ম আত্ম-উপলব্ধির এক মহান সুযোগ। কেউ উচ্চতর লোকে দেবতাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সেখানে অত্যধিক জড় সুখভোগের সুযোগ থাকার ফলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এমনকি এই পৃথিবীতেও যারা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তারা সাধারণত কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে চায় না। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করা। এই সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কামিনী এবং কাঞ্চন জড় আসক্তির প্রধান ভিত্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে ঐকান্তিকভাবে অভিলাষী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কামিনী-কাঞ্চনের মোহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা। কামিনী এবং কাঞ্চন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং যিনি তা করেন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। *সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়ণাঃ কথাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২৫)*। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই কেবল ভগবানের মহিমা আস্বাদন করা যায়। শুদ্ধ ভক্তের স্বল্প সঙ্গ প্রভাবেই ভগবদ্ধামের উদ্দেশে যাত্রা সফল হতে পারে।

শ্লোক ২২

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা ।
মৌহূর্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

ন—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ত্বৎ-চরণ-অব্জ-রেণুভিঃ**—আপনার চরণ-কমলের ধূলির দ্বারা; **হত-অংহসঃ**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত আমি; **ভক্তিঃ**—ভগবৎ-প্রেম; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে; **অমলা**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত; **মৌহূর্তিকাৎ**—ক্ষণিক; **যস্য**—যাঁর; **সমাগমাৎ**—যার আগমন এবং সঙ্গের দ্বারা; **চ**—ও; **মে**—আমার; **দুস্তর্ক**—মিথ্যা তর্কের; **মূলঃ**—মূল; **অপহতঃ**—সর্বতোভাবে বিনষ্ট; **অবিবেকঃ**—অজ্ঞান।

অনুবাদ

আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব যে অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ব্রহ্মারও দুর্লভ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। মুহূর্ত মাত্র আপনার সঙ্গ করার ফলে, আমি এখন সমস্ত কুতর্ক, অহঙ্কার এবং অবিবেক থেকে মুক্ত হয়েছি, যা জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ। আমি এখন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে নিশ্চিতভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাতের ফলে সেই সত্য নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। মহারাজ রহূগণ তৎক্ষণাৎ অসৎ সঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত তাঁর শিষ্যদের যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন তা এমনই প্রত্যয় উৎপাদন করে যে, তার ফলে অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি শিষ্যও তৎক্ষণাৎ দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৩

নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আবটুভ্যঃ ।

যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গা-
শ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্ ॥ ২৩ ॥

নমঃ—নমস্কার; **মহদ্ভ্যঃ**—মহাত্মাদের প্রতি; **অস্তু**—হোক; **নমঃ**—আমার নমস্কার; **শিশুভ্যঃ**—শিশুরূপী মহাত্মাদের; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **যুবভ্যঃ**—যুবকদের; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **আবটুভ্যঃ**—ব্রাহ্মণ বালকদের; **যে**—যাঁরা; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রহ্মজ্ঞদের; **গাম্**—পৃথিবী; **অবধূত-লিঙ্গাঃ**—বিভিন্ন বেশে যাঁরা তাঁদের পরিচয় গোপন করে রাখেন; **চরন্তি**—বিচরণ করেন; **তেভ্যঃ**—তাঁদের থেকে; **শিবম্ অস্তু**—সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক; **রাজ্ঞাম্**—(গর্বোদ্ধত) রাজাদের অথবা রাজবংশের।

অনুবাদ

আমি সেই মহাপুরুষদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা এই ধরাতলে শিশু, বালক, অবধূত অথবা মহান ব্রাহ্মণরূপে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা বিভিন্ন বেশে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখেন, তবুও আমি তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁদের কৃপায়, অপরাধী রাজন্যবর্গের মঙ্গল হোক।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন কারণ তিনি জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর শিবিকা বহন করিয়েছিলেন। তাই তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন, যদিও তাঁরা শিশুরূপে ক্রীড়ারত অথবা নিজেদের পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন। চতুঃসন পাঁচ বছর বয়স্ক বালকরূপে সর্বত্র বিচরণ করেন। তেমনই বহু ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ রয়েছেন, যাঁরা যুবক রূপে, শিশুরূপে অথবা অবধূত রূপে পৃথিবী পর্যটন করেন। সাধারণত রাজন্যবর্গ তাঁদের পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়ে, এই সমস্ত মহাপুরুষদের চরণে অপরাধ করেন। তাই মহারাজ রহূগণ তাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, যাতে অপরাধী রাজন্যবর্গ নরকে অধঃপতিত না হয়। কেউ যদি মহাপুরুষকে অপমান করে, তাহলে সেই মহাপুরুষ সেই অপরাধ গ্রহণ না করলেও, ভগবান তাকে ক্ষমা করেন না। মহারাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ করার পর, দুর্বাসা মুনি নিস্তার লাভের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে ক্ষমা করেননি; তাই মহারাজ অম্বরীষ একজন ক্ষত্রিয় গৃহস্থ হলেও, দুর্বাসা মুনিকে তাঁর চরণ-কমলে পতিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে হয়েছিল। বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের চরণে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য সর্বদা অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যেবমুত্তরামাতঃ স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ সিন্ধুপতয় আত্মসতত্ত্বং বিগণয়তঃ পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্য রহূগণেন সকরুণমভিবন্দিতচরণ আপূর্ণার্ণব ইব নিভৃতকরণোর্ম্যাশয়ো ধরণিমিমাং বিচচার ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি এবম্**—এইভাবে; **উত্তরা-মাতঃ**—হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সঃ**—সেই ব্রাহ্মণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রহ্মর্ষিসুতঃ**—মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণের পুত্র জড় ভরত; **সিন্ধু-পতয়ে**—সিন্ধু প্রদেশের রাজাকে; **আত্ম-সতত্ত্বম্**—আত্মার প্রকৃত স্বরূপ; **বিগণয়তঃ**—জড় ভরতকে অপমান করা সত্ত্বেও; **পর-অনুভাবঃ**—যাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অত্যন্ত উন্নত; **পরম-কারুণিকতয়া**—অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হওয়ার ফলে; **উপদিশ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **রহূগণেন**—মহারাজ রহূগণের দ্বারা; **সকরুণম্**—কৃপাপূর্বক; **অভিবন্দিত-চরণঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়েছিল; **আপূর্ণ-অর্ণবঃ ইব**—পরিপূর্ণ সমুদ্রের মতো; **নিভৃত**—পূর্ণরূপে শান্ত; **করণ**—ইন্দ্রিয়ের; **ঊর্মি**—তরঙ্গ; **আশয়ঃ**—অন্তঃকরণে; **ধরণিম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **বিচচার**—পর্যটন করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ রহূগণ জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর শিবিকা বহন করিয়ে অপমান করেছিলেন বলে, জড় ভরতের মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষের তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, কিন্তু জড় ভরত তা উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর হৃদয় পুনরায় সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিল। মহারাজ রহূগণ যদিও তাঁকে অপমান করেছিলেন, তবুও তিনি যেহেতু ছিলেন একজন পরমহংস, তাই তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত সদয় হৃদয় ছিলেন এবং তাই কৃপাপূর্বক তিনি তাঁকে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তারপর মহারাজ রহূগণ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করেন, তখন তিনি সেই অপমানের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি পূর্বের মতো সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২১) ভগবান কপিলদেব মহাপুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন—*তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্*। নির্মল হৃদয় ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই অত্যন্ত সহিষ্ণু। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন, এবং তিনি কখনও কারোর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেন না। সাধুর সমস্ত গুণ শুদ্ধ ভক্তে রয়েছে। জড় ভরত তাঁর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। জড় দেহের প্রভাবে মহারাজ রহূগণ যখন তাঁকে অপমান করেছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরে যখন রাজা বিনীতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন, তখন জড় ভরত তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী, তাদের কর্তব্য যদি কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে মহারাজ রহূগণের মতো তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। বৈষ্ণবেরা সাধারণত অত্যন্ত দয়ালু; তাই কেউ যখন বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, সেই বৈষ্ণব তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করেন। যদি তা না করা হয়, তাহলে সেই অপরাধ থেকে যাবে এবং তার ফল মোটেই শুভ হবে না।

শ্লোক ২৫

সৌবীরপতিরপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্ব আত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতাং চ দেহাত্মমতিং বিসসর্জ। এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ ॥২৫॥

সৌবীর-পতিঃ—সৌবীর প্রদেশের রাজা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সুজন**—একজন মহাপুরুষ থেকে; **সমবগত**—সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **পরমাত্ম-স-তত্ত্বঃ**—পরমাত্মা এবং জীবাত্মার তত্ত্ব; **আত্মনি**—স্বয়ং; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **অধ্যারোপিতাম্**—ভ্রান্তিবশত আরোপিত; **চ**—এবং; **দেহ**—দেহে; **আত্ম-মতিম্**—আত্মবুদ্ধি; **বিসসর্জ**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **নৃপ**—হে রাজন্; **ভগবৎ-আশ্রিত-আশ্রিত-অনুভাবঃ**—পরম্পরার ধারায় সৎগুরুর শরণাগত ভক্তের শরণ গ্রহণ করার ফলে; (যিনি নিশ্চিতরূপে দেহাত্মবুদ্ধির অবিদ্যা থেকে মুক্ত হতে সমর্থ)।

অনুবাদ

মহাভাগবত জড় ভরতের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সৌবীরপতি মহারাজ রহূগণ সর্বতোভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তার ফলে

তিনি সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হে রাজন্, যিনি ভগবানের দাসের অনুদাসের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সত্যিই ধন্য কারণ তিনি অনায়াসে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ২২/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয়ে অতি অল্পক্ষণের জন্য তাঁর সঙ্গ করলেও সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করা যায়। সাধু হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, আমাদের শ্রীগুরুদেবের প্রথম উপদেশ আমাদের কৃষ্ণভক্তিতে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, আমরা আজও কৃষ্ণভক্তির পথে অন্তত রয়েছি এবং সেই দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। তার ফলে বহু ভক্ত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যুক্ত রয়েছে। সারা পৃথিবী দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে; তাই এই ভ্রান্ত দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মানুষদের উদ্ধার করে, সর্বতোভাবে তাদের কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে বহু ভক্তের প্রয়োজন।

শ্লোক ২৬

রাজোবাচ

যো হ বা ইহ বহুবিদা মহাভাগবত ত্বয়াভিহিতঃ পরোক্ষেণ বচসা জীবলোকভবাধ্বা স হ্যার্যমনীষয়া কল্পিতবিষয়ো নাঞ্জসাব্যুৎপন্ন-লোকসমধিগমঃ। অথ তদেবৈতদ্দুরবগমং সমবেতানুকল্পেন নির্দিশ্যতামিতি ॥ ২৬ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **যঃ**—যা; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **ইহ**—এই বর্ণনায়; **বহু-বিদা**—যিনি দিব্য জ্ঞানের বহু ঘটনা সম্বন্ধে অবগত; **মহাভাগবত**—হে মহান্ ভগবদ্ভক্ত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—বর্ণিত; **পরোক্ষেণ**—রূপক; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **জীব-লোক-ভব-অধ্বা**—বদ্ধ জীবের সংসার মার্গে; **সঃ**—তা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **আর্য-মনীষয়া**—উত্তম ভক্তের বুদ্ধির দ্বারা; **কল্পিত-বিষয়ঃ**—যে বিষয় কল্পনা করা হয়েছে; **ন**—না; **অঞ্জসা**—প্রত্যক্ষভাবে;

অব্যুৎপন্ন-লোক—অনভিজ্ঞ অথবা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি; **সমধিগমঃ**—পূর্ণ জ্ঞান; **অথ**—অতএব; **তৎ-এব**—সেই কারণে; **এতৎ**—এই বিষয়; **দুরবগমম্**—দুর্বোধ্য; **সমবেত-অনুকল্পেন**—এই ঘটনার প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করার দ্বারা; **নির্দিশ্যতাম্**—বর্ণনা করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—হে প্রভু, হে মহাভাগবত, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি অরণ্যে বণিকের সঙ্গে তুলনা করে বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই উপদেশ থেকে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সেই অরণ্যে দস্যু-তস্করদের মতো, এবং তার পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিরা ঠিক শৃগাল-কুকুরাদি হিংস্র পশুর মতো। কিন্তু, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, কারণ এই রূপকের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করে তার প্রকৃত অর্থ আপনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বহু কাহিনী এবং ঘটনা রয়েছে, যা রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার রূপক বর্ণনা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়; তাই শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য

এই অধ্যায়ে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। বণিকেরা কখনও কখনও দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে এবং অধিক লাভে সেগুলি নগরে বিক্রি করে। কিন্তু অরণ্যের পথ সর্বদাই বিপদসঙ্কুল। শুদ্ধ জীবাত্মা যখন ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে সুখভোগ করতে চায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে এই জড় জগতে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করেন। *প্রেমবিবর্ত* গ্রন্থে বলা হয়েছে—*কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে* । এটিই শুদ্ধ জীবাত্মার জড় জগতে অধঃপতনের কারণ। জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করার ফলে জীব বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার স্থিতি প্রাপ্ত হয়। কখনও সে স্বর্গলোকে দেবত্ব লাভ করে, আবার কখনও নিম্নতর লোকে অতি নগণ্য স্থিতি লাভ করে। এই সম্পর্কে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়* । পরম করুণাময় বৈষ্ণবের শরণ বিনা বদ্ধ জীব কখনও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*—জীব তার মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ তার জড়-জাগতিক জীবন শুরু করে এবং এই জড় জগতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সেই অরণ্যে দস্যু-তস্করের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেগুলি মানুষের জ্ঞান অপহরণ করে তাকে অবিদ্যার জালে ফেলে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি দস্যু-তস্করের মতো আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপহরণ করে। তার উপর রয়েছে স্ত্রী-পুত্র আদি আত্মীয়-স্বজনেরা, যারা হচ্ছে সেই অরণ্যে হিংস্র পশুর মতো। এই সমস্ত হিংস্র পশুর একমাত্র কাজ হচ্ছে মানুষের মাংস খাওয়া। জীব শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি (স্ত্রী-পুত্র) পশুদের তার উপর আক্রমণ করার সুযোগ দেয়, এবং তার ফলে তার আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। সংসার-অরণ্যে সকলেই মশার মতো মাৎসর্য পরায়ণ, এবং ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণীরা সর্বদাই সেখানে উৎপাতের সৃষ্টি করে। এই জড় জগতে সকলেই এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে রয়েছে, এবং তাদের ঘিরে রয়েছে মাৎসর্য পরায়ণ মানুষেরা এবং উপদ্রবকারী পশুরা। তার ফলে এই জড় জগতে জীবেরা সর্বদাই লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং অন্যান্য

জীবদের দ্বারা দংশিত হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত উৎপাত সত্ত্বেও সে তার সংসার-জীবন ত্যাগ করতে চায় না, এবং ভবিষ্যতে সুখী হওয়ার আশায় সকাম কর্ম করে চলে। এইভাবে সে কর্মবন্ধনে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, এবং তার ফলে সে পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। দিনের বেলা সূর্য এবং রাত্রে চন্দ্র তার সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকে। দেবতারাও তার কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু বদ্ধ জীব মনে করে যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় তার যে কর্ম তা কেউ দেখছে না। কখনও কখনও সে যখন ধরা পড়ে, তখন সে সাময়িকভাবে সবকিছু পরিত্যাগ করে, কিন্তু দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকার ফলে, সিদ্ধি লাভের পূর্বেই সে তার ত্যাগের আদর্শ পরিত্যাগ করে।

এই জড় জগতে বহু ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ রয়েছে। কর আদায়কারী সরকার রয়েছে, যার তুলনা করা হয়েছে পেঁচার সঙ্গে, এবং অসহ্য শব্দ সৃষ্টিকারী অদৃশ্য ঝিল্লী রয়েছে। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উৎপাতের দ্বারা জীব ভীষণভাবে উপদ্রুত হয়। অসৎ-সঙ্গে জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়। সংসার-জীবনের উৎপাত থেকে মুক্ত হওয়ার আশায়, জীব তথাকথিত যোগী, সাধু এবং অবতারদের শিকার হয়, যারা কিছু ভেল্‌কিবাজি দেখাতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। কখনও কখনও বদ্ধ জীব তার সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে ফেলে, এবং তার ফলে সে তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নির্দয় হয়। এই জড় জগতে প্রকৃতপক্ষে সুখের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব জন্ম-জন্মান্তরে সুখভোগের চেষ্টা করে। সরকারী কর্মচারীরা ঠিক মাংসলোলুপ রাক্ষসদের মতো, যারা সরকারের হয়ে প্রচুর কর আদায় করে। এই করের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রমকারী বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখ বোধ করে।

সকাম কর্মের পথ দুর্গম পর্বতের মতো, এবং কখনও কখনও বদ্ধ জীব সেই পর্বত অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টায় সে কখনও সফল হতে পারে না। তার ফলে সে দুঃখ এবং নৈরাশ্য ভোগ করে। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীব অনর্থক তার পরিবারের সদস্যদের তিরস্কার করে। জড় জগতে জীবের চারটি প্রধান প্রয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিদ্রা, যার তুলনা করা হয়েছে একটি অজগরের সঙ্গে। বদ্ধ জীব যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়, এবং নিদ্রিত অবস্থায় সে সংসার-জীবনের ক্লেশ অনুভব করতে পারে না। কখনও কখনও বদ্ধ জীব অভাবগ্রস্ত হয়ে চুরি করে। আপাতদৃষ্টিতে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ভক্তদের সঙ্গ করা সত্ত্বেও সে এই প্রকার অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়। যদিও তার একমাত্র কর্তব্য

হচ্ছে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের অভাবে সে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। এই জড় জগৎ বিভ্রান্তিজনক এবং তা সুখ, দুঃখ, আসক্তি, শত্রুতা এবং মাৎসর্য সমন্বিত দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে যখন জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন তার চেতনা কলুষিত হয়। সে তখন সর্বদাই স্ত্রীসঙ্গের কথাই কেবল চিন্তা করে। কালরূপী সর্প ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেরই প্রাণ হরণ করে। কখনও কখনও বদ্ধ জীব অমোঘ কালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভণ্ডদের আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত ভণ্ডেরা তাদের নিজেদের পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না, অতএব তারা অন্যদের রক্ষা করবে কি করে? এই সমস্ত ভণ্ডেরা যোগ্য ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে লব্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মৈথুনসুখ চরিতার্থ করা এবং তাই তারা বিধবাদের পর্যন্ত যৌন জীবন যাপনের অধিকার দেবার পক্ষপাতী। তাদের অবস্থা ঠিক অরণ্যের বানরদের মতো। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সংসার-অরণ্য এবং তার দুর্গম পথের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

স হোবাচ

স এষ দেহাত্মমানিনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষবিকল্পিতকুশলাকুশলসমবহার-বিনির্মিতবিবিধদেহাবলিভির্বিয়োগসংযোগাদ্যনাদিসংসারানুভবস্য দ্বারভূতেন ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ তস্মিন্ দুর্গাধ্ববদসুগমেঽধ্বন্যাপতিত ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বশবর্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং যথা বণিক্সার্থোঽর্থপরঃ স্বদেহনিষ্পাদিতকর্মানুভবঃ শ্মশানবদশিবতমায়াং সংসারাটব্যাং গতো নাদ্যাপি বিফলবহুপ্রতিযোগেহস্তত্তাপোপশমনীং হরিগুরুচরণারবিন্দ-মধুকরানুপদবীমবরুন্ধে ॥ ১ ॥

সঃ—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভক্ত (শ্রীশুকদেব গোস্বামী); **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বললেন; **সঃ**—সে (বদ্ধ জীব); **এষঃ**—এই; **দেহ-আত্ম-মানিনাম্**—যে মূর্খতাবশত তার দেহকে তার আত্মা বলে মনে করে; **সত্ত্ব-আদি**—সত্ত্ব, রজ এবং তম; **গুণ**—গুণের দ্বারা; **বিশেষ**—বিশেষ; **বিকল্পিত**—ভ্রান্ত ধারণা; **কুশল**—কখনও কখনও অনুকূল কর্মের দ্বারা; **অকুশল**—কখনও কখনও প্রতিকূল কর্মের দ্বারা; **সমবহার**—উভয়ের মিশ্রণের দ্বারা; **বিনির্মিত**—লব্ধ; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **দেহ-আবলিভিঃ**—বহুবিধ

দেহের দ্বারা; **বিয়োগ-সংযোগ-আদি**—এক প্রকার দেহত্যাগ (বিয়োগ) এবং অন্য প্রকার দেহ ধারণ (সংযোগ)—এই লক্ষণ সমন্বিত; **অনাদি-সংসার-অনুভবস্য**—দেহান্তরের অনাদি প্রক্রিয়ার অনুভব; **দ্বার-ভূতেন**—দ্বাররূপে বিরাজমান; **ষট্-ইন্দ্রিয়-বর্গেণ**—মন এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **তস্মিন্**—তাতে; **দুর্গ-অধ্ব-বৎ**—দুর্গম পথের মতো; **অসুগমে**—যা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন; **অধ্বনি**—অরণ্যের পথে; **আপতিতঃ**—ঘটে; **ঈশ্বরস্য**—নিয়ন্তার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **বশ-বর্তিন্যা**—বশবর্তী হয়ে কর্ম করে; **মায়য়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **জীব-লোকঃ**—বদ্ধ জীব; **অয়ম্**—এই; **যথা**—ঠিক যেমন; **বণিক্**—বণিক; **সার্থঃ**—উদ্দেশ্য সমন্বিত; **অর্থ-পরঃ**—ধনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **স-দেহ-নিষ্পাদিত**—নিজের দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **অনুভবঃ**—যে অনুভব করে; **শ্মশান-বৎ অশিবতমায়াম্**—শ্মশানের মতো অশুভ; **সংসার-অটব্যাম্**—সংসাররূপ অরণ্যে; **গতঃ**—প্রবেশ করে; **ন**—না; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **বিফল**—অকৃতকার্য; **বহু-প্রতিযোগ**—বহু বিঘ্ন এবং দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ; **ঈহঃ**—এই জড় জগতে যার কার্যকলাপ; **তৎ-তাপ-উপশমনীম্**—সংসাররূপ অরণ্যে যা দুঃখ-দুর্দশার উপশম করে; **হরি-গুরু-চরণারবিন্দ**—ভগবান এবং তাঁর ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে; **মধুকর-অনুপদবীম্**—ভ্রমরসদৃশ ভক্তরা যে পথ অনুগমন করেন; **অবরুন্ধে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন—হে রাজন্, বণিক সর্বদা ধন উপার্জনে আগ্রহী। কখনও কখনও সে কাঠ, মাটি আদি স্বল্পমূল্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, যাতে নগরে উচ্চ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তেমনই, বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক লাভের জন্য লোলুপ হয়ে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। বেরোবার পথ না জেনে সে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে। জড় জগতে প্রবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ জীব বিষ্ণু-মায়ায় মোহিত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে জীব দৈবী মায়ার বশীভূত হয়। স্বতন্ত্র হয়ে এবং অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে, সে ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারে না। দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ার বশীভূত হয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব কখনও স্বর্গে, কখনও মর্তে এবং কখনও নরকে নিম্ন যোনিতে বিচরণ করে।

এইভাবে সে বিভিন্ন শরীরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার কর্ম কখনও শুভ, কখনও অশুভ এবং কখনও মিশ্র। বদ্ধ জীব তার মনোধর্মের ফলে এই সমস্ত দৈহিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে তার মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে এবং তার ফলে সে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করার ফলে, জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে সে এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু কখনও কখনও বহু কষ্টে দুঃখ-দুর্দশার উপশম হলেও সে সাধারণত ব্যর্থ হয়। এইভাবে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, সে ভ্রমরের মতো ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে *হরি-গুরু-চরণারবিন্দ-মধুকর-অনুপদবীম্*। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা তাদের কার্যকলাপের ফলে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, এবং কখনও কখনও তারা অতি কষ্টে সেই অবস্থা থেকে ত্রাণ লাভ করে। মূল কথা হচ্ছে যে বদ্ধ জীব কখনই সুখী নয়। সে সর্বদাই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। প্রকৃতপক্ষে তার একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া এবং তার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করা। সেই কথা বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*। এই সংসাররূপী অরণ্যে বা নগরে সর্বদা জীবন-সংগ্রামে রত জীব প্রকৃতপক্ষে সুখী নয়। তারা কেবল নানা রকম দুঃখ এবং সুখ ভোগ করছে। সাধারণত দুঃখ অশুভ। তারা সেই দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত তারা তা করতে পারে না। *বেদে* তাই তাদের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*। জীব যখন সংসার-অরণ্যে বা জীবন-সংগ্রামে হারিয়ে যায়, তখন তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত সদ্‌গুরুকে খুঁজে পাওয়া। সে যদি নিতান্তই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্ত হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে সে এই সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

যেহেতু এখানে জড় জগৎকে একটি অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাই তর্ক উঠতে পারে যে, কলিযুগের সভ্যতা তো সাধারণত শহরগুলিতে অবস্থিত। এই সমস্ত বড় বড় শহরগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি অরণ্যের মতো। শহরের

জীবন প্রকৃতপক্ষে অরণ্যের জীবন থেকেও অধিক বিপজ্জনক। কেউ যদি কোন এক অপরিচিত শহরে প্রবেশ করে যেখানে তার কোন বন্ধু নেই বা আশ্রয় নেই, তাহলে সেখানে বাস করা বনে বাস করার থেকেও বেশি কঠিন হবে। এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় শহর রয়েছে, এবং যেখানেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেখানেই দেখা যায় যে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা জীবন-সংগ্রাম চলছে। ঘণ্টায় সত্তর-আশি মাইল বেগে গাড়িতে করে মানুষ ইতস্তত ছুটছে। তা জীবন-সংগ্রামের দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। মানুষকে খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে কাজে যেতে হয়। সব সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং তাই খুব সাবধানতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হয়। গাড়ির মধ্যে জীব উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে, এবং তার এই সংগ্রাম মোটেই শুভ নয়। কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণীরাও দিবা-রাত্র কঠোর জীবন-সংগ্রাম করছে। এইভাবে জীবন-সংগ্রাম চলতে থাকে এবং বদ্ধ জীব এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত হয়। কিছুকালের জন্য সে শিশু থাকে, কিন্তু তারপর তাকে একটি বালকে পরিণত হতে হয়। বালক থেকে সে যুবকে রূপান্তরিত হয় এবং যুবক থেকে প্রবীণ এবং বৃদ্ধে পরিণত হয়। অবশেষে দেহটি যখন অকেজো হয়ে যায়, তখন তাকে অন্য আর এক যোনিতে একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হয়। দেহত্যাগকে বলা হয় মৃত্যু এবং অন্য আর একটি দেহ গ্রহণ করাকে বলা হয় জন্ম। মনুষ্য-জীবন হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার, এবং তার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার একটি বিশেষ সুযোগ। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে মূর্খ নেতাদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত মানব-সমাজের প্রতিটি সদস্যদের সেই সুযোগ প্রদান করার জন্য। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত না হলে, দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নেই। জড়-জাগতিক প্রচেষ্টাগুলি কেবল পরিস্থিতির পরিবর্তন করে, তার দ্বারা কখনই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে, তাঁর মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২

যস্যামু হ বা এতে ষড়িন্দ্রিয়নামানঃ কর্মণা দস্যব এব তে। তদ্‌যথা পুরুষস্য ধনং যৎ কিঞ্চিদ্ধর্মৌপয়িকং বহুকৃচ্ছ্রাধিগতং সাক্ষাৎপরম-পুরুষারাধনলক্ষণো যোঽসৌ ধর্মস্তং তু সাম্পরায় উদাহরন্তি। তদ্ধর্ম্যং

ধনং দর্শনস্পর্শনশ্রবণাস্বাদনাবঘ্রাণসঙ্কল্পব্যবসায়গৃহগ্রাম্যোপভোগেন কুনাথস্যাজিতাত্মনো যথা সার্থস্য বিলুম্পন্তি ॥ ২ ॥

যস্যাম্—যাতে; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **এতে**—এই সমস্ত; **ষট্‌-ইন্দ্রিয়-নামানঃ**—ষড়িন্দ্রিয় নামক (মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়); **কর্মণা**—তাদের কার্যকলাপের দ্বারা; **দস্যবঃ**—দস্যু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তে**—তারা; **তৎ**—তা; **যথা**—যেমন; **পুরুষস্য**—ব্যক্তির; **ধনম্**—ধন; **যৎ**—যা কিছু; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ধর্ম-ঔপয়িকম্**—ধর্ম অনুষ্ঠানের উপায়; **বহু-কৃচ্ছ্র-অধিগতম্**—বহু কষ্টে উপার্জিত; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **পরম-পুরুষ-আরাধন-লক্ষণঃ**—যার লক্ষণ হচ্ছে যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের পূজা করা; **যঃ**—যা; **অসৌ**—তা; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **তম্**—তা; **তু**—কিন্তু; **সাম্পরায়ে**—জীবের পারলৌকিক লাভের জন্য; **উদাহরন্তি**—জ্ঞানী ব্যক্তি ঘোষণা করেন; **তৎ-ধর্ম্যম্**—ধার্মিক(বর্ণাশ্রম ধর্ম-সম্পর্কিত); **ধনম্**—ধন; **দর্শন**—দর্শনের দ্বারা; **স্পর্শন**—স্পর্শের দ্বারা; **শ্রবণ**—শ্রবণের দ্বারা; **আস্বাদন**—স্বাদ গ্রহণের দ্বারা; **অবঘ্রাণ**—ঘ্রাণের দ্বারা; **সঙ্কল্প**—সঙ্কল্পের দ্বারা; **ব্যবসায়**—সিদ্ধান্তের দ্বারা; **গৃহ**—জড়-জাগতিক গৃহে; **গ্রাম্য-উপভোগেন**—জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের দ্বারা; **কুনাথস্য**—বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবের; **অজিত-আত্মনঃ**—যে নিজেকে সংযত করেনি; **যথা**—ঠিক যেমন; **সার্থস্য**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে আগ্রহী জীবের; **বিলুম্পন্তি**—অপহরণ করে।

অনুবাদ

সংসার-অরণ্যে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক দস্যুর মতো। বদ্ধ জীব কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্য ধন উপার্জন করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যমে তার অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি তার সেই ধন অপহরণ করে নেয়। ইন্দ্রিয়গুলি দস্যুসদৃশ, কারণ দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, শ্রবণ, বাসনা এবং সংকল্পের দ্বারা অনর্থক তাকে দিয়ে তার অর্থ ব্যয় করায়। এইভাবে বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে বাধ্য হয়, এবং তার ফলে তার সমস্ত ধন ব্যয় হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ধন ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য উপার্জন করা হয়েছিল, কিন্তু দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

পূর্বজন্মার্জিতা বিদ্যা পূর্বজন্মার্জিতং ধনং অগ্রে ধাবতি ধাবতি । বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা জড় জগতে উন্নত স্থিতি লাভ করা যায়। তার ফলে মানুষ ধনবান, বিদ্বান, রূপবান এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় হতে পারে। যার এই সম্পদগুলি

রয়েছে বুঝতে হবে যে, সেগুলি কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের জন্য। দুর্ভাগ্যবশত মানুষ যখন বিপথে পরিচালিত হয়, তখন সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তার উচ্চ পদের অপব্যবহার করে। তাই অসংযত ইন্দ্রিয়গুলিকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধর্ম অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ যে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তা অপহরণ করে নেয়। বর্ণাশ্রম-ধর্মের ভিত্তিতে যে ধর্ম-অনুষ্ঠান হয়, তার ফলে মানুষ নানা রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এই সমস্ত সম্পদগুলি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। মানুষের বোঝা উচিত যে, জড় জগতে ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ পাওয়া যায়, সেগুলি ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অপব্যবহার করা উচিত নয়। সেগুলির উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে এক বিশেষ পন্থায় মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করার শিক্ষা দিচ্ছে। মানুষের কর্তব্য একটু কৃচ্ছ্রসাধন করা এবং নিয়ন্ত্রিত ভগবদ্ভক্তির জীবন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় না করা। ইন্দ্রিয়গুলি চায় সুন্দর বস্তু দর্শন করতে; তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারের জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত। তেমনই, জিহ্বা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য আস্বাদন করতে চায়। তাই উপাদেয় সমস্ত খাদ্যসামগ্রী কিনে এনে ভগবানকে ভোগ দেওয়া উচিত। নাক চায় সুগন্ধ উপভোগ করতে; তাই সুগন্ধি ফুল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে তার সৌরভ ঘ্রাণ করা যেতে পারে। তেমনই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণের মাধ্যমে কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করা যায় এবং কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধনে তাদের সদ্ব্যবহার করা যায়। তার ফলে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংস আহার, আসবপান এবং দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের দ্বারা উচ্চ পদের অপব্যবহার হয় না। এই জড় জগতে মানুষ গাড়ি চালিয়ে, নাইট ক্লাবে সময় নষ্ট করে অথবা রেস্টুরেন্টে অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে তার ঐশ্বর্যের অপচয় করে। এইভাবে, বহু কষ্টে বদ্ধ জীব যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তা অপহরণ করে নেয়।

শ্লোক ৩

অথ চ যত্র কৌটুম্বিকা দারাপত্যাদয়ো নাম্না কর্মণা বৃকসৃগালা এবানিচ্ছতোঽপি কদর্যস্য কুটুম্বিন উরণকবৎ সংরক্ষ্যমাণং মিষতোঽপি হরন্তি ॥ ৩ ॥

অথ—এইভাবে; **চ**—ও; **যত্র**—যাতে; **কৌটুম্বিকাঃ**—আত্মীয়-স্বজন; **দার-অপত্য-আদয়ঃ**—স্ত্রী-পুত্র আদি; **নাম্না**—কেবল নামে মাত্র; **কর্মণা**—তাদের আচরণের দ্বারা;

বৃক-সৃগালাঃ—নেকড়ে বাঘ এবং শিয়াল; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনিচ্ছতঃ**—যে তার ধন ব্যয় করতে চায় না; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **কদর্যস্য**—অত্যন্ত কৃপণ; **কুটুম্বিনঃ**—আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত; **উরণক-বৎ**—ভেড়ার মতো; **সংরক্ষ্যমাণম্**—সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও; **মিষতঃ**—দর্শকের; **অপি**—ও; **হরন্তি**—বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই জড় জগতে স্ত্রী-পুত্র আদি কেবল নামে মাত্রই আত্মীয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ব্যাঘ্র এবং শৃগালের মতো আচরণ করে। মেষপালক যথাসাধ্য তার মেষ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যাঘ্র এবং শৃগালেরা বলপূর্বক তাদের অপহরণ করে নেয়। তেমনই কৃপণ মানুষ যদিও অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তার ধন আগলে রাখতে চায়, তবুও তার পরিবারের লোকজন তার সমস্ত ধন-সম্পদ বলপূর্বক অপহরণ করে নেয়।

তাৎপর্য

এক হিন্দি কবি গেয়েছেন—*দিন কা ডাকিনী রাত কা বাঘিনী পলক্ পলক্ রহ চুযে* । পত্নীকে দিনের বেলা ডাকিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং রাত্রে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার একমাত্র কাজ হচ্ছে দিন-রাত তার পতির রক্ত চোষা। পতিকে দিনের বেলা রক্ত জল করে গৃহস্থালীর জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়, আর রাত্রে মৈথুনসুখের জন্য তাকে বীর্যরূপে রক্ত ক্ষয় করতে হয়। এইভাবে তার পত্নীর প্রভাবে দিন-রাত তার রক্ত ক্ষরণ হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এতই উন্মাদ যে, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সে তার ভরণ-পোষণ করে। তেমনই সন্তান-সন্ততিরা হচ্ছে বাঘ, শৃগাল এবং নেকড়ের মতো। বাঘ, শৃগাল এবং নেকড়েরা যেমন মেষপালকের সতর্ক প্রতিরক্ষা সত্ত্বেও মেষ অপহরণ করে নেয়, তেমনই পিতা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার টাকা-পয়সা আগলে রাখার চেষ্টা করলেও, সন্তান-সন্ততিরা তা তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। এইভাবে পরিবারের সদস্যদের স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে হিংস্র পশু।

শ্লোক ৪

যথা হ্যনুবৎসরং কৃষ্যমাণমপ্যদগ্ধবীজং ক্ষেত্রং পুনরেবাবপনকালে গুল্মতৃণবীরুদ্ভির্গহ্বরমিব ভবত্যেবমেব গৃহাশ্রমঃ কর্মক্ষেত্রং যস্মিন্ন হি কর্মাণ্যুৎসীদন্তি যদয়ং কামকরণ্ড এষ আবসথঃ ॥ ৪ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনুবৎসরম্**—প্রতি বছর; **কৃষ্যমাণম্**—কর্ষণ করা হয়; **অপি**—যদিও; **অদগ্ধ-বীজম্**—দগ্ধ হয়নি যে বীজ; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **পুনঃ**—পুনরায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আবপন-কালে**—বীজ বপন করার সময়ে; **গুল্ম**—গুল্মের দ্বারা; **তৃণ**—ঘাসের দ্বারা; **বীরুদ্ভিঃ**—লতার দ্বারা; **গহ্বরম্ ইব**—গহ্বর-সদৃশ; **ভবতি**—হয়; **এবম্**—এইভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **গৃহ-আশ্রমঃ**—পারিবারিক জীবন; **কর্ম-ক্ষেত্রম্**—কর্মভূমি; **যস্মিন্**—যাতে; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কর্মাণি উৎসীদন্তি**—সকাম কর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়; **যৎ**—অতএব; **অয়ম্**—এই; **কাম-করণ্ডঃ**—কর্ম বাসনার ভাণ্ড; **এষঃ**—এই; **আবসথঃ**—আবাস।

অনুবাদ

কৃষক প্রতি বছর তার ক্ষেত কর্ষণ করে, তৃণ-গুল্ম উৎপাটনের দ্বারা ক্ষেত পরিষ্কার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত তৃণ-গুল্মের বীজ দগ্ধ না হওয়ার ফলে, যখন শস্যের চারা বপন করা হয়, তখন তৃণ-গুল্মাদি আবার গজিয়ে ওঠে। লাঙ্গল দিয়ে সেগুলি উপড়ে ফেললেও আবার সেগুলি ঘনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তেমনই গৃহস্থ-আশ্রম সকাম কর্মের ক্ষেত্র। পারিবারিক জীবন ভোগ করার বাসনা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বার বার তা উদয় হতে থাকে। পাত্র থেকে কর্পূর সরিয়ে নিলেও যেমন সেই পাত্রে কর্পূরের গন্ধ থেকে যায়, তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত বাসনার বীজ নষ্ট না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সকাম কর্মের নাশ হয় না।

তাৎপর্য

বাসনা যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসার-সুখের বাসনা থেকে যায়, এমনকি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরেও। কখনও কখনও আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু যেহেতু জড় বাসনা পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়নি, তাই তাদের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তারা পুনরায় গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার ফলে, এই সমস্ত প্রবল বাসনা সর্বতোভাবে দগ্ধ করা যায়।

শ্লোক ৫

তত্রগতো দংশমশকসমাপসদৈর্মনুজৈঃ শলভশকুন্ততস্করমূষকাদিভি-রুপরুধ্যমানবহিঃপ্রাণঃ ক্বচিৎ পরিবর্তমানোঽস্মিন্নধ্বন্যবিদ্যাকামকর্ম-

ভিরুপরক্তমনসানুপপন্নার্থং নরলোকং গন্ধর্বনগরমুপপন্নমিতি মিথ্যা-দৃষ্টিরনুপশ্যতি ॥ ৫ ॥

তত্র—সেই গৃহস্থ-জীবনে; **গতঃ**—গিয়ে; **দংশ**—গোমাছি; **মশক**—মশা; **সম**—সদৃশ; **অপসদৈঃ**—নীচ; **মনুজৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **শলভ**—পতঙ্গ; **শকুন্ত**—শকুনি; **তস্কর**—চোর; **মূষকাদিভিঃ**—মূষিক ইত্যাদির দ্বারা; **উপরুধ্যমান**—পীড়িত হয়ে; **বহিঃ-প্রাণঃ**—ধন-সম্পদ আদি বাহ্য প্রাণবায়ু; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **পরিবর্তমানঃ**—ভ্রমণ করে; **অস্মিন্**—এই; **অধ্বনি**—সংসার মার্গে; **অবিদ্যা-কাম**—অবিদ্যা এবং কামের দ্বারা; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **উপরক্ত-মনসা**—মন প্রভাবিত হওয়ার ফলে; **অনুপপন্ন-অর্থম্**—যাতে বাঞ্ছিত ফল কখনও লাভ হয় না; **নর-লোকম্**—এই জড় জগৎ; **গন্ধর্ব-নগরম্**—গন্ধর্ব নগরী; **উপপন্নম্**—বিদ্যমান; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **মিথ্যা-দৃষ্টিঃ**—ভ্রান্ত দৃষ্টি যার; **অনুপশ্যতি**—দর্শন করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব গৃহস্থ-আশ্রমে তার ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে দংশ, মশা, শকুনি, মূষিকসদৃশ মানুষদের দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই সংসার মার্গেই ভ্রমণ করতে থাকে। অজ্ঞানের ফলে সে কামার্ত হয়ে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেহেতু তার মন এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাই এই জড় জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অলীক হলেও তার কাছে তা নিত্য বলে প্রতিভাত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

অহঙ্কারে মত্ত হঞা,　　নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে এবং পার্থিব ধন-সম্পদের গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে, মানুষ এই ভ্রান্ত, অনিত্য জড় জগৎকে বাস্তব সত্য বলে মনে করে। সেটিই হচ্ছে ভবরোগ। জীব নিত্য আনন্দময়, কিন্তু এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, অজ্ঞানের ফলে সে এই জড় জগৎকে বাস্তব বলে মনে করে।

শ্লোক ৬

তত্র চ ক্বচিদাতপোদকনিভান্ বিষয়ানুপধাবতি পানভোজনব্যবায়াদি-ব্যসনলোলুপঃ ॥ ৬ ॥

তত্র—সেখানে (সেই গন্ধর্বপুরে); **চ**—ও; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **আতপ-উদক-নিভান্**—মরুভূমিতে মরীচিকার মতো; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ; **উপধাবতি**—ধাবিত হয়; **পান**—পান করার জন্য; **ভোজন**—আহার করার জন্য; **ব্যবায়**—মৈথুন; **আদি**—ইত্যাদি; **ব্যসন**—আসক্তি; **লোলুপঃ**—লম্পট।

অনুবাদ

কখনও কখনও এই গন্ধর্বপুরে বদ্ধ জীব পান, ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সে মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার মতো তাদের পিছনে ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

দুটি জগৎ রয়েছে—চিৎ-জগৎ এবং জড় জগৎ। জড় জগৎ মরুভূমির মরীচিকার মতো অবাস্তব। মরুভূমিতে পশুরা তৃষ্ণার্থ হয়ে মরীচিকাকে জল বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে জল নেই। তেমনই, যারা পশুসদৃশ তারা সংসার মরুভূমিতে শান্তির অন্বেষণ করে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বার বার বলা হয়েছে যে, এই জড় জগতে কোন আনন্দ নেই। এমনকি আমরা যদি নিরানন্দ হয়েও এখানে থাকতে চাই, তবুও আমাদের তা করতে দেওয়া হয় না। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ (*দুঃখালয়ম্*) এবং অনিত্য (*অশাশ্বতম্*)। আমরা যদি দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও এখানে থাকতে চাই, তবুও আমাদের তা করতে দেওয়া হয় না। দেহান্তরিত হয়ে আমাদের অন্য আর একটি দুঃখময় পরিস্থিতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়।

শ্লোক ৭

ক্বচিচ্চাশেষদোষনিষদনং পুরীষবিশেষং তদ্বর্ণগুণনির্মিতমতিঃ সুবর্ণমুপাদিৎসত্যগ্নিকামকাতর ইবোল্মুকপিশাচম্ ॥ ৭ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—ও; **অশেষ**—অন্তহীন; **দোষ**—দোষের; **নিষদনম্**—উৎস; **পুরীষ**—মল; **বিশেষম্**—বিশেষ প্রকার; **তৎ-বর্ণ-গুণ**—যার রং রজোগুণের

মতো (লাল); **নির্মিত-মতিঃ**—যার মন তাতে মগ্ন; **সুবর্ণম্**—সোনা; **উপাদিৎসতি**—প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করে; **অগ্নি-কাম**—আগুন লাভ করার বাসনায়; **কাতরঃ**—আর্ত; **ইব**—সদৃশ; **উল্মুক-পিশাচম্**—আলেয়ার আলো, যাকে কখনও কখনও জাজ্বল্যমান পিশাচ বলে মনে করা হয়।

অনুবাদ

জীব কখনও কখনও স্বর্ণ নামক পীত বর্ণের বিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পিছনে ধাবিত হয়। এই স্বর্ণ জড় ঐশ্বর্য ও হিংসার উৎস, এবং তার ফলে জীব অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, মাংসাহার এবং আসব পানে সমর্থ হয়। যাদের মন রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক যেমন অরণ্যে শীতার্ত ব্যক্তি আলেয়ার আলোকে অগ্নি বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে চারটি স্থানে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই স্থানগুলি হচ্ছে—বেশ্যালয়, মদিরালয়, কসাইখানা এবং দ্যূতক্রীড়ার স্থান। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কলি তাঁকে অনুরোধ করেছিল যাতে তিনি তাকে এমন একটি স্থান দেন যেখানে এই চারটি স্থান অন্তর্ভুক্ত। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ তাকে সেই স্থানটি দিয়েছিলেন যেখানে স্বর্ণ সঞ্চিত হয়। স্বর্ণ এই চারটি পাপের আকর, তাই আধ্যাত্মিক জীবনে যতদূর সম্ভব স্বর্ণকে পরিত্যাগ করা উচিত। স্বর্ণ থাকলেই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপান অবশ্যই থাকবে। পাশ্চাত্য জগতের মানুষদের যেহেতু প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রয়েছে, তাই তারা এই চারটি পাপকর্মের শিকার হয়েছে। স্বর্ণের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল, এবং বিষয়াসক্ত মানুষেরা সেই পীত বর্ণের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বর্ণ হচ্ছে এক প্রকারের বিষ্ঠা। মানুষের যখন যকৃতের রোগ হয়, তখন তারা পীতবর্ণের বিষ্ঠা ত্যাগ করে। সেই বিষ্ঠার রং বিষয়াসক্ত মানুষদের আকর্ষণ করে, ঠিক যেমন শীতার্ত ব্যক্তি আলেয়ার আলোকে আগুন বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়।

শ্লোক ৮

অথ কদাচিন্নিবাসপানীয়দ্রবিণাদ্যনেকাত্মোপজীবনাভিনিবেশ এতস্যাং সংসারাটব্যামিতস্ততঃ পরিধাবতি ॥ ৮ ॥

অথ—এইভাবে; **কদাচিৎ**—কখনও কখনও; **নিবাস**—বাসস্থান; **পানীয়**—জল; **দ্রবিণ**—ধন; **আদি**—ইত্যাদি; **অনেক**—বিবিধ প্রকার; **আত্ম-উপজীবন**—যা দেহধারণের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হয়; **অভিনিবেশঃ**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **এতস্যাম্**—এই; **সংসার-অটব্যাম্**—সংসার-অরণ্যে; **ইতস্ততঃ**—এদিক সেদিক; **পরিধাবতি**—দৌড়িয়ে বেড়ায়।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব বাসস্থান, জল, ধন প্রভৃতি জীবনধারণের বস্তুসমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে এই সংসার-অরণ্যে ইতস্তত দৌড়িয়ে বেড়ায়।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দরিদ্র বণিক বন থেকে অনায়াস-লব্ধ বস্তু সংগ্রহ করে শহরে সেগুলি বিক্রি করে ধন সংগ্রহ করতে চায়। জীবনধারণের চিন্তায় সে এতই মগ্ন থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে সে কেবল দেহসুখেরই অন্বেষণ করে। এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপই বদ্ধ জীবের একমাত্র লক্ষ্য। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টায় নিরন্তর এই জড় জগতে ভ্রমণ করে। আবশ্যক বস্তুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানার ফলে, সে কৃত্রিম আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদন করে সেগুলির বন্ধনে অধিক থেকে অধিকতরভাবে জড়িয়ে পড়ে। সে এমন এক মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে তার অধিক থেকে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন হয়। বিষয়াসক্ত মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বাস করার রহস্য অবগত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

> *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।*
> *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥*

"জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত মোহাচ্ছন্ন আত্মা নিজেকে তার কর্মের কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই কর্মগুলি সাধিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।" কাম বাসনার ফলে জীব এক বিশেষ প্রকার মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার ফলে সে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়। তার ফলে সে এই জড় জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করে কষ্টভোগ করে।

শ্লোক ৯

ক্বচিচ্চ বাত্যৌপম্যয়া প্রমদয়াহহরোহমারোপিতস্তৎকালরজসা রজনীভূত ইবাসাধুমর্যাদো রজস্বলাক্ষেহপি দিগ্‌দেবতা অতিরজস্বলমতির্ন বিজানাতি ॥ ৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—ও; **বাত্যা ঔপম্যয়া**—ঘূর্ণিবায়ু সদৃশ; **প্রমদয়া**—সুন্দরী রমণীর দ্বারা; **আরোহম্ আরোপিতঃ**—মৈথুনসুখ ভোগের জন্য কোলে উঠিয়ে নিয়ে; **তৎ-কাল-রজসা**—সেই সময় কামবাসনার আবেগের দ্বারা; **রজনী-ভূতঃ**—রাত্রির অন্ধকার; **ইব**—সদৃশ; **অসাধু-মর্যাদঃ**—উচ্চতর সাক্ষীদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে; **রজঃ-বল-অক্ষঃ**—প্রবল কামবাসনার প্রভাবে অন্ধ হয়ে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **দিক্-দেবতাঃ**—চন্দ্র, সূর্য আদি বিভিন্ন দিকের অধ্যক্ষ দেবতারা; **অতিরজঃ-বল-মতিঃ**—যার মন কামের দ্বারা অভিভূত হয়েছে; **ন বিজানাতি**—সে জানে না (তার অবৈধ যৌন আচরণের কার্যকলাপ যে সাক্ষীরা চতুর্দিকে দর্শন করছেন)।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব যেন ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে অন্ধ হয়ে প্রমদার সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হয় এবং এইভাবে রমণীর অঙ্কে আরোপিত হয়, তখন তার বিবেক রজোগুণের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হয়ে বিধিমার্গের মর্যাদা লঙ্ঘন করে। সে জানে না যে তার এই অবৈধ আচরণ বিভিন্ন দেবতারা দর্শন করছেন, এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করলেও ভবিষ্যতে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৭/১১) *বলা হয়েছে—ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ*। মৈথুন কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই অনুমোদন করা হয়, যৌনসুখ ভোগের জন্য নয়। পরিবার, সমাজ এবং পৃথিবীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সন্তান উৎপাদনের জন্য মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া যায়। তা না হলে, মৈথুন ধর্মবিরুদ্ধ। বিষয়াসক্ত মানুষ বিশ্বাস করে না যে, প্রকৃতিতে সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এবং সে জানে না যে কেউ যদি কোন অন্যায় আচরণ করে, তাহলে বিভিন্ন দেবতারা তার সাক্ষী থাকেন। কোন ব্যক্তি যখন অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করে, তখন সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হওয়ার ফলে মনে করে যে, কেউই তাকে দেখছে না, কিন্তু ভগবানের প্রতিনিধিরা

তার সেই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ খুব ভালভাবে দর্শন করেন। তাই তাকে নানাভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। বর্তমান কলিযুগে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে বহু স্ত্রী গর্ভবতী হচ্ছে এবং তারা প্রায়ই গর্ভপাত করছে। এই সমস্ত পাপকর্ম ভগবানের প্রতিনিধিরা দর্শন করছেন এবং জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মে ভবিষ্যতে সেই জন্য তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের পাপ কখনও ক্ষমা করা হয় না, এবং যারা সেই কর্মে লিপ্ত হয়, তাদের জন্ম-জন্মান্তরে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"জন্মে জন্মে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা কখনও আমাকে জানতে পারে না। তারা ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে অত্যন্ত জঘন্য গতি প্রাপ্ত হয়।"

পরমেশ্বর ভগবান কখনও কাউকে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম করার অনুমতি দেন না; তাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে জন্ম-জন্মান্তরে দণ্ডভোগ করতে হয়। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হয় এবং তারা তখন সেই অবাঞ্ছিত গর্ভের ভ্রূণ হত্যা করে। যারা এই পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাদের পরবর্তী জন্মে সেইভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। পরবর্তী জন্মে তারা মাতৃজঠরে প্রবেশ করে এবং সেইভাবে নিহত হয়। কৃষ্ণভক্তির দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে, এই ধরনের পাপকার্য এড়ান যায়। তার ফলে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় না। কামনাবাসনা জনিত অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সব চাইতে গর্হিত পাপ। কেউ যখন রজোগুণের সঙ্গ করে, তখন তাকে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১০

ক্বচিৎ সকৃদবগতবিষয়বৈতথ্যঃ স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিভ্রংশিতস্মৃতিস্তয়ৈব মরীচিতোয়প্রায়াংস্তানেবাভিধাবতি ॥ ১০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **সকৃৎ**—একবার; **অবগত-বিষয়-বৈতথ্যঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের নিরর্থকতা অবগত হয়ে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পর-অভিধ্যানেন**—দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা; **বিভ্রংশিত**—বিনষ্ট; **স্মৃতিঃ**—যার স্মৃতি; **তয়া**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মরীচি-তোয়**—মরীচিকায় জল; **প্রায়ান্**—সদৃশ; **তান্**—সেই বিষয়সমূহ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিধাবতি**—ধাবমান হয়।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও কখনও বুঝতে পারে যে, জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং এই জড় জগৎ দুঃখময়। কিন্তু, প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুনরায় ঠিক একটি পশুর মতো সেই মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবনের প্রধান রোগ হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে বার বার ব্যর্থ হয়ে, বদ্ধ জীব সাময়িকভাবে জড় সুখভোগের নিরর্থকতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু পুনরায় সে সেই সমস্ত বিষয় ভোগের চেষ্টা করতে শুরু করে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ জড় জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও, সে তার বিষয়াসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। তখন অন্তর্যামীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তার প্রতি অনুগ্রহ করে তার সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৮/৮) বলা হয়েছে—*যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভক্ত যখন জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁর সবকিছু হরণ করে নেন। সর্বস্বান্ত হয়ে ভক্ত তখন অসহায় এবং নিরাশ বোধ করেন। তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে আর চায় না, এবং তাই তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন। প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির ফলে যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হতে পারেন না, এটি তাঁর প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। *চৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*মধ্য* ২২/৩৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব*। যে ভক্ত পুনরায় তাঁর সংসার-জীবন শুরু করবেন কিনা ভেবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে ইতস্তত করেন, ভগবান তাঁর মনের কথা জানেন। তাই ভগবান তাঁকে বৈষয়িক জীবনে সফল হতে দেন না। বার বার নিরাশ হয়ে অবশেষে ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। ভগবান তখন তাঁকে পথপ্রদর্শন করেন। দিব্য সুখ প্রাপ্ত হয়ে ভক্ত তখন তাঁর সমস্ত বৈষয়িক কার্যকলাপের কথা ভুলে যান।

শ্লোক ১১

ক্বচিদুলূকঝিল্লীস্বনবদতিপরুষরভসাটোপং প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা রিপুরাজকুলনির্ভর্ৎসিতেনাতিব্যথিতকর্ণমূলহৃদয়ঃ ॥ ১১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **উলূক**—পেঁচার; **ঝিল্লী**—এবং ঝিঁঝি পোকার; **স্বনবৎ**—অসহ্য শব্দের মতো; **অতি-পরুষ**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **রভস**—উৎসাহের দ্বারা; **আটোপম্**—বিক্ষোভ; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষভাবে; **পরোক্ষম্**—পরোক্ষভাবে; **বা**—অথবা; **রিপু**—শত্রু; **রাজ-কুল**—রাজকর্মচারীদের; **নির্ভর্ৎসিতেন**—ভর্ৎসনার দ্বারা; **অতি-ব্যথিত**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **কর্ণ-মূল-হৃদয়ঃ**—যার কান এবং হৃদয়।

অনুবাদ

শত্রু এবং রাজকর্মচারীরা যখন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা তাকে ভর্ৎসনা করে, তখন বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তার কাছে তা কর্ণশূল এবং হৃদয়-বেদনা উৎপাদন করে। এই ভর্ৎসনা পেঁচা এবং ঝিল্লীর শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার শত্রু রয়েছে। ধার্য কর না দেওয়ার ফলে সরকার নাগরিককে ভর্ৎসনা করে। এই প্রকার সমালোচনা, তার সাক্ষাতেই হোক অথবা অসাক্ষাতেই হোক তা মানুষকে দুঃখ দেয়, এবং কখনও কখনও বদ্ধ জীব সেই ভর্ৎসনার প্রতিকার করার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশত সে কিছুই করতে পারে না।

শ্লোক ১২

স যদা দুগ্ধপূর্বসুকৃতস্তদা কারস্করকাকতুণ্ডাদ্যপুণ্যদ্রুমলতাবিষোদপান-বদুভয়ার্থশূন্যদ্রবিণান্ জীবন্মৃতান্ স্বয়ং জীবন্ম্রিয়মাণ উপধাবতি ॥১২॥

সঃ—সেই বদ্ধ জীব; **যদা**—যখন; **দুগ্ধ**—নিঃশেষিত; **পূর্ব**—পূর্ব; **সুকৃতঃ**—পুণ্যকর্ম; **তদা**—তখন; **কারস্কর-কাকতুণ্ড-আদি**—কারস্কর, কাকতুণ্ড ইত্যাদি নামক; **অপুণ্য-দ্রুম-লতা**—অপবিত্র বৃক্ষ-লতা; **বিষ-উদপান-বৎ**—বিষাক্ত জলপূর্ণ কূপের মতো; **উভয়-অর্থ-শূন্য**—যা এই জন্মে এবং পরজন্মে সুখ দিতে পারে না; **দ্রবিণান্**—ধনবান; **জীবৎ-মৃতান্**—জীবিত অবস্থাতেও যে মৃতবৎ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জীবৎ**—জীবিত; **ম্রিয়মাণঃ**—মৃত; **উপধাবতি**—জড় সম্পদ লাভের জন্য ধাবিত হয়।

অনুবাদ

জীব পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের ফলে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে, সে জীবন্মৃত ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ

করে, যারা তাকে এই জীবনে অথবা পরলোকে উভয় পরিস্থিতিতেই কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তিদের তুলনা করা হয়েছে অপবিত্র বৃক্ষ-লতা এবং বিষাক্ত কূপের সঙ্গে।

তাৎপর্য

পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের ফলে অর্জিত ধন-সম্পদ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অপচয় করা উচিত নয়। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তার উপযোগ বিষবৃক্ষের ফল আস্বাদন করার মতো। এই প্রকার কার্যকলাপ বদ্ধ জীবকে ইহলোকে অথবা পরলোকে কোনরকম সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি তার ধন-সম্পদ সদ্‌গুরুর পরিচালনায় ভগবানের সেবায় ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারবেন। তা যদি তিনি না করেন, তাহলে তিনি নিষিদ্ধ ফল সেবন করার ফলে স্বর্গচ্যুত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, সবকিছুই যেন তাঁকে উৎসর্গ করা হয়।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্‌ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু নিবেদন কর এবং দান কর, এবং যে তপস্যা কর তা সবই আমাকে অর্পণ কর।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/২৭) কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হন, তাহলে তিনি পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের ফলে অর্জিত ধন-সম্পদ তাঁর ঐহিক এবং পারত্রিক লাভের জন্য পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করতে পারেন। নিজের আবশ্যকতার অধিক ধন রাখা উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন ভগবানের সেবায় অর্পণ করা উচিত। তা বদ্ধ জীব, এই জগৎ এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করবে এবং সেটিই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য।

শ্লোক ১৩

একদাসৎপ্রসঙ্গান্নিকৃতমতির্ব্যুদকস্রোতঃ স্খলনবদুভয়তোঽপি দুঃখদং পাখণ্ডমভিযাতি ॥ ১৩ ॥

একদা—কখনও কখনও; **অসৎ-প্রসঙ্গাৎ**—যে অভক্ত বৈদিক নীতির বিরুদ্ধ এবং অন্য ধর্মমত সৃষ্টি করে তার সঙ্গ প্রভাবে; **নিকৃত-মতিঃ**—যার বুদ্ধি ভগবানের বিরুদ্ধাচরণের জন্য জঘন্য স্তরে অধঃপতিত হয়েছে; **ব্যুদক-স্রোতঃ**—অগভীর

নদীতে; **স্খলন-বৎ**—ঝাঁপ দেওয়ার মতো; **উভয়তঃ**—উভয় দিক থেকেই; **অপি**—যদিও; **দুঃখদম্**—দুঃখপ্রদ; **পাখণ্ডম্**—পাষণ্ডমত; **অভিযাতি**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও সংসার-অরণ্যে দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্তি সাধনের জন্য বদ্ধ জীব নাস্তিকদের সস্তা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাদের সঙ্গ প্রভাবে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। তা ঠিক অগভীর নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। তার ফলে তার মাথা ফেটে যায়। তার তাপের উপশম হয় না, এবং এইভাবে উভয়দিক দিয়েই সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। বিভ্রান্ত বদ্ধ জীব বেদবিরুদ্ধ বাণীর প্রচারকারী তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের শরণাগত হয়। তার ফলে তাদের কাছ থেকে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে তার কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

প্রতারকেরা তাদের নিজেদের মনগড়া ধর্মমত সৃষ্টি করে। কিছু জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে বদ্ধ জীব তথাকথিত ভণ্ড সন্ন্যাসী এবং যোগীদের কাছে সস্তা আশীর্বাদ লাভের জন্য যায়, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সে জড়-জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন কিছুই লাভ করতে পারে না। এই যুগে বহু প্রতারক রয়েছে যারা কিছু যাদু এবং ভেলকিবাজি দেখাতে পারে। এই যাদুবিদ্যা এবং ভেলকিবাজির প্রভাবে তারা একটু সোনা তৈরি করে তাদের অনুগামীদের চমৎকৃত করে এবং তাদের অনুগামীরাও মনে করে যে তারা হচ্ছে ভগবান। এই কলিযুগে এই প্রকার প্রবঞ্চনা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা যায়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সদ্‌গুরুর বর্ণনা করে বলেছেন—

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

এমন গুরুর শরণাগত হতে হবে, যিনি সংসাররূপী দাবাগ্নি নির্বাপণ করতে পারেন—আমাদের জীবন-সংগ্রাম থেকে উদ্ধার করতে পারেন। মানুষ প্রতারিত হতে চায় এবং তাই তারা তথাকথিত যোগী এবং স্বামীদের কাছে যায়, যারা ভেলকিবাজি দেখাতে পারে, কিন্তু ভেলকিবাজির দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন হয় না। যদি সোনা তৈরি করাই ভগবান হওয়ার যোগ্যতা হয়, তাহলে

অন্তহীন স্বর্ণসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই কৃষ্ণকে কেন স্বীকার করা হয় না? পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্ণের রং আলেয়া অথবা পীতবর্ণ বিষ্ঠার মতো; তাই ভেলকিবাজির দ্বারা সোনা তৈরি করা গুরুর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, ঐকান্তিকতা সহকারে জড় ভরতের মতো ভক্তের শরণাগত হওয়া উচিত। জড় ভরত মহারাজ রহূগণকে এমনভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজা তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভণ্ড গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/৩/২১) উপদেশ অনুসারে গুরু গ্রহণ করা উচিত। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে, জীবনের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হয়। এই প্রকার গুরুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্*। এই প্রকার গুরু সোনা তৈরি করেন না অথবা বাক্‌চাতুরি করেন না। সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি বৈদিক সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অবগত (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। এই প্রকার সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা যদি কেউ লাভ করতে পারে, তাহলে তার জীবন সার্থক হয়। তা না হলে সে ঐহিক এবং পারত্রিক উভয় জীবনেই ব্যর্থ হয়।

শ্লোক ১৪

যদা তু পরবাধয়ান্ধ আত্মনে নোপনমতি তদা হি পিতৃপুত্রবর্হিষ্মতঃ পিতৃপুত্রান্ বা স খলু ভক্ষয়তি ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; **তু**—কিন্তু (দুর্ভাগ্যবশত); **পর-বাধয়া**—অন্য সকলকে শোষণ করা সত্ত্বেও; **অন্ধঃ**—দৃষ্টিহীন; **আত্মনে**—নিজের জন্য; **ন উপনমতি**—তার অংশভাগ না পায়; **তদা**—তখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পিতৃ-পুত্র**—পিতা অথবা পুত্রের; **বর্হিষ্মতঃ**—তৃণতুল্য নগণ্য; **পিতৃ-পুত্রান্**—পিতা অথবা পুত্রদের; **বা**—অথবা; **সঃ**—সে (বদ্ধ জীব); **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **ভক্ষয়তি**—কষ্ট দেয়।

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন অন্যদের শোষণ করেও নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তখন সে তার পিতা অথবা পুত্রকে শোষণ করার চেষ্টা করে, এবং তাদের অতি তুচ্ছ সম্পদও অপহরণ করে নেয়। সে যদি তার পিতা, পুত্র অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে না পারে, তাহলে সে তাদের নানাভাবে কষ্ট দেয়।

তাৎপর্য

এক সময় আমরা স্বচক্ষে এক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে তার নিজের মেয়ের গয়না অপহরণ করতে দেখেছি। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Necessity knows no law." (আতুরে নিয়মো নাস্তি) বদ্ধ জীবের যখন কোন বস্তুর আবশ্যকতা হয়, তখন সে তার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে পিতা অথবা পুত্রকে পর্যন্ত শোষণ করে। আমরা *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে জানতে পারি যে, এই কলিযুগে মানুষ এক পয়সার জন্য পর্যন্ত তার আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করবে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন মানুষ ক্রমশ নারকীয় পরিস্থিতিতে অধঃপতিত হবে এবং নানা রকম জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হবে।

শ্লোক ১৫

ক্বচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ভৃশং নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **আসাদ্য**—অনুভব করে; **গৃহম্**—গৃহমেধীর জীবন; **দাব-বৎ**—ঠিক দাবানলের মতো; **প্রিয়-অর্থ-বিধুরম্**—কোন লাভজনক বস্তু ব্যতীত; **অসুখ-উদর্কম্**—কেবল অধিক থেকে অধিকতর দুঃখপ্রদ; **শোক-অগ্নিনা**—শোকরূপ অগ্নির দ্বারা; **দহ্যমানঃ**—দগ্ধ হয়ে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **নির্বেদম্**—হতাশা; **উপগচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

এই জগতে গৃহস্থ-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। সেখানে সুখের লেশ মাত্র নেই, এবং ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল লাভ হয়। গৃহস্থ-জীবনে চিরন্তন সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। গৃহস্থ-আশ্রমে জড়িয়ে পড়ার ফলে, জীব শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কখনও কখনও সে "আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা", "পূর্বজন্মে আমি কোন পুণ্যকর্ম করিনি" এই বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

তাৎপর্য

গুর্বষ্টকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গেয়েছেন—

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।

সংসার-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। কেউই বনে গিয়ে আগুন জ্বালায় না, তবুও সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে। তেমনই, সকলেই এই জড় জগতে সুখী হতে চায়, কিন্তু তার দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। কখনও কখনও সংসাররূপী দাবানলে দগ্ধ ব্যক্তি নিজেকে ধিক্কার দেয়, কিন্তু তার দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, এবং তার ফলে সে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ১৬

ক্বচিৎ কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়তমধনাসুঃ প্রমৃতক ইব বিগতজীবলক্ষণ আস্তে ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **কাল-বিষ-মিত**—কালের প্রভাবে প্রতিকূল; **রাজ-কুল**—রাজকর্মচারী; **রক্ষসা**—রাক্ষসদের দ্বারা; **অপহৃত**—অপহৃত হয়; **প্রিয়তম**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **ধন**—ধন; **অসুঃ**—যার প্রাণবায়ু; **প্রমৃতকঃ**—মৃত; **ইব**—সদৃশ; **বিগত-জীব-লক্ষণঃ**—জীবনের সমস্ত লক্ষণ রহিত; **আস্তে**—থাকে।

অনুবাদ

রাজকর্মচারীরা ঠিক নরখাদক রাক্ষসদের মতো। কখনও কখনও এই সমস্ত রাজকর্মচারীরা প্রতিকূল হয়ে মানুষের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। তার প্রাণতুল্য প্রিয়তম ধন হারিয়ে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বস্তুত, মনে হয় যেন তার মৃত্যু হয়েছে।

তাৎপর্য

রাজ-কুল-রক্ষসা শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* রচিত হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, তবুও রাজকর্মচারীদের নরখাদক রাক্ষস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজকর্মচারীরা যদি কোন ব্যক্তির প্রতিকূল হয়, তাহলে তার দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত ধন তারা অপহরণ করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই আয়কর দিতে চায় না, এমনকি রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত তা এড়াবার চেষ্টা করে। তাই কখনও কখনও জোর করে কর আদায় করা হয়, এবং তার ফলে করদাতা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়।

শ্লোক ১৭

কদাচিন্মনোরথোপগতপিতৃপিতামহাদ্যসৎসদিতি স্বপ্ননির্বৃতি-লক্ষণমনুভবতি ॥ ১৭ ॥

কদাচিৎ—কখনও; **মনোরথ-উপগত**—মনের কল্পনা দ্বারা লব্ধ; **পিতৃ**—পিতা; **পিতামহ-আদি**—পিতামহ এবং অন্যেরা; **অসৎ**—যদিও বহু পূর্বে মৃত (এবং যদিও কেউই জানে না যে, আত্মা চলে গেছে); **সৎ**—পিতা অথবা পিতামহ পুনরায় ফিরে এসেছেন; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **স্বপ্ননির্বৃতি-লক্ষণম্**—স্বপ্নসুখ; **অনুভবতি**—বদ্ধ জীব অনুভব করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব কল্পনা করে যে, তার পিতা এবং পিতামহ পুনরায় তার পুত্র বা পৌত্ররূপে ফিরে এসেছেন। এইভাবে সে স্বপ্নসুখতুল্য মনকল্পিত সুখ অনুভব করে।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানের ফলে, বদ্ধ জীব অনেক কিছু কল্পনা করে। সকাম কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার আত্মীয়-স্বজন, পিতা, পুত্র, পিতামহের সঙ্গে মিলিত হয়, ঠিক যেভাবে নদীর স্রোতে ভাসমান তৃণ ক্ষণিকের জন্য একত্রিত হয়ে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বদ্ধ জীবনে জীব ক্ষণিকের জন্য অন্য অনেক বদ্ধ জীবের সান্নিধ্যে আসে। আত্মীয়-স্বজনরূপে তারা একত্রিত হয়, এবং স্নেহের বন্ধন এতই দৃঢ় যে, পিতা অথবা পিতামহের মৃত্যুর পরেও তারা রূপ পরিবর্তন করে পরিবারে ফিরে এসেছে বলে মনে করে মানুষ সুখী হয়। কখনও কখনও তা হলেও হতে পারে, কিন্তু সে যাই হোক, বদ্ধ জীব এইভাবে কল্পনা করে আনন্দ অনুভব করতে চায়।

শ্লোক ১৮

ক্বচিদ্ গৃহাশ্রমকর্মচোদনাতিভরগিরিমারুরুক্ষমাণো লোকব্যসনকর্ষিতমনাঃ কণ্টকশর্করাক্ষেত্রং প্রবিশন্নিব সীদতি ॥ ১৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **গৃহ-আশ্রম**—গৃহস্থ-জীবনে; **কর্ম-চোদন**—সকাম কর্মের বিধি; **অতি-ভর-গিরিম্**—উচ্চ পাহাড়; **আরুরুক্ষমাণঃ**—আরোহণ করার বাসনায়; **লোক**—

লৌকিক; **ব্যসন**—প্রচেষ্টা; **কর্ষিত-মনাঃ**—যার চিত্ত আকৃষ্ট; **কণ্টক-শর্করা-ক্ষেত্রম্**—কণ্টক এবং কাঁকরে আচ্ছাদিত ক্ষেত্র; **প্রবিশন্**—প্রবেশ করে; **ইব**—সদৃশ; **সীদতি**—শোক করে।

অনুবাদ

গৃহস্থ-আশ্রমে বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি যজ্ঞ এবং সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ রয়েছে। এগুলি গৃহস্থদের কর্তব্য। এই সমস্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্লেশদায়ক। সেগুলির তুলনা করা হয়েছে উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে, এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত ব্যক্তিদের তা অতিক্রম করতে হয়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চায়, তাকে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় কাঁটা এবং কাঁকরের বেদনা সহ্য করতে হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব অনন্ত যাতনা ভোগ করে।

তাৎপর্য

সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য বহু সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে নানা প্রকারের উৎসব এবং রীতি রয়েছে। ভারতবর্ষে পিতাকে তার সন্তানদের বিবাহ দিতে হয়। তিনি যখন তা করেন, তখন তার সংসার-জীবনের দায়িত্ব পূর্ণ হয়। বিবাহের আয়োজন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে আজকালকার দিনে। বর্তমান সময়ে কেউই যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে না, এমনকি তাদের পুত্র এবং কন্যাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যয়ও তারা বহন করতে পারে না। তাই গৃহস্থকে যখন এই সমস্ত সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। তা যেন কাঁটা এবং তীক্ষ্ণ কাঁকরের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার মতো। মানুষের বিষয়াসক্তি এতই প্রবল যে, এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও সে তা ত্যাগ করতে পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৫)—

হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ।

তথাকথিত সুখের সংসার-জীবন ঠিক মাঠের মধ্যে একটি অন্ধকূপের মতো। কেউ যদি তৃণাচ্ছাদিত সেই অন্ধকূপে পতিত হয়, তাহলে উদ্ধারের জন্য আর্তনাদ করলেও তার জীবন রক্ষা হয় না। তাই অতি উচ্চ স্তরের মহাত্মারা গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ না করার উপদেশ দেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের তপশ্চর্যা পালন করে, সারা জীবন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী থেকে গৃহস্থ-আশ্রমের বেদনা অনুভব না করাই শ্রেয়। গৃহস্থ-

আশ্রমে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে হয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। তার ফলে তার কাছে সেগুলি সম্পাদন করার যথেষ্ট অর্থ না থাকলেও, তাকে সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। গৃহস্থ-আশ্রমের শৈলী বজায় রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এইভাবে মানুষ সাংসারিক জীবনে জড়িয়ে পড়ে এবং কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে।

শ্লোক ১৯

ক্বচিচ্চ দুঃসহেন কায়াভ্যন্তরবহ্নিনা গৃহীতসারঃ স্বকুটুম্বায় ক্রুধ্যতি ॥১৯॥

ক্বচিৎ চ—এবং কখনও; **দুঃসহেন**—অসহ্য; **কায়-অভ্যন্তর-বহ্নিনা**—দেহের অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নির ফলে; **গৃহীত-সারঃ**—যার ধৈর্য চ্যুতি হয়েছে; **স্ব-কুটুম্বায়**—তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **ক্রুধ্যতি**—ক্রুদ্ধ হয়।

অনুবাদ

কখনও সে দৈহিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয় এবং তার প্রিয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে নির্দয় হওয়ার ফলে, সে আরও দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর গেয়েছেন—

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে।

সংসার-জীবনের সুখ মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মতো। সংসার-জীবনে কেউই সুখী হতে পারে না। বৈদিক সভ্যতায় দাম্পত্য-জীবনের দায়িত্ব ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু আজকাল সকলেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব ত্যাগ করছে। তার কারণ হচ্ছে পারিবারিক দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে, মানুষ তার স্নেহাস্পদ স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। এটি সংসার-দাবানলের একটি পরিণতি।

শ্লোক ২০

স এব পুনর্নিদ্রাজগরগৃহীতোঽন্ধে তমসি মগ্নঃ শূন্যারণ্য ইব শেতে নান্যৎ কিঞ্চন বেদ শব ইবাপবিদ্ধঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই বদ্ধ জীব; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **নিদ্রা-অজগর**—গভীর নিদ্রারূপ অজগর সর্প; **গৃহীতঃ**—গিলে খায়; **অন্ধে**—গভীর অন্ধকারে; **তমসি**—অজ্ঞানে; **মগ্নঃ**—নিমগ্ন হয়ে; **শূন্য-অরণ্যে**—বিজন বনে; **ইব**—সদৃশ; **শেতে**—সে শায়িত হয়; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **বেদ**—জানে; **শবঃ**—মৃতদেহ; **ইব**—সদৃশ; **অপবিদ্ধঃ**—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, নিদ্রা ঠিক একটি অজগর সাপের মতো। যারা সংসাররূপ অরণ্যে ভ্রমণ করে, নিদ্রারূপ অজগর সর্প তাদের গিলে খায়। সেই অজগর সর্প দংশনে তারা সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তারা নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের মতো পড়ে থাকে। এইভাবে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবনে কি হচ্ছে।

তাৎপর্য

সংসার-জীবনের অর্থ হচ্ছে সর্বতোভাবে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে মগ্ন থাকা। তার মধ্যে নিদ্রা সব চাইতে ভয়ঙ্কর। মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন সে তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। আধ্যাত্মিক প্রগতি সাধনের জন্য যতদূর সম্ভব নিদ্রা ত্যাগ করা উচিত। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য ঘুমানো প্রয়োজন, কারণ দেহ ধারণের জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। তাই তাঁরা কেবল দু-এক ঘণ্টার জন্য ঘুমাতেন, এবং কখনও কখনও একেবারেই ঘুমাতেন না। তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন থাকতেন। *নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ।* আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গোস্বামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিদ্রা, আহার আদির প্রবণতা যতদূর সম্ভব হ্রাস করার চেষ্টা করা।

শ্লোক ২১

কদাচিদ্ ভগ্নমানদংষ্ট্রো দুর্জনদন্দশূকৈরলব্ধনিদ্রাক্ষণো ব্যথিতহৃদয়েনানুক্ষীয়মাণবিজ্ঞানোঽন্ধকূপেঽন্ধবৎ পততি ॥ ২১ ॥

কদাচিৎ—কখনও; **ভগ্ন-মান-দংষ্ট্রঃ**—যার গর্বরূপী দন্ত ভগ্ন হয়েছে; **দুর্জন-দন্দ-শূকৈঃ**—সর্পসদৃশ দুর্জনের ঈর্ষাপূর্ণ কার্যকলাপের দ্বারা; **অলব্ধ-নিদ্রাক্ষণঃ**—যে নিদ্রা যাওয়ার সুযোগ পায় না; **ব্যথিত-হৃদয়েন**—বিক্ষুব্ধ চিত্তের দ্বারা; **অনুক্ষীয়মাণ**—

অনুক্ষণ ক্ষীয়মাণ; **বিজ্ঞানঃ**—বিবেক; **অন্ধ-কূপে**—অন্ধকূপে; **অন্ধ-বৎ**—অন্ধের মতো; **পততি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

সংসার-অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও সর্প এবং অন্যান্য প্রাণীসদৃশ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা দংশিত হয়। শত্রুদের ছলনার প্রভাবে বদ্ধ জীবের গর্বরূপ দন্ত ভগ্ন হয়। তখন সে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার ফলে, ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। তার ফলে সে আরও অসুখী হয়, এবং ধীরে ধীরে সে তার বুদ্ধি এবং বিবেক হারিয়ে ফেলে। তখন সে অন্ধের মতো অজ্ঞানের অন্ধকূপে পতিত হয়।

শ্লোক ২২

কর্হি স্ম চিৎ কামমধুলবান্ বিচিন্বন্ যদা পরদারপরদ্রব্যাণ্যবরুন্ধানো রাজ্ঞা স্বামিভির্বা নিহতঃ পতত্যপারে নিরয়ে ॥ ২২ ॥

কর্হি স্ম চিৎ—কখনও; **কাম-মধু-লবান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগরূপী মধুর বিন্দু; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করে; **যদা**—যখন; **পর-দার**—অন্যের পত্নী, অথবা বিবাহিত পত্নী ব্যতীত অন্য রমণী; **পরদ্রব্যাণি**—অন্যের ধন; **অবরুন্ধানঃ**—নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **স্বামিভিঃ বা**—অথবা সেই রমণীর পতি বা আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; **নিহতঃ**—প্রচণ্ড প্রহার; **পততি**—পতিত হয়; **অপারে**—অন্তহীন; **নিরয়ে**—নরকে (কারাগারে)।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অতি নগণ্য সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্ত্রী-গমন করে অথবা অন্যের ধন অপহরণ করে। তার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয় অথবা সেই স্ত্রীর পতি অথবা আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে। এইভাবে অতি অল্প জড় সুখের জন্য ধর্ষণ, পরস্ত্রী হরণ, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ফলে কারারুদ্ধ হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবন এমনই যে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, আসবপান এবং আমিষ আহারের ফলে বদ্ধ জীব সর্বদা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে থাকে। আমিষ আহার

এবং আসবপান ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে বদ্ধ জীব স্ত্রীসম্ভোগের শিকার হয়। স্ত্রীরত্ন ভোগ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন হয়, এবং সেই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য সে ভিক্ষা করে, ঋণ করে অথবা চুরি করে। প্রকৃতপক্ষে সে এমন সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যার ফলে তাকে এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে দুঃখভোগ করতে হয়। তাই যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে চান অথবা পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হতে চান, তাঁদের পক্ষে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে বহু ভক্তের অধঃপতন হয়। তারা তখন টাকা-পয়সা চুরি করতে পারে এবং অতি সম্মানিত সন্ন্যাস আশ্রম থেকে অধঃপতিত হতে পারে। তখন তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য তুচ্ছ শ্রমিকের মতো কাজ করতে হয় অথবা ভিক্ষা করতে হয়। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধি-সুখং হি তুচ্ছম্*—জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে মৈথুন, তা সে বৈধ অথবা অবৈধ হোক। যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত তাদের পক্ষেও যৌনসঙ্গম অত্যন্ত বিপজ্জনক। যৌনাচারের অনুমোদন-পত্র থাকলেও তা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। *বহু-দুঃখ-ভাক্*—কেউ যখন যৌন আচরণে লিপ্ত হয়, তার পরেই প্রচুর দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়। তখন সে তার সংসার-জীবনে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করতে থাকে। কৃপণ তার সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, তেমনই বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের মনুষ্য-জীবনের অপব্যবহার করে। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তার ব্যবহার না করে, তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য সেই শরীরের অপব্যবহার করে। তাই তাকে বলা হয় কৃপণ।

শ্লোক ২৩

অথ চ তস্মাদুভয়থাপি হি কর্মাস্মিন্নাত্মনঃ সংসারাবপনমুদাহরন্তি ॥২৩॥

অথ—এখন; **চ**—এবং; **তস্মাৎ**—এই কারণে; **উভয়থা অপি**—এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **অস্মিন্**—এই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের পথে; **আত্মনঃ**—জীবের; **সংসার**—জড়-জাগতিক জীবনের; **আবপনম্**—কর্ষণ ক্ষেত্র বা উৎস; **উদাহরন্তি**—বেদের বাণী।

অনুবাদ

পণ্ডিত এবং পরমার্থবাদীরা তাই সকাম কর্মের প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করেছেন, কারণ তা ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ-দুর্দশার আদি উৎস এবং জন্মভূমি।

তাৎপর্য

জীবনের মূল্য উপলব্ধি না করার ফলে, কর্মীরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে তারা ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। দুর্ভাগ্যবশত, কর্মীরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তারা এই জীবনের ও পরবর্তী জীবনের দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বেদে অধ্যাত্ম-চেতনা জাগরিত করার এবং ভগবানের কৃপা লাভের জন্য সমস্ত কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যজ্ঞে যা কিছু নিবেদন কর এবং দান কর, এবং যে তপস্যা কর, তা সবই আমাকে অর্পণ কর।"

কর্মের ফল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যবহার না করে, ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* সমস্ত তথ্য প্রদান করেছেন এবং গীতার শেষে তিনি তাঁর শরণাগত হওয়ার দাবি করেছেন। মানুষ সাধারণত তাঁর এই দাবিটি পছন্দ করে না, কিন্তু যিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করছেন, তিনি অবশেষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*)।

শ্লোক ২৪

মুক্তস্ততো যদি বন্ধাদ্দেবদত্ত উপাচ্ছিনত্তি তস্মাদপি বিষ্ণুমিত্র ইত্যনবস্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত; **ততঃ**—তা থেকে; **যদি**—যদি; **বন্ধাৎ**—রাষ্ট্রের কারাগার থেকে অথবা পরস্ত্রীর স্বামীর প্রহার থেকে; **দেব-দত্তঃ**—দেবদত্ত নামক ব্যক্তি; **উপাচ্ছিনত্তি**—তার ধন ছিনিয়ে নেয়; **তস্মাৎ**—দেবদত্ত নামক সেই ব্যক্তি থেকে; **অপি**—পুনরায়; **বিষ্ণু-মিত্রঃ**—বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি; **ইতি**—এইভাবে; **অনবস্থিতিঃ**—ধন একস্থানে থাকে না, তা হস্ত থেকে হস্তান্তরিত হয়।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব যদি অপরের দ্রব্য অপহরণ করে কোনও প্রকারে দণ্ডভোগ থেকে রেহাই পায়, তাহলেও দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করে তার ধন ছিনিয়ে

নেয়। তারপর দেবদত্ত থেকেও আবার সেই ধন বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি অপরহণ করে নেয়। এইভাবে ধন কখনও একস্থানে থাকে না। তা হস্ত থেকে হস্তান্তরিত হয়। চরমে কেউই ধন-সম্পদ ভোগ করতে পারে না, এবং তা সর্ব অবস্থাতে ভগবানেরই সম্পত্তি থাকে।

তাৎপর্য

ধন-সম্পদ আসে লক্ষ্মীদেবীর থেকে, এবং লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ভগবান নারায়ণের সম্পত্তি। নারায়ণের পাশে ছাড়া লক্ষ্মীদেবী অন্য কোন স্থানে থাকতে পারেন না; তাই লক্ষ্মীর আর এক নাম হচ্ছে চঞ্চলা। তাঁর পতি নারায়ণের সঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অবস্থাতেই তিনি অশান্ত। যেমন, রাক্ষসরাজ রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ফলে রাবণ সবংশে ঐশ্বর্য ও রাজত্ব সহ বিনষ্ট হয়েছিল, এবং সীতাদেবী পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত ধন-সম্পদ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা, এবং তিনিই হচ্ছেন সর্বলোকের পরম ঈশ্বর।"

মূর্খ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য চোরদের কাছ থেকে চুরি করে অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু তারা তা রাখতে পারে না। যেভাবেই হোক না কেন, তা ব্যয় হতে বাধ্য। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রতারণা করে, এবং সেই ব্যক্তি আবার অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়; তাই লক্ষ্মী লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সর্ব অবস্থাতে তাঁকে তাঁর পতি নারায়ণের পাশে রাখা। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমরা নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) সহ লক্ষ্মীদেবীর (রাধারাণীর) আরাধনা করি। বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা ধন সংগ্রহ করি, কিন্তু সেই ধন-সম্পদ রাধা-কৃষ্ণ (লক্ষ্মী-নারায়ণ) ছাড়া আর কারোর সম্পত্তি নয়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় ধনের সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহলে ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই এক ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করেন। কিন্তু, কেউ যদি রাবণের মতো লক্ষ্মীদেবীকে ভোগ করতে চায়, তাহলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে বিনষ্ট হতে হবে, এবং তার সঞ্চিত যে স্বল্প ধন-সম্পদ তা তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে মৃত্যু তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেবে। এই মৃত্যু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ২৫

ক্বচিচ্চ শীতবাতাদ্যনেকাধিদৈবিকভৌতিকাত্মীয়ানাং দশানাং প্রতিনিবারণেঽকল্পো দুরন্তচিন্তয়া বিষণ্ণ আস্তে ॥ ২৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **চ**—ও; **শীত-বাত-আদি**—প্রচণ্ড শীত, প্রবল বায়ু ইত্যাদি; **অনেক**—বিবিধ; **আধিদৈবিক**—দেবতাদের দ্বারা উৎপন্ন; **ভৌতিক**—আধিভৌতিক, অন্য জীবদের দ্বারা উৎপন্ন; **আত্মীয়ানাম্**—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহ এবং মন দ্বারা উৎপন্ন; **দশানাম্**—ক্লেশদায়ক অবস্থা; **প্রতিনিবারণে**—প্রতিকার করতে; **অকল্পঃ**—অসমর্থ; **দুরন্ত**—অত্যন্ত কঠোর; **চিন্তয়া**—দুশ্চিন্তার দ্বারা; **বিষণ্ণঃ**—বিষাদগ্রস্ত; **আস্তে**—হয়।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার না করতে পেরে, জীব দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হয়। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে আধিদৈবিক (যেমন প্রচণ্ড শীত, প্রবল ঝড় ইত্যাদি), অন্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত আধিভৌতিক ক্লেশ এবং দেহ ও মনজাত আধিআত্মিক ক্লেশ।

তাৎপর্য

তথাকথিত সুখী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে নিরন্তর আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই এই ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার করতে পারে না। এই তিন প্রকার ক্লেশ কখনও একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারে, আবার কখনও আলাদা আলাদাভাবে আক্রমণ করতে পারে। কখন যে কোন্ দিক থেকে এই দুঃখ আসবে, তার ভয়ে জীব সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। বদ্ধ জীবকে এই ত্রিতাপ দুঃখের অন্তত একটি দুঃখের দ্বারা বিচলিত থাকতে হয়। তার থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

শ্লোক ২৬

ক্বচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমন্যেভ্যো বা কাকিণিকামাত্রমপ্যপহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্বা বিদ্বেষমেতি বিত্তশাঠ্যাৎ ॥ ২৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **মিথঃ**—পরস্পর; **ব্যবহরন্**—বিনিময় করে; **যৎ কিঞ্চিৎ**—অতি অল্প; **ধনম্**—ধন; **অন্যেভ্যঃ**—অন্যদের থেকে; **বা**—অথবা; **কাকিণিকা-মাত্রম্**—অতি অল্প (বিশ কড়ি); **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অপহরন্**—প্রতারণা করে চুরি করে

নেয়; **যৎ কিঞ্চিৎ**—অতি অল্প মাত্রায়; **বা**—অথবা; **বিদ্বেষমেতি**—শত্রুতা সৃষ্টি করে; **বিত্ত-শাঠ্যাৎ**—ধন বঞ্চনার ফলে।

অনুবাদ

ধন বিনিময়ের ব্যাপারে যদি কেউ এক কড়ি অথবা তার থেকেও কম বঞ্চনা করে, তাহলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

একেই বলা হয় সংসার-দাবানল। মানুষের মধ্যে সাধারণ লেনদেনের ব্যাপারেও প্রতারণা অবশ্যম্ভাবী, কারণ বদ্ধ জীব ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব এবং বিপ্রলিপ্সা—এই চারটি দোষে দুষ্ট। জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই চারটি ত্রুটি থাকবেই। তাই প্রতিটি মানুষেরই প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা রয়েছে, যার প্রয়োগ হয় ব্যবসায় অথবা অর্থ বিনিময়ে। এই প্রতারণা করার প্রবণতার ফলে, টাকা-পয়সার লেনদেনের সময় বন্ধুরা পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়। দার্শনিকেরা অর্থনীতিবিদদের প্রতারক বলে অভিযুক্ত করে, আর দার্শনিক যখন টাকা-পয়সার সম্পর্কে আসে, অর্থনীতিবিদেরা তখন তাকে প্রতারক বলে অভিযুক্ত করে। এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের প্রকৃত রূপ। কেউ অতি উচ্চ স্তরের দর্শন প্রচার করতে পারে, কিন্তু যখন টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় তখন সে প্রতারকে পরিণত হয়। এই জড় জগতে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদেরা কোন না কোনরূপে এক-একজন প্রতারক ছাড়া আর কিছু নয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রতারক কারণ তারা বিজ্ঞানের নামে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করছে। তারা বলছে যে তারা চাঁদে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা গবেষণার নামে জনসাধারণকে বিশাল ধনরাশি ঠকিয়েছে। তারা কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় কোন কিছুই করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কারোর উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাহলে জড়-জাগতিক ক্লেশের শিকার হতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর সৎ প্রতিনিধির উপদেশ গ্রহণ করা। তাহলে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হওয়া যায়।

শ্লোক ২৭

অধ্বন্যমুষ্মিন্নিম উপসর্গাস্তথা সুখদুঃখরাগদ্বেষভয়াভিমানপ্রমাদোন্মাদশোক-মোহলোভমাৎসর্যের্ষ্যাবমানক্ষুৎপিপাসাধিব্যাধিজন্মজরামরণাদয়ঃ ॥২৭॥

অধ্বনি—সংসার মার্গে; **অমুষ্মিন্**—তাতে; **ইমে**—এই সমস্ত; **উপসর্গাঃ**—শাশ্বত দুঃখ-দুর্দশা; **তথা**—তাও; **সুখ**—তথাকথিত সুখ; **দুঃখ**—দুঃখ; **রাগ**—আসক্তি; **দ্বেষ**—ঘৃণা; **ভয়**—ভয়; **অভিমান**—অভিমান; **প্রমাদ**—ভ্রম; **উন্মাদ**—উন্মত্ততা; **শোক**—শোক; **মোহ**—মোহ; **লোভ**—লোভ; **মাৎসর্য**—মাৎসর্য; **ঈর্ষ্য**—শত্রুতা; **অবমান**—অপমান; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **পিপাসা**—পিপাসা; **আধি**—কঠোর দুঃখ-দুর্দশা; **ব্যাধি**—রোগ; **জন্ম**—জন্ম; **জরা**—বার্ধক্য; **মরণ**—মৃত্যু; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

এই সংসারে পূর্বোক্ত কষ্টগুলি তো আছেই, আর তা ছাড়া সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বহু কষ্টও রয়েছে। এগুলি একত্রে বদ্ধ জীবকে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই প্রদান করে না।

তাৎপর্য

এই সংসারে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য বদ্ধ জীবকে এই সমস্ত পরিস্থিতি স্বীকার করতে হয়। মানুষ যদিও নিজেকে এক মহা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ইত্যাদি বলে প্রচার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এক-একজন শঠ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) তাদের *মূঢ়* এবং *নরাধম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী মূঢ়, নরাধম, মায়া যাদের জ্ঞান অপহরণ করে নিয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক, তারা কখনও আমার শরণাগত হয় না।"

এই সমস্ত জড়বাদীদের, তাদের মূর্খতার জন্য *ভগবদ্গীতায়* নরাধম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছিল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, কিন্তু সেই অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তারা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। তাই তাদের বলা হয় *নরাধম*। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, গণিতজ্ঞ—এরাও নরাধম কিনা; তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, হ্যাঁ, তারাও নরাধম কারণ তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। তারা কেবল তাদের প্রতিষ্ঠা এবং উপাধির গর্বে গর্বিত। প্রকৃতপক্ষে তারা জানে না কিভাবে এই জড় জগতের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে

হয় এবং দিব্য জ্ঞান ও আনন্দময় পারমার্থিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে হয়। তাই তারা কেবল তথাকথিত সুখের অন্বেষণে তাদের সময় এবং শক্তির অপচয় করে। এগুলি হচ্ছে আসুরিক বৃত্তি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেউ যখন এই সমস্ত আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে একটি *মূঢ়তে* পরিণত হয়। তার ফলে সে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, এবং তাই সে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক যোনিতে অসুর শরীর প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে নরাধম হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৮

ক্বাপি দেবমায়য়া স্ত্রিয়া ভুজলতোপগূঢ় প্রস্কন্নবিবেকবিজ্ঞানো যদ্বিহারগৃহা-রম্ভাকুলহৃদয়স্তদাশ্রয়াবসক্তসুতদুহিতৃকলত্রভাষিতাবলোকবিচেষ্টিতাপহৃতহৃদয় আত্মানমজিতাত্মাপারেঽন্ধে তমসি প্রহিণোতি ॥ ২৮ ॥

ক্বাপি—কোথাও; **দেবমায়য়া**—দৈবী মায়ার দ্বারা; **স্ত্রিয়া**—পত্নী বা বান্ধবীরূপী; **ভুজ-লতা**—লতাসদৃশ সুন্দর বাহুযুগলের দ্বারা; **উপগূঢ়ঃ**—গভীরভাবে আলিঙ্গিত হয়ে; **প্রস্কন্ন**—হারিয়ে; **বিবেক**—বিবেক; **বিজ্ঞানঃ**—বিশেষ জ্ঞান; **যৎ-বিহার**—স্ত্রীসঙ্গ সুখের জন্য; **গৃহ-আরম্ভ**—গৃহের অন্বেষণে; **আকুল-হৃদয়ঃ**—ব্যাকুল হয়ে; **তৎ**—সেই গৃহের; **আশ্রয়-অবসক্ত**—আশ্রয়াসক্ত; **সুত**—পুত্রের; **দুহিতৃ**—কন্যার; **কলত্র**—পত্নীর; **ভাষিত-অবলোক**—তাদের সম্ভাষণ এবং সুন্দর চাহনি; **বিচেষ্টিত**—কার্যকলাপের দ্বারা; **অপহৃত-হৃদয়ঃ**—যাদের চেতনা অপহৃত হয়েছে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অজিত**—অসংযত; **আত্মা**—যার আত্মা; **অপারে**—অন্তহীন; **অন্ধে**—ঘন অন্ধকারে; **তমসি**—নারকীয় জীবনে; **প্রহিণোতি**—নিক্ষেপ করে।

অনুবাদ

কখনও বদ্ধ জীব মূর্তিমতী মায়ারূপিণী পত্নী অথবা বান্ধবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাদের আলিঙ্গন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ফলে তার বিবেক এবং জীবনের চরম লক্ষ্যরূপ বিজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে, সেই স্ত্রীর বিলাস-ভবন নির্মাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেই বিলাস-ভবনে আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের সম্ভাষণ, অবলোকন এবং কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়। এইভাবে সে কৃষ্ণভক্তি রহিত হয়ে অপার অন্ধকার নরকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন তার প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হয়, তখন সে কৃষ্ণভক্তির কথা সর্বতোভাবে ভুলে যায়। সে যতই তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, ততই সে সংসার-জীবনে জড়িয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, প্রেমিকা যতই কুৎসিত হোক না কেন, প্রেমিকের দৃষ্টিতে সে অতি সুন্দর। এই আকর্ষণকে বলা হয় দেবমায়া। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উভয়েরই বন্ধনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই ভগবানের পরা প্রকৃতি সম্ভূত, কিন্তু উভয়েই প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি (স্ত্রী)। কিন্তু, যেহেতু উভয়েই পরস্পরকে উপভোগ করতে চায়, তাই কখনও কখনও তাদের পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই পুরুষ নয়, কিন্তু উভয়কেই তথাকথিতভাবে পুরুষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলন হওয়া মাত্রই তারা গৃহ-ক্ষেত্র, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে তারা উভয়েই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। *ভুজলতা-উপগূঢ়* বাক্যাংশটির অর্থ হচ্ছে 'স্ত্রীর ভুজলতার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে'। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বদ্ধ জীব কিভাবে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যৌন-জীবনের পরিণতিস্বরূপ পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হয়—এটিই হচ্ছে তার পরিণাম। এটিই হচ্ছে সংসারমার্গ।

শ্লোক ২৯

কদাচিদীশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোশ্চক্রাৎ পরমাণ্বাদিদ্বিপরার্ধাপবর্গ-
কালোপলক্ষণাৎ পরিবর্তিতেন বয়সা রংহসা হরত আব্রহ্মতৃণস্তম্বাদীনাং
ভূতানামনিমিষতো মিষতাং বিত্রস্তহৃদয়স্তমেবেশ্বরং কালচক্রনিজায়ুধং
সাক্ষাদ্ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমনাদৃত্য পাখণ্ডদেবতাঃ কঙ্কগৃধ্রবককবটপ্রায়া
আর্যসময়পরিহৃতাঃ সাঙ্কেত্যেনাভিধত্তে ॥ ২৯ ॥

কদাচিৎ—কখনও; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বরের; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **চক্রাৎ**—চক্র থেকে; **পরমাণু-আদি**—পরমাণুর কাল থেকে শুরু করে; **দ্বি-পরার্ধ**—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল; **অপবর্গ**—সমাপ্তি; **কাল**—কালের; **উপলক্ষণাৎ**—লক্ষণযুক্ত; **পরিবর্তিতেন**—চক্রাকারে আবর্তনশীল; **বয়সা**—বয়সের ক্রম; **রংহসা**—দ্রুত গতিতে; **হরতঃ**—হরণ করে; **আব্রহ্ম**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **তৃণ-স্তম্ব-আদীনাম্**—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **অনিমিষতঃ**—

অপলক; **মিষতাম্**—জীবের চোখের সামনে (তার প্রতিকার করতে অক্ষম); **বিত্রস্ত-হৃদয়ঃ**—ভীত চিত্তে; **তম্**—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর; **কাল-চক্র-নিজ-আয়ুধম্**—যাঁর অস্ত্র হচ্ছে কালরূপ চক্র; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **অনাদৃত্য**—অনাদর করে; **পাখণ্ড-দেবতাঃ**—মনগড়া অবতার (মনুষ্যসৃষ্ট ভগবান বা দেবতা); **কঙ্ক**—বাজপাখী; **গৃধ্র**—শকুনি; **বক**—বক; **অট-প্রায়াঃ**—কাকের মতো; **আর্য-সময়-পরিহৃতাঃ**—আর্যদের দ্বারা স্বীকৃত প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে; **সাঙ্কেত্যেন**—শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই প্রকার স্বকপোলকল্পিত মতবাদ; **অভিধত্তে**—সে পূজার্হ বলে গ্রহণ করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্রের নাম হরিচক্র। সেই চক্র হচ্ছে কালচক্র। তা পরমাণু থেকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাল নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জীবের আয়ু হরণ করছে। তার ফলে শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে জীব মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কালচক্রকে প্রতিহত করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের অস্ত্র হওয়ার ফলে এই কাল অত্যন্ত কঠোর। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে, তার আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় কারোর পূজা করতে চায়। তবুও সে অপ্রতিহত কাল যার আয়ুধ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয় না। বদ্ধ জীব তার পরিবর্তে অপ্রামাণিক শাস্ত্রবর্ণিত মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা বা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মনুষ্যসৃষ্ট এই সমস্ত অবতারেরা বাজ, শকুনি, বক এবং কাকের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এদের কোন উল্লেখ নেই। এই সমস্ত শকুনি, বাজ, কাক এবং বকেরা সিংহের আক্রমণ-সদৃশ আসন্ন মৃত্যু থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না। যারা এই সমস্ত অপ্রামাণিক মনুষ্যসৃষ্ট দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে, তারা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায় না।

তাৎপর্য

বলা হয়—*হরিং বিনা সৃতিং ন তরন্তি*। ভগবান শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত কেউই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায় না। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—যাঁরা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত

হয়েছেন, তাঁরা জড়া প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা কিন্তু কখনও কখনও বিভিন্ন দেব-দেবী, মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা, তথাকথিত অবতার বা ভণ্ড স্বামী বা যোগীর শরণ গ্রহণ করতে চায়। এই সমস্ত প্রতারকেরা দাবি করে যে, তারা ধর্মের পথ অনুসরণ করছে, এবং এই কলিযুগে এই প্রকার প্রতারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। বহু পাষণ্ডী শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়াই নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে এবং মূর্খ মানুষেরা তাদের অনুগমন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভাগবতম্* এবং *ভগবদ্গীতা* রেখে গেছেন। এই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ না করে, সেই সমস্ত প্রবঞ্চকেরা মানুষের স্বকপোলকল্পিত অসৎ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করে। মানব-সমাজে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধন করার চেষ্টায় সেটিই হচ্ছে বড় প্রতিবন্ধক। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পাষণ্ডীরা এবং নাস্তিকেরা যারা হচ্ছে ভণ্ড এবং প্রবঞ্চক, তাদের সংখ্যা এতই অধিক যে, কখনও কখনও আমরা এই আন্দোলনকে কিভাবে যে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেই কথা ভেবে বিচলিত হই। সে যাই হোক, এখানে যাদের কাক, শকুন, বাজ এবং বক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত তথাকথিত অবতার, ভগবান, প্রবঞ্চক এবং ধাপ্পাবাজদের পাষণ্ড-মত আমরা কখনই গ্রহণ করতে পারি না।

শ্লোক ৩০

যদা পাখণ্ডিভিরাত্মবঞ্চিতৈস্তৈরুরু বঞ্চিতো ব্রহ্মকুলং সমাবসংস্তেষাং শীলমুপনয়নাদিশ্রৌতস্মার্তকর্মানুষ্ঠানেন ভগবতো যজ্ঞপুরুষস্যারাধনমেব তদরোচয়ন্ শূদ্রকুলং ভজতে নিগমাচারেঽশুদ্ধিতো যস্য মিথুনীভাবঃ কুটুম্বভরণং যথা বানরজাতেঃ ॥ ৩০ ॥

যদা—যখন; **পাখণ্ডিভিঃ**—পাষণ্ডীদের (নাস্তিকদের) দ্বারা; **আত্ম-বঞ্চিতৈঃ**—যারা স্বয়ং বঞ্চিত হয়েছে; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **উরু**—অধিক; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়ে; **ব্রহ্ম-কুলম্**—নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক সংস্কৃতি অনুসরণকারী প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ; **সমাবসন্**—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তাঁদের সঙ্গে বাস করে; **তেষাম্**—তাঁদের (নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নিয়ম অনুসরণকারী ব্রাহ্মণদের); **শীলম্**—সচ্চরিত্র; **উপনয়ন-আদি**—উপনয়ন সংস্কার আদির মাধ্যমে বদ্ধ জীবের আদর্শ ব্রাহ্মণে পরিণত হওয়ার শিক্ষা; **শ্রৌত**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **স্মার্ত**—বেদোক্ত প্রামাণিক

উপদেশ অনুসারে; **কর্ম-অনুষ্ঠানেন**—কার্যকলাপের অনুষ্ঠান; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **যজ্ঞ-পুরুষস্য**—বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা যিনি পূজিত হন; **আরাধনম্**—তাঁর আরাধনার পন্থা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ অরোচয়ন্**—অসৎ ব্যক্তিদের পক্ষে তার অনুষ্ঠান কঠিন হওয়ার জন্য অরুচিকর বলে; **শূদ্র-কুলম্**—শূদ্রদের সমাজ; **ভজতে**—উন্মুখ হয়; **নিগম-আচারে**—বৈদিক নিয়ম অনুসারে আচরণ করায়; **অশুদ্ধিতঃ**—অপবিত্র; **যস্য**—যার; **মিথুনী-ভাবঃ**—মৈথুন সুখ অথবা বিষয়াসক্ত জীবন; **কুটুম্ব-ভরণম্**—পরিবার প্রতিপালন; **যথা**—যেমন; **বানর-জাতেঃ**—বানর-কুলের অথবা বানরদের বংশধর।

অনুবাদ

ভণ্ড স্বামী, যোগী এবং অবতারেরা, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। তারা স্বয়ং অধঃপতিত এবং প্রতারিত, কারণ তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং যাঁরা তাদের কাছে যায়, তারাও নিঃসন্দেহে প্রতারিত হয়। এইভাবে প্রতারিত হয়ে কেউ যখন বৈদিক বিধির প্রকৃত অনুগামীর (ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণভক্তদের) শরণ গ্রহণ করে, তখন তাঁরা তাদের শিক্ষা দেন কিভাবে শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হয়। কিন্তু সেই পন্থা অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা পুনরায় অধঃপতিত হয় এবং মৈথুন পরায়ণ শূদ্রদের শরণ গ্রহণ করে। বানর ইত্যাদি পশুদের মধ্যে মৈথুনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল; তাই যে সমস্ত মানুষ মৈথুনপরায়ণ, তাদের বানরের বংশধর বলা যেতে পারে।

তাৎপর্য

জলচর প্রাণী থেকে শুরু করে পশুর স্তর পর্যন্ত ক্রমশ বিবর্তনের পর জীব অবশেষে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির তিনটি গুণ সর্বদা কার্যশীল। যারা সত্ত্বগুণের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে গাভী ছিল। যারা রজোগুণের মাধ্যমে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে সিংহ ছিল, আর যারা তমোগুণের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে বানর ছিল। এই যুগে যারা বানরের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, ডারউইনের মতো নৃতত্ত্ববিদের মতে, তারা বানরের বংশধর। এখানে আমরা জানতে পারি যে, যারা কেবল যৌন-জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে বানরদের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়। বানরেরা মৈথুনসুখ উপভোগে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং কখনও কখনও বানরদের

যৌনগ্রন্থি মানুষের শরীরে স্থাপন করা হয়, যাতে বৃদ্ধ বয়সেও তারা যৌনসুখ উপভোগ করতে পারে। এইভাবে আধুনিক সভ্যতার প্রগতি হচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে বহু বানর ইউরোপে রপ্তানি করা হয়েছে, যাতে তাদের যৌনগ্রন্থিগুলি বৃদ্ধদের শরীরে লাগানো যায়। যারা প্রকৃতপক্ষে বানরের বংশধর, তারা যৌন আচরণের মাধ্যমে তাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিস্তার সাধনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। *বেদেও* এমন কিছু সংস্কার রয়েছে, যার দ্বারা যৌন-জীবনের উন্নতি সাধন করা যায় এবং উচ্চতর গ্রহলোকে যাওয়া যায়, যেখানে দেবতারা যৌনসুখ উপভোগ করেন। দেবতারাও অত্যন্ত যৌনসুখ পরায়ণ, কারণ সেটিই হচ্ছে জড় সুখভোগের ভিত্তি।

সর্বপ্রথমে বদ্ধ জীব যখন জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য তথাকথিত স্বামী, যোগী এবং অবতারদের শরণ গ্রহণ করে, তখন সে প্রতারিত হয়। কিন্তু যখন তাদের মাধ্যমে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন হয় না, তখন সে ভগবদ্ভক্ত এবং শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের শরণাগত হয়, যাঁরা তাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চরম স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করে। কিন্তু অসৎ বদ্ধ জীব অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া এবং আমিষ আহারের বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে পারে না। তার ফলে সে অধঃপতিত হয়ে বানরসদৃশ মানুষদের শরণ গ্রহণ করে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই সমস্ত বানরসদৃশ মানুষেরা, যারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, তারা বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে না পারার ফলে অধঃপতিত হয়ে মৈথুন-ভিত্তিক সংস্থা তৈরি করার চেষ্টা করে। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা হচ্ছে বানরের বংশধর, যে-কথা ডারউইন প্রতিপন্ন করেছে। এই শ্লোকে তাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*যথা বানরজাতেঃ* ।

শ্লোক ৩১

তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নতিকৃপণবুদ্ধিরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা গ্রাম্যকর্মণৈব বিস্মৃতকালাবধিঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র-অপি—সেই অবস্থায় (বানরদের বংশধর মানব-সমাজে); **নিরবরোধঃ**—অবাধে; **স্বৈরেণ**—স্বাধীনভাবে, জীবনের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়ে; **বিহরন্**—বানরের মতো উপভোগ করে; **অতি-কৃপণ-বুদ্ধিঃ**—যথাযথভাবে তার সম্পদের সদ্ব্যবহার না করার ফলে, যার বুদ্ধি অত্যন্ত মন্দ; **অন্যোন্য**—পরস্পরের; **মুখ-নিরীক্ষণ-আদিনা**—মুখ দর্শন করে (কোন পুরুষ যখন কোন রমণীর সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, এবং কোন স্ত্রী যখন কোন পুরুষের সুগঠিত দেহ দর্শন করে, তখন তারা পরস্পরকে

কামনা করে); **গ্রাম্য-কর্মণা**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় কার্যকলাপের দ্বারা; **এব**—কেবল; **বিস্মৃত**—বিস্মৃত; **কাল-অবধিঃ**—সীমিত আয়ুষ্কাল (যার পর অবনতি অথবা উন্নতির মাধ্যমে বিবর্তন হয়)।

অনুবাদ

এইভাবে বানরের বংশধরেরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা সাধারণত শূদ্র বলে পরিচিত। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে তারা অবাধে বিচরণ করে। তারা কেবল পরস্পরের মুখদর্শন করে মুগ্ধ হয়, কারণ তার ফলে তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। তারা সর্বদা গ্রাম্যকর্ম বা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, এবং জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং বিবর্তনের চক্রে তারা অধঃপতিত হবে।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষদের কখনও কখনও শূদ্র বা বানরের বংশধর বলা হয়, কারণ তাদের বুদ্ধি বানরের মতো। বিবর্তনের পন্থা যে কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, তা জানার কোন রকম আগ্রহ তাদের নেই, এবং মনুষ্য-জীবনের স্বল্প আয়ু শেষ হয়ে গেলে যে তাদের কি হবে, সেই সম্বন্ধে জানার কোন আগ্রহও তাদের নেই। এটিই হচ্ছে শূদ্রের মনোভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শূদ্রদের ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে, যাতে তারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, জড়বাদী মানুষেরা এই আন্দোলনকে সাহায্য করতে চায় না। পক্ষান্তরে, তাদের কেউ কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করে। বানরের কাজই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপে উৎপাত সৃষ্টি করা। বানরের বংশধরেরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে, এবং যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও জাগতিক উন্নতির গর্বে তারা এত গর্বিত, তা তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। *গ্রাম্য-কর্মণা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে কেবল দেহসুখের উন্নতি সাধন করার কার্যকলাপ। বর্তমানে সমস্ত মানব-সমাজ দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত। মৃত্যুর পর যে তাদের কি হবে, সে সম্বন্ধে জানতে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। এমনকি আত্মার যে জন্মান্তর হয়, সেই কথা পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে চায় না। কেউ যখন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিবর্তনের

তথ্য অধ্যয়ন করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, মনুষ্য-জীবন হচ্ছে উন্নতির পথ অথবা অবনতির পথ গ্রহণ করার সন্ধিস্থল। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৫) বলা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের পূজা করে তারা দেবলোক প্রাপ্ত হবে; যারা ভূত-প্রেতের পূজা করে তারা তাদের গতি প্রাপ্ত হবে; যারা পিতৃদেবের পূজা করে তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হবে; আর যারা আমার পূজা করে তারা আমাকে প্রাপ্ত হবে।"

পরবর্তী জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য এই জীবনেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। যারা রজোগুণে রয়েছে, তারা সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। কেউ কেউ অজ্ঞাতসারে পশুস্তরে অধঃপতিত হয়। যারা সত্ত্বগুণে রয়েছে, তারা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়, এবং তারপর তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যায় (*যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্*)। সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বুদ্ধিমান মানুষদের ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে। জাগতিক জীবনে উন্নতি লাভের চেষ্টায় সময়ের অপচয় না করে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তখন সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাঁর অনন্য ভক্তদের সুহৃৎ, তিনি ভক্ত হৃদয়ের প্রাকৃত সুখভোগের সমস্ত বাসনা বিধৌত করেন। যখন তাঁর নাম এবং বাণী শ্রবণ ও কীর্তন করা হয়, তখন জীবন পবিত্র হয়ে ওঠে।"

সেই জন্য কেবল বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে হয়, ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করতে হয়, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয় এবং *ভগবদ্‌গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে হয়। এইভাবে তম এবং রজোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং সেই সমস্ত গুণের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ শান্তি লাভ করা যায়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায় (*সিদ্ধিং পরমাং গতাঃ*)।

শ্লোক ৩২

ক্বচিদ্ দ্রুমবদৈহিকার্থেষু গৃহেষু রংস্যন্ যথা বানরঃ সুতদারবৎসলো ব্যবায়ক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **দ্রুম-বৎ**—বৃক্ষের মতো (বানর যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে, বদ্ধ জীবও তেমন এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়); **ঐহিক-অর্থেষু**—জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য; **গৃহেষু**—গৃহে (অথবা শরীরে); **রংস্যন্**—সুখ অনুভব করে (পশু, মানব অথবা দেবতারূপে এক দেহ থেকে আর এক দেহে); **যথা**—ঠিক যেমন; **বানরঃ**—বানর; **সুত-দার-বৎসলঃ**—পত্নী এবং সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **ব্যবায়-ক্ষণঃ**—মৈথুন উৎসবে যার অবসর সময় অতিবাহিত হয়।

অনুবাদ

বানর যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। বানর যেমন অবশেষে শিকারীর জালে বন্দী হয় এবং তখন আর তার বন্ধন মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব ক্ষণস্থায়ী মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সংসার-জীবন বদ্ধ জীবকে ক্ষণস্থায়ী মৈথুন উৎসবে মগ্ন হওয়ার অবসর প্রদান করে, এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৯/২৯) বলা হয়েছে—*বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ*। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এই সমস্ত দৈহিক প্রয়োজনগুলি যেকোন জীবনেই অনায়াসে লাভ করা যায়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানরেরা মৈথুনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এক-একটি বানরের কম করে কুড়ি-পঁচিশটি পত্নী থাকে, এবং বানরীকে ধরার জন্য সে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে। এইভাবে সে মৈথুন পরায়ণ হয়। বানরের কাজই হচ্ছে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে তার পত্নীদের সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। বদ্ধ জীবও তাই করছে—এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হচ্ছে। তার ফলে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে যে কিভাবে মুক্ত হওয়া

যায়, সেই কথা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। কখনও কখনও ব্যাধ বানরদের ধরে বাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের বিক্রি করে, যাতে ডাক্তারেরা তাদের গ্রন্থিগুলি অন্য আর এক বানরের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রগতি এবং যৌন-জীবনের উন্নতি সাধনের নামে এই সব হচ্ছে।

শ্লোক ৩৩

এবমধ্বন্যবরুন্ধানো মৃত্যুগজভয়াত্তমসি গিরিকন্দরপ্রায়ে ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **অধ্বনি**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথে; **অবরুন্ধানঃ**—অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে, সে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত হয়; **মৃত্যু-গজ-ভয়াৎ**—মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে; **তমসি**—অন্ধকারে; **গিরি-কন্দর-প্রায়ে**—পর্বতের অন্ধকার গুহার মতো।

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে না, তখন সে নানা রকম দুষ্কর্ম এবং পাপে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাকে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয়, এবং মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হয়ে সে অন্ধকার গিরিকন্দরে পতিত হয়।

তাৎপর্য

সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত, এবং বিষয়াসক্ত মানুষ যতই বলবান হোক না কেন, যখন রোগ হয় এবং বার্ধক্য আসে, তখন তাকে অবশ্যই মৃত্যুর পরোয়ানা গ্রহণ করতে হয়। মৃত্যুর এই পরোয়ানা গ্রহণে সে তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। তার ভয়কে হাতির ভয়ে ভীত হয়ে অন্ধকার গিরিকন্দরে প্রবেশ করার মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

ক্বচিচ্ছীতবাতাদ্যনেকদৈবিকভৌতিকাত্মীয়ানাং দুঃখানাং প্রতি-নিবারণেঽকল্পো দুরন্তবিষয়বিষণ্ণ আস্তে ॥ ৩৪ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **শীত-বাত-আদি**—প্রচণ্ড শীত অথবা প্রবল বায়ু ইত্যাদির মতো; **অনেক**—বহু; **দৈবিক**—দেবতা অথবা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত ক্ষমতার দ্বারা;

ভৌতিক—অন্যান্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত; **আত্মীয়ানাম্**—বদ্ধ জড় দেহ এবং মন দ্বারা প্রদত্ত; **দুঃখানাম্**—বহু প্রকার দুঃখকষ্ট; **প্রতিনিবারণে**—প্রতিকার করতে; **অকল্পঃ**—অক্ষম হয়ে; **দুরন্ত**—দুরতিক্রম্য; **বিষয়**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় থেকে; **বিষণ্ণঃ**—বিষাদগ্রস্ত; **আস্তে**—থাকে।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব প্রবল শীত, প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি বহু প্রকার দৈহিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। তাকে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখও ভোগ করতে হয়। যখন সে সেগুলির প্রতিকার করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তার জড় সুখভোগের বাসনা চরিতার্থ না হওয়ার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়।

শ্লোক ৩৫

ক্বচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমুপযাতি বিত্তশাঠ্যেন ॥ ৩৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও বা কোথাও; **মিথঃ ব্যবহরন্**—বিনিময়; **যৎ**—যা কিছু; **কিঞ্চিৎ**—অল্প মাত্রায়; **ধনম্**—জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা বা সম্পদ; **উপযাতি**—সে প্রাপ্ত হয়; **বিত্ত-শাঠ্যেন**—অন্যের ধন-সম্পদ ঠকিয়ে নেওয়া।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবদের মধ্যে যখন অর্থের বিনিময় হয়, তখন প্রতারণার ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অতি অল্প লাভের জন্য বদ্ধ জীবদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৮) বলা হয়েছে—

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥

বানরসদৃশ বদ্ধ জীব প্রথমে মৈথুনের প্রতি আসক্ত হয়, এবং বাস্তবিক সম্ভোগের পর সে আরও বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন তার গৃহ, খাদ্য, বন্ধু-বান্ধব, ধন-

সম্পদ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য তাকে অন্যদের প্রতারণা করতে হয় এবং তার ফলে তার সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেও তার শত্রুতা গড়ে ওঠে। কখনও কখনও পিতা অথবা গুরুর সঙ্গেও বদ্ধ জীবের এই প্রকার শত্রুতার সৃষ্টি হয়। বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন না করা হলে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অসৎ কর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করার জন্য আমরা আমাদের শিষ্যদের উপদেশ দিই; তা না হলে সদস্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে, মানব-সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি ভেঙ্গে পড়তে পারে। যারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের সব সময় সেই কথা মনে রাখা উচিত এবং নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা উচিত যাতে তাদের মন বিচলিত না হয়।

শ্লোক ৩৬

ক্বচিৎ ক্ষীণধনঃ শয্যাসনাশনাদ্যুপভোগবিহীনো যাবদপ্রতিলব্ধমনোরথোপগতাদানেঽবসিতমতিস্ততস্ততোঽবমানাদীনি জনাদভিলভতে ॥ ৩৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **ক্ষীণ-ধনঃ**—যথেষ্ট ধন না থাকায়; **শয্যা-আসন-অশন-আদি**—শয্যা, আসন অথবা আহারের স্থান; **উপভোগ**—জড় সুখভোগের; **বিহীনঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **অপ্রতিলব্ধ**—না পেয়ে; **মনোরথ**—বাসনার দ্বারা; **উপগত**—প্রাপ্ত হয়ে; **আদানে**—অন্যায়ভাবে হরণ করে; **অবসিত-মতিঃ**—মনের সঙ্কল্প; **ততঃ**—সেই কারণে; **ততঃ**—তা থেকে; **অবমান-আদীনি**—অপমান এবং দণ্ড; **জনাৎ**—জনসাধারণের কাছ থেকে; **অভিলভতে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে বদ্ধ জীবের বাসস্থান থাকে না। কখনও কখনও তার বসার মতো স্থানও থাকে না এবং সে আহারাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এইভাবে সে যখন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সৎ উপায়ে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়ে, সে অসৎ উপায়ে অন্যের ধন অপহরণ করতে চায়। সে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পায় না, উপরন্তু সে কেবল অন্যের কাছে অপমানিত হয় এবং তার ফলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়।

তাৎপর্য

প্রবাদ রয়েছে, অভাবের নিয়ম নেই। বদ্ধ জীবের যখন জীবনের নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তুগুলি সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সে যে কোন উপায় অবলম্বন করে। সে তখন ভিক্ষা করে, ধার করে অথবা চুরি করে। তা সত্ত্বেও সে এই সমস্ত বস্তুগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে অপমানিত হয় এবং দণ্ডিত হয়। খুব ভালভাবে সংগঠিত না হলে অসৎ উপায়েও ধন সংগ্রহ করা যায় না। কেউ যদি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেও, তাহলেও সরকার অথবা জনসাধারণের দণ্ড এবং অপমান এড়ানো যায় না। ধন অপহরণের দায়ে বিখ্যাত ব্যক্তির গ্রেফতার এবং কারারুদ্ধ হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেউ কারাগারের দণ্ড এড়াতে পারে, কিন্তু যিনি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে কর্ম করেন, সেই ভগবানের দণ্ড এড়াবার ক্ষমতা কারও নেই। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বর্ণনা করা হয়েছে—*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া* । প্রকৃতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তিনি কাউকে ক্ষমা করেন না। কেউ যখন প্রকৃতিকে অবহেলা করে, তখন সে সব রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং সেই জন্য তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৭

এবং বিত্তব্যতিষঙ্গবিবৃদ্ধবৈরানুবন্ধোঽপি পূর্ববাসনয়া মিথ উদ্বহত্যথাপবহতি ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিত্ত-ব্যতিষঙ্গ**—আর্থিক লেনদেনের ফলে; **বিবৃদ্ধ**—বর্ধিত; **বৈর-অনুবন্ধঃ**—শত্রুতা; **অপি**—যদিও; **পূর্ব-বাসনয়া**—পূর্বকৃত পাপকর্মের পরিণাম-স্বরূপ; **মিথঃ**—পরস্পর; **উদ্বহতি**—পুত্র এবং কন্যার বিবাহসূত্রে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার দ্বারা; **অথ**—তারপর; **অপবহতি**—বৈবাহিক সম্পর্ক ত্যাগ করে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

অনুবাদ

পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বার বার তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা বিবাহ করে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির দ্বারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি বদ্ধ জীবের প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে, এমনকি বিবাহতেও। জড় জগতের সর্বত্রই বদ্ধ জীবেরা পরস্পরের প্রতি

ঈর্ষাপরায়ণ। কিছুকালের জন্য মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু অবশেষে তারা শত্রু হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদ নিয়ে ঝগড়া করে। কখনও কখনও তারা বিবাহ করে এবং তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাদের মিলন কখনও চিরস্থায়ী হয় না। প্রতারণা করার প্রবণতার ফলে, উভয় পক্ষই সর্বদা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ থাকে। এমনকি কৃষ্ণভক্তির পথেও জড়-জাগতিক প্রবৃত্তির প্রাধান্যের ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং বিচ্ছেদ হয়।

শ্লোক ৩৮

এতস্মিন্ সংসারাধ্বনি নানাক্লেশোপসর্গবাধিত আপন্নবিপন্নো যত্রযস্তমু হ বাবেতরস্তত্র বিসৃজ্যব জাতং জাতমুপাদায় শোচন্ মুহ্যন্ বিভ্যদ্বিবদন্-ক্রন্দন্ সংহৃষ্যন্ গায়ন্নহ্যমানঃ সাধুবর্জিতো নৈবাবর্তত্যেহদ্যাপি যত আরব্ধ এষ নরলোকসার্থো যমধ্বনঃ পারমুপদিশন্তি ॥ ৩৮ ॥

এতস্মিন্—এই; **সংসার**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার; **অধ্বনি**—পথে; **নানা**—বিবিধ; **ক্লেশ**—কষ্ট; **উপসর্গ**—সংসার-ক্লেশের দ্বারা; **বাধিতঃ**—পীড়িত; **আপন্ন**—কখনও কখনও লাভ হওয়ার ফলে; **বিপন্নঃ**—কখনও কখনও ক্ষতি হওয়ার ফলে; **যত্র**—যাতে; **যঃ**—যে; **তম্**—তাকে; **উ হ বাব**—অথবা; **ইতরঃ**—অন্য কেউ; **তত্র**—সেখানে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **জাতম্ জাতম্**—নবজাত; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **শোচন্**—শোক করে; **মুহ্যন্**—মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **বিভ্যৎ**—ভীত হয়ে; **বিবদন্**—কখনও চিৎকার করে; **ক্রন্দন্**—কখনও ক্রন্দন করে; **সংহৃষ্যন্**—কখনও কখনও প্রসন্ন হয়ে; **গায়ন্**—গান করে; **নহ্যমানঃ**—আবদ্ধ হয়ে; **সাধু-বর্জিতঃ**—সাধু মহাত্মাদের সঙ্গরহিত; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আবর্ততে**—প্রাপ্ত হয়; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **যতঃ**—যার থেকে; **আরব্ধঃ**—শুরু হয়েছে; **এষঃ**—এই; **নরলোক**—জড় জগতের; **স-অর্থঃ**—স্বার্থপর জীব; **যম্**—যাঁকে (পরমেশ্বর ভগবান); **অধ্বনঃ**—সংসার মার্গের; **পারম্**—পরপারে; **উপদিশন্তি**—মহাত্মারা ইঙ্গিত করেন।

অনুবাদ

এই সংসার-মার্গ বহুবিধ ক্লেশে পূর্ণ, এবং বিবিধ দুঃখ-দুর্দশা বদ্ধ জীবকে সর্বদা পীড়া দেয়। কখনও কখনও তার ক্ষতি হয়, আবার কখনও তার লাভ হয়। উভয় অবস্থাতেই এই মার্গ বিপদে পূর্ণ। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যু অথবা অন্য পরিস্থিতির দ্বারা তার পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পিতাকে পরিত্যাগ করে

সে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয় এবং ভীত হয়। কখনও সে ভয়ে আর্তনাদ করে। কখনও সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করে সুখী হয়, এবং কখনও সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দান করে। এইভাবে সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অনাদিকাল ধরে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে থাকে। এইভাবে সে বিপদসঙ্কুল সংসার-মার্গে বিচরণ করে, এবং কখনই সে সুখী হতে পারে না। যাঁরা আত্ম-তত্ত্ববিৎ তাঁরা এই ভয়ঙ্কর সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে কখনও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

সংসার-জীবনের সম্যক্ বিশ্লেষণ করলে যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারে যে, এই জগতে সুখের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু অনাদিকাল ধরে বিপদের পথে চলতে থাকার ফলে এবং সাধুসঙ্গ না করার ফলে, বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়। মায়া কখনও কখনও তাকে তথাকথিত সুখ উপভোগ করার সুযোগ দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব নিরন্তর দণ্ডই ভোগ করে। তাই বলা হয়েছে—*দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়* (*চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ২০/১১৮)। সংসার-জীবন মানে হচ্ছে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করা, কিন্তু কখনও কখনও দুঃখের উপশম হওয়ার ফলে আমাদের সুখের অনুভূতি হয়। কখনও কখনও অপরাধীকে দণ্ডদান করার জন্য নদীর জলে চোবান হয় এবং তারপর ক্ষণিকের জন্য তাকে জল থেকে তুলে আবার তাকে জলে চোবান হয়। বাস্তবিকপক্ষে, এই সমস্ত করা হয়, দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাকে যখন জল থেকে তোলা হয়, তখন সে সামান্য স্বস্তি লাভ করে। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের অবস্থা ঠিক সেই রকম। সমস্ত শাস্ত্রে তাই ভগবদ্ভক্ত এবং সাধু মহাত্মার সঙ্গ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

(*চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ২২/৫৪)

অতি অল্পক্ষণের জন্যও সাধুসঙ্গ করার ফলে বদ্ধ জীব এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সকলকে সাধুসঙ্গ

করার সুযোগ দিচ্ছে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সমস্ত সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেবার জন্য নিজেদের আদর্শ সাধুতে পরিণত করা। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকহিতকর কার্য।

শ্লোক ৩৯

যদিদং যোগানুশাসনং ন বা এতদবরুন্ধতে যন্ন্যস্তদণ্ডা মুনয় উপশমশীলা উপরতাত্মানঃ সমবগচ্ছন্তি ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যা; **ইদম্**—পরমেশ্বর ভগবানের এই পরম ধাম; **যোগ-অনুশাসনম্**—কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলেই যা লাভ করা যায়; **ন**—না; **বা**—অথবা; **এতৎ**—মুক্তির এই পথ; **অবরুন্ধতে**—লাভ করে; **যৎ**—অতএব; **ন্যস্ত-দণ্ডাঃ**—যাঁরা অপরের প্রতি ঈর্ষা ত্যাগ করেছেন; **মুনয়ঃ**—মহাত্মা; **উপশমশীলাঃ**—যাঁরা এখন পরম শান্তি লাভ করেছেন; **উপরত-আত্মানঃ**—যাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করেছেন; **সমবগচ্ছন্তি**—অনায়াসে প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের সুহৃৎ মহাত্মারা শান্ত চিত্ত। তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন, এবং তাঁরা অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত সংসারাসক্ত মানুষেরা তাঁদের সঙ্গ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মহাত্মা জড় ভরত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সংসারের অবস্থা এবং তা থেকে মুক্তি লাভের উপায়—এই দুই বিষয়েই এখানে বর্ণনা করেছেন। ভব-বন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, এবং এই সঙ্গ লাভ করা অতি সহজ। যদিও দুর্ভাগা মানুষেরাও এই সুযোগ পায়, কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যবশত তারা শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে পারে না, এবং তার ফলে তারা নিরন্তর দুঃখকষ্ট ভোগ করে। তা সত্ত্বেও এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে অনুরোধ করে যাতে তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার পন্থা গ্রহণ করে। কৃষ্ণভক্তির প্রচারকেরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষকে জানিয়ে দেন, কিভাবে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড়-জাগতিক জীবন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* । কারোর যদি

একটুও বুদ্ধি থাকে, তাহলে তিনি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুশীলন করে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৪০

যদপি দিগিভজয়িনো যজ্বিনো যে বৈ রাজর্ষয়ঃ কিং তু পরং মৃধে শয়ীরন্নস্যামেব মমেয়মিতি কৃতবৈরানুবন্ধায়াং বিসৃজ্য স্বয়মুপসংহৃতাঃ ॥ ৪০ ॥

যৎ-অপি—যদিও; **দিক্-ইভ-জয়িনঃ**—দিগ্বিজয়ী; **যজ্বিনঃ**—মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী; **যে**—যারা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রাজ-ঋষয়ঃ**—রাজর্ষি; **কিম্ তু**—কিন্তু; **পরম্**—কেবল এই পৃথিবী; **মৃধে**—যুদ্ধে; **শয়ীরন্**—শয়ন করে; **অস্যাম্**—এই পৃথিবীর উপর; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মম**—আমার; **ইয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে বিবেচনা করে; **কৃত**—সৃষ্ট; **বৈর-অনুবন্ধায়াম্**—অন্যের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স্বয়ম্**—তার নিজের জীবন; **উপসংহৃতাঃ**—মৃত।

অনুবাদ

বহু রাজর্ষি ছিলেন যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। কিন্তু এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মহান রাজারা দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা জয় করতে পারেননি। তার ফলে তাঁরা অন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাৎপর্য

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, যাতে দেহত্যাগের পর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্ণলোকে ফিরে যাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা যে বৃত্তিতেই মানুষ যুক্ত থাকুন না কেন, তা পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন হয় না। যে কোন অবস্থাতেই, স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষাদানে সমর্থ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করার ফলে, কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশ সাধন করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই জড় জগতের বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং নেতারা কেবল শত্রুতারই সৃষ্টি করে। তারা মানুষের পারমার্থিক উন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। জড়-

জাগতিক প্রগতি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত সুখদায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চরমে তাকে পরাস্ত হতে হয়, কারণ সে তার জড় শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে অবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে কিছুই তার নয়। এমনকি তার দেহটিও তার নয়। মানুষ তার কর্মের ফলে একটি বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং সে যদি ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তার সেই শরীরটির সদ্ব্যবহার না করে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ হয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৩) বর্ণিত হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

মানুষ কোন্ কার্যকলাপে যুক্ত তাতে কিছু যায় আসে না। সে যদি কেবল ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে, তাহলেই তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৪১

কর্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্‌বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি এবমুপরি গতোঽপি ॥ ৪১ ॥

কর্ম-বল্লীম্—সকাম কর্মরূপ লতার; **অবলম্ব্য**—আশ্রয় করে; **ততঃ**—তা থেকে; **আপদঃ**—ভয়ঙ্কর অথবা ক্লেশজনক পরিস্থিতি; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোন ভাবে; **নরকাৎ**—নারকীয় পরিস্থিতি থেকে; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **পুনরপি**—পুনরায়; **এবম্**—এইভাবে; **সংসার-অধ্বনি**—সংসার মার্গে; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **নর-লোক-সার্থম্**—স্বার্থময় জড় কার্যকলাপের ক্ষেত্র; **উপযাতি**—সে প্রবেশ করে; **এবম্**—এইভাবে; **উপরি**—উপরে (উচ্চতর লোকে); **গতঃ অপি**—উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব যখন সকাম কর্মরূপ লতাকে আশ্রয় করে, তখন সে তার পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে নারকীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। তার সকাম কর্মের ফল ভোগ করার পর, তাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে সে নিরন্তর ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* মধ্য ১৯/১৫১)

সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রলয় পর্যন্ত কোটি কোটি বছর ধরে ভ্রমণ করলেও, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। বানর যেমন একটি বটবৃক্ষের শাখা আশ্রয় করে আনন্দ উপভোগ করছে বলে মনে করে, তেমনই বদ্ধ জীব তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, কর্মকাণ্ডের মার্গ অবলম্বন করে। কখনও কখনও সে তার কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, এবং কখনও তাকে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা *ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে* বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তিনি কিভাবে ভগবানের সেবা করতে হয় সেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এইভাবে তিনি জানতে পারেন কিভাবে এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে পরিভ্রমণ করার ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাই বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়ার। বেদের ঘোষণা হচ্ছে—*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২)। তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"শ্রীগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রভাবে তাঁর কাছে প্রশ্ন কর এবং তাঁর সেবা কর। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা তোমাকে সেই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন কারণ তিনি তত্ত্ব দর্শন করেছেন।" *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১১/৩/২১) এই ধরনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

"যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে প্রকৃত সুখ লাভের বাসনা করে, তার অবশ্য কর্তব্য সদ্গুরুর অন্বেষণ করে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শরণ গ্রহণ করা। সদ্গুরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন এবং অন্যদেরও তিনি সেই

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রতীতি উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রকার মহাত্মা, যিনি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সমস্ত জড়-জাগতিক বিচার উপেক্ষা করে তাঁকে সদ্‌গুরু বলে মনে করা উচিত।" তেমনই, মহান বৈষ্ণব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও উপদেশ দিয়েছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ*—"শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়।" এই একই উপদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* । এটিই পরম আবশ্যক। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পথ অবলম্বন করা, এবং সেই জন্য শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪২

তস্যেদমুপগায়ন্তি—

আর্ষভস্যেহ রাজর্ষের্মনসাপি মহাত্মনঃ ।
নানুবর্ত্মার্হতি নৃপো মক্ষিকেব গরুত্মতঃ ॥ ৪২ ॥

তস্য—জড় ভরতের; **ইদম্**—এই মহিমা; **উপগায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **আর্ষভস্য**—ঋষভদেবের পুত্রের; **ইহ**—এখানে; **রাজ-ঋষেঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজার; **মনসা অপি**—মনের দ্বারাও; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা জড় ভরতের; **ন**—না; **অনুবর্ত্ম অর্হতি**—পথ অনুসরণে সমর্থ; **নৃপঃ**—রাজা; **মক্ষিকা**—মাছি; **ইব**—সদৃশ; **গরুত্মতঃ**—ভগবানের বাহন গরুড়ের।

অনুবাদ

জড় ভরতের উপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবানের বাহন গরুড় যে পথ অবলম্বন করেন, জড় ভরত প্রদর্শিত পথ তারই মতো, আর সাধারণ রাজারা ঠিক মাছির মতো। মাছি গরুড়ের মার্গ অনুসরণ করতে পারে না, তেমনই আজ পর্যন্ত কোনও রাজা এবং দিগ্বিজয়ী নেতা মনের দ্বারাও রাজর্ষি ভরতের এই ভক্তিমার্গ অনুসরণে সমর্থ হয়নি।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৭/৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন, এবং যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন আমাকে তত্ত্বত জানতে পারেন।" ভগবদ্ভক্তির মার্গ বহু শত্রুবিজয়ী রাজাদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন। যদিও এই সমস্ত রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় প্রাপ্ত হয়েছেন, তবুও তাঁরা দেহাত্মবুদ্ধি জয় করতে পারেননি। বহু বড় বড় নেতা, যোগী, স্বামী এবং তথাকথিত অবতার রয়েছে, যারা মানসিক জল্পনা-কল্পনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তারা নিজেদের সিদ্ধপুরুষ বলে প্রচার করে, কিন্তু চরমে তারা সফল হয় না। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে মহাজনের মার্গ অনুসরণ করতে চান, তাঁর পক্ষে তা অত্যন্ত সরল। এই যুগে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পন্থাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। এই পথ এতই সহজ ও সরল যে, সকলেই ভগবানের নাম কীর্তনরূপ এই পন্থাটি অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা এই পথ যে পৃথিবীর সর্বত্র প্রশস্ত হচ্ছে এবং বহু ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা যে নিষ্ঠা সহকারে এই দর্শনটি অবলম্বন করে ক্রমশ সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা দেখে আমরা গভীর তৃপ্তি অনুভব করি।

শ্লোক ৪৩

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥ ৪৩ ॥

যঃ—সেই জড় ভরত যিনি পূর্বে মহারাজ ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরত ছিলেন; **দুস্ত্যজান্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **দার-সুতান্**—পত্নী এবং সন্তান অথবা অত্যন্ত ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহস্থ-জীবন; **সুহৃৎ**—বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ; **রাজ্যম্**—বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য; **হৃদি-স্পৃশঃ**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে যা অবস্থিত; **জহৌ**—তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **যুবা এব**—যৌবনেই; **মলবৎ**—বিষ্ঠার মতো; **উত্তম-শ্লোক-লালসঃ**—উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত তাঁর যৌবনেই উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবার লালসায় সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, আদরের সন্তান, সুহৃৎ এবং বিশাল সাম্রাজ্য, সবই ত্যাগ করেছিলেন। যদিও এগুলি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও মহারাজ ভরত এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন যে, তিনি মলবৎ সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের নাম কৃষ্ণ কারণ তিনি এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য শুদ্ধ ভক্ত এই জড় জগতের সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। মহারাজ ভরত ছিলেন একজন রাজা, শিক্ষক এবং সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। এই জড় জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর কাছে ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, মহারাজ ভরত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সমস্ত জড় সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত একটি হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহাসক্ত হওয়ার ফলে, পরবর্তী জীবনে হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসীম কৃপার ফলে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তি বিস্মৃত হননি, এবং কিভাবে যে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে জড় ভরত রূপে তিনি সতর্ক ছিলেন যাতে তাঁর শক্তির অপচয় না হয়, এবং সেই জন্য তিনি মূক ও বধিররূপে আচরণ করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যে কি প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা মহারাজ ভরতের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। একটু অসাবধানতার ফলে আমাদের ভগবদ্ভক্তি সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। যদিও ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪০)। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের জন্য সম্পাদিত স্বল্প সেবাও শাশ্বত সম্পদ হয়ে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

কেউ যদি কোন না কোন মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে যে ভক্তি তিনি সম্পাদন করেন তা চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকে। অপরিপক্বতা অথবা অসৎ-সঙ্গের প্রভাবে কারোর যদি অধঃপতনও হয়, তবুও তার ভক্তিরূপ সম্পদ

কখনও হারিয়ে যায় না। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন—অজামিল, মহারাজ ভরত এবং অন্য অনেকে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই অন্তত কিছুকালের জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। স্বল্প সেবাও পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদান করে এবং তার ফলে জীবন সার্থক হয়।

এই শ্লোকে ভগবানকে *উত্তমশ্লোক* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি ঐশ্বর্য হচ্ছে যশ। *ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ*। শ্রীকৃষ্ণের যশ এখনও বর্ধিত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের যশ বিস্তার করছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পাঁচ হাজার বছর পরেও শ্রীকৃষ্ণের যশ সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করছে। এই পৃথিবীর প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শুনেছেন, বিশেষ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ফলে, বর্তমান সময়ে, এমনকি যারা আমাদের পছন্দ করে না এবং আমাদের এই আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারাও কোন না কোনও ভাবে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করছে। তারা বলে, "এই হরেকৃষ্ণদের দণ্ড দিতে হবে।" এই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা এই আন্দোলনের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু তারা যে এই আন্দোলনের সমালোচনা করছে, তার ফলেও তারা হরেকৃষ্ণ কীর্তন করার সুযোগ পাচ্ছে, এবং সেটিই এই আন্দোলনের সাফল্য।

শ্লোক ৪৪

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্ ।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ৪৪ ॥

যঃ—যিনি; **দুস্ত্যজান্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **ক্ষিতি**—পৃথিবী; **সুত**—সন্তান; **স্বজন-অর্থ-দারান্**—আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং সুন্দরী পত্নী; **প্রার্থ্যাম্**—প্রার্থনীয়; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **সুর-বরৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাদের দ্বারা; **সদয়-অবলোকাম্**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; **ন**—না; **ঐচ্ছৎ**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **নৃপঃ**—রাজা; **তৎ-উচিতম্**—তাঁর উপযুক্ত; **মহতাম্**—মহাত্মাদের; **মধু-দ্বিট্**—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ; **সেবা-অনুরক্ত**—প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট; **মনসাম্**—যাঁদের মন; **অভবঃ অপি**—এমনকি মোক্ষপদও; **ফল্গুঃ**—তুচ্ছ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভরত মহারাজের কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অন্যের পক্ষে যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন তা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য, সুন্দরী পত্নী এবং পরিবার পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবতাদেরও প্রার্থনীয় তাঁর অতুল ঐশ্বর্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মতো মহাপুরুষই মহান ভক্ত হওয়ার যোগ্য। তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য সমস্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু ত্যাগ করা যায়। যাঁদের মন ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁদের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাকর্ষক তা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। মহারাজ ভরত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সাধারণত এই বৈভবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ৷

(*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৮*)

"মানুষ তার দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে তার মোহ বর্ধিত হয় এবং সে 'আমি ও আমার' এই ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়।" মায়ার প্রভাবেই জীব জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জড় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের কোন মূল্য নেই, কারণ বদ্ধ জীব সেগুলির দ্বারা বিমোহিত হয়। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের বল, সৌন্দর্য, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত তাঁর লীলা ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভাবনায় মগ্ন হয়, তখন তার জীবন সার্থক হয়। মায়াবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মসাযুজ্যের থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। *অভবঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "এই জড় জগতে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।" তাঁকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে কি না তা নিয়ে ভক্ত কখনও মাথা ঘামান না। তিনি কেবল সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতে থাকলেও মুক্ত।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১৮৭) যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান, তিনি অন্যদেরও এই বিশ্বাস প্রদান করার চেষ্টা করেন যে, ভগবান রয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেটিই তাঁর অভিলাষ। তিনি স্বর্গে থাকেন কিংবা নরকে থাকেন তা দিয়ে তাঁর কিছু যায় আসে না। এটিকে বলা হয় *উত্তমশ্লোক-লালস* ।

শ্লোক ৪৫

যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়
যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায় ।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং
হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ৪৫ ॥

যজ্ঞায়—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে; **ধর্ম-পতয়ে**—ধর্মের পতি বা প্রবর্তককে; **বিধি-নৈপুণায়**—যিনি ভক্তকে দক্ষতা সহকারে বিধি-বিধান পালন করার বুদ্ধি প্রদান করেন; **যোগায়**—মূর্তিমান যোগকে; **সাংখ্য-শিরসে**—যিনি সাংখ্য দর্শন শিক্ষা দান করেছিলেন অথবা যিনি পৃথিবীর মানুষকে সাংখ্য জ্ঞান প্রদান করেন; **প্রকৃতি-ঈশ্বরায়**—সারা জগতের পরম নিয়ন্তা; **নারায়ণায়**—অসংখ্য জীবের যিনি আশ্রয় (*নর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জীব এবং *অয়ন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে আশ্রয়); **হরয়ে**—ভগবান শ্রীহরিকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে; **উদারম্**—উদাত্তস্বরে; **হাস্যন্**—হেসে; **মৃগত্বম্ অপি**—মৃগশরীর ধারণ করা সত্ত্বেও; **যঃ**—যিনি; **সমুদাজহার**—কীর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

মৃগশরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ ভরত পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হননি; তাই মৃগশরীর ত্যাগ করার সময় তিনি উচ্চস্বরে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন—"ভগবান সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। তিনি কর্মসমূহের ফলদাতা। তিনি ধর্মের রক্ষক, সাক্ষাৎ অষ্টাঙ্গ-যোগমূর্তি, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্তা এবং সমস্ত

জীবের অন্তর্যামী। তিনি পরম সুন্দর। তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় আমি যেন নিরন্তর যুক্ত থাকতে পারি। এই আশা নিয়ে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, আমি এই দেহ ত্যাগ করছি।" এই প্রার্থনা উচ্চারণ করে মহারাজ ভরত দেহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে পন্থাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ। ভক্তির মাধ্যমে জীব চিরকাল তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ*— জীবনের চরম সিদ্ধি হচ্ছে মৃত্যুর সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করা। ভরত মহারাজ যদিও মৃগশরীর ধারণ করেছিলেন, তবুও তিনি মৃত্যুর সময় নারায়ণকে স্মরণ করতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শুদ্ধ ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *ভগবদ্‌গীতার* (৬/৪১) বাণী তা প্রতিপন্ন করে, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*—"যিনি আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে স্খলিত হন, তিনি ব্রাহ্মণ অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।" মহারাজ ভরত যদিও রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও অসাবধানতার ফলে তাঁকে মৃগশরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই মৃগশরীরে যেহেতু তিনি অত্যন্ত সাবধান ছিলেন, তাই তিনি জড় ভরতরূপে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জীবনে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন, এবং মহারাজ রহূগণকে প্রথম উপদেশ দেওয়ার পর থেকে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই সূত্রে *যোগায়* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টাঙ্গ-যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য সেই কথা বলেছেন। কতকগুলি যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করা যোগের উদ্দেশ্য নয়।

শ্লোক ৪৬

য ইদং ভাগবতসভাজিতাবদাতগুণকর্মণো রাজর্ষের্ভরতস্যানুচরিতং স্বস্ত্যয়নমায়ুষ্যং ধন্যং যশস্যং স্বর্গ্যাপবর্গ্যং বানুশৃণোত্যাখ্যাস্যত্যভিনন্দতি চ সর্বা এবাশিষ আত্মন আশাস্তে ন কাঞ্চন পরত ইতি ॥ ৪৬ ॥

যঃ—যে; **ইদম্**—এই; **ভাগবত**—মহাভাগবতদের দ্বারা; **সভাজিত**—সংস্তুত; **অবদাত**—বিশুদ্ধ; **গুণ**—যাঁর গুণাবলী; **কর্মণঃ**—এবং কার্যকলাপ; **রাজ-ঋষেঃ**—

রাজর্ষি; **ভরতস্য**—ভরত মহারাজের; **অনুচরিতম্**—চরিত্র; **স্বস্তি-অয়নম্**—মঙ্গলজনক; **আয়ুষ্যম্**—আয়ু বৃদ্ধিকারী; **ধন্যম্**—ধন বৃদ্ধিকারী; **যশস্যম্**—যশপ্রদ; **স্বর্গ্য**—স্বর্গলোকে উন্নতি প্রদানকারী (যা কর্মীদের লক্ষ্য); **অপবর্গ্যম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মসাযুজ্য রূপ মুক্তি প্রদানকারী (যা জ্ঞানীদের লক্ষ্য); **বা**—অথবা; **অনুশৃণোতি**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সর্বদা শ্রবণ করে; **আখ্যাস্যতি**—অন্যের উপকারের জন্য বর্ণনা করেন; **অভিনন্দতি**—ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের গুণগান করেন; **চ**—এবং; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **আশাস্তে**—প্রাপ্ত হন; **ন**—না; **কাঞ্চন**—কোন কিছু; **পরতঃ**—অন্য কারও কাছ থেকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রবণ ও কীর্তনে আগ্রহী ভক্তেরা নিয়মিতভাবে ভরত মহারাজের বিশুদ্ধ চরিত্র আলোচনা করেন এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন। কেউ যদি বিনীতভাবে মঙ্গলময় মহারাজ ভরতের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তাহলে তাঁর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, ধন বৃদ্ধি হয়, যশ লাভ হয়, অনায়াসে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় অথবা মোক্ষ লাভ হয়। মহারাজ ভরতের চরিত্র কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। এইভাবে সমস্ত ঐহিক এবং পারমার্থিক বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অন্যের কাছে সেগুলি প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ মহারাজ ভরতের জীবন-চরিত কেবল অধ্যয়ন করার ফলে সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

এই চতুর্দশ অধ্যায়ে *ভবাটবীর* সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। *ভবাটবী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। বণিক হচ্ছে জীবাত্মা, যে সংসাররূপ এই অরণ্যে এসে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। ছয় জন দস্যু হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। অসৎ নেতা হচ্ছে জড় বুদ্ধি। বুদ্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি, কিন্তু সংসার-বন্ধনের ফলে বুদ্ধি বিকৃত হয়ে জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্বেষণে যুক্ত হয়। সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, কিন্তু আমাদের বিকৃত মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে, আমরা ভগবানের সম্পত্তি অপহরণ করে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তার ব্যবহার করি। অরণ্যের বৃক এবং ব্যাঘ্র হচ্ছে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, এবং লতা-গুল্ম হচ্ছে আমাদের জড় বাসনা।

পর্বতকন্দর আমাদের সুখময় বাসগৃহ, এবং মশক ও সর্প হচ্ছে আমাদের শত্রু। ইঁদুর, বন্যপশু এবং শকুনিরা হচ্ছে আমাদের সম্পদ অপহরণকারী বিভিন্ন প্রকার চোর, এবং গন্ধর্বপুর হচ্ছে আমাদের অলীক দেহ ও গৃহ। আলেয়া হচ্ছে স্বর্ণের প্রতি আসক্তি, এবং আমাদের জড় বাসস্থান ও ধন-সম্পদ হচ্ছে আমাদের জড় সুখভোগের বিষয়সমূহ। ঘূর্ণিবায়ু হচ্ছে আমাদের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, এবং ধূলির ঝড় হচ্ছে মৈথুনের সময় অন্ধ কামনার অনুভূতি। দেবতারা বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং ঝিল্লি হচ্ছে আমাদের অনুপস্থিতিতে শত্রুদের দুর্বচন। পেঁচা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের অপমান করে, এবং পুণ্যহীন বৃক্ষগুলি হচ্ছে পুণ্যহীন মানুষেরা। জলহীন নদী নাস্তিকদের প্রতীক, যারা ইহলোকে এবং পরলোকে কষ্ট দেয়। রাজকর্মচারীরা হচ্ছে মাংসাশী রাক্ষস, এবং জীবনের বাধা-বিপত্তিগুলি হচ্ছে কণ্টক। মৈথুনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ হচ্ছে পরস্ত্রী উপভোগের বাসনা, আর মাছিগুলি হচ্ছে পতি, শ্বশুর, শাশুড়ি আদি পরস্ত্রীর অভিভাবকেরা। লতা হচ্ছে স্ত্রীজাতি। সিংহ হচ্ছে কালচক্র, এবং বক, কাক শকুনি ইত্যাদি হচ্ছে ভণ্ড দেবতা, স্বামী, যোগী ও অবতার। এদের ক্লেশ নিবারণ করার কোন ক্ষমতা নেই। হংস হচ্ছে আদর্শ ব্রাহ্মণ, এবং বানর হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পরায়ণ অসংযত শূদ্রেরা। সেই বানরদের বিচরণক্ষেত্র বৃক্ষগুলি হচ্ছে আমাদের গৃহ, এবং হস্তী হচ্ছে মৃত্যু। এইভাবে এই অধ্যায়ে জড় অস্তিত্বের সমস্ত উপাদানগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের মহিমা

এই অধ্যায়ে ভরত মহারাজের বংশধরদের এবং অন্যান্য রাজাদের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ ভরতের পুত্রের নাম সুমতি। তিনি ঋষভদেব প্রদত্ত জীবন্মুক্তির মার্গ অনুসরণ করেছিলেন। কিছু মানুষ ভ্রান্তিবশত সুমতিকে বুদ্ধদেবের অবতার বলে মনে করেছিলেন। সুমতির পুত্র দেবতাজিৎ এবং তাঁর পুত্র দেবদ্যুম্ন। দেবদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী এবং তাঁর পুত্র প্রতীহ। প্রতীহ ছিলেন মহান বিষ্ণুভক্ত, এবং তাঁর তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্‌গাতা। প্রতিহর্তার দুই পুত্র অজ এবং ভূমা। ভূমার পুত্র উদ্‌গীথ এবং উদ্‌গীথের পুত্র প্রস্তাব। প্রস্তাবের পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র পৃথুষেণ এবং পৃথুষেণের পুত্র নক্ত। নক্তের পত্নী দ্রুতির গর্ভে বিখ্যাত রাজর্ষি গয়ের জন্ম হয়। মহারাজ গয় ছিলেন বিষ্ণুর অংশ এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির ফলে তিনি মহাপুরুষ উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজ গয়ের পুত্রদের নাম ছিল চিত্ররথ, সুমতি এবং অবরোধন। চিত্ররথের পুত্র মহারাজ সম্রাট, তাঁর পুত্র মরীচি এবং মরীচির পুত্র বিন্দু। বিন্দুর পুত্র মধু এবং মধুর পুত্র বীরব্রত। বীরব্রতের দুই পুত্র মন্থু ও প্রমন্থু, এবং মন্থুর পুত্র ভৌবন। ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা এবং ত্বষ্টার পুত্র বিরজ, যিনি তাঁর বংশকে উজ্জ্বল করেছিলেন। বিরজের একশত পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল। তাদের মধ্যে শতজিৎ নামক পুত্রটি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভরতস্যাত্মজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমু হ বাব কেচিৎ পাখণ্ডিন ঋষভপদবীমনুবর্তমানং চানার্যা অবেদসমাম্নাতাং দেবতাং স্বমনীষয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন; **ভরতস্য**—ভরত মহারাজের; **আত্মজঃ**—পুত্র; **সুমতিঃ নাম-অভিহিতঃ**—সুমতি নামক; **যম্**—যাঁকে; **উ হ বাব**—বাস্তবিকপক্ষে; **কেচিৎ**—কোন; **পাখণ্ডিনঃ**—বৈদিক জ্ঞানবিহীন নাস্তিক; **ঋষভ-পদবীম্**—মহারাজ ঋষভদেবের মার্গ; **অনুবর্তমানম্**—অনুসরণ করে; **চ**—এবং; **অনার্যাঃ**—অনার্য (যারা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করে না); **অবেদ-সমাম্নাতাম্**—বেদে যার উল্লেখ নেই; **দেবতাম্**—ভগবান বুদ্ধদেব অথবা বৌদ্ধ বিগ্রহের সমান; **স্বমনীষয়া**—তাদের স্বকপোলকল্পিত; **পাপীয়স্যা**—অত্যন্ত পাপী; **কলৌ**—কলিযুগে; **কল্পয়িষ্যন্তি**—কল্পনা করবে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ ভরতের পুত্র সুমতি ঋষভদেবের মার্গ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি পাষণ্ডী তাঁকে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব বলে কল্পনা করেছিল। এই সমস্ত দুর্জন যারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক, তারা বৈদিক নির্দেশকে কল্পিত বলে মনে করে, এবং তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের দ্বারা তাদের কার্যকলাপের সমর্থন করে। এই সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তিরা সুমতিকে বুদ্ধদেব বলে স্বীকার করে প্রচার করেছিল যে, সকলেরই কর্তব্য সুমতির পন্থা অনুসরণ করা। এইভাবে তারা মনোধর্মের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যাঁরা আর্য তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করেন, কিন্তু এই কলিযুগে আর্য-সমাজ নামক একটি সংস্থা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যারা পরম্পরার ধারায় বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এই সংস্থার নেতারা সমস্ত প্রামাণিক আচার্যদের নিন্দা করে এবং নিজেদের বৈদিক নিয়মের প্রকৃত অনুগামী বলে প্রচার করে। এই সমস্ত তথাকথিত আচার্যরা যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে না, তারা বর্তমানে আর্য-সমাজ বা জৈন নামে পরিচিত। তারা কেবল বৈদিক নির্দেশই অস্বীকার করে না, অধিকন্তু ভগবান বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুমতির আচরণ অনুকরণ করে তারা নিজেদের ঋষভদেবের অনুগামী বলে দাবি করে। বৈষ্ণবেরা সাবধানতার সঙ্গে তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন, কারণ তারা বৈদিক মার্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা।" সেটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে অবগত নয়, তাঁদের আর্য বলে স্বীকার করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার

ভগবান বুদ্ধদেব *ভাগবত-ধর্ম* প্রচার করার জন্য এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যারা ছিল সম্পূর্ণরূপে নাস্তিক, তাদের কাছে তিনি প্রচার করেছিলেন। নাস্তিকেরা ভগবানকে চায় না, তাই বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন যে ভগবান নেই, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য তিনি এই বিশেষ উপায়টি অবলম্বন করেছিলেন। তাই, ভগবান সম্বন্ধে নীরব থেকে তিনি ছলনাপূর্বক নাস্তিকদের কাছে প্রচার করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার।

শ্লোক ২

তস্মাদ্ বৃদ্ধসেনায়াং দেবতাজিন্নাম পুত্রোঽভবৎ ॥ ২ ॥

তস্মাৎ—সুমতি থেকে; **বৃদ্ধসেনায়াম্**—বৃদ্ধসেনা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **দেবতাজিৎ-নাম**—দেবতাজিৎ নামক; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

বৃদ্ধসেনা নামক পত্নীর গর্ভে সুমতির দেবতাজিৎ নামক একটি পুত্র উৎপন্ন হয়।

শ্লোক ৩

অথাসুর্যাং তত্তনয়ো দেবদ্যুম্নস্ততো ধেনুমত্যাং সুতঃ পরমেষ্ঠী তস্য সুবর্চলায়াং প্রতীহ উপজাতঃ ॥ ৩ ॥

অথ—তারপর; **আসুর্যাম্**—আসুরী নামক পত্নীর গর্ভে; **তৎ-তনয়ঃ**—দেবতাজিৎ-এর এক পুত্র; **দেবদ্যুম্নঃ**—দেবদ্যুম্ন নামক; **ততঃ**—দেবদ্যুম্ন থেকে; **ধেনুমত্যাম্**—ধেনুমতী নামক দেবদ্যুম্নের পত্নীর গর্ভে; **সুতঃ**—একটি পুত্র; **পরমেষ্ঠী**—পরমেষ্ঠী নামক; **তস্য**—পরমেষ্ঠীর; **সুবর্চলায়াম্**—সুবর্চলা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **প্রতীহঃ**—প্রতীহ নামক পুত্র; **উপজাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর, দেবতাজিতের পত্নী আসুরীর গর্ভে দেবদ্যুম্ন নামক এক পুত্র হয়। দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতীর গর্ভে পরমেষ্ঠী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরমেষ্ঠীর সুবর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ৪

য আত্মবিদ্যামাখ্যায় স্বয়ং সংশুদ্ধো মহাপুরুষমনুসস্মার ॥ ৪ ॥

যঃ—যিনি (মহারাজ প্রতীহ); **আত্ম-বিদ্যাম্ আখ্যায়**—বহু মানুষকে অধ্যাত্মবিদ্যা উপদেশ দেওয়ার পর; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সংশুদ্ধঃ**—আত্মজ্ঞান লাভের প্রভাবে পবিত্র হয়ে এবং অত্যন্ত উন্নতি সাধন করে; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অনুসস্মার**—যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সর্বদা স্মরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ প্রতীহ স্বয়ং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তার ফলে তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্তে পরিণত হয়ে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনুসস্মার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনা কোন কাল্পনিক বা মনোধর্ম-প্রসূত পন্থা নয়। শুদ্ধ এবং উন্নত ভক্ত ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। মহারাজ প্রতীহ তা করেছিলেন, এবং সাক্ষাৎভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করার ফলে, তিনি আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান ব্যাখ্যা করে ভগবানের বাণীর প্রচারক হয়েছিলেন। ভণ্ডেরা কখনও প্রকৃত প্রচারক হতে পারে না। প্রচারকের সর্বপ্রথমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, *উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*—"যিনি তত্ত্বদর্শন করেছেন, তিনিই কেবল তত্ত্বজ্ঞান দান করতে পারেন।" *তত্ত্বদর্শী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি পূর্ণরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। এই প্রকার ব্যক্তি গুরু হতে পারেন এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বৈষ্ণব দর্শন প্রচার করতে পারেন। প্রকৃত প্রচারক এবং গুরুর আদর্শ প্রতীক হচ্ছেন মহারাজ প্রতীহ।

শ্লোক ৫

প্রতীহাৎসুবর্চলায়াং প্রতিহর্ত্রাদয়স্ত্রয় আসন্নিজ্যাকোবিদাঃ সূনবঃ প্রতিহর্তুঃ স্তুত্যামজভূমানাবজনিষাতাম্ ॥ ৫ ॥

প্রতীহাৎ—মহারাজ প্রতীহ থেকে; **সুবর্চলায়াম্**—তাঁর পত্নী সুবর্চলার গর্ভে; **প্রতিহর্তৃ-আদয়ঃ ত্রয়ঃ**—প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামক তিন পুত্র; **আসন্**—উৎপন্ন

হয়েছিল; **ইজ্যা-কোবিদাঃ**—যাঁরা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; **সূনবঃ**—পুত্র; **প্রতিহর্তুঃ**—প্রতিহর্তা থেকে; **স্তুত্যাম্**—স্তুতী নামক পত্নীর গর্ভে; **অজ-ভূমানৌ**—অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র; **অজনিষাতাম্**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

সুবর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহের প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্‌গাতা নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর এই তিন পুত্র বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। স্তুতী নামক পত্নীর গর্ভে প্রতিহর্তার অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৬

ভূম্ন ঋষিকুল্যায়ামুদ্‌গীথস্ততঃ প্রস্তাবো দেবকুল্যায়াং প্রস্তাবান্নিযুৎসায়াং হৃদয়জ আসীদ্বিভুর্বিভো রত্যাং চ পৃথুষেণস্তস্মান্নক্ত আকূত্যাং জজ্ঞে নক্তাদ্ দ্রুতিপুত্রো গয়ো রাজর্ষিপ্রবর উদারশ্রবা অজায়ত সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোর্জগদ্ রিরক্ষিষয়া গৃহীতসত্ত্বস্য কলাত্মবত্ত্বাদিলক্ষণেন মহাপুরুষতাং প্রাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

ভূম্নঃ—মহারাজ ভূমা থেকে; **ঋষিকুল্যায়াম্**—ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে; **উদ্‌গীথঃ**—উদ্‌গীথ নামক পুত্র; **ততঃ**—মহারাজ উদ্‌গীথ থেকে; **প্রস্তাবঃ**—প্রস্তাব নামক পুত্র; **দেবকুল্যায়াম্**—দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে; **প্রস্তাবাৎ**—মহারাজ প্রস্তাব থেকে; **নিযুৎসায়াম্**—নিযুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে; **হৃদয়-জঃ**—পুত্র; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বিভুঃ**—বিভু নামক; **বিভোঃ**—রাজা বিভু থেকে; **রত্যাম্**—রতী নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **চ**—ও; **পৃথুষেণঃ**—পৃথুষেণ নামক; **তস্মাৎ**—রাজা পৃথুষেণ থেকে; **নক্তঃ**—নক্ত নামক পুত্র; **আকূত্যাম্**—আকূতী নামক পত্নীর গর্ভে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **নক্তাৎ**—মহারাজ নক্ত থেকে; **দ্রুতি-পুত্রঃ**—দ্রুতির গর্ভে একটি পুত্র; **গয়ঃ**—মহারাজ গয় নামক; **রাজর্ষি-প্রবরঃ**—রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **উদারশ্রবাঃ**—অত্যন্ত পুণ্যবান রাজারূপে বিখ্যাত; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **সাক্ষাৎ ভগবতঃ**—স্বয়ং ভগবান; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **জগৎ-রিরক্ষিষয়া**—সারা জগৎকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে; **গৃহীত**—গর্ভসঞ্চার হয়েছিল; **সত্ত্বস্য**—শুদ্ধ সত্ত্বগুণে; **কলা-আত্ম-বত্ত্ব-আদি**—সাক্ষাৎ ভগবানের অবতাররূপে; **লক্ষণেন**—লক্ষণের দ্বারা; **মহাপুরুষতাম্**—মানব-সমাজের নেতারূপ প্রধান (সমস্ত জীবের মহান নায়ক ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো); **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে মহারাজ ভূমার উদ্‌গীথ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে উদ্‌গীথের প্রস্তাব নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এবং নিয়ুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে প্রস্তাবের বিভু নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রতী নামক পত্নীর গর্ভে বিভুর পৃথুষেণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। আকৃতী নামক পত্নীর গর্ভে পৃথুষেণের নক্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। নক্তের পত্নী ছিলেন দ্রুতি, এবং তাঁর গর্ভে মহারাজ গয় জন্মগ্রহণ করেন। গয় ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত ও পুণ্যবান রাজা এবং তাই তিনি রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ-প্রকাশেরা যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্য করেন, তাঁরা সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবান বিষ্ণুর অবতার হওয়ার ফলে, মহারাজ গয়ও বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ গয় পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। তাই তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, ভগবানের অনেক অবতার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ, এবং কেউ অংশের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতারকে বলা হয় অংশ বা স্বাংশ, এবং অংশের অংশকে বলা হয় কলা। কলার মধ্যে রয়েছে বিভিন্নাংশ জীব। তাদের জীবতত্ত্বের মধ্যে গণনা করা হয়। যাঁরা সাক্ষাৎ বিষ্ণু থেকে আসেন তাঁদের বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাঁদের কখনও *মহাপুরুষ* বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম *মহাপুরুষ,* এবং কখনও কখনও ভক্তদেরও *মহাপুরুষ* বলা হয়।

শ্লোক ৭

স বৈ স্বধর্মেণ প্রজাপালন পোষণপ্রীণনোপলালনানুশাসনলক্ষণেনে-জ্যাদিনা চ ভগবতি মহাপুরুষে পরাবরে ব্রহ্মণি সর্বাত্মনার্পিতপরমার্থ-লক্ষণেন ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়াপাদিতভগবদ্ভক্তিযোগেন চাভীক্ষ্ণশঃ পরিভাবিতাবিশুদ্ধমতিরুপরতানাত্ম্য আত্মনি স্বয়মুপলভ্যমান-ব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনিমজূগুপৎ ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই মহারাজ গয়; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **স্বধর্মেণ**—তাঁর কর্তব্য অনুসারে; **প্রজা-পালন**—প্রজাপালন; **পোষণ**—পোষণ; **প্রীণন**—সর্বতোভাবে তাদের সুখী করা;

উপলালন—পুত্রবৎ লালন করা; **অনুশাসন**—তাদের ভুলের জন্য কখনও কখনও শাসন করা; **লক্ষণেন**—রাজার লক্ষণের দ্বারা; **ইজ্যাদিনা**—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **চ**—ও; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **মহাপুরুষে**—পরম পুরুষ; **পর-অবরে**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের উৎস; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্ম ভগবান বাসুদেবকে; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **অর্পিত**—শরণাগত; **পরম-অর্থ-লক্ষণেন**—পারমার্থিক লক্ষণের দ্বারা; **ব্রহ্মবিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্তদের; **চরণ-অনুসেবয়া**—শ্রীপাদপদ্মের সেবার দ্বারা; **আপাদিত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ভগবৎ-ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা; **চ**—ও; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তর; **পরিভাবিত**—পরিপ্লুত; **অতি-শুদ্ধ-মতিঃ**—যাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ (যিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে, দেহ এবং মন আত্মা থেকে ভিন্ন); **উপরত-অনাত্ম্যে**—যার দেহাত্মবুদ্ধি নিরস্ত হয়েছে; **আত্মনি**—আত্মায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপলভ্যমান**—উপলব্ধি লাভ করে; **ব্রহ্ম-আত্ম-অনুভবঃ**—ব্রহ্মরূপে যিনি নিজেকে উপলব্ধি করেন; **অপি**—যদিও; **নিরভিমানঃ**—অভিমানশূন্য; **এব**—এইভাবে; **অবনিম্**—সারা পৃথিবী; **অজুগুপৎ**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কঠোরতা সহকারে শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ গয় তাঁর প্রজাদের পূর্ণরূপে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, যাতে সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পত্তি অপহরণ করতে না পারে। সমস্ত প্রজাদের যাতে কোন রকম খাদ্যাভাব না হয়, সেই জন্য তিনি সচেতন ছিলেন (তাকে বলা হয় পোষণ)। প্রজাদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি কখনও কখনও তাদের উপহার বিতরণ করতেন (একে বলা হয় প্রীণন)। তিনি কখনও কখনও প্রজাদের সভায় আহ্বান করে মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের উৎসাহিত করতেন (একে বলা হয় উপলালন)। কিভাবে সর্বোচ্চ স্তরের নাগরিক হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে তিনি তাদের সদুপদেশ দিতেন (তাকে বলা হয় অনুশাসন)। এই রকমই ছিল মহারাজ গয়ের রাজোচিত চরিত্র। আর তা ছাড়া রাজা গয় গৃহস্থরূপে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত নিয়ম কঠোরতা সহকারে পালন করতেন। তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি ছিলেন ভগবানের একনিষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত। তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত, কারণ তিনি রাজারূপে তাঁর প্রজাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন, এবং একজন গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতেন যাতে চরমে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তরূপে তিনি সর্বদা অন্য ভক্তদের

সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকতেন এবং ভক্তদের ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতেন। একে বলা হয় ভক্তিযোগের পন্থা। তাঁর এই সমস্ত দিব্য কার্যাবলীর প্রভাবে মহারাজ পৃথু সর্বদা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ এবং তাই সর্বদা তিনি আনন্দময় ছিলেন। তিনি কখনও জড়-জাগতিক শোক অনুভব করেননি। যদিও তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, তবুও তাঁর মধ্যে কোন রকম গর্ব ছিল না এবং তিনি রাজ্য শাসনের প্রতি আসক্ত ছিলেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং অসুরদের বিনাশের জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। রাজা যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি, তাই কখনও কখনও তাঁকে নরদেব বলা হয়, অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন দেবতা। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, তাঁকে এই পার্থিব স্তরে ভগবানের মতো পূজা করা হয়। ভগবানের প্রতিনিধি রূপে রাজার কর্তব্য নাগরিকদের এমনভাবে পালন-পোষণ করা যাতে তাদের খাদ্য এবং সুরক্ষার জন্য কোন রকম কষ্ট পেতে না হয়, এবং তারা যাতে সব সময় আনন্দিত থাকে। রাজা তাদের কল্যাণের জন্য সবকিছু সরবরাহ করেন, এবং সেই জন্য রাজা কর ধার্য করেন। রাজা অথবা সরকার যদি নাগরিকদের উপর কর ধার্য করে অথচ তাদের প্রতিপালন না করে, তাহলে তারা প্রজাদের পাপের ভাগী হয়। কলিযুগে রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়ে গেছে কারণ রাজারা কলিযুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। *রামায়ণ* থেকে জানা যায়, বিভীষণ যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কোন কারণে যদি তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহলে তিনি কলিযুগে ব্রাহ্মণ অথবা রাজা হবেন। এইভাবে বিভীষণ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ এবং রাজারা অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগে কোন রাজা বা ব্রাহ্মণ নেই, এবং তাদের অভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ নিয়ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আছে। মহারাজ গয় ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর একজন আদর্শ প্রতিনিধি, তাই তিনি মহাপুরুষ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তস্যেমাং গাথাং পাণ্ডবেয় পুরাবিদ উপগায়ন্তি ॥ ৮ ॥

তস্য—মহারাজ গয়ের; **ইমাম্**—এই সমস্ত; **গাথাম্**—মহিমা কীর্তনকারী কাব্য; **পাণ্ডবেয়**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পুরা-বিদঃ**—পুরাণের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে যাঁরা অবগত; **উপগায়ন্তি**—গান করেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পুরাণবিদ্ পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা মহারাজ গয়ের মহিমা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

মহান রাজাদের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্তমান শাসকদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে। বর্তমানে যারা পৃথিবী শাসন করছে, সেই সমস্ত শাসকদের মহারাজ গয়, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পৃথু প্রমুখ রাজাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করা উচিত, যাতে তারা এমনভাবে প্রজাশাসন করতে পারে যার ফলে তাদের সমস্ত প্রজারা সুখী হতে পারে। বর্তমানে রাষ্ট্র-সরকার প্রজাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উন্নতি সাধন না করে তাদের থেকে কর আদায় করছে। *বেদে* এই প্রকার আচরণ অনুমোদন করা হয়নি।

শ্লোক ৯

গয়ং নৃপঃ কঃ প্রতিযাতি কর্মভি-
র্যজ্বাভিমানী বহুবিদ্ধর্মগোপ্তা ।
সমাগতশ্রীঃ সদসস্পতিঃ সতাং
সৎসেবকোঽন্যো ভগবৎকলামৃতে ॥ ৯ ॥

গয়ম্—মহারাজ গয়; **নৃপঃ**—রাজা; **কঃ**—কে; **প্রতিযাতি**—তুল্য; **কর্মভিঃ**—শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যজ্বা**—সর্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা; **অভিমানী**—সারা বিশ্বে অত্যন্ত সম্মানিত; **বহুবিৎ**—বৈদিক শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **ধর্ম-গোপ্তা**—সকলের ধর্মরক্ষক; **সমাগত-শ্রীঃ**—সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত; **সদসঃ-পতিঃ সতাম্**—মহান ব্যক্তিদের সভায় যিনি সভাপতি; **সৎ-সেবকঃ**—ভক্তদের সেবক; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **ভগবৎ-কলাম্**—ভগবানের কলা অবতার; **ঋতে**—বিনা।

অনুবাদ

মহারাজ গয় সর্বপ্রকার বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে পারদর্শী। তিনি ধর্মরক্ষক এবং

সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সজ্জনদের নায়ক এবং ভক্তদের সেবক, এবং তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ভগবানের কলা অবতার ছিলেন। তাই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে?

শ্লোক ১০

যমভ্যষিঞ্চন্ পরয়া মুদা সতীঃ
সত্যাশিষো দক্ষকন্যাঃ সরিদ্ভিঃ ।
যস্য প্রজানাং দুদুহে ধরাশিষো
নিরাশিষো গুণবৎসস্নুতোধাঃ ॥ ১০ ॥

যম্—যাঁকে; **অভ্যষিঞ্চন্**—অভিষেক করেছিলেন; **পরয়া**—পরম; **মুদা**—হর্ষ সহকারে; **সতীঃ**—পতিব্রতা নারী; **সত্য**—সত্য; **আশিষঃ**—যাঁদের আশীর্বাদ; **দক্ষ-কন্যাঃ**—মহারাজ দক্ষের কন্যা; **সরিদ্ভিঃ**—পবিত্র জলের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **দুদুহে**—পূর্ণ করেছিলেন; **ধরা**—পৃথিবী; **আশিষঃ**—সমস্ত বাসনার; **নিরাশিষঃ**—যদিও তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না; **গুণ-বৎস-স্নুত-উধাঃ**—মহারাজ গয়ের প্রজা পালনাদি গুণাবলী দর্শন করে, গাভীসদৃশা পৃথিবীর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হত।

অনুবাদ

মহারাজ দক্ষের শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি সাধ্বী কন্যারা, যাঁদের আশীর্বাদ অব্যর্থ, তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে মহারাজ গয়ের অভিষেক করেছিলেন। পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করে সেখানে এসেছিলেন এবং মহারাজ গয়ের সমস্ত সদ্‌গুণ দর্শন করে যেন তিনি তাঁর বৎসকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর স্তন থেকে তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল। অর্থাৎ, মহারাজ গয় পৃথিবী থেকে সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রজাদের বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না।

তাৎপর্য

মহারাজ গয়ের দ্বারা শাসিত পৃথিবীকে একটি গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং যে সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা তিনি প্রজাপালন করেছিলেন, সেগুলিকে বৎসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৎসের উপস্থিতিতে গাভী দুগ্ধ দান করে; তেমনই গোরূপী পৃথিবী মহারাজ গয়ের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন, যিনি তাঁর

প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য সমস্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারতেন। তা সম্ভব হয়েছিল কারণ দক্ষের সাধ্বী কন্যারা পবিত্র জলের দ্বারা তাঁর অভিষেক করেছিলেন। রাজা অথবা শাসক যদি উচ্চতর অধিকারিদের দ্বারা আশীর্বাদ পুষ্ট না হন, তাহলে তিনি সন্তোষজনকভাবে প্রজাপালন করতে পারেন না। শাসকদের সদ্‌গুণের মাধ্যমেই প্রজারা সুখী হয় এবং সুযোগ্য হয়।

শ্লোক ১১

ছন্দাংস্যকামস্য চ যস্য কামান্
দুদূহুরাজহ্রুরথো বলিং নৃপাঃ ।
প্রত্যঞ্চিতা যুধি ধর্মেণ বিপ্রা
যদাশিষাং ষষ্ঠমংশং পরেত্য ॥ ১১ ॥

ছন্দাংসি—বেদের সমস্ত অঙ্গ; **অকামস্য**—যাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা নেই; **চ**—ও; **যস্য**—যাঁর; **কামান্**—সমস্ত কাম্য বস্তুর; **দুদূহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **আজহ্রুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **অথো**—এইভাবে; **বলিম্**—উপহার; **নৃপাঃ**—সমস্ত রাজারা; **প্রত্যঞ্চিতাঃ**—তার বিপক্ষে যুদ্ধ করে সন্তুষ্ট হয়ে; **যুধি**—যুদ্ধে; **ধর্মেণ**—ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **যদা**—যখন; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **ষষ্ঠম্ অংশম্**—এক-ষষ্ঠাংশ; **পরেত্য**—পরবর্তী জীবনে।

অনুবাদ

যদিও মহারাজ গয়ের নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা ছিল না, তবুও বৈদিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হত। অন্য যে সমস্ত রাজারা মহারাজ গয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা সকলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ধর্মযুদ্ধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁকে বহুবিধ উপহার প্রদান করতেন। তেমনই, তাঁর রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর উদার দানের ফলে পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ফলে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ পরলোকে উপভোগের জন্য মহারাজ গয়কে দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

একজন ক্ষত্রিয় রাজারূপে মহারাজ গয়কে কখনও কখনও তাঁর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁর অধীনস্থ রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত, কিন্তু সেই সমস্ত অধীনস্থ রাজারা কখনও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি, কারণ তাঁরা জানতেন যে, মহারাজ গয়

ধর্মের নিয়ম বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করতেন। তার ফলে তাঁরা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। তেমনই, বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তাঁরা তাঁর পরলোকের মঙ্গলের জন্য তাঁকে তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা সকলেই মহারাজ গয়ের প্রতি তাঁর উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহারাজ গয় যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন এবং দানের দ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। বৈশ্যদেরও সদয় বচন এবং স্নেহপূর্ণ আচরণের দ্বারা প্রসন্নতা বিধান করা হয়েছিল, এবং নিরন্তর যজ্ঞ করার ফলে প্রচুর উপাদেয় আহার ও দানের দ্বারা শূদ্রদের প্রসন্নতা বিধান করা হয়েছিল। এইভাবে মহারাজ গয় তাঁর সমস্ত প্রজাদের অত্যন্ত সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। যখন ব্রাহ্মণ এবং সাধু মহাত্মাদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তখন সম্মান প্রদর্শনকারী এবং সেবাকারী ব্যক্তিরাও তাঁদের পুণ্যকর্মের অংশীদার হন। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৩৪) বলা হয়েছে, *তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*—বিনীতভাবে সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করতে হয়।

শ্লোক ১২

যস্যাধ্বরে ভগবানধ্বরাত্মা
মঘোনি মাদ্যত্যুরুসোমপীথে ।
শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচলভক্তিযোগ-
সমর্পিতেজ্যাফলমাজহার ॥ ১২ ॥

যস্য—যাঁর (মহারাজ গয়ের); **অধ্বরে**—তাঁর বিভিন্ন যজ্ঞে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধ্বর-আত্মা**—সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা যজ্ঞপুরুষ; **মঘোনি**—দেবরাজ ইন্দ্র যখন; **মাদ্যতি**—মদান্ধ হন; **উরু**—অত্যন্ত; **সোম-পীথে**—সোমরস পান করে; **শ্রদ্ধা**—ভক্তির দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **অচল**—এবং অবিচলিত; **ভক্তি-যোগ**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **সমর্পিত**—নিবেদিত; **ইজ্যা**—পূজার; **ফলম্**—ফল; **আজহার**—স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ গয়ের যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান হত এবং ইন্দ্র সেই যজ্ঞে এসে প্রচুর পরিমাণে সোমপান করে মত্ত হতেন। যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুও

সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ সহকারে সমর্পিত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করতেন।

তাৎপর্য

মহারাজ গয় এতই পুণ্যবান ছিলেন যে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করার জন্য সেই যজ্ঞস্থলে আসতেন। মহারাজ গয় না চাইলেও সমস্ত দেবতা এবং স্বয়ং ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্যঙ্-
মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্বজীবঃ
প্রীতঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য ॥ ১৩ ॥

যৎ-প্রীণনাৎ—ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে; **বর্হিষি**—যজ্ঞস্থলে; **দেব-তির্যক্**—দেবতা এবং পশু; **মনুষ্য**—মানব-সমাজ; **বীরুৎ**—গাছপালা; **তৃণম্**—তৃণ; **আ-বিরিঞ্চাৎ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **প্রীয়েত**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **হ**—প্রকৃতপক্ষে; **বিশ্ব-জীবঃ**—যিনি সমগ্র জগতের সমস্ত জীবদের পালন করেন; **প্রীতঃ**—যদিও তিনি স্বাভাবিকভাবেই সন্তুষ্ট; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **প্রীতিম্**—সন্তোষ; **অগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গয়স্য**—মহারাজ গয়ের।

অনুবাদ

ভগবান যখন কারও কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হন, তখন আপনা থেকেই সমস্ত দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, লতা, গুল্ম, তৃণ আদি এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমগ্র জগতের জীবদের সন্তোষ উৎপাদিত হয়। সকলের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই পরম সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনিও মহারাজ গয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেছিলেন, "আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।"

তাৎপর্য

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মানুষ দেবতা এবং জীব নির্বিশেষে সকলকেই সন্তুষ্ট করতে পারে। কেউ

যদি গাছের গোড়ায় জল ঢালে, তবে সমস্ত শাখা-প্রশাখা, পুষ্প-পল্লব পুষ্টি লাভ করে। যদিও ভগবান আত্মারাম, তবুও মহারাজ গয়ের ব্যবহারে তিনি এমনই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং যজ্ঞক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং বলেন, "আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।" মহারাজ গয়ের সমতুল্য কে হতে পারে?

শ্লোক ১৪-১৫

গয়াদ্‌গয়ন্ত্যাং চিত্ররথঃ সুগতিরবরোধন ইতি ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুশ্চিত্ররথাদূর্ণায়াং সম্রাড়জনিষ্ট ॥ ১৪ ॥ তত উৎকলায়াং মরীচির্মরীচে র্বিন্দুমত্যাং বিন্দুমানুদপদ্যত তস্মাৎ সরঘায়াং মধুর্নামাভবন্মধোঃ সুমনসি বীরব্রতস্ততো ভোজায়াং মন্থুপ্রমন্থূ জজ্ঞাতে মন্থোঃ সত্যায়াং ভৌবনস্ততো দূষণায়াং ত্বষ্টাজনিষ্ট ত্বষ্টুর্বিরোচনায়াং বিরজো বিরজস্য শতজিৎপ্রবরং পুত্রশতং কন্যা চ বিষূচ্যাং কিল জাতম্‌ ॥ ১৫ ॥

গয়াৎ—মহারাজ গয় থেকে; **গয়ন্ত্যাম্‌**—গয়ন্তী নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ নামক; **সুগতিঃ**—সুগতি নামক; **অবরোধনঃ**—অবরোধন নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **ত্রয়ঃ**—তিন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **বভূবুঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **চিত্ররথাৎ**—চিত্ররথ থেকে; **ঊর্ণায়াম্‌**—ঊর্ণা নামক পত্নীর গর্ভে; **সম্রাট্‌**—সম্রাট্‌ নামক; **অজনিষ্ট**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **উৎকলায়াম্‌**—উৎকলা নামক পত্নীর গর্ভে; **মরীচিঃ**—মরীচি নামক; **মরীচেঃ**—মরীচি থেকে; **বিন্দুমত্যাম্‌**—তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে; **বিন্দুম্‌**—বিন্দু নামক পুত্র; **আনুদপদ্যত**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **সরঘায়াম্‌**—তাঁর পত্নী সরঘার গর্ভে; **মধুঃ**—মধু; **নাম**—নামক; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **মধোঃ**—মধু থেকে; **সুমনসি**—তাঁর পত্নী সুমনার গর্ভে; **বীরব্রতঃ**—বীরব্রত নামক এক পুত্র; **ততঃ**—বীরব্রত থেকে; **ভোজায়াম্‌**—ভোজা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **মন্থু-প্রমন্থু**—মন্থু এবং প্রমন্থু নামক দুই পুত্র; **জজ্ঞাতে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **মন্থোঃ**—মন্থু থেকে; **সত্যায়াম্‌**—তাঁর পত্নী সত্যার গর্ভে; **ভৌবনঃ**—ভৌবন নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দূষণায়াম্‌**—তাঁর পত্নী দূষণার গর্ভে; **ত্বষ্টা**—ত্বষ্টা নামক এক পুত্র; **অজনিষ্ট**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **ত্বষ্টুঃ**—ত্বষ্টা থেকে; **বিরোচনায়াম্‌**—বিরোচনা নামক পত্নীর গর্ভে; **বিরজঃ**—বিরজ নামক পুত্র; **বিরজস্য**—মহারাজ বিরজের; **শতজিৎ-প্রবরম্‌**—শতজিৎ প্রমুখ; **পুত্রশতম্‌**—একশত পুত্র; **কন্যা**—এক কন্যা; **চ**—ও; **বিষূচ্যাম্‌**—তাঁর পত্নী বিষূচীর গর্ভে; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **জাতম্‌**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

গয়ন্তীর গর্ভে মহারাজ গয়ের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যাঁদের নাম ছিল—চিত্ররথ, সুগতি এবং অবরোধন। চিত্ররথ তাঁর পত্নী ঊর্ণার গর্ভে সম্রাট্ নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী উৎকলার গর্ভে সম্রাটের মরীচি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মরীচি তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দু নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বিন্দুর পত্নী সরঘার গর্ভে মধু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মধু তাঁর পত্নী সুমনার গর্ভে বীরব্রত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বীরব্রতের পত্নী ভোজার গর্ভে মন্থু এবং প্রমন্থু নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মন্থুর পত্নী সত্যার গর্ভে ভৌবন নামক এক পুত্র হয় এবং ভৌবন তাঁর পত্নী দূষণার গর্ভে ত্বষ্টা নামক এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ত্বষ্টা তাঁর পত্নী বিরোচনার গর্ভে বিরজ নামক এক পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হন। বিরজের পত্নী ছিলেন বিষূচী, এবং তাঁর গর্ভে বিরজের শতজিৎ প্রমুখ এক শত পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ১৬

তত্রায়ং শ্লোকঃ—

প্রৈয়ব্রতং বংশমিমং বিরজশ্চরমোদ্ভবঃ ।
অকরোদত্যলং কীর্ত্যা বিষ্ণুঃ সুরগণং যথা ॥ ১৬ ॥

তত্র—সেই সূত্রে; **অয়ম্ শ্লোকঃ**—একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে; **প্রৈয়ব্রতম্**—মহারাজ প্রিয়ব্রত থেকে আসছে; **বংশম্**—বংশ; **ইমম্**—এই; **বিরজঃ**—মহারাজ বিরজ; **চরম-উদ্ভবঃ**—এক শত পুত্র (যাঁদের মধ্যে শতজিৎ ছিলেন প্রধান); **অকরোৎ**—অলঙ্কৃত করেছিলেন; **অতি-অলম্**—অত্যন্ত; **কীর্ত্যা**—তাঁর কীর্তির প্রভাবে; **বিষ্ণুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **সুর-গণম্**—দেবতারা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

মহারাজ বিরজ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে—"ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন তাঁর দিব্য প্রভাবের দ্বারা দেবতাদের অলঙ্কৃত করেন, ঠিক তেমনই মহারাজ বিরজ তাঁর মহৎ গুণাবলী এবং বিপুল যশোরাশির দ্বারা প্রিয়ব্রতের বংশকে ভূষিত করেছিলেন।"

তাৎপর্য

বাগানে ফুলের গাছ তার সুগন্ধি ফুলের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। তেমনই কোন বংশে কেউ যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে সুগন্ধি পুষ্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। তার জন্য সমগ্র বংশ বিখ্যাত হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই যদুবংশ এবং যাদবেরা চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। মহারাজ বিরজের আবির্ভাবের ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশও চিরকালের জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের বর্ণনা' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

জম্বূদ্বীপের বর্ণনা

মহারাজ প্রিয়ব্রত এবং তাঁর বংশধরদের চরিত্র বর্ণনা করার সময়, শুকদেব গোস্বামী মেরু পর্বত এবং ভূমণ্ডলের বর্ণনাও করেছেন। ভূমণ্ডল একটি পদ্মের মতো এবং তার সাতটি দ্বীপ যেন সেই পদ্মের কোষ। জম্বূদ্বীপ সেই কোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। জম্বূদ্বীপের মধ্যস্থলে রয়েছে সুবর্ণময় সুমেরু পর্বত। তার উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন, তার মধ্যে ১৬,০০০ যোজন মাটির নিচে রয়েছে। তার বিস্তার উপরিভাগে ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশে ১৬,০০০ যোজন। এক যোজন প্রায় আট মাইল। শৈলরাজ সুমেরু পৃথিবীর অবলম্বন।

ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে রয়েছে হিমবান, হেমকূট এবং নিষধ নামক পর্বত, এবং উত্তর দিকে রয়েছে নীল, শ্বেত এবং শৃঙ্গ নামক পর্বত। তেমনই, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে রয়েছে যথাক্রমে মাল্যবান এবং গন্ধমাদন নামক দুটি বিশাল পর্বত। সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে রয়েছে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামক চারটি পর্বত। তাদের প্রত্যেকের বিস্তার ১০,০০০ যোজন এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন। এই চারটি পর্বতে ১,১০০ যোজন উঁচু একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ, একটি কদম্ব গাছ এবং একটি বট গাছ রয়েছে। সেখানে দুধ, মধু, ইক্ষুরস এবং শুদ্ধ জলপূর্ণ চারটি হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদগুলি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে। সেখানে নন্দন, চিত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি উদ্যান রয়েছে। সুপার্শ্ব পর্বতের পাশে যে কদম্ব বৃক্ষটি রয়েছে, তার কোটর থেকে মধুধারা নিঃসৃত হচ্ছে, এবং কুমুদ পর্বতে শতবল্‌শ নামে যে বটবৃক্ষটি রয়েছে, তার মূল থেকে দধি, দুগ্ধ আদি অভিলষিত দ্রব্য উৎপাদনকারী কতকগুলি নদী প্রবাহিত হয়েছে। সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে পদ্মের কেশরের মতো কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট প্রভৃতি কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সুমেরুর পূর্বদিকে রয়েছে জঠর ও দেবকূট নামক দুটি পর্বত, পশ্চিম দিকে রয়েছে পবন ও পারিযাত্র নামক পর্বত, দক্ষিণ দিকে কৈলাস ও করবীর নামক পর্বত, এবং উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর নামক পর্বত। এই আটটি পর্বত ১৮,০০০ যোজন দীর্ঘ, ২,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং ২,০০০ যোজন উন্নত। এই সুমেরু পর্বতের উপরিভাগে রয়েছে ব্রহ্মার আবাসস্থল ব্রহ্মপুরী।

তার চারদিক ১০,০০০ যোজন দীর্ঘ। ব্রহ্মপুরীর চারদিকে রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্য সাতজন দেবতাদের নগরী। তাদের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

উক্তস্ত্বয়া ভূমণ্ডলায়ামবিশেষো যাবদাদিত্যস্তপতি যত্র চাসৌ জ্যোতিষাং গণৈশ্চন্দ্রমা বা সহ দৃশ্যতে ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **উক্তঃ**—পূর্বেই বলা হয়েছে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভূ-মণ্ডল**—ভূমণ্ডল; **আয়াম-বিশেষঃ**—বিশেষ দৈর্ঘ্য এবং পরিধি; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **আদিত্যঃ**—সূর্য; **তপতি**—তাপ প্রদান করে; **যত্র**—যেখানে; **চ**—ও; **অসৌ**—তা; **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্ক; **গণৈঃ**—মণ্ডলীর; **চন্দ্রমা**—চন্দ্র; **বা**—অথবা; **সহ**—সঙ্গে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে যতদূর পর্যন্ত সূর্যদেব তাপ ও আলোক প্রদান করে এবং চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্যের কিরণ যতদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্যের কিরণ ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে আসছে। আমরা যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের তথ্য অনুসারে গণনা করি, তাহলে ভূমণ্ডলের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা জপ করি *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ*। *ভূঃ* শব্দটি ভূমণ্ডলকে ইঙ্গিত করে। তৎ *সবিতুর্বরেণ্যম্*—সূর্যকিরণ সমগ্র ভূমণ্ডল জুড়ে বিস্তৃত। তাই সূর্য বরেণ্য বা পূজনীয়। আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতে নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি সূর্য, কিন্তু তাদের এই ধারণাটি ভুল। *ভগবদ্গীতা* (১০/২১) থেকে আমরা জানতে পারি যে, নক্ষত্রগুলি হচ্ছে চন্দ্রের মতো (*নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী*)। নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের মতো সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে। গ্রহসমূহের স্থিতি সম্বন্ধে আধুনিক মানুষ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনার বহু পূর্বে আকাশ এবং বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক বেশি ছিল।

শুকদেব গোস্বামী বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ইঙ্গিত করে যে, শুকদেব গোস্বামী যখন পরীক্ষিৎ মহারাজকে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন, তার বহু পূর্বে সেই সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল। বৈদিক যুগের ঋষিদের কাছে বিভিন্ন গ্রহের স্থিতি অজ্ঞাত ছিল না।

শ্লোক ২

তত্রাপি প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতৈঃ সপ্তভিঃ সপ্ত সিন্ধব উপক্লৃপ্তা যত এতস্যাঃ সপ্তদ্বীপবিশেষবিকল্পস্ত্বয়া ভগবন্ খলু সূচিত এতদেবাখিলমহং মানতো লক্ষণতশ্চ সর্বং বিজিজ্ঞাসামি ॥ ২ ॥

তত্র অপি—সেই ভূমণ্ডলে; **প্রিয়ব্রত-রথ-চরণ-পরিখাতৈঃ**—সূর্যের পিছনে সুমেরু পর্বত পরিক্রমা করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথের চাকার দ্বারা যে পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল তার দ্বারা; **সপ্তভিঃ**—সাতটি; **সপ্ত**—সাত; **সিন্ধবঃ**—সমুদ্র; **উপ-ক্লৃপ্তাঃ**—সৃষ্টি হয়েছিল; **যতঃ**—যার ফলে; **এতস্যাঃ**—এই ভূমণ্ডলে; **সপ্ত-দ্বীপ**—সপ্ত দ্বীপের; **বিশেষ-বিকল্পঃ**—বিশেষ রচনা; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভগবন্**—হে মহাত্মা; **খলু**—বাস্তবিকপক্ষে; **সূচিতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **এতৎ**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অখিলম্**—সমস্ত বিষয়ে; **অহম্**—আমি; **মানতঃ**—পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে; **লক্ষণতঃ**—এবং লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে; **চ**—ও; **সর্বম্**—সবকিছু; **বিজিজ্ঞাসামি**—জানতে ইচ্ছা করি।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথচক্রে যে সাতটি পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দ্বারা সপ্ত সমুদ্র রচিত হয়েছে। এই সাতটি সমুদ্রের ফলে ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছে। আপনি সাধারণভাবে সেগুলির মাপ, নাম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এখন আমি বিস্তারিতভাবে সেই সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমার সেই বাসনা পূর্ণ করুন।

শ্লোক ৩

ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুং তদু হৈতদ্ গুরোঽর্হস্যনুবর্ণয়িতুমিতি ॥ ৩ ॥

ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ-ময়ে**—ত্রিগুণময়ী বাহ্যরূপে; **স্থূল-রূপে**—স্থূল রূপ; **আবেশিতম্**—প্রবিষ্ট; **মনঃ**—মন; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অগুণে**—চিন্ময়; **অপি**—যদিও; **সূক্ষ্মতমে**—অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে; **আত্ম-জ্যোতিষি**—যিনি ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা জ্যোতির্ময়; **পরে**—পরম; **ব্রহ্মণি**—চিন্ময় সত্তা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেব-আখ্যে**—বাসুদেব নামক; **ক্ষমম্**—উপযুক্ত; **আবেশিতুম্**—নিবিষ্ট হতে; **তৎ**—তা; **উ হ**—প্রকৃতপক্ষে; **এতৎ**—এই; **গুরো**—হে গুরুদেব; **অর্হসি অনুবর্ণয়িতুম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মন যখন ভগবানের গুণময় স্থূল স্বরূপে, অর্থাৎ বিরাট রূপে নিবিষ্ট হয়, তখন তা বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থিতি প্রাপ্ত হয়। সেই চিন্ময় স্থিতিতে ভগবান বাসুদেবকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যিনি তাঁর সূক্ষ্ম স্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ এবং গুণাতীত। হে গুরুদেব, দয়া করে আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন কিভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সেই রূপ দর্শন করা যায়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পূর্বেই উপদেশ দিয়েছেন ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করার, এবং তাই তাঁর গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি নিরন্তর সেই রূপের কথাই মনন করেছিলেন। ভগবানের বিরাট রূপ অবশ্যই জড়, কিন্তু যেহেতু সবকিছুই ভগবানের শক্তির বিস্তার, তাই চরমে কোন কিছুই জড় নয়। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের মন চিন্ময় চেতনায় আপ্লুত ছিল। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

সবকিছুই, এমনকি জড় বস্তুও ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। অতএব সবকিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটির অনুবাদ করে বলেছেন—

হরিসেবায় যাহা হয় অনুকূল ।
বিষয় বলিয়া তাহার ত্যাগে হয় ভুল ॥

এমনকি ইন্দ্রিয়গুলিও পবিত্র হলে চিন্ময় হয়ে ওঠে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন ভগবানের বিরাট রূপের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর মন অবশ্যই চিন্ময় স্তরে

অবস্থিত ছিল। তাই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার ইচ্ছা না থাকলেও তিনি ভগবানের সম্পর্কে সেই বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, এবং তাই এই প্রকার ভৌগোলিক জ্ঞান জড়-জাগতিক ছিল না, তা ছিল চিন্ময়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র (১/৫/২০) নারদ মুনি বলেছেন, *ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ*—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপাতদৃষ্টিতে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা ভগবানেরই। তাই যদিও পরীক্ষিৎ মহারাজের এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় ভৌগোলিক জ্ঞানের কোন প্রয়োজন ছিল না, তবুও সেই জ্ঞান ছিল চিন্ময় এবং দিব্য, কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বকে ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ বলে চিন্তা করছিলেন।

আমাদের প্রচারকার্যেও আমাদের কত বিষয়-সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা, কত বই আনা হল ও কত বই বিক্রি হল, ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত বিষয় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তা কখনও জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। এই প্রকার ব্যবস্থাপনায় মগ্ন হওয়া কৃষ্ণভাবনা থেকে ভিন্ন নয়। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করে এবং প্রতিদিন ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, তাহলে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য জড় জগতের সঙ্গে তার যে লেনদেন, তা কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে কোন মতেই ভিন্ন নয়।

শ্লোক ৪

ঋষিরুবাচ

ন বৈ মহারাজ ভগবতো মায়াগুণবিভূতেঃ কাষ্ঠাং মনসা বচসা বাধিগন্তুমলং বিবুধায়ুষাপি পুরুষস্তস্মাৎ প্রাধান্যেনৈব ভূগোলকবিশেষং নামরূপমানলক্ষণতো ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪ ॥

ঋষিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মহারাজ**—হে মহা রাজন্; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মায়া-গুণ-বিভূতেঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের রূপান্তর; **কাষ্ঠাম্**—অন্ত; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বচসা**—বাণীর দ্বারা; **বা**—অথবা; **অধিগন্তুম্**—পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; **অলম্**—সক্ষম; **বিবুধা-আয়ুষা**—ব্রহ্মার মতো আয়ু সমন্বিত; **অপি**—ও; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **তস্মাৎ**—অতএব; **প্রাধান্যেন**—প্রধান স্থানগুলির সাধারণ বর্ণনার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভূ-গোলক-বিশেষম্**—ভূলোকের বিশেষ বর্ণনা; **নাম-রূপ**—নাম এবং রূপ; **মান**—মাপ; **লক্ষণতঃ**—লক্ষণ অনুসারে; **ব্যাখ্যাস্যামঃ**—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভগবানের মায়াশক্তির বিস্তারের অন্ত নেই। এই জড় জগৎ প্রকৃতির গুণের (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) রূপান্তর, তবু ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এই জড় জগতে কেউই পূর্ণ নয়, এবং অপূর্ণ ব্যক্তি সতত চিন্তা করার পরেও এই ব্রহ্মাণ্ডের যথাযথ বর্ণনা করতে পারে না। হে রাজন, তা সত্ত্বেও আমি কেবল ভূলোক আদি প্রধান প্রধান স্থানগুলির নাম, রূপ, পরিমাপ এবং লক্ষণ-সমূহের উল্লেখ করে সেগুলির বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র, কিন্তু তা অসীম এবং ব্রহ্মার মতো কোটি কোটি বর্ষের দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষেই তা জানা অথবা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতির্বিদেরা ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি এবং অন্তরীক্ষের বিশালতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, এবং তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ময় নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি সূর্য। *ভগবদ্গীতা* থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারি যে, এই সমস্ত নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের মতো সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত করে। তাদের নিজেদের আলো নেই। অন্তরীক্ষে যতদূর পর্যন্ত সূর্যের তাপ এবং আলোক বিস্তৃত হয়, ততদূর পর্যন্ত ভূলোকের বিস্তৃতি। তাই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যতদূর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই এবং যতদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল তারকারাজি পরিবৃত, ততদূর পর্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্বীকার করেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরম্পরা সূত্রে যতখানি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা তিনি রাজাকে প্রদান করতে চেয়েছেন। অতএব তা থেকে আমরা স্থির করতে পারি যে, ভগবানের জড় সৃষ্টির বিস্তার যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে চিন্ময় জগতের বিশালতা নির্ণয় করা অবশ্যই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্ ।
আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ॥

পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের বিস্তারের সীমা অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি তিনি যদি ব্রহ্মার মতো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তাহলেও তাঁর পক্ষে

তা সম্ভব নয়। সুতরাং তুচ্ছ বৈজ্ঞানিকদের কি কথা, যাদের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রগুলি সবই অপূর্ণ, এবং যারা এই একটি ব্রহ্মাণ্ডেরও তথ্য প্রদান করতে পারে না। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনের শ্রীমুখ থেকে যে বৈদিক তথ্য আমরা লাভ করেছি, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্লোক ৫

যো বায়ং দ্বীপঃ কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তরকোশো নিযুতযোজনবিশালঃ সমবর্তুলো যথা পুষ্করপত্রম্ ॥ ৫ ॥

যঃ—যা; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **দ্বীপঃ**—দ্বীপ; **কুবলয়**—ভূলোক; **কমল-কোশ**—পদ্ম ফুলের কোষের; **অভ্যন্তর**—ভিতরে; **কোশঃ**—কোষ; **নিযুত-যোজন-বিশালঃ**—দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল) বিস্তৃত; **সমবর্তুলঃ**—সমানরূপে গোলাকার, অথবা সমান দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমন্বিত; **যথা**—সদৃশ; **পুষ্কর-পত্রম্**—পদ্মপাতা।

অনুবাদ

ভূমণ্ডল একটি পদ্ম ফুলের মতো, এবং সপ্ত দ্বীপ সেই ফুলের কোষ। সেই কোষের মধ্যবর্তী জম্বূদ্বীপের বিস্তার দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল)। জম্বূদ্বীপ পদ্মপাতার মতো গোলাকার।

শ্লোক ৬

যস্মিন্নব বর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্যষ্টভির্মর্যাদাগিরিভিঃ সুবিভক্তানি ভবন্তি ॥ ৬ ॥

যস্মিন্—সেই জম্বূদ্বীপে; **নব**—নয়; **বর্ষাণি**—ভূখণ্ড বা বর্ষ; **নব-যোজন-সহস্র**—৯,০০০ যোজন বা ৭২,০০০ মাইল দীর্ঘ; **আয়ামানি**—পরিমিত; **অষ্টভিঃ**—আটটি; **মর্যাদা**—সীমানা নির্দেশক; **গিরিভিঃ**—পর্বতের দ্বারা; **সুবিভক্তানি**—সুন্দরভাবে বিভক্ত; **ভবন্তি**—হয়েছে।

অনুবাদ

এই জম্বূদ্বীপে নয়টি বর্ষ রয়েছে। এক-একটি বর্ষের দৈর্ঘ্য ৯,০০০ যোজন (৭২,০০০ মাইল)। আটটি সীমানা নির্দেশক পর্বত দ্বারা ঐ নয়টি বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বায়ু পুরাণের* যেখানে হিমালয় আদি বিভিন্ন পর্বতের বর্ণনা করা হয়েছে, সেইখান থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন।

ধনুর্বৎ সংস্থিতে জ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে। দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরস্রমিলাবৃতম্ ইতি দক্ষিণোত্তরে ভারতোত্তরকুরুবর্ষে চত্বারি কিংপুরুষ-হরিবর্ষ-রম্যক-হিরণ্ময়ানি বর্ষাণি নীলনিষধয়োস্তিরশ্চিনীভূয় সমুদ্রপ্রবিষ্টয়োঃ সংলগ্নত্বমঙ্গীকৃত্য ভদ্রাশ্বকেতুমালয়োরপি ধনুরাকৃতিত্বম্। অতস্তয়োর্দৈর্ঘ্যত এব মধ্যে সঙ্কুচিতত্বেন নবসহস্রায়ামত্বম্। ইলাবৃতস্য তু মেরোঃ সকাশাৎ চতুর্দিক্ষু নবসহস্রায়ামত্বং সংভবেৎ বস্তুতস্ত্বিলাবৃতভদ্রাশ্বকেতুমালানাং চতুস্ত্রিংশৎসহস্রায়ামত্বং জ্ঞেয়ম্।

শ্লোক ৭

এষাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য নাভ্যামবস্থিতঃ সর্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য মূর্ধনি দ্বাত্রিংশৎ সহস্রযোজনবিততো মূলে ষোড়শসহস্রং তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

এষাম্—জম্বুদ্বীপের এই সমস্ত বিভাগ; **মধ্যে**—মধ্যে; **ইলাবৃতম্ নাম**—ইলাবৃত নামক বর্ষ; **অভ্যন্তর-বর্ষম্**—আভ্যন্তরীণ খণ্ড; **যস্য**—যার; **নাভ্যাম্**—নাভিতে; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **সর্বতঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **সৌবর্ণঃ**—স্বর্ণ নির্মিত; **কুল-গিরি-রাজঃ**—সমস্ত প্রসিদ্ধ পর্বতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **মেরুঃ**—মেরু পর্বত; **দ্বীপ-আয়াম-সমুন্নাহঃ**—যার উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান; **কর্ণিকাভূতঃ**—আবরণরূপে বিরাজমান; **কুবলয়**—এই গ্রহলোকের; **কমলস্য**—পদ্ম ফুলের মতো; **মূর্ধনি**—শীর্ষে; **দ্বাত্রিংশৎ**—বত্রিশ; **সহস্র**—হাজার; **যোজন**—যোজন (আট মাইল); **বিততঃ**—বিস্তৃত; **মূলে**—মূলভাগে; **ষোড়শ-সহস্রম্**—ষোল হাজার যোজন; **তাবৎ**—ততখানি; **আন্তঃ-ভূম্যাম্**—পৃথিবীর অভ্যন্তরে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছে।

অনুবাদ

এই বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষটি সেই পদ্মকোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে রয়েছে সুবর্ণময় সুমেরু পর্বত। এই সুমেরু পর্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চতা জম্বূদ্বীপের বিস্তারের সমান,

অর্থাৎ ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল)। তার ১৬,০০০ যোজন (১,২৮,০০০ মাইল) পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে, এবং তাই পৃথিবীর উপরে এই পর্বতের উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন (৬,৭২,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের শিখরের বিস্তার ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশ ১৬,০০০ যোজন।

শ্লোক ৮

উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং বর্ষাণাং মর্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়ো দ্বিসহস্রপৃথব একৈকশঃ পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাদুত্তর উত্তরো দশাংশাধিকাংশেন দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তি ॥ ৮ ॥

উত্তর-উত্তরেণ ইলাবৃতম্—ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে; **নীলঃ**—নীল; **শ্বেতঃ**—শ্বেত; **শৃঙ্গবান্**—শৃঙ্গবান্; **ইতি**—এই প্রকার; **ত্রয়ঃ**—তিনটি পর্বত; **রম্যক**—রম্যক; **হিরণ্ময়**—হিরণ্ময়; **কুরূণাম্**—কুরু; **বর্ষাণাম্**—বর্ষের; **মর্যাদা-গিরয়ঃ**—সীমানা নির্ধারক পর্বত; **প্রাক্-আয়তাঃ**—পূর্ব দিকে বিস্তৃত; **উভয়তঃ**—পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকে; **ক্ষারোদ**—লবণ সমুদ্র; **অবধয়ঃ**—অবধি বিস্তৃত; **দ্বিসহস্র-পৃথবঃ**—যা দুই সহস্র যোজন ব্যাপী বিস্তৃত; **এক-একশঃ**—একের পর এক; **পূর্বস্মাৎ**—আগেরটি থেকে; **পূর্বস্মাৎ**—আগেরটি থেকে; **উত্তরঃ**—আরও উত্তরে; **উত্তরঃ**—আরও উত্তরে; **দশ-অংশ-অধিক-অংশেন**—এক-দশাংশ অধিক; **দৈর্ঘ্যঃ**—দীর্ঘ; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **হ্রসন্তি**—ন্যূন হয়।

অনুবাদ

ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান—এই তিনটি পর্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষকে বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) প্রস্থ। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই তারা লবণ সমুদ্রের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব পূর্ব পর্বতগুলি থেকে পর পর পর্বতগুলির দৈর্ঘ্য এক-দশাংশ কম, কিন্তু উচ্চতায় তারা সকলেই সমান।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

যথা ভাগবতে তূক্তং ভৌবনং কোশলক্ষণম্ ।
তস্যাবিরোধতো যোজ্যামন্যগ্রন্থান্তরে স্থিতম্ ॥
মণ্ডোদে পূরণং চৈব ব্যত্যাসং ক্ষীরসাগরে ।
রাহুসোমরবীণাং চ মণ্ডলাদ্ দ্বিগুণোক্তিতাম্ ।
বিনৈব সর্বমুন্নেয়ং যোজনাভেদতোঽত্র তু ॥

এই শ্লোকগুলি থেকে মনে হয় যে, চন্দ্র এবং সূর্য ছাড়া অন্য একটি অদৃশ্য গ্রহও রয়েছে, যাকে বলা হয় রাহু। রাহুর প্রভাবে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ হয়। আমরা মনে করি যে, আধুনিক অন্তরীক্ষ অভিযানে যে চাঁদে যাওয়ার প্রয়াস হচ্ছে, তারা চাঁদে না গিয়ে ভুল করে রাহুতে যাচ্ছে।

শ্লোক ৯

এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয় ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়োঽযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষকিম্পুরুষভারতানাং যথাসংখ্যম্ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ; **নিষধঃ হেম-কূটঃ হিমালয়ঃ**—নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত; **ইতি**—এইভাবে; **প্রাগায়তাঃ**—পূর্বদিকে বিস্তৃত; **যথা**—ঠিক যেমন; **নীল-আদয়ঃ**—নীল আদি পর্বত; **অযুত-যোজন-উৎসেধাঃ**—দশ হাজার যোজন উচ্চ; **হরি-বর্ষ**—হরিবর্ষ; **কিম্পুরুষ**—কিম্পুরুষবর্ষ; **ভারতানাম্**—ভারতবর্ষ; **যথা-সংখ্যম্**—সংখ্যা অনুসারে।

অনুবাদ

তেমনই, ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত রয়েছে। তাদের প্রতিটি ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল) উন্নত। সেই পর্বত তিনটি যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা নিরূপণ করছে।

শ্লোক ১০

তথৈবেলাবৃতমপরেণ পূর্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনাবানীলনিষধায়তৌ দ্বিসহস্রং পপ্রথতুঃ কেতুমালভদ্রাশ্বয়োঃ সীমানং বিদধাতে ॥ ১০ ॥

তথা এব—ঠিক সেই রকম; **ইলাবৃতম্ অপরেণ**—ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম দিকে; **পূর্বেণ চ**—এবং পূর্ব দিকে; **মাল্যবদ্-গন্ধ-মাদনৌ**—মাল্যবান পশ্চিম দিকে এবং গন্ধমাদন পর্বত পূর্বদিকে সীমা নির্ধারণ করছে; **আ-নীল-নিষধ-আয়তৌ**—উত্তর দিকে নীল নামক পর্বত পর্যন্ত এবং দক্ষিণ দিকে নিষধ নামক পর্বত পর্যন্ত; **দ্বি-সহস্রম্**—দুই হাজার যোজন; **পপ্রথতুঃ**—তাদের বিস্তার; **কেতুমাল-ভদ্রাশ্বয়োঃ**—কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের; **সীমানম্**—সীমা; **বিদধাতে**—স্থাপন করে।

অনুবাদ

ঠিক সেইভাবে ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিমে এবং পূর্বে মাল্যবান ও গন্ধমাদন নামক যথাক্রমে দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) উঁচু এবং তা উত্তরে নীল পর্বত এবং দক্ষিণে নিষধ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা নির্দেশ করে।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতেও কত পর্বত রয়েছে যাদের ঠিক ঠিক ভাবে মাপা হয়নি। বিমানে মেক্সিকো থেকে কারাকাস্ যাওয়ার সময় তার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আমরা বহু পর্বত দেখেছি যাদের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যথাযথভাবে মাপা হয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ আছে। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল পার্বত্য অঞ্চলের পরিমাপ আমাদের হিসাবের দ্বারা নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছেন যে, ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা গণনা করা অসম্ভব। আমাদের কর্তব্য কেবল শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ মহাজনদের কথাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ যে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা অনুধাবন করা। এখানে যে মাপ দেওয়া হয়েছে, যথা ১০,০০০ যোজন অথবা ১,০০,০০০ যোজন, তা সঠিক বলে বিবেচনা করা উচিত কারণ শুকদেব গোস্বামী সেই তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। আমাদের পরীক্ষামূলক জ্ঞান *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণীর সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না, আবার মিথ্যা বলেও তা প্রমাণ করতে পারে না। আমাদের কর্তব্য কেবল বিশ্বাস সহকারে মহাজনদের উক্তি শ্রবণ করা। আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবানের শক্তি অসীম, তাহলেই আমাদের মঙ্গল হবে।

শ্লোক ১১

মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বঃ কুমুদ ইত্যযুতযোজনবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দিশমবষ্টম্ভগিরয় উপক্লৃপ্তাঃ ॥ ১১ ॥

মন্দরঃ—মন্দর পর্বত; **মেরু-মন্দরঃ**—মেরুমন্দর নামক পর্বত; **সুপার্শ্বঃ**—সুপার্শ্ব নামক পর্বত; **কুমুদঃ**—কুমুদ নামক পর্বত; **ইতি**—এই প্রকার; **অযুত-যোজন-বিস্তার-উন্নাহাঃ**—যার উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন; **মেরোঃ**—সুমেরুর; **চতুর্দিশম্**—চারদিকে; **অবষ্টম্ভ-গিরয়ঃ**—মেখলার মতো সুমেরু পর্বতকে ঘিরে রয়েছে; **উপক্লৃপ্তাঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের চারদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ এই চারটি পর্বত মেখলার মতো বিন্যস্ত রয়েছে। এই পর্বতগুলির উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)।

শ্লোক ১২

চতুর্ষ্বেতেষু চূতজম্বুকদম্বন্যগ্রোধাশ্চত্বারঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্বতকেতব ইবাধিসহস্রযোজনোন্নাহাস্তাবদ্ বিটপবিততয়ঃ শতযোজনপরিণাহাঃ ॥১২॥

চতুর্ষু—চারটি; **এতেষু**—মন্দর আদি এই পর্বতগুলির উপরে; **চূত-জম্বু-কদম্ব**—আম, জাম, এবং কদম্ব; **ন্যগ্রোধাঃ**—এবং বটবৃক্ষ; **চত্বারঃ**—চার প্রকার; **পাদপ-প্রবরাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ বৃক্ষ; **পর্বত-কেতবঃ**—পর্বতের উপরস্থ ধ্বজার; **ইব**—মতো; **অধি**—উপরে; **সহস্র-যোজন-উন্নাহাঃ**—এক হাজার যোজন উঁচু; **তাবৎ**—ততখানি; **বিটপ-বিততয়ঃ**—শাখার দৈর্ঘ্য; **শত-যোজন**—এক শত যোজন; **পরিণাহাঃ**—প্রস্থ।

অনুবাদ

সেই চারটি পর্বতের শিখরে ধ্বজার মতো একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ, একটি কদম্ব গাছ এবং একটি বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষগুলির বিস্তার ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) এবং উচ্চতা ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল)। তাদের শাখাগুলিও ১,১০০ যোজন বিস্তৃত।

শ্লোক ১৩-১৪

হ্রদাশ্চত্বারঃ পয়োমধ্বিক্ষুরসমৃষ্টজলা যদুপস্পর্শিন উপদেবগণা যোগৈশ্বর্যাণি স্বাভাবিকানি ভরতর্ষভ ধারয়ন্তি ॥ ১৩ ॥ দেবোদ্যানানি চ ভবন্তি চত্বারি নন্দনং চৈত্ররথং বৈভ্রাজকং সর্বতোভদ্রমিতি ॥ ১৪ ॥

হ্রদাঃ—হ্রদ; **চত্বারঃ**—চারটি; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **মধু**—মধু; **ইক্ষু-রস**—ইক্ষুরস; **মৃষ্ট-জলাঃ**—বিশুদ্ধ জলপূর্ণ; **যৎ**—যার; **উপস্পর্শিনঃ**—যাঁরা পানীয় সেবন করেন; **উপদেবগণাঃ**—দেবতাগণ; **যোগ-ঐশ্বর্যাণি**—সর্বপ্রকার যোগসিদ্ধি; **স্বাভাবিকানি**—অনায়াসে; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **ধারয়ন্তি**—ধারণ করেন; **দেব-উদ্যানানি**—দিব্য উদ্যান; **চ**—ও; **ভবন্তি**—রয়েছে; **চত্বারি**—চার; **নন্দনম্**—নন্দন নামক উদ্যানে; **চৈত্র-রথম্**—চৈত্ররথ উদ্যান; **বৈভ্রাজকম্**—বৈভ্রাজক উদ্যান; **সর্বতঃ-ভদ্রম্**—সর্বতোভদ্র নামক উদ্যান; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই চারটি পর্বতের মধ্যে চারটি বিশাল হ্রদ রয়েছে। প্রথমটির জলের স্বাদ ঠিক দুধের মতো; দ্বিতীয়টির স্বাদ ঠিক মধুর মতো, এবং তৃতীয়টির স্বাদ ঠিক ইক্ষুরসের মতো। চতুর্থ হ্রদটি বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি উপদেবতারা এই চারটি হ্রদের সুবিধা উপভোগ করেন। তার ফলে তাঁরা অণিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি অনায়াসে লাভ করেছেন। সেখানে নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি দিব্য উদ্যানও রয়েছে।

শ্লোক ১৫

যেষ্বমরপরিবৃঢ়াঃ সহ সুরললনাললামযূথপতয় উপদেবগণৈরুপগীয়মান-মহিমানঃ কিল বিহরন্তি ॥ ১৫ ॥

যেষু—যাতে; **অমর-পরিবৃঢ়াঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারা; **সহ**—সঙ্গে; **সুর-ললনা**—দেবতাদের এবং উপদেবতাগণের পত্নীদের; **ললাম**—স্ত্রীরত্নগণ; **যূথ-পতয়ঃ**—পতিগণ; **উপদেব-গণৈঃ**—উপদেবতাদের (গন্ধর্বদের) দ্বারা; **উপগীয়মান**—গান করেন; **মহিমানঃ**—যাঁদের মহিমা; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে; **বিহরন্তি**—বিহার করেন।

অনুবাদ

সেই উদ্যানে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ স্ত্রীরত্নসদৃশ তাঁদের সুন্দরী পত্নীদের নিয়ে আনন্দে বিহার করেন। তখন গন্ধর্ব নামক উপদেবতারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন।

শ্লোক ১৬

মন্দরোৎসঙ্গ একাদশশতযোজনোত্তুঙ্গদেবচূতশিরসো গিরিশিখরস্থূলানি ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি ॥ ১৬ ॥

মন্দর-উৎসঙ্গে—মন্দর পর্বতের পাদদেশে; **একাদশ-শত-যোজন-উত্তুঙ্গ**—একাদশ শত যোজন উচ্চ; **দেবচূত-শিরসঃ**—দেবচূত নামক আম্রবৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে; **গিরি-শিখর-স্থূলানি**—পর্বতশৃঙ্গের মতো স্থূল; **ফলানি**—ফল; **অমৃত-কল্পানি**—অমৃতের মতো মধুর; **পতন্তি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

মন্দর পর্বতের পাদদেশে দেবচূত নামক একটি আম্রবৃক্ষ রয়েছে। তার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। পর্বতের শৃঙ্গের মতো স্থূল এবং অমৃতের মতো মধুর ফলগুলি সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে দেবতাদের উপভোগের জন্য পতিত হয়।

তাৎপর্য

বায়ু পুরাণেও মহান ঋষিগণ এই বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন—

অরত্নীনাং শতান্যষ্টাবেকষষ্ট্যধিকানি চ।
ফলপ্রমাণমাখ্যাতম্ ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

শ্লোক ১৭

তেষাং বিশীর্যমাণানামতিমধুরসুরভিসুগন্ধি বহুলারুণরসোদেনারুণোদা নাম নদী মন্দরগিরিশিখরান্নিপতন্তী পূর্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তি ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—সেই সমস্ত আম্রফলের; **বিশীর্যমাণানাম্**—উচ্চস্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে ফেটে যায়; **অতি-মধুর**—অত্যন্ত মধুর; **সুরভি**—সুরভিত; **সুগন্ধি**—সুগন্ধযুক্ত; **বহুল**—প্রচুর পরিমাণে; **অরুণরস-উদেন**—অরুণবর্ণ রসের দ্বারা; **অরুণোদা**—অরুণোদা; **নাম**—নামক; **নদী**—নদী; **মন্দর-গিরি-শিখরাৎ**—মন্দর পর্বতের শিখর

থেকে; **নিপতন্তী**—পতিত হয়ে; **পূর্বেণ**—পূর্ব দিকে; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত; **উপপ্লাবয়তি**—প্রবাহিত হচ্ছে।

অনুবাদ

অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত ফলগুলি ফেটে যায়। তখন তাদের ভিতর থেকে অতি মধুর সৌরভযুক্ত অরুণবর্ণ রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় এবং অন্য বস্তুর সুগন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকতর সুরভিত হয়ে ওঠে। সেই রস জলের মতো প্রবাহিত হয়ে অরুণোদা নামে এক নদী হয়েছে। সেই নদী পূর্বদিকে ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৮

যদুপজোষণাদ্ভবান্যা অনুচরীণাং পুণ্যজনবধূনামবয়বস্পর্শসুগন্ধবাতো দশযোজনং সমন্তাদনুবাসয়তি ॥ ১৮ ॥

যৎ—যার; **উপজোষণাৎ**—সুগন্ধিত জল ব্যবহার করার ফলে; **ভবান্যাঃ**—শিবের পত্নী ভবানীর; **অনুচরীণাম্**—অনুচরীদের; **পুণ্য-জন-বধূনাম্**—যাঁরা অত্যন্ত পুণ্যবান যক্ষদের পত্নী; **অবয়ব**—শরীরের অঙ্গের; **স্পর্শ**—স্পর্শের ফলে; **সুগন্ধ-বাতঃ**—সুরভিত বায়ু; **দশ-যোজনম্**—দশ যোজন পর্যন্ত (প্রায় আশি মাইল); **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **অনুবাসয়তি**—সুবাসিত করে।

অনুবাদ

শিবপত্নী ভবানীর অনুচরী যক্ষদের পুণ্যবতী পত্নীদের দেহ সেই অরুণোদা নদীর জল পান করার ফলে সুরভিত হয়ে ওঠে, এবং বায়ু সেই সৌরভ বহন করার ফলে, দশ যোজন পর্যন্ত চতুর্দিক সুরভিত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৯

এবং জম্বুফলানামত্যুচ্চনিপাতবিশীর্ণানামনস্থিপ্রায়াণামিভকায়নিভানাং রসেন জম্বু নাম নদী মেরুমন্দরশিখরাদযুতযোজনাদবনিতলে নিপতন্তী দক্ষিণেনাত্মানং যাবদিলাবৃতমুপস্যন্দয়তি ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **জম্বু-ফলানাম্**—জম্বু ফলের; **অতি-উচ্চ-নিপাত**—অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে; **বিশীর্ণানাম্**—বিদীর্ণ হয়; **অনস্থি-প্রায়াণাম্**—অতি ক্ষুদ্র

বীজ সমন্বিত; **ইভ-কায়-নিভানাম্**—হস্তী শরীরের মতো বিশাল; **রসেন**—রসের দ্বারা; **জম্বূ নাম নদী**—জম্বূ নামক নদী; **মেরু-মন্দর-শিখরাৎ**—মেরুমন্দরের শিখর থেকে; **অযুত-যোজনাৎ**—দশ হাজার যোজন উচ্চ; **অবনিতলে**—ভূতলে; **নিপতন্তী**—পতিত হয়; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **আত্মানম্**—নিজের; **যাবৎ**—পূর্ণ; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ; **উপস্যন্দয়তি**—প্রবাহিত হয়।

অনুবাদ

তেমনই, জম্বূ বৃক্ষের হস্তী-শরীরের মতো বিশাল রসপূর্ণ এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলগুলি অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে বিদীর্ণ হয়। তাদের রসে জম্বূ নদী নামক একটি নদী উৎপন্ন হয়েছে। জম্বূ নদী মেরু পর্বতের দশ যোজন উচ্চ শিখরদেশ থেকে অবনীতলে পতিত হয়ে, তার উৎপত্তি স্থান ইলাবৃতের দক্ষিণাংশে থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ-ব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে।

তাৎপর্য

হাতির শরীরের মতো বিশাল এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলে যে কি পরিমাণ রস থাকতে পারে, তা আমরা কেবল কল্পনা করতেই পারি। জম্বূ ফলের এই রস স্বাভাবিকভাবেই নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষকে প্লাবিত করে। সেই রস থেকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং সেই কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২০-২১

তাবদুভয়োরপি রোধসোর্যা মৃত্তিকা তদ্রসেনানুবিধ্যমানা বায়্বর্কসংযোগ-বিপাকেন সদামরলোকাভরণং জাম্বূনদং নাম সুবর্ণং ভবতি ॥ ২০ ॥
যদু হ বাব বিবুধাদয়ঃ সহ যুবতিভির্মুকুটকটককটিসূত্রাদ্যাভরণরূপেণ খলু ধারয়ন্তি ॥ ২১ ॥

তাবৎ—সম্পূর্ণরূপে; **উভয়োঃ অপি**—উভয়ের; **রোধসোঃ**—তটের; **যা**—যা; **মৃত্তিকা**—মাটি; **তৎ-রসেন**—নদীরূপে প্রবাহিতা জম্বূ ফলের রস থেকে; **অনুবিধ্যমানা**—সম্পৃক্ত হয়ে; **বায়ু-অর্ক-সংযোগ-বিপাকেন**—বায়ু এবং সূর্যকিরণের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে; **সদা**—সর্বদা; **অমর-লোক-আভরণম্**—স্বর্গের দেবতাদের অলঙ্কারের জন্য যার ব্যবহার হয়; **জাম্বূ-নদম্ নাম**—জাম্বূনদ নামক;

সুবর্ণম্—স্বর্ণ; **ভবতি**—হয়; **যৎ**—যা; **উ হ বাব**—প্রকৃতপক্ষে; **বিবুধ-আদয়ঃ**—মহান দেবতাগণ; **সহ**—সঙ্গে; **যুবতিভিঃ**—তাঁদের চির যৌবনসম্পন্না পত্নীদের সঙ্গে ; **মুকুট**—মুকুট; **কটক**—বালা; **কটিসূত্র**—মেখলা; **আদি**—ইত্যাদি; **আভরণ**—সর্বপ্রকার অলঙ্কারের; **রূপেণ**—রূপে; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **ধারয়ন্তি**—ধারণ করেন।

অনুবাদ

জম্বু নদীর উভয় তীরবর্তী মৃত্তিকা সেই রসের দ্বারা আর্দ্র হয়ে, এবং বায়ু ও সূর্যকিরণের দ্বারা পরিপক্ক হয়ে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণে পরিণত হয়। স্বর্গের দেবতারা সেই স্বর্ণের দ্বারা বিবিধ প্রকার অলঙ্কার নির্মাণ করেন। তাই স্বর্গের দেবতারা এবং তাঁদের চির যৌবনসম্পন্না পত্নীরা স্বর্ণমুকুট, বলয়, মেখলা, আদি অলঙ্কারের দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত থাকেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কোন কোন গ্রহের নদীর তীরে স্বর্ণ উৎপাদন হয়। এই পৃথিবীর দরিদ্র অধিবাসীরা তাদের জ্ঞানের অভাবে, যারা একটুখানি সোনা বানাতে পারে তাদের ভগবান বলে মনে করে তাদের বশীভূত হয়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই জড় জগতের উচ্চতর লোকে জম্বুনদীর তটের মৃত্তিকা জম্বু ফলের রসে মিশ্রিত হয়ে সূর্যকিরণ এবং বায়ুর প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে স্বর্ণে পরিণত হয়। সেখানকার স্ত্রী এবং পুরুষেরা বিভিন্ন স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার ফলে, তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে স্বর্ণের এতই অভাব যে, এখানকার রাষ্ট্র-সরকারগুলি রাজকোষে স্বর্ণ সঞ্চিত রেখে কাগজের টাকা ছাপায়। যেহেতু এই মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক নয়, তাই সেই কাগজের কোন মূল্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষেরা তাদের প্রগতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বর্তমান সময়ে মেয়েরা স্বর্ণের পরিবর্তে প্লাস্টিকের তৈরি গহনা পরছে এবং প্লাস্টিকের বাসনপত্র ব্যবহার করছে, তবুও মানুষ তাদের জাগতিক সম্পদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তাই এই যুগের মানুষদের *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১০) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অত্যন্ত অসৎ এবং ভগবানের ঐশ্বর্য তারা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের *সুমন্দমতয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাদের বুদ্ধি এমনই বিকৃত যে, অল্প একটু সোনা তৈরি করতে পারে যে প্রবঞ্চক তাকে তারা ভগবান বলে মনে করে। যেহেতু তাদের কাছে একটুও সোনা নেই, তাই তারা অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত, এবং সেই জন্য তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

কখনও কখনও এই সমস্ত হতভাগ্য মানুষেরা সৌভাগ্য অর্জনের জন্য উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভে কোন রকম আগ্রহ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তেরা কখনও কখনও স্বর্ণের রঙকে বিষ্ঠার রঙের সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন স্বর্ণ অলঙ্কার এবং সুন্দরী রমণীদের প্রতি আকৃষ্ট না হতে। *ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীম্*—স্বর্ণ, সুন্দরী রমণী অথবা বহু অনুগামী লাভের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ভক্তের উচিত নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"হে ভগবান, দয়া করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি। এছাড়া আমি আর কিছু চাই না।" ভক্ত এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করতে পারেন। সেটিই তাঁর একমাত্র কামনা।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ভগবানের বিনীত ভক্ত কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, "দয়া করে আপনি আমাকে বিবিধ জড় ঐশ্বর্যপূর্ণ এই ভবসাগর থেকে উদ্ধার করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করুন।"

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন—

হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥

তেমনই, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, স্বর্ণমুকুট এবং অন্যান্য অলঙ্কারে ভূষিত দেবতাদের স্থিতি আকাশ-কুসুমের মতো অলীক (*ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে*)। ভগবদ্ভক্ত কখনও এই প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্লোক ২২

যস্তু মহাকদম্বঃ সুপার্শ্বনিরূঢ়ো যাস্তস্য কোটরেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ পঞ্চায়ামপরিণাহাঃ পঞ্চ মধুধারাঃ সুপার্শ্বশিখরাৎ পতন্ত্যোঽপরেণাত্মান-মিলাবৃতমনুমোদয়ন্তি ॥ ২২ ॥

যঃ—যা; **তু**—কিন্তু; **মহা-কদম্বঃ**—মহাকদম্ব নামক বৃক্ষ; **সুপার্শ্ব-নিরূঢ়ঃ**—যা সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান; **যাঃ**—যা; **তস্য**—তার; **কোটরেভ্যঃ**—কোটর থেকে; **বিনিঃসৃতাঃ**—প্রবাহিত; **পঞ্চ**—পাঁচটি; **আয়াম**—ব্যাম, প্রায় আট ফুট পরিমাণ; **পরিণাহাঃ**—যার মাপ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **মধু-ধারাঃ**—মধুর ধারা; **সুপার্শ্ব-শিখরাৎ**—সুপার্শ্ব পর্বতের শিখর থেকে; **পতন্ত্যঃ**—পতিত হয়ে; **অপরেণ**—সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে; **আত্মানম্**—সমগ্র; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ; **অনুমোদয়ন্তি**—সুরভিত করে।

অনুবাদ

সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ রয়েছে। সেই বৃক্ষের কোটর থেকে পাঁচটি মধুর ধারা নির্গত হয়েছে। সেগুলির প্রতিটির পরিমাণ পাঁচ ব্যাম। এই মধুর ধারা সুপার্শ্ব পর্বতের শিখর থেকে পতিত হয়ে, ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ করে ইলাবৃতবর্ষের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ মনোরম সৌরভে পূর্ণ হয়েছে।

তাৎপর্য

দুই হাত বিস্তার করলে তার মধ্যের পরিমাণকে বলা হয় ব্যাম। বৈদিক মানুষের আয়তন অনুসারে তার পরিমাণ প্রায় আট ফুট। এইভাবে উৎসমুখে প্রতিটি ধারার ব্যাস প্রায় চল্লিশ ফুট, অতএব মোট পাঁচটি ধারার আয়তন দুশো ফুট।

শ্লোক ২৩

যা হ্যপযুঞ্জানানাং মুখনির্বাসিতো বায়ুঃ সমন্তাচ্ছতযোজন-মনুবাসয়তি ॥ ২৩ ॥

যাঃ—যা (সেই মধুর ধারাগুলি); **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **উপযুঞ্জানানাম্**—যারা পান করে; **মুখ-নির্বাসিতঃ বায়ুঃ**—তাদের মুখনিঃসৃত বায়ুর; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিক; **শত-যোজনম্**—এক শত যোজন পর্যন্ত (আটশত মাইল); **অনুবাসয়তি**—সুরভিত করে।

অনুবাদ

যাঁরা সেই মধু পান করেন, বায়ু তাঁদের মুখনিঃসৃত সৌরভ বহন করে শত যোজন পর্যন্ত স্থানকে সুবাসিত করে।

শ্লোক ২৪

এবং কুমুদনিরূঢ়ো যঃ শতবল্‌শো নাম বটস্তস্য স্কন্ধেভ্যো নীচীনাঃ পয়োদধিমধুঘৃতগুড়ান্নাদ্যম্বরশয্যাসনাভরণাদয়ঃ সর্ব এব কামদুঘা নদাঃ কুমুদাগ্রাৎ পতন্তস্তমুত্তরেণেলাবৃতমুপযোজয়ন্তি ॥ ২৪ ॥

এবম্—এই প্রকার; **কুমুদ-নিরূঢ়ঃ**—কুমুদ পর্বতে; **যঃ**—যা; **শত-বল্‌শঃ নাম**—শতবল্‌শ নামক (শত শত স্কন্ধ থাকার ফলে এই নাম হয়েছে); **বটঃ**—বটবৃক্ষ; **তস্য**—তার; **স্কন্ধেভ্যঃ**—স্কন্ধ থেকে; **নীচীনাঃ**—নিম্নমুখে প্রবাহিত; **পয়ঃ**—দুধ; **দধি**—দই; **মধু**—মধু; **ঘৃত**—ঘি; **গুড়**—গুড়; **অন্ন**—অন্ন; **আদি**—ইত্যাদি; **অম্বর**—বসন; **শয্যা**—শয্যা; **আসন**—আসন; **আভরণ-আদয়ঃ**—অলঙ্কার আদি; **সর্বে**—সবকিছু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কামদুঘাঃ**—সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী; **নদাঃ**—বড় নদী; **কুমুদ-অগ্রাৎ**—কুমুদ পর্বতের শীর্ষ থেকে; **পতন্তঃ**—প্রবাহিত হয়ে; **তম্**—তা; **উত্তরেণ**—উত্তর দিকে; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষের; **উপযোজয়ন্তি**—সুখ প্রদান করে।

অনুবাদ

তেমনই, কুমুদ পর্বতে শতবল্‌শ নামক একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে। তার এক শত স্কন্ধ রয়েছে বলে তার এই নাম। সেই সমস্ত স্কন্ধ থেকে কতকগুলি নদ প্রবাহিত হয়েছে। এই সমস্ত নদগুলি কুমুদ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে পতিত হয়ে ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের উপকারের জন্য ইলাবৃতবর্ষের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদগুলি থেকে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। তাদের অভিলষিত সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার ফলে তারা সেখানে অত্যন্ত সুখী।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের উন্নতি আসুরিক সভ্যতার উপর নির্ভর করে না, যে সভ্যতা কেবল গগনচুম্বী অট্টালিকা আর রাজপথে ছোটাছুটি করার জন্য বড় বড় গাড়িই বানাতে পারে অথচ যার কোন সংস্কৃতি নেই এবং জ্ঞান নেই। প্রকৃতিজাত দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণ। যখন দুধ, দই, মধু, অন্ন, ঘি, গুড়, ধুতি, শাড়ি, শয্যা, আসন এবং অলঙ্কারের প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হয়, তখন সেই স্থানের অধিবাসীরা বাস্তবিকপক্ষে ঐশ্বর্যবান হন। যখন প্রচুর নদীর জল ভূমিকে প্লাবিত করে, তখন

এই সমস্ত বস্তুর উৎপাদন হয় এবং তখন আর কোন অভাব থাকে না। কিন্তু তা নির্ভর করে বেদোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"সমস্ত প্রাণী অন্নের উপর নির্ভর করে, অন্ন উৎপাদন হয় বৃষ্টি হওয়ার ফলে। বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, এবং যজ্ঞ হচ্ছে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান।" এই নির্দেশ *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪) দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় এই নির্দেশের অনুসরণ করে, তাহলে মানব-সমাজ সমৃদ্ধশালী হবে এবং মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হবে।

শ্লোক ২৫

যানুপজুষাণানাং ন কদাচিদপি প্রজানাং বলীপলিতক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্য-জরাময়মৃত্যুশীতোষ্ণবৈবর্ণ্যোপসর্গাদয়স্তাপবিশেষা ভবন্তি যাবজ্জীবং সুখং নিরতিশয়মেব ॥ ২৫ ॥

যান্—যা (উপরোক্ত নদী থেকে উৎপন্ন সমস্ত বস্তু); **উপজুষাণানাম্**—যারা পূর্ণরূপে উপভোগ করে; **ন**—না; **কদাচিৎ**—কখনও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **বলী**—বলীরেখা; **পলিত**—পাকা চুল; **ক্লম**—ক্লান্তি; **স্বেদ**—ঘাম; **দৌর্গন্ধ্য**—ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ; **জরা**—বার্ধক্য; **আময়**—রোগ; **মৃত্যু**—অকাল মৃত্যু; **শীত**—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা; **উষ্ণ**—প্রখর তাপ; **বৈবর্ণ্য**—বিবর্ণতা; **উপসর্গ**—ক্লেশ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **তাপ**—দুঃখের; **বিশেষাঃ**—বিবিধ প্রকার; **ভবন্তি**—হয়; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **জীবম্**—জীবন; **সুখম্**—সুখ; **নিরতিশয়ম্**—অসীম; **এব**—কেবল।

অনুবাদ

এই জড় জগতের যে সমস্ত অধিবাসী সেই নদী থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উপভোগ করেন, তাঁদের দেহে কখনও বলীরেখা দেখা যায় না এবং তাঁদের চুল পাকে না। তাঁরা কখনও ক্লান্তি অনুভব করেন না এবং গাত্রে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ হয় না। তাঁদের কখনও জরা, ব্যাধি অথবা অপমৃত্যু হয় না। তাঁরা কখনও শীত ও গ্রীষ্মের ক্লেশ অনুভব করেন না এবং তাঁদের গায়ের জ্যোতি কখনও নিষ্প্রভ হয় না। তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত সুখে জীবনযাপন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জড় জগতেও মানব-সমাজের পূর্ণতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, অলঙ্কার, শয্যা, আসন ইত্যাদি সরবরাহ করার মাধ্যমে এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার নিবৃত্তি সাধন সম্ভব। কৃষি উদ্যোগের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব, এবং দুধ, দই এবং ঘি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব গোরক্ষার মাধ্যমে। বন রক্ষা করার ফলে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতায় মানুষেরা দুধ, দই, ঘি উৎপাদনকারী গাভীদের হত্যা করতে ব্যস্ত। মধু সরবরাহকারী বৃক্ষগুলিকে তারা কেটে ফেলছে, এবং তারা কৃষিকার্যে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে নাট, বল্টু, গাড়ি, মদ ইত্যাদি তৈরি করার জন্য কারখানায় কাজ করছে। তাহলে মানুষ সুখী হবে কি করে? তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য। তাদের গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়ে বলী পড়ে এবং তারা ক্রমশ খর্ব হতে হতে বামনে পরিণত হবে। আর সব রকম নোংরা জিনিস খাওয়ার ফলে, তাদের দেহ থেকে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ বেরোয়। এইটিই হচ্ছে বর্তমান মানব-সভ্যতা। মানুষ যদি প্রকৃতপক্ষে এই জীবনে সুখী হতে চায় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই বৈদিক সভ্যতা অবলম্বন করতে হবে। বৈদিক সভ্যতায় উপরোক্ত সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়।

শ্লোক ২৬

কুরঙ্গকুররকুসুম্ভবৈকঙ্কত্রিকূটশিশিরপতঙ্গরুচকনিষধশিনীবাসকপিলশঙ্খ-বৈদূর্যজারুধিহংসর্ষভনাগকালঞ্জরনারদাদয়ো বিংশতিগিরয়ো মেরোঃ কর্ণিকায়া ইব কেসরভূতা মূলদেশে পরিত উপক্লৃপ্তাঃ ॥ ২৬ ॥

কুরঙ্গ—কুরঙ্গ; **কুরর**—কুরর; **কুসুম্ভ-বৈকঙ্ক-ত্রিকূট-শিশির-পতঙ্গ-রুচক-নিষধ-শিনীবাস-কপিল-শঙ্খ-বৈদূর্য-জারুধি-হংস-ঋষভ-নাগ-কালঞ্জর-নারদ**—এই সমস্ত পর্বতের নাম; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **বিংশতি-গিরয়ঃ**—কুড়িটি পর্বত; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **কর্ণিকায়াঃ**—পদ্মকোষের; **ইব**—সদৃশ; **কেসর-ভূতাঃ**—কেশরের মতো; **মূল-দেশে**—পাদদেশে; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্লৃপ্তাঃ**—ভগবানের দ্বারা রচিত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের পাদদেশে, পদ্মকোষের চারপাশে কেশরের মতো আরও কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সেগুলির নাম কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির,

পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিনীবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর এবং নারদ ইত্যাদি।

শ্লোক ২৭

জঠরদেবকূটৌ মেরুং পূর্বেণাষ্টাদশযোজনসহস্রমুদগায়তৌ দ্বিসহস্রং পৃথুতুঙ্গৌ ভবতঃ। এবমপরেণ পবনপারিযাত্রৌ দক্ষিণেন কৈলাস-করবীরৌ প্রাগায়তাবেবমুত্তরতস্ত্রিশৃঙ্গমকরাবষ্টভিরেতৈঃ পরিস্তৃতোঽগ্নিরিব পরিতশ্চকাস্তিকাঞ্চনগিরিঃ ॥ ২৭ ॥

জঠর-দেবকূটৌ—জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত; **মেরুম্**—সুমেরু পর্বত; **পূর্বেণ**—পূর্বদিকে; **অষ্টাদশ-যোজন-সহস্রম্**—আঠার হাজার যোজন; **উদ্গায়তৌ**—উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত; **দ্বি-সহস্রম্**—দুই হাজার যোজন; **পৃথু-তুঙ্গৌ**—বিস্তার এবং উচ্চতা; **ভবতঃ**—রয়েছে; **এবম্**—তেমনই; **অপরেণ**—পশ্চিম দিকে; **পবন-পারিযাত্রৌ**—পবন এবং পারিযাত্র নামক দুটি পর্বত; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **কৈলাস-করবীরৌ**—কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত; **প্রাক্-আয়তৌ**—পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে; **এবম্**—তেমনই; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিকে; **ত্রিশৃঙ্গ-মকরৌ**—ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর নামক দুটি পর্বত; **অষ্টভিঃ এতৈঃ**—এই আটটি পর্বতের দ্বারা; **পরিস্তৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **অগ্নিঃ ইব**—অগ্নির মতো; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **চকাস্তি**—দেদীপ্যমান; **কাঞ্চন-গিরিঃ**—সুমেরু বা মেরু নামক স্বর্ণপর্বত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন (১,৪৪,০০০ মাইল) বিস্তৃত। তেমনই, সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে পবন এবং পারিযাত্র নামক দুটি পর্বত রয়েছে। সেগুলিও উত্তর এবং দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ দিকে কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং সুমেরু পর্বতের উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর নামক দুটি পর্বত রয়েছে, এবং সেই দুটি পর্বতও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। এই সব কয়টি পর্বতেরই বিস্তার এবং উচ্চতা ২,০০০ যোজন যোজন (১৬,০০০ মাইল)। অগ্নির মতো উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুমেরু পর্বত এই আটটি পর্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

শ্লোক ২৮

মেরোর্মূর্ধনি ভগবত আত্মযোনের্মধ্যত উপক্লৃপ্তাং পুরীমযুতযোজনসাহস্রীং সমচতুরস্রাং শাতকৌম্ভীং বদন্তি ॥ ২৮ ॥

মেরোঃ—সুমেরু পর্বতের; **মূর্ধনি**—শিখরে; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির; **আত্ম-যোনেঃ**—ব্রহ্মার; **মধ্যতঃ**—মধ্যে; **উপক্লৃপ্তাম্**—অবস্থিত; **পুরীম্**—বিশাল নগরী; **অযুত-যোজন**—দশ হাজার যোজন; **সাহস্রীম্**—এক হাজার; **সম-চতুরস্রাম্**—চতুর্দিকে সমান দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট; **শাতকৌম্ভীম্**—স্বর্ণনির্মিত; **বদন্তি**—মহাজ্ঞানী ঋষিরা বলেন।

অনুবাদ

মেরু পর্বতের শিখরে মধ্যস্থলে ভগবান ব্রহ্মার পুরী বিরাজমান। তার চতুর্দিক এক হাজার অযুত যোজন (আট কোটি মাইল) বিস্তৃত। সেই পুরী স্বর্ণনির্মিত, এবং তাই পণ্ডিত ও ঋষিরা সেই পুরীটিকে শাতকৌম্ভী পুরী বলেন।

শ্লোক ২৯

তামনুপরিতো লোকপালানামষ্টানাং যথাদিশং যথারূপং তুরীয়মানেন পুরোঽষ্টাবুপক্লৃপ্তাঃ ॥ ২৯ ॥

তাম্—ব্রহ্মপুরী নামক সেই মহানগরী; **অনুপরিতঃ**—বেষ্টিত; **লোক-পালানাম্**—লোকপালদের; **অষ্টানাম্**—আট; **যথা-দিশম্**—দিক অনুসারে; **যথা-রূপম্**—ব্রহ্মপুরীর অনুরূপ; **তুরীয়-মানেন**—আয়তনে এক-চতুর্থাংশ; **পুরঃ**—পুরী; **অষ্টৌ**—আট; **উপক্লৃপ্তাঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকে ইন্দ্র আদি অষ্ট লোকপালদের আটটি পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরী ঠিক ব্রহ্মপুরীর মতো কিন্তু তাদের আয়তন ব্রহ্মপুরীর এক-চতুর্থাংশ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য পুরাণেও ব্রহ্মার পুরী এবং ইন্দ্রাদি অষ্ট দিকপালের পুরীর বর্ণনা রয়েছে—

মেরৌ নবপুরাণি স্যুর্মনোবত্যমরাবতী ।
তেজোবতী সংযমনী তথা কৃষ্ণাঙ্গনা পরা ॥
শ্রদ্ধাবতী গন্ধবতী তথা চান্যা মহোদয়া ।
যশোবতী চ ব্রহ্মেন্দ্র বহ্ন্যাদীনাং যথাক্রমম্ ॥

ব্রহ্মার পুরীর নাম মনোবতী, এবং ইন্দ্র অগ্নি আদি তাঁর সহকারীদের পুরীগুলির নাম হচ্ছে যথাক্রমে অমরাবতী, তেজোবতী, সংযমনী, কৃষ্ণাঙ্গনা, শ্রদ্ধাবতী, গন্ধবতী, মহোদয়া এবং যশোবতী। ব্রহ্মপুরী মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং চতুর্দিকে তাকে ঘিরে রয়েছে অন্য আটটি পুরী।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জম্বূদ্বীপের বর্ণনা' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার অবতরণ

এই সপ্তদশ অধ্যায়ে গঙ্গার উৎস এবং কিভাবে তা ইলাবৃতবর্ষের চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরমেশ্বর ভগবানের চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব মহাদেব কর্তৃক স্তবও বর্ণিত হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এক সময় বলি মহারাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম বা বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে বলিরাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁর দুই পদ বিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ত্রিভুবন আবৃত করেন। তখন তাঁর বাম পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয়ে একটি ছিদ্র হয়। সেই ছিদ্রপথে কারণ-সমুদ্রের জলধারা মহাদেবের মস্তকে পতিত হয় এবং সহস্র যুগ ধরে সেখানে অবস্থান করে। সেই জলধারাই হচ্ছে পবিত্র গঙ্গানদী। প্রথমে তা স্বর্গলোকে প্রবাহিত হয়, এই স্বর্গলোক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদতলে অবস্থিত। ভাগীরথী, জাহ্নবী প্রভৃতি গঙ্গার বহু নাম রয়েছে। গঙ্গা ধ্রুবলোক এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে, কারণ ধ্রুব এবং ঋষিগণের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই।

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়ে, গঙ্গা আকাশপথে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে প্রথমে সুমেরু শিখরে ব্রহ্মপুরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা এখানে সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা—এই চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। সীতা নামক শাখাটি শেখর পর্বত এবং গন্ধমাদন পর্বত হয়ে, ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যে দিয়ে পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে মিলিত হয়। চক্ষু শাখা নদীটি মাল্যবান গিরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, কেতুমালবর্ষ দিয়ে পশ্চিমে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। ভদ্রা শাখা নদীটি সুমেরু, কুমুদ, তারপর নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্বতমালা হয়ে, উত্তরে কুরুদেশ দিয়ে উত্তর লবণ সাগরে পতিত হয়েছে, এবং অলকনন্দা শাখা নদীটি ব্রহ্মালয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং হেমকূট, হিমকূট আদি বহু পর্বত অতিক্রম করে, ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। অন্য বহু নদী এবং তাদের শাখা নয়টি বর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ কর্মের ক্ষেত্র এবং অন্য আটটি বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগীদের ভোগের স্থান। এই আটটি বর্ষের প্রতিটি অত্যন্ত সুন্দর স্থান এবং স্বর্গবাসীরা সেইখানে বিবিধ

আনন্দে বিহার করেন। জম্বুদ্বীপের এই নয়টি বর্ষেই ভগবান নানা রূপে প্রকট হয়ে তাঁর কৃপা বিতরণ করেন।

ইলাবৃতবর্ষে দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তিনি সেখানে বহু পরিচারিকার দ্বারা সেবিতা তাঁর পত্নী ভবানীর সঙ্গে বিরাজ করেন। যদি অন্য কোন পুরুষ সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে ভবানীর শাপে সেই ব্যক্তি স্ত্রীতে পরিণত হয়। দেবাদিদেব মহাদেব বিবিধ স্তবস্তুতির দ্বারা ভগবান সঙ্কর্ষণের ভজনা করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—"হে ভগবান, দয়া করে আপনি আপনার সমস্ত ভক্তদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন এবং সমস্ত অভক্তদের সংসার বন্ধনে বেঁধে রাখুন। আপনার কৃপা ব্যতীত কেউই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তত্র ভগবতঃ সাক্ষাদ্ যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্বিক্রমতো বামপাদাঙ্গুষ্ঠ-নখনির্ভিন্নোর্ধ্বাণ্ডকটাহবিবরেণান্তঃপ্রবিষ্টা যা বাহ্যজলধারা তচ্চরণ-পঙ্কজাবনেজনারুণকিঞ্জল্কোপরঞ্জিতাখিলজগদঘমলাপহোপস্পর্শনামলা সাক্ষাদ্ভগবৎপদীত্যনুপলক্ষিতবচোঽভিধীয়মানাতিমহতা কালেন যুগ-সহস্রোপলক্ষণেন দিবো মূর্ধন্যবততার যৎ তদ্বিষ্ণুপদমাহুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তত্র**—তখন; **ভগবতঃ**—ভগবানের অবতারের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **যজ্ঞ-লিঙ্গস্য**—সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বিক্রমতঃ**—দ্বিতীয় পদ বিক্ষেপের সময়; **বাম-পাদ**—তাঁর বাঁ পায়ের; **অঙ্গুষ্ঠ**—অঙ্গুলির; **নখ**—নখের দ্বারা; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ; **ঊর্ধ্ব**—উপরের; **অণ্ড-কটাহ**—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ (মাটি, জল, আগুন ইত্যাদির সপ্ত আবরণ); **বিবরেণ**—ছিদ্র দিয়ে; **অন্তঃ-প্রবিষ্টা**—ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে; **যা**—যা; **বাহ্য-জল-ধারা**—ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কারণ-সমুদ্রের জলের ধারা; **তৎ**—তাঁর; **চরণ-পঙ্কজ**—শ্রীপাদপদ্মের; **অবনেজন**—ধৌত করে; **অরুণ-কিঞ্জল্ক**—অরুণবর্ণ কুমকুমের দ্বারা; **উপরঞ্জিতা**—রঞ্জিত হয়ে; **অখিল-জগৎ**—সারা জগতের; **অঘ-মল**—পাপকর্ম; **অপহা**—বিনষ্ট করে; **উপস্পর্শন**—যার স্পর্শে; **অমলা**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবৎ-পদী**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভুতা; **ইতি**—এইভাবে; **অনুপলক্ষিত**—বর্ণিত; **বচঃ**—নামের দ্বারা; **অভিধীয়মানা**—অভিহিত হয়ে; **অতি-মহতা কালেন**—

দীর্ঘকাল পর; **যুগ-সহস্র-উপলক্ষণেন**—এক হাজার যুগ পরিমিত; **দিবঃ**—আকাশের; **মূর্ধনি**—মস্তকে (ধ্রুবলোক); **অবততার**—অবতরণ করেছিলেন; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **বিষ্ণু-পদম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম; **আহুঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামনদেব রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর বামপদ বিস্তার করে পদাঙ্গুষ্ঠের নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করেছিলেন। সেই ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের বিশুদ্ধ জল গঙ্গানদীরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করে তাঁর পায়ের কুমকুমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে, গঙ্গার জল এক অতি সুন্দর অরুণ আভা প্রাপ্ত হয়েছে। গঙ্গার দিব্য জলের স্পর্শে জীব তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গঙ্গার জল চিরপবিত্র থাকে। গঙ্গা যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাই তিনি বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তিনি জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। এক সহস্র যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের পর, গঙ্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হন। তাই পণ্ডিতেরা সেই ধ্রুবলোককে বিষ্ণুপদ বলেন ('ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত')।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেছেন। গঙ্গাজলকে পতিতপাবনী বলা হয়, কারণ তা সমস্ত পাপীদের উদ্ধার করে। নিয়মিতভাবে গঙ্গাস্নান করলে যে অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হওয়া যায়, তা সর্বজনবিদিত। বাহ্যিকভাবে তার শরীর তখন সব রকম রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং অন্তরে তিনি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। ভারতবর্ষে হাজার হাজার মানুষ, গঙ্গার তীরে বাস করেন, এবং নিয়মিতভাবে গঙ্গাস্নান করার ফলে, নিঃসন্দেহে তাঁরা আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক উভয় দিক দিয়েই পবিত্র হচ্ছেন। শঙ্করাচার্য প্রমুখ বহু ঋষি গঙ্গার মহিমা কীর্তন করে স্তোত্র রচনা করেছেন, এবং গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, নর্মদা ইত্যাদি নদীর প্রভাবে ভারতভূমি ধন্য হয়েছে। যাঁরা এই সমস্ত নদীর তটে বাস করেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

বারাহে বামপাদং তু তদন্যেষু তু দক্ষিণম্ ।
পাদং কল্পেষু ভগবানুজ্জহার ত্রিবিক্রমঃ ॥

তাঁর দক্ষিণ পদে দাঁড়িয়ে বাম পদ ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার করার ফলে, ভগবান বামনদেব তিনটি বিক্রমপূর্ণ কার্য অনুষ্ঠানকারী ত্রিবিক্রম নামে পরিচিত হয়েছেন।

শ্লোক ২

যত্র হ বাব বীরব্রত ঔত্তানপাদিঃ পরমভাগবতোঽস্মৎকুলদেবতা-চরণারবিন্দোদকমিতি যামনুসবনমুৎকৃষ্যমাণভগবদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়ং ক্লিদ্যমানান্তর্হৃদয় ঔৎকণ্ঠ্যবিবশামীলিতলোচনযুগলকুড়্মলবিগলিতা-মলবাষ্পকলয়াভিব্যজ্যমানরোমপুলককুলকোঽধুনাপি পরমাদরেণ শিরসা বিভর্তি ॥ ২ ॥

যত্র হ বাব—ধ্রুবলোকে; **বীর-ব্রতঃ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; **ঔত্তানপাদিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের বিখ্যাত পুত্র; **পরম-ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **অস্মৎ**—আমাদের; **কুল-দেবতা**—কুলদেবতা; **চরণারবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মের; **উদকম্**—জলে; **ইতি**—এইভাবে; **যাম্**—যা; **অনুসবনম্**—নিরন্তর; **উৎকৃষ্যমাণ**—বর্ধিত হয়ে; **ভগবদ্ভক্তি-যোগেন**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **দৃঢ়ম্**—অত্যন্ত; **ক্লিদ্যমান-অন্তঃ-হৃদয়ঃ**—হৃদয়াভ্যন্তরে কোমল হয়ে; **ঔৎকণ্ঠ্য**—গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে; **বিবশ**—স্বতঃস্ফূর্তভাবে; **অমীলিত**—ঈষৎ উন্মীলিত; **লোচন**—নয়ন; **যুগল**—যুগল; **কুড়্মল**—মুকুল; **বিগলিত**—নিঃসৃত হয়ে; **অমল**—নির্মল; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুপূর্ণ; **অভিব্যজ্যমান**—প্রকাশিত হয়ে; **রোম-পুলক-কুলকঃ**—রোমাঞ্চিত এবং পুলকিত কলেবর; **অধুনা অপি**—এখনও পর্যন্ত; **পরম-আদরেণ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শিরসা**—মস্তকে; **বিভর্তি**—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ভগবানের সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করেন জেনে, আজও তিনি পরম ভক্তি সহকারে সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার ফলে, গভীর উৎকণ্ঠায় তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নয়ন থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে এবং তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ ও পুলক প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তখন তাঁকে *বীরব্রত* বলা হয়। এই প্রকার ভক্তের ভক্তিজনিত আনন্দ ক্রমশ বর্ধিত হয়। তার ফলে ভগবানের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটিই মহাভাগবতের লক্ষণ। ধ্রুব মহারাজ এই প্রকার ভগবদ্ভক্তির আনন্দে মগ্ন ছিলেন। জগন্নাথপুরীতে অবস্থানকালে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও দিব্য প্রেমোন্মাদনার আদর্শ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর সেই সমস্ত লীলা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩

ততঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা যাং ননু তপস আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতী ভগবতি সর্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরতভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতা-ন্যার্থাত্মগতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি জটাজূটৈরুদ্বহন্তি ॥ ৩ ॥

ততঃ—তারপর; **সপ্ত ঋষয়ঃ**—মরীচি প্রমুখ সপ্ত ঋষি; **তৎ প্রভাব-অভিজ্ঞাঃ**—যাঁরা গঙ্গার প্রভাব খুব ভালভাবে জানেন; **যাম্**—এই গঙ্গার জল; **ননু**—নিশ্চিতভাবে; **তপসঃ**—আমাদের তপস্যার; **আত্যন্তিকী**—পরম; **সিদ্ধিঃ**—সিদ্ধি; **এতাবতী**—এতখানি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-আত্মনি**—সর্বব্যাপ্তি; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণ; **অনুপরত**—অবিরত; **ভক্তি-যোগ**—ভক্তিযোগের; **লাভেন**—এই স্তর প্রাপ্ত হয়ে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপেক্ষিত**—উপেক্ষা করেছেন; **অন্য**—অন্য; **অর্থ-আত্ম-গতয়ঃ**—সিদ্ধির অন্য সমস্ত উপায় (যথা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ); **মুক্তিম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **ইব**—সদৃশ; **আগতাম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তিকামী; **ইব**—সদৃশ; **স-বহু-মানম্**—অত্যন্ত সম্মানপূর্বক; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **জটা-জূটৈঃ**—জটাযুক্ত; **উদ্বহন্তি**—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি সপ্তর্ষি ধ্রুবলোকের নিচে বাস করেন। গঙ্গার মহিমা উত্তমরূপে অবগত হয়ে, তাঁরা আজও গঙ্গার জল তাঁদের জটাতে ধারণ করেন। তাঁরা স্থির করেছেন যে, এই গঙ্গার জলই হচ্ছে পরম সম্পদ, সমস্ত তপস্যার সিদ্ধি এবং চিন্ময় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবানে অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, এমনকি মোক্ষকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেন। জ্ঞানীরা

যেমন ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকেই পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন, এই সপ্তর্ষিরা তেমন ভগবদ্ভক্তিকেই জীবনের পরম সিদ্ধি বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

অধ্যাত্মবাদীরা দুই শ্রেণীর—নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত। নির্বিশেষবাদীরা চিন্ময় বৈচিত্র্য স্বীকার করে না। তারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভক্তেরা ভগবানের চিন্ময় লীলায় অংশগ্রহণ করতে চান। ঊর্ধ্বলোকের শীর্ষে রয়েছে ধ্রুবলোক, এবং ধ্রুবলোকের নিম্নে সপ্তর্ষিমণ্ডল, যেখানে মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি মহর্ষিরা বিরাজ করছেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা ভগবদ্ভক্তিকে সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে মনে করেন। তাই তাঁরা গঙ্গার জল তাঁদের মস্তকে বহন করেন। এই শ্লোকে প্রমাণিত হয় যে, যাঁরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন তাঁদের কাছে অন্য আর কোন কিছুরই কোন গুরুত্ব থাকে না, এমনকি তথাকথিত মুক্তি বা কৈবল্যও তাঁদের কাছে হেয় হয়ে যায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, কেবলমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করার ফলেই অন্যান্য সমস্ত কার্যকলাপ নিতান্তই নগণ্য বলে পরিত্যাগ করা যায়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিযোগের পন্থা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করে প্রচার করে গেছেন। তার ফলে যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে মায়াবাদীদের পরম সিদ্ধি কৈবল্য অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে লীন হয়ে যাওয়া নরকতুল্য বলে মনে হয়, অতএব কর্মীদের ঈপ্সিত স্বর্গোন্নতির আর কি কথা। ভগবদ্ভক্তেরা এই ধরনের লক্ষ্যকে আকাশ-কুসুম বলে মনে করেন। যোগীরাও তাদের ইন্দ্রিয় সংযম করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত তাদের সেই প্রচেষ্টায় তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিষধর সর্পের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির তুলনা করা হয়, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি বিষদন্তহীন সর্পের মতো। যোগীরা তাদের ইন্দ্রিয় দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের মতো মহাযোগীও তাঁর সেই প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময়ে মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের কাছে পরাভূত

হয়েছিলেন। তাঁদের মিলনের ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। তাই এই জগতে ভক্তিযোগীরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"সমস্ত যোগীদের মধ্যে, যিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তিযোগের দ্বারা আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, তিনিই আমার সঙ্গে সব চাইতে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, এবং তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী।"

শ্লোক ৪

ততোহনেকসহস্রকোটিবিমানানীকসঙ্কুলদেবযানেনাবতরন্তীন্দুমণ্ডলমাবার্য ব্রহ্মসদনে নিপততি ॥ ৪ ॥

ততঃ—সপ্তর্ষিমণ্ডল পবিত্র করার পর; **অনেক**—বহু; **সহস্র**—হাজার হাজার; **কোটি**—কোটি কোটি; **বিমান-অনীক**—বিমানসমূহ; **সঙ্কুল**—পূর্ণ; **দেব-যানেন**—দেবতাদের মার্গে; **অবতরন্তী**—অবতরণ করে; **ইন্দু-মণ্ডলম্**—চন্দ্রলোক; **আবার্য**—প্লাবিত করে; **ব্রহ্ম-সদনে**—সুমেরু পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার আলয়ে; **নিপততি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

ধ্রুবলোকের সন্নিকটে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে গঙ্গাজল কোটি কোটি দিব্য বিমানে আকাশ মার্গ দিয়ে নিম্নে অবতরণ করে। তারপর তা চন্দ্রলোক প্লাবিত করে সুমেরু পর্বতের শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিত হয়।

তাৎপর্য

আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, গঙ্গা নদী ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের ঊর্ধ্বে কারণ-সমুদ্র থেকে আসছে। ভগবান বামনদেবের পদনখের দ্বারা সৃষ্ট ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের জলের ধারা ধ্রুবলোক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে প্লাবিত করেছে। তারপর তা অসংখ্য দিব্য বিমানে চন্দ্রলোকে নীত হয়েছে। তারপর তা মেরু পর্বতের শিখরে পতিত হয়েছে। এইভাবে গঙ্গার জল অবশেষে নিম্নতরলোকে প্রবাহিত হয়েছে এবং ক্রমশ হিমালয়ের শিখরে পৌঁচেছে এবং

তারপর হরিদ্বার ও ভারতবর্ষের ভূভাগ পবিত্র করে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার জল কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষ থেকে বিভিন্ন লোকে পৌঁচেছে, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দিব্য বিমানসমূহ গঙ্গার জল সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে অন্যান্য লোকে বহন করে নিয়ে যায়। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, অথচ সেই সঙ্গে তারা এই পৃথিবীতে বিদ্যুৎ আদি শক্তির অভাব বোধ করছে। তারা যদি প্রকৃতই সক্ষম বৈজ্ঞানিক হত, তাহলে তারা নিজেরাই বিমানে করে অন্যান্য লোকে যেতে পারত, কিন্তু তারা তা করতে সমর্থ নয়। এখন তারা তাদের চন্দ্রলোকের অভিযান পরিত্যাগ করে অন্যান্য লোকে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

শ্লোক ৫

তত্র চতুর্ধা ভিদ্যমানা চতুর্ভির্নামভিশ্চতুর্দিশমভিস্পন্দন্তী নদনদী-পতিমেবাভিনিবিশতি সীতালকনন্দা চক্ষুর্ভদ্রেতি ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে (সুমেরু পর্বতের শিখরে); **চতুর্ধা**—চারটি ধারায়; **ভিদ্যমানা**—বিভক্ত হয়ে; **চতুর্ভিঃ**—চারটি; **নামভিঃ**—নামে; **চতুঃ-দিশম্**—চতুর্দিকে (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ); **অভিস্পন্দন্তী**—প্রবাহিত হয়ে; **নদ-নদী-পতিম্**—সমস্ত নদ-নদীর উৎস (সমুদ্র); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিনিবিশতি**—প্রবেশ করে; **সীতা-অলকনন্দা**—সীতা এবং অলকনন্দা; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **ভদ্রা**—ভদ্রা;, **ইতি**—এই নামগুলির দ্বারা পরিচিত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গা চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাগুলির নাম—সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু এবং ভদ্রা। অবশেষে এই ধারাগুলি সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

শ্লোক ৬

সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎ কেসরাচলাদিগিরিশিখরেভ্যোঽধোঽধঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনমূর্ধসু পতিত্বান্তরেণ ভদ্রাশ্ববর্ষং প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রমভি-প্রবিশতি ॥ ৬ ॥

সীতা—সীতা নামক ধারা; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রহ্ম-সদনাৎ**—ব্রহ্মপুরী থেকে; **কেসরাচল-আদি**—কেশরাচল এবং অন্যান্য পর্বতের; **গিরি**—পর্বত; **শিখরেভ্যঃ**—

শিখর থেকে; **অধঃ অধঃ**—নীচের দিকে; **প্রস্রবন্তী**—প্রবাহিত হয়ে; **গন্ধমাদন**—গন্ধমাদন পর্বতে; **মূর্ধসু**—শিখরে; **পতিত্বা**—পতিত হয়ে; **অন্তরেণ**—অভ্যন্তরে; **ভদ্রাশ্ব-বর্ষম্**—ভদ্রাশ্ববর্ষ; **প্রাচ্যাম্**—পূর্বদিকে; **দিশি**—দিক; **ক্ষার-সমুদ্রম্**—লবণ সমুদ্র; **অভিপ্রবিশতি**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

সীতা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু শিখরের ব্রহ্মপুরী থেকে বহির্গত হয়ে নিকটস্থ কেশরাচল পর্বতগুলির শিখরে পতিত হয়। সেই পর্বতগুলি সুমেরু পর্বতের চারপাশে কেশরের মতো। কেশরাচল পর্বত থেকে গঙ্গা গন্ধমাদন পর্বত শিখরে পতিত হয় এবং তারপর ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়।

শ্লোক ৭

এবং মাল্যবচ্ছিখরান্নিষ্পতন্তী ততোঽনুপরতবেগা কেতুমালমভি চক্ষুঃ প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং প্রবিশতি ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **মাল্যবৎ-শিখরাৎ**—মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে; **নিষ্পতন্তী**—পতিত হয়; **ততঃ**—তারপর; **অনুপরত-বেগা**—অপ্রতিহত বেগে; **কেতুমালম্ অভি**—কেতুমালবর্ষে; **চক্ষুঃ**—চক্ষু নামক ধারা; **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম দিকে; **দিশি**—দিক; **সরিৎ-পতিম্**—সমুদ্র; **প্রবিশতি**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

চক্ষু নামক গঙ্গার ধারা মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে জলপ্রপাত রূপে পতিত হয়ে, অপ্রতিহত বেগে কেতুমালবর্ষকে প্লাবিত করে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৮

ভদ্রা চোত্তরতো মেরুশিরসো নিপতিতা গিরিশিখরাদ্ গিরিশিখরমতিহায় শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাদবস্যন্দমানা উত্তরাংস্তু কুরূনভিত উদীচ্যাং দিশি জলধিমভিপ্রবিশতি ॥ ৮ ॥

ভদ্রা—ভদ্রা নামক ধারা; **চ**—ও; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিকে; **মেরু-শিরসঃ**—সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে; **নিপতিতা**—পতিত হয়ে; **গিরি-শিখরাৎ**—কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে; **গিরি-শিখরম্**—নীল পর্বতের শিখরে; **অতিহায়**—স্পর্শ না করে অতিক্রম করে; **শৃঙ্গবতঃ**—শৃঙ্গবান্ নামক পর্বতের; **শৃঙ্গাৎ**—শৃঙ্গ থেকে; **অবস্যান্দমানা**—প্রবাহিত হয়ে; **উত্তরান্**—উত্তর দিকে; **তু**—কিন্তু; **কুরূন্**—কুরু নামক প্রদেশ; **অভিতঃ**—চতুর্দিকে; **উদীচ্যাম্**—উত্তর দিকে; **দিশি**—দিক; **জলধিম্**—লবণ-সমুদ্র; **অভিপ্রবিশতি**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

ভদ্রা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই ধারা কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে উচ্ছলিত হয়ে নীল পর্বতের শিখরে, সেখান থেকে শ্বেত পর্বতের শিখরে এবং তারপর শৃঙ্গবান্ পর্বতের শিখরে পতিত হয়। তারপর কুরুপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে, উত্তর দিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৯

তথৈবালকনন্দা দক্ষিণেন ব্রহ্মসদনাদ্বহূনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেমকূটাদ্ধৈমকূটান্যতিরভসতররংহসা লুঠয়ন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি জলধিমভিপ্রবিশতি যস্যাং স্নানার্থং চাগচ্ছতঃ পুংসঃ পদে পদেঽশ্বমেধরাজসূয়াদীনাং ফলং ন দুর্লভমিতি ॥ ৯ ॥

তথা এব—তেমনই; **অলকনন্দা**—অলকনন্দা নামক ধারা; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **ব্রহ্ম-সদনাৎ**—ব্রহ্মপুরী থেকে; **বহূনি**—বহু; **গিরি-কূটানি**—গিরিশৃঙ্গ; **অতিক্রম্য**—অতিক্রম করে; **হেমকূটাৎ**—হেমকূট পর্বত থেকে; **হৈমকূটানি**—এবং হিমকূট পর্বত থেকে; **অতি-রভসতর**—আরও প্রচণ্ড; **রংহসা**—তীব্র বেগে; **লুঠয়ন্তী**—লুণ্ঠন করে; **ভারতম্ অভিবর্ষম্**—ভারতবর্ষের চতুর্দিকে; **দক্ষিণস্যাম্**—দক্ষিণ; **দিশি**—দিকে; **জলধিম্**—লবণ-সমুদ্র; **অভিপ্রবিশতি**—প্রবেশ করে; **যস্যাম্**—যাতে; **স্নান-অর্থম্**—স্নান করার জন্য; **চ**—এবং; **আগচ্ছতঃ**—এসে; **পুংসঃ**—মানুষ; **পদে পদে**—প্রতি পদে; **অশ্বমেধ-রাজসূয়-আদীনাম্**—অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহা যজ্ঞের মতো; **ফলম্**—ফল; **ন**—না; **দুর্লভম্**—লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

তেমনই, অলকনন্দা নামক গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুরীর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে, বিভিন্ন প্রদেশের পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করে প্রচণ্ড বেগে হেমকূট এবং হিমকূট পর্বত-শিখরে পতিত হয়। এই পর্বত শিখরগুলি প্লাবিত করে গঙ্গা ভারতবর্ষে পতিত হয়ে সেই স্থানকে প্লাবিত করে। তারপর গঙ্গা দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে। যারা এই নদীতে স্নান করতে আসে, তারা ভাগ্যবান। তাদের পক্ষে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করা দুর্লভ হয় না।

তাৎপর্য

যে স্থানে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেই স্থান এখনও গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তি লাভের আশায় সেখানে স্নান করতে যান। তাঁরা যে প্রকৃতই মুক্তি লাভ করতে পারেন, তা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। যাঁরা গঙ্গায় স্নান করেন, তাঁরা অনায়াসে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই এখনও গঙ্গাস্নানের অভিলাষী এবং বহু স্নানঘাট রয়েছে যেখানে তাঁরা গঙ্গায় স্নান করতে পারেন। প্রয়াগে পৌষ-মাঘ মাসে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে হাজার হাজার মানুষ স্নান করতে আসে। তারপর তাঁদের অনেকে গঙ্গা এবং সাগরের সঙ্গমস্থল গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যান। এইভাবে সমস্ত ভারতবাসীদের বহু তীর্থস্থানে গঙ্গায় স্নান করার এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

শ্লোক ১০

অন্যে চ নদা নদ্যশ্চ বর্ষে বর্ষে সন্তি বহুশো মের্বাদিগিরিদুহিতরঃ শতশঃ ॥ ১০ ॥

অন্যে—অন্য অনেক; **চ**—ও; **নদাঃ**—নদীসমূহ; **নদ্যঃ**—ছোট নদী; **চ**—এবং; **বর্ষে বর্ষে**—প্রতি ভূখণ্ডে; **সন্তি**—রয়েছে; **বহুশঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **মেরু-আদি-গিরি-দুহিতরঃ**—মেরু আদি গিরিকন্যা; **শতশঃ**—শত শত।

অনুবাদ

অন্য বহু বড় এবং ছোট নদ-নদী সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীগুলি ঠিক পর্বতের কন্যার মতো এবং শত শত ধারায় তারা বিভিন্ন বর্ষে প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১১

তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্মক্ষেত্রমন্যান্যষ্ট বর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমানিস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি ॥ ১১ ॥

তত্র-অপি—তাদের মধ্যে; **ভারতম্**—ভারতবর্ষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বর্ষম্**—ভূখণ্ড; **কর্ম-ক্ষেত্রম্**—কর্মের ক্ষেত্র; **অন্যানি**—অন্য সমস্ত; **অষ্ট বর্ষাণি**—আটটি বর্ষ; **স্বর্গিণাম্**—অসাধারণ পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত জীবসমূহের; **পুণ্য**—পবিত্র কর্মের ফল; **শেষ**—অবশেষ; **উপভোগ-স্থানানি**—জড় সুখভোগের স্থান; **ভৌমানি স্বর্গ-পদানি**—পৃথিবীতে স্বর্গের মতো; **ব্যপদিশন্তি**—বলা হয়।

অনুবাদ

নয়টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। পণ্ডিত এবং মহাত্মাগণ বলেন যে, অন্য আটটি বর্ষ অতি পুণ্যবান ব্যক্তিদের পুণ্যশেষ উপভোগের স্থান। স্বর্গলোক থেকে ফিরে আসার পর, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের অবশিষ্ট অংশ এই আটটি বর্ষে ভোগ করেন।

তাৎপর্য

স্বর্গ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—দিব্য স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ এবং পাতাল লোকস্থ বিল স্বর্গ। এই তিনটি স্বর্গের মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য আটটি বর্ষ হচ্ছে ভৌম স্বর্গ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—জীবের পুণ্য যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন তারা এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। এইভাবে তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, এবং তারপর আবার এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হয়। এই পন্থাটিকে বলা হয় *ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ* । যাঁরা বুদ্ধিমান অর্থাৎ যাঁদের মতিচ্ছন্ন হয়নি, তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডে ইতস্তত ভ্রমণ করার পন্থায় লিপ্ত হতে চান না। তাঁরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন যাতে তাঁরা চরমে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। তখন তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকের কোন একটি লোকে অবস্থিত হন, অথবা আরও ঊর্ধ্বে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন। ভক্ত কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া এবং তারপর আবার এখানে ফিরে আসার এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে লিপ্ত হতে চান না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে সমস্ত জীব ভ্রমণ করছে, তাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান জীব ভগবানের প্রতিনিধির সান্নিধ্যে আসে এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সুযোগ পায়। যারা ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে চায়, তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসে। মনোধর্মী মায়াবাদী এবং কর্মফল ভোগের অভিলাষী কর্মীরা কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি যিনি যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বিতরণ করেন। এইভাবে কেবল অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে আসে। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—চিৎ-জগতের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—চিৎ-জগতের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি অত্যন্ত আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করতে হবে। সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বোঝা যায় যে, গুরু শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রতিনিধি, অন্য কেউ নয়। *পদ্ম পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—*অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাৎ*—যিনি বৈষ্ণব নন অথবা যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি নন, তিনি কখনও গুরু হতে পারেন না। এমনকি সব চাইতে সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হলে গুরু হতে পারেন না। ব্রাহ্মণদের ছয়টি গুণসমন্বিত হওয়া উচিত। সেগুলি হচ্ছে *পঠন*—অত্যন্ত বিদ্বান হওয়া, *পাঠন*—অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক হওয়া, *যজন*—দেবতাদের পূজায় অত্যন্ত দক্ষ হওয়া, *যাজন*—অন্যদের এইভাবে পূজা করতে শিক্ষা দেওয়া, *প্রতিগ্রহ*—অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণের যোগ্য হওয়া, এবং *দান*—ধন-সম্পদ দান করে বিতরণ করা। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হন, তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন না (*গুরুর্ন স্যাৎ*)। *বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ*—কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদর্শ প্রতিনিধি বৈষ্ণব যদি *শ্বপচ* বা চণ্ডাল-কুলোদ্ভূতও হন, তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন। তিন শ্রেণীর স্বর্গের মধ্যে কখনও কখনও ভারতবর্ষের কাশ্মীর অঞ্চলকেও ভৌম স্বর্গ বলে গণনা করা হয়। এই স্থানে জড় সুখ উপভোগের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই রয়েছে, তবে শুদ্ধ অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে তার কোন গুরুত্ব নেই। শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপের বর্ণনা করে বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশা না করে, কেবল অনুকূলভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা উচিত। তাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।" যাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর প্রেমময়ী সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত, তাঁরা দিব্য স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ এবং বিল স্বর্গের প্রতি কোন রকম আসক্তি পোষণ করেন না।

শ্লোক ১২

এষু পুরুষাণামযুতপুরুষায়ুর্বর্ষাণাং দেবকল্পানাং নাগাযুতপ্রাণানাং বজ্রসংহননবলবয়োমোদপ্রমুদিতমহাসৌরতমিথুনব্যবায়াপবর্গবর্ষধৃতৈকগর্ভকলত্রাণাং তত্র তু ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ততে ॥ ১২ ॥

এষু—এই আটটি বর্ষে; **পুরুষাণাম্**—মানুষদের; **অযুত**—দশ হাজার; **পুরুষ**—মানুষের গণনা অনুসারে; **আয়ুঃ-বর্ষাণাম্**—তত বছর আয়ু; **দেব-কল্পানাম্**—দেবতাদের মতো; **নাগ-অযুত-প্রাণানাম্**—দশ সহস্র হস্তীর মতো বল সমন্বিত; **বজ্র-সংহনন**—বজ্রের মতো সুদৃঢ় শরীর; **বল**—দৈহিক শক্তি; **বয়ঃ**—যৌবন; **মোদ**—পর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **প্রমুদিত**—উত্তেজিত; **মহা-সৌরত**—প্রচুর মৈথুনসুখ; **মিথুন**—স্ত্রী-পুরুষের মিলন; **ব্যবায়-অপবর্গ**—মৈথুনসুখ উপভোগের পর; **বর্ষ**—শেষ এক বছরে; **ধৃত-এক-গর্ভ**—একটি সন্তান ধারণ করে; **কলত্রাণাম্**—পত্নীদের; **তত্র**—সেখানে; **তু**—কিন্তু; **ত্রেতা-যুগ-সমঃ**—ঠিক ত্রেতাযুগের মতো (যখন কোন দুঃখকষ্ট থাকে না); **কালঃ**—সময়; **বর্ততে**—বিরাজ করে।

অনুবাদ

এই আটটি বর্ষে যারা বাস করেন, তাঁদের আয়ু মানুষের গণনায় দশ হাজার বছর। তাঁরা দেবতুল্য। তাঁরা দশ হাজার হাতির বল ধারণ করেন। তাঁদের শরীর বজ্রের মতো সুদৃঢ়। তাঁদের যৌবন সমন্বিত জীবন অত্যন্ত সুখদায়ক, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরম আনন্দে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনসুখ উপভোগ করেন। দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের পর, যখন তাঁদের জীবনের মাত্র এক বৎসর কাল অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁদের স্ত্রীরা একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। এইভাবে এই সমস্ত স্বর্গের অধিবাসীদের সুখের মান যেন ত্রেতাযুগের মানুষদের মতো।

তাৎপর্য

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগ রয়েছে। সত্যযুগে মানুষরা ছিল অত্যন্ত পুণ্যবান। সকলেই তখন আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য এবং ভগবৎ উপলব্ধির

জন্য অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করতেন। যেহেতু সকলেই সর্বদা সমাধি মগ্ন থাকতেন, তাই কেউই জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে আগ্রহী ছিল না। ত্রেতাযুগে মানুষ নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করত। জড়-জাগতিক ক্লেশের শুরু হয় দ্বাপর যুগে, কিন্তু তা খুব একটা কষ্টপ্রদ ছিল না। প্রকৃত দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়েছে কলিযুগ থেকে।

এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, স্বর্গসদৃশ এই আটটি বর্ষে স্ত্রী এবং পুরুষেরা যদিও মৈথুনসুখ উপভোগ করেন কিন্তু তাঁদের গর্ভ হয় না। নিম্নস্তরের প্রাণীদেরই গর্ভ হয়। যেমন কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুর বছরে দুবার গর্ভ হয়, এবং প্রতিবারে অন্ততপক্ষে ছয়টি শাবকের জন্ম হয়। আরও নিম্নস্তরের যোনিতে, যেমন সর্পেরা একবারে শত শত শাবক উৎপন্ন করে। এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে, উচ্চতর লোকে সারা জীবনে কেবল একবার গর্ভ হয়। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম হয়, কিন্তু গর্ভ হয় না। চিৎ-জগতে ঐকান্তিক ভক্তির ফলে যৌন জীবনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে চিৎ-জগতে যৌন জীবন নেই। কিন্তু কখনও যদি তা হয়েও থাকে, তাহলে তার ফলে গর্ভ হয় না। পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে যদিও গর্ভ হয়, তবুও মানুষ সাধারণত গর্ভধারণ এড়ানোরই চেষ্টা করে। এই পাপ-পঙ্কিল কলিযুগে মানুষ ভ্রূণহত্যা পর্যন্ত করতে শুরু করেছে। এটি সব চাইতে জঘন্য কর্ম। যারা এই কর্ম করে, তাদের এই কর্মের পরিণাম-স্বরূপ অন্তহীন যন্ত্রণাভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৩

যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিতমহার্হণাঃ সবর্তুকুসুমস্তবক-ফলকিসলয়শ্রিয়ানম্যমানবিটপলতা বিটপিভিরুপশুম্ভমানরুচির কাননাশ্রমায়তনবর্ষগিরিদ্রোণীষু তথা চামলজলাশয়েষু বিকচবিবিধ-নববনরুহামোদমুদিতরাজহংসজলকুক্কুটকারণ্ডবসারসচক্রবাকাদি-ভির্মধুকরনিকরাকৃতিভিরুপকূজিতেষু জলক্রীড়াদিভির্বিচিত্রবিনোদৈঃ সুললিতসুরসুন্দরীণাং কামকলিলবিলাসহাসলীলাবলোকাকৃষ্টমনোদৃষ্টয়ঃ স্বৈরং বিহরন্তি ॥ ১৩ ॥

যত্র হ—সেই আটটি বর্ষে; **দেব-পতয়ঃ**—ইন্দ্রসদৃশ দেবপতিরা; **স্বৈঃ স্বৈঃ**—তাঁদের নিজেদের; **গণনায়কৈঃ**—ভৃত্যদের প্রভুগণ; **বিহিত**—অলঙ্কৃত; **মহা-অর্হণাঃ**—চন্দন, পুষ্পমাল্য আদি মূল্যবান উপহার; **সর্ব-ঋতু**—সমস্ত ঋতুতে; **কুসুম-স্তবক**—পুষ্পগুচ্ছ;

ফল—ফলের; **কিসলয়-শ্রিয়া**—নবীন পল্লবের সৌন্দর্যের দ্বারা; **আনম্যমান**—অবনত হয়ে; **বিটপ**—যার শাখা; **লতা**—এবং লতাসমূহ; **বিটপিভিঃ**—বহু বৃক্ষের দ্বারা; **উপশুম্ভমান**—পূর্ণরূপে সুশোভিত হয়ে; **রুচির**—সুন্দর; **কানন**—উদ্যান; **আশ্রম-আয়তন**—এবং বহু আশ্রম; **বর্ষ-গিরি-দ্রোণীষু**—ভূখণ্ডের সীমা নির্ধারণকারী পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা; **তথা**—এবং; **চ**—ও; **অমল-জল-আশয়েষু**—নির্মল সরোবর; **বিকচ**—সদ্য বিকশিত; **বিবিধ**—অনেক প্রকার; **নব-বনরুহ-আমোদ**—পদ্মফুলের সৌরভের দ্বারা; **মুদিত**—আমোদিত; **রাজ-হংস**—রাজহংস; **জল-কুক্কুট**—জলকুক্কুট; **কারণ্ডব**—কারণ্ডব নামক জলচর পক্ষী; **সারস**—সারস; **চক্রবাক-আদিভিঃ**—চক্রবাক আদি পক্ষী; **মধুকর-নিকর-আকৃতিভিঃ**—মধুকরদের দ্বারা; **উপকূজিতেষু**—প্রতিধ্বনিত; **জলক্রীড়াদিভিঃ**—জলক্রীড়া আদি; **বিচিত্র**—বিবিধ; **বিনোদৈঃ**—আমোদ-প্রমোদের দ্বারা; **সু-ললিত**—আকর্ষণীয়; **সুর-সুন্দরীণাম্**—সুন্দরী দেবাঙ্গনাদের; **কাম**—কাম; **কলিল**—জনিত; **বিলাস**—আমোদ-প্রমোদ; **হাস**—হাসি; **লীলা-অবলোক**—চপল চাহনির দ্বারা; **আকৃষ্ট-মনঃ**—যাঁদের মন আকৃষ্ট হয়েছে; **দৃষ্টয়ঃ**—যাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; **স্বৈরম্**—স্বচ্ছন্দে; **বিহরন্তি**—বিহার করেন।

অনুবাদ

সেই সমস্ত বর্ষে, সর্ব ঋতুর ফুল, ফল এবং কিশলয় শোভিত বহু উদ্যান রয়েছে, এবং সেখানে বহু সুন্দর আশ্রমও রয়েছে। সেখানে বর্ষের সীমা নির্দেশক পর্বতগুলির মধ্যদেশে যে বিশাল সরোবরগুলি রয়েছে সেগুলি নববিকশিত পদ্মে পূর্ণ। সেই পদ্মের সৌরভে রাজহংস, কারণ্ডব, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পাখিরা আমোদিত হয়ে কলরব করতে থাকে এবং তার সঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিক মুখরিত করে তোলে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে বিশিষ্ট নায়ক। ভৃত্যদের দ্বারা সর্বদা সেবিত হয়ে, তাঁরা সেই সরোবর সমীপস্থ উদ্যানে জীবন উপভোগ করেন। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দেবপতিদের পত্নীরা মধুর হাসি এবং কামক্ষুব্ধ নয়নে তাঁদের পতিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের পত্নীদের জন্য তাঁদের ভৃত্যেরা সব সময় চন্দন এবং ফুলমালা প্রদান করে। এইভাবে সেই আটটি স্বর্গসদৃশ বর্ষের অধিবাসীরা তাদের রমণীদের আচরণে আকৃষ্ট হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

এখানে নিম্নস্তরের স্বর্গলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা নববিকশিত পদ্মপূর্ণ নির্মল সরোবর এবং ফল, ফুল, নানা প্রকার পক্ষী ও গুঞ্জনরত

ভ্রমরে পূর্ণ মনোরম পরিবেশে মহা আনন্দে জীবন উপভোগ করেন। সেই সুন্দর পরিবেশে তাঁরা অতি সুন্দরী এবং কামাসক্তা পত্নীদের সঙ্গে আনন্দে মগ্ন থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, যে কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে। এই পৃথিবীর অধিবাসীরাও সেইরূপ স্বর্গসুখ উপভোগ করার বাসনা করে, কিন্তু যখন তারা কোন না কোন মতে মৈথুন আর আসবপানের কৃত্রিম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তখন তারা ভগবানের সেবা করার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। স্বর্গলোকের অধিবাসীরা যদিও উন্নততর ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন, তবুও তাঁরা কখনও ভুলে যান না যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস।

শ্লোক ১৪

নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্ম-তত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

নবসু—নয়টি; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বর্ষেষু**—বর্ষ নামক ভূখণ্ডে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নারায়ণঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **মহা-পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরুষাণাম্**—তাঁর বিভিন্ন ভক্তদের; **তৎ-অনুগ্রহায়**—তাঁর কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **আত্ম-তত্ত্ব-ব্যূহেন**—নিজেকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহে বিস্তার করার দ্বারা; **আত্মনা**—স্বয়ং; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **সন্নিধীয়তে**—তাঁর ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর ভক্তদের কৃপা করার জন্য বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে নয়টি বর্ষের প্রতিটি বর্ষেই বিরাজমান। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন যে, দেবতারা বিভিন্ন অর্চা-বিগ্রহরূপে ভগবানের পূজা করেন, কারণ চিৎ-জগৎ ব্যতীত অন্য কোথাও সাক্ষাৎভাবে ভগবানের পূজা করা সম্ভব নয়। জড় জগতে ভগবান সর্বদাই মন্দিরে অর্চা-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। অর্চাবিগ্রহ এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই যাঁরা পূর্ণ ঐশ্বর্য সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এমনকি এই পৃথিবীতেও,

নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *অর্চে বিষ্ণৌ শিলাধির্গুরুষু নরমতিঃ*—"মন্দিরে অর্চা-বিগ্রহকে কখনও কাঠ, পাথর বা ধাতু বলে মনে করা উচিত নয়, এবং কখনও শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়।" নিষ্ঠা সহকারে এই শাস্ত্রনির্দেশ পালন করে, অপরাধশূন্য হয়ে অর্চা-বিগ্রহরূপে ভগবানের সেবা করা উচিত। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, এবং তাঁকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। অর্চা-বিগ্রহ এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপরাধশূন্য হলে, আধ্যাত্মিক জীবনে বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করা যায়।

এই সম্পর্কে *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে—

পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে ।
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥
তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে ।
জলাবৃতিস্থ-বৈকুণ্ঠস্থিত বেদবতীপুরে ॥
সত্যোর্ধ্বে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে ।
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে ।
ক্ষীরাম্বুধিস্থিতান্তে ক্রোড়পর্য্যঙ্কধামনি ॥
সাত্বতীয়ে ক্বচিৎ তন্ত্রে নব ব্যূহাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ ॥
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ।
তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥

"*পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে যে, ভগবান পরব্যোমে চতুর্দিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপে নিজেকে বিস্তার করে পূজা গ্রহণ করছেন। এক পাদ বিভূতি রূপ এই জড় জগতেও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপে ভগবান বিরাজমান। এই জড় জগতে জলের দ্বারা আচ্ছাদিত একটি বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেখানে বেদবতী বলে একটি স্থান রয়েছে, যেখানে বাসুদেব বিরাজ করেন। সত্যলোকের ঊর্ধ্বে বিষ্ণুলোক নামক একটি লোক রয়েছে, যেখানে সঙ্কর্ষণ বিরাজমান। তেমনই, দ্বারকাপুরীতে প্রদ্যুম্ন তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করে বিরাজ করছেন। শ্বেতদ্বীপে ক্ষীর সমুদ্রের মাঝখানে ঐরাবতীপুর নামক একটি স্থান রয়েছে, এবং সেখানে অনিরুদ্ধ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করে রয়েছেন। কোন কোন *সাত্বত-তন্ত্রে* নটি বর্ষের আরাধ্য বিগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—(১) বাসুদেব, (২) সঙ্কর্ষণ,

(৩) প্রদ্যুম্ন, (৪) অনিরুদ্ধ, (৫) নারায়ণ, (৬) নৃসিংহ, (৭) হয়গ্রীব, (৮) মহাবরাহ, এবং (৯) ব্রহ্মা।" এই প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যখন ব্রহ্মা হওয়ার উপযুক্ত কোনও ব্যক্তি থাকে না, তখন ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন। *তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তবিধয়া হরি।* এখানে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং শ্রীহরি।

শ্লোক ১৫

ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্ন হ্যন্যস্তত্রাপরো নির্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞো যৎপ্রবেক্ষ্যতঃ স্ত্রীভাবস্তৎপশ্চাদ্বক্ষ্যামি ॥১৫॥

ইলাবৃতে—ইলাবৃতবর্ষে; **তু**—কিন্তু; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান্; **ভবঃ**—শিব; **এক**—কেবল; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুমান্**—পুরুষ; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **তত্র**—সেখানে; **অপরঃ**—ব্যতীত; **নির্বিশতি**—প্রবেশ করে; **ভবান্যা-শাপ-নিমিত্ত-জ্ঞঃ**—শিবের পত্নী ভবানীর শাপের কারণ যিনি জানেন; **যৎ-প্রবেক্ষ্যতঃ**—বলপূর্বক যে সেই স্থানে প্রবেশ করে; **স্ত্রী-ভাবঃ**—নারীতে পরিণত হয়; **তৎ**—তা; **পশ্চাৎ**—পরে; **বক্ষ্যামি**—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইলাবৃতবর্ষে পরম শক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী চান না যে, কোন পুরুষ সেই স্থানে প্রবেশ করুক। অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে নারীতে পরিণত করেন। সেই কথা আমি পরে (*শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে) বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৬

ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি ॥ ১৬ ॥

ভবানী-নাথৈঃ—ভবানীনাথ; **স্ত্রী-গণ**—রমণীদের; **অর্বুদ-সহস্রৈঃ**—সহস্র অর্বুদ; **অবরুধ্যমানঃ**—সর্বদা সেবিত হয়ে; **ভগবতঃ চতুঃ-মূর্তেঃ**—চতুর্ব্যূহরূপে প্রকাশিত

ভগবান; **মহা-পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **তুরীয়াম্**—চতুর্থ বিস্তার; **তামসীম্**—তমোগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত; **মূর্তিম্**—রূপ; **প্রকৃতিম্**—উৎসরূপে; **আত্মনঃ**—স্বয়ং (শ্রীশিব); **সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞাম্**—সঙ্কর্ষণ নামক; **আত্ম-সমাধি-রূপেণ**—সমাধি যোগে তাঁর ধ্যান করে; **সন্নিধাপ্য**—সন্নিধানে আনয়ন করে; **এতৎ**—এই; **অভিগৃণন্**—স্পষ্টভাবে কীর্তন করে; **ভবঃ**—শ্রীশিব; **উপধাবতি**—পূজা করেন।

অনুবাদ

ইলাবৃতবর্ষে শ্রীশিব সর্বদা কোটি কোটি সেবিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেবিত হন। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ—ভগবানের এই চতুর্ব্যূহের চতুর্থ মূর্তি সঙ্কর্ষণ নিঃসন্দেহে শুদ্ধ চিন্ময়। কিন্তু এই জড় জগতে তাঁর ধ্বংসাত্মক কার্য তামসিক বলে তিনি তামসী নামে অভিহিত হন। ভগবান শিব জানেন যে, সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন তাঁর অংশী বা মূল কারণ, এবং তাই তিনি সর্বদা সমাধি যোগে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে তাঁর ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও আমরা ধ্যানমগ্ন শিবের ছবি দেখি। এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, শিব সর্বদা ভগবান সঙ্কর্ষণের ধ্যানে মগ্ন। শিব এই জড় জগতের সংহার কার্যের অধ্যক্ষ। ব্রহ্মা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব ধ্বংস করেন। যেহেতু ধ্বংসকার্য তমোগুণে সাধিত হয়, তাই শিব এবং তাঁর আরাধ্যদেব সঙ্কর্ষণকে ব্যবহারিকভাবে *তামসী* বলা হয়। শ্রীশিব হচ্ছেন তমোগুণের অবতার। যেহেতু শিব ও সঙ্কর্ষণ উভয়েই পূর্ণ জ্ঞানময় এবং শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেহেতু তাঁদের কার্যকলাপ তমোগুণের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্ট করে, তাই তাঁদের কখনও কখনও *তামসী* বলা হয়।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্বগুণসঙ্খ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরম শক্তিমান শ্রীশিব বললেন; **ওঁ নমো ভগবতে**—হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **মহা-**

পুরুষায়—পরম পুরুষকে; **সর্ব-গুণ-সঙ্খ্যানায়**—সমস্ত দিব্য গুণের আধার; **অনন্তায়**—অনন্তকে; **অব্যক্তায়**—যিনি জড় জগতে প্রকাশিত নন; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীশিব বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত দিব্য গুণের আধার। যদিও আপনি অনন্ত, তবুও অভক্তদের কাছে আপনি অব্যক্ত থাকেন।

শ্লোক ১৮

ভজে ভজন্যারণপাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্ ।
ভক্তেষ্বলং ভাবিতভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

ভজে—আমি ভজনা করি; **ভজন্য**—হে পরম আরাধ্য প্রভু; **অরণ-পাদ-পঙ্কজম্**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর ভক্তদের সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করেন; **ভগস্য**—ঐশ্বর্যের; **কৃৎস্নস্য**—বিভিন্ন প্রকারের (ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, জ্ঞান, শ্রী এবং বৈরাগ্য); **পরম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পরায়ণম্**—পরম আশ্রয়; **ভক্তেষু**—ভক্তদের জন্য; **অলম্**—অনুমানের অতীত; **ভাবিত-ভূত-ভাবনম্**—যিনি তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন; **ভব-অপহম্**—যিনি তাঁর ভক্তদের সংসার মোচন করেন; **ত্বা**—আপনাকে; **ভব-ভাবম্**—যিনি সমস্ত জড় সৃষ্টির উৎস; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি একমাত্র আরাধ্য, কারণ আপনি পরমেশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার। আপনার অভয়চরণারবিন্দ আপনার ভক্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে, এবং তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনি বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। হে প্রভু, আপনি আপনার ভক্তদের সংসার মোচন করেন। কিন্তু অভক্তেরা চিরকাল আপনারই ইচ্ছায় এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি কৃপা করে আমাকে আপনার নিত্য দাসত্ব প্রদান করুন।

শ্লোক ১৯

ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভি-
র্নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে ৷
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসাং
কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ ৷৷ ১৯ ৷৷

ন—কখনই না; **যস্য**—যাঁর; **মায়া**—মোহিনী শক্তির; **গুণ**—গুণে; **চিত্ত**—হৃদয়ের; **বৃত্তিভিঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা (চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা); **নিরীক্ষতঃ**—দর্শনকারীর; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অণু**—স্বল্প মাত্রায়; **অপি**—ও; **দৃষ্টিঃ**—দৃষ্টি; **অজ্যতে**—প্রভাবিত হয়; **ঈশে**—নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; **যথা**—যেমন; **নঃ**—আমাদের; **অজিত**—যিনি জয় করেননি; **মন্যু**—ক্রোধের; **রংহসাম্**—বেগ; **কঃ**—কে; **তম্**—তাঁকে (সেই পরমেশ্বরকে); **ন**—না; **মন্যেত**—পূজা করবে; **জিগীষুঃ**—জয় করার বাসনায়; **আত্মনঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি।

অনুবাদ

আমরা আমাদের ক্রোধের বেগ জয় করতে পারিনি। তাই যখন আমরা জড় বস্তু দর্শন করি, তখন অনুরাগ অথবা বিদ্বেষের ভাব এড়ানো যায় না। কিন্তু ভগবান কখনও এইভাবে প্রভাবিত হন না। যদিও সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য তিনি এই জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবুও তিনি অণুমাত্রও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগ জয় করার অভিলাষী, তাঁর অবশ্য কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহলে তিনি বিজয়ী হবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সমন্বিত। যদিও প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁর শাশ্বত চিন্ময় স্থিতির ফলে ভগবান যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই ভগবানকে বলা হয় গুণাতীত, এবং যারা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাদের অবশ্য কর্তব্য তাঁর শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২০

অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

অসৎ-দৃশঃ—যার দৃষ্টি কলুষিত; **যঃ**—যিনি; **প্রতিভাতি**—প্রতীত হন; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে; **ক্ষীবঃ**—ক্রুদ্ধ; **ইব**—সদৃশ; **মধু**—মধু; **আসব**—এবং সুরার দ্বারা; **তাম্র-লোচনঃ**—তাম্রসদৃশ রক্তনেত্র-বিশিষ্ট; **ন**—না; **নাগবধ্বঃ**—নাগপত্নীগণ; **অর্হণে**—পূজায়; **ঈশিরে**—অসমর্থ হয়েছিল; **হ্রিয়া**—লজ্জাবশত; **যৎপাদয়োঃ**—যাঁর চরণকমল; **স্পর্শন**—স্পর্শের দ্বারা; **ধর্ষিত**—উত্তেজিত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

যাদের দৃষ্টি কলুষিত, তাদের কাছে ভগবানের চক্ষু মধু এবং সুরা পানের ফলে আরক্তিম বলে মনে হয়। এইভাবে যারা বিমোহিত হয়েছে, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিরা ভগবানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং তাদের ক্রোধের ফলে, তাদের কাছে ভগবানও ক্রুদ্ধ এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কিন্তু এটি তাদের ভ্রান্তি। যখন নাগবধূরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছিলেন, লজ্জাবশত তাঁরা আর তাঁর অন্যান্য অঙ্গের অর্চনা করতে সমর্থ হননি। তবুও ভগবান তাঁদের স্পর্শে বিচলিত হননি, কারণ তিনি সর্ব অবস্থাতেই ধীর। তাই এমন কে আছে, যে ভগবানের আরাধনা করবে না?

তাৎপর্য

উত্তেজনার কারণ থাকলেও যিনি উত্তেজিত হন না, তাঁকে বলা হয় ধীর। ভগবান সর্বদা ত্রিগুণাতীত স্তরে থাকার ফলে, তিনি কখনও কোন কিছুর দ্বারা উত্তেজিত হন না। তাই কেউ যদি ধীর হতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*—যিনি সর্ব অবস্থায় ধীর, তিনি কখনও মোহিত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ধীর ব্যক্তির এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। নৃসিংহদেব যখন হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার জন্য ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বিচলিত হননি। তিনি শান্ত এবং অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু অন্যেরা, এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত ভগবানের সেই রূপ দর্শন করে ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামসু ॥ ২১ ॥

যম্—যাঁকে; **আহুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন; **অস্য**—এই জড় জগতের; **স্থিতি**—পালন; **জন্ম**—সৃষ্টি; **সংযমম্**—সংহার; **ত্রিভিঃ**—এই তিন; **বিহীনম্**—রহিত; **যম্**—যা; **অনন্তম্**—অনন্ত; **ঋষয়ঃ**—সমস্ত মহর্ষিগণ; **ন**—না; **বেদ**—অনুভব করেন; **সিদ্ধ-অর্থম্**—সরিষার বীজ; **ইব**—সদৃশ; **ক্বচিৎ**—কোথায়; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **ভূমণ্ডলম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **মূর্ধ-সহস্র-ধামসু**—ভগবানের হাজার হাজার ফণার উপর।

অনুবাদ

দেবাদিদেব মহাদেব বললেন—সমস্ত মহর্ষিরা ভগবানকে সমগ্র সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কারণ বলে স্বীকার করেন, যদিও এই সমস্ত কার্যকলাপে তাঁর করণীয় কিছু নেই। তাই ভগবানকে বলা হয় অনন্ত। ভগবান যদিও তাঁর শেষ অবতারে তাঁর সহস্র ফণায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে ধারণ করে রয়েছেন, তবুও প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে এক-একটি সরিষার মতো মনে হয়। তাই সিদ্ধি লাভের অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি তাঁর আরাধনা করবেন না?

তাৎপর্য

শেষ বা অনন্ত নামক ভগবানের অবতার অনন্ত শক্তি, যশ, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং বৈরাগ্য সমন্বিত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, অনন্তের শক্তি এমনই অসীম যে, তাঁর ফণায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে। তাঁর রূপ সহস্র সহস্র ফণা সমন্বিত একটি সর্পের মতো, এবং যেহেতু তাঁর শক্তি অনন্ত, তাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর কাছে নগণ্য সরষের দানার মতো হাল্কা বলে মনে হয়। একটি সাপের মাথার উপর একটি সরষের দানা যে কত নগণ্য, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এই প্রসঙ্গে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* আদি লীলার পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৭-১২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অনন্তশেষ নাগরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর ফণার উপর ধারণ করে রয়েছেন। আমাদের গণনা অনুসারে, এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত ভারী হতে

পারে, কিন্তু ভগবান অনন্ত হওয়ার ফলে, তাঁর কাছে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড সরষের দানা থেকে ভারী নয়।

শ্লোক ২২-২৩

যস্যাদ্য আসীদ্ গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল ।
যৎসম্ভবোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥ ২২ ॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ ।
মহানহং বৈকৃততামসেন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ২৩ ॥

যস্য—যাঁর থেকে; **আদ্যঃ**—শুরু; **আসীৎ**—ছিল; **গুণ-বিগ্রহঃ**—গুণাবতার; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **বিজ্ঞান**—পূর্ণ জ্ঞানের; **ধিষ্ণ্যঃ**—উৎস; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ**—যাঁর থেকে; **সম্ভবঃ**—জন্ম; **অহম্**—আমি; **ত্রিবৃতা**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে তিন প্রকার; **স্ব-তেজসা**—আমার জড় শক্তির দ্বারা; **বৈকারিকম্**—সমস্ত দেবতা; **তামসম্**—জড় উপাদানসমূহ; **ঐন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সৃজে**—আমি সৃষ্টি করি; **এতে**—এই সমস্ত; **বয়ম্**—আমরা; **যস্য**—যাঁর; **বশে**—বশীভূত; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মাগণ; **স্থিতাঃ**—অবস্থিত; **শকুন্তাঃ**—পক্ষিগণ; **ইব**—সদৃশ; **সূত্র-যন্ত্রিতাঃ**—সূত্রবদ্ধ; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **অহম্**—আমি; **বৈকৃত**—দেবতাগণ; **তামস**—পঞ্চমহাভূত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সৃজামঃ**—আমরা সৃষ্টি করি; **সর্বে**—আমরা সকলে; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার দ্বারা; **ইদম্**—এই জড় জগৎ।

অনুবাদ

ভগবান থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, যাঁর শরীর মহত্তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত, এবং যিনি রজোগুণ-প্রধান বুদ্ধির আশ্রয়। সেই ব্রহ্মা থেকে অহঙ্কার তত্ত্ব আমি রুদ্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমার শক্তির দ্বারা আমি অন্য সমস্ত দেবতাদের, পঞ্চমহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করি। তাই আমি সেই ভগবানের আরাধনা করি, যিনি

আমাদের সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যাঁর নিয়ন্ত্রণে সমস্ত দেবতারা, মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ, এমনকি ব্রহ্মা ও আমি স্বয়ং—আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পাখিদের মতো নিয়ন্ত্রিত হই। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমরা এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশকার্য সাধনে সক্ষম হই। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্বের সারাংশ প্রদান করা হয়েছে। সঙ্কর্ষণ থেকে মহাবিষ্ণুর বিস্তার হয়, এবং মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর বিস্তার হয়। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে জাত ব্রহ্মা থেকে শিবের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে সমস্ত দেবতারা ক্রমশ উদ্ভূত হন। ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু বিভিন্ন গুণের অবতার। বিষ্ণু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড় গুণের অতীত, কিন্তু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পালনের জন্য সত্ত্বগুণ নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রহ্মার জন্ম হয় মহত্তত্ত্ব থেকে। ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা পালন করেন এবং শিব তা ধ্বংস করেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত প্রধান দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করেন বিশেষ করে ব্রহ্মা এবং শিবকে—ঠিক যেভাবে পাখির মালিক সুতো দিয়ে বেঁধে পাখিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে কখনও কখনও বাজ পাখিকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শ্লোক ২৪

যন্নির্মিতাং কর্হ্যপি কর্মপর্বণীং
মায়াং জনোহয়ং গুণসর্গমোহিতঃ ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তে বিলয়োদয়াত্মনে ॥ ২৪ ॥

যৎ—যাঁর দ্বারা; **নির্মিতাম্**—নির্মিত; **কর্হি অপি**—কোন সময়; **কর্ম-পর্বণীম্**—সকাম কর্মের গ্রন্থি; **মায়াম্**—মায়া; **জনঃ**—ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **গুণ-সর্গ-মোহিতঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **নিস্তারণ-যোগম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা; **অঞ্জসা**—শীঘ্র; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **বিলয়-উদয়-আত্মনে**—যাঁর মধ্যে সবকিছু লীন হয়ে পুনরায় সৃষ্টি হয়।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া সমস্ত বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতে বেঁধে রাখে। তাই তাঁর কৃপা ব্যতীত আমাদের মতো ব্যক্তি বুঝতে পারে না কিভাবে সেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।" ভগবানের মায়ার বশীভূত হয়ে কার্য করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা, তারা তাদের দেহটিকেই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিক থেকে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে। কখনও তারা এই সমস্ত সমস্যার ফলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থার অন্বেষণ করে। দুর্ভাগ্যবশত সেই সমস্ত তথাকথিত গবেষণাকারীরা ভগবান এবং তাঁর মায়াশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং তার ফলে তারা কেবল অন্ধকারেই থাকে, বাইরে আসার পথ খুঁজে পায় না। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং অগ্রণী গবেষণাকারীরা এক হাস্যকর উপায়ে জীবনের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে। জীবনের উদ্ভব যে পূর্ব থেকেই হচ্ছে, সেই কথা তারা ভেবে দেখে না। জীবনের রাসায়নিক সংগঠন যে কি তা যদি তারা জানতেও পারে, তার ফলে তারা কি কৃতিত্ব লাভ করবে? তাদের রাসায়নিক উপাদানগুলি মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূতের বিকার মাত্র। *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবের কখনও সৃষ্টি হয় না (*ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্*)। পাঁচটি স্থূল উপাদান এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) রয়েছে, আর রয়েছে শাশ্বত জীব। জীব কোন এক বিশেষ প্রকার শরীরের বাসনা করে, এবং ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি থেকে সেই দেহ সৃষ্টি হয়, যা ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান জীবকে এক বিশেষ প্রকার যান্ত্রিক শরীর প্রদান করেন, এবং জীব সকাম

কর্মের নিয়ম অনুসারে তা নিয়ে কর্ম করে। এই শ্লোকে সকাম কর্মের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*কর্মপর্বনীং মায়াম্*। জীব দেহরূপ যন্ত্রে বসে রয়েছে এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সেই যন্ত্রটি সে চালায়। এটিই হচ্ছে আত্মার দেহান্তরের রহস্য। এইভাবে জীব এই জড় জগতে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি* —মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয় নিয়ে জীব প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

সৃষ্টি এবং লয়ের সমস্ত কার্যকলাপে জীব সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সকাম কর্ম সম্পাদিত হয় মায়ার দ্বারা। জীবের অবস্থা ভগবানের দ্বারা চালিত ঠিক একটি কমপিউটারের মতো। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে, কিন্তু প্রকৃতি যে কি তা তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না। প্রকৃতি ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। যখন সেই চালককে জানা যায়, তখন জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণ-রূপে জেনে, আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" তাই সুস্থমস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষ ভগবানের শরণাগত হন এবং তার ফলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'গঙ্গার অবতরণ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভগবানের প্রতি জম্বূদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জম্বূদ্বীপের বিভিন্ন বর্ষ এবং প্রত্যেক বর্ষে উপাসিত ভগবানের অবতারের বর্ণনা করেছেন। ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি হচ্ছেন ভদ্রশ্রবা। তিনি এবং তাঁর সেবকেরা সর্বদা ভগবানের হয়গ্রীব মূর্তির উপাসনা করেন। প্রত্যেক কল্পান্তে যখন অজ্ঞান নামক অসুর বৈদিক জ্ঞান চুরি করে, তখন ভগবান হয়গ্রীব আবির্ভূত হয়ে তা রক্ষা করেন। তারপর তিনি তা ব্রহ্মাকে দান করেন। হরিবর্ষে মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। (*শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে।) প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হরিবর্ষবাসীরা সর্বদা নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ লাভের জন্য। কেতুমালবর্ষে ভগবান হৃষীকেশ কামদেব রূপে প্রকাশিত হন। লক্ষ্মীদেবী এবং সেখানকার দেবতারা দিবারাত্র তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন। ষোলকলায় নিজেকে প্রকাশিত করে ভগবান হৃষীকেশই হচ্ছেন সাহস, তেজ এবং বলের একমাত্র কারণ। বদ্ধ জীবদের একটি ত্রুটি হচ্ছে যে তারা সর্বদা ভয়ভীত, কিন্তু ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সে তার এই জড় জীবনের ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই ভগবানকেই কেবল প্রভু বলে সম্বোধন করা যায়। রম্যকবর্ষে মনু এবং সেখানকার অধিবাসীরা আজও মৎস্যদেবের উপাসনা করেন। মৎস্যদেব, যাঁর রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, এবং সেই হেতু তিনি ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরিচালক। হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান কূর্মমূর্তি ধারণ করে বিরাজমান। অর্যমা এই বর্ষবাসীদের সঙ্গে এই মূর্তির উপাসনা করেন। তেমনই উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান শ্রীহরি বরাহমূর্তি ধারণ করে এই বর্ষবাসীদের পূজা গ্রহণ করেন।

এই অধ্যায়ের সমস্ত তথ্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। তাই শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ গঙ্গার তটে বাস করার থেকেও শ্রেয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত চিন্ময় ভাব এবং দেবতাদের গুণ বিরাজ করে। অভক্তদের হৃদয়ে কিন্তু

কোন সৎ গুণ থাকতে পারে না, কারণ তারা কেবল ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা বিমোহিত। ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জানা যায় যে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র আরাধ্য। সেই কথা স্বীকার করে সকলেরই ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* —সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা। বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করার পর যদি হৃদয়ের সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার ফলে কেবল অনর্থক পরিশ্রমই হয়েছে। সে কেবল তার সময়ের অপচয় করেছে। ভগবানের প্রতি আসক্তির অভাবে সে এই জড় জগতে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি আসক্ত থাকে। অতএব এই অধ্যায়ের শিক্ষা হচ্ছে—সংসার-জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তথা চ ভদ্রশ্রবা নাম ধর্মসুতস্তৎকুলপতয়ঃ পুরুষা ভদ্রাশ্ববর্ষে সাক্ষাদ্ভগবতো বাসুদেবস্য প্রিয়াং তনুং ধর্মময়ীং হয়শীর্ষাভিধানাং পরমেণ সমাধিনা সন্নিধাপ্যেদমভিগৃণন্ত উপধাবন্তি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তথা চ**—তেমনই (যেভাবে শিব ইলাবৃতবর্ষে সঙ্কর্ষণের উপাসনা করেন); **ভদ্রশ্রবা**—ভদ্রশ্রবা; **নাম**—নামক; **ধর্ম-সুতঃ**—ধর্মরাজের পুত্র; **তৎ**—তাঁর; **কুল-পতয়ঃ**—কুলপতিদের; **পুরুষাঃ**—অধিবাসীগণ; **ভদ্রাশ্ব-বর্ষে**—ভদ্রাশ্ববর্ষে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বাসুদেবস্য**—শ্রীবাসুদেবের; **প্রিয়াম্ তনুম্**—অত্যন্ত প্রিয় রূপ; **ধর্ম-ময়ীম্**—সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেষ্টা; **হয়শীর্ষ-অভিধানাম্**—হয়শীর্ষ নামক ভগবানের অবতার (হয়গ্রীব নামেও পরিচিত); **পরমেণ সমাধিনা**—পরম সমাধি-যোগে; **সন্নিধাপ্য**—নিকটে এসে; **ইদম্**—এই; **অভিগৃণন্তঃ**—কীর্তন করে; **উপধাবন্তি**—তাঁরা আরাধনা করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ধর্মরাজের পুত্র ভদ্রশ্রবা ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি। ঠিক যেভাবে শিব ইলাবৃতবর্ষে সঙ্কর্ষণের আরাধনা করেন, ভদ্রশ্রবাও তেমনই

তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিবাসীগণ সহ হয়শীর্ষ নামক বাসুদেবের অবতারের আরাধনা করেন। ভগবান হয়শীর্ষ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেষ্টা। ভদ্রশ্রবা এবং তাঁর পার্ষদেরা পরম সমাধিযোগে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন এবং সযত্ন উচ্চারণের মাধ্যমে নিম্নরূপ প্রার্থনা কীর্তন করেন।

শ্লোক ২

ভদ্রশ্রবস ঊচুঃ

ওঁ নমো ভগবতে ধর্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি ॥ ২ ॥

ভদ্রশ্রবসঃ ঊচুঃ—অধিপতি শ্রীভদ্রশ্রবা ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা বললেন; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ধর্মায়**—সমস্ত ধর্মের উৎস; **আত্ম-বিশোধনায়**—যিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে আমাদের পবিত্র করেন; **নমঃ**—আমাদের প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রীভদ্রশ্রবা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা এইভাবে ভগবানের স্তব করেন—আমরা সমস্ত ধর্মের উৎস ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এই জড় জগতে জীবের মলিনতা দূরীভূত করে তাদের হৃদয় নির্মল করেন। আমরা বারবার তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষেরা জানে না যে, কিভাবে তারা প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং দণ্ডিত হচ্ছে। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে তারা মনে করে যে, জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় তারা অত্যন্ত সুখে রয়েছে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে মূঢ়—*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ* এই সমস্ত মূঢ়েরা জানে না যে, তারা যদি পবিত্র হতে চায়, তাহলে তপস্যার দ্বারা তাদের ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। এই আত্মশোধনই হচ্ছে মানব-জীবনের লক্ষ্য। অন্ধের মতো ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া এই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর, জীবের কর্তব্য হচ্ছে আত্মশোধনের জন্য কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়া—*তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং*

শুদ্ধ্যেৎ। মহারাজ ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন। মনুষ্য-জীবনে আত্ম-শোধনের জন্য সব রকম তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। *যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্*। আমরা সকলেই সুখের অন্বেষণ করছি, কিন্তু আমাদের অবিদ্যা এবং মূর্খতার বশে আমরা জানি না আত্যন্তিক সুখ কি। আত্যন্তিক সুখকে বলা হয় *ব্রহ্মসৌখ্য* বা ব্রহ্মানন্দ। এই জড় জগতে যদিও আমরা কিছু তথাকথিত সুখভোগ করতে পারি, কিন্তু সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী। মূর্খ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সেই কথা বুঝতে পারে না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্*—ক্ষণস্থায়ী জড়সুখ ভোগের জন্য এই সমস্ত মূর্খেরা কি বিশাল সমস্ত আয়োজন করেছে, এবং তার ফলে তারা জন্ম-জন্মান্তরে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

শ্লোক ৩

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্নসদ্‌যর্হি বিকর্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥ ৩ ॥

অহো—আহা; **বিচিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **ভগবৎ-বিচেষ্টিতম্**—ভগবানের লীলা; **ঘ্নন্তম্**—মৃত্যু; **জনঃ**—ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মিষন্**—দেখা সত্ত্বেও; **ন পশ্যতি**—দেখে না; **ধ্যায়ন্**—চিন্তা করে; **অসৎ**—জড় সুখ; **যর্হি**—যেহেতু; **বিকর্ম**—নিষিদ্ধ কর্ম; **সেবিতুম্**—উপভোগ করার জন্য; **নির্হৃত্য**—দগ্ধ করে; **পুত্রম্**—পুত্রকে; **পিতরম্**—পিতা; **জিজীবিষতি**—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চায়।

অনুবাদ

আহা, কি আশ্চর্য! মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে দেখেও দেখে না! তারা জানে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবুও তারা তার প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে উপেক্ষা করতে চায়। পিতার মৃত্যু হলে পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদ উপভোগ করতে চায়, এবং পুত্রের মৃত্যু হলে পিতা সেই পুত্রের ধন-সম্পদ উপভোগ করতে চায়। উভয় ক্ষেত্রেই লব্ধ ধন দ্বারা জড় সুখ ভোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।

তাৎপর্য

জড় সুখ মানে হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের সুন্দর ব্যবস্থা। এই জড় জগতে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা আসন্ন মৃত্যুর প্রতি উদাসীন থেকে, এই চারটি উপায়ে

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই কেবল জীবন ধারণ করে। পিতার মৃত্যুর পর, মৃত পিতাকে দাহ করে এসে পুত্র তার ধন-সম্পত্তি নিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা করে। তেমনই পুত্রের মৃত্যুর পর, মৃত পুত্রকে দাহ করে এসে পিতা তার ধন-সম্পদ উপভোগ করার চেষ্টা করে। কখনও মৃত পুত্রের পিতা বিধবা পুত্রবধূকে পর্যন্ত উপভোগ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের আচরণ এমনই জঘন্য। তাই শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সংঘটিত এই বিষয় সুখের লীলা কি আশ্চর্যজনক!" অর্থাৎ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সব রকম পাপকর্ম করতে চায়, কিন্তু ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউ কোন কিছু করতে পারে না। ভগবান কেন পাপকর্ম করার অনুমতি দেন? ভগবান চান না যে কোন জীব পাপাচরণ করুক, এবং তিনি তাদের বিবেকের মাধ্যমে তাদের পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কেউ যখন পাপকর্ম করতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন ভগবান তাকে তার নিজের দায়িত্বে সেই কর্ম করতে অনুমতি দেন (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারে না, কিন্তু তিনি এতই কৃপালু যে, বদ্ধ জীব যখন কোন কিছু করতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তার নিজের দায়িত্বে সেই কর্ম করতে ভগবান অনুমতি দেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকে, বিশেষ করে ভৌম স্বর্গে, পিতা জীবিত থাকতে পুত্রের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রায়ই পিতার পূর্বে পুত্রের মৃত্যু হয়। বিষয়াসক্ত পিতা তার পুত্রের সম্পত্তি মহা আনন্দে উপভোগ করে। পিতা এবং পুত্র কেউই বাস্তব সত্যকে দর্শন করতে পারে না। তাই তারা উভয়েই আসন্ন মৃত্যুকে দেখতে পায় না। কিন্তু মৃত্যু যখন আসে, তখন তাদের জড় সুখভোগের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

শ্লোক ৪

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ ।
তথাপি মুহ্যন্তি তবাজ মায়য়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥ ৪ ॥

বদন্তি—প্রামাণিক সূত্র থেকে তাঁরা বলেন; **বিশ্বম্**—সমগ্র জড় জগৎ; **কবয়ঃ**—মহাজ্ঞানী ঋষিরা; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **নশ্বরম্**—নশ্বর; **পশ্যন্তি**—সমাধি মগ্ন হয়ে তাঁরা দর্শন করেন; **চ**—ও; **অধ্যাত্ম-বিদঃ**—যাঁরা অধ্যাত্ম জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন;

বিপশ্চিতঃ—অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **মুহ্যন্তি**—মোহিত হন; **তব**—আপনার; **অজ**—হে অজ; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **সু-বিস্মিতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **কৃত্যম্**—কার্যকলাপ; **অজম্**—পরম অজকে; **নতঃ অস্মি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **তম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে অজ, আত্ম-তত্ত্ববিৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা, বিবেকীরা এবং দার্শনিকেরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, এই জড় জগৎ নশ্বর। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁরা এই জগতের প্রকৃত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন, এবং সেই তত্ত্ব তাঁরা প্রচারও করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনও কখনও আপনার মায়ার দ্বারা মোহিত হন। এটিই আপনার অতি অদ্ভুত লীলা। তাই আমি বুঝতে পারি যে, আপনার মায়া অতি অদ্ভুত। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তাৎপর্য

ভগবানের মায়া কেবল এই জড় জগতে বদ্ধ জীবদের উপরই প্রভাব বিস্তার করে না, যাঁরা সমাধির মাধ্যমে এই জড় জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, কখনও কখনও তা তাঁদেরও বিমোহিত করে। যখনই কেউ মনে করে, "আমার স্বরূপ হচ্ছে আমার এই জড় দেহটি (*অহং মমেতি*) এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই আমার," তখনই সে মোহাচ্ছন্ন হয়। মায়াজনিত এই মোহ বিশেষ করে বদ্ধ জীবদের প্রভাবিত করে, কিন্তু কখনও কখনও তা মুক্ত জীবদেরও প্রভাবিত করে। মুক্ত আত্মা হচ্ছেন তিনি, যিনি জড় জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করার ফলে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে নিরস্ত হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে মুক্ত পুরুষেরাও কখনও কখনও তাঁদের চিন্ময় স্থিতিতে অসাবধানতাবশত মায়ার দ্বারা মোহিত হন। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—"যারা আমার শরণাগত হয়েছে, তারাই কেবল মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।" তাই কখনও নিজেকে মায়ার প্রভাবের অতীত মুক্ত পুরুষ বলে মনে করা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। তাহলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকা যাবে। তা না হলে, একটু অসাবধানতার ফলে সর্বনাশ হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে মহারাজ ভরতের দৃষ্টান্তটি দর্শন করেছি। নিঃসন্দেহে মহারাজ ভরত ছিলেন একজন মহান ভক্ত, কিন্তু একটি হরিণ-শিশুর প্রতি অল্প আসক্তির ফলে, তাঁকে আরও দুটি জন্ম

দুঃখভোগ করতে হয়েছিল—প্রথমে একটি হরিণরূপে এবং তারপর ব্রাহ্মণ জড় ভরত রূপে। তারপর তিনি মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু ভক্ত যদি ভগবানের উদারতার সুযোগ নিয়ে জ্ঞাতসারে বার বার ভুল করতে থাকে, তা হলে অবশ্যই ভগবান তাকে মায়ার জালে পতিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে তাকে দণ্ডদান করবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, *বেদ* অধ্যয়ন করে পুঁথিগত জ্ঞান লাভ করা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। তা হলেই মানুষের স্থিতি সুরক্ষিত হয়।

শ্লোক ৫

বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম তে
হ্যকর্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্যকারণে
সর্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুতঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্ব—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **উদ্ভব**—সৃষ্টির; **স্থান**—স্থিতির; **নিরোধ**—প্রলয়ের; **কর্ম**—এই সমস্ত কার্যকলাপ; **তে**—আপনার (হে ভগবান); **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অকর্তুঃ**—পৃথক; **অঙ্গীকৃতম্**—বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত; **অপি**—যদিও; **অপাবৃতঃ**—এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত নন; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **ন**—না; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **কার্য-কারণে**—সমস্ত কার্যের মূল কারণ; **সর্ব-আত্মনি**—সর্বতোভাবে; **ব্যতিরিক্তে**—পৃথক; **চ**—ও; **বস্তুতঃ**—মূল বস্তু।

অনুবাদ

হে ভগবান, যদিও আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা আপনি কখনও প্রভাবিত হন না, তবুও তা আপনার দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আপনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। আপনি সমস্ত কার্যের কারণ, যদিও আপনি সবকিছু থেকেই স্বতন্ত্র। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে।

শ্লোক ৬

যাঁরা

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসাতলাদ্‌যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তেঽবিতথেহিতায় ইতি ॥ ৬ ॥

বেদান্—চতুর্বেদ; **যুগ-অন্তে**—কল্পান্তে; **তমসা**—মূর্তিমান অজ্ঞানরূপী দৈত্যের দ্বারা; **তিরস্কৃতান্**—অপহরণ করে; **রসাতলাৎ**—রসাতল থেকে; **যঃ**—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **নৃ-তুরঙ্গ-বিগ্রহঃ**—অর্ধ নর এবং অর্ধ অশ্ব রূপ ধারণ করে; **প্রত্যাদদে**—পুনরায় প্রদান করেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কবয়ে**—পরম কবি ব্রহ্মাকে; **অভিযাচতে**—তিনি যখন সেগুলি প্রার্থনা করেছিলেন; **তস্মৈ**—তাঁকে (হয়গ্রীবকে); **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অবিতথ-ঈহিতায়**—যাঁর সঙ্কল্প কখনও বিফল হয় না; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

কল্পান্তে মূর্তিমান অজ্ঞানরূপী দৈত্য যখন সমস্ত বেদ অপহরণ করে রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল, তখন ভগবান হয়গ্রীব-মূর্তি প্রকট করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন, এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তা প্রদান করেছিলেন। সেই সত্যসংকল্প পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান যদিও অবিনশ্বর, তবুও এই জড় জগতে কখনও তা প্রকাশিত হয় এবং কখনও তা অপ্রকট হয়। এই জগতের মানুষ যখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, তখন বৈদিক জ্ঞান অপ্রকট হয়ে যায়। ভগবান হয়গ্রীব বা ভগবান মৎস্য কিন্তু সর্বদাই বৈদিক জ্ঞান রক্ষা করেন, এবং যথা সময়ে পুনরায় তা ব্রহ্মার মাধ্যমে বিতরিত হয়। ব্রহ্মা ভগবানের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তাই তিনি যখন বৈদিক জ্ঞানরূপী সম্পদ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে তা প্রদান করে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

হরিবর্ষে চাপি ভগবান্নরহরিরূপেণাস্তে । তদ্রূপগ্রহণনিমিত্তমুত্তরত্রাভিধাস্যে । তদ্দয়িতং রূপং মহাপুরুষগুণভাজনো মহাভাগবতো

দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ প্রহ্লাদোঽব্যবধানানন্যভক্তিযোগেন সহ তদ্বর্ষপুরুষৈরুপাস্তে ইদং চোদাহরতি ॥ ৭ ॥

হরি-বর্ষে—হরিবর্ষ নামক স্থানে; **চ**—ও; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নর-হরি-রূপেণ**—নৃসিংহদেব রূপে; **আস্তে**—অবস্থিত; **তৎ-রূপ-গ্রহণ-নিমিত্তম্**—যে কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (কেশব) নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন; **উত্তরত্র**—পরবর্তী অধ্যায়ে; **অভিধাস্যে**—আমি বর্ণনা করব; **তৎ**—তা; **দয়িতম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **রূপম্**—ভগবানের রূপ; **মহা-পুরুষ-গুণ-ভাজনঃ**—মহাপুরুষদের সমস্ত সৎগুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ; **মহা-ভাগবতঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; **দৈত্য-দানব-কুল-তীর্থী-করণ-শীলা-চরিতঃ**—যাঁর কার্যকলাপ এবং চরিত্র এতই পবিত্র ছিল যে, তিনি তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিলেন; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **অব্যবধান-অনন্য-ভক্তি-যোগেন**—অপ্রতিহতা এবং অবিচলিত ভক্তির দ্বারা; **সহ**—সঙ্গে; **তৎ-বর্ষ-পুরুষৈঃ**—হরিবর্ষবাসীদের; **উপাস্তে**—প্রণতি নিবেদন এবং আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **উদাহরতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভগবান নৃসিংহদেব হরিবর্ষে অবস্থান করেন। আমি পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করব কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য নৃসিংহ মূর্তিতে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাপুরুষদের সমস্ত সৎগুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁর চরিত্র এবং কার্যকলাপ তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিল। ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সমস্ত পার্ষদ এবং হরিবর্ষবাসীদের নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপের দ্বারা ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করছেন।

তাৎপর্য

জয়দেব গোস্বামী তাঁর দশাবতার স্তোত্রের প্রতিটি স্তবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (কেশবের) নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, *কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে, কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে,* এবং *কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।* *জগদীশ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সারা জগতের ঈশ্বর। তাঁর আদি রূপ হচ্ছে দ্বিভুজ, মুরলীধর এবং গোপাল কৃষ্ণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত, চিন্তামণি দ্বারা নির্মিত গৃহসমূহে সুরভি গাভীদের পালন করেন এবং যিনি শত-সহস্র লক্ষ্মীর দ্বারা সর্বদা গভীর সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, গোবিন্দ কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ। ভগবানের অসংখ্য অবতার রয়েছেন, ঠিক যেমন নদীতে অসংখ্য তরঙ্গ রয়েছে, কিন্তু তাঁর আদি রূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা কেশব।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রহ্লাদ মহারাজের সম্বন্ধে নৃসিংহদেবের উল্লেখ করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মহাপরাক্রমশালী পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁকে গভীরভাবে নির্যাতন করেছিল। অসহায় প্রহ্লাদ মহারাজ তখন ভগবানকে ডেকেছিলেন, এবং ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে সংহার করার জন্য ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও আদি পুরুষ, এক এবং অদ্বিতীয়, তবুও তাঁর ভক্তদের আনন্দ বিধানের জন্য অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তাই জয়দেব গোস্বামী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা করে, তাঁর দশাবতার স্তোত্রে আদি পুরুষ কেশবের নামের বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

শ্লোক ৮

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা । অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠা ওঁ ক্ষ্রৌম্ ॥ ৮ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নরসিংহায়**—নৃসিংহ নামক; **নমঃ**—প্রণতি; **তেজঃ-তেজসে**—সমস্ত শক্তির শক্তি; **আবিঃ-আবির্ভব**—কৃপাপূর্বক পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন; **বজ্র-নখ**—বজ্রের মতো যাঁর নখ; **বজ্র-দংষ্ট্র**—বজ্রের মতো যাঁর দাঁত; **কর্ম-আশয়ান্**—কর্মের দ্বারা সুখী হওয়ার আসুরিক বাসনা; **রন্ধয় রন্ধয়**—দয়া করে পরাস্ত করুন; **তমঃ**—অজ্ঞান; **গ্রস**—কৃপাপূর্বক দূর করুন; **গ্রস**—কৃপাপূর্বক দূর করুন; **ওঁ**—হে ভগবান; **স্বাহা**—সশ্রদ্ধ

আহুতি; **অভয়ম্**—অভয়; **অভয়ম্**—অভয়; **আত্মনি**—আমার মনে; **ভূয়িষ্ঠাঃ**—আপনি আবির্ভূত হন; **ওঁ**—হে ভগবান; **ক্ষ্রৌম্**—নৃসিংহ মন্ত্রের বীজ।

অনুবাদ

সমস্ত তেজের উৎস ভগবান নৃসিংহদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান আপনার নখ এবং আপনার দন্ত বজ্রের মতো, দয়া করে আপনি আমাদের সমস্ত আসুরিক কর্মবাসনার বিনাশ করুন। দয়া করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, আমাদের সমস্ত অজ্ঞান দূর করুন যাতে আপনার কৃপায় আমরা জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক হতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২২/৩৯) সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে বলেছেন—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ৷
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

"সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নখাগ্রের সেবায় যুক্ত ভক্ত অনায়াসে কর্ম-বাসনার গ্রন্থি থেকে মুক্ত হতে পারেন। যেহেতু তা অত্যন্ত কঠিন, তাই অভক্তেরা—জ্ঞানী এবং যোগীরা—বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বাসনার তরঙ্গ রোধ করতে পারে না। তাই তাদের উপদেশ দেওয়া হয় বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে।"

এই জড় জগতের প্রতিটি জীবেরই প্রাণভরে জড় সুখ ভোগ করার তীব্র বাসনা রয়েছে। সেই জন্যই বদ্ধ জীবকে একের পর এক দেহ ধারণ করতে হয়, এবং তার ফলে সে দৃঢ়ভাবে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণরূপে বাসনা থেকে মুক্ত না হলে কেউই জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করতে পারে না। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ৷
আনকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের জড়-জাগতিক লাভের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার নাম শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।" অজ্ঞানের

গভীর অন্ধকার থেকে উৎপন্ন জড়-জাগতিক বাসনা থেকে জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে না। তাই জড় বাসনার মূর্ত প্রতীক হিরণ্যকশিপুর সংহারকারী ভগবান নৃসিংহদেবের প্রার্থনা আমাদের সর্বদা করা উচিত। *হিরণ্য* মানে হচ্ছে সোনা, এবং *কশিপু* মানে কোমল আসন বা শয্যা। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সর্বদা তাদের দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, এবং তাই তাদের প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণের প্রয়োজন হয়। সেই সূত্রে হিরণ্যকশিপু জড়-জাগতিক জীবনের আদর্শ প্রতীক। তাই সে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের প্রচুর বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল, এবং অবশেষে ভগবান নৃসিংহদেব এসে তাঁকে সংহার করেন। যে ভক্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ যেভাবে নৃসিংহদেবের প্রার্থনা করেছেন, সেইভাবে প্রার্থনা করা।

শ্লোক ৯

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া ।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ৯ ॥

স্বস্তি—কল্যাণ; **অস্তু**—হোক; **বিশ্বস্য**—সমগ্র জগতের; **খলঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ (প্রায় প্রত্যেকে); **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোক; **ধ্যায়ন্তু**—তারা বিচার করুক; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **শিবম্**—মঙ্গল; **মিথঃ**—পরস্পর; **ধিয়া**—তাদের বুদ্ধির দ্বারা; **মনঃ**—মন; **চ**—এবং; **ভদ্রম্**—শান্তি; **ভজতাৎ**—অনুভব হোক; **অধোক্ষজে**—মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানে; **আবেশ্যতাম্**—মগ্ন হোক; **নঃ**—আমাদের; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **অহৈতুকী**—নিষ্কাম।

অনুবাদ

সারা জগতের মঙ্গল হোক; খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক। সমস্ত জীবেরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে, পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করে শান্ত হোক। তাই আমরা যেন অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।

তাৎপর্য

নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে বৈষ্ণবের বর্ণনা করা হয়েছে—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

কল্পতরুর মতো বৈষ্ণব তাঁর চরণে শরণাগত ব্যক্তির সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব। তিনি তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করছেন না, তিনি স্নিগ্ধ, ঈর্ষাপরায়ণ এবং দুর্মতি—সমস্ত প্রকার জীবদের জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মতো দুষ্কৃতকারীদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর নিজের জন্য কিছু চাননি, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন তাঁর আসুরিক পিতাকে ক্ষমা করেন। এটিই বৈষ্ণবের স্বভাব, যিনি সর্বদা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং *ভাগবত-ধর্ম* তাঁদের জন্য যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়েছেন (*পরম-নির্মৎসরাণাম্*)। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এই শ্লোকে প্রার্থনা করেছেন, *খলঃ প্রসীদতাম্*—"খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক।" জড় জগৎ মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তিতে পূর্ণ। কিন্তু কেউ যখন নির্মৎসর হন, তখন তাঁর সামাজিক আচরণ উদার হয় এবং তিনি অন্যদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর মন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয় (*মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদ্ অধোক্ষজে*)। তাই আমাদের কর্তব্য ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করা যাতে তিনি আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, *বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহঃ*—"নৃসিংহদেব আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থান করে, আমার হৃদয়ের সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তি সংহার করুন। আমার মন সর্বতোভাবে নির্মল হোক যাতে আমি প্রশান্ত চিত্তে ভগবানের আরাধনা করতে পারি এবং সারা জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারি।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি অতি সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেছেন। কেউ যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি সর্বদাই ভগবানের কাছে কোন বরের জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তরাও কোন বরের জন্য প্রার্থনা করেন, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* নির্দেশ দিয়েছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ, আমি তোমার নিত্য দাস, তবুও কোন না কোন কারণে আমি এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে এই মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণারূপে স্থান দাও।" অন্য আর একটি প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য বলেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"জন্ম-জন্মান্তরে তুমি আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি প্রদান কর।" প্রহ্লাদ মহারাজ যখন *ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায়* মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন তিনি ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু একজন মহান বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু চাননি। তাঁর প্রার্থনায় তিনি প্রথমে কামনা করেছেন, *স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য*—"সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল হোক।" এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হন, এমনকি সব চাইতে মাৎসর্য পরায়ণ তাঁর পিতার প্রতিও। চাণক্য পণ্ডিতের মতে দুই প্রকার ঈর্ষা পরায়ণ জীব রয়েছে—একটি হচ্ছে সর্প এবং অন্যটি হচ্ছে হিরণ্যকশিপুর মতো ব্যক্তি, যে স্বভাবতই সকলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, এমনকি তাঁর পিতা অথবা পুত্রের প্রতিও। হিরণ্যকশিপু তার শিশুপুত্রের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার মঙ্গল কামনা করে বর প্রার্থনা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ কামনা করেছিলেন তাঁর পিতা এবং অন্যান্য দৈত্যরা যেন ভগবানের কৃপায় তাদের মৎসরতা পরিত্যাগ করে ভক্তদের উপর তাদের অত্যাচার বন্ধ করে (*খলঃ প্রসীদতাম্*)। অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, খল সহজে অনুকূল হয় না। এক প্রকার খল হচ্ছে সর্প, তাকে কেবল মন্ত্রের দ্বারা অথবা বিশেষ ওষধির দ্বারা শান্ত করা যায় (*মন্ত্রৌষধি-বশঃ সর্পঃ খলকেন নিবার্যতে*), কিন্তু খল ব্যক্তিকে কোন প্রকারেই শান্ত করা যায় না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, সমস্ত খল ব্যক্তিদের হৃদয়ের পরিবর্তন হোক এবং তারা সকলে অন্যের মঙ্গল চিন্তা করুক।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যদি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকলেই যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে ঈর্ষাপরায়ণ খল ব্যক্তিদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে। সকলেই তখন অন্যের মঙ্গল চিন্তা করবে। তাই

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, *শিবং মিথো ধিয়া*। জড় জগতে সকলেই অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু কৃষ্ণভক্তিতে কেউই অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন। সকলেই অন্যের মঙ্গল চিন্তা করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, সকলেরই মন যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ হয় (*ভজতাদ্ অধোক্ষজে*)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* এবং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৫) শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*—মানুষের কর্তব্য নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করা। তখন মানুষের মন অবশ্যই নির্মল হবে (*চেতোদর্পণমার্জনম্*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সর্বদা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কথা চিন্তা করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, ভগবানের কৃপায় তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে এবং তারা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তা ত্যাগ করবে। তারা যদি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে সবকিছুই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে। কেউ কেউ তর্ক তোলে, সকলেই যদি কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হয়ে যাবে, কারণ সকলেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা সম্ভব নয় কারণ জীব অসংখ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ফলে যদি এক প্রস্থ জীব সত্যি সত্যিই ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, তাহলে আরও এক প্রস্থ জীব এসে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করবে।

শ্লোক ১০

মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিদ্ধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

মা—না; **অগার**—গৃহ; **দার**—পত্নী; **আত্মজ**—সন্তান; **বিত্ত**—ধন; **বন্ধুষু**—বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **সঙ্গঃ**—আসক্তি; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হয়ে থাকে; **ভগবৎ-প্রিয়েষু**—যাঁদের কাছে ভগবান অত্যন্ত প্রিয়; **নঃ**—আমাদের; **যঃ**—যে কেউ; **প্রাণ-বৃত্ত্যা**—কেবল প্রাণ ধারণের উপযোগী; **পরিতুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **আত্মবান্**—যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন এবং আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন; **সিদ্ধ্যতি**—সফল হয়; **অদূরাৎ**—অচিরেই; **ন**—না; **তথা**—ততখানি; **ইন্দ্রিয়-প্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা প্রার্থনা করি যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসাররূপ কারাগারের প্রতি যেন কখনও আসক্তি অনুভব না করি। যদি আসক্তি থাকে, তাহলে তা যেন ভগবৎ-প্রিয় ভক্তদের প্রতিই উদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ এবং যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন, তিনি কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী বস্তু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এই প্রকার ব্যক্তি অচিরেই কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু অন্যেরা, যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করা হয়, তখনি তিনি বলেছিলেন, *অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার* । বৈষ্ণবের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যারা কৃষ্ণভক্ত নয় এবং যারা স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা। প্রহ্লাদ মহারাজও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন বিষয়াসক্ত অভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন। তাঁকে যদি কারোর প্রতি আসক্ত হতে হয়, তা হলে তিনি প্রার্থনা করেছেন সেই আসক্তি যেন কেবল ভক্তদের প্রতিই হয়।

ভক্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আবশ্যকতাগুলি অনর্থক বাড়াতে চান না। অবশ্য জীব যতক্ষণ এই জড় জগতে রয়েছে ততক্ষণ তার জড় দেহ থাকে, এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য তার প্রতিপালন করতেই হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করার দ্বারা অনায়াসে দেহের ভরণ-পোষণ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৬) বলেছেন—

> *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।*
> *তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥*

"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, একটি ফল অথবা একটু জল নিবেদন করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করি।" রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য কেন অনর্থক আহারের পদ বৃদ্ধি করা হবে? ভক্তের কর্তব্য যত সাদাসিধে সম্ভব আহার করা। তা না হলে ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাবে, এবং দুর্বার ইন্দ্রিয়গুলি অচিরেই অধিক থেকে অধিকতর জড় সুখ দাবি করবে। তখন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন—স্তব্ধ হবে।

শ্লোক ১১

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্ ।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁর (ভগবদ্ভক্তের); **সঙ্গ-লব্ধম্**—সঙ্গ প্রভাবে প্রাপ্ত; **নিজ-বীর্য-বৈভবম্**—যার প্রভাব অসামান্য; **তীর্থম্**—গঙ্গা আদি পবিত্র তীর্থস্থান; **মুহুঃ**—বারংবার; **সংস্পৃশতাম্**—স্পর্শকারী ব্যক্তির; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মানসম্**—মনের কলুষ; **হরতি**—বিনাশ করেন; **অজঃ**—অজ; **অন্তঃ**—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **শ্রুতিভিঃ**—কর্ণের দ্বারা; **গতঃ**—প্রবিষ্ট; **অঙ্গজম্**—দেহের মল বা রোগ; **কঃ**—কে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ন**—না; **সেবেত**—সেবা করবে; **মুকুন্দ-বিক্রমম্**—ভগবান মুকুন্দের মহিমান্বিত কার্যকলাপ।

অনুবাদ

যাঁদের কাছে ভগবান মুকুন্দই হচ্ছেন সব, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের কথা শোনা যায় এবং বোঝা যায়। মুকুন্দের কার্যকলাপ এমনই বীর্যবতী যে, তা কেবল শ্রবণ করার ফলেই তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গ করা যায়। যে ব্যক্তি নিরন্তর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে অন্তরের সমস্ত মল দূর করেন। গঙ্গার স্নানের ফলে যদিও দেহের মল এবং রোগ দূর হয়, কিন্তু সেটি সম্ভব হয় দীর্ঘকাল ধরে বারবার তা সেবন করার ফলে। তাই জীবনকে সার্থক করার জন্য কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করবেন না?

তাৎপর্য

গঙ্গায় স্নান করলে অবশ্যই বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয়, কিন্তু তা ভব-রোগের কলুষ সৃষ্টিকারী বিষয়াসক্ত মনকে নির্মল করতে পারে না। কিন্তু যিনি ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করার মাধ্যমে সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গ করেন, তাঁর হৃদয়ের কলুষ দূর হয়ে যায় এবং অচিরেই তিনি কৃষ্ণভক্তির স্তর প্রাপ্ত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) বলেছেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

কেউ যখন ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, তখন অন্তর্যামী রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তিনি তখন সেই শ্রোতার হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর করে দেন। *হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি* —তিনি চিত্তের সমস্ত ময়লা বিধৌত করেন। চিত্তের মলের ফলেই জীবের সংসার বন্ধন। কেউ যখন তাঁর চিত্তকে নির্মল করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণভক্তির স্বাভাবিক স্তরে উন্নীত হন এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। তাই ভক্তিপথের সমস্ত মহাত্মারা দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রবণের পন্থা অনুমোদন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র সমবেতভাবে কীর্তন করার পন্থা প্রবর্তন করে গেছেন, কারণ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**— কেবল এই মহামন্ত্র শ্রবণ করার ফলে পবিত্র হওয়া যায় (*চেতোদর্পণ মার্জনম্*)। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে মুখ্যত এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে চিত্ত যখন নির্মল হয়, তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসা যায় এবং তারপর *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করা যায়। এইভাবে জড় কলুষ থেকে ক্রমশ মুক্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৮) বলা হয়েছে—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

"নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ এবং শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে হৃদয়ের সমস্ত অভদ্র প্রায় বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন উত্তম-শ্লোকের দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়, সেই ভগবানের প্রতি নিষ্ঠিতা ভক্তির উদয় হয়।" এইভাবে, কেবল ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফলেই, ভক্তের হৃদয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয়, এবং তখন ভগবানের নিত্যদাস রূপে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন তিনি কেবল সত্ত্বগুণেই কর্ম করেন। তখন তিনি প্রসন্ন হন এবং ক্রমশ কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হন।

সমস্ত মহান আচার্যেরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষকে যেন ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহলে সাফল্য নিশ্চিত। জড় আসক্তিরূপ হৃদয়ের কলুষ যতই দূরীভূত হয়, ততই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সারমর্ম।

শ্লোক ১২

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১২ ॥

যস্য—যাঁর; **অস্তি**—রয়েছে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অকিঞ্চনা**—নিষ্কাম; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **গুণৈঃ**—সদ্‌গুণের দ্বারা; **তত্র**—সেখানে (সেই ব্যক্তিতে); **সমাসতে**—সম্যক্‌রূপে বিরাজ করে; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **হরৌ**—ভগবানের; **অভক্তস্য**—যে ভক্ত নয়; **কুতঃ**—কোথায়; **মহৎ-গুণাঃ**—সদ্‌গুণাবলী; **মনোরথেন**—মনোধর্মের দ্বারা; **অসতি**—অনিত্য জড় জগতে; **ধাবতঃ**—ধাবমান; **বহিঃ**—বাহ্য বিষয়ে।

অনুবাদ

যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জীবের আদি উৎস। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে যে সমস্ত জীব রয়েছে, তারা সকলেই আমার শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। বদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মন সহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" সমস্ত জীবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তারা যখন তাদের মূল কৃষ্ণভাবনা পুনর্জাগরিত করে, তখন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি

তাদের মধ্যে স্বল্প মাত্রায় বিকশিত হয়। কেউ যখন নবধা ভক্তিতে যুক্ত হন (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*), তখন তাঁর হৃদয় নির্মল হয়, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন। তখন তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণগুলি জাগরিত হয়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি লীলার অষ্টম অধ্যায়ে ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, শ্রীপণ্ডিত হরিদাসের গুণাবলীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন—সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর, মধুর বক্তা, মধুর চেষ্টাশীল, মহাধীর, সকলের সম্মানদাতা, সকলের হিতকারী, কৌটিল্যরহিত এবং মাৎসর্যশূন্য। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ গুণ, এবং কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আপনা থেকেই এই গুণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, বৈষ্ণবের শরীরে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রকাশ হয়, এবং এই সমস্ত গুণগুলির মাধ্যমেই চেনা যায় কে বৈষ্ণব এবং কে বৈষ্ণব নয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবের ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যথা—(১) তিনি সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (২) তিনি কারোর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নন। (৩) তিনি সত্যবাদী। (৪) তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। (৫) তাঁর মধ্যে কেউ কোন দোষ খুঁজে পায় না। (৬) তিনি উদার। (৭) তিনি কোমল। (৮) তিনি সর্বদা পবিত্র। (৯) তিনি অকিঞ্চন। (১০) তিনি অন্য সকলের মঙ্গলের জন্য কার্য করেন। (১১) তিনি শান্ত। (১২) তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। (১৩) তাঁর কোন জড় বাসনা নেই। (১৪) তিনি অত্যন্ত নম্র। (১৫) তিনি স্থির। (১৬) তিনি জিতেন্দ্রিয়। (১৭) তিনি মিতাহারী। (১৮) তিনি মায়ার দ্বারা মোহিত নন। (১৯) তিনি সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। (২০) তিনি নিজের জন্য কোন সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন না। (২১) তিনি গম্ভীর। (২২) তিনি ক্ষমাশীল। (২৩) তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন। (২৪) তিনি কবি। (২৫) তিনি দক্ষ। (২৬) তিনি মৌন।

শ্লোক ১৩

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবান্ শরীরিণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্ ।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ১৩ ॥

হরিঃ—ভগবান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শরীরিণাম্**—জড় দেহ ধারণ করেছে যে সমস্ত জীব তাদের; **আত্মা**—আত্মা; **ঝষাণাম্**—জলচরদের; **ইব**—সদৃশ; **তোয়ম্**—জল; **ঈপ্সিতম্**—অভীষ্ট; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **মহান্**—মহাত্মা; **তম্**—তাঁকে; **যদি**—যদি; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়; **গৃহে**—গৃহস্থ-জীবনে; **তদা**—তখন; **মহত্ত্বম্**—মহত্ত্ব; **বয়সা**—বয়সের দ্বারা; **দম্পতীনাম্**—পতি-পত্নীর।

অনুবাদ

জলচর প্রাণী যেমন বিশাল জলাশয়ে থাকতে চায়, তেমনই জীব স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের মহান অস্তিত্বে থাকার বাসনা করে। তাই জড়-জাগতিক বিচারে অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তিও যদি পরমাত্মা ভগবানকে পরিত্যাগ করে গৃহের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তার মহত্ত্ব শূদ্রাদি নীচ জাতিতেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়স দ্বারা যে মহত্ত্ব নিরূপিত হয়, ঠিক সেই রকম। যারা বিষয়ী জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক গুণ হারিয়ে ফেলে।

তাৎপর্য

কুমির যদিও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি পশু, কিন্তু যখন তারা জল থেকে ডাঙ্গার উঠে আসে, তখন তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। জলের বাইরে তারা তাদের স্বাভাবিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারে না। তেমনই সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা সমস্ত জীবের উৎস, এবং সমস্ত জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ। জীব যখন সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবের সংস্পর্শে থাকে, তখন সে তার চিন্ময় শক্তি প্রকাশ করে, ঠিক যেভাবে কুমির জলে তার শক্তি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ, জীব যখন চিৎ-জগতে চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত থাকে, তখনই তার মহত্ত্ব দর্শন করা যায়। বহু গৃহস্থ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গ ত হওয়া সত্ত্বেও, গৃহের প্রতি আসক্ত। এখানে তাদের জলের বাইরে কুমিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাদের মহত্ত্ব ঠিক তরুণ দম্পতির মতো, যারা অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের প্রশংসা করে। এই প্রকার মহত্ত্বের বহুমানন কেবল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরাই করে থাকে।

তাই সকলেরই কর্তব্য সমস্ত জীবের উৎস পরমাত্মার আশ্রয়ের অন্বেষণ করা। গার্হস্থ্য জীবনের তথাকথিত সুখের আশায় সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। বৈদিক সভ্যতায় কেবল পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রকার পঙ্গু জীবন অনুমোদন করা

হয়েছে। তারপর গৃহস্থ জীবন পরিত্যাগ করে, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য বানপ্রস্থ আশ্রম অথবা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তস্মাদ্রজোরাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্ ।
হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়মিতি ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **রজঃ**—রজোগুণের অথবা জড় বাসনার; **রাগ**—বিষয়াসক্তি; **বিষাদ**—তারপর নৈরাশ্য; **মন্যু**—ক্রোধ; **মান-স্পৃহা**—সমাজে সম্মানিত হওয়ার বাসনা; **ভয়**—ভয়; **দৈন্য**—দারিদ্র্যের; **অধিমূলম্**—মূল কারণ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **গৃহম্**—গৃহস্থ জীবন; **সংসৃতি-চক্রবালম্**—জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র; **নৃসিংহ-পাদম্**—ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্ম; **ভজত**—আরাধনা; **অকুতঃ-ভয়ম্**—নির্ভীকতার আশ্রয়; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব হে অসুরগণ, গৃহস্থ জীবনের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে নির্ভীকতার প্রকৃত আশ্রয় শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ কর। গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তিই রাগ, বিষয়তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, স্পৃহা, ভয়, মান, প্রভৃতির মূল কারণ, যার ফল হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র।

শ্লোক ১৫

কেতুমালেঽপি ভগবান্ কামদেবস্বরূপেণ লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া প্রজাপতের্দুহিতৃণাং পুত্রাণাং তদ্বর্ষপতীনাং পুরুষায়ুষাহোরাত্রপরি-সংখ্যানানাং যাসাং গর্ভা মহাপুরুষমহাস্ত্রতেজসোদ্বেজিতমনসাং বিধ্বস্তা ব্যসবঃ সংবৎসরান্তে বিনিপতন্তি ॥ ১৫ ॥

কেতুমালে—কেতুমালবর্ষ নামক ভূখণ্ডে; **অপি**—ও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **কামদেব-স্বরূপেণ**—কামদেব বা প্রদ্যুম্ন রূপে; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীদেবীর;

প্রিয়-চিকীর্ষয়া—সন্তুষ্ট করার বাসনায়; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **দুহিতৃণাম্**—কন্যাদের; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **তৎ-বর্ষ-পতীনাম্**—সেই বর্ষের অধিপতির; **পুরুষ-য়ুষা**—মানুষের আয়ুষ্কালে (প্রায় একশত বৎসর); **অহঃ-রাত্র**—দিন এবং রাত্র; **পরিসংখ্যানানাম্**—সমসংখ্যক; **যাসাম্**—যাদের (কন্যাদের); **গর্ভাঃ**—গর্ভ; **মহা-পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহা-অস্ত্র**—মহান অস্ত্র (চক্র); **তেজসা**—জ্যোতির দ্বারা; **উদ্বেজিত-মনসাম্**—যাদের মন উদ্বিগ্ন হয়েছে; **বিধ্বস্তাঃ**—বিধ্বস্ত; **ব্যসবঃ**—মৃত; **সংবৎসর-অন্তে**—বৎসরান্তে; **বিনিপতন্তি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কেতুমালবর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেবল তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কামদেব রূপে বিরাজমান। তাঁর সেই ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীদেবী, প্রজাপতি সংবৎসর এবং সংবৎসরের পুত্র ও কন্যাগণ। প্রজাপতির কন্যারা হচ্ছেন রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী, এবং তাঁর পুত্রেরা দিনের অধিষ্ঠাতা। প্রজাপতির সন্তানদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। তারা মানুষের আয়ুষ্কালের (একশ বছরের) প্রতিটি দিন এবং রাত্রির নিয়ন্তা। বৎসরান্তে প্রজাপতির কন্যারা ভগবানের অত্যন্ত জ্যোতির্ময় চক্র দর্শন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে তাদের সকলের গর্ভপাত হয়।

তাৎপর্য

এই কামদেব, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হন, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। তার বিশ্লেষণ করে মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*কামদেবস্থিতং বিষ্ণুম্ উপাস্তে*। যদিও এই কামদেব বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁর দেহ চিন্ময় নয়, তা জড়। প্রদ্যুম্ন বা কামদেবরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু একটি জড় শরীর ধারণ করেন, কিন্তু তবুও তাঁর আচরণ চিন্ময়। তিনি জড় শরীর অথবা চিন্ময় শরীর ধারণ করুন, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ সর্ব অবস্থাতেই তাঁর আচরণ চিন্ময়। মায়াবাদীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহও জড়, কিন্তু তাদের মতামতের ফলে ভগবানের চিন্ময় আচরণ ব্যাহত হয় না।

শ্লোক ১৬

অতীব সুললিতগতি বিলাসবিলসিতরুচিরহাসলেশাবলোকলীলয়া কিঞ্চিদুত্তম্ভিতসুন্দরভ্রূমণ্ডলসুভগবদনারবিন্দশ্রিয়া রমাং রময়ন্নিন্দ্রিয়াণি রময়তে ॥ ১৬ ॥

অতীব—অত্যন্ত; **সু-ললিত**—সুন্দর; **গতি**—গমনভঙ্গি; **বিলাস**—লীলা-বিলাসের দ্বারা; **বিলসিত**—প্রকাশিত; **রুচির**—মনোহর; **হাস-লেশ**—স্মিত হাস্য; **অবলোক-লীলয়া**—অবলোকন লীলার দ্বারা; **কিঞ্চিৎ-উত্তম্ভিত**—ঈষৎ উন্নত; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভ্রূ-মণ্ডল**—ভ্রূর দ্বারা; **সুভগ**—শুভ; **বদন-অরবিন্দ-শ্রিয়া**—কমলসদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডল; **রমাম্**—লক্ষ্মীদেবীকে; **রময়ন্**—আনন্দিত করে; **ইন্দ্রিয়াণি**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **রময়তে**—আনন্দ দান করেন।

অনুবাদ

কেতুমালবর্ষে ভগবান কামদেব (প্রদ্যুম্ন) অত্যন্ত সুললিত গতিবিলাস এবং সুন্দর মৃদুমধুর হাস্যসহ অবলোকন লীলা প্রকাশপূর্বক ভ্রূযুগল ঈষৎ উন্নত করে তাঁর বদন-কমলের শোভার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ বিধান করেন। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের দিব্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ১৭

তদ্ভগবতো মায়াময়ং রূপং পরমসমাধিযোগেন রমা দেবী সংবৎসরস্য রাত্রিষু প্রজাপতের্দুহিতৃভিরুপেতাহঃসু চ তদ্ভর্তৃভিরুপাস্তে ইদং চোদাহরতি ॥ ১৭ ॥

তৎ—তা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মায়া-ময়ম্**—ভক্তের প্রতি কৃপাময়; **রূপম্**—রূপ; **পরম**—সর্বোচ্চ; **সমাধি-যোগেন**—ভগবানের সেবায় মগ্নচিত্ত; **রমা**—লক্ষ্মীদেবী; **দেবী**—দিব্য রমণী; **সংবৎসরস্য**—সংবৎসর নামক; **রাত্রিষু**—রাত্রিতে; **প্রজা-পতেঃ**—প্রজাপতির; **দুহিতৃভিঃ**—কন্যাগণ সহ; **উপেত**—মিলিত; **অহঃসু**—দিবাভাগে; **চ**—ও; **তৎ-ভর্তৃভিঃ**—পতিগণ সহ; **উপাস্তে**—আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—ও; **উদাহরতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী সংবৎসর কালের দিবাভাগে দিনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতির পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং রাত্রে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজাপতি-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবানের পরম কৃপাময় রূপ কামদেবের আরাধনা করেন। ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে লক্ষ্মীদেবী নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে *মায়াময়ম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ মায়াবাদীদের বিচার অনুসারে গ্রহণ করা উচিত নয়। *মায়া* শব্দের অর্থ স্নেহ এবং ভ্রম। মাতা যখন স্নেহ সহকারে তাঁর সন্তানের লালন পালন করেন, তখন তাঁকে *মায়াময়ী* বলা হয়। যে রূপেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হন না কেন, তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহপরায়ণ। তাই এখানে ব্যবহৃত *মায়াময়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়।' এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন যে, *মায়াময়ম্* শব্দের অর্থ *কৃপাপ্রচুরম্* অর্থাৎ অত্যন্ত কৃপাময় হতে পারে। তেমনই শ্রীল বীররাঘব বলেছেন, *মায়াপ্রচুরমাত্মীয়সঙ্কল্পেন পরিগৃহীতমিত্যর্থঃ জ্ঞানপর্যায়োঽত্র মায়াশব্দঃ*—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কেউ যখন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়, তখন তাঁকে *মায়াময়* বলে বর্ণনা করা হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *মায়াময়ম্* শব্দটি *মায়া* এবং *আময়ম্* এই দুটি শব্দের সন্ধি। তিনি সেই শব্দ দুটি বিশ্লেষণ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, জীব যেহেতু মায়ারূপ রোগের দ্বারা আচ্ছন্ন, ভগবান তাই সর্বদা মায়ার বন্ধন থেকে তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করতে অত্যন্ত উৎসুক, এবং তিনি মায়াজনিত রোগের নিরাময় করেন।

শ্লোক ১৮

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূঁ ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্বগুণবিশেষৈর্বিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাং চাধিপতয়ে ষোড়শকলায়চ্ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ॥ ১৮ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **হ্রাম্ হ্রীম্ হ্রূম্**—মন্ত্রের বীজ, সিদ্ধি লাভের জন্য যা জপ করা হয়; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **হৃষীকেশায়**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান হৃষীকেশকে; **সর্ব-গুণ**—সমস্ত দিব্য গুণ সমন্বিত; **বিশেষৈঃ**—সমস্ত বৈচিত্র্যসহ; **বিলক্ষিত**—বিশেষভাবে দৃষ্ট; **আত্মনে**—সমস্ত জীবের আত্মাকে; **আকূতীনাম্**—সমস্ত কার্যকলাপের; **চিত্তীনাম্**—সর্বপ্রকার জ্ঞানের; **চেতসাম্**—সংকল্প, ইচ্ছা আদি মনের ক্রিয়াকে; **বিশেষাণাম্**—তাদের বিষয়ের; **চ**—এবং; **অধিপতয়ে**—অধিপতিকে; **ষোড়শ-কলায়**—সৃষ্টির ষোলটি মূল উপাদান (যথা পঞ্চতন্মাত্র এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয়) যাঁর অংশ; **ছন্দঃ-ময়ায়**—সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের যিনি ভোক্তা; **অন্ন-ময়ায়**—যিনি সমস্ত

জীবদের জীবন ধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরবরাহ করার মাধ্যমে পালন করেন; **অমৃত-ময়ায়**—যিনি অমৃতত্ব দান করেন; **সর্ব-ময়ায়**—যিনি সর্বব্যাপ্ত; **সহসে**—শক্তিমান; **ওজসে**—যিনি ইন্দ্রিয়ের তেজ প্রদান করেন; **বলায়**—যিনি দেহের শক্তি প্রদান করেন; **কান্তায়**—সমস্ত জীবের যিনি পরম পতি বা প্রভু; **কামায়**—যিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **উভয়ত্র**—সর্বদা (দিন এবং রাত্রে অথবা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে); **ভূয়াৎ**—সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।

অনুবাদ

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সবকিছুর উৎস ভগবান হৃষীকেশকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দেহ, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন পরম অধিপতি। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা। পঞ্চতন্মাত্র এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয় তাঁরই আংশিক প্রকাশ। তিনি জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, যা তাঁর শক্তি হওয়ার ফলে তাঁর থেকে অভিন্ন। তিনি সকলের দৈহিক এবং মানসিক শক্তির কারণ, যা তাঁর থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পতি এবং তিনিই তাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন। সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আরাধনা করা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদা আমাদের প্রতি অনুকূল হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মায়াময়* শব্দটির অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করে বোঝান হয়েছে, কিভাবে ভগবান বিভিন্নরূপে তাঁর কৃপা বিস্তার করেন। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—ভগবানের শক্তি বিভিন্নভাবে বোঝা যায়। এই শ্লোকে তাঁকে সবকিছুর মূল উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, কার্যকলাপ, তেজ, দেহের বল, মানসিক শক্তি এবং জীবনের আবশ্যকতাগুলি সংগ্রহ করার সংকল্প—সবকিছুরই উৎস হচ্ছেন ভগবান। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শক্তি সবকিছুতেই উপলব্ধি করা যায়। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৭/৮) বর্ণনা করা হয়েছে, *রসোঽহম্ অপ্সু কৌন্তেয়*—জলের স্বাদও হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত বস্তুর আবশ্যকতা হয়, সেই সবেরই মূল কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবানের বন্দনাকারী এই শ্লোকটি রচনা করেছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী রমাদেবী এবং তা চিন্ময় শক্তি সমন্বিত। শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সকলের

এই মন্ত্র জপ করা উচিত; তাহলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যাবে। জড় জগতের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার জন্য এই মন্ত্র জপ করা যেতে পারে, এবং মুক্তির পর বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের আরাধনা করার সময়ও এই মন্ত্র জপ করা যেতে পারে। সমস্ত মন্ত্রই অবশ্য এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য, এবং সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৪) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে, গভীর আত্মপ্রত্যয় সহকারে আমার সেবা করার চেষ্টা করে, আমার সম্মুখে প্রণত হয়ে, মহাত্মারা নিরন্তর ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করেন।" যে ভক্ত এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে মহামন্ত্র বা অন্য মন্ত্র কীর্তন করেন, তাঁকে বলা হয় নিত্যযুক্ত উপাসক।

শ্লোক ১৯

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্ ।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ূংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥ ১৯ ॥

স্ত্রিয়ঃ—সমস্ত রমণীরা; **ব্রতৈঃ**—উপবাস আদি ব্রত পালন করে; **ত্বা**—আপনি; **হৃষীকেশ্বরম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **স্বতঃ**—স্বয়ং; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **লোকে**—এই জগতে; **পতিম্**—পতি; **আশাসতে**—প্রার্থনা করে; **অন্যম্**—অন্য; **তাসাম্**—সেই সমস্ত রমণীদের; **ন**—না; **তে**—পতিগণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পরিপান্তি**—রক্ষা করতে সক্ষম; **অপত্যম্**—সন্তান; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **ধন**—ধন; **আয়ূংষি**—আয়ু; **যতঃ**—যেহেতু; **অস্বতন্ত্রাঃ**—অধীন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তাই যে সমস্ত রমণীরা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পতি কামনা করে নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করে, তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন। তারা জানে না যে, সেই প্রকার পতি তাদের অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারে না। এমনকি তারা তাদের

নিজেদের ধন অথবা আয়ুও রক্ষা করতে পারে না, কারণ তারা নিজেরাই কাল, কর্ম এবং গুণের অধীন। কিন্তু এই কাল, কর্ম এবং গুণ আপনার অধীন।

তাৎপর্য

যোগ্য পতি লাভের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত রমণীরা ভগবানের পূজা করে, এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। যদিও এই সমস্ত রমণীরা সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, দীর্ঘ আয়ু ইত্যাদি কাম্য বস্তু লাভ করার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সুখী হতে পারে না। এই জড় জগতে তথাকথিত সমস্ত পতিরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই রকম অনেক স্ত্রীর উদাহরণ রয়েছে, যাদের পতিরা তাদের কর্মফলের উপর নির্ভর করে তাদের পত্নী, সন্তান, ধন-সম্পদ, এমনকি তাদের নিজেদের জীবন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না। তাই বস্তুতপক্ষে সমস্ত রমণীর একমাত্র পতি হচ্ছেন পরম পতি শ্রীকৃষ্ণ। গোপীরা যেহেতু ছিলেন নিত্য মুক্ত, তাই তাঁরা সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের পতিদের পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের প্রকৃত পতিরূপে বরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপীদেরই পতি নন, তিনি সমস্ত জীবের পতি। সকলেরই পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের প্রকৃত পতি। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবেরা পুরুষ নয়, তারা হচ্ছে প্রকৃতি (স্ত্রী)। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

"তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ এবং বিভু।"

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং জীবেরা হচ্ছে প্রকৃতি। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভোক্তা এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর ভোগ্য। তাই যে স্ত্রী তার রক্ষার জন্য জড় দেহধারী পতির অন্বেষণ করে অথবা যে পুরুষ কোন রমণীর পতি হওয়ার বাসনা করে, তারা উভয়েই মায়ার প্রভাবেই আচ্ছন্ন। পতি হওয়ার অর্থ হচ্ছে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের ধন-সম্পদ এবং সুরক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে ভরণ-পোষণ করা। কিন্তু, জড় জগতের কোন পতি তা করতে পারে না, কারণ সে তার কর্মের উপর নির্ভরশীল। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ*—তার পরিস্থিতি নির্ধারিত হয় তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে। তাই কেউ যখন গর্বভরে মনে করে যে, সে তার পত্নীকে রক্ষা করতে

পারে, সে অবশ্যই মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পতি এবং তাই এই জড় জগতে পতি-পত্নীর যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক চরম সম্পর্ক হতে পারে না। জীবের যেহেতু বিবাহ করার বাসনা রয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক তথাকথিত পতিকে একটি পত্নী লাভের সুযোগ দেন, এবং পত্নীকে তথাকথিত পতি বরণের সুযোগ দেন, যাতে তারা পরস্পরের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা*—ভগবান সকলের জন্যই তার বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি জীবই প্রকৃতি বা স্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পতি।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥
(*চৈতন্য-চরিতামৃত আদি* ৫/১৪২)

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সকলের ঈশ্বর বা পতি, এবং যে সমস্ত জীবেরা তথাকথিত পতি অথবা পত্নীর রূপ ধারণ করেছে, তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে নাচছে। তথাকথিত পতি তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তার পত্নীর সাথে মিলিত হতে পারে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের দ্বারা, তাই তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পতি।

শ্লোক ২০

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্ ।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পতিঃ**—পতি; **স্যাৎ**—হতে পারে; **অকুতঃ-ভয়ঃ**—যিনি কারোর ভয়ে ভীত নন; **স্বয়ম্**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **সমন্ততঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **পাতি**—পালন করেন; **ভয়-আতুরম্**—অত্যন্ত ভয়ার্ত; **জনম্**—ব্যক্তি; **সঃ**—অতএব তিনি; **একঃ**—এক; **এব**—কেবল; **ইতরথা**—অন্যথা; **মিথঃ**—পরস্পর; **ভয়ম্**—ভয়; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-লাভাৎ**—আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার থেকে; **অধি**—অধিক; **মন্যতে**—মনে করে; **পরম্**—অন্য বস্তু।

অনুবাদ

যিনি কখনও ভীত হন না, পক্ষান্তরে যিনি সমস্ত ভয়ার্ত ব্যক্তিদের পূর্ণরূপে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন, তিনিই কেবল পতি অথবা রক্ষক হতে পারেন। তাই, হে ভগবান, আপনিই হচ্ছেন একমাত্র পতি, এবং অন্য কেউ সেই পদ দাবি করতে পারে না। আপনি যদি একমাত্র পতি না হন, তা হলে আপনি অন্যদের ভয়ে ভীত হতেন। তাই যাঁরা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত, তাঁরা কেবল আপনাকেই সকলের পতি বলে স্বীকার করেন, এবং তাঁরা মনে করেন যে, আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ পতি বা রক্ষক আর কেউ হতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে পতি বা অভিভাবকের অর্থ স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মানুষ পতি হতে চায়, অভিভাবক হতে চায়, রাজ্যপাল হতে চায় অথবা রাজনৈতিক নেতা হতে চায়, কিন্তু তারা এই সমস্ত উচ্চ পদের প্রকৃত অর্থ না জেনেই সেই পদগুলির অভিলাষ করে। সারা পৃথিবী জুড়ে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বহু ব্যক্তি রয়েছে, যারা কিছুকালের জন্য পতি হওয়ার, রাজনৈতিক নেতা হওয়ার বা অভিভাবক হওয়ার দাবি করে, কিন্তু যথা সময়ে ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা তাদের সেই পদ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তাদের কর্ম-জীবনের সমাপ্তি হয়। তাই যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতারূপে, পতিরূপে বা পালকরূপে বরণ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলেছেন, *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*—"আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত করব।" কৃষ্ণ কারোর ভয়ে ভীত নন। পক্ষান্তরে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত। তাই তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধীনস্থ জীবদের রক্ষা করতে পারেন। যেহেতু তথাকথিত নেতারা অথবা পরিচালকেরা সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, তারা কখনও কাউকে পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না, যদিও তারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সেই ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি করে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—মানুষেরা জানে না যে, জীবনের প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে পতি বলে বরণ করা। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, পতি অথবা অভিভাবকদের সর্বশক্তিমান হওয়ার অভিনয় করে নিজেদের এবং অন্যদের প্রতারণা করার পরিবর্তে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করা উচিত, যাতে সকলেই তাদের পরম পতি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২১

যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং
নিকাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা ।
তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোঽর্চিতো
যদ্ভগ্নযাচ্ঞা ভগবন্ প্রতপ্যতে ॥ ২১ ॥

যা—যে রমণী; **তস্য**—তাঁর; **তে**—আপনার; **পাদ-সরোরুহ**—শ্রীপাদপদ্মের; **অর্হণম্**—আরাধনা; **নিকাময়েৎ**—সর্বতোভাবে কামনা করে; **সা**—সেই রমণী; **অখিল-কাম-লম্পটা**—সর্বপ্রকার জড় কামনা-বাসনা পোষণ করা সত্ত্বেও; **তৎ**—তা; **এব**—কেবল; **রাসি**—আপনি পুরস্কৃত করেন; **ঈপ্সিতম্**—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **ঈপ্সিতঃ**—আকাঙ্ক্ষা করে; **অর্চিতঃ**—উপাসনা করে; **যৎ**—যা থেকে; **ভগ্ন-যাচ্ঞা**—যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কামনা করার ফলে ভগ্নচিত্ত হয়েছে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **প্রতপ্যতে**—দুঃখ ভোগ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, যে রমণী বিশুদ্ধ প্রেমে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। তবে যে রমণী অন্য কোন অভিলাষ নিয়ে আপনার আরাধনা করেন, আপনি অচিরেই তার বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু চরমে তিনি ভগ্নহৃদয় হয়ে অনুশোচনা করেন। তাই কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলেছেন *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্* । কোন জড় বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, সকাম কর্ম বা মনোধর্মী জ্ঞানের সাফল্য অর্জনের জন্য ভগবানের আরাধনা করা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক যেভাবে তিনি যা চান সেইভাবে তাঁর সেবা করা। তাই নবীন ভক্তদের শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধিবিধান অনুযায়ী নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, তিনি ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, এবং যখন তাঁর সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত হয়, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন। সেই অবস্থাটিই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের আদর্শ স্তর। ভগবান তখন অযাচিতভাবে সেই ভক্তের

সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন এবং তাঁকে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২২) প্রতিজ্ঞা করেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

সর্বতোভাবে যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, ভগবান স্বয়ং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁর যা আছে তা তিনি রক্ষা করেন, এবং তাঁর যা প্রয়োজন তা তিনি সরবরাহ করেন। তাই জড়-জাগতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছে কোন কিছু চাওয়ার কি প্রয়োজন? এই প্রকার প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্ত যদি চায় ভগবান তার কোন বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করবেন, তা হলেও সেই ভক্তকে সকাম ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), চার প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। তাঁরা হচ্ছেন আর্ত, ধন-সম্পদ লাভের অভিলাষী, জিজ্ঞাসু এবং পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের অভিলাষী।" আর্ত এবং অর্থার্থী হয়ে যারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাদের আপাতদৃষ্টিতে সকাম ভক্ত বলে মনে হলেও তারা সকাম ভক্ত নয়। নবীন ভক্ত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞ। *ভগবদ্‌গীতায়* পরে ভগবান বলেছেন, *উদারাঃ সর্ব এবৈতে*—তারা সকলেই উদার। প্রথমে ভক্তের কোন বাসনা থাকলেও যথা সময়ে তা দূর হয়ে যাবে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।"

কেউ যদি কোন জড় বিষয় চায়ও, তা হলে তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। কেউ যদি তার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দেবতাদের শরণাগত হয়, তা হলে তাকে নষ্টবুদ্ধি বলে বিবেচনা করা হবে। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২০) বলেছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড় বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।"

যারা জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সমস্ত ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবান হচ্ছেন কামদেব, এবং তাই তাঁর কাছে কোন জড়-জাগতিক বস্তু প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলছেন যে, সকলেরই কর্তব্য অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে কেবল তাঁর সেবা করা। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই তিনি সকলের মনের সমস্ত কথা জানেন, এবং যথা সময়ে তিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। তাই কোন রকম জড়-জাগতিক প্রার্থনা নিয়ে তাঁকে বিরক্ত না করে সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

শ্লোক ২২

মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণান্ন মাং
বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত ॥ ২২ ॥

মৎ-প্রাপ্তয়ে—আমার কৃপা লাভ করার জন্য; **অজ**—ব্রহ্মা; **ঈশ**—শিব; **সুর**—ইন্দ্র, চন্দ্র এবং বরুণ আদি দেবতারা; **অসুর-আদয়ঃ**—এবং অসুরেরা; **তপ্যন্তে**—অনুষ্ঠান করে; **উগ্রম্**—কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **ঐন্দ্রিয়ে ধিয়ঃ**—যাদের মন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন; **ঋতে**—যতক্ষণ পর্যন্ত না; **ভবৎ-পদ-পরায়ণাৎ**—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত; **ন**—না; **মাম্**—আমাকে; **বিন্দন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **অহম্**—আমি; **ত্বৎ**—আপনাতে; **হৃদয়াঃ**—যাঁর হৃদয়; **যতঃ**—অতএব; **অজিত**—হে অজিত।

অনুবাদ

হে পরম অজিত ভগবান! ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সুর ও অসুরেরা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন হন, তখন তাঁরা আমার বর লাভ করার জন্য

কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত না হলে, আমি কাউকেই কৃপা করি না, তা তিনি যত মহৎই হোন না কেন। যেহেতু আমি আপনাকে সর্বদা আমার হৃদয়ে ধারণ করি, তাই ভক্ত ব্যতীত অন্য কাউকে আমি কৃপা করতে পারি না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কোন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে কৃপা করেন না। যদিও কখনও কখনও কোন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী বলে প্রতিভাত হন, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবী দান করেন না, তা দান করেন লক্ষ্মীদেবীর অংশরূপা দুর্গাদেবী। যাঁরা জড় ঐশ্বর্য কামনা করে, তারা *ধনং দেহি রূপং দেহি ভার্যাং মনোরমা দেহি* অর্থাৎ "হে দুর্গাদেবী, দয়া করে আপনি আমাকে ধন দিন, বল দিন, যশ দিন, সুন্দরী পত্নী দিন" ইত্যাদি—এই মন্ত্রের দ্বারা দুর্গাদেবীর পূজা করে। দুর্গাদেবীর প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করা যায়, কিন্তু যেহেতু সেগুলি অনিত্য, তার ফলে কেবল মায়াসুখই লাভ হয়। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্*—যারা জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তারা বিমূঢ়, কারণ এই সুখ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ প্রমুখ ভক্তেরা অতুলনীয় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য মায়াসুখ ছিল না। ভক্ত যখন অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন, সেই ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবীর দান, যিনি সর্বদা নারায়ণের হৃদয়ে বিরাজ করেন।

দুর্গাদেবীর বন্দনা করে মানুষ যে জড় ঐশ্বর্য লাভ করে, তা অনিত্য। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—যাদের বুদ্ধি অত্যন্ত কম, তারাই অনিত্য সুখের বাসনা করে। আমরা দেখেছি যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এক শিষ্য যখন তাঁর গুরুর সম্পত্তি ভোগ করতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীগুরুদেব তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে সেই সমস্ত অনিত্য সম্পত্তি দান করেছিলেন, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার শক্তি দান করেননি। যে শিষ্য কেবল শ্রীগুরুদেবের সেবাই করতে চান অথচ তাঁর কাছ থেকে কোন জড়-জাগতিক কিছু চান না, সেই শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব ভগবানের বাণী প্রচার করার শক্তিরূপী বিশেষ কৃপা প্রদান করেন। রাবণের কাহিনী তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। রাবণ যদিও শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে তা করতে

পারেনি। যে সীতাদেবীকে সে বলপূর্বক হরণ করেছিল, তিনি প্রকৃত সীতাদেবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মায়া বা দুর্গাদেবীর প্রকাশ। তার ফলে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করার পরিবর্তে রাবণ দুর্গাদেবীর প্রভাবে সবংশে নিহত হয়েছিল (*সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধন-শক্তিরেকা*)।

শ্লোক ২৩

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যত্ত্বদধায়ি সাত্বতাম্ ।
বিভর্ষি মাং লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া
ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতুং বিভুরিতি ॥ ২৩ ॥

সঃ—তা; **ত্বম্**—আপনি; **মম**—আমার; **অপি**—ও; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **শীর্ষ্ণি**—মস্তকে; **বন্দিতম্**—উপাসিত; **কর-অম্বুজম্**—আপনার করকমল; **যৎ**—যা; **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **অধায়ি**—স্থাপন করেন; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের মস্তকে; **বিভর্ষি**—আপনি পালন করেন; **মাম্**—আমাকে; **লক্ষ্ম**—আপনার বক্ষে চিহ্নরূপে; **বরেণ্য**—হে পূজনীয়; **মায়য়া**—ছলনার দ্বারা; **কঃ**—কে; **ঈশ্বরস্য**—পরম ঈশ্বরের; **ঈহিতম্**—বাসনা; **ঊহিতুম্**—যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝতে; **বিভুঃ**—সমর্থ; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, আপনার করকমল সমস্ত আশীর্বাদের উৎস। তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তেরা সেই করকমলের বন্দনা করেন এবং আপনি কৃপাপূর্বক তা তাদের মস্তকে স্থাপন করেন। কৃপাপূর্বক আপনি আমার মস্তকেও সেই করকমল স্থাপন করুন। যদিও আপনি স্বর্ণরেখা চিহ্নরূপে আমাকে আপনার বক্ষস্থলে ধারণ করেন তবু আমার মনে হয় আপনি কেবল আমাকে বাহ্যে আদর প্রদর্শন করেন। আপনার প্রকৃত কৃপা আপনি আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদের দান করেন, আমাকে নয়। আপনি পরমেশ্বর, আপনার উদ্দেশ্য কেউই বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর বক্ষস্থলে সতত বিরাজমান পত্নীর থেকে তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুরক্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/১৫) বলা হয়েছে—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ (সৃষ্টির মূলীভূত কারণ), লক্ষ্মীদেবী, এমনকি তাঁর নিজের থেকেও তাঁর ভক্তেরা তাঁর কাছে অধিক প্রিয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (১০/৯/২০) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি যে কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দান করতে পারেন, তিনি ব্রহ্মা, শিব, এমনকি তাঁর অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর থেকেও গোপিকাদের প্রতি অধিক কৃপা প্রদর্শন করেছেন। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৪৭/৬০) আরও বলা হয়েছে—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥

"গোপিকারা ভগবানের কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, যা লক্ষ্মীদেবী অথবা স্বর্গের পরমা সুন্দরী অপ্সরারাও লাভ করতে পারেননি। রাসনৃত্যের সময় ভগবান পরম সৌভাগ্যবতী গোপিকাদের তাঁর ভুজদণ্ডের দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গন করে নৃত্য করেছিলেন। ভগবানের এই প্রকার অহৈতুকী অনুগ্রহ লাভ করেছেন যে গোপিকারা, তাঁদের সঙ্গে আর কারও তুলনা হতে পারে না।"

চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, কেউই ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভ করতে পারে না। এমনকি লক্ষ্মীদেবীও বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও, এই প্রকার অনুগ্রহ লাভ করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্পর্কে ব্যেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, যা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*মধ্য লীলা* ৯/১১১-১৩১) বর্ণিত হয়েছে—

"প্রভু কহে,—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥

এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল ।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥
ভট্ট কহে, কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥
তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম ।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥
প্রভু কহে,—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥
লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥
শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।
ভট্ট কহে,—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ।
স্বমাধুর্যে সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

অর্থাৎ, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যেঙ্কট ভট্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নারায়ণের বক্ষে বিলাস করেন, এবং নিঃসন্দেহে তিনি পতিব্রতা রমণীদের শিরোমণি। আর আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন গোপবালক তাঁর কাজই

হচ্ছে গাভী চরানো। তা হলে এত সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীদেবী কেন তাঁর সঙ্গ করতে চান? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের সমস্ত দিব্য সুখ পরিত্যাগ করে, দীর্ঘকাল ধরে ব্রতসহ অন্তহীন তপস্যা করেছিলেন।'

"ব্যেঙ্কট ভট্ট তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ আর নারায়ণ একই স্বরূপ, কিন্তু বৈদগ্ধ্য ইত্যাদি গুণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধিক আস্বাদনীয়। তা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সমূহের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। যেহেতু কৃষ্ণ এবং নারায়ণ একই ব্যক্তি, তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে লক্ষ্মীদেবীর পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে লক্ষ্মীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে চেয়েছিলেন, তাতে অধিক কৌতুক হয়। লক্ষ্মীদেবী বিবেচনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে তাঁর পতিব্রতা-ধর্ম নাশ হবে না। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ প্রভাবে তিনি রাসনৃত্যের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। তাই তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চান, তাতে দোষ কোথায়? তুমি কেন তা নিয়ে পরিহাস করছ?'

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি জানি, তাতে লক্ষ্মীদেবীর কোন দোষ হয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি তো রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারলেন না। সেই কথা আমরা শাস্ত্র থেকে শুনেছি। কিন্তু বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক ঋষিরা দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, এবং তপস্যার প্রভাবে তাঁরা রাসলীলায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তুমি কি বলতে পার লক্ষ্মীদেবী সেই সুযোগ পেলেন না কেন?'

"তার উত্তরে ব্যেঙ্কট ভট্ট বললেন, 'আমি সাধারণ জীব, আমার বুদ্ধি সীমিত, আর তার উপর আমি সর্বদা অস্থির। তাই আমার পক্ষে এই ঘটনার রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। ভগবানের লীলা-বিলাস আমি বুঝব কি করে? তা তো কোটি সমুদ্র থেকেও গভীর।'

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তরে বলেছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি তাঁর মাধুর্যের দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজলোক বা গোলোক বৃন্দাবনের অধিবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পাওয়া যায়। কিন্তু, সেই ব্রজবাসীরা জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা না জেনে নন্দ মহারাজ, মা যশোদা, গোপিকা আদি ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পুত্র অথবা প্রেমিক বলে মনে করেন। মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে কখনও উদূখলে বাঁধেন। শ্রীকৃষ্ণের সখারা তাঁকে একজন সাধারণ বালক বলে মনে করে তাঁর কাঁধে চড়েন। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা নেই।' "

অতএব তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্রজবাসীদের পূর্ণ কৃপা লাভ না করলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করা যায় না। তাই কেউ যদি এই বিশুদ্ধ প্রেমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত ব্রজবাসীদের সেবা করতে হবে।

শ্লোক ২৪

রম্যকে চ ভগবতঃ প্রিয়তমং মাৎস্যমবতাররূপং তদ্বর্ষপুরুষস্য মনোঃ প্রাক্ প্রদর্শিতম্ স ইদানীমপি মহতা ভক্তিযোগেনারাধয়তীদং চোদাহরতি ॥ ২৪ ॥

রম্যকে চ—রম্যকবর্ষেও; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রিয়-তমম্**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **মাৎস্যম্**—মৎস্য; **অবতার-রূপম্**—অবতার রূপ; **তৎ-বর্ষ-পুরুষস্য**—সেই বর্ষের অধিপতি; **মনোঃ**—মনুর; **প্রাক্**—পূর্বে (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্তে); **প্রদর্শিতম্**—প্রদর্শন করেছিলেন; **সঃ**—সেই মনু; **ইদানীম্ অপি**—এখনও পর্যন্ত; **মহতা-ভক্তি-যোগেন**—ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে; **আরাধয়তি**—ভগবানের আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **উদাহরতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—রম্যকবর্ষে, যেখানকার অধিপতি হচ্ছেন বৈবস্বত মনু, সেখানে ভগবান পূর্বে (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্তে) মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈবস্বত মনু এখনও শুদ্ধ ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করে মৎস্য অবতারের আরাধনা করেন।

শ্লোক ২৫

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নম ইতি ॥ ২৫ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **মুখ্যতমায়**—প্রথম অবতারকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **সত্ত্বায়**—শুদ্ধ সত্ত্বকে; **প্রাণায়**—জীবনের উৎস; **ওজসে**—ইন্দ্রিয়ের শক্তির উৎস; **সহসে**—সমস্ত মানসিক শক্তির উৎস; **বলায়**—দৈহিক শক্তির উৎস; **মহা-মৎস্যায়**—মহামৎস্য অবতারকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

আমি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি প্রাণ, বল, ওজস এবং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের উৎস। সমস্ত অবতারদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহামৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি পুনরায় তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

সৃষ্টির অল্পকাল পরেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়েছিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (কেশব) বেদ রক্ষা করার জন্য মহামৎস্য রূপে অবতরণ করেছিলেন। তাই মনু তাঁকে *মুখ্যতম* অর্থাৎ প্রথম আবির্ভূত অবতার বলে সম্বোধন করেছেন। সাধারণত মৎস্যকে তম এবং রজোগুণযুক্ত বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, ভগবানের প্রতিটি অবতার পূর্ণরূপে শুদ্ধ-সাত্ত্বিক। ভগবানের মূল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই এখানে *সত্ত্বায়* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবানের বরাহ, কূর্ম, হয়গ্রীব আদি বহু অবতার রয়েছেন। তাঁদের কখনও জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। তাঁরা সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত।

শ্লোক ২৬

অন্তর্বহিশ্চাখিললোকপালকৈ-
রদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ ।
স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশেহনয়-
ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—ও; **অখিল-লোক-পালকৈঃ**—বিভিন্ন গ্রহলোক, সমাজ, রাজ্য ইত্যাদির নেতাদের দ্বারা; **অদৃষ্ট-রূপঃ**—অদৃশ্য; **বিচরসি**—আপনি বিচরণ করেন; **উরু**—অত্যন্ত মহান; **স্বনঃ**—যাঁর ধ্বনি (বৈদিক মন্ত্র); **সঃ**—তিনি;

ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; **ত্বম্**—আপনি; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **বশে**—নিয়ন্ত্রণে; **অনয়ৎ**—আনয়ন করেছে; **নাম্না**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি বিভিন্ন নামের দ্বারা; **যথা**—ঠিক যেমন; **দারু-ময়ীম্**—কাষ্ঠনির্মিত; **নরঃ**—মানুষ; **স্ত্রিয়ম্**—পুতুল।

অনুবাদ

হে ভগবান, বাজীকর যেভাবে তার পুতুলদের নাচায় এবং পতি যেভাবে তার পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, আদি নাম সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। যদিও আপনি পরম সাক্ষী এবং নির্দেষ্টারূপে সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, সেই সঙ্গে আপনি তাদের বাইরেও রয়েছেন, তবুও সমাজ, জাতি, দেশ ইত্যাদির তথাকথিত সমস্ত নেতারা আপনাকে বুঝতে পারে না। কেবল যাঁরা বৈদিক মন্ত্রের শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করেন, তাঁরাই আপনাকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবান *অন্তর্বহিঃ,* অর্থাৎ তিনি সবকিছুর ভিতরে এবং বাইরে বিরাজমান। সকলেরই কর্তব্য ভগবানের মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, অন্তরে এবং বাইরে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৮/১৯) শ্রীমতী কুন্তিদেবী বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, *নটো নাট্যধরো যথা*—"ঠিক নাটকে অভিনয়কারী অভিনেতার মতো"। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"হে অর্জুন, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।" ভগবান সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে বাইরেও রয়েছেন। অন্তরে তিনি পরমাত্মা, উপদেষ্টা এবং সাক্ষীরূপে ভগবানের অবতার। ভগবান যদিও তাদের হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও মূর্খ মানুষেরা বলে, "আমি ভগবানকে দেখতে পাই না। আপনি কি ভগবানকে দেখাতে পারেন?"

সকলেই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক যেমন পুতুল নাচানেওয়ালা তার পুতুলদের নিয়ন্ত্রণ করে অথবা পতি তার পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্ত্রীকে একটি পুতুলের সঙ্গে তুলনা করা হয় (*দারুময়ী*) কারণ তার কোন স্বাধীনতা নেই। স্ত্রীর কর্তব্য সব সময় পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা। কিন্তু অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণীর স্ত্রী স্বাধীন হতে চায়। স্ত্রীদের কি কথা, সমস্ত জীবই হচ্ছে প্রকৃতি (স্ত্রী) এবং তাই তারা ভগবানের অধীন। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* বিশ্লেষণ করেছেন (*অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্*)। জীব কখনই স্বাধীন নয়। সর্ব অবস্থাতেই সে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। ভগবান মানব-সমাজের

চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের স্বধর্ম পালন করে। এইভাবে, সমাজের সমস্ত মানুষেরাই সর্বদা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ মূর্খতাবশত ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস রূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা। কেউ যখন এই দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হলে বিভিন্নরূপে মায়া তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই জড় জগতে কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে সে কারও না কারোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অধোক্ষজ ভগবান নারায়ণ সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বৈদিক মন্ত্র অনুসারে প্রতিপন্ন হয়—*একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ*। মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, নারায়ণ একজন সাধারণ জড়-অস্তিত্বসম্পন্ন জীব। যেহেতু তারা জীবের প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তারা দরিদ্র-নারায়ণ, স্বামী-নারায়ণ, মিথ্যা-নারায়ণ, ইত্যাদি মনগড়া নাম তৈরি করে। কিন্তু, নারায়ণ হচ্ছেন সকলের পরম নিয়ন্তা। এই উপলব্ধিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

শ্লোক ২৭

যং লোকপালাঃ কিল মৎসরজ্বরা
হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক্ সমেত্য চ ৷
পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং স্থাণু যদত্র দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥

যম্—যাঁকে (আপনাকে); **লোক-পালাঃ**—ব্রহ্মা আদি মহান লোকপালগণ; **কিল**—অন্যদের কি কথা; **মৎসর-জ্বরাঃ**—যারা মাৎসর্যরূপ ব্যাধিতে ভুগছে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **যতন্তঃ**—প্রয়াস করে; **অপি**—যদিও; **পৃথক্**—ভিন্ন; **সমেত্য**—মিলিত; **চ**—ও; **পাতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **ন**—না; **শেকুঃ**—সক্ষম; **দ্বি-পদঃ**—দুই পদবিশিষ্ট; **চতুষ্পদঃ**—চতুষ্পদ; **সরীসৃপম্**—সরীসৃপ; **স্থাণু**—স্থাবর; **যৎ**—যা কিছু; **অত্র**—এই জড় জগতে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের থেকে শুরু করে এই পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত সমস্ত লোকপালেরা আপনার আধিপত্যের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ।

আপনার সাহায্য ব্যতীত তারা স্বতন্ত্রভাবে অথবা মিলিতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য জীবদের পালন করতে পারে না। সমস্ত মানুষদের, পশুদের, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পক্ষী, পাহাড়-পর্বত—এই জড় জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তার সবেরই একমাত্র পালক হচ্ছেন আপনি।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যখন তাদের গবেষণাগারে জীবন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। একেই বলা হয় মায়া। এই প্রবণতা উচ্চতর লোকেও রয়েছে, যেখানে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা বাস করেন। এই জড় জগতে সকলেই, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও অহঙ্কারে মত্ত। তথাকথিত লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের কাছে যখন কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা যায়, তখন তারা বলে, "আপনারা কেবল অনর্থক আপনাদের সময় নষ্ট করছেন। দেখুন, আমি কত অনাহারী ব্যক্তিকে খাওয়াচ্ছি।" দুর্ভাগ্যবশত তাদের নগণ্য প্রচেষ্টা, তা একক হোক অথবা যৌথ হোক, কারও কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

কখনও কখনও তথাকথিত স্বামীরা দরিদ্র মানুষদের দরিদ্র-নারায়ণ বলে মনে করে তাদের ভোজন করাতে তৎপর হয়। তাদের মতে ভগবান ভিক্ষুকরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সেবা না করে, তাদের মনগড়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করাই শ্রেয় বলে মনে করে। তারা বলে, "ভগবান নারায়ণের সেবায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করে কাজ নেই। তার থেকে বরং পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্র মানুষদের খাওয়ানই ভাল।" দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এককভাবে অথবা রাষ্ট্রসংঘ রূপে মিলিতভাবে তাদের পরিকল্পনা সফল করতে পারে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, কোটি কোটি মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত জীবদের সম্পূর্ণরূপে পালন করছেন ভগবান। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—একজন পুরুষ অর্থাৎ ভগবানই সমস্ত জীবদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করছেন। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের আধিপত্য অস্বীকার করা অসুরদের কাজ। তবুও কখনও কখনও সুর বা ভগবদ্ভক্তেরাও মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা হওয়ার ভ্রান্ত দাবি করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র তাঁদের পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়েছিলেন, এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ভবান্ যুগান্তার্ণব ঊর্মিমালিনি
ক্ষোণীমিমামোষধিবীরুধাং নিধিম্ ।
ময়া সহোরু ক্রমতেঽজ ওজসা
তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে নম ইতি ॥ ২৮ ॥

ভবান্—আপনি; **যুগ-অন্ত-অর্ণবে**—কল্পান্তে প্রলয়ের জলে; **ঊর্মি-মালিনি**—উত্তাল তরঙ্গ সমন্বিত; **ক্ষোণীম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **ওষধি-বীরুধাম্**—সর্বপ্রকার লতা এবং ওষধির; **নিধিম্**—আগার; **ময়া**—আমার; **সহ**—সঙ্গে; **উরু**—মহান; **ক্রমতে**—আপনি ভ্রমণ করেন; **অজ**—হে অজ; **ওজসা**—তীব্র বেগে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **প্রাণ-গণ-আত্মনে**—জীবনের পরম উৎস; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান! সমস্ত লতা, ওষধি এবং বৃক্ষের আশ্রয়-স্বরূপ এই বসুন্ধরা যখন কল্পান্তে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল প্রলয়-বারিতে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আমাকে সহ এই পৃথিবীকে ধারণ করে, আপনি প্রবল বেগে সমুদ্রে বিচরণ করেছিলেন। হে অজ, আপনি সমগ্র জগতের প্রকৃত নিয়ন্তা, তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা বুঝতে পারে না, কি আশ্চর্যজনকভাবে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা তা খুব ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভক্তেরা দেখতে পান কিভাবে এই জড়া প্রকৃতির সমস্ত আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন ভগবান। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিদের সৃষ্টি করছে। সেই নিয়মে এই জগতের বারবার সৃষ্টি এবং

বিনাশ হয়।" প্রকৃতির সমস্ত আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের তত্ত্বাবধানে। ঈর্ষা পরায়ণ মানুষেরা তা দেখতে পায় না, কিন্তু ভক্ত, এমনকি অত্যন্ত বিনীত এবং অশিক্ষিত হলেও জানেন যে, প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে পরম ঈশ্বরের হাত রয়েছে।

শ্লোক ২৯

হিরণ্ময়েঽপি ভগবান্নিবসতি কূর্মতনুং বিভ্রাণস্তস্য তৎপ্রিয়তমাং তনুমর্যমা সহ বর্ষপুরুষৈঃ পিতৃগণাধিপতিরুপধাবতি মন্ত্রমিমং চানুজপতি ॥২৯॥

হিরণ্ময়ে—হিরণ্ময়বর্ষে; **অপি**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **নিবসতি**—বাস করেন; **কূর্ম-তনুম্**—কূর্মদেহ; **বিভ্রাণঃ**—ধারণ করে; **তস্য**—ভগবানের; **তৎ**—তা; **প্রিয়-তমাম্**—প্রিয়তম; **তনুম্**—দেহ; **অর্যমা**—হিরণ্ময়বর্ষের অধিপতি অর্যমা; **সহ**—সঙ্গে; **বর্ষ-পুরুষৈঃ**—সেই বর্ষবাসীগণ; **পিতৃ-গণ-অধিপতিঃ**—পিতৃদের অধিপতি; **উপধাবতি**—ভক্তি সহকারে আরাধনা করেন; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **ইমম্**—এই; **চ**—ও; **অনুজপতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কূর্মশরীর ধারণ করে বিরাজ করেন। হিরণ্ময়বর্ষের অধিপতি অর্যমা সেই বর্ষবাসী পুরুষদের সঙ্গে ভগবানের সেই প্রিয়তম শ্রীমূর্তির উপাসনা করেন। তাঁরা নিরন্তর এই মন্ত্রটি জপ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রিয়তম* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেক ভক্ত ভগবানের কোন বিশেষ রূপকে তাঁর প্রিয়তম বলে মনে করেন। নাস্তিক মনোভাবের ফলে কিছু মানুষ মনে করে যে, ভগবানের কূর্ম, বরাহ বা মীনরূপ খুব সুন্দর নয়। তারা জানে না যে, ভগবানের যে কোন রূপই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। যেহেতু তাঁর একটি ঐশ্বর্য হচ্ছে অন্তহীন সৌন্দর্য, তাই ভগবানের সব কয়টি অবতারই পরম সুন্দর এবং ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। অভক্তরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারেরা এই জগতের সাধারণ প্রাণী এবং তাই তারা সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য দর্শন করে। ভক্তরা ভগবানের বিশেষ এক রূপের আরাধনা করেন, কারণ তাঁরা সেই রূপে তাঁকে দর্শন

করতে চান। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) বলা হয়েছে—*অদ্বৈতমচ্যুতম-নাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ*। ভগবানের পরম সুন্দর রূপ সর্বদা নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের বিশেষ রূপের ঐকান্তিক ভক্তেরা তাঁর সেই রূপকে পরম সুন্দর বলে দর্শন করেন, এবং তাই তাঁরা নিরন্তর তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন।

শ্লোক ৩০

ওঁ নমো ভগবতে অকূপারায় সর্বসত্ত্বগুণবিশেষণায়ানুপলক্ষিতস্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমো নমোঽবস্থানায় নমস্তে ॥ ৩০ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে; **অকূপারায়**—কূর্মরূপে; **সর্ব-সত্ত্ব-গুণ-বিশেষণায়**—যাঁর রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়; **অনুপলক্ষিত-স্থানায়**—যাঁর স্থিতি অলক্ষ্য, সেই আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **বর্ষ্মণে**—সব চাইতে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও যিনি কালের দ্বারা প্রভাবিত নন, সেই আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভূম্নে**—যিনি সর্বগ, সেই মহান পুরুষকে; **নমঃ নমঃ**—বারবার প্রণাম; **অবস্থানায়**—সকলের আশ্রয়; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে প্রভু, কূর্মরূপ ধারণকারী আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আপনি সমস্ত দিব্য গুণের উৎস, এবং সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি জলে বিচরণ করেন, কিন্তু আপনার স্থিতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না। তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার চিন্ময় স্থিতির জন্য আপনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্বারা সীমিত নন। আপনি সবকিছুর আশ্রয়রূপে সর্বত্র বিরাজমান এবং তাই আপনাকে বারবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—ভগবান সর্বদা চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ স্থান গোলোকে বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত। ভগবানের ক্ষেত্রেই এই বিরুদ্ধ ভাব সম্ভব, যিনি সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত। ভগবানের সর্বব্যাপকতা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি—"হে অর্জুন, পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন।" *ভগবদ্গীতায়* অন্যত্র (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" তাই ভগবান সর্বত্র বিরাজ করলেও সাধারণ চক্ষুর দ্বারা তাঁকে দর্শন করা যায় না। সেই কথা অর্যমা বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *অনুপলক্ষিতস্থান*—তাঁর অবস্থান কেউ লক্ষ্য করতে পারে না। সেটিই হচ্ছে ভগবানের মহিমা।

শ্লোক ৩১

যদ্রূপমেতন্নিজমায়য়ার্পিত-
মর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্ ।
সংখ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনাৎ-
তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশরূপিণে ॥ ৩১ ॥

যৎ—যাঁর; **রূপম্**—রূপ; **এতৎ**—এই; **নিজ-মায়য়া অর্পিতম্**—আপনার নিজের মায়া-শক্তির দ্বারা প্রকাশিত; **অর্থ-স্বরূপম্**—এই সমগ্র দৃশ্য জগৎ; **বহু-রূপ-রূপিতম্**—বহু রূপে প্রকাশিত; **সংখ্যা**—পরিমাপ; **ন**—না; **যস্য**—যার; **অস্তি**—রয়েছে; **অযথা**—মিথ্যা; **উপলম্ভনাৎ**—উপলব্ধি থেকে; **তস্মৈ**—তাঁকে (ভগবানকে); **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অব্যপদেশ**—মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা যাঁকে নির্ণয় করা যায় না; **রূপিণে**—যাঁর প্রকৃত রূপ।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই দৃশ্য জগৎ আপনার সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তি। এই জগতে যে অন্তহীন রূপ রয়েছে তা কেবল আপনার বহিরঙ্গা শক্তিরই প্রদর্শন মাত্র। এই বিরাটরূপ আপনার প্রকৃত স্বরূপ নয়। চিন্ময় চেতনাসম্পন্ন আপনার ভক্তেরা ছাড়া অন্য কেউই আপনার প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারে না। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবানের বিরাটরূপই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত রূপ এবং তাঁর ভগবৎ-স্বরূপ হচ্ছে মায়িক। একটি সরল উদাহরণের দ্বারা তাদের এই ভুলটি

বোঝা যায়। অগ্নিতে তিনটি উপাদান রয়েছে—তাপ ও আলোক, যা হচ্ছে অগ্নির শক্তি এবং অগ্নি। যে কেউই বুঝতে পারে যে, প্রকৃত অগ্নি হচ্ছে বাস্তব আর তাপ এবং আলোক অগ্নির শক্তি মাত্র। তাপ ও আলোক অগ্নির নিরাকার শক্তি, এবং সেই সূত্রে সেগুলি অবাস্তব। কেবল আগুনেরই রূপ রয়েছে, তাই তাপ এবং আলোকের প্রকৃত রূপ হচ্ছে সেই অগ্নি। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) বলেছেন—*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা আমি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত।" তেমনই ভগবানের নির্বিশেষ রূপ আগুনের তাপ এবং আলোকের ব্যাপ্তির মতো। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান আরও বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ*—সমগ্র জগৎ শ্রীকৃষ্ণের জড়া, পরা অথবা তটস্থা শক্তিতে অবস্থিত, কিন্তু যেহেতু তাঁর শক্তিতে তাঁর রূপ অনুপস্থিত, তাই তিনি স্বয়ং উপস্থিত নন। ভগবানের শক্তির এই অচিন্তনীয় বিস্তারের জন্য ভগবানের শক্তিকে বলা হয় *অচিন্ত্য শক্তি*। তাই ভগবানের ভক্ত না হলে কেউই ভগবানের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৩২

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্ ।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্র-
দ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥ ৩২ ॥

জরায়ুজম্—গর্ভ থেকে যার জন্ম হয়; **স্বেদজম্**—স্বেদ থেকে যার জন্ম হয়; **অণ্ডজ**—ডিম থেকে যার জন্ম হয়; **উদ্ভিদম্**—মাটি থেকে যার জন্ম হয়; **চর-অচরম্**—জঙ্গম এবং স্থাবর; **দেব**—দেবতা; **ঋষি**—ঋষি; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **ভূতম্**—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চভূত; **ঐন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **খম্**—অন্তরীক্ষ; **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবী; **শৈল**—গিরি এবং পর্বত; **সরিৎ**—নদী; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **গ্রহ-ঋক্ষ**—গ্রহ এবং নক্ষত্র; **ইতি**—এইভাবে; **অভিধেয়ঃ**—বিভিন্ন নামে অভিহিত; **একঃ**—এক।

অনুবাদ

হে ভগবান! জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ প্রভৃতি চরাচর জীব, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয়, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ

এবং নক্ষত্র—এই সবই আপনারই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ, কিন্তু আপনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাই আপনার অতীত আর কিছু নেই। এই সমগ্র জগৎ তাই মিথ্যা নয়, তা আপনার অচিন্ত্য শক্তির সাময়িক প্রকাশ।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা মতবাদটি প্রচার করে যে, কেবল ব্রহ্মাই সত্য এবং বৈচিত্র্যময় এই জগৎ মিথ্যা, সেই মতবাদ এখানে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে। কিছুই মিথ্যা নয়। কোন কিছু নিত্য হতে পারে এবং অন্য কোন কিছু ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু উভয়ই সত্য। যেমন, কেউ কিছুক্ষণের জন্য ক্রুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তা বলে কেউ বলতে পারে না যে, তার ক্রোধ মিথ্যা। তা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাই এই রকম; তা অনিত্য কিন্তু সত্য।

বিভিন্ন উৎস থেকে আগত নানা প্রকার জীবাত্মার বর্ণনা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। কারও জন্ম হয় জরায়ু থেকে এবং অন্য কারও জন্ম হয় (যেমন কিছু পোকা-মাকড়) মানুষের স্বেদ থেকে। কারও জন্ম হয় ডিম থেকে এবং অন্য কেউ আবার মাটি থেকে অঙ্কুরিত হয়। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করে। জীবের দেহ যদিও জড়, কিন্তু তা কখনই মিথ্যা নয়। কেউই স্বীকার করবে না যে, মানুষের শরীর যেহেতু মিথ্যা, তাই তাকে হত্যা করলে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। আমাদের অনিত্য শরীর আমাদের কর্ম অনুসারে প্রদান করা হয়েছে, এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য আমাদের সেই শরীরে থাকতে হবে। আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের দেহ মিথ্যা, তা কেবল অনিত্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের শক্তি ভগবানেরই মতো চিরস্থায়ী, যদিও কখনও তা প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত থাকে। তাই *বেদে* বলা হয়েছে,*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—"সবকিছুই ব্রহ্ম।"

শ্লোক ৩৩

যস্মিন্নসংখ্যেয়বিশেষনাম-
রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্ ।
সংখ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাপনীয়তে
তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ইতি ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—আপনাতে (ভগবানে); **অসংখ্যেয়**—অসংখ্য; **বিশেষ**—বিশেষ; **নাম**—নাম; **রূপ**—রূপ; **আকৃতৌ**—দৈহিক আকৃতি সমন্বিত; **কবিভিঃ**—পণ্ডিতদের দ্বারা; **কল্পিতা**—কল্পিত হয়েছে; **ইয়ম্**—এই; **সংখ্যা**—সংখ্যা; **যয়া**—যাঁর দ্বারা; **তত্ত্ব**—তত্ত্বের; **দৃশা**—জ্ঞানের দ্বারা; **অপনীয়তে**—বার করা হয়েছে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **সাংখ্য-নিদর্শনায়**—যিনি সাংখ্য জ্ঞান প্রকাশ করেছেন; **তে**—আপনাকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার নাম, রূপ এবং আকৃতি অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হয়। আপনি যে কত রূপে বিরাজ করেন তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না, তবুও আপনি কপিলদেব রূপে এই জগৎকে চব্বিশটি তত্ত্বে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই কেউ যদি সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী হন, যার দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার কাছ থেকে তা শ্রবণ করা। দুর্ভাগ্যবশত অভক্তেরা আপনার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে কেবল বিভিন্ন উপাদানেরই গণনা করে। আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা কোটি কোটি বছর ধরে সমগ্র জগতের স্থিতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছে, এবং বিভিন্নভাবে গণনা করছে এবং মতবাদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের মনগড়া গবেষণা তাদের মৃত্যুর সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে, এবং প্রকৃতির নিয়ম তাদের কার্যকলাপের অপেক্ষা না করেই চলতে থাকবে।

কোটি কোটি বছর ধরে পরিবর্তন হওয়ার পর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়ে অব্যক্ত অবস্থায় থাকবে। প্রকৃতিতে নিরন্তর পরিবর্তন এবং বিনাশ হচ্ছে (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*), তবুও জড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির মূল আধার ভগবানকে না জেনে, প্রকৃতির নিয়ম অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিদের সৃষ্টি করছে। সেই জন্য এই জগতের বারবার সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়।"

এখন জড় জগৎ ব্যক্ত, অবশেষে তার বিনাশ হবে এবং তারপর কোটি কোটি বছর ধরে তা অব্যক্ত অবস্থায় থাকবে, তারপর আবার সৃষ্টি হবে। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৩৪

উত্তরেষু চ কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ কৃতবরাহরূপ আস্তে তং তু দেবী হৈষা ভূঃ সহ কুরুভিরস্খলিতভক্তিযোগেনোপধাবতি ইমাং চ পরমামুপনিষদমাবর্তয়তি ॥ ৩৪ ॥

উত্তরেষু—উত্তর দিকে; **চ**—ও; **কুরুষু**—কুরুবর্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—যিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন; **কৃত-বরাহ-রূপঃ**—বরাহরূপ ধারণ করে; **আস্তে**—নিত্যকাল বিরাজ করেন; **তম্**—তাঁকে; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **দেবী**—দেবী; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **এষা**—এই; **ভূঃ**—পৃথিবী; **সহ**—সঙ্গে; **কুরুভিঃ**—কুরুবর্ষ-বাসীদের; **অস্খলিত**—অবিচলিত; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **উপধাবতি**—আরাধনা করে; **ইমাম্**—এই; **চ**—ও; **পরমাম্ উপনিষদম্**—পরম *উপনিষদ* (যে পদ্ধতির দ্বারা ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়); **আবর্তয়তি**—অভ্যাসের জন্য বারবার জপ করেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, জম্বূদ্বীপের উত্তরভাগে কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপ প্রকট করে বিরাজ করছেন। সেখানে কুরুবর্ষবাসীদের সঙ্গে ধরণীদেবী অবিচলিত ভক্তিযোগে নিম্নলিখিত উপনিষদ মন্ত্র বারংবার জপ করে তাঁর আরাধনা করেন।

শ্লোক ৩৫

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায় নমঃ কর্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ॥ ৩৫ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ভগবতে**—ভগবানকে; **মন্ত্র-তত্ত্ব-লিঙ্গায়**—যাঁকে বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা তত্ত্বত জানা যায়; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **ক্রতবে**—ক্রতু; **মহা-ধ্বর**—মহাযজ্ঞ; **অবয়বায়**—অবয়ব; **মহা-পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **কর্ম-শুক্লায়**—যিনি জীবের কর্ম পবিত্র করেন; **ত্রি-যুগায়**—যিনি তিন যুগে আবির্ভূত হন, সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে (চতুর্থ যুগে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন); **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, বিরাটপুরুষ রূপে আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কেবল মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা আমরা আপনাকে পূর্ণরূপে জানতে পারব। আপনি যজ্ঞ এবং আপনি ক্রতু। তাই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান আপনারই চিন্ময় দেহের অঙ্গ, এবং আপনিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনার রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি ত্রিযুগ নামে পরিচিত কারণ কলিযুগে আপনি আপনার রূপ প্রচ্ছন্ন রেখে অবতরণ করেন। এই নামের আর একটি কারণ হচ্ছে আপনি ত্রিযুগল ঐশ্বর্যবিশিষ্ট অর্থাৎ আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের অবতার, যে কথা *পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *উপনিষদের* বহু স্থানে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের বর্ণনা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*মধ্য লীলা* ৬/৯৯) নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥

এই কলিযুগে ভগবান *লীলাবতার* রূপে আবির্ভূত হন না। তাই তিনি *ত্রিযুগ* নামে পরিচিত। এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, যা তিনি অন্য কোন অবতারে করেন না। তাই তাঁকে বলা হয় *ছন্নাবতার*।

শ্লোক ৩৬

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো
গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যাঁর; **স্বরূপম্**—রূপ; **কবয়ঃ**—মহাজ্ঞানী ঋষিগণ; **বিপশ্চিতঃ**—পরমতত্ত্ব নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ; **গুণেষু**—ত্রিগুণাত্মিকা জড় জগতে; **দারুষু**—কাষ্ঠে; **ইব**—সদৃশ; **জাত**—প্রকাশিত; **বেদসম্**—অগ্নি; **মথ্নন্তি**—মন্থন করে; **মথ্না**—অরণি কাষ্ঠ; **মনসা**—মনের দ্বারা; **দিদৃক্ষবঃ**—জিজ্ঞাসু; **গূঢম্**—গোপনীয়; **ক্রিয়া-অর্থৈঃ**—সকাম কর্ম এবং তাদের ফলের দ্বারা; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ঈরিত-আত্মনে**—প্রকট হয়েছেন যিনি সেই ভগবানকে।

অনুবাদ

মুনি-ঋষিরা অরণি কাষ্ঠ মন্থনের দ্বারা কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থিত অগ্নিকে প্রকাশিত করতে পারেন। তেমনই, হে ভগবান, যাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা সবকিছুতে আপনাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন, এমনকি তাঁদের নিজেদের শরীরেও। তবুও আপনি প্রচ্ছন্ন থাকেন। মানসিক অথবা দৈহিক পরোক্ষ কার্যকলাপের দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। কারণ আপনি স্বয়ংপ্রকাশ। যখন আপনি দেখেন যে, কেউ সর্বান্তঃকরণে আপনার অন্বেষণ করছে, তখন আপনি তার কাছে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ক্রিয়ার্থৈঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের অনুষ্ঠানের দ্বারা।' *বিপশ্চিতঃ* শব্দটির বিশ্লেষণ করে *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* বলা হয়েছে—*সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি*। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*—"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর প্রকৃত জ্ঞানী আমার শরণাগত হয়।" কেউ যখন বাস্তবিকই ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং বুঝতে পারেন যে, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তা হলে তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। *জাতবেদঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "কাষ্ঠ ঘর্ষণের ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়।" বৈদিক যুগে ঋষিরা কাঠ থেকে আগুন উৎপন্ন করতে পারতেন। *জাতবেদঃ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে জঠরাগ্নি, যা আমাদের আহার জীর্ণ করায় এবং ক্ষুধার উদ্রেক করায়। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে গূঢ়* শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ*—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা ভগবানকে জানা যায়। *সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা*—তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি প্রতিটি

জীবের হৃদয়ে রয়েছেন। *কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ*—তিনি জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। *সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ*—ভগবান হচ্ছেন সাক্ষী এবং জীবনীশক্তি, তবু তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত।

শ্লোক ৩৭

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্বস্তুনিরীক্ষিতাত্মনে ।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

দ্রব্য—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়ের দ্বারা; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ; **হেতু**—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ; **অয়ন**—দেহ; **ঈশ**—কাল; **কর্তৃভিঃ**—অহঙ্কারের দ্বারা; **মায়া-গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **বস্তু**—বাস্তব সত্যরূপে; **নিরীক্ষিত**—লক্ষিত হয়; **আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **অন্বীক্ষয়া**—তত্ত্ব বিচারের দ্বারা; **অঙ্গ**—যোগের অঙ্গের দ্বারা; **অতিশয়-আত্ম-বুদ্ধিভিঃ**—যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে তাঁদের দ্বারা; **নিরস্ত**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **মায়া**—মায়া; **আকৃতয়ে**—যাঁর রূপ; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শরীর, কাল এবং অহঙ্কার—এই সবই আপনার মায়া-শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলনের দ্বারা যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে, তাঁরা দেখতে পান যে, এই সমস্ত তত্ত্ব আপনার মায়া-শক্তির পরিণাম। তাঁরা সবকিছুর পটভূমিতে আপনার চিন্ময় পরমাত্মা রূপও দর্শন করেন। তাই আপনাকে বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় সুখভোগের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি, দেহ, অহঙ্কার ইত্যাদি সবই ভগবানের মায়া কর্তৃক সৃষ্ট। এই সমস্ত কার্যকলাপের আধার হচ্ছে জীব এবং জীবের নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা। জীব সর্বেসর্বা নয়।

সে পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" জীব নির্দেশের জন্য পরমাত্মার উপর নির্ভর করে। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি, অথবা যোগ সাধনায় (*যম, নিয়ম, আসন* ইত্যাদি) সিদ্ধ ব্যক্তি ভগবান অথবা পরমাত্মা রূপে পরমতত্ত্বকে জানতে পারেন। ভগবান সকল প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ। তাই তাঁকে *সর্বকারণকারণম্‌* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট যা কিছু তা সবেরই কোন কারণ রয়েছে, এবং যিনি সর্বকারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন, তিনিই বাস্তব দর্শন করেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর পটভূমি, যে সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন করেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার পরিচালনায় কার্য করে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে বারবার এই জগতের সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়।"

শ্লোক ৩৮

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাবণো নমস্তে গুণকর্মসাক্ষিণে ॥ ৩৮ ॥

করোতি—অনুষ্ঠান করে; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ডের; **স্থিতি**—পালন; **সংযম**—বিনাশ; **উদয়ম্‌**—সৃষ্টি; **যস্য**—যাঁর; **ঈপ্সিতম্‌**—বাঞ্ছিত; **ন**—না; **ঈপ্সিতম্‌**—বাঞ্ছিত; **ঈক্ষিতুঃ**—ঈক্ষণকারীর; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **মায়া**—মায়া; **যথা**—যতখানি; **অয়ঃ**—লৌহ; **ভ্রমতে**—ভ্রমণ করে; **তৎ-আশ্রয়ম্‌**—তাঁর নিকটে স্থিত;

গ্রাবণঃ—চুম্বক; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **গুণ-কর্ম-সাক্ষিণে**—জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আপনার বাঞ্ছিত নয়; কিন্তু আপনার সৃজনী শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবদের জন্য আপনি সেই কার্য করেন। চুম্বকের প্রভাবে লৌহখণ্ড যেভাবে গতিশীল হয়, ঠিক সেইভাবে প্রকৃতির প্রতি আপনার দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎ সক্রিয় হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও প্রশ্ন ওঠে দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জড় জগতের সৃষ্টি ভগবান কেন করলেন। এখানে তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, ভগবান জীবদের দুঃখকষ্ট দেওয়ার জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করতে চান না। এই জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন কারণ বদ্ধ জীবেরা তা উপভোগ করতে চায়।

প্রকৃতির কার্যকলাপ আপনা থেকেই সংঘটিত হচ্ছে না। প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে, প্রকৃতি এমন আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া করছে, ঠিক যেমন একটি লৌহখণ্ড চুম্বকের প্রভাবে ইতস্তত গতিশীল হয়। জড় বৈজ্ঞানিকেরা এবং তথাকথিত সাংখ্য দার্শনিকেরা ভগবানকে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে যে, কারও তত্ত্বাবধান ছাড়াই জড়া প্রকৃতি কার্য করে চলেছে্ন। কিন্তু তাদের এই ধারণা সত্য নয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*আদি লীলা* ৬/১৮-১৯) জড় জগতের সৃষ্টির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে ।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্মাণে ॥

"যদিও সাংখ্য দার্শনিকেরা মনে করে যে, প্রধান হচ্ছে জগৎ সৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত। জড় পদার্থের সক্রিয় হওয়ার কোন শক্তি নেই, এবং তাই তা নিজে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। ভগবান তাঁর সৃষ্টিশক্তি প্রধানের মধ্যে সঞ্চার করেন। তখন ভগবানের শক্তির দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি হয়।" বায়ুর দ্বারা সমুদ্রের তরঙ্গ গতিশীল হয়, বায়ুর সৃষ্টি হয় আকাশ থেকে, আকাশের উৎপত্তি হয় প্রকৃতির ত্রিগুণের বিক্ষোভ থেকে, এবং জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সক্রিয়

হয় প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে। অতএব সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনে রয়েছেন ভগবান। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও* (*আদি* ৫/৫৯-৬১) সেই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥

"যেহেতু প্রকৃতি জড়, তাই তা জড় জগতের কারণ হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ জড়া প্রকৃতিতে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে প্রকৃতি জড় জগতের গৌণ কারণ হয়, ঠিক যেমন আগুনের শক্তিতে উত্তপ্ত হয়ে লোহা দাহিকা শক্তি প্রদর্শন করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগতের মূল কারণ। প্রকৃতিকে কারণ বলা হলে, সেই যুক্তি ছাগলের গলার স্তনের মতো, আপাতদৃষ্টিতে তা স্তনের মতো বলে মনে হলেও, তা থেকে কখনও দুধ পাওয়া যায় না।" এইভাবে দেখা যায় যে, জড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা যে মনে করে জড় পদার্থ নিজে থেকেই সক্রিয় হতে পারে, তা একটি মস্ত বড় ভুল।

শ্লোক ৩৯

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে
যো মাং রসায়া জগদাদিসূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে নিরগাদুদন্বতঃ
ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুমিতি ॥ ৩৯ ॥

প্রমথ্য—সংহার করার পর; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **প্রতিবারণম্**—অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী; **মৃধে**—যুদ্ধে; **যঃ**—যিনি; **মাম্**—আমাকে (পৃথিবীকে); **রসায়াঃ**—রসাতলে পতিত হয়েছিল; **জগৎ**—এই জড় জগতে; **আদি-সূকরঃ**—আদি বরাহ রূপে; **কৃত্বা**—ধারণ করে; **অগ্র-দংষ্ট্রে**—দন্তের অগ্রভাগে; **নিরগাৎ**—জল থেকে নির্গত হয়েছিলেন;

উদন্বতঃ—গর্ভোদক সমুদ্র থেকে; **ক্রীড়ন্**—খেলা; **ইব**—সদৃশ; **ইভঃ**—হস্তী; **প্রণতা অস্মি**—প্রণাম করি; **তম্**—তাঁকে; **বিভুম্**—ভগবানকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই ব্রহ্মাণ্ডে আদি বরাহরূপে আপনি মহা দৈত্য হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে সংহার করেছিলেন। তারপর, হস্তী যেভাবে জল থেকে পদ্ম তুলে খেলা করে, ঠিক সেইভাবে আপনি আমাকে আপনার দশনাগ্রে ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবানের প্রতি জম্বূদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

এই অধ্যায়ে ভারতবর্ষের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিম্পুরুষবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র যে কিভাবে পূজিত হন, সেই কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিম্পুরুষবর্ষ-বাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বস্ত সেবক হনুমান সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করেন। *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্* অর্থাৎ ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্টদের সংহার করার জন্য ভগবান যে অবতরণ করেন, তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রদর্শন করেন, এবং ভক্তেরা দিব্য প্রেমে তাঁকে সেবা করার সুযোগ গ্রহণ করেন। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, তথাকথিত জড় সুখ, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা, যার দ্বারা কখনই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না, সেগুলি ভুলে গিয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবান কেবল শরণাগতির দ্বারাই প্রসন্ন হন।

দেবর্ষি নারদ যখন সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অবতরণ করেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য বর্ণনা করেছেন। সাবর্ণি মনু এবং ভারতবর্ষ-বাসীরা, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূল এবং আত্মারামদের উপাস্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ভারতবর্ষে অন্যান্য বর্ষের মতো বহু নদী ও পর্বত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কারণ এই ভূখণ্ডে বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, যা সমাজকে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত করে। অধিকন্তু নারদ মুনির মতে যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনে সাময়িক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, তা সত্ত্বেও যে কোন সময়ে তার পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুশীলনের ফলে ক্রমশ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলনের ফলে সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ পাওয়া যায়। এই সাধুসঙ্গের ফলে ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং পাপপঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি লাভ হয়। তখন ভগবান বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। এই সুযোগের জন্য ভারতবাসীদের মহিমা স্বর্গলোকেও কীর্তিত হয়। এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মালোকেও ভারতবর্ষের মহিমা অনুরাগভরে আলোচনা করা হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে বদ্ধ জীবদের ক্রমবিকাশ হচ্ছে। এইভাবে কেউ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু আবার তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়, যে কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*)। যদি ভারতবর্ষ-বাসীরা নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে এবং তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করে, তা হলে মৃত্যুর পর আর তাদের এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। যে স্থানে ভগবদ্ভক্তের মুখনিঃসৃত ভগবানের কথা শোনা যায় না, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হলেও তা জীবের পক্ষে অনুকূল নয়। কেউ যদি ভারতবর্ষে মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ গ্রহণ না করে, তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতবর্ষে কেউ যদি জড় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে, তা হলে ভক্ত-সঙ্গের প্রভাবে সে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবে এবং অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

এই অধ্যায়ের শেষে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জম্বূদ্বীপের আটটি উপদ্বীপের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনুমান্ সহ কিম্পুরুষৈরবিরত-ভক্তিরুপাস্তে ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কিম্পুরুষে বর্ষে**—কিম্পুরুষ নামক বর্ষে; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **আদি-পুরুষম্**—সর্বকারণের আদি কারণ; **লক্ষ্মণ-অগ্রজম্**—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **সীতা-অভিরামম্**—যিনি সীতাদেবীর অত্যন্ত প্রিয় অথবা সীতাদেবীর পতি; **রামম্**—শ্রীরামচন্দ্র; **তৎ-চরণ-সন্নিকর্ষ-অভিরতঃ**—যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় রত; **পরম-ভাগবতঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাত মহান ভক্ত; **হনুমান্**—শ্রীহনুমানজী; **সহ**—সঙ্গে; **কিম্পুরুষৈঃ**—কিম্পুরুষবর্ষ-বাসীগণ; **অবিরত**—নিরন্তর; **ভক্তিঃ**—ভক্তিমান; **উপাস্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, কিম্পুরুষবর্ষে হনুমান সর্বদা সেই বর্ষবাসীগণ সহ, লক্ষ্মণাগ্রজ এবং সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ২

আর্ষ্টিষেণেন সহ গন্ধর্বৈরনুগীয়মানাং পরমকল্যাণীং ভর্তৃভগবৎকথাং সমুপশৃণোতি স্বয়ং চেদং গায়তি ॥ ২ ॥

আর্ষ্টি-ষেণেন—কিম্পুরুষবর্ষের অধিপতি আর্ষ্টিষেণ; **সহ**—সঙ্গে; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **অনুগীয়মানাম্**—গীত; **পরম-কল্যাণীম্**—পরম কল্যাণময়ী; **ভর্তৃ-ভগবৎ-কথাম্**—তাঁর প্রভু ভগবানের মহিমা; **সমুপশৃণোতি**—গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি শ্রবণ করেন; **স্বয়ম্ চ**—এবং তিনি নিজেও; **ইদম্**—এই; **গায়তি**—কীর্তন করেন।

অনুবাদ

গন্ধর্বগণ সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনে রত। সেই কীর্তন পরম কল্যাণময়ী। কিম্পুরুষবর্ষপতি আর্ষ্টিষেণ সহ হনুমান নিরন্তর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই মহিমা শ্রবণ করেন। হনুমান নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি গান করেন।

তাৎপর্য

পুরাণে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে দুটি মত রয়েছে। *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে (৫/৩৪-৩৬) মন্বন্তর অবতারের বর্ণনায় সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে।

বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
বিষ্ণুধর্মোত্তরে রামলক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী ॥
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ ।
শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যুর্লক্ষ্মণাদয়ঃ ॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা ।
মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্তিতা ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের অবতার। কিন্তু *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অবতার এবং তাঁর অন্য তিন ভাই শেষ, চক্র, এবং শঙ্খের অবতার। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সম্পর্কে তাঁর টীকায় লিখেছেন, *তদিদম্ কল্পভেদেনৈব সমভাব্যম্* । অর্থাৎ এই মত দুটি পরস্পর-বিরোধী নয়। কোন কল্পে শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতারা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ,

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার রূপে আবির্ভূত হন, এবং অন্য কোন কল্পে তাঁরা নারায়ণ, শেষ, চক্র ও শঙ্খের অবতার রূপে আবির্ভূত হন। এই গ্রহলোকে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম হচ্ছে অযোধ্যা। অযোধ্যা নগরী আজও উত্তর প্রদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত ফৈজাবাদ জেলায় বিরাজমান।

শ্লোক ৩

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম আর্যলক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি ॥ ৩ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **উত্তম-শ্লোকায়**—যিনি উত্তম শ্লোকের দ্বারা সর্বদা উপাসিত হন; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **আর্য-লক্ষণ-শীল-ব্রতায়**—যাঁর মধ্যে উত্তম পুরুষের সমস্ত গুণ বিরাজমান; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **উপশিক্ষিত-আত্মনে**—বিজিতেন্দ্রিয় আপনাকে; **উপাসিত-লোকায়**—সর্বশ্রেণীর লোকেরা যাঁকে স্মরণ করে এবং পূজা করে; **নমঃ**—আমার প্রণাম; **সাধু-বাদ-নিকষণায়**—যিনি সাধুদের সদ্‌গুণাবলী পরীক্ষা করার কষ্টিপাথর স্বরূপ; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ব্রহ্মণ্য-দেবায়**—সুযোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা যিনি পূজিত; **মহা-পুরুষায়**—এই সৃষ্টির কারণ হওয়ার ফলে, যিনি *পুরুষ-সূক্তের* দ্বারা পূজিত হন, সেই ভগবানকে; **মহা-রাজায়**—রাজাধিরাজকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

আমি আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য প্রণব জপ করি। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আর্যদের সমস্ত সদ্‌গুণের উৎস। আপনার চরিত্র ও আচরণ সর্বদা অবিচল, এবং আপনার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সর্বদা সংযত। একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে, আপনি আপনার আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করে সকলকে শিক্ষা দেন কিভাবে আচরণ করা কর্তব্য। নিকষ পাথরে কেবল স্বর্ণের গুণের পরীক্ষা হয়, কিন্তু আপনি এমনই স্পর্শমণি যাতে সমস্ত উত্তম গুণের পরীক্ষা হয়। আপনি ভক্তাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপাসিত। হে পরম পুরুষ, হে রাজাধিরাজ, আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪

যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্ ।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং
হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—সেই পরম সত্যকে; **বিশুদ্ধ**—জড়া প্রকৃতির কলুষমুক্ত বিশুদ্ধ; **অনুভব**—অনুভব; **মাত্রম্**—সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; **একম্**—এক; **স্বতেজসা**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—নিরস্ত; **গুণ-ব্যবস্থম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব; **প্রত্যক্**—জড় চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য নয়, চিন্ময়; **প্রশান্তম্**—জড়া প্রকৃতির ক্ষোভের অতীত; **সুধিয়া**—কৃষ্ণভক্তির দ্বারা অথবা শুদ্ধ চেতনার দ্বারা, যা জড় বাসনা, সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা কলুষিত নয়; **উপলম্ভনম্**—যাঁকে লাভ করা যায়; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অনাম-রূপম্**—জড় নাম এবং রূপ রহিত; **নিরহম্**—অহঙ্কার শূন্য; **প্রপদ্যে**—আমি তাঁর শরণাগত হই।

অনুবাদ

যাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়, সেই ভগবানকে শুদ্ধ চেতনার দ্বারাই দর্শন করা যায়। বেদান্তে তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর চিন্ময় শক্তির প্রভাবে তিনি জড় কলুষের অতীত, এবং যেহেতু তিনি জড় দৃষ্টির বিষয় নন, তাই তিনি 'প্রত্যক্' স্বরূপ। তিনি মায়িক চেষ্টা শূন্য, এবং তিনি প্রাকৃত নাম ও রূপ বিবর্জিত। কেবল শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা যায়। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে, আমরা তাঁর চরণ-কমলে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে আবির্ভূত হন। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি রাম, নৃসিংহ আদি বহু অবতাররূপে সর্বদা বিরাজমান, কিন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি নিজেও অবতরণ করেন।" শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, তিনি বিভিন্ন বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং যাঁর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন একটি রূপ। আমরা জানি যে, বিষ্ণুতত্ত্ব চিন্ময় পক্ষীরাজ গরুড় কর্তৃক বাহিত হন এবং তাঁর চার হাতে তিনি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করেন। তাই আমাদের মনে সন্দেহ হতে পারে যে, শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্যায়ভুক্ত কিনা, কারণ গরুড় তাঁকে বহন করছে না, তাঁকে বহন করছে হনুমান, এবং তিনি চতুর্ভুজ নন এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম নেই। তাই এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরই মতো (*রামাদিমূর্তিষু কলা*)। যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তবুও রামচন্দ্র তাঁর থেকে ভিন্ন নন। রামচন্দ্র জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং তাই তিনি প্রশান্ত—তিনি কখনও গুণের দ্বারা বিচলিত হন না।

ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের চিন্ময়ত্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। জড় চক্ষু দিয়ে তাঁকে দর্শন করা যায় না। রাবণের মতো রাক্ষসের যেহেতু চিন্ময় দৃষ্টি নেই, তাই তারা শ্রীরামচন্দ্রকে একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজা বলে মনে করে। রাবণ তাই শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য সহচরী সীতাদেবীকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রাবণ কিন্তু সীতাদেবীকে হরণ করতে পারেনি। রাবণ যাঁকে স্পর্শ করেছিল, তিনি ছিলেন সীতাদেবীর মায়িক মূর্তি। সীতাদেবীর প্রকৃত রূপ ছিল তার দৃষ্টির অগোচর। তাই এই শ্লোকে *প্রত্যক্ প্রশান্তম্* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর শক্তি সীতাদেবী জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র থাকেন।

উপনিষদে বলা হয়েছে—*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*। পরমেশ্বর বা পরমাত্মা কিংবা ভগবানকে কেবল তাঁরাই দর্শন করতে পারেন, যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট ভক্তগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে সর্বদা অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা

করি।" তেমনই, *ছান্দোগ্য উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে, *এতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন*। *উপনিষদের* এই শ্লোকটিতে *অনেন* শব্দটি আত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণ করেছে। *তিস্রো দেবতা* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, জীবের দেহ অগ্নি, মাটি এবং জল এই তিনটি জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। যদিও পরমাত্মা জড় দেহের উপাধি যুক্ত এবং জড় দেহের দ্বারা প্রভাবিত জীবাত্মার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তবুও জীবাত্মার দেহের সঙ্গে পরমাত্মার কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু পরমাত্মার কোন জড় সম্পর্ক নেই, তাই এখানে তাকে *অনামরূপং নিরহম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মার কোন জড় উপাধি নেই, যদিও জীবাত্মার রয়েছে। জীবাত্মা নিজেকে ভারতীয়, আমেরিকান, জার্মান ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার এই ধরনের কোন জড় উপাধি নেই এবং তাই তাঁর কোন জড় নাম নেই। জীবাত্মা তার নাম থেকে ভিন্ন, কিন্তু পরমাত্মা তা নন; তাঁর নাম এবং তিনি স্বয়ং এক এবং অভিন্ন। এটিই *নিরহম্* শব্দের অর্থ, অর্থাৎ 'জড় উপাধিবিহীন'। এই শব্দটির অর্থ বিকৃত করে বলা যায় না যে, পরমাত্মার কোন অহঙ্কার নেই, সত্তা নেই বা পরিচয় নেই। তাঁর চিন্ময় পরিচয় হচ্ছে যে তিনি পরম। শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, *নিরহম্* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে *নির্নিশ্চয়েন অহম্। নিরহম্* শব্দটির অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন সত্তা নেই। পক্ষান্তরে, *অহম্* শব্দটি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করছে যে, তাঁর স্বরূপ রয়েছে, কারণ *নিঃ* শব্দটির অর্থ কেবল 'ন-কার আত্মক'-ই নয়, তার আর একটি অর্থ হচ্ছে 'নিশ্চয়াত্মক'।

শ্লোক ৫

মর্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য ॥ ৫ ॥

মর্ত্য—মনুষ্যরূপে; **অবতারঃ**—যাঁর অবতার; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জড় জগতে; **মর্ত্য-শিক্ষণম্**—সমস্ত জীবদের, বিশেষ করে মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **রক্ষঃ-বধায়**—রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করার জন্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **কেবলম্**—কেবল; **বিভোঃ**—ভগবানের; **কুতঃ**—কোথা থেকে;

অন্যথা—অন্যথা; **স্যাৎ**—হবে; **রমতঃ**—আনন্দ উপভোগকারীর; **স্বে**—স্ব-স্বরূপে; **আত্মনঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ; **সীতা**—শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীর; **কৃতানি**—বিরহজনিত; **ব্যসনানি**—সমস্ত দুঃখ; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের।

অনুবাদ

রাক্ষসরাজ রাবণ মানুষ ব্যতীত অন্য কারোর বধ্য ছিল না, এবং সেই জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্য কেবল রাবণকে বধ করাই ছিল না, স্ত্রীসঙ্গ যে বহু দুঃখের কারণ তা মর্ত্য জীবদের শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অবতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বাত্মা, পরমেশ্বর এবং তিনি স্ব-স্বরূপে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর শোচনীয় কিছু নেই। অতএব তাঁর সীতাদেবীর বিরহজনিত দুঃখ কি করে হতে পারে?

তাৎপর্য

এই জগতে মনুষ্যরূপে ভগবানের আবির্ভাবের দুটি উদ্দেশ্য থাকে, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের রক্ষা করা এবং অসুরদের সংহার করা। ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান কেবল তাঁর সঙ্গ দানের মাধ্যমেই তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করেন না, তিনি তাঁদের শিক্ষাও দান করেন যাতে তাঁরা ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত না হন। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিবাহিত জীবনে প্রবেশ না করাই শ্রেয়, কারণ তা দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (৭/৯/৪৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥

কৃপণ অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত নয় এবং তার ফলে যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, তারা সাধারণত মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করে। এইভাবে তারা বারবার মৈথুনসুখ উপভোগ করে, যদিও তার ফলে তাদের বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। এটি ভক্তদের প্রতি একটি সাবধান বাণী। ভক্তদের এবং মানব-সমাজকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

সীতাদেবীকে পত্নীরূপে বরণ করে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করার লীলা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কেবল এই সমস্ত দুঃখকষ্ট স্বীকার করেছেন; প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুর জন্য তাঁর শোক করার কোন কারণ নেই।

শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার আর একটি দিক হচ্ছে যে, কেউ যখন পত্নীকে স্বীকার করেন, তখন তাঁর কর্তব্য সত্যনিষ্ঠ পতিরূপে তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। মানব-সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করেন আর ভগবদ্ভক্ত। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের উভয়কেই শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে ধর্মের নীতি পালন করে প্রেমপরায়ণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ পতি হতে হয়। তা না হলে এই সমস্ত আপাত দুঃখকষ্ট ভোগ করার কোন কারণ তাঁর ছিল না। যিনি নিষ্ঠা সহকারে ধর্মের নিয়ম পালন করেন, তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পত্নীকে সর্বতোভাবে সুরক্ষার জন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কোন রকম অবহেলা না করা। সেই জন্য অবশ্য কিছু দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ পতির কর্তব্য। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র সেই কর্তব্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর হ্লাদিনী শক্তি থেকে শত সহস্র সীতা উৎপন্ন করতে পারতেন, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ পতির কর্তব্য প্রদর্শন করার জন্য তিনি কেবল রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারই করেননি, তিনি সবংশে রাবণকে সংহার করেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার আরও একটি দিক হচ্ছে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ভক্তেরা জড় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে পারেন, তবুও সেই সমস্ত দুঃখকষ্টের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত পুরুষ। তাই *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* বলা হয়েছে—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥

বৈষ্ণব ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে সর্বদা চিন্ময় আনন্দে অবস্থিত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি দুঃখকষ্ট ভোগ করছেন, কিন্তু তাঁর স্থিতিকে বলা হয় বিরহজনিত চিন্ময় আনন্দ। প্রেমিক এবং প্রেমিকার বিরহ আপাতদৃষ্টিতে বেদনাদায়ক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত আনন্দময়। তাই সীতাদেবী থেকে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ এবং তজ্জনিত যে দুঃখ, তা চিন্ময় আনন্দের আর এক প্রকাশ। সেটিই হচ্ছে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত।

শ্লোক ৬

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত
ন লক্ষ্মণং চাপি বিহাতুমর্হতি ॥ ৬ ॥

ন—না; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সঃ**—তিনি; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মবতাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; **সুহৃত্তমঃ**—প্রিয়তম বন্ধু; **সক্তঃ**—আসক্ত; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রিলোকের মধ্যে কোন কিছু; **ভগবান্**—ভগবান; **বাসুদেবঃ**—সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **ন**—না; **স্ত্রী-কৃতম্**—স্ত্রীর জন্য; **কশ্মলম্**—বিরহজনিত দুঃখ; **অশ্নুবীত**—প্রাপ্ত হবেন; **ন**—না; **লক্ষ্মণম্**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বিহাতুম্**—পরিত্যাগ করার জন্য; **অর্হতি**—সমর্থ হন।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব, তাই তিনি এই ত্রিভুবনের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন। সমস্ত আত্ম-তত্ত্ববিৎ মহাত্মাদের তিনি প্রিয়তম পরমাত্মা এবং অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁর পক্ষে পত্নীর বিরহে দুঃখিত হওয়া এবং তাঁর পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। এই দুয়ের কোন একটিও ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

তাৎপর্য

ভগবানের বর্ণনা করে আমরা বলি যে, তিনি ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। বৈরাগ্য তাঁর একটি গুণ, কারণ তিনি এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন; তিনি বিশেষ করে চিৎ-জগৎ এবং সেখানকার জীবদের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপ দুর্গাদেবীর অধ্যক্ষতায় সংঘটিত হয় (*সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা*)। দুর্গার প্রতীক জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। তাই ভগবান সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। সীতাদেবী চিৎ-জগতের তত্ত্ব। তেমনই, শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের অবতার, এবং শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব।

ভগবান যেহেতু সমস্ত চিন্ময় গুণে গুণান্বিত, তাই তিনি সর্বদা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় রত ভক্তদের প্রতি আসক্ত। তিনি জীবনের সত্যের প্রতি আসক্ত,

ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর প্রতি নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন প্রকার জড় গুণের প্রতি আসক্ত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা, তবুও তিনি বিশেষ করে তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন যাঁরা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, এবং তিনি তাঁর ভক্তদের পরম প্রিয়। যেহেতু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানব-সমাজকে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতরণ করেছিলেন, তাই তিনি আপাতদৃষ্টিতে সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন না। তাই মানুষের কর্তব্য তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্তের কাছে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানা। তা হলেই ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

শ্লোক ৭

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ৭ ॥

ন—না; **জন্ম**—উচ্চকুলে জন্ম; **নূনম্**—প্রকৃতপক্ষে; **মহতঃ**—ভগবানের; **ন**—না; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য; **ন**—না; **বাক্**—মধুর ভাষা; **ন**—না; **বুদ্ধিঃ**—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; **ন**—না; **আকৃতিঃ**—দেহের সৌন্দর্য; **তোষ-হেতুঃ**—ভগবানের প্রীতির কারণ; **তৈঃ**—এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **বিসৃষ্টান্**—পরিত্যাগ করে; **অপি**—যদিও; **নঃ**—আমরা; **বন-ওকসঃ**—বনবাসী; **চকার**—অঙ্গীকার করেছেন; **সখ্যে**—বন্ধুত্বে; **বত**—আহা; **লক্ষ্মণ-অগ্রজঃ**—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র।

অনুবাদ

উচ্চকুলে জন্ম, সৌন্দর্য, বাক্‌চাতুরি, বুদ্ধি বা জাতি, ইত্যাদির দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা যায় না। তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করার জন্য এই সমস্ত গুণগুলির আবশ্যকতা হয় না। আমরা অসভ্য বনচর, আমরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিনি, আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য নেই এবং আমরা সভ্য মানুষের মতো কথা বলতে পারি না, তবুও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের তাঁর সখারূপে অঙ্গীকার করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী কুন্তীদেবী একটি প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন *অকিঞ্চনগোচর*। অ-উপসর্গটির অর্থ 'না' এবং *কিঞ্চন* শব্দটির অর্থ 'এই জড় জগতের কোন কিছু'। কেউ তাঁর উচ্চপদ, ধনসম্পদ, সৌন্দর্য, শিক্ষা ইত্যাদির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হতে পারে, কিন্তু জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি সদ্‌গুণ হলেও, ভগবানের সখ্য লাভের জন্য সেগুলির প্রয়োজন হয় না। যাঁর এই সমস্ত গুণ রয়েছে, আশা করা যায় যে, তিনি ভগবদ্ভক্ত হবেন এবং ভগবদ্ভক্ত হলে এই সমস্ত গুণের যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়। যারা উচ্চকুলে জন্ম, ধনসম্পদ, বিদ্যা এবং সৌন্দর্যের গর্বে গর্বিত (*জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রী*), তারা দুর্ভাগ্যবশত কৃষ্ণভক্তির অনুকূল হয় না, ভগবানও এই সমস্ত জড় গুণের পরোয়া করেন না। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে পাওয়া যায় (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*)। ভক্তি এবং ভগবানের সেবা করার ঐকান্তিক বাসনাই প্রধান যোগ্যতা। শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তির প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ বা লোভই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করার একমাত্র মূল্য (*তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্*)। *চৈতন্য-ভাগবতে* বলা হয়েছে—

> *খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা ৷*
> *ব্রহ্মা-শিব কান্দে যাঁর দেখিয়া মহিমা ॥*
> *ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণ নাহি পাই ৷*
> *কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥*

"খোলাবেচা ভক্তের সৌভাগ্য দর্শন কর। তাঁর মহিমা দর্শন করে ব্রহ্মা এবং শিবও অশ্রু বর্ষণ করেন। ধন, জন, অথবা পাণ্ডিত্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল শুদ্ধ ভক্তিরই বশীভূত।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন খোলাবেচা শ্রীধর, যাঁর পেশা ছিল কলা গাছের খোসা দিয়ে খোলা বানিয়ে বিক্রি করা। তিনি যা উপার্জন করতেন, তার অর্ধাংশ দিয়ে তিনি মা গঙ্গার পূজা করতেন, এবং বাকি অর্ধাংশ দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি এতই গরিব ছিলেন যে, একটি ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে তিনি বাস করতেন। পিতলের বাসন কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিল না, এবং তাই তিনি লৌহ পাত্রে জল পান করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও যে কিভাবে ভগবানের মহান ভক্ত হতে পারেন, তিনি তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। জড়-জাগতিক ধনসম্পদের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করা যায় না, তা কেবল শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই লব্ধ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে, জ্ঞান-কর্ম-যোগ ইত্যাদির আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য আনুকূল্যের সহিত যে প্রেমময়ী সেবা অনুক্ষণ সম্পাদিত হয়, তারই নাম উত্তমা ভক্তি।"

শ্লোক ৮

সুরোঽসুরো বাপ্যথ বানরো নরঃ
সর্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্ ।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবমিতি ॥ ৮ ॥

সুরঃ—দেবতা; **অসুরঃ**—অসুর; **বা অপি**—অথবা; **অথ**—অতএব; **বা**—অথবা; **অনরঃ**—মনুষ্য ব্যতীত (পক্ষী, পশু ইত্যাদি); **নরঃ**—মানুষ; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বান্তঃকরণে; **যঃ**—যিনি; **সুকৃতজ্ঞম্**—সহজেই সন্তুষ্ট হন; **উত্তমম্**—সর্বোৎকৃষ্ট; **ভজেত**—ভজন করা কর্তব্য; **রামম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **মনুজাকৃতিম্**—মনুষ্যরূপে আবির্ভূত; **হরিম্**—ভগবানকে; **যঃ**—যিনি; **উত্তরান্**—উত্তর ভারতের; **অনয়ৎ**—ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন; **কোশলান্**—অযোধ্যাবাসীদের; **দিবম্**—চিৎ-জগতে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব দেব, অসুর, মানুষ অথবা পশু-পাখি প্রভৃতি যে কেউ হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা, যিনি নররূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর ভজনের জন্য বহু তপস্যার প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই সন্তুষ্ট হন, এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ভক্ত সার্থক হন। শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপালু যে, মানুষই হোক বা অন্য যে কেউ হোক তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। এটিই শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করার একটি বিশেষ সুবিধা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনাতেও এই সুবিধাটি রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয়রূপে কখনও কখনও অসুরদের

সংহার করে তাঁদের কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অসুরদের পর্যন্ত অনায়াসে প্রেম দান করেছেন। ভগবানের সমস্ত অবতারেরা—বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত প্রায় সমস্ত জীবদের উদ্ধার করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ষড়্ভুজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন, যা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলিত রূপ—দুহাত শ্রীরামচন্দ্রের, দুহাত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এবং দুহাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য এই ষড়্ভুজ রূপের আরাধনার ফলে সাধিত হয়।

শ্লোক ৯

ভারতেঽপি বর্ষে ভগবান্নরনারায়ণাখ্য আকল্পান্তমুপচিতধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যোপশমোপরমাত্মোপলম্ভনমনুগ্রহায়াত্মবতামনুকম্পয়া তপোঽব্যক্তগতিশ্চরতি ॥ ৯ ॥

ভারতে—ভারতবর্ষে; **অপি**—ও; **বর্ষে**—ভূখণ্ডে; **ভগবান্**—ভগবান; **নর-নারায়ণ-আখ্যঃ**—নর-নারায়ণ নামক; **আকল্প-অন্তম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত; **উপচিত**—বর্ধমান; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য বা অনাসক্তি; **ঐশ্বর্য**—যোগৈশ্বর্য; **উপশম**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **উপরম**—অহঙ্কার থেকে মুক্ত; **আত্ম-উপলম্ভনম্**—আত্ম-উপলব্ধি; **অনুগ্রহায়**—অনুগ্রহ করার জন্য; **আত্ম-বতাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; **অনুকম্পয়া**—অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অব্যক্ত-গতিঃ**—যাঁর মহিমা অচিন্ত্য; **চরতি**—সম্পাদন করে।

অনুবাদ

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—) ভগবানের মহিমা অচিন্ত্য। ভক্তদের কৃপাপূর্বক ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও নিরহঙ্কার শিক্ষা দান করার জন্য তিনি ভারতবর্ষে বদরিকাশ্রম নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চিন্ময় ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং কল্পান্ত পর্যন্ত তপস্যায় রত। এটিই আত্ম-উপলব্ধির পন্থা।

তাৎপর্য

পৃথিবীর মানুষদের আত্ম-উপলব্ধি লাভের জন্য তপশ্চর্যার পন্থা শিক্ষা দিতে ভগবান যে কিভাবে নর-নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা জানার জন্য ভারতবাসীরা বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের মন্দিরে যেতে পারেন। সকাম কর্ম এবং মনোধর্মের

দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত এই কলিযুগের মানুষেরা তপস্যা বলতে যে কি বোঝায় তাও জানে না। তাই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন অধঃপতিত জীবদের আত্ম-উপলব্ধির পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই পন্থাটিকে বলা হয় *চেতোদর্পণমার্জনম্* বা অন্তরের অন্তঃস্থল পরিষ্কার করার পন্থা। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। যে কেউ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করতে পারে। এই যুগে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান, মার্কসবাদ, ফ্রয়েডবাদ, জাতীয়তাবাদ, যান্ত্রিক প্রগতিবাদ ইত্যাদি নানা রকম তথাকথিত বিজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু নর-নারায়ণের প্রদর্শিত বিধি অনুসরণ না করে আমরা যদি এই সমস্ত মতবাদ অবলম্বন করে কঠোর পরিশ্রম করি, তা হলে আমাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হবে। তার ফলে আমরা অবশ্যই প্রতারিত হব এবং পথভ্রষ্ট হব।

শ্লোক ১০

তং ভগবান্নারদো বর্ণাশ্রমবতীভির্ভারতীভিঃ প্রজাভির্ভগবৎপ্রোক্তাভ্যাং সাংখ্যযোগাভ্যাং ভগবদনুভাবোপবর্ণনং সাবর্ণেরুপদেক্ষ্যমাণঃ পরমভক্তিভাবেনোপসরতি ইদং চাভিগৃণাতি ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁকে (নর-নারায়ণকে); **ভগবান্**—পরম শক্তিশালী মহাত্মা; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **বর্ণশ্রম-বতীভিঃ**—চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সমন্বিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারীদের দ্বারা; **ভারতীভিঃ**—ভারতবর্ষে; **প্রজাভিঃ**—নিবাসীগণ; **ভগবৎ-প্রোক্তাভ্যাম্**—ভগবান যা বলেছেন; **সাংখ্য**—সাংখ্য-যোগের দ্বারা; **যোগাভ্যাম্**—অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা; **ভগবৎ-অনুভাব-উপবর্ণনম্**—যা ভগবৎ-উপলব্ধির পন্থা বর্ণনা করে; **সাবর্ণেঃ**—সাবর্ণি মনুকে; **উপদেক্ষ্যমাণঃ**—উপদেশ দিয়ে; **পরম-ভক্তি-ভাবেন**—পরম আনন্দময় ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **উপসরতি**—ভগবানের সেবা করে; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **অভিগৃণাতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

নারদ পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে ভগবান নারদ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা জীবনের পরম লক্ষ্য ভক্তি লাভ করা যায়। তিনি ভগবানের মহিমাও বর্ণনা করেছেন। দেবর্ষি নারদ এই চিন্ময় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারী

ভারতবর্ষবাসীদের ভগবদ্ভক্তি লাভের পন্থা প্রদর্শন করতে পারেন। এইভাবে নারদ মুনি ভারতবর্ষবাসীদের সঙ্গে সর্বদা নর-নারায়ণের সেবায় যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

মানব-জীবনের প্রকৃত সাফল্য ভারতবর্ষে লাভ করা যায়, কারণ ভারতবর্ষে সেই উদ্দেশ্য সাধনের বিধি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ভারতবর্ষে এই যে সুযোগটি পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহার করা মানুষের কর্তব্য, বিশেষ করে যারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুগামী। চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস)-এর মাধ্যমে বর্ণাশ্রম ধর্মের পন্থা অনুসরণ না করলে, জীবনে সাফল্য লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবের ফলে, এখন সবকিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ-বাসীরা অধঃপতিত হয়ে ম্লেচ্ছ এবং যবনে পরিণত হচ্ছে। তা হলে তারা অন্যদের শিক্ষা দেবে কিভাবে? তাই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে, কেবল ভারতবর্ষ-বাসীদের জন্যই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষদের জন্য, যে কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করে গেছেন। এখনও সময় রয়েছে, এবং ভারতবর্ষবাসীরা যদি ঐকান্তিকভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করে, তা হলে সারা পৃথিবী নারকীয় পরিবেশে অধঃপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *পঞ্চরাত্রিক-বিধি* এবং *ভাগবত-বিধি* অনুসরণ করে, যাতে মানুষ এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে।

শ্লোক ১১

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংসপরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি ॥ ১১ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ভগবতে**—ভগবানকে; **উপশম-শীলায়**—জিতেন্দ্রিয়; **উপরত-অনাত্ম্যায়**—জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম;

অকিঞ্চন-বিত্তায়—যিনি নিষ্কিঞ্চনের একমাত্র ধন সেই ভগবানকে; **ঋষি-ঋষভায়**—সমস্ত ঋষিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ; **নর-নারায়ণায়**—নর-নারায়ণকে; **পরমহংস-পরম-গুরবে**—পরমহংস অর্থাৎ মুক্ত পুরুষদের পরম গুরু; **আত্মারাম-অধিপতয়ে**—আত্মারামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **নমঃ নমঃ**—বারবার আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান নর-নারায়ণকে নমস্কার। তিনি জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চনের ধন, পরমহংসদের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি বারবার প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১২

গায়তি চেদম্—
কর্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে
ন হন্যতে দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ ।
দ্রষ্টুর্ন দৃগ্‌যস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে
তস্মৈ নমোঽসক্তবিবিক্তসাক্ষিণে ॥ ১২ ॥

গায়তি—গান করেন; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **কর্তা**—অনুষ্ঠানকারী; **অস্য**—এই জগতের; **সর্গ-আদিষু**—সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের; **যঃ**—যিনি; **ন বধ্যতে**—স্রষ্টা, প্রভু অথবা মালিকরূপে যিনি আসক্ত নন; **ন**—না; **হন্যতে**—অভিভূত হয়; **দেহগতোঽপি**—মনুষ্যরূপে প্রকট হওয়া সত্ত্বেও; **দৈহিকৈঃ**—ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শ্রান্তি ইত্যাদি দৈহিক ক্লেশ; **দ্রষ্টুঃ**—যিনি সবকিছুর দ্রষ্টা তাঁকে; **ন**—না; **দৃক্**—দৃষ্টিশক্তি; **যস্য**—যাঁর; **গুণৈঃ**—জড় গুণের দ্বারা; **বিদূষ্যতে**—দূষিত হয়; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **অসক্ত**—অনাসক্ত ভগবানকে; **বিবিক্ত**—মমতা রহিত; **সাক্ষিণে**—সবকিছুর সাক্ষী।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি কীর্তন করে নর-নারায়ণের আরাধনা করেন— "ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কর্তা, তবুও তিনি সর্বতোভাবে কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। যদিও মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, তিনি আমাদের মতো

একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তির দৈহিক ক্লেশের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তিনি সবকিছুর সাক্ষী, তবুও সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয় কলুষিত হয় না। সেই অনাসক্ত, জগতের সাক্ষী, পরমাত্মা শ্রীভগবানকে আমি বারবার প্রণাম করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর দেহ নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। এই শ্লোকে তা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তবুও তিনি তার প্রতি অনাসক্ত। আমরা যদি একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ বানাই, তা হলে আমরা সেটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। তিনি কোনকিছুর প্রতি আসক্ত নন (*ন বধ্যতে*)। যদিও শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রয়েছে, তবুও তিনি দৈহিক আবশ্যকতাগুলির দ্বারা বিচলিত হন না; যেমন তিনি কখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অথবা ক্লান্ত হন না (*ন হন্যতে দেহোগতোহপি দৈহিকৈঃ*)। যেহেতু সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি, তাই তিনি সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করেন এবং সর্বত্র বিরাজ করেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর দেহ চিন্ময়, তাই তিনি দর্শনের অতীত। আমরা যখন কোন সুন্দর রূপ দর্শন করি, তখন আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হই। সুন্দরী রমণী পুরুষকে আকৃষ্ট করে, এবং পুরুষ স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ত্রুটির অতীত। যদিও তিনি সবকিছুরই দ্রষ্টা তবুও তাঁর দৃষ্টি দূষিত হয় না (*ন দৃগ্‌যস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে*)। তাই, যদিও তিনি সাক্ষী এবং দ্রষ্টা, তবুও তিনি দৃশ্য কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং মমতা রহিত। তিনি সর্বদাই অনাসক্ত এবং পৃথক্; তিনিই একমাত্র সাক্ষী।

শ্লোক ১৩

ইদং হি যোগেশ্বর যোগনৈপুণং
হিরণ্যগর্ভো ভগবাঞ্জগাদ যৎ ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো
ভক্ত্যা দধীতোজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ ॥ ১৩ ॥

ইদম্—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **যোগেশ্বর**—হে যোগেশ্বর ভগবান; **যোগ-নৈপুণম্**—যোগ সাধনের নৈপুণ্য; **হিরণ্য-গর্ভঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **জগাদ**—

বলেছিলেন; **যৎ**—যা; **যৎ**—যা; **অন্ত-কালে**—মৃত্যুর সময়ে; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **নির্গুণে**—গুণাতীত; **মনঃ**—মন; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **দধীত**—স্থাপন করা উচিত; **উজ্ঝিত-দুষ্কলেবরঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) যে যোগের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন, এটি তারই পুনরাবৃত্তি। মৃত্যুর সময় যোগীরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের চিত্ত স্থাপন করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

যস্য সম্যগ্ ভগবতি জ্ঞানং ভক্তিস্তথৈব চ ।
নিশ্চিন্তস্তস্য মোক্ষঃ স্যাৎ সর্বপাপকৃতোঽপি তু ॥

"যিনি ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি পূর্বে পাপাসক্ত হলেও, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে তাঁর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।" সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অত্যন্ত পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁকে সাধু বলে মনে করতে হবে কারণ তিনি যথাযথভাবে অবস্থিত।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩০) জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদির চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হওয়া। কেউ যদি এইভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন, তা হলে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন (*স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক চিন্তায় এবং কার্যকলাপে মগ্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাই তাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন। মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়, তা হলে তিনি অবশ্যই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১৪

যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্ ।
শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্
যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **ঐহিক**—এই জীবনে; **অমুষ্মিক**—ভবিষ্যৎ জীবনে; **কাম-লম্পটঃ**—যে ব্যক্তি দেহসুখ ভোগের কাম-বাসনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **সুতেষু**—সন্তান; **দারেষু**—পত্নী; **ধনেষু**—ধনসম্পদ; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **শঙ্কেত**—ভীত; **বিদ্বান্**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত; **কু-কলেবর**—মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত শরীরে; **অত্যয়াৎ**—ক্ষতির ফলে; **যঃ**—যে; **তস্য**—তার; **যত্নঃ**—প্রচেষ্টা; **শ্রমঃ**—সময় এবং শক্তির অপচয়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কেবলম্**—কেবল।

অনুবাদ

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের বর্তমান শরীর এবং ভবিষ্যৎ শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা সর্বদা তাদের পত্নী, সন্তান এবং ধন-সম্পদের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে, এবং মল-মূত্রে পূর্ণ শরীরটি ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনকারী ব্যক্তিও যদি তাদের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তা হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি লাভ? তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং পুত্রদের কথা চিন্তা করে। সে চলে গেলে কিভাবে তারা বেঁচে থাকবে এবং কে তাদের দেখাশুনা করবে, সেই চিন্তাতেই সে তখন মগ্ন থাকে। তার ফলে সে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না; পক্ষান্তরে সে সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সেবা করার জন্য সেই শরীরে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। তাই যোগ অনুশীলনের দ্বারা দৈহিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া কর্তব্য। ভক্তিযোগ অনুশীলন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও কেউ যদি তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ-স্বরূপ তার কুৎসিত দেহটি ত্যাগ করতে ভীত হয়, তা হলে আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করার কি প্রয়োজন? যোগসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে দেহের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন,

দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তার—যিনি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে দেহের আবশ্যকতাগুলির উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তার সংসার-বন্ধন সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত। কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা, তা হলে তার মুক্তি সুনিশ্চিত।

শ্লোক ১৫

তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং
ত্বন্মায়য়াহংমমতামধোক্ষজ ।
ভিন্দ্যাম যেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং
বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবমিতি ॥ ১৫ ॥

তৎ—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে ভগবান; **ত্বম্**—আপনি; **কু-কলেবর-অর্পিতাম্**—মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত শরীরে অর্পণ করেছেন; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার মায়ার দ্বারা; **অহম্-মমতাম্**—"আমি এবং আমার" ভাবনা; **অধোক্ষজ**—হে অধোক্ষজ; **ভিন্দ্যাম**—ত্যাগ করতে পারি; **যেন**—যার দ্বারা; **আশু**—অতি শীঘ্র; **বয়ম্**—আমরা; **সুদুর্ভিদাম্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **বিধেহি**—দয়া করে দান করুন; **যোগম্**—যোগের পন্থা; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **নঃ**—আমরা; **স্বভাবম্**—মনের স্থিরতার লক্ষণ; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব, হে অধোক্ষজ ভগবান, দয়া করে আপনি আমাদের ভক্তিযোগ সম্পাদন করার শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের অস্থির মনকে সংযত করে আপনার চিন্তায় তা স্থির করতে পারি। আমরা আপনার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত; তাই আমরা মল-মূত্রপূর্ণ এই দেহের প্রতি এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু সেই সবের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত এই আসক্তি ত্যাগ করার আর কোন উপায় নেই। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের এই বর দান করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।* আদর্শ যোগ হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকা,

সর্বদা তাঁর আরাধনা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা। আমরা যদি এই যোগ অনুশীলন না করি, তা হলে মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত দেহটির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা অসম্ভব হবে। প্রকৃত যোগের সিদ্ধি হচ্ছে দেহের প্রতি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া। আমরা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হই, তখন আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। এই যোগের পন্থাই অনুশীলন করা উচিত, অন্য কোন পন্থা নয়।

শ্লোক ১৬

ভারতেঽপ্যস্মিন্ বর্ষে সরিচ্ছৈলাঃ সন্তি বহবো মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকস্ত্রিকূট ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লকঃ সহ্যো দেবগিরির্ঋষ্যমূকঃ শ্রীশৈলো বেঙ্কটো মহেন্দ্রো বারিধারো বিন্ধ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষগিরিঃ পারিযাত্রো দ্রোণশ্চিত্রকূটো গোবর্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলো গোকামুখ ইন্দ্রকীলঃ কামগিরিরিতি চান্যে চ শতসহস্রশঃ শৈলাস্তেষাং নিতম্বপ্রভবা নদা নদ্যশ্চ সন্ত্যসঙ্খ্যাতাঃ ॥ ১৬ ॥

ভারতে—ভারতবর্ষে; **অপি**—ও; **অস্মিন্**—এই; **বর্ষে**—ভূখণ্ডে; **সরিৎ**—নদী; **শৈলাঃ**—পর্বত; **সন্তি**—রয়েছে; **বহবঃ**—বহু; **মলয়ঃ**—মলয়; **মঙ্গলপ্রস্থঃ**—মঙ্গল-প্রস্থ; **মৈনাকঃ**—মৈনাক; **ত্রিকূটঃ**—ত্রিকূট; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **কূটকঃ**—কূটক; **কোল্লকঃ**—কোল্লক; **সহ্যঃ**—সহ্য; **দেবগিরিঃ**—দেবগিরি; **ঋষ্যমূকঃ**—ঋষ্যমূক; **শ্রীশৈলঃ**—শ্রীশৈল; **বেঙ্কটঃ**—বেঙ্কট; **মহেন্দ্রঃ**—মহেন্দ্র; **বারিধারঃ**—বারিধার; **বিন্ধ্যঃ**—বিন্ধ্য; **শুক্তিমান্**—শুক্তিমান; **ঋক্ষগিরিঃ**—ঋক্ষগিরি; **পারিযাত্রঃ**—পারিযাত্র; **দ্রোণঃ**—দ্রোণ; **চিত্রকূটঃ**—চিত্রকূট; **গোবর্ধনঃ**—গোবর্ধন; **রৈবতকঃ**—রৈবতক; **ককুভঃ**—ককুভ; **নীলঃ**—নীল; **গোকামুখঃ**—গোকামুখ; **ইন্দ্রকীলঃ**—ইন্দ্রকীল; **কামগিরিঃ**—কামগিরি; **ইতি**—ইত্যাদি; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্য; **চ**—ও; **শত-সহস্রশঃ**—বহু শত সহস্র; **শৈলাঃ**—পর্বত; **তেষাম্**—তাদের; **নিতম্ব-প্রভবাঃ**—সানুদেশ থেকে উৎপন্ন; **নদাঃ**—নদ; **নদ্যঃ**—নদী; **চ**—এবং; **সন্তি**—রয়েছে; **অসঙ্খ্যাতাঃ**—অসংখ্য।

অনুবাদ

ভারতবর্ষে ইলাবৃতবর্ষের মতো বহু পর্বত এবং নদী রয়েছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট,

মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি আদি শত-সহস্র পর্বত রয়েছে এবং তাদের সানুদেশ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদ-নদী রয়েছে।

শ্লোক ১৭-১৮

এতাসামপো ভারত্যঃ প্রজা নামভিরেব পুনন্তীনামাত্মনা চোপ-স্পৃশন্তি ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রবসা তাম্রপর্ণী অবটোদা কৃতমালা বৈহায়সী কাবেরী বেণী পয়স্বিনী শর্করাবর্তা তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণাবেণ্যা ভীমরথী গোদাবরী নির্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী রেবা সুরসা নর্মদা চর্মণ্বতী সিন্ধুরন্ধঃ শোণশ্চ নদৌ মহানদী বেদস্মৃতির্ঋষিকুল্যা ত্রিসামা কৌশিকী মন্দাকিনী যমুনা সরস্বতী দৃষদ্বতী গোমতী সরযূ রোধস্বতী সপ্তবতী সুষোমা শতদ্রূশ্চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা বিতস্তা অসিক্নী বিশ্বেতি মহানদ্যঃ ॥ ১৮ ॥

এতাসাম্—এই সবের; **অপঃ**—জল; **ভারত্যঃ**—ভারতবর্ষের; **প্রজাঃ**—অধিবাসী; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **এব**—কেবল; **পুনন্তীনাম্**—পবিত্র করছে; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **চ**—ও; **উপস্পৃশন্তি**—স্পর্শ করে, **চন্দ্রবসা**—চন্দ্রবসা; **তাম্রপর্ণী**—তাম্রপর্ণী; **অবটোদা**—অবটোদা; **কৃতমালা**—কৃতমালা; **বৈহায়সী**—বৈহায়সী; **কাবেরী**—কাবেরী; **বেণী**—বেণী; **পয়স্বিনী**—পয়স্বিনী; **শর্করাবর্তা**—শর্করাবর্তা; **তুঙ্গভদ্রা**—তুঙ্গভদ্রা; **কৃষ্ণাবেণ্যা**—কৃষ্ণাবেণ্যা; **ভীমরথী**—ভীমরথী; **গোদাবরী**—গোদাবরী; **নির্বিন্ধ্যা**—নির্বিন্ধ্যা; **পয়োষ্ণী**—পয়োষ্ণী; **তাপী**—তাপী; **রেবা**—রেবা; **সুরসা**—সুরসা; **নর্মদা**—নর্মদা; **চর্মণ্বতী**—চর্মণ্বতী; **সিন্ধুঃ**—সিন্ধু; **অন্ধঃ**—অন্ধ; **শোণঃ**—শোণ; **চ**—এবং; **নদৌ**—দুটি নদী; **মহানদী**—মহানদী; **বেদস্মৃতিঃ**—বেদস্মৃতি; **ঋষিকুল্যা**—ঋষিকুল্যা; **ত্রিসামা**—ত্রিসামা; **কৌশিকী**—কৌশিকী; **মন্দাকিনী**—মন্দাকিনী; **যমুনা**—যমুনা; **সরস্বতী**—সরস্বতী; **দৃষদ্বতী**—দৃষদ্বতী; **গোমতী**—গোমতী; **সরযূ**—সরযূ; **রোধস্বতী**—রোধস্বতী; **সপ্তবতী**—সপ্তবতী; **সুষোমা**—সুষোমা; **শতদ্রূঃ**—শতদ্রূ; **চন্দ্রভাগা**—চন্দ্রভাগা; **মরুদ্বৃধা**—মরুদ্বৃধা; **বিতস্তা**—বিতস্তা; **অসিক্নী**—অসিক্নী; **বিশ্বা**—বিশ্বা; **ইতি**—এইভাবে; **মহা-নদ্যঃ**—মহানদী।

অনুবাদ

তাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও শোণ—এই দুটি নদ, এবং চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্যা,

ভীমরথী, গোদাবরী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মণ্বতী, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, রোধস্বতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, বিশ্বা—এই সমস্ত মহানদীই প্রধান। ভারতবাসীরা এই সমস্ত নদী স্মরণ করার ফলে পবিত্র। কখনও কখনও তাঁরা এই সমস্ত নদীর নাম মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেন, এবং কখনও কখনও তাঁরা সেই নদীর জল স্পর্শ করে তাতে স্নান করেন। এইভাবে ভারতবাসীরা পবিত্র হন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত নদ-নদী দিব্য। তাই তাদের স্মরণ করার ফলে, স্পর্শ করার ফলে অথবা তাতে স্নান করলে মানুষ পবিত্র হতে পারে। এই প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে।

শ্লোক ১৯

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্যেণ সর্বা হ্যেব সর্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি ॥ ১৯ ॥

অস্মিন্ এব বর্ষে—এই ভারতবর্ষে; **পুরুষৈঃ**—মানুষেরা; **লব্ধ-জন্মভিঃ**—যারা জন্মগ্রহণ করেছে; **শুক্ল**—সত্ত্বগুণের; **লোহিত**—রজোগুণের; **কৃষ্ণ**—তমোগুণের; **বর্ণেন**—বিভাগ অনুসারে; **স্ব**—স্বয়ং; **আরব্ধেন**—শুরু করেছে; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **দিব্য**—দিব্য; **মানুষ**—মানুষ; **নারক**—নারকীয়; **গতয়ঃ**—গতি; **বহ্ব্যঃ**—বহু; **আত্মনঃ**—নিজের; **আনুপূর্ব্যেণ**—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলের; **বিধীয়ন্তে**—প্রাপ্ত হয়; **যথা-বর্ণ-বিধানম্**—বিভিন্ন বর্ণ অনুসারে; **অপবর্গঃ**—মুক্তির পথ; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **ভবতি**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

এই বর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে তাদের কর্ম অনুসারে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি নানা প্রকার গতি লাভ করে। কারণ ভারতবর্ষে

মানুষ ঠিক তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করে। কেউ যদি সদ্‌গুরুর দ্বারা তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে, যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়।

তাৎপর্য

এই সম্বন্ধে আরও অধিক তত্ত্বের জন্য *ভগবদ্‌গীতা* (১৪/১৮ এবং ১৮/৪২-৪৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীল রামানুজাচার্য *বেদান্ত-সংগ্রহে* লিখেছেন—

এবংবিধ পরাভক্তিস্বরূপজ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্বোক্তাহরহরুপচীয়মানজ্ঞান-পূর্বককর্মানুগৃহীতভক্তিযোগ এব; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—বর্ণাশ্রমেতি। নিখিলজগদুদ্ধারণায়াবনিতলেঽবতীর্ণং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মেতদুক্তবান্— "স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু"; "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ / স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"

মহর্ষি পরাশর মুনি *বিষ্ণু পুরাণ* (৩৮৯) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

"যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হয়। তা ছাড়া তাঁর প্রসন্নতার আর কোন উপায় নেই।" ভারতবর্ষে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনায়াসে পালন করা যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের কিছু আসুরিক প্রকৃতির মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্মকে উপেক্ষা করছে। যেহেতু মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হওয়ার অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষার কোন উপযুক্ত সংস্থা নেই, তাই এই সমস্ত অসুরেরা বর্ণহীন সমাজ তৈরি করতে চাইছে। তার ফলে সর্বত্র এক প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের নামে অযোগ্য ব্যক্তিরা উচ্চ রাজপদ গ্রহণ করছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে আচরণ করার শিক্ষা কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না, এবং তার ফলে মানুষ অধঃপতিত হয়ে পশুতে পরিণত হচ্ছে। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনসাধারণকে মুক্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং তার ফলে তাদের মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে এবং এইভাবে মানব-সমাজকে নরকে অধঃপতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করছে।

শ্লোক ২০

যোঽসৌ ভগবতি সর্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধন-দ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে; **অসৌ**—সেই; **ভগবতি**—ভগবানকে; **সর্ব-ভূত-আত্মনি**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **অনাত্ম্যে**—আসক্তি রহিত; **অনিরুক্তে**—মন এবং বাণীর অগোচর; **অনিলয়নে**—অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়; **পরমাত্মনি**—পরমাত্মা; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবকে; **অনন্য**—অন্য কেউ নয়; **নিমিত্ত**—কারণ; **ভক্তি-যোগ-লক্ষণঃ**—শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ সমন্বিত; **নানা-গতি**—বিবিধ গন্তব্যের; **নিমিত্ত**—কারণ; **অবিদ্যা-গ্রন্থি**—অজ্ঞানের বন্ধন; **রন্ধন**—ছেদন করার; **দ্বারেণ**—উপায়ের দ্বারা; **যদা**—যখন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মহা-পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষ**—ভক্ত সহ; **প্রসঙ্গঃ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

অনুবাদ

বহু বহু জন্মের পর পুণ্যকর্মের ফল যখন পরিপক্ক হয়, তখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। নানা প্রকার সকাম কর্মের ফলে অবিদ্যার যে বন্ধন, তখন সে তা ছেদন করতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সর্বভূতের আত্মা, আসক্তি রহিত, মন ও বাক্যের অগোচর এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভগবান বাসুদেবে ভক্তি লাভ হয়। বাসুদেবের প্রতি এই প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগই হচ্ছে মুক্তির প্রকৃত পথ।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম উপলব্ধি মুক্তির প্রাথমিক স্তর, এবং পরমাত্মা উপলব্ধি তার থেকেও উন্নত স্তর, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি তখন লাভ হয়, যখন ভগবানের নিত্য-দাসরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয় (*মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। এই জড় জগতে দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সকলেই ভ্রান্তভাবে কর্ম করছে। কেউ যখন ব্রহ্মভূত বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর দেহ নন এবং দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্ম করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। তখন তাঁর ভগবৎ-সেবা শুরু হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময়ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন তাঁর মন সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন থাকে, এবং তখন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যা তাঁকে সাহায্য করে না, সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁর আর কোন আগ্রহ থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি তাঁর আর তখন কোন আকর্ষণ থাকে না। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৭) বলা হয়েছে—*এষ হ্যেবানন্দয়তি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ন দৃশ্যেঽনাত্ম্যে অনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ।* জীব যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার প্রকৃত আনন্দ নির্ভর করছে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর, তখন সে আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকাই আনন্দ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্লোক ২১

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—
অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ২১ ॥

এতৎ—এই; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **অহো**—আহা; **অমীষাম্**—এই ভারতবাসীদের; **কিম্**—কি; **অকারি**—করেছেন; **শোভনম্**—পবিত্র, সুন্দর কার্য; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন; **এষাম্**—তাদের উপর; **স্বিৎ**—অথবা; **উত**—বলা হয়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **হরিঃ**—ভগবান; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **জন্ম**—জন্ম; **লব্ধম্**—লাভ হয়েছে; **নৃষু**—মানব-সমাজে; **ভারত-অজিরে**—ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে; **মুকুন্দ**—মুক্তিদাতা শ্রীভগবান; **সেবা-ঔপয়িকম্**—সেবা করার উপায়; **স্পৃহা**—বাসনা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

যেহেতু মনুষ্যজন্ম আত্ম-উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বর্গের দেবতারা বলেন— আহা, এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন যে মানুষেরা, তাঁরা নিশ্চয়ই মহা পুণ্যজনক তপস্যা করেছেন, অথবা ভগবান নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। তা না হলে, কিভাবে তাঁরা এমনভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন? আমরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভের জন্য ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করতে চাই, আর এই মানুষেরা ইতিমধ্যেই সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

এই সত্য *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ৯/৪১) বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

"যাঁরা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সকলের উপকার করার মাধ্যমে তাঁদের জন্ম সার্থক করা।"

ভারতবর্ষে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য বহু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ভারতবর্ষে সমস্ত আচার্যেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দান করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ভারতবাসীদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে হয় এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হয়। সর্বতোভাবে ভারতবর্ষ এক বিশেষ স্থান, যেখানে অনায়াসেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তা অবলম্বন করার মাধ্যমে জন্ম সার্থক করা যায়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাঁর জন্ম সার্থক করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করেন, তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল হবে।

শ্লোক ২২

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ-
র্দানাদিভির্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা ।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ ॥ ২২ ॥

কিম্—কি লাভ; **দুষ্করৈঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **নঃ**—আমাদের; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **ব্রতৈঃ**—ব্রত; **দান-আদিভিঃ**—দান ইত্যাদির

দ্বারা; **বা**—অথবা; **দ্যুজয়েন**—স্বর্গ লাভ করার ফলে; **ফল্গুনা**—তুচ্ছ; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **নারায়ণ-পাদ-পঙ্কজ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে; **স্মৃতিঃ**—স্মরণ; **প্রমুষ্ট**—লুপ্ত; **অতিশয়**—অত্যন্ত; **ইন্দ্রিয়-উৎসবাৎ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—দুষ্কর যজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে আমরা স্বর্গ লাভ করেছি, কিন্তু তাতে কি ফল লাভ হল? এখানে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে প্রবলভাবে লিপ্ত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম কদাচিৎ স্মরণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, অত্যধিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে, আমরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা প্রায় ভুলেই গেছি।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের এমনই মহিমা যে, এখানে জন্মগ্রহণ করার ফলে কেবল স্বর্গলোকই লাভ করা যায় না, অধিকন্তু সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক, তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।" ভারতবর্ষের মানুষেরা সাধারণত বৈদিক নিয়ম পালন করেন, যার ফলে তাঁরা মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন। কিন্তু, তার ফলে কি লাভ হয়? *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) বলা হয়েছে *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—যজ্ঞ, দান ইত্যাদি পুণ্যকর্মের ফল যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন সংসার-দুঃখ ভোগ করার জন্য আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্ত হন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যান (*যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*)। তাই দেবতারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও অনুতাপ করেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ লাভ না করার ফলে তাঁরা এইভাবে শোক করেন। ভগবদ্ভক্তি লাভের পরিবর্তে তাঁরা উচ্চতর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মোহে বিমোহিত হয়েছেন, এবং তাই তাঁরা মৃত্যুর সময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করতে পারেন না। অর্থাৎ, যাঁরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য স্বয়ং ভগবানের দেওয়া নির্দেশ

অনুসরণ করা। *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*। মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে অথবা বৈকুণ্ঠলোকের সর্বোচ্চ স্তর গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের সঙ্গে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা।

শ্লোক ২৩

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরম্ ।
ক্ষণেন মর্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥ ২৩ ॥

কল্প-আয়ুষাম্—যাঁরা বহু কল্প ধরে জীবিত থাকেন, যেমন ব্রহ্মা; **স্থান-জয়াৎ**—স্থান বা লোক প্রাপ্তির থেকেও; **পুনঃ-ভবাৎ**—জন্ম, মৃত্যু এবং জরা সমন্বিত; **ক্ষণ-আয়ুষাম্**—অল্প আয়ু সমন্বিত, বড় জোর একশ বছর; **ভারত-ভূজয়ঃ**—ভারতবর্ষে জন্ম; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **ক্ষণেন**—ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য; **মর্ত্যেন**—দেহের দ্বারা; **কৃতম্**—সম্পাদিত কর্ম; **মনস্বিনঃ**—জীবনের মূল্য যাঁরা প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পেরেছেন; **সংন্যস্য**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে; **সংযান্তি**—তাঁরা লাভ করে; **অভয়ম্**—যেখানে কোন ভয় নেই; **পদম্**—ধাম; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

ব্রহ্মলোকে কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু লাভ করার থেকে ভারতবর্ষে অল্প আয়ু লাভ করাও শ্রেয়স্কর, কারণ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও জন্ম-মৃত্যু সমন্বিত সংসার-চক্রে ফিরে আসতে হয়। অথচ নিম্নতর লোক ভারতবর্ষের আয়ু অল্প হলেও এখানে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে, পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি সাধন করা যায়। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর অতীত বৈকুণ্ঠলোকে অভয়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তির সমর্থন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

যিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর *ভগবদ্গীতায়* স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া উপদেশ অধ্যয়ন করার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। তার ফলে তিনি স্থির করতে

পারেন মনুষ্য-জীবনে তাঁর কি কর্তব্য। অন্য সমস্ত প্রবণতা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পূর্বকৃত সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন (*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন,*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার আরাধনা কর এবং আমাকে নমস্কার কর।" এটি অত্যন্ত সরল পন্থা, এমনকি একটি শিশুও এই পন্থা অবলম্বন করতে পারে। অতএব এই পন্থাটি গ্রহণ করব না কেন? মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ-বাসীদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। যিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য, তাঁকে আর সৎ অথবা অসৎ কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ২৪

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধা-আপগাঃ**—সমস্ত কুণ্ঠা নিরশনকারী ভগবানের কথারূপ অমৃতের নদী; **ন**—না; **সাধবঃ**—ভক্তগণ; **ভাগবতাঃ**—সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত; **তৎ-আশ্রয়াঃ**—যাঁরা ভগবানের আশ্রিত; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **যজ্ঞেশ-মখাঃ**—যজ্ঞেশ্বর ভগবানে ভক্তি; **মহা-উৎসবাঃ**—প্রকৃত মহোৎসব; **সুরেশ-লোকঃ**—দেবতাদের বাসস্থান; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—তা; **সেব্যতাম্**—আশ্রয় করা।

অনুবাদ

যে স্থানে ভগবানের কথারূপ অমৃতের গঙ্গা প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে সেইরূপ পবিত্র নদীর তটে আশ্রিত ভক্ত-ভাগবতদের অধিষ্ঠান নেই, যে স্থানে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নৃত্য-গীত ইত্যাদি মহোৎসব সহকারে সংকীর্তন যজ্ঞ হয়

না, (যেহেতু এই যুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে) সেই স্থান ব্রহ্মালোক হলেও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সেই স্থান আশ্রয় করবেন না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বঙ্গভূমিতে নদীয়া বা নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে আমরা স্থির করতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, এবং এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ; ভারতবর্ষে বঙ্গভূমি শ্রেষ্ঠ, এবং বঙ্গভূমিতে নদীয়া জেলা শ্রেষ্ঠ এবং নদীয়ার মধ্যে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস আদি অন্তরঙ্গ পার্ষদ-সহ বিরাজ করেন। তাঁরা সর্বদা ভগবানের নামকীর্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচার করেন। তাই এই স্থান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যাতে মানুষ সেখানে গিয়ে অবিরাম মহোৎসব সহকারে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মহান সুযোগ লাভ করতে পারে, যে কথা এখানে সমর্থিত হয়েছে (*যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ*) এবং তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অভিলাষী লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করতে পারে। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার ।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই ।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥
গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল ।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা ।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা ॥

(*শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য* ১/২২০—২২১, ২২৩-২২৪)

তেমনই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম ।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥

(*চৈতন্য-চরিতামৃত আদি* ৩/৭৭-৭৯)

অনেক মায়াবাদী রয়েছে যারা মনে করে যে, সংকীর্তন যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের মতো। কিন্তু এটি একটি নাম অপরাধ। শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করা এবং অন্যান্য নাম উচ্চারণ করা সমান নয়। মূর্খ মায়াবাদীদের সেই কথা জানা উচিত।

শ্লোক ২৫

প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাম্ ।
ন বৈ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তাঃ—যারা লাভ করেছে; **নৃ-জাতিম্**—মনুষ্যজন্ম; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **ইহ**—এই ভারতবর্ষে; **যে**—যারা; **চ**—ও; **জন্তবঃ**—জীব; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **ক্রিয়া**—ক্রিয়ার দ্বারা; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **কলাপ**—সমূহের দ্বারা; **সম্ভৃতাম্**—পূর্ণ; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যতেরন্**—প্রয়াস; **অপুনঃ-ভবায়**—অমরত্ব লাভের জন্য; **তে**—তারা; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **বনৌকাঃ**—পক্ষী; **ইব**—সদৃশ; **যান্তি**—যায়; **বন্ধনম্**—বন্ধন।

অনুবাদ

ভারতবর্ষ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ প্রদান করে, যার ফলে মানুষ জ্ঞান এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য ভারতবর্ষে নির্মল ইন্দ্রিয় সমন্বিত মনুষ্যদেহ লাভ করা সত্ত্বেও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে তার অবস্থা ঠিক বনচর পশু-পক্ষীর মতো, অসাবধানতা বশত যারা পুনরায় ব্যাধ কর্তৃক বন্দী হয়।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে অনায়াসে ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন রূপ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় অথবা ভগবদ্ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ, যথা *স্মরণং বন্দনম্ অর্চনং দাস্যং সখ্যম্* এবং *আত্মনিবেদনম্* সম্পাদন করা যায়। ভারতবর্ষে বহু তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করার, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, যেখানে অন্যাভিলাষিতাশূন্য বহু শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন, এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যান্য পথ, যেমন কর্মের পথ এবং জ্ঞানের পথ খুব একটা লাভজনক নয়। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি প্রকৃত লাভ নয়, কারণ পুনরায় ব্রহ্মজ্যোতির মুক্ত অবস্থা থেকে নীচে নেমে আসতে হয় এবং স্বর্গলোক থেকে তো অবশ্যই অধঃপতিত হতে হয়। তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য (*যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্*)। তা না হলে মনুষ্য-জীবন এবং অরণ্যে পশু-পাখির জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পশু-পাখিদেরও স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু নিম্নস্তরের জীবন লাভ করার ফলে তারা সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারে না। ভারতবর্ষে যাঁরা মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের জড় সুখভোগের বহু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের এই রকম সুযোগ তাদের নেই। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধিপূর্বক কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সেই জ্ঞান সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা।

শ্লোক ২৬

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবি-
র্নিরুপ্তমিষ্টং বিধিমন্ত্রবস্তুতঃ ।
একঃ পৃথঙ্‌নামভিরাহুতো মুদা
গৃহ্লাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

যৈঃ—যাদের দ্বারা (ভারতবর্ষ-বাসীদের দ্বারা); **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে; **বর্হিষি**—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে; **ভাগশঃ**—ভাগের দ্বারা; **হবিঃ**—আহুতি; **নিরুপ্তম্**—নিবেদিত; **ইষ্টম্**—ইষ্টদেবকে; **বিধি**—বিধিপূর্বক; **মন্ত্র**—মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **বস্তুতঃ**—উপযুক্ত সামগ্রীসহ; **একঃ**—এক পরম পুরুষ ভগবান; **পৃথক্**—ভিন্ন; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **আহুতঃ**—আহুত; **মুদা**—হর্ষ সহকারে; **গৃহ্লাতি**—তিনি গ্রহণ করেন; **পূর্ণঃ**—পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আশিষাম্**—সমস্ত আশীর্বাদের; **প্রভুঃ**—প্রদানকারী।

অনুবাদ

ভারতবর্ষে বহু দেবতা-উপাসক রয়েছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতারা পৃথক্‌ভাবে উপাসিত হলেও তাঁরা ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত দায়িত্বশীল সমস্ত কর্মচারী। সেই সমস্ত উপাসকেরা দেবতাগণকে ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জেনে তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করেন। তাই ভগবান সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন এবং উপাসকদের বাসনা পূর্ণ করে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করেন। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাঁর চিন্ময় শরীরের অংশমাত্রের পূজা করলেও, তাঁদের অভীষ্ট বর প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত। তাঁরা আমাকে অবিনাশী এবং আদি পুরুষ ভগবান জেনে সর্বতোভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।" মহাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল ভগবানেরই আরাধনা করেন। কিন্তু অন্যেরা, যাদের কখনও কখনও মহাত্মা বলা হয়, তারা *একত্বেন পৃথক্ত্বেন* রূপে ভগবানের উপাসনা করে। অর্থাৎ, তারা দেব-দেবীদের শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ জেনে নানা প্রকার বর লাভের জন্য তাদের উপাসনা করে। এইভাবে দেব-দেবীর উপাসকেরা যদিও তাদের অভীষ্ট ফল লাভ করে, তবুও *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ তাদের *হৃতজ্ঞান* বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষভাবে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে উপাসিত হতে চান না; তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ভক্তের ভক্তি লাভের অভিলাষী। তাই যে ভক্ত *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর

প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁকে তিনি শীঘ্রই চিন্ময় পদ প্রদান করেন (*তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্*)। কিন্তু যে ভক্ত ভগবানের অংশরূপী দেবতাদের উপাসনা করেন, তাঁরা তাঁদের অভীষ্ট বর লাভ করেন, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আশীর্বাদের আদি প্রভু। কেউ যদি কোন বিশেষ বর লাভ করতে চান, তা হলে ভগবানের পক্ষে তা প্রদান করা মোটেই কঠিন নয়।

শ্লোক ২৭

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ২৭ ॥

সত্যম্—নিশ্চিতভাবে; **দিশতি**—তিনি প্রদান করেন; **অর্থিতম্**—অভীষ্ট বস্তু; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **নৃণাম্**—মানুষদের দ্বারা; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থদঃ**—বর প্রদাতা; **যৎ**—যা; **পুনঃ**—পুনরায়; **অর্থিতা**—বর লাভের বাসনা; **যতঃ**—যার থেকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **বিধত্তে**—তিনি প্রদান করেন; **ভজতাম্**—যারা তাঁর সেবায় যুক্ত তাদের; **অনিচ্ছতাম্**—ইচ্ছা না করলেও; **ইচ্ছাপিধানম্**—যা সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তুকে আচ্ছাদিত করে; **নিজ-পাদ-পল্লবম্**—তাঁর স্বীয় পাদপদ্ম।

অনুবাদ

যে ভক্ত জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, ভগবান তাঁর সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু যে বাসনা থেকে পুনঃ পুনঃ বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন না। কিন্তু ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিলাষ না করলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তকে শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন এবং সেই আশ্রয় তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। এটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে-ভক্তদের উল্লেখ করা হয়েছে , তাঁরা জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, কিন্তু এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান কিভাবে তাঁদের সেই সমস্ত কামনা থেকে রক্ষা করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" এইভাবে ভক্তের বাসনা কেবল পূর্ণই হবে না, বরং এমন একদিন আসবে যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা তাঁর থাকবে না। যিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাঁকে বলা হয় সকাম ভক্ত, এবং যিনি অহৈতুকী প্রেমে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় অকাম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি সকাম ভক্তকে অকাম ভক্তে পরিণত করেন। শুদ্ধ ভক্ত বা অকাম ভক্ত কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই সন্তুষ্ট থাকেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*—কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি আর অন্য কোন কিছু কামনা করেন না। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর। ভগবান তাঁর সকাম ভক্তের প্রতিও এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর কামনাগুলি এমনভাবে চরিতার্থ করেন যে, একদিন তিনি অকাম ভক্তে পরিণত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার থেকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভের কামনা নিয়ে ভগবানের ভক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি অকাম ভক্তে পরিণত হয়ে ভগবানকে বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে প্রভু, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই সন্তুষ্ট। আমি আর অন্য কোন বর কামনা করি না।" কখনও কখনও দেখা যায় যে, একটি শিশু যখন কোন নোংরা জিনিস খায়, তখন তার মা সেই নোংরা জিনিসটি তার হাত থেকে নিয়ে তাকে একটা সন্দেশ দেন। সকাম ভক্তদের এই রকম শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের জড় কামনা-বাসনাগুলি দূর করে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রদান করেন। তাই, জড় কামনা-বাসনা থাকলেও ভগবান ছাড়া অন্য কারও আরাধনা করা উচিত নয়; সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত যাতে তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ হয়, চরমে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ২২/৩৭-৩৯, ৪১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ।
না মাগিতেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥

কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥
কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে ।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে ॥

অন্যকামী—কোন ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া যদি অন্য কোন কিছু কামনা করেন; *যদি করে কৃষ্ণের ভজন*—কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন; *না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ*—যদিও তিনি তা চান না, তবুও কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন। *কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ*—শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "আমার সেবায় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়।" *অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,*—"সেই ভক্তের অবস্থা ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে অমৃতের পরিবর্তে বিষ প্রার্থনা করে।" *এই বড় মূর্খ*—"সেই ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ।" *আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব*—"কিন্তু আমি তো অভিজ্ঞ, সেই মূর্খকে কেন আমি বিষয়রূপ বিষ প্রদান করব?" *স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব*— "আমি তাকে আমার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়রূপ অমৃত প্রদান করে তার বিষয় বাসনা ভুলিয়ে দেব।" *কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে,*—কেউ যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন; *পায় কৃষ্ণ-রসে*—তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবার স্বাদ পান। *কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে*—তখন তিনি তাঁর সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়ার অভিলাষ করেন।

শ্লোক ২৮

যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্ ।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্
বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি ॥ ২৮ ॥

যদি—যদি; **অত্র**—এই স্বর্গলোকে; **নঃ**—আমাদের; **স্বর্গ-সুখ-অবশেষিতম্**—স্বর্গসুখ ভোগ করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে; **সু-ইষ্টস্য**—সম্যক্ যজ্ঞের; **সু-উক্তস্য**—নিষ্ঠা সহকারে বেদ অধ্যয়ন করার; **কৃতস্য**—সৎকর্ম অনুষ্ঠান করার; **শোভনম্**—

পুণ্যফল; **তেন**—তার দ্বারা; **অজনাভে**—ভারতবর্ষে; **স্মৃতি-মৎ জন্ম**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী জন্ম; **নঃ**—আমাদের; **স্যাৎ**—হোক; **বর্ষে**—সেই স্থানে; **হরিঃ**—ভগবান; **যৎ**—যেখানে; **ভজতাম্**—ভক্তদের; **শম্ তনোতি**—কল্যাণ বিস্তার করেন।

অনুবাদ

আমরা নিঃসন্দেহে যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য সৎকর্মের অনুষ্ঠান-জনিত পুণ্যের ফলে এখন স্বর্গলোকে বাস করছি। কিন্তু, একদিন এখানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যে, যদি আমাদের পুণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তার ফলে যেন আমরা ভারতবর্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী মানবজন্ম লাভ করতে পারি। ভগবান কৃপাপূর্বক স্বয়ং সেই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে, সেই বর্ষবাসীদের কল্যাণ বিস্তার করেন।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে পুণ্যকর্মের ফলে জীব স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেখান থেকে তাকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। এমনকি দেবতাদেরও পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে পৃথিবীতে এসে সাধারণ মানুষের মতো কার্য করতে হয়। কিন্তু তবুও দেবতারা প্রার্থনা করেন যে, যদি তাঁদের কিছু পুণ্য অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে সেই পুণ্যের বলে তাঁরা যেন ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতে হলে, দেবতাদের থেকেও অধিক পুণ্যের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভক্ত, এবং কেউ যদি বিশেষভাবে তাঁর কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সৌভাগ্য বর্ধিত হয় এবং তিনি কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করে অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রের অন্য বহু স্থানে দেখা গেছে যে, দেবতারা পর্যন্ত এই ভারতবর্ষে আসতে চান। মূর্খ মানুষেরা তাদের পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করতে পারে, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত ভারতবর্ষে অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের অনুকূল শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কামনা করেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বার বার বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

ভারতবর্ষে যিনি মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁর কৃষ্ণভক্তির বিকাশের এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে। তাই যাঁরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্র ও গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণ করা। কৃষ্ণভক্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মানুষ অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন (*যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্*)। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সারা পৃথিবী জুড়ে বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীর মানুষকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করার সুযোগ দিচ্ছে, যাতে তারা কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে চরমে ভগদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৯-৩০

শ্রীশুক উবাচ

জম্বুদ্বীপস্য চ রাজন্নুপদ্বীপানষ্টৌ হৈক উপদিশন্তি সগরাত্মজৈরশ্বান্বেষণ ইমাং মহীং পরিতো নিখনদ্ভিরুপকল্পিতান্ ॥ ২৯ ॥ তদ্‌যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্তনো রমণকো মন্দরহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **জম্বুদ্বীপস্য**—জম্বুদ্বীপের; **চ**—এবং; **রাজন্**—হে রাজন; **উপদ্বীপান্ অষ্টৌ**—আটটি উপদ্বীপ; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **একে**—কোন; **উপদিশন্তি**—পণ্ডিতেরা বলেন; **সগর-আত্ম-জৈঃ**—মহারাজ সগরের পুত্রদের দ্বারা; **অশ্ব-অন্বেষণে**—তাঁদের অপহৃত ঘোড়া খোঁজার সময়; **ইমাম্**—এই; **মহীম্**—ভূভাগ; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **নিখনদ্ভিঃ**—খনন করে; **উপকল্পিতান্**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তৎ**—তা; **যথা**—যেমন; **স্বর্ণ প্রস্থঃ**—স্বর্ণপ্রস্থ; **চন্দ্র শুক্লঃ**—চন্দ্রশুক্ল; **আবর্তনঃ**—আবর্তন; **রমণকঃ**—রমণক; **মন্দর হরিণঃ**—মন্দরহরিণ; **পাঞ্চজন্যঃ**—পাঞ্চজন্য; **সিংহলঃ**—সিংহল; **লঙ্কা**—লঙ্কা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, কোন কোন পণ্ডিতের মতে জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ রয়েছে। মহারাজ সগরের পুত্রেরা যখন তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অশ্বের অন্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করেন, তখন ঐ আটটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেই দ্বীপগুলির নাম স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা।

তাৎপর্য

কূর্ম-পুরাণে দেবতাদের বাসনা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—

অনধিকারিণো দেবাঃ স্বর্গস্থা ভারতোদ্ভবম্ ।
বাঞ্ছন্ত্যাত্মবিমোক্ষার্থমুদ্রেকার্থেঽধিকারিণঃ ॥

দেবতারা যদিও স্বর্গলোকে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তবুও তাঁরা এই পৃথিবীর ভারতবর্ষে আসতে ইচ্ছা করেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতারাও ভারতবর্ষে বাস করার উপযুক্ত নন। অতএব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যারা এই জন্মের পূর্ণ সুযোগ না নিয়ে কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন-যাপন করে, তারা অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা।

শ্লোক ৩১

এবং তব ভারতোত্তম জম্বূদ্বীপবর্ষবিভাগো যথোপদেশমুপবর্ণিত ইতি ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **তব**—তোমাকে; **ভারত-উত্তম**—হে ভারতোত্তম; **জম্বূদ্বীপ-বর্ষ-বিভাগঃ**—জম্বূদ্বীপের বর্ষবিভাগ; **যথা-উপদেশম্**—যেভাবে আমি উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম; **উপবর্ণিতঃ**—বর্ণনা করেছি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভারতোত্তম মহারাজ পরীক্ষিৎ, জম্বূদ্বীপের বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে আমি যেভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা তোমার কাছে আমি বর্ণনা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জম্বূদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বিংশতি অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

এই অধ্যায়ে প্লক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপ এবং তাদের বেষ্টনকারী সমুদ্রের বর্ণনা করা হয়েছে। লোকালোক পর্বতের অবস্থান এবং পরিমাণও বর্ণনা করা হয়েছে। জম্বূদ্বীপের দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট প্লক্ষদ্বীপকে বেষ্টন করে রয়েছে লবণ-সমুদ্র। এই দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব। এই দ্বীপ সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বর্ষে একটি পর্বত ও একটি বিশাল নদী রয়েছে।

দ্বিতীয় দ্বীপের নাম শাল্মলীদ্বীপ। এই দ্বীপ সুরাসমুদ্রে বেষ্টিত এবং এর বিস্তার ৩২,০০,০০০ মাইল, প্লক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু। প্লক্ষদ্বীপের মতো এই দ্বীপও সাতটি বর্ষে বিভক্ত, এবং প্রতিটি বর্ষে একটি পর্বত এবং একটি মহানদী রয়েছে। এই দ্বীপবাসীরা চন্দ্রাত্মারূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

কুশদ্বীপ নামক তৃতীয় দ্বীপটি ঘৃতসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সাতটি বর্ষে বিভক্ত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের হিরণ্যরেতা নামক আর এক পুত্র, এবং এই দ্বীপবাসীরা অগ্নিরূপী ভগবানের উপাসক। এই দ্বীপের বিস্তার ৬৪,০০,০০০ মাইল, অর্থাৎ শাল্মলী দ্বীপের দ্বিগুণ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ নামক চতুর্থ দ্বীপটি ক্ষীরসমুদ্রে বেষ্টিত এবং এর বিস্তার ১,২৮,০০,০০০ মাইল, এবং এই দ্বীপটিও অন্যান্য দ্বীপের মতো সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি বর্ষে একটি বিশাল পর্বত এবং একটি মহানদী রয়েছে। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ। এই দ্বীপবাসীরা জলরূপী ভগবানের উপাসক।

পঞ্চম দ্বীপ হচ্ছে শাকদ্বীপ, যা ২,৫৬,০০,০০০ মাইল বিস্তৃত, এবং দধিসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র মেধাতিথি। এই দ্বীপটিও সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি বর্ষে একটি বিশাল পর্বত ও একটি বিশাল নদী রয়েছে। এই দ্বীপের অধিবাসীরা বায়ুরূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

ষষ্ঠ দ্বীপ হচ্ছে পুষ্করদ্বীপ, যা পূর্ববর্তী দ্বীপটির দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট, তা জল-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র বীতিহোত্র। এই দ্বীপটি মানসোত্তর নামক বিশাল পর্বতের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই দ্বীপবাসীরা স্বয়ম্ভূমূর্তি ভগবানের উপাসক। পুষ্কর দ্বীপের পরে দুটি দ্বীপ রয়েছে, তাদের একটি সর্বদা সূর্যকিরণের দ্বারা আলোকিত এবং অন্যটি সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের মাঝখানে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত থেকে একশ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ভগবান নারায়ণ তাঁর ষড়ৈশ্বর্য বিস্তার করে এই পর্বতে অবস্থান করেন। লোকালোক পর্বতের বহির্ভাগে আলোকবর্ষ এবং অলোকবর্ষের পর মুক্তিকামী ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ গন্তব্যস্থান।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য অবস্থান করেন। ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকের মধ্যস্থানে অন্তরীক্ষ। সূর্যগোলক এবং অণ্ডগোলকের মধ্যে দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (দুইশত কোটি মাইল)। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে আকাশকে বিভক্ত করে বলে তার নাম মার্তণ্ড, এবং যেহেতু তা মহত্তত্ত্বের শরীর হিরণ্যগর্ভ থেকে উৎপন্ন, তাই তাকেও বলা হয় হিরণ্যগর্ভ।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অতঃ পরং প্লক্ষাদীনাং প্রমাণলক্ষণসংস্থানতো বর্ষবিভাগ উপবর্ণ্যতে ॥১॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অতঃ পরম্**—তারপর; **প্লক্ষ-আদিনাম্**—প্লক্ষ আদি দ্বীপের; **প্রমাণ-লক্ষণ-সংস্থানতঃ**—আকার, প্রকার লক্ষণ এবং স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে; **বর্ষ-বিভাগঃ**—দ্বীপের বিভাগ; **উপবর্ণ্যতে**—বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—এরপর আমি প্লক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ এবং আকার বর্ণনা করব।

শ্লোক ২

জম্বূদ্বীপোঽয়ং যাবৎপ্রমাণবিস্তারস্তাবতা ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতো যথা মেরুর্জম্ব্বাখ্যেন লবণোদধিরপি ততো দ্বিগুণবিশালেন প্লক্ষাখ্যেন

পরিক্ষিপ্তো যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন। প্লক্ষো জম্বুপ্রমাণো দ্বীপাখ্যাকরো হিরণ্ময় উত্থিতো যত্রাগ্নিরুপাস্তে সপ্তজিহ্বস্তস্যাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বঃ স্বং দ্বীপং সপ্তবর্ষাণি বিভজ্য সপ্তবর্ষনামভ্য আত্মজেভ্য আকলয্য স্বয়মাত্মযোগেনোপররাম ॥ ২ ॥

জম্বু-দ্বীপঃ—জম্বুদ্বীপ; **অয়ম্**—এই; **যাবৎ-প্রমাণ-বিস্তারঃ**—তার বিস্তার, যথা এক লক্ষ যোজন (আট মাইলে এক যোজন হয়); **তাবতা**—ততখানি; **ক্ষার-উদধিনা**—লবণ-সমুদ্রের দ্বারা; **পরিবেষ্টিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যথা**—যেমন; **মেরুঃ**—সুমেরু পর্বত; **জম্বু-আখ্যেন**—জম্বুদ্বীপের দ্বারা; **লবণ-উদধিঃ**—লবণ-সমুদ্র; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ততঃ**—তারপর; **দ্বিগুণ-বিশালেন**—দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃত; **প্লক্ষ-আখ্যেন**—প্লক্ষদ্বীপের দ্বারা; **পরিক্ষিপ্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **যথা**—যেমন; **পরিখা**—পরিখা; **বাহ্য**—বাহ্য; **উপবনেন**—উপবনের দ্বারা; **প্লক্ষঃ**—একটি প্লক্ষ বৃক্ষ; **জম্বু-প্রমাণঃ**—জম্বুবৃক্ষের মতো উঁচু; **দ্বীপ-আখ্যা-করঃ**—দ্বীপের নামকরণ হয়েছে; **হিরণ্ময়ঃ**—অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; **উত্থিতঃ**—উঠেছে; **যত্র**—যেখানে; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **উপাস্তে**—অবস্থিত; **সপ্তজিহ্বঃ**—সাতটি শিখা সমন্বিত; **তস্য**—সেই দ্বীপের; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **প্রিয়ব্রত-আত্মজঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **ইধ্মজিহ্বঃ**—ইধ জিহ্ব নামক; **স্বম্**—নিজের; **দ্বীপম্**—দ্বীপ; **সপ্ত**—সাত; **বর্ষাণি**—বর্ষে; **বিভজ্য**—বিভাগ করেছেন; **সপ্ত-বর্ষ-নামভ্যঃ**—যাদের থেকে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে; **আত্মজেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **আকলয্য**—দান করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্ম-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **উপররাম**—সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বত জম্বুদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল), এবং লবণ সমুদ্রের বিস্তারও সেই পরিমাণ। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা যেমন কখনও কখনও উপবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনই জম্বুদ্বীপকে বেষ্টনকারী লবণ সমুদ্র প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২,০০, ০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল)। প্লক্ষদ্বীপে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল একটি প্লক্ষ বৃক্ষ রয়েছে, এবং তা জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের মতো উচ্চ। সেই বৃক্ষের মূলে সাতটি শিখা সমন্বিত আগুন রয়েছে। এই প্লক্ষ বৃক্ষের নাম অনুসারে এই দ্বীপের প্লক্ষদ্বীপ নামকরণ হয়েছে। প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ

প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাতটি পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষে বিভাগ করেন এবং এক-একটি বর্ষ এক-একটি পুত্রকে দান করেন। তারপর তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার জন্য সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩-৪

শিবং যবসং সুভদ্রং শান্তং ক্ষেমমমৃতমভয়মিতি বর্ষাণি তেষু গিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ ॥ ৩ ॥ মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনো জ্যোতিষ্মান্ সুপর্ণো হিরণ্যষ্ঠীবো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ। অরুণা নৃম্ণাঙ্গিরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতা ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা ইতি মহানদ্যঃ। যাসাং জলোপস্পর্শনবিধূতরজস্তমসো হংসপতঙ্গোর্ধ্বায়নসত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সহস্রায়ুষো বিবুধোপমসন্দর্শনপ্রজননাঃ স্বর্গদ্বারং ত্রয্যা বিদ্যয়া ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্যমাত্মানং যজন্তে ॥ ৪ ॥

শিবম্—শিব; **যবসম্**—যবস; **সুভদ্রম্**—সুভদ্র; **শান্তম্**—শান্ত; **ক্ষেমম্**—ক্ষেম; **অমৃতম্**—অমৃত; **অভয়ম্**—অভয়; **ইতি**—এইভাবে; **বর্ষাণি**—সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষ; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **সপ্ত**—সাত; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অভিজ্ঞাতাঃ**—প্রসিদ্ধ; **মণিকূটঃ**—মণিকূট; **বজ্র-কূটঃ**—বজ্রকূট; **ইন্দ্রসেনঃ**—ইন্দ্রসেন; **জ্যোতিষ্মান্**—জ্যোতিষ্মান; **সুপর্ণঃ**—সুপর্ণ; **হিরণ্যষ্ঠীবঃ**—হিরণ্যষ্ঠীব; **মেঘমালঃ**—মেঘমাল; **ইতি**—এইভাবে; **সেতুশৈলাঃ**—বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী পর্বতমালা; **অরুণা**—অরুণা; **নৃম্ণা**—নৃম্ণা; **আঙ্গিরসী**—আঙ্গিরসী; **সাবিত্রী**—সাবিত্রী; **সুপ্রভাতা**—সুপ্রভাতা; **ঋতম্ভরা**—ঋতম্ভরা; **সত্যম্ভরা**—সত্যম্ভরা; **ইতি**—এই প্রকার; **মহানদ্যঃ**—মহানদী; **যাসাম্**—যাদের; **জল-উপস্পর্শন**—কেবল জল স্পর্শ করার ফলে; **বিধূত**—ধৌত হয়; **রজঃ-তমসঃ**—রজ এবং তমোগুণ; **হংস**—হংস; **পতঙ্গ**—পতঙ্গ; **ঊর্ধ্বায়ন**—ঊর্ধ্বায়ন; **সত্যাঙ্গ**—সত্যাঙ্গ; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **চত্বারঃ**—চার; **বর্ণাঃ**—বর্ণের মানুষ; **সহস্র-আয়ুষঃ**—সহস্র বর্ষ আয়ু সমন্বিত; **বিবুধ-উপম**—দেবতাদের মতো; **সন্দর্শন**—অত্যন্ত সুন্দর রূপ সমন্বিত; **প্রজননাঃ**—এবং সন্তান উৎপাদন করে; **স্বর্গ-দ্বারম্**—স্বর্গের দ্বার; **ত্রয্যা বিদ্যয়া**—তিন বেদের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করার দ্বারা; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রয়ী-ময়ম্**—বেদে প্রতিষ্ঠিত; **সূর্যম্ আত্মানম্**—সূর্যরূপী পরমাত্মা; **যজন্তে**—তাঁরা উপাসনা করে।

অনুবাদ

শিব, যবস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়—এই সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে। সেই সাতটি বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। পর্বতগুলির নাম মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুপর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল, এবং সাতটি নদীর নাম অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা। সেই নদীর জল স্পর্শ ও স্নান করার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং হংস, পতঙ্গ, ঊর্ধ্বায়ন ও সত্যাঙ্গ নামক চারটি বর্ণের মানুষ যাঁরা প্লক্ষদ্বীপে বাস করেন, তাঁরা এইভাবে তাঁদের কলুষ থেকে মুক্ত হন। সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এক হাজার বছর। তাঁরা দেবতাদের মতো সুন্দর, এবং তাঁদের সন্তান উৎপাদনের প্রকারও দেবতারের মতো। তাঁরা বেদোক্ত কর্মমার্গ অবলম্বনপূর্বক, সূর্যরূপী ভগবানের আরাধনা করে সূর্যলোকরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের ধারণা, মূলত তিনটি দেবতা রয়েছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মা ও শিবেরই সমান। কিন্তু এই বিচারটি ভিত্তিহীন। *বেদে* বলা হয়েছে, *ইষ্টাপূর্তং বহুধা জায়মানং বিশ্বং বিভর্তি ভুবনস্য নাভিঃ তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্যস্তদু চন্দ্রমাঃ অগ্নিঃ সর্বদেবতঃ*। অর্থাৎ, ইষ্টাপূর্ত নামক বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের যিনি ভোক্তা, যিনি সমগ্র জগৎ পালন করেন, যিনি সমস্ত জীবদের আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন (*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*) এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির মূল, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু। ভগবান শ্রীবিষ্ণু অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র আদি দেবতারূপে নিজেকে বিস্তার করেন। এই সমস্ত দেবতারা তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩) বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যারা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করে, তারাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে।" পক্ষান্তরে যদি কেউ দেবতার পূজা করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে না জানে, তা হলে তার পূজা অবিধিপূর্বক। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৪) আরও বলেছেন, *অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ*—"আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।"

কেউ তর্ক করতে পারে যে, বিভিন্ন দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই মতো মহান কারণ তাঁদের নাম বিষ্ণুরই বিভিন্ন নাম। কিন্তু সেই তর্কটি যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা অস্বীকার করে বলা হয়েছে—

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদয়শ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা, নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে।

"চন্দ্রদেব নারায়ণের মন থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং তাঁর চক্ষু থেকে সূর্যদেব উৎপন্ন হয়েছেন। শ্রবণ এবং প্রাণের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা নারায়ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং অগ্নি দেবতা তাঁর মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। নারায়ণ থেকেই প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছেন। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য সকলেই নারায়ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।" *স্মৃতিতেও* বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাশম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ ।
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥
জগৎকার্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা ।
বিতেজসশ্চ তে সর্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি তে ॥

"ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং অন্যান্য সকলেই শ্রীবিষ্ণুর তেজ থেকে উৎপন্ন। জগতের যখন প্রলয় হয়, তখন তারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুতেই লীন হয়ে যান। অর্থাৎ এই সমস্ত দেবতাদের মৃত্যু হয়। তাঁদের প্রাণশক্তি শ্রীবিষ্ণুতেই লীন হয়ে যায়।"

তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন ভগবান; ব্রহ্মা বা শিব নন। কখনও কখনও যেমন রাজকর্মচারীকে রাষ্ট্রসরকার বলে মনে করা হয়, যদিও তাঁরা রাষ্ট্রের কোন বিভাগের অধিকর্তা মাত্র, ঠিক তেমনই বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর হয়ে কার্য করেন, যদিও তাঁরা কেউই বিষ্ণুর মতো শক্তি সম্পন্ন নন। সমস্ত দেবতাদের বিষ্ণুর নির্দেশে কার্য করতে হয়। তাই বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য* । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুই হচ্ছেন একমাত্র প্রভু, আর অন্য সকলেই তাঁর অনুগত ভৃত্য। শ্রীবিষ্ণু এবং দেবতাদের পার্থক্য *ভগবদ্গীতাতেও* বর্ণনা করা হয়েছে (৯/২৫)। *যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ / ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—যাঁরা দেব-দেবীদের পূজা করেন, তাঁরা দেব-দেবীদের লোকে যান, কিন্তু যাঁরা ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁরা বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে যান। এগুলি *স্মৃতির* উক্তি। তাই কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত, তা হলে সেই মত শাস্ত্রবিরোধী। দেবতারা পরমেশ্বর নন। নারায়ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কৃপার উপরই দেবতাদের ঈশ্বরত্ব নির্ভর করে।

শ্লোক ৫

প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যস্যর্তস্য ব্রহ্মণঃ ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্যমাত্মানমীমহীতি ॥ ৫ ॥

প্রত্নস্য—পুরাণ পুরুষ; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **রূপম্**—রূপ; **যৎ**—যা; **সত্যস্য**—পরম সত্যের; **ঋতস্য**—ধর্মের; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্মের; **অমৃতস্য**—শুভ ফলের; **চ**—এবং; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর (অশুভ ফলের); **চ**—এবং; **সূর্যম্**—সূর্যদেব; **আত্মানম্**—পরমাত্মা বা সমস্ত আত্মার উৎস; **ঈমহি**—আমরা শরণাগত হই; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

(এই মন্ত্রের দ্বারা প্লক্ষ দ্বীপবাসীরা ভগবানের উপাসনা করেন—) আমরা সূর্যদেবের শরণ গ্রহণ করি, যিনি পুরাণ পুরুষ, সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য ভগবান। তিনি বেদ, তিনি ধর্ম এবং তিনি সমস্ত শুভ ও অশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু মৃত্যুরও পরমেশ্বর, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। দুই প্রকার কর্ম রয়েছে—শুভ ও অশুভ এবং উভয়েরই নিয়ন্তা হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। বলা হয় যে, শুভ কর্ম শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখভাগ এবং অশুভ কর্ম শ্রীবিষ্ণুর পশ্চাদ্ভাগ। সারা জগৎ জুড়ে শুভ ও অশুভ কর্ম রয়েছে, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাদের উভয়েরই নিয়ন্তা।

এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

সূর্যসোমাগ্নিবারীশবিধাতৃষু যথাক্রমম্ ।
প্লক্ষাদিদ্বীপসংস্থাসু স্থিতং হরিমুপাসতে ॥

সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে বহু দেশ, ভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং সমুদ্র রয়েছে, সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন নামের দ্বারা পূজিত হন।

শ্রীল বীররাঘব আচার্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ এইভাবে করেছেন—সৃষ্টির আদি কারণ অবশ্যই পুরাণ পুরুষ, অতএব তিনি নিশ্চয়ই প্রাকৃত বিকারের অতীত। তিনি সমস্ত শুভ কর্মের ভোক্তা এবং বদ্ধ জীবন ও মুক্তির কারণ। সূর্যদেব একজন অত্যন্ত শক্তিশালী জীব এবং তিনি শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ। আমরা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী জীবদের অধীন, এবং তাই আমরা ভগবানের শক্তিশালী প্রতিনিধি-স্বরূপ দেবতাদের উপাসনা করতে পারি। যদিও এই মন্ত্রে সূর্যদেবতার উপাসনা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ভগবানরূপে উপাসিত হননি, তাঁর শক্তিশালী প্রতিনিধিরূপে উপাসিত হয়েছেন।

কঠোপনিষদে (১/৩/১) বলা হয়েছে—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে ।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥

"হে নচিকেতা, ক্ষুদ্র আত্মারূপে বিষ্ণুর প্রকাশ এবং পরমাত্মা উভয়েই এই দেহের গুহায় অবস্থিত। এই গুহায় প্রবেশ করে জীবাত্মা কর্মের ফল ভোগ করে এবং পরমাত্মা সাক্ষীরূপে তাকে তার কর্মের ফল প্রদান করেন। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা এবং নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক ধর্ম অনুসরণকারী গৃহস্থরা বলেন যে, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক সূর্য এবং তার ছায়ার পার্থক্যের মতো।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/১৬) বলা হয়েছে—

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালাকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥

"এই জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অংশ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। যদিও তিনি এই সৃষ্টির কারণ কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই। তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। তিনি পরমাত্মা, তিনি সমস্ত দিব্য গুণের ঈশ্বর এবং এই জগতের বন্ধন ও মোক্ষের প্রভু।"

তেমনই *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৮) বলা হয়েছে—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

"সেই পরম ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, তাঁর ভয়ে সূর্য নিয়মিতভাবে উদিত হন ও অস্ত যান এবং তাঁর ভয়ে অগ্নি তাঁর কার্য সম্পাদন করেন। তাঁর ভয়েই মৃত্যু এবং ইন্দ্র তাঁদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন।"

এই অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে প্লক্ষ দ্বীপ আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীরা যথাক্রমে সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, অগ্নিদেব, বায়ুদেব এবং ব্রহ্মার উপাসনা করেন। যদিও তাঁরা এই পাঁচজন দেবতার উপাসনা করেন, কিন্তু, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, যে-কথা এই শ্লোকে *প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপম্* শব্দে প্রতিপন্ন হয়েছে। বিষ্ণু হচ্ছেন *ব্রহ্ম, অমৃত, মৃত্যু*—পরব্রহ্ম এবং শুভ ও অশুভ সবকিছুর উৎস। তিনি সকলের হৃদয়ে, এমনকি দেবতাদের হৃদয়েও অবস্থিত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০), *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—যাদের মন জড় বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারাই দেব-দেবীদের শরণাগত হয়। যারা কাম বাসনার প্রভাবে অন্ধ, তারাই তাদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দেব-দেবীদের পূজা করে, কিন্তু সেই সমস্ত প্রাকৃত দেব-দেবীরা তাদের বাসনা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ করতে পারেন না। দেবতারা যা কিছু করেন তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুমতিক্রমেই করেন। যারা অত্যন্ত কামাসক্ত, তারাই সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করার পরিবর্তে দেব-দেবীদের পূজা করে, কিন্তু চরমে তারা শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা করে, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদেরও পরমাত্মা।

শ্লোক ৬

প্লক্ষাদিষু পঞ্চসু পুরুষাণামায়ুরিন্দ্রিয়মোজঃ সহো বলং বুদ্ধির্বিক্রম ইতি চ সর্বেষামৌৎপত্তিকী সিদ্ধিরবিশেষেণ বর্ততে ॥ ৬ ॥

প্লক্ষ-আদিষু—প্লক্ষ আদি দ্বীপে; **পঞ্চসু**—পাঁচ; **পুরুষাণাম্**—অধিবাসীদের; **আয়ুঃ**—দীর্ঘ জীবন; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা; **ওজঃ**—দেহের বল; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **বলম্**—দৈহিক বল; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বিক্রমঃ**—বিক্রম; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—ও; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলের; **ঔৎপত্তিকী**—সহজাত; **সিদ্ধিঃ**—সিদ্ধি; **অবিশেষেণ**—সমানভাবে; **বর্ততে**—বিদ্যমান।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্লক্ষ আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীদের আয়ু, ইন্দ্রিয়ের বল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি, বুদ্ধি এবং বিক্রম সকলেরই সমান।

শ্লোক ৭

প্লক্ষঃ স্বসমানেনেক্ষুরসোদেনাবৃতো যথা তথা দ্বীপোঽপি শাল্মলো দ্বিগুণবিশালঃ সমানেন সুরোদেনাবৃতঃ পরিবৃঙ্‌ক্তে ॥ ৭ ॥

প্লক্ষঃ—প্লক্ষদ্বীপ; **স্ব-সমানেন**—সমান বিস্তার; **ইক্ষু-রস**—ইক্ষুরস; **উদেন**—সমুদ্রের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যথা**—ঠিক যেমন; **তথা**—তেমনই; **দ্বীপঃ**—অন্য একটি দ্বীপ; **অপি**—ও; **শাল্মলঃ**—শাল্মল নামক; **দ্বিগুণ-বিশালঃ**—দ্বিগুণ; **সমানেন**—বিস্তারে সমান; **সুরা-উদেন**—সুরা-সমুদ্রের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **পরিবৃঙ্‌ক্তে**—বিদ্যমান রয়েছে।

অনুবাদ

প্লক্ষদ্বীপ নিজের সমান বিস্তৃত ইক্ষুরস-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনই প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ (৪,০০,০০০ যোজন বা ৩২,০০,০০০ মাইল) শাল্মলীদ্বীপ সমান বিস্তার সমন্বিত সুরাসাগর দ্বারা পরিবৃত।

শ্লোক ৮

যত্র হ বৈ শাল্মলী প্লক্ষায়ামা যস্যাং বাব কিল নিলয়মাহুর্ভগবতশ্ছন্দঃ-স্তুতঃ পতত্রিরাজস্য সা দ্বীপহূতয়ে উপলক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

যত্র—যেখানে; **হ বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **শাল্মলী**—একটি শাল্মলী বৃক্ষ; **প্লক্ষায়ামা**—প্লক্ষ বৃক্ষটির মতো বড় (এক শত যোজন বিস্তৃত এবং একাদশ শত যোজন উন্নত); **যস্যাম্**—যাতে; **বাব কিল**—বস্তুতপক্ষে; **নিলয়ম্**—নিবাসস্থান; **আহুঃ**—বলা হয়; **ভগবতঃ**—পরম শক্তিমানের; **ছন্দঃ-স্তুতঃ**—যিনি বৈদিক স্তুতির দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন; **পতত্রি-রাজস্য**—শ্রীবিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের; **সা**—সেই বৃক্ষটি; **দ্বীপ-হূতয়ে**—সেই দ্বীপটির নাম; **উপলক্ষ্যতে**—লক্ষিত।

অনুবাদ

শাল্মলীদ্বীপে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটি প্লক্ষ বৃক্ষটির মতনই ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) বিস্তৃত এবং ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল) উন্নত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই বিশাল বৃক্ষটিতে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। সেখানে তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করেন।

শ্লোক ৯

তদ্দ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজো যজ্ঞবাহুঃ স্বসুতেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তন্নামানি সপ্তবর্ষাণি ব্যভজৎ সুরোচনং সৌমনস্যং রমণকং দেববর্ষং পারিভদ্রমাপ্যায়নমবিজ্ঞাতমিতি ॥ ৯ ॥

তৎ-দ্বীপ-অধিপতিঃ—সেই দ্বীপের অধিপতি; **প্রিয়ব্রত-আত্মজঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **যজ্ঞ-বাহুঃ**—যজ্ঞবাহু নামক; **স্ব-সুতেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **সপ্তভ্যঃ**—সপ্ত; **তন্নামানি**—তাঁদের নাম অনুসারে; **সপ্ত-বর্ষাণি**—সাতটি বর্ষের; **ব্যভজৎ**—বিভক্ত; **সুরোচনম্**—সুরোচন; **সৌমনস্যম্**—সৌমনস্য; **রমণকম্**—রমণক; **দেব-বর্ষম্**—দেববর্ষ; **পারিভদ্রম্**—পারিভদ্র; **আপ্যায়নম্**—আপ্যায়ন; **অবিজ্ঞাতম্**—অবিজ্ঞাত; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু শাল্মলী-দ্বীপের অধিপতি। তিনি সেই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে ভাগ করে তাঁর সাত পুত্রকে প্রদান করেছেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সেই বর্ষগুলির নাম—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পরিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অবিজ্ঞাত।

শ্লোক ১০

তেষু বর্ষাদ্রয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ স্বরসঃ শতশৃঙ্গো বামদেবঃ কুন্দো মুকুন্দঃ পুষ্পবর্ষঃ সহস্রশ্রুতিরিতি। অনুমতিঃ সিনীবালী সরস্বতী কুহূ রজনী নন্দা রাকেতি ॥ ১০ ॥

তেষু—সেই বর্ষের; **বর্ষ-অদ্রয়ঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **সপ্ত এব**—সাতটি; **অভিজ্ঞাতাঃ**—জ্ঞাত; **স্বরসঃ**—স্বরস; **শত-শৃঙ্গঃ**—শতশৃঙ্গ; **বাম-দেবঃ**—বামদেব; **কুন্দঃ**—কুন্দ; **মুকুন্দঃ**—মুকুন্দ; **পুষ্প-বর্ষঃ**—পুষ্পবর্ষ; **সহস্র-শ্রুতিঃ**—সহস্রশ্রুতি; **ইতি**—এই প্রকার; **অনুমতিঃ**—অনুমতি; **সিনীবালী**—সিনীবালী; **সরস্বতী**—সরস্বতী; **কুহূ**—কুহূ, **রজনী**—রজনী; **নন্দা**—নন্দা; **রাকা**—রাকা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই বর্ষে স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, মুকুন্দ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি নামক সাতটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। সেগুলি এখনও বর্তমান।

শ্লোক ১১

তদ্বর্ষপুরুষাঃ শ্রুতিধরবীর্যধরবসুন্ধরেষন্ধরসংজ্ঞা ভগবন্তং বেদময়ং সোমমাত্মানং বেদেন যজন্তে ॥ ১১ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষের অধিবাসীরা; **শ্রুতিধর**—শ্রুতিধর; **বীর্যধর**—বীর্যধর; **বসুন্ধর**—বসুন্ধর; **ইষন্ধর**—ইষন্ধর; **সংজ্ঞাঃ**—নামে বিখ্যাত; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **বেদ-ময়ম্**—বৈদিক জ্ঞানে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; **সোমম্ আত্মানম্**—সোম নামক জীবরূপে প্রকাশিত; **বেদেন**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **যজন্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

শ্রুতিধর, বীর্যধর, বসুন্ধর এবং ইষন্ধর নামে বিখ্যাত এই বর্ষব্যাপী পুরুষেরা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে ভগবানের প্রকাশ সোম নামক চন্দ্রদেবকে উপাসনা করেন।

শ্লোক ১২

স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ।
প্রজানাং সর্বাসাং রাজান্ধঃ সোমো ন আস্ত্বিতি ॥ ১২ ॥

স্ব-গোভিঃ—তাঁর কিরণের দ্বারা; **পিতৃ-দেবেভ্যঃ**—পিতা এবং দেবতাদের; **বিভজন্**—বিভাগ করে; **কৃষ্ণ-শুক্লয়োঃ**—কৃষ্ণ এবং শুক্ল দুই পক্ষে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **সর্বাসাম্**—সকলের; **রাজা**—রাজা; **অন্ধঃ**—অন্ন; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **আস্তু**—প্রসন্ন হন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

(শাল্মলী-দ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত স্তবের দ্বারা চন্দ্রদেবের আরাধনা করেন—) পিতৃদের এবং দেবতাদের অন্ন প্রদান করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রদেব তাঁর কিরণের দ্বারা শুক্ল ও কৃষ্ণ নামক দুটি পক্ষে মাসকে বিভক্ত করেছেন। চন্দ্রদেব কালের বিভাগ কর্তা, এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের রাজা। তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অধিপতি এবং পথপ্রদর্শক রূপে থাকেন। আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১৩

এবং সুরোদাদ্বহিস্তদ্দ্বিগুণঃ সমানেনাবৃতো ঘৃতোদেন যথাপূর্বঃ কুশদ্বীপো যস্মিন্ কুশস্তম্বো দেবকৃতস্তদ্দ্বীপাখ্যাকরো জ্বলন ইবাপরঃ স্বশষ্পরোচিষা দিশো বিরাজয়তি ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুরোদাৎ**—সুরাসমুদ্র থেকে; **বহিঃ**—বাইরে; **তৎ-দ্বিগুণঃ**—তার দ্বিগুণ; **সমানেন**—সমান বিস্তার; **আবৃতঃ**—পরিবৃত; **ঘৃত-উদেন**—ঘৃত-সমুদ্র; **যথা-পূর্বঃ**—শাল্মলীদ্বীপের মতো; **কুশ-দ্বীপ**—কুশদ্বীপ; **যস্মিন্**—যাতে; **কুশ-স্তম্বঃ**—কুশ ঘাস; **দেব-কৃতঃ**—ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সৃষ্ট; **তৎ-দ্বীপ-আখ্যা-করঃ**—সেই দ্বীপের নামকরণ হয়েছে; **জ্বলনঃ**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **অপরঃ**—অন্য; **স্ব-শষ্প-রোচিষা**—সেই নবীন ঘাসের জ্যোতির দ্বারা; **দিশঃ**—সর্বদিক; **বিরাজয়তি**—উদ্ভাসিত হয়েছে।

অনুবাদ

সুরা-সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে যা ৮,০০, ০০০ যোজন (৬৪,০০,০০০ মাইল) বিস্তৃত, অর্থাৎ সুরা-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তৃত। শাল্মলী দ্বীপ যেমন সুরা-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কুশদ্বীপ তেমন ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তারও কুশদ্বীপেরই সমান। কুশদ্বীপে একটি কুশস্তম্ভ আছে, এবং তার থেকেই এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই কুশস্তম্ভ ভগবানের ইচ্ছায় দেবতাদের দ্বারা নির্মিত এবং তা দ্বিতীয় অগ্নির স্বরূপ। তার কোমল এবং স্নিগ্ধ শিখার দ্বারা সর্বদিক উদ্ভাসিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা চন্দ্রলোকের শিখার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি। সূর্যের মতো চন্দ্রলোকও অবশ্যই অগ্নিশিখায় পূর্ণ, কারণ শিখা ব্যতীত কিরণ হতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রলোকের শিখা সূর্যলোকের শিখার মতো নয়, তা কোমল এবং স্নিগ্ধ। সেটিই আমাদের বিশ্বাস। আধুনিক মত হচ্ছে যে, চন্দ্রলোক ধূলায় পূর্ণ, কিন্তু তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্বীকার করা হয়নি। এই শ্লোকটি সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সুশষ্পাণি সুকোমল শিখাস্তেষাং রোচিষা*—কুশঘাস সর্বদিক উদ্ভাসিত করে, কিন্তু তার শিখা অত্যন্ত কোমল এবং স্নিগ্ধ। তা থেকে চন্দ্রের শিখা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

শ্লোক ১৪

তদ্দ্বীপপতিঃ প্রৈয়ব্রতো রাজন্ হিরণ্যরেতা নাম স্বং দ্বীপং সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যো যথাভাগং বিভজ্য স্বয়ং তপ আতিষ্ঠত বসুবসুদানদৃঢ়রুচিনাভিগুপ্তস্তুত্যব্রতবিবিক্তবামদেবনামভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ-দ্বীপ-পতিঃ—সেই দ্বীপের অধিপতি; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **রাজন্**—হে রাজন্; **হিরণ্যরেতা**—হিরণ্যরেতা; **নাম**—নামক; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **দ্বীপম্**—দ্বীপ; **সপ্তভ্যঃ**—সাতজনকে; **স্ব-পুত্রেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **যথা-ভাগম্**—বিভাগ অনুসারে; **বিভজ্য**—বিভাগ করে; **স্বয়ম্**—তিনি নিজে; **তপঃ আতিষ্ঠত**—তপস্যায় রত হয়েছেন; **বসু**—বসু; **বসুদান**—বসুদান; **দৃঢ়রুচি**—দৃঢ়রুচি; **নাভিগুপ্ত**—নাভিগুপ্ত; **স্তুত্যব্রত**—স্তুত্যব্রত; **বিবিক্ত**—বিবিক্ত; **বামদেব**—বামদেব; **নামভ্যঃ**—নামক।

অনুবাদ

হে রাজন্, মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভাগ করে তাঁর সাত পুত্রদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করেন এবং তারপর স্বয়ং তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হিরণ্যরেতার সাতটি পুত্রের নাম—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্তুত্যব্রত, বিবিক্ত এবং বামদেব।

শ্লোক ১৫

তেষাং বর্ষেষু সীমাগিরয়ো নদ্যশ্চাভিজ্ঞাতাঃ সপ্ত সপ্তৈব চক্রশ্চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটো দেবানীক ঊর্ধ্বরোমা দ্রবিণ ইতি রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা ঘৃতচ্যুতা মন্ত্রমালেতি ॥ ১৫ ॥

তেষাম্—সেই পুত্রদের; **বর্ষেষু**—বর্ষে; **সীমা-গিরয়ঃ**—সীমা নির্ধারণকারী পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **অভিজ্ঞাতাঃ**—জ্ঞাত; **সপ্ত**—সাত; **সপ্ত**—সাত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চক্রঃ**—চক্র; **চতুঃশৃঙ্গঃ**—চতুঃশৃঙ্গ; **কপিলঃ**—কপিল; **চিত্রকূটঃ**—চিত্রকূট; **দেবানীকঃ**—দেবানীক; **ঊর্ধ্বরোমা**—ঊর্ধ্বরোমা; **দ্রবিণঃ**—দ্রবিণ; **ইতি**—এইভাবে; **রমকুল্যা**—রমকুল্যা; **মধুকুল্যা**—মধুকুল্যা; **মিত্রবিন্দা**—মিত্রবিন্দা; **শ্রুতবিন্দা**—শ্রুতবিন্দা; **দেবগর্ভা**—দেবগর্ভা; **ঘৃতচ্যুতা**—ঘৃতচ্যুতা; **মন্ত্রমালা**—মন্ত্রমালা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই সাতটি বর্ষে চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্ধ্বরোমা এবং দ্রবিণ নামক সাতটি সীমা নির্ধারক পর্বত রয়েছে। সেখানে রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা নামক সাতটি নদীও রয়েছে।

শ্লোক ১৬

যাসাং পয়োভিঃ কুশদ্বীপৌকসঃ কুশলকোবিদাভিযুক্তকুলকসংজ্ঞা ভগবন্তং জাতবেদসরূপিণং কর্মকৌশলেন যজন্তে ॥ ১৬ ॥

যাসাম্—যাদের; **পয়োভিঃ**—জলের দ্বারা; **কুশ-দ্বীপ-ওকসঃ**—কুশদ্বীপবাসীরা; **কুশল**—কুশল; **কোবিদ**—কোবিদ; **অভিযুক্ত**—অভিযুক্ত; **কুলক**—কুলক; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **জাত-বেদ**—অগ্নিদেব; **সরূপিণম্**—স্বরূপ প্রকাশ করে; **কর্ম-কৌশলেন**—কর্ম অনুষ্ঠানের দক্ষতার দ্বারা; **যজন্তে**—আরাধনা করেন।

অনুবাদ

কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত এবং কুলক নামে বিখ্যাত কুশদ্বীপবাসীরা সেই সমস্ত নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করতে অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁরা এইভাবে অগ্নিদেব রূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

শ্লোক ১৭

পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্ ।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজেতি ॥ ১৭ ॥

পরস্য—পরম; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **জাত-বেদঃ**—হে অগ্নিদেব; **অসি**—আপনি হন; **হব্যবাট্**—অন্ন এবং ঘৃতের আহুতির বাহক; **দেবানাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **পুরুষ-অঙ্গানাম্**—যাঁরা পরম পুরুষ ভগবানের অঙ্গ; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **পুরুষম্**—ভগবানকে; **যজ**—দয়া করে আহুতি বহন করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

(কুশদ্বীপবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিদেবের উপাসনা করেন—) হে অগ্নিদেব, আপনি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির অঙ্গ, এবং আপনি যজ্ঞের সমস্ত হবি তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে যান। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, এই যজ্ঞের সমস্ত আহুতি যা আমরা দেবতাদের মাধ্যমে যজ্ঞের পরম ভোক্তা ভগবানকে নিবেদন করছি, দয়া করে তা আপনি ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান।

তাৎপর্য

দেবতারা ভগবানের সেবক। তাই কেউ যদি দেবতাদের পূজা করেন, তা হলে দেবতারা ভগবানের সেবকরূপে সমস্ত নৈবেদ্য ভগবানের কাছে নিয়ে যান, ঠিক যেমন করসংগ্রাহক প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে তা সরকারের কোষাগারে নিয়ে যান। দেবতারা যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করতে পারেন না; তাঁরা কেবল তা ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*—যেহেতু শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তাঁকে যা নিবেদন করা হয় তা তিনি ভগবানের কাছে নিয়ে যান। তেমনই, ভগবানের বিশ্বস্ত সেবকরূপে সমস্ত দেবতারা তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্ত যজ্ঞের আহুতি ভগবানকে প্রদান করেন। এই তত্ত্ব জেনে দেবতাদের পূজা করলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু দেবতাদের যদি ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয় এবং ভগবানের সমান বলে মনে করা হয়, তা হলে তাদের বলা হয় *হৃতজ্ঞানা,* অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে গেছে। যে মনে করে দেবতারা নিজেরাই বর প্রদান করেন, তা হলে তার সেই ধারণাটি ভুল।

শ্লোক ১৮

তথা ঘৃতোদাদ্বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ সমানেন ক্ষীরোদেন পরিত উপক্লৃপ্তো বৃতো যথা কুশদ্বীপো ঘৃতোদেন যস্মিন্ ক্রৌঞ্চোনাম পর্বতরাজো দ্বীপনামনির্বর্তক আস্তে ॥ ১৮ ॥

তথা—তেমনই; **ঘৃত-উদাৎ**—ঘৃত-সমুদ্রের; **বহিঃ**—বাইরে; **ক্রৌঞ্চ-দ্বীপঃ**—ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ; **দ্বিগুণঃ**—দ্বিগুণ; **সমানেন**—সমান মাপের; **ক্ষীর-উদেন**—ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্লৃপ্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত;

যথা—যেমন; **কুশ-দ্বীপঃ**—কুশদ্বীপ; **ঘৃত-উদেন**—ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা; **যস্মিন্**—যাতে; **ক্রৌঞ্চঃ নাম**—ক্রৌঞ্চ নামক; **পর্বত-রাজঃ**—গিরিরাজ; **দ্বীপ-নাম**—দ্বীপটির নাম; **নির্বর্তকঃ**—হয়ে; **আস্তে**—বিদ্যমান।

অনুবাদ

ঘৃত-সাগরের বাইরে ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছ, যার বিস্তার ১৬,০০,০০০ যোজন (১,২৮,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ ঘৃত-সমুদ্রের বিস্তারের দ্বিগুণ। কুশদ্বীপ যেমন ঘৃত-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চদ্বীপ তার সমান বিস্তার সমন্বিত ক্ষীর-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক একটি বিশাল পর্বত রয়েছে, যা থেকে এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে।

শ্লোক ১৯

যোঽসৌ গুহপ্রহরণোন্মথিতনিতম্বকুঞ্জোঽপি ক্ষীরোদেনাসিচ্যমানো ভগবতা বরুণেনাভিগুপ্তো বিভয়ো বভূব ॥ ১৯ ॥

যঃ—যা; **অসৌ**—এই (পর্বত); **গুহ-প্রহরণ**—শিবের পুত্র কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা; **উন্মথিত**—বিধ্বস্ত; **নিতম্ব-কুঞ্জঃ**—তৎপ্রদেশের কুঞ্জসমূহ; **অপি**—যদিও; **ক্ষীর-উদেন**—ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা; **আসিচ্যমানঃ**—সিঞ্চিত হয়ে; **ভগবতা**—পরম শক্তিমান; **বরুণেন**—বরুণের দ্বারা; **অভিগুপ্তঃ**—সুরক্ষিত; **বিভয়ঃ বভূব**—নির্ভয় হয়েছে।

অনুবাদ

যদিও ক্রৌঞ্চ পর্বতের তটপ্রদেশের কুঞ্জগুলি কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবুও সেই পর্বত চতুর্দিকস্থ ক্ষীর-সমুদ্রের জলে অভিসিঞ্চিত হয়ে এবং বরুণদেব কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে ভয়শূন্য হয়েছে।

শ্লোক ২০

তস্মিন্নপি প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্ঠো নামাধিপতিঃ স্বে দ্বীপে বর্ষাণি সপ্ত বিভজ্য তেষু পুত্রনামসু সপ্ত ঋক্থাদান্ বর্ষপান্নিবেশ্য স্বয়ং ভগবান্ ভগবতঃ পরমকল্যাণযশস আত্মভূতস্য হরেশ্চরণারবিন্দমুপজগাম ॥২০॥

তস্মিন্—সেই দ্বীপে; **অপি**—ও; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **ঘৃত-পৃষ্ঠঃ**—ঘৃতপৃষ্ঠ; **নাম**—নামক; **অধিপতিঃ**—সেই দ্বীপের রাজা; **স্বে**—তাঁর নিজের; **দ্বীপে**—দ্বীপে; **বর্ষাণি**—বর্ষ; **সপ্ত**—সাত; **বিভজ্য**—বিভাগ করে; **তেষু**—তাদের প্রতিটিতে; **পুত্রনামসু**—তাঁর পুত্রদের নাম সমন্বিত; **সপ্ত**—সাত; **ঋক্থাদান্**—পুত্রগণ; **বর্ষপান্**—বর্ষপতিগণ; **নিবেশ্য**—নিযুক্ত করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পরম-কল্যাণ-যশসঃ**—যাঁর মহিমা পরম কল্যাণজনক; **আত্ম-ভূতস্য**—সমস্ত জীবের আত্মা; **হরেঃ-চরণারবিন্দম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **উপজগাম**—শরণ গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

এই দ্বীপের অধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠ নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, যিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবান। এই ঘৃতপৃষ্ঠ তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষ বিভাগ করে প্রত্যেক পুত্রকে এক-একটি বর্ষের আধিপত্যে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সমস্ত আত্মার আত্মা, সমস্ত কল্যাণকর গুণ সমন্বিত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

আমো মধুরুহো মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামা ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো বনস্পতিরিতি ঘৃতপৃষ্ঠসুতাস্তেষাং বর্ষগিরয়ঃ সপ্ত সপ্তৈব নদ্যশ্চাভিখ্যাতাঃ শুক্লো বর্ধমানো ভোজন উপবর্হিণো নন্দো নন্দনঃ সর্বতোভদ্র ইতি অভয়া অমৃতৌঘা আর্যকা তীর্থবতী রূপবতী পবিত্রবতী শুক্লেতি ॥ ২১ ॥

আমঃ—আম; **মধুরুহঃ**—মধুরুহ; **মেঘপৃষ্ঠঃ**—মেঘপৃষ্ঠ; **সুধামা**—সুধামা; **ভ্রাজিষ্ঠঃ**—ভ্রাজিষ্ঠ; **লোহিতার্ণঃ**—লোহিতার্ণ; **বনস্পতিঃ**—বনস্পতি; **ইতি**—এই প্রকার; **ঘৃতপৃষ্ঠ-সুতাঃ**—ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র; **তেষাম্**—তাঁর পুত্রদের; **বর্ষ-গিরয়ঃ**—বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী পর্বত; **সপ্ত**—সাত; **সপ্ত**—সাত; **এব**—ও; **নদ্যঃ**—নদী; **চ**—এবং; **অভিখ্যাতাঃ**—বিখ্যাত; **শুক্লঃ বর্ধমানঃ**—শুক্ল এবং বর্ধমান; **ভোজনঃ**—ভোজন; **উপবর্হিণঃ**—উপবর্হিণ; **নন্দঃ**—নন্দ; **নন্দনঃ**—নন্দন; **সর্বতঃ-ভদ্রঃ**—সর্বতোভদ্র; **ইতি**—এই প্রকার; **অভয়া**—অভয়া; **অমৃতৌঘা**—অমৃতৌঘা; **আর্যকা**—আর্যকা; **তীর্থবতী**—তীর্থবতী; **রূপবতী**—রূপবতী; **পবিত্রবতী**—পবিত্রবতী; **শুক্লা**—শুক্লা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রদের নাম ছিল আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ এবং বনস্পতি। সেই দ্বীপে সাতটি বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী সাতটি পর্বত রয়েছে এবং সাতটি নদীও রয়েছে। সেই পর্বতগুলির নাম শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হিণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্বতোভদ্র। সেই নদীগুলির নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা।

শ্লোক ২২

যাসামম্ভঃ পবিত্রমমলমুপযুঞ্জানাঃ পুরুষঋষভদ্রবিণদেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষা আপোময়ং দেবমপাং পূর্ণেনাঞ্জলিনা যজন্তে ॥ ২২ ॥

যাসাম্—সেই সমস্ত নদীর; **অম্ভঃ**—জল; **পবিত্রম্**—অত্যন্ত পবিত্র; **অমলম্**—অত্যন্ত নির্মল; **উপযুঞ্জানাঃ**—ব্যবহার করে; **পুরুষ**—পুরুষ; **ঋষভ**—ঋষভ; **দ্রবিণ**—দ্রবিণ; **দেবক**—দেবক; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **বর্ষ-পুরুষাঃ**—সেই বর্ষবাসীগণ; **আপঃ-ময়ম্**—জলের দেবতা বরুণ; **দেবম্**—আরাধ্য দেবতারূপে; **অপাম্**—জলের; **পূর্ণেন**—পূর্ণ; **অঞ্জলিনা**—অঞ্জলির দ্বারা; **যজন্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ এবং দেবক—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত। তাঁরা সেই পবিত্র নদীর জল সেবা করে থাকেন। তাঁরা জলে অঞ্জলিপূর্ণ করে ভগবানের জলময় মূর্তি বরুণের উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *আপোময়ঃ অস্ময়ম্*—ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিভিন্ন বর্ণের পুরুষেরা অঞ্জলি ভরে নদীর জল নিয়ে প্রস্তর বা লৌহ নির্মিত বিগ্রহকে অর্পণ করেন।

শ্লোক ২৩

**আপঃ পুরুষবীর্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃসুবঃ ।
তা নঃ পুনীতামীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুব ইতি ॥ ২৩ ॥**

আপঃ—হে জল; **পুরুষবীর্যাঃ**—ভগবানের শক্তি সমন্বিত; **স্থ**—আপনি হন; **পুনন্তীঃ**—পবিত্র করে; **ভূঃ**—ভূর্লোক; **ভুবঃ**—ভুবর্লোক; **সুবঃ**—স্বর্গলোক; **তাঃ**—সেই জল; **নঃ**—আমাদের; **পুনীত**—পবিত্র করে; **অমীব-ঘ্নীঃ**—পাপ নাশক; **স্পৃশতাম্**—যারা স্পর্শ করে তাদের; **আত্মনা**—আপনার স্বরূপের দ্বারা; **ভুবঃ**—দেহ; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

(ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেন—) হে নদীর জল, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক পবিত্র করেন। আপনার স্বরূপের দ্বারা আপনি পাপ নাশ করেন, এবং তাই আমরা আপনাকে স্পর্শ করছি। দয়া করে আপনি আমাদের পবিত্র করতে থাকুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে।"

ভগবানের শক্তি সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে কার্য করে, ঠিক যেমন সূর্যের শক্তি তাপ এবং আলোক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কার্য করে সবকিছুকে সক্রিয় করছে। শাস্ত্রে যে বিশেষ নদীগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও ভগবানের শক্তি, এবং যাঁরা নিয়মিতভাবে সেই সমস্ত নদীতে স্নান করেন, তাঁরা পবিত্র হন। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, বহু মানুষ কেবল গঙ্গায় স্নান করে রোগমুক্ত হয়েছে। তেমনই, ক্রৌঞ্চদ্বীপ-বাসীরা সেখানকার নদীগুলিতে স্নান করে নিজেদের পবিত্র করেন।

শ্লোক ২৪

এবং পুরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎ পরিত উপবেশিতঃ শাকদ্বীপো দ্বাত্রিংশল্লক্ষযোজনায়ামঃ সমানেন চ দধিমণ্ডোদেন পরীতোঃ যস্মিন্ শাকো নাম মহীরুহঃ স্বক্ষেত্রব্যপদেশকো যস্য হ মহাসুরভিগন্ধস্তং দ্বীপমনুবাসয়তি ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **পরস্তাৎ**—পরে; **ক্ষীর-উদাৎ**—ক্ষীর-সমুদ্রের; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপবেশিতঃ**—অবস্থিত; **শাকদ্বীপঃ**—শাক নামক আর একটি দ্বীপ; **দ্বা-ত্রিংশৎ**—বত্রিশ; **লক্ষ**—১,০০,০০০; **যোজন**—যোজন; **আয়ামঃ**—বিস্তৃত; **সমানেন**—সমান দীর্ঘ; **চ**—এবং; **দধি-মণ্ড-উদেন**—দধিসদৃশ জলের দ্বারা; **পরীতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যস্মিন্**—যেই স্থানে; **শাকঃ**—শাক; **নাম**—নামক; **মহীরুহঃ**—একটি বিশাল বৃক্ষ; **স্ব-ক্ষেত্র-ব্যপদেশকঃ**—সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে; **যস্য**—যার থেকে; **হ**—প্রকৃতপক্ষে; **মহা-সুরভি**—মহান সৌরভ; **গন্ধঃ**—সুগন্ধ; **তম্ দ্বীপম্**—সেই দ্বীপ; **অনুবাসয়তি**—সুবাসিত করে।

অনুবাদ

ক্ষীর-সমুদ্রের পরে ৩২,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (২,৫৬,০০,০০০ মাইল) শাকদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ যেমন ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শাকদ্বীপও তেমনই সেই দ্বীপের সমান বিস্তার সমন্বিত দধি-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। শাকদ্বীপে একটি বিশাল শাকবৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটির সৌরভে সমগ্র দিক সুরভিত থাকে।

শ্লোক ২৫

তস্যাপি প্রৈয়ব্রত এবাধিপতির্নাম্না মেধাতিথিঃ সোঽপি বিভজ্য সপ্ত বর্ষাণি পুত্রনামানি তেষু স্বাত্মজান্ পুরোজবমনোজবপবমানধূম্রানীক-চিত্ররেফবহুরূপবিশ্বধারসংজ্ঞান্নিধাপ্যাধিপতীন্ স্বয়ং ভগবত্যনন্ত আবেশিতমতিস্তপোবনং প্রবিবেশ ॥ ২৫ ॥

তস্য অপি—সেই দ্বীপেরও; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **নাম্না**—নামক; **মেধা-তিথিঃ**—মেধাতিথি; **সঃ অপি**—তিনিও; **বিভজ্য**—বিভাগ করে; **সপ্ত বর্ষাণি**—সেই দ্বীপের সাতটি বর্ষকে; **পুত্র-নামানি**—তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে; **তেষু**—তাতে; **স্ব-আত্মজান্**—তাঁর পুত্রেরা; **পুরোজব**—পুরোজব; **মনোজব**—মনোজব; **পবমান**—পবমান; **ধূম্রানীক**—ধূম্রানীক; **চিত্ররেফ**—চিত্ররেফ; **বহুরূপ**—বহুরূপ; **বিশ্বধার**—বিশ্বধার; **সংজ্ঞান্**—নামক; **নিধাপ্য**—প্রতিষ্ঠিত করে; **অধিপতীন্**—অধিপতি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভগবতি**—ভগবান; **অনন্তে**—অনন্তে; **আবেশিত-মতিঃ**—যাঁর মন সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছে; **তপঃ-বনম্**—তপোবনে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই দ্বীপের অধিপতিও প্রিয়ব্রতের এক পুত্র মেধাতিথি। তিনিও তাঁর দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে তাদের নামকরণ করেছিলেন, এবং তাঁর পুত্রদের তিনি সেই সমস্ত বর্ষের অধিপতি করেছিলেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম—পুরোজব, মনোজব, পবমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বধার। দ্বীপটিকে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের সেখানকার অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পর মেধাতিথি অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান অনন্তের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন করার উদ্দেশ্যে তপোবনে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

এতেষাং বর্ষমর্যাদাগিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্ত সপ্তৈব ঈশান উরুশৃঙ্গো বলভদ্রঃ শতকেসরঃ সহস্রস্রোতো দেবপালো মহানস ইতি অনঘায়ুর্দা উভয়স্পৃষ্টিরপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রস্রুতির্নিজধৃতিরিতি ॥ ২৬ ॥

এতেষাম্—এই সমস্ত বর্ষের; **বর্ষ-মর্যাদা**—সীমারেখা রূপে; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **সপ্ত**—সাত; **সপ্ত**—সাত; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **ঈশানঃ**—ঈশান; **উরুশৃঙ্গঃ**—উরুশৃঙ্গ; **বলভদ্রঃ**—বলভদ্র; **শতকেসরঃ**—শতকেসর; **সহস্রস্রোতঃ**—সহস্রস্রোত; **দেবপালঃ**—দেবপাল; **মহানসঃ**—মহানস; **ইতি**—এইভাবে; **অনঘা**—অনঘা; **আয়ুর্দা**—আয়ুর্দা; **উভয়স্পৃষ্টিঃ**—উভয়স্পৃষ্টি; **অপরাজিতা**—অপরাজিতা; **পঞ্চপদী**—পঞ্চপদী; **সহস্রস্রুতিঃ**—সহস্রস্রুতি; **নিজধৃতিঃ**—নিজধৃতি; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

এই বর্ষগুলিতেও সাতটি সীমা নির্ধারণকারী পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। সেই পর্বতগুলি হচ্ছে ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেসর, সহস্রস্রোত, দেবপাল এবং মহানস। নদীগুলি হচ্ছে অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রস্রুতি এবং নিজধৃতি।

শ্লোক ২৭

তদ্বর্ষপুরুষা ঋতব্রতসত্যব্রতদানব্রতানুব্রতনামানো ভগবন্তং বায়্বাত্মকং প্রাণায়ামবিধূতরজস্তমসঃ পরমসমাধিনা যজন্তে ॥ ২৭ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষবাসীগণ; **ঋতব্রত**—ঋতব্রত; **সত্যব্রত**—সত্যব্রত; **দান-ব্রত**—দানব্রত; **অনুব্রত**—অনুব্রত; **নামানঃ**—এই চারটি নাম সমন্বিত; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **বায়ু-আত্মকম্**—বায়ুদেব রূপে; **প্রাণায়াম**—প্রাণায়ামের দ্বারা; **বিধূত**—বিধৌত; **রজঃ-তমসঃ**—রজ এবং তমোগুণ; **পরম**—পরম; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা; **যজন্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

এই বর্ষবাসীরাও ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত এবং অনুব্রত নামক চারটি বর্ণে বিভক্ত, যা ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণ-বিভাগের অনুরূপ। তাঁরা প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন এবং রজ ও তমোগুণের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পরম সমাধি যোগে বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন।

শ্লোক ২৮

অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্যাত্মকেতুভিঃ ।
অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্ ॥ ২৮ ॥

অন্তঃ-প্রবিশ্য—অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে; **ভূতানি**—সমস্ত জীবের; **যঃ**—যিনি; **বিভর্তি**—পালন করেন; **আত্ম-কেতুভিঃ**—দেহের অভ্যন্তরে (প্রাণ, অপান আদি) বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা; **অন্তর্যামী**—অন্তর্যামী পরমাত্মা; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **পাতু**—দয়া করে পালন করুন; **নঃ**—আমাদের; **যৎ-বশে**—যাঁর নিয়ন্ত্রণে; **স্ফুটম্**—জড় জগৎ।

অনুবাদ

(শাকদ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন—) হে পরম পুরুষ, দেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করে আপনি প্রাণ আদি বায়ুর ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং এইভাবে আপনি সমস্ত জীবদের পালন করেন। হে ভগবান, হে সর্বান্তর্যামী, হে জগদীশ্বর, আপনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গ-যোগীরা প্রাণায়াম আদি যোগক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে যোগী সমাধি দশা প্রাপ্ত হয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন। প্রাণায়াম হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থলে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে ভগবানকে দর্শন করে, তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হওয়ার উপায়।

শ্লোক ২৯

এবমেব দধিমণ্ডোদাৎ পরতঃ পুষ্করদ্বীপস্ততো দ্বিগুণায়ামঃ সমন্তত উপকল্পিতঃ সমানেন স্বাদূদকেন সমুদ্রেণ বহিরাবৃতো যস্মিন্ বৃহৎ পুষ্করং জ্বলনশিখামলকনকপত্রাযুতাযুতং ভগবতঃ কমলাসনস্যাধ্যাসনং পরিকল্পিতম্ ॥ ২৯ ॥

এবম্ এব—এইভাবে; **দধি-মণ্ড-উদাৎ**—দধি-সমুদ্রের; **পরতঃ**—পরে; **পুষ্কর-দ্বীপঃ**—পুষ্কর নামক আর একটি দ্বীপ; **ততঃ**—তার থেকে (শাকদ্বীপ থেকে); **দ্বিগুণ-আয়ামঃ**—দ্বিগুণ পরিমাণ; **সমন্ততঃ**—সর্বদিকে; **উপকল্পিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **সমানেন**—সমান বিস্তার; **স্বাদু-উদকেন**—মধুর জল সমন্বিত; **সমুদ্রেণ**—সমুদ্রের দ্বারা; **বহিঃ**—বাইরে; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যস্মিন্**—যাতে; **বৃহৎ**—অতি বিশাল; **পুষ্করম্**—পদ্মফুল; **জ্বলন-শিখা**—জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো; **অমল**—শুদ্ধ; **কনক**—স্বর্ণ; **পত্র**—পাতা; **অযুত-অযুতম্**—অযুত অযুত; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কমল আসনস্য**—কমল আসন যাঁর, সেই ব্রহ্মার; **অধ্যাসনম্**—উপবেশন স্থান; **পরিকল্পিতম্**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

সেই দধি-সমুদ্রের বাইরে পুষ্করদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যা ৬৪,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (৫,১২,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ দধি-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তার সমন্বিত। তা সেই দ্বীপেরই সমান বিস্তার সমন্বিত অত্যন্ত স্বাদু জলের সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই পুষ্করদ্বীপে অযুত অযুত (১০,০০,০০,০০০) বিশুদ্ধ স্বর্ণপত্র সমন্বিত একটি বিশাল পদ্ম রয়েছে, যা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল। সেই পদ্ম ফুলটিকে ব্রহ্মার উপবেশনের স্থান বলে মনে করা হয়, এবং পরম শক্তিমান জীব হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাকে কখনও কখনও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ৩০

তদ্দ্বীপমধ্যে মানসোত্তরনামৈক এবার্বাচীনপরাচীনবর্ষয়োর্মর্যাদাচলোঽযুতযোজনোচ্ছ্রায়ায়ামো যত্র তু চতসৃষু দিক্ষু চত্বারি পুরাণি লোকপালানামিন্দ্রাদীনাং যদুপরিষ্টাৎ সূর্যরথস্য মেরুং পরিভ্রমতঃ সংবৎসরাত্মকং চক্রং দেবানামহোরাত্রাভ্যাং পরিভ্রমতি ॥ ৩০ ॥

তৎ-দ্বীপ-মধ্যে—সেই দ্বীপের মধ্যে; **মানসোত্তর**—মানসোত্তর; **নাম**—নামক; **একঃ**—একটি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অর্বাচীন**—এই দিকে; **পরাচীন**—এবং অন্য দিকে; **বর্ষয়োঃ**—বর্ষের; **মর্যাদা**—সীমা নির্দেশকারী; **অচলঃ**—একটি বিশাল পর্বত; **অযুত**—দশ হাজার; **যোজন**—আট মাইল; **উচ্ছ্রায়-আয়ামঃ**—যার উচ্চতা এবং বিস্তার; **যত্র**—যেখানে; **তু**—কিন্তু; **চতসৃষু**—চার; **দিক্ষু**—দিকে; **চত্বারি**—চার; **পুরাণি**—নগরী; **লোক-পালানাম্**—লোকপালদের; **ইন্দ্র-আদীনাম্**—ইন্দ্র প্রমুখ; **যৎ**—যাঁর; **উপরিষ্টাৎ**—উপরে; **সূর্য-রথস্য**—সূর্যের রথের; **মেরুম্**—মেরু পর্বত; **পরিভ্রমতঃ**—পরিভ্রমণ করার সময়; **সংবৎসর-আত্মকম্**—এক সংবৎসর সমন্বিত; **চক্রম্**—চক্র; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **অহঃ-রাত্রাভ্যাম্**—দিন এবং রাত্রির দ্বারা; **পরিভ্রমতি**—পরিভ্রমণ করে।

অনুবাদ

সেই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামক একটি পর্বত রয়েছে, যা সেই দ্বীপের অন্তরভাগ এবং বহিরভাগের সীমা নির্ধারণ করে। সেই পর্বতের বিস্তার এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের চারদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদের চারটি পুরী রয়েছে। সেই পর্বতের উপর সংবৎসর নামক চক্রে সূর্যদেব তাঁর রথে পরিভ্রমণ করে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন। সূর্যের উত্তর দিকের পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণ দিকের পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। তার একদিক দেবতাদের দিন এবং অন্য দিক দেবতাদের রাত্রি।

তাৎপর্য

সূর্যের পরিভ্রমণের কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রঃ* । সূর্য ছয় মাস ধরে উত্তর দিকে এবং ছয় মাস ধরে দক্ষিণ দিকে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করছে। সেটি স্বর্গের দেবতাদের দিন এবং রাত্রি।

শ্লোক ৩১

তদ্দ্বীপস্যাপ্যধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতিহোত্রো নামৈতস্যাত্মজৌ রমণকধাতকিনামানৌ বর্ষপতী নিযুজ্য স স্বয়ং পূর্বজবদ্ভগবৎকর্মশীল এবাস্তে ॥ ৩১ ॥

তৎ-দ্বীপস্য—সেই দ্বীপের; **অপি**—ও; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **বীতিহোত্রঃ নাম**—বীতিহোত্র নামক; **এতস্য**—তাঁর; **আত্ম-জৌ**—

দুই পুত্রকে; **রমণক**—রমণক; **ধাতকি**—ধাতকি; **নামানৌ**—নামক; **বর্ষ-পতী**—দুটি বর্ষের অধিপতি; **নিযুজ্য**—নিযুক্ত করে; **সঃ স্বয়ম্**—তিনি স্বয়ং; **পূর্বজ-বৎ**—তাঁর অন্য ভ্রাতাদের মতো; **ভগবৎ-কর্মশীলঃ**—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের কার্যে মগ্ন হয়ে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **আস্তে**—আছেন।

অনুবাদ

বীতিহোত্র নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র হচ্ছেন এই দ্বীপের অধিপতি। তাঁর দুই পুত্র রমণক এবং ধাতকি। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে সেই দ্বীপের দুটি দিকের দুটি বর্ষের অধিপতি নিযুক্ত করে, স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেধাতিথির মতো ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

তদ্বর্ষপুরুষা ভগবন্তং ব্রহ্মরূপিণং সকর্মকেণ কর্মণারাধয়ন্তীদং চোদাহরন্তি ॥ ৩২ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষবাসীগণ; **ভগবন্তম্**—ভগবানের; **ব্রহ্ম-রূপিণম্**—কমলাসীন ব্রহ্মারূপে; **স-কর্মকেণ**—জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য; **কর্মণা**—বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করে; **আরাধয়ন্তি**—আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **উদাহরন্তি**—তাঁরা জপ করেন।

অনুবাদ

তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সেই বর্ষবাসীরা ব্রহ্মারূপী ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁরা নিম্নলিখিত স্তোত্রে ভগবানের স্তব করেন।

শ্লোক ৩৩

যৎ তৎ কর্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চয়েৎ ।
একান্তমদ্বয়ং শান্তং তস্মৈ ভগবতে নম ইতি ॥ ৩৩ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **কর্ম-ময়ম্**—বৈদিক কর্মের দ্বারা প্রাপ্য; **লিঙ্গম্**—রূপ; **ব্রহ্ম-লিঙ্গম্**—যার ফলে পরমব্রহ্মকে জানা যায়; **জনঃ**—ব্যক্তি; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা কর্তব্য; **একান্তম্**—এক পরমেশ্বরে যার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে; **অদ্বয়ম্**—অভিন্ন;

শান্তম্—শান্ত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরম শক্তিমান; **নমঃ**—নমস্কার; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

ব্রহ্মা কর্মময় নামে পরিচিত, কারণ বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের মন্ত্র তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি অবিচলভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, এবং তাই একদিক দিয়ে তিনি ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্বয়বাদীরা যেভাবে তাঁর উপাসনা করে, সেভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে দ্বৈত ভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করা উচিত। সর্বদা পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবা করা উচিত। তাই সাক্ষাৎ বৈদিক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যে ভগবান ব্রহ্মা, তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কর্মময়ম্* ('বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাপ্য') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *বেদে* বলা হয়েছে, *স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি*—"যিনি নিষ্ঠা সহকারে শত জন্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তিনি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হবেন।" এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মা অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কখনও ভগবান বলে মনে করেন না; তিনি সর্বদা জানেন যে, তিনি ভগবানের নিত্য দাস। যেহেতু চিন্ময় স্তরে প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েই চিন্ময়, তাই এখানে ব্রহ্মাকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কোন ভক্ত যদি পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করেন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়। তাই ব্রহ্মাকে *ব্রহ্মলিঙ্গ* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর সমগ্র রূপ বৈদিক জ্ঞানময়।

শ্লোক ৩৪

ঋষিরুবাচ

ততঃ পরস্তাল্লোকালোকনামাচলো লোকালোকয়োরন্তরালে পরিত উপক্ষিপ্তঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—সেই স্বাদু জলের সমুদ্রের; **পরস্তাৎ**—পরে; **লোকালোক-নাম**—লোকালোক নামক; **অচলঃ**—একটি পর্বত; **লোক-অলোকয়োঃ অন্তরালে**—পূর্ণ সূর্যালোকের

দেশ এবং সূর্যের আলোকহীন দেশের মধ্যে; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্ষিপ্তঃ**—বিদ্যমান রয়েছে।

অনুবাদ

তারপর, স্বাদুজলের সমুদ্রের পরে এবং তাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা সূর্যের আলোকে পূর্ণ দেশ এবং আলোকবিহীন দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে।

শ্লোক ৩৫

যাবন্মানসোত্তরমের্বোরন্তরং তাবতী ভূমিঃ কাঞ্চন্যন্যাদর্শতলোপমা যস্যাং প্রহিতঃ পদার্থো ন কথঞ্চিৎ পুনঃ প্রত্যুপলভ্যতে তস্মাৎ সর্বসত্ত্বপরিহৃতাসীৎ ॥ ৩৫ ॥

যাবৎ—যতখানি; **মানসোত্তর-মের্বোঃ অন্তরম্**—মানসোত্তর পর্বত এবং মেরু পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান; **তাবতী**—ততখানি; **ভূমিঃ**—ভূমি; **কাঞ্চনী**—স্বর্ণময়; **অন্যা**—অন্য; **আদর্শ-তল-উপমা**—যা ঠিক দর্পণের মতো; **যস্যাম্**—যাতে; **প্রহিতঃ**—পতিত; **পদার্থঃ**—বস্তু; **ন**—না; **কথঞ্চিৎ**—কোনও ভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রত্যুপলভ্যতে**—পাওয়া যায়; **তস্মাৎ**—সেই হেতু; **সর্ব-সত্ত্ব**—সমস্ত জীবদের দ্বারা; **পরিহৃতা**—বর্জিত; **আসীৎ**—ছিল।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বত থেকে মানসোত্তর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃতি সমন্বিত একটি ভূমি স্বাদু জলের সমুদ্রের পরে রয়েছে। সেখানে বহু প্রাণীও বাস করে। তারপর লোকালোক পর্বত ও দধি-সমুদ্রের অন্তরালে এক কাঞ্চনময়ী ভূমি রয়েছে। সেই ভূমি স্বর্ণময় হওয়ার ফলে তা দর্পণের মতো আলোক প্রতিফলিত করে, এবং কোন বস্তু সেখানে পতিত হলে তাকে আর দেখা যায় না। তাই সমস্ত প্রাণী সেই স্থান বর্জন করেছে।

শ্লোক ৩৬

লোকালোক ইতি সমাখ্যা যদনেনাচলেন লোকালোকস্যান্তর্বর্তিনাবস্থাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥

লোক—আলোক সমন্বিত (অথবা অধিবাসী সমন্বিত) ; **অলোকঃ**—আলোক-বিহীন (অথবা অধিবাসীবিহীন); **ইতি**—এইভাবে; **সমাখ্যা**—নামক; **যৎ**—যা; **অনেন**—এর দ্বারা; **অচলেন**—পর্বত; **লোক**—প্রাণীদের দ্বারা অধ্যুষিত স্থান; **অলোকস্য**—এবং যে স্থানে প্রাণীরা বাস করে না; **অন্তর্বর্তিনা**—মধ্যবর্তী; **অবস্থাপ্যতে**—অবস্থিত।

অনুবাদ

প্রাণী অধ্যুষিত এবং প্রাণী বর্জিত স্থান দুটির মাঝখানে এক বিশাল পর্বত রয়েছে যা এই দুটি স্থানকে পৃথক করেছে, তাই তা লোকালোক নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ৩৭

স লোকত্রয়ান্তে পরিত ঈশ্বরেণ বিহিতো যস্মাৎ সূর্যাদীনাং ধ্রুবাপবর্গাণাং জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়োঽর্বাচীনাংস্ত্রীঁল্লোকানাবিতন্বানা ন কদাচিৎ পরাচীনা ভবিতুমুৎসহন্তে তাবদুন্নহনায়ামঃ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—সেই পর্বত; **লোক-ত্রয়-অন্তে**—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই তিন লোকের অন্তে; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **ঈশ্বরেণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **বিহিতঃ**—সৃষ্ট; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **সূর্য-আদীনাম্**—সূর্যলোকের; **ধ্রুব-অপবর্গাণাম্**—ধ্রুবলোক তথা অন্য নিম্নতর নক্ষত্র পর্যন্ত; **জ্যোতিঃ-গণানাম্**—সমস্ত জ্যোতিষ্কের; **গভস্তয়ঃ**—রশ্মি; **অর্বাচীনান্**—এই দিকে; **ত্রীন্**—তিন; **লোকান্**—লোক; **আবিতন্বানাঃ**—ব্যাপ্ত; **ন**—না; **কদাচিৎ**—কখনও; **পরাচীনাঃ**—সেই পর্বতের পরেই; **ভবিতুম্**—হতে; **উৎসহন্তে**—সক্ষম হয়; **তাবৎ**—ততখানি; **উন্নহন-আয়ামঃ**—সেই পর্বতের উচ্চতা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার প্রভাবে লোকালোক পর্বত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিন লোকের সীমা নির্ধারক পর্বতরূপে সংস্থাপিত হয়েছে। সূর্যলোক থেকে ধ্রুবলোক পর্যন্ত সমস্ত জ্যোতিষ্ক এই পর্বতের দ্বারা নির্ণীত সীমার মধ্যে ত্রিলোক জুড়ে তাদের কিরণ বিতরণ করে। এই পর্বত অত্যন্ত উচ্চ, এমনকি ধ্রুবলোক থেকেও উচ্চ, তাই সমস্ত জ্যোতিষ্কের কিরণ তার বাইরে যেতে পারে না।

তাৎপর্য

লোকত্রয় বলতে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই তিনটি লোককে বোঝায়, যাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত হয়েছে। এই তিন লোককে ঘিরে রয়েছে আট দিক, যথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান (উত্তর-পূর্ব), অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব), বায়ু (উত্তর-পশ্চিম) এবং নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম)। লোকালোক পর্বতকে বাইরের সীমারূপে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সমভাবে সূর্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের কিরণ বিতরিত হয়।

সূর্যের কিরণ যে কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিতরিত হয়, তার বিশদ বর্ণনা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ তাঁর শ্রীগুরুদেবের কাছে যেভাবে শুনেছিলেন, সেইভাবে তা মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত তথ্য তিনি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে প্রদান করেছিলেন, কিন্তু এই জ্ঞান তারও বহু বহু কাল পূর্বে বিদ্যমান ছিল, কারণ শুকদেব গোস্বামী এই জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত হয়েছেন। যেহেতু এই জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত, তাই তা পূর্ণ এবং অভ্রান্ত। পক্ষান্তরে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের ইতিহাস বড় জোর কয়েকশ বছর। তাই, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যদিও *শ্রীমদ্ভাগবতের* তথ্য স্বীকার করতে চায় না, তবুও তাদের কল্পনারও পূর্বে বিদ্যমান এই সমস্ত নিখুঁত জ্যোতির্গণনা কিভাবে তারা অস্বীকার করবে? *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে সংগ্রহ করার মতো কত তথ্য রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কিন্তু অন্য লোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, এবং বাস্তবিকপক্ষে যে গ্রহটিতে তারা বাস করছে, সেই গ্রহটি সম্বন্ধেও তারা যথাযথভাবে পরিচিত নয়।

শ্লোক ৩৮

এতাবাঁল্লোকবিন্যাসো মানলক্ষণসংস্থাভির্বিচিন্তিতঃ কবিভিঃ স তু পঞ্চাশৎকোটিগণিতস্য ভূগোলস্য তুরীয়ভাগোঽয়ং লোকালোকাচলঃ ॥ ৩৮ ॥

এতাবান্—এতটুকু; **লোক-বিন্যাসঃ**—বিভিন্ন লোকের বিস্তার; **মান**—পরিমাপ; **লক্ষণ**—লক্ষণ; **সংস্থাভিঃ**—এবং তাদের বিভিন্ন স্থিতি; **বিচিন্তিতঃ**—বৈজ্ঞানিক গণনার দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে; **কবিভিঃ**—পণ্ডিতদের দ্বারা; **সঃ**—তা; **তু**—কিন্তু; **পঞ্চাশৎ-কোটি**—৫০,০০,০০,০০০ যোজন; **গণিতস্য**—যা গণনা করা হয়েছে; **ভূ-গোলস্য**—ভূগোলক নামক লোকের; **তুরীয়-ভাগঃ**—এক-চতুর্থাংশ; **অয়ম্**—এই; **লোকালোক-অচলঃ**—লোকালোক পর্বত।

অনুবাদ

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণপাটব—এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত পণ্ডিতেরা বিভিন্ন লোকের লক্ষণ, পরিমাপ এবং অবস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বিচার পূর্বক স্থির করেছেন যে, সুমেরু পর্বত থেকে লোকালোক পর্বতের দূরত্ব ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০,০০,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের এক-চতুর্থাংশ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লোকালোক পর্বতের স্থিতি, সূর্যগোলকের গতি এবং ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি থেকে সূর্যের দূরত্ব সম্বন্ধে নিখুঁত জ্যোতির্বিদ্যাগত তথ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু জ্যোতির্গণনায় যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা ইংরাজিতে অনুবাদ করা কঠিন। তাই পাঠকদের সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সংস্কৃত ভাষার বিবৃতিটি যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় গণনা করা হয়েছে—

স তু লোকালোকস্তু ভূগোলকস্য ভূসম্বন্ধাণ্ডগোলকস্যেত্যর্থঃ। সূর্যস্যেব ভূবোঽপ্যণ্ডগোলকয়োর্মধ্যবর্তিত্বাৎ খগোলমিব ভূগোলমপি পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণং তস্য তুরীয়ভাগঃ সার্ধদ্বাদশকোটিযোজনবিস্তারোচ্ছ্রায় ইত্যর্থঃ ভূস্তু চতুস্ত্রিংশল্লক্ষোনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা জ্ঞেয়া। যথা মেরুমধ্যান্মানসোত্তরমধ্যপর্যন্তং সার্ধসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজনপ্রমাণম্। মানসোত্তরমধ্যাৎ স্বাদূদকসমুদ্রপর্যন্তং ষণ্নবতিলক্ষযোজনপ্রমাণং ততঃ কাঞ্চনীভূমিঃ সার্ধসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজনপ্রমাণা এবমেকতো মেরুলোকালোকয়োরন্তরালমেকাদশলক্ষাধিকচতুষ্কোটিপরিমিতমন্যতোঽপি তথত্যেতো লোকালোকাল্লোকপর্যন্তং স্থানং দ্বাবিংশতিলক্ষোত্তরাষ্টকোটিপরিমিতং লোকালোকাদ্বহিরপ্যেকতঃ এতাবদেব অন্যতোঽপ্যেতাবদেব যদ্বক্ষ্যতে, যোঽন্তর্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকচলাদিতি একতো লোকালোকঃ সার্ধদ্বাদশকোটিযোজনপরিমাণঃ অন্যতোঽপি স তথেত্যেবং চতুস্ত্রিংশল্লক্ষোনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা ভূঃ সাব্ধিদ্বীপপর্বতা জ্ঞেয়া। অতএবাণ্ডগোলকাৎ সর্বতো দিক্ষু সপ্তদশলক্ষযোজনাবকাশে বর্তমানে সতি পৃথিব্যাঃ শেষনাগেন ধারণং দিগ্গজৈশ্চ নিশ্চলীকরণং সার্থকং ভবেদন্যথা তু ব্যাখ্যান্তরে পঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণত্বাদ্ অণ্ডগোলকলগ্নত্বে তত্তৎসর্বমকিঞ্চিৎকরং স্যাৎ চাক্ষুষে মন্বন্তরে চাকস্মাৎ মজ্জনং শ্রীবরাহদেবেনোত্থাপনঞ্চ দুর্ঘটং স্যাদিত্যাদিকং বিবেচনীয়ম্ ॥

শ্লোক ৩৯

তদুপরিষ্টাচ্চতসৃষ্বাশাস্বাত্মযোনিনাখিলজগদ্গুরুণাধিনিবেশিতা যে দ্বিরদপতয় ঋষভঃ পুষ্করচূড়ো বামনোঽপরাজিত ইতি সকললোক-স্থিতিহেতবঃ ॥ ৩৯ ॥

তৎ-উপরিষ্টাৎ—লোকালোক পর্বতের উপরে; **চতসৃষু আশাসু**—চতুর্দিকে; **আত্ম-যোনিনা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অখিল-জগৎ-গুরুণা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু; **অধিনি-বেশিতাঃ**—স্থাপিত; **যে**—সেই সমস্ত; **দ্বিরদ-পতয়ঃ**—শ্রেষ্ঠ হস্তী; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **পুষ্করচূড়ঃ**—পুষ্করচূড়; **বামনঃ**—বামন; **অপরাজিতঃ**—অপরাজিত; **ইতি**—এই প্রকার; **সকল-লোক-স্থিতি-হেতবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোক পালনের জন্য।

অনুবাদ

লোকালোক পর্বতের উপরে চারটি গজপতি জগদ্গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। তাদের নাম ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন এবং অপরাজিত। তারা ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত লোক ধারণ করেন।

শ্লোক ৪০

তেষাং স্ববিভূতীনাং লোকপালানাং চ বিবিধবীর্যোপবৃংহণায় ভগবান্ পরমমহাপুরুষো মহাবিভূতিপতিরন্তর্যাম্যাত্মনো বিশুদ্ধসত্ত্বং ধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যাদ্যষ্টমহাসিদ্ধ্যুপলক্ষণং বিষ্বক্সেনাদিভিঃ স্বপার্ষদপ্রবরৈঃ পরিবারিতো নিজবরায়ুধোপশোভিতৈর্নিজভুজদণ্ডৈঃ সন্ধারয়মাণস্তস্মিন্ গিরিবরে সমন্তাৎ সকললোকস্বস্তয় আস্তে ॥ ৪০ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে; **স্ব-বিভূতীনাম্**—তাঁর নিজের অংশসম্ভূত এবং সহকারী; **লোক-পালানাম্**—যাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে; **চ**—এবং; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **বীর্য-উপবৃংহণায়**—তাঁর শক্তি বিস্তারের জন্য; **ভগবান্**—ভগবান; **পরম-মহা-পুরুষঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ভগবান; **মহা-বিভূতি-পতিঃ**—সমস্ত অচিন্ত্য শক্তির ঈশ্বর; **অন্তর্যামী**—পরমাত্মা; **আত্মনঃ**—নিজের; **বিশুদ্ধ-সত্ত্বম্**—জড় গুণের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত যাঁর সত্ত্বা; **ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য**—ধর্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের; **ঐশ্বর্যাদি**—সর্বপ্রকার

ঐশ্বর্য; **অষ্ট**—আট; **মহাসিদ্ধি**—মহা যোগসিদ্ধি; **উপলক্ষণম্**—লক্ষণ-সমন্বিত; **বিষ্বক্সেন-আদিভিঃ**—বিষ্বক্সেন আদি তাঁর অংশের দ্বারা; **স্ব-পার্ষদ-প্রবরৈঃ**—তাঁর পার্ষদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **পরিবারিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **নিজ**—তাঁর নিজের; **বর-আয়ুধ**—বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা; **উপশোভিতৈঃ**—অলঙ্কৃত হয়ে; **নিজ**—নিজের; **ভুজ-দণ্ডৈঃ**—বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা; **সন্ধারয়মাণঃ**—সেই রূপ প্রকাশ করে; **তস্মিন্**—তাতে; **গিরি-বরে**—বিশাল পর্বত; **সমন্তাৎ**—চারদিকে; **সকল-লোক-স্বস্তয়ে**—সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য; **আস্তে**—রয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত দিব্য ঐশ্বর্যের ঈশ্বর এবং পরব্যোমের অধিপতি। তিনি পরমপুরুষ ভগবান এবং সকলের পরমাত্মা। ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তাঁরই নির্দেশে জড় জগতের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য এবং সেই গজপতিদের ও দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান সেই পর্বতের উপরে তাঁর এক বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ প্রকাশ করেছেন। বিষ্বক্সেন আদি পার্ষদ পরিবৃত হয়ে তিনি ধর্ম, জ্ঞান আদি পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি প্রকাশ করেন। তাঁর চার হাতে বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দররূপে বিরাজমান।

শ্লোক ৪১

আকল্পমেবং বেষং গত এষ ভগবানাত্মযোগমায়য়া বিরচিতবিবিধলোক-যাত্রাগোপীয়ায়েত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

আ-কল্পম্—কল্পান্ত পর্যন্ত কাল; **এবম্**—এই প্রকার; **বেষম্**—বেশ; **গতঃ**—ধারণ করেছেন; **এষঃ**—এই; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-যোগ-মায়য়া**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **বিরচিত**—সম্পন্ন; **বিবিধ-লোক-যাত্রা**—বিভিন্ন লোকের জীবনযাত্রা; **গোপীয়ায়**—কেবল পালন করার জন্য; **ইতি**—এই প্রকার; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

নারায়ণ, বিষ্ণু আদি ভগবানের বিভিন্ন রূপ বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলংকৃত। ভগবান তাঁর চিৎশক্তি যোগমায়ার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত গ্রহলোক পালন করার জন্য সেই সমস্ত রূপ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৪/৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সম্ভবামি আত্ম-মায়য়া*—"আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হই।" *আত্ম-মায়া* ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে বোঝায়। যোগমায়ার দ্বারা জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ সৃষ্টি করার পর, ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তি এবং দেবতারূপে নিজেকে বিস্তার করে স্বয়ং তাদের পালন করেন। তিনি সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত এই জড় জগৎ পালন করেন, এবং তিনি স্বয়ং চিৎ-জগৎকে পালন করেন।

শ্লোক ৪২

যোঽন্তর্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণং চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকা-চলাৎ। ততঃ পরস্তাদ্‌যোগেশ্বরগতিং বিশুদ্ধামুদাহরন্তি ॥ ৪২ ॥

যঃ—যা; **অন্তঃ-বিস্তারঃ**—লোকালোক পর্বতের ভিতরের দূরত্ব; **এতেন**—এর দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অলোক-পরিমাণম্**—অলোকবর্ষের বিস্তার; **চ**—এবং; **ব্যাখ্যাতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **যত**—যা; **বহিঃ**—বাইরে; **লোকালোক-অচলাৎ**—লোকালোক পর্বতের পরে; **ততঃ**—তা; **পরস্তাৎ**—অতীত; **যোগেশ্বর-গতিম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে যোগেশ্বর কৃষ্ণের গতি; **বিশুদ্ধাম্**—জড় কলুষ মুক্ত; **উদাহরন্তি**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, লোকালোক পর্বতের বাইরে অলোকবর্ষ রয়েছে, যার বিস্তার পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ১২,৫০,০০,০০০যোজন (১০০কোটি মাইল)। অলোকবর্ষের পথ মুক্তিকামী ব্যক্তিদের গন্তব্যস্থান। সেই স্থান জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, সুতরাং বিশুদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য অর্জুনকে নিয়ে এই স্থানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্ ।
সূর্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অণ্ড-মধ্য-গতঃ—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত; **সূর্যঃ**—সূর্যমণ্ডল; **দ্যাব্-আভূম্যোঃ**—ভূর্লোক এবং ভুবর্লোক নামক দুটি লোক; **যৎ**—যা; **অন্তরম্**—মধ্যে; **সূর্য**—সূর্যের;

অণ্ড-গোলয়োঃ—এবং ব্রহ্মাণ্ড-গোলক; **মধ্যে**—মধ্যে; **কোট্যঃ**—কোটি; **স্যুঃ**—হয়; **পঞ্চ-বিংশতিঃ**—পঁচিশ।

অনুবাদ

সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকের মধ্যবর্তী স্থান অন্তরীক্ষ, এবং তাই তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল। সূর্য ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (২০০কোটি মাইল)।

তাৎপর্য

৮ মাইলে ১ যোজন হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস ৫০কোটি যোজন (৪০০কোটি মাইল)। সূর্য যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাই সূর্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তের দূরত্ব ২৫কোটি যোজন (২০০কোটি মাইল)।

শ্লোক ৪৪

মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূত্ততো মার্তণ্ড ইতি ব্যপদেশঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৪ ॥

মৃতে—মৃত; **অণ্ডে**—গোলকে; **এষঃ**—এই; **এতস্মিন্**—এতে; **যৎ**—যা; **অভূৎ**—সৃষ্টির সময়ে স্বয়ং প্রবেশ করেছেন; **ততঃ**—তা থেকে; **মার্তণ্ড**—মার্তণ্ড; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যপদেশঃ**—উপাধি; **হিরণ্য-গর্ভঃ**—হিরণ্যগর্ভ নামক; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **হিরণ্য-অণ্ড-সমুদ্ভবঃ**—হিরণ্যগর্ভ থেকে তাঁর জড় দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ

সূর্যদেব বৈরাজ নামেও পরিচিত, অর্থাৎ তিনি সমস্ত জীবের সমষ্টি-শরীর। যেহেতু তিনি সৃষ্টির সময় ব্রহ্মাণ্ডরূপ অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট হন, তাই তিনি মার্তণ্ড নামেও পরিচিত। তাঁর আরেক নাম হিরণ্যগর্ভ, কারণ তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) থেকে তাঁর স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক স্তরে অতি উন্নত জীব ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। যখন সেই প্রকার উপযুক্ত জীব থাকেন না, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রকট হন। তবে সচরাচর তা হয় না। ফলে দুই প্রকার ব্রহ্মা রয়েছেন। কখনও ব্রহ্মা একজন সাধারণ

জীব এবং অন্য কোন সময়ে ব্রহ্মা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এখানে যে ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে, তিনি জীব। ব্রহ্মা ভগবান হোন অথবা সাধারণ জীবই হোন, তিনিই বৈরাজ ব্রহ্মা এবং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। তাই সূর্যদেবকেও এখানে বৈরাজরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৫

সূর্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খং দ্যৌর্মহী ভিদা ।
স্বর্গাপবর্গৌ নরকা রসৌকাংসি চ সর্বশঃ ॥ ৪৫ ॥

সূর্যেণ—সূর্যলোকে সূর্যদেবের দ্বারা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বিভজ্যন্তে**—বিভক্ত হয়েছে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **খম্**—আকাশ; **দ্যৌঃ**—স্বর্গলোক; **মহী**—পৃথিবী; **ভিদা**—অন্য বিভাগ; **স্বর্গ**—স্বর্গ; **অপবর্গৌ**—এবং মুক্তিপদ; **নরকাঃ**—নরক; **রসৌকাংসি**—অতল আদি; **চ**—এবং; **সর্বশঃ**—সমস্ত।

অনুবাদ

হে রাজন, সূর্যদেব এবং সূর্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক বিভাগ করেছে। সূর্যের উপস্থিতির ফলে আমরা আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য নিম্নতর লোক সম্বন্ধে বুঝতে পারি। সূর্যের কারণেই আমরা বুঝতে পারি কোন্ স্থান জড় সুখভোগের জন্য, কোন্ স্থান মুক্তির জন্য, কোন্ স্থান নরক এবং কোন্ স্থান পাতাল।

শ্লোক ৪৬

দেবতির্যঙ্মনুষ্যাণাং সরীসৃপসবীরুধাম্ ।
সর্বজীবনিকায়ানাং সূর্য আত্মা দৃগীশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥

দেব—দেবতাদের; **তির্যক্**—নিম্নস্তরের পশুদের; **মনুষ্যাণাম্**—এবং মানুষদের; **সরীসৃপ**—সরীসৃপ; **স-বীরুধাম্**—এবং বৃক্ষ ও লতা; **সর্বজীবনিকায়ানাম্**—সর্ব প্রকার জীবের; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **আত্মা**—আত্মা; **দৃক্**—চক্ষুর; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

দেব, নর, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, লতা এবং বৃক্ষ সকলেই সূর্যলোক থেকে সূর্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত তাপ এবং আলোকের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের

উপস্থিতির ফলেই সমস্ত জীব দেখতে পায়, এবং তাই তাঁকে বলা হয় দৃগ্-ঈশ্বর বা দৃষ্টির ঈশ্বর।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সূর্য আত্মা আত্মত্বেনোপাস্যঃ।* এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জীবের প্রকৃত আত্মা হচ্ছেন সূর্য। তাই তিনি *উপাস্য*। আমরা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার দ্বারা সূর্যদেবের উপাসনা করি (*ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি*)। সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা এবং এই রকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, সেগুলির আত্মা হচ্ছেন সূর্যদেব, ঠিক যেমন ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জগতের আত্মা। আমরা জানি যে বৈরাজ বা হিরণ্যগর্ভ সূর্য নামক বিশাল অচেতন জড় গোলকে প্রবেশ করেছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে সূর্যলোকে কোন প্রাণী নেই, তা ভুল। *ভগবদ্গীতায়* ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, প্রথমে তিনি *ভগবদ্গীতা* সূর্যদেবকে উপদেশ করেছিলেন (*ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্*)। অতএব সূর্যলোক জীব হীন নয়। সেখানে বহু জীব বাস করে এবং সেখানকার প্রধান দেবতা হচ্ছেন বৈরাজ বা বিবস্বান। সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সূর্য অগ্নিময় লোক এবং সেখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সেখানে বাস করার উপযুক্ত শরীর রয়েছে এবং তাঁরা সেখানে অনায়াসে বাস করতে পারেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একবিংশতি অধ্যায়

সূর্যের গতির বর্ণনা

এই অধ্যায়ে সূর্যের গতির বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্য একস্থানে স্থিত নয়। সূর্য অন্যান্য গ্রহের মত ভ্রমণশীল। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে দিন এবং রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সূর্য যখন উত্তরায়ণে ভ্রমণ করে, তখন তার গতি দিনের বেলায় মন্দ এবং রাত্রে দ্রুত হয়, তার ফলে দিবসের বৃদ্ধি এবং রাত্রির হ্রাস হয়। তেমনই, সূর্য যখন দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করে, তখন দিনের বেলায় তার গতি দ্রুত এবং রাত্রে মন্দ হয়, এবং তার ফলে দিবাভাগের হ্রাস এবং রাত্রির বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সূর্য যখন কর্কট-রাশিতে প্রবেশ করে সিংহ-রাশি হয়ে ধনু-রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন সেই পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। তেমনই, সূর্য যখন মকর-রাশিতে প্রবেশ করে কুম্ভ-রাশি হয়ে মিথুন-রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন সেই পথকে বলা হয়ে উত্তরায়ণ। সূর্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে থাকে, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়।

মানসোত্তর পর্বতে চার দেবতার নিবাস রয়েছে। সুমেরু পর্বতের পূর্বে ইন্দ্রের পুরী দেবধানী, সুমেরুর দক্ষিণে যমরাজের পুরী সংযমনী, সুমেরুর পশ্চিমে জলের নিয়ন্তা বরুণের পুরী নিমলোচনী এবং সুমেরুর উত্তরে চন্দ্রের পুরী বিভাবরী রয়েছে। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে, এই সমস্ত স্থানে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত এবং রাত্রি হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে যেখানে সূর্যোদয় হয়, তার ঠিক উল্টো দিকে সূর্যাস্ত হবে। তেমনই, যেখানে মধ্যাহ্ন, তার বিপরীত স্থানে দেখা যাবে মধ্যরাত্রি। সূর্য, চন্দ্র আদি অন্যান্য গ্রহসহ উদিত হয় এবং অস্ত যায়।

কালচক্র সংবৎসর নামক সূর্যের রথের চাকায় প্রতিষ্ঠিত। সূর্যের রথের সাতটি অশ্বের নাম গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্ক্তি। অরুণদেব এই অশ্বদের ৯লক্ষ যোজন পরিমিত রথের জোয়ালিতে যোজিত করেন এবং এই ভাবে সেই রথ আদিত্যদেবকে বহন করে। বালিখিল্য নামক ষাট হাজার ঋষি সর্বদা সূর্যদেবের সম্মুখে থেকে তাঁর স্তব করেন। চোদ্দ জন গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবগণ সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি মাসে পৃথক পৃথক কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবের মাধ্যমে পরমাত্মার উপাসনা করেন। এইভাবে সূর্যদেব ৯কোটি ৫১লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রতি ক্ষণে ১৬ হাজার ৪ মাইল বেগে ভ্রমণ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এতাবানেব ভূবলয়স্য সন্নিবেশঃ প্রমাণলক্ষণতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতাবান্**—এতখানি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভূ-বলয়স্য সন্নিবেশঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আয়োজন; **প্রমাণ-লক্ষণতঃ**—লক্ষণ ও পরিমাণ অনুসারে (দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে ৫০কোটি যোজন বা ৪০০কোটি মাইল); **ব্যাখ্যাতঃ**—বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে আমি প্রমাণ এবং লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ (৫০কোটি যোজন বা ৪০০কোটি মাইল ব্যাস) বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ২

এতেন হি দিবো মণ্ডলমানং তদ্বিদ উপদিশন্তি যথা দ্বিদলয়োর্নিষ্পাবা-দীনাং তে অন্তরেণান্তরীক্ষং তদুভয়সন্ধিতম্ ॥ ২ ॥

এতেন—এই বিবেচনা অনুসারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দিবঃ**—স্বর্গ; **মণ্ডল-মানম্**—মণ্ডলের পরিমাপ; **তৎ-বিদঃ**—যে সমস্ত পণ্ডিতেরা তা জানেন; **উপদিশন্তি**—উপদেশ করেন; **যথা**—ঠিক যেমন; **দ্বি-দলয়োঃ**—দুই অর্ধভাগে; **নিষ্পাব-আদীনাম্**—গম আদি শস্যের; **তে**—দুই ভাগের; **অন্তরেণ**—অন্তর্বর্তী স্থান; **অন্তরীক্ষম্**—অন্তরীক্ষ বা আকাশ; **তৎ**—দুয়ের দ্বারা; **উভয়**—উভয় দিকেই; **সন্ধিতম্**—যেখানে দুটি ভাগ যুক্ত হয়।

অনুবাদ

গম আদি দ্বিদল শস্যের অধঃস্থিত দলের পরিমাণ জানা হলে যেমন উপরস্থ দলের পরিমাণ জানা যায়, তেমনই ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগের পরিমাপ জানা হলে উর্ধ্বভাগের পরিমাপ সহজেই জানা যায়। ভূগোলক এবং স্বর্গ-গোলকের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে অন্তরীক্ষ। তা ভূগোলকের উর্ধ্বে এবং স্বর্গ-গোলকের অধঃভাগে অবস্থিত।

শ্লোক ৩

যন্মধ্যগতো ভগবাংস্তপতাম্পতিস্তপন আতপেন ত্রিলোকীং প্রতপত্যবভাসয়ত্যাত্মভাসা স এষ উদগয়নদক্ষিণায়নবৈষুবতসংজ্ঞাভির্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমানাভির্গতিভিরারোহণাবরোহণসমানস্থানেষু যথাসবনমভিপদ্যমানো মকরাদিষু রাশিষ্বহোরাত্রাণি দীর্ঘহ্রস্বসমানানি বিধত্তে ॥ ৩ ॥

যৎ—যার (অন্তর্বর্তী স্থান); **মধ্য-গতঃ**—মাঝখানে অবস্থিত হয়ে; **ভগবান**—পরম শক্তিমান; **তপতাম্ পতিঃ**—ব্রহ্মাণ্ডে যাঁরা তাপ প্রদান করেন তাঁদের পতি; **তপনঃ**—সূর্য; **আতপেন**—তাপের দ্বারা; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিলোকের; **প্রতপতি**—তপ্ত করে; **অবভাসয়তি**—আলোকিত করেন; **আত্ম-ভাসা**—তার উজ্জ্বল কিরণের দ্বারা; **সঃ**—তা; **এষঃ**—এই সূর্যগোলক; **উদগয়ন**—বিষুবরেখার উত্তর দিকে গমনের; **দক্ষিণ-অয়ন**—বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকে গমনের; **বৈষুবত**—অথবা বিষুবরেখার মধ্যে গমনের; **সংজ্ঞাভিঃ**—বিভিন্ন নামের দ্বারা; **মান্দ্য**—মন্থর; **শৈঘ্র্য**—দ্রুত; **সমানাভিঃ**—সমান; **গতিভিঃ**—গতির দ্বারা; **আরোহণ**—আরোহণ; **অবরোহণ**—অবরোহণ; **সমান**—মধ্যস্থানে অবস্থিতি; **স্থানেষু**—স্থিতিতে; **যথা-সবনম্**—ভগবানের আদেশ অনুসারে; **অভিপদ্যমানঃ**—ভ্রমণ করে; **মকর-আদিষু**—মকর আদি; **রাশিষু**—বিভিন্ন রাশিতে; **অহঃ-রাত্রাণি**—দিন এবং রাত্রি; **দীর্ঘ**—দীর্ঘ; **হ্রস্ব**—হ্রস্ব; **সমানানি**—সমান; **বিধত্তে**—করে।

অনুবাদ

সেই অন্তরীক্ষের মধ্যে থেকে চন্দ্র প্রভৃতি তাপ প্রদানকারী গ্রহদের রাজা ঐশ্বর্যশালী সূর্যদেব তাঁর তেজের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তপ্ত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থিতি পালন করেন। তিনি সমস্ত জীবকে দর্শন করতে সাহায্য করার জন্য আলোকও প্রদান করেন। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সূর্য উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং বিষুবরেখার মধ্যে ভ্রমণ করার সময় সূর্যের গতি যথাক্রমে মন্দ, ক্ষিপ্র এবং সমান হয়। তাঁর এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে আরোহণ, অবরোহণ ও সমস্থানে মকর আদি রাশিতে ভ্রমণের ফলে, দিন ও রাত্রির হ্রস্বতা, দীর্ঘতা এবং সমানতা হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সূর্য ভগবানের চক্ষু সদৃশ, এবং ভগবানেরই আজ্ঞায় কালচক্রে ভ্রমণ করছেন। সূর্য তাপ এবং আলোক প্রদানে অন্তহীন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সমস্ত গ্রহের রাজা। আমি সেই সূর্যদেবের নিয়ন্তা আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" সূর্যকে যদিও পরম শক্তিমান ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যদিও তা সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, তবুও তাঁকে গোবিন্দের আদেশ পালন করতে হয়। ভগবান সূর্যদেবকে যে কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা থেকে তিনি এক ইঞ্চিও সরে যেতে পারেন না। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকলকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম আদেশ পালন করতে হয়। সমগ্র জড়া প্রকৃতি তাঁর আদেশ পালন করছে। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত মানুষ প্রকৃতির ক্রিয়ার পেছনে যে ভগবানের পরম আদেশ রয়েছে তা বুঝতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*—জড়া প্রকৃতি ভগবানের আদেশ পালন করছে এবং তার ফলে সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

শ্লোক ৪

যদা মেষতুলয়োর্বর্ততে তদাহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি যদা বৃষভাদিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি তদাহান্যেব বর্ধন্তে হ্রসতি চ মাসি মাস্যেকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; **মেষ-তুলয়োঃ**—মেষ এবং তুলা রাশিতে; **বর্ততে**—সূর্য থাকে; **তদা**—সেই সময়ে; **অহঃ-রাত্রাণি**—দিন এবং রাত্রি; **সমানানি**—সমান; **ভবন্তি**—হয়; **যদা**—যখন; **বৃষভ-আদিষু**—বৃষ, মিথুন আদি; **পঞ্চসু**—পাঁচ; **চ**—ও; **রাশিষু**—রাশিতে; **চরতি**—বিচরণ করে; **তদা**—সেই সময়ে; **অহানি**—দিন;

এব—নিশ্চিতভাবে; **বর্ধন্তে**—বর্ধিত হয়; **হ্রসতি**—হ্রাস পায়; **চ**—এবং; **মাসি মাসি**—প্রত্যেক মাসে; **এক-একা**—এক-এক; **ঘটিকা**—আধ ঘণ্টা; **রাত্রিষু**—রাত্রে।

অনুবাদ

সূর্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে থাকেন, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়। যখন বৃষ আদি পঞ্চ রাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিবাভাগ বৃদ্ধি পায়, এবং প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে রাত্রির মান হ্রাস পায় (কর্কট রাশি পর্যন্ত)। তারপর দিনের মান প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে কমতে কমতে অবশেষে তুলা রাশিতে দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ৫

যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু বর্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্যয়াণি ভবন্তি ॥৫॥

যদা—যখন; **বৃশ্চিকাদিষু**—বৃশ্চিক আদি; **পঞ্চসু**—পাঁচ; **বর্ততে**—থাকে; **তদা**—সেই সময়ে; **অহঃ-রাত্রাণি**—দিন এবং রাত্রি; **বিপর্যয়াণি**—বিপরীত (দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রির মান বৃদ্ধি পায়); **ভবন্তি**—হয়।

অনুবাদ

সূর্য যখন বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (মকর রাশি পর্যন্ত)। তারপর ধীরে ধীরে মেষ রাশিতে পুনরায় দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ৬

যাবদ্দক্ষিণায়নমহানি বর্ধন্তে যাবদুদগয়নং রাত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দক্ষিণ-অয়নম্**—সূর্য দক্ষিণায়নে বিচরণ করে; **অহানি**—দিন; **বর্ধন্তে**—বর্ধিত হয়; **যাবৎ**—যে পর্যন্ত; **উদগয়নম্**—সূর্য উত্তরায়ণে গমন করে; **রাত্রয়ঃ**—রাত্র।

অনুবাদ

সূর্যের দক্ষিণায়ন পর্যন্ত দিবাভাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং উত্তরায়ণ পর্যন্ত রাত্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্লোক ৭

এবং নব কোটয় একপঞ্চাশল্লক্ষাণি যোজনানাং মানসোত্তরগিরি-পরিবর্তনস্যোপদিশন্তি তস্মিন্নৈন্দ্রীং পুরীং পূর্বস্মান্মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্বারুণীং নিম্লোচনীং নাম উত্তরতঃ সৌম্যাং বিভাবরীং নাম তাসূদয়মধ্যাহ্নাস্তময়নিশীথানীতি ভূতানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিমিত্তানি সময়বিশেষেণ মেরোশ্চতুর্দিশম্ ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **নব**—নয়; **কোটয়ঃ**—কোটি; **এক-পঞ্চাশৎ**—একান্ন; **লক্ষাণি**—লক্ষ; **যোজনানাম্**—যোজনের; **মানসোত্তর-গিরি**—মানসোত্তর পর্বত; **পরিবর্তনস্য**—প্রদক্ষিণের; **উপদিশন্তি**—(পণ্ডিতেরা) উপদেশ দেন; **তস্মিন্**—তাতে (মানসোত্তর পর্বতে); **ঐন্দ্রীম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **পুরীম্**—নগরী; **পূর্বস্মাৎ**—পূর্ব দিকে; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **দেবধানীম্**—দেবধানী; **নাম**—নামক; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিকে; **যাম্যাম্**—যমরাজের; **সংযমনীম্**—সংযমনী; **নাম**—নামক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকে; **বারুণীম্**—বরুণের; **নিম্লোচনীম্**—নিম্লোচনী; **নাম**—নামক; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিকে; **সৌম্যাম্**—চন্দ্রের; **বিভাবরীম্**—বিভাবরী; **নাম**—নামক; **তাসু**—সেই সবের মধ্যে; **উদয়**—সূর্যোদয়; **মধ্যাহ্ন**—মধ্যাহ্ন; **অস্তময়**—সূর্যাস্ত; **নিশীথানি**—মধ্যরাত্রি; **ইতি**—এইভাবে; **ভূতানাম্**—জীবদের; **প্রবৃত্তি**—কার্যকলাপের; **নিবৃত্তি**—কার্যকলাপের সমাপ্তি; **নিমিত্তানি**—কারণ; **সময়-বিশেষেণ**—বিশেষ সময়ের দ্বারা; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **চতুঃ-দিশম্**—চারদিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি এবং পণ্ডিতেরা নির্ণয় করেছেন যে, সূর্য মানসোত্তর পর্বতের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করেন। মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর পূর্বদিকে দেবধানী নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে সংযমনী নামে যমের, পশ্চিমে নিম্লোচনী নামে বরুণের এবং উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরীতে কাল বিশেষে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্ত ও মধ্যরাত্রি হয়ে থাকে, এবং তার ফলে সমস্ত জীব তাদের কর্মে প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৮-৯

তত্রত্যানাং দিবসমধ্যঙ্গত এব সদাদিত্যস্তপতি সব্যেনাচলং দক্ষিণেন করোতি ॥ ৮ ॥ যত্রোদেতি তস্য হ সমানসূত্রনিপাতে নিম্লোচতি যত্র

ক্বচন স্যন্দেনাভিতপতি তস্য হৈষ সমানসূত্রনিপাতে প্রস্বাপয়তি তত্র গতং ন পশ্যন্তি যে তং সমনুপশ্যেরন্ ॥ ৯ ॥

তত্রত্যানাম্—মেরু পর্বতবাসীদের; **দিবস-মধ্যঙ্গতঃ**—মধ্যাহ্নকালীন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সদা**—সর্বদা; **আদিত্যঃ**—সূর্য; **তপতি**—তপ্ত করে; **সব্যেন**—বাম দিকে; **অচলম্**—সুমেরু পর্বত; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে (দক্ষিণমুখী বায়ুর প্রভাবে সূর্য দক্ষিণ দিকে যায়); **করোতি**—গমন করে; **যত্র**—যে পর্যন্ত; **উদেতি**—উদিত হয়; **তস্য**—সেই স্থানের; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **সমান-সূত্র-নিপাতে**—ঠিক বিপরীত দিকে; **নিম্লোচতি**—সূর্য অস্ত যায়; **যত্র**—যেখানে; **ক্বচন**—কোথাও; **স্যন্দেন**—স্বেদ উৎপাদন করে; **অভিতপতি**—তপ্ত করে (মধ্যাহ্নে); **তস্য**—তার; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—এই (সূর্য); **সমান-সূত্র-নিপাতে**—ঠিক বিপরীত দিকে; **প্রস্বাপয়তি**—নিদ্রিত করে (মধ্য রাত্রে); **তত্র**—সেখানে; **গতম্**—গত; **ন পশ্যন্তি**—দেখে না; **যে**—যে; **তম্**—সূর্যাস্ত; **সমনুপশ্যেরন্**—দেখে।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতবাসীরা সব সময় মধ্যাহ্নের উষ্ণতা অনুভব করেন, কারণ সূর্য সর্বদা তাঁদের মাথার উপরে থেকে তাপ দান করেন। সূর্য যদিও নক্ষত্র অভিমুখী স্বাভাবিক গতি অনুসারে সুমেরুকে বামদিকে রেখে বামাবর্তে ভ্রমণ করেন, তবুও দক্ষিণাবর্ত বায়ুর প্রভাবে সুমেরুকে দক্ষিণে রেখেও কখনও কখনও ভ্রমণ করেন। যে স্থানে মানুষ সূর্যের উদয় হতে দেখছে, তার ঠিক বিপরীত স্থানে অবস্থিত দেশের মানুষেরা সেই সময়ে সূর্যাস্ত দর্শন করবে, এবং যেখানে মধ্যাহ্ন তার সমসূত্রপাত স্থানে সেখানকার মানুষদের কাছে তা তখন মধ্যরাত্রি। অতএব যে স্থানে অবস্থিত হয়ে মানুষ সূর্য অস্ত দর্শন করে, তারা তার সমসূত্রপাত স্থানে গিয়ে সূর্যকে সেই অবস্থায় দেখতে পাবে না।

শ্লোক ১০

যদা চৈন্দ্র্যাঃ পুর্যাঃ প্রচলতে পঞ্চদশঘটিকাভির্যাম্যাং সপাদকোটিদ্বয়ং যোজনানাং সার্ধদ্বাদশলক্ষাণি সাধিকানি চোপযাতি ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **চ**—এবং; **ঐন্দ্র্যাঃ**—ইন্দ্রের; **পুর্যাঃ**—পুরী থেকে; **প্রচলতে**—গমন করে; **পঞ্চদশ**—পনের; **ঘটিকাভিঃ**—আধ ঘণ্টা (প্রকৃতপক্ষে ২৪ মিনিট); **যাম্যাম্**—

যমপুরীতে; **সপাদ-কোটি-দ্বয়ম্**—সোয়া দুই কোটি (২ কোটি ২৫ লক্ষ); **যোজনানাম্**—যোজনের; **সার্ধ**—এবং অর্ধ; **দ্বাদশ-লক্ষাণি**—১২ লক্ষ; **সাধিকানি**—পঁচিশ হাজার অধিক; **চ**—এবং; **উপযাতি**—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

সূর্য যখন ইন্দ্রের পুরী দেবধানী থেকে যমপুরী সংযমনীতে গমন করেন, তখন তিনি ১৫ ঘটিকায় (৬ ঘণ্টায়) ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন (১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল) পথ অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

সাধিকানি শব্দে *পঞ্চ-বিংশতি-সহস্রাধিকানি* অথবা ২৫ হাজার যোজন বোঝায়। তার সঙ্গে ২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং সাড়ে বারো লক্ষ যোজন হচ্ছে সূর্যের এক পুরী থেকে অন্য পুরীতে গমনের দূরত্ব। অর্থাৎ ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন বা ১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল। সেই দূরত্বের চার গুণ বা ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) সূর্যের কক্ষপথ।

শ্লোক ১১

এবং ততো বারুণীং সৌম্যামৈন্দ্রীং চ পুনস্তথান্যে চ গ্রহাঃ সোমাদয়ো নক্ষত্রৈঃ সহ জ্যোতিশ্চক্রে সমভ্যুদ্যন্তি সহ বা নিম্লোচন্তি ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ততঃ**—সেখান থেকে; **বারুণীম্**—বরুণের পুরী পর্যন্ত; **সৌম্যাম্**—চন্দ্রের পুরী পর্যন্ত; **ঐন্দ্রিং চ**—এবং ইন্দ্রের পুরী পর্যন্ত; **পুনঃ**—পুনরায়; **তথা**—এই প্রকার; **অন্যে**—অন্য; **চ**—ও; **গ্রহাঃ**—গ্রহগণ; **সোম-আদয়ঃ**—চন্দ্র আদি; **নক্ষত্রৈঃ**—সমস্ত নক্ষত্রের; **সহ**—সহ; **জ্যোতিশ্চক্রে**—জ্যোতিশ্চক্রে; **সমভ্যুদ্যন্তি**—উদিত হয়; **সহ**—সঙ্গে; **বা**—অথবা; **নিম্লোচন্তি**—অস্ত যায়।

অনুবাদ

যমরাজের পুরী থেকে সূর্য বরুণের পুরী নিম্লোচনীতে যান, সেখান থেকে চন্দ্রের পুরী বিভাবরীতে যান এবং সেখান থেকে পুনরায় ইন্দ্রের পুরীতে ফিরে আসেন। ঠিক এইভাবে চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রগণসহ জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং অস্তে গমন করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১০/২১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী*—"নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র।" তা থেকে বোঝা যায় যে, চন্দ্রও অন্যান্য নক্ষত্রদের মতো। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে একটি সূর্য রয়েছে যা গতিশীল। নক্ষত্রগুলিও এক-একটি সূর্য—এই পাশ্চাত্য মতবাদটি বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি, এবং আমরা এই কথাও মেনে নিতে পারি না যে, এই সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য। কারণ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড জড় উপাদানের আবরণে আচ্ছাদিত, তাই যদিও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তবুও এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্য ব্রহ্মাণ্ড দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা যা কিছু দেখছি তা সবই একটি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে রয়েছে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা রয়েছেন এবং বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দেবতারা রয়েছেন, কিন্তু সূর্য কেবলমাত্র একটি।

শ্লোক ১২

এবং মুহূর্তেন চতুস্ত্রিংশল্লক্ষযোজনান্যষ্টশতাধিকানি সৌরো রথস্ত্রয়ীময়োঽসৌ চতসৃষু পরিবর্ততে পুরীষু ॥ ১২ ॥

এবম্—এইভাবে; **মুহূর্তেন**—এক মুহূর্তে (৪৮ মিনিটে); **চতুঃ-ত্রিংশৎ**—চৌত্রিশ; **লক্ষ**—লক্ষ; **যোজনানি**—যোজন; **অষ্ট-শত-অধিকানি**—অষ্ট শত অধিক; **সৌরঃ রথঃ**—সূর্যদেবের রথ; **ত্রয়ী-ময়ঃ**—যা গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা উপাসিত হয় (*ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্* ইত্যাদি); **অসৌ**—তা; **চতসৃষু**—চার দিকে; **পরিবর্ততে**—পরিভ্রমণ করে; **পুরীষু**—বিভিন্ন পুরীর চতুর্দিকে।

অনুবাদ

এইভাবে সূর্যদেবের রথ যা ত্রয়ীময়, অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাসিত হয়, তা এক মুহূর্তে ৩৪ লক্ষ ৮ শত যোজন (২ কোটি ৭২ লক্ষ ৬ হাজার ৪০০ মাইল) বেগে সেই চারটি পুরীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে।

শ্লোক ১৩

যস্যৈকং চক্রং দ্বাদশারং ষণ্‌নেমি ত্রিণাভি সংবৎসরাত্মকং সমামনন্তি তস্যাক্ষো মেরোর্মূর্ধনি কৃতো মানসোত্তরে কৃতেতরভাগো যত্র প্রোতং রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রচক্রবদ্ ভ্রমন্মানসোত্তরগিরৌ পরিভ্রমতি ॥ ১৩ ॥

যস্য—যার; **একম্**—এক; **চক্রম্**—চক্র; **দ্বাদশ**—বারো, **অরম্**—অর; **ষট্**—ছয়; **নেমি**—নেমি; **ত্রি-নাভি**—তিনটি নাভির মধ্যভাগ; **সংবৎসর-আত্মকম্**—সংবৎসর-রূপী; **সমামনন্তি**—তাঁরা পূর্ণরূপে বর্ণনা করেন; **তস্য**—সূর্যের রথ; **অক্ষঃ**—অক্ষ; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **মূর্ধনি**—উপরে; **কৃতঃ**—অবস্থিত; **মানসোত্তরে**—মানসোত্তর পর্বতে; **কৃত**—অবস্থিত; **ইতর-ভাগঃ**—অপর প্রান্ত; **যত্র**—যেখানে; **প্রোতম্**—প্রোথিত; **রবি-রথ-চক্রম্**—সূর্যদেবের রথের চাকা; **তৈল-যন্ত্র-চক্রবৎ**—তেল নিষ্কাশন করার যন্ত্রের মতো; **ভ্রমৎ**—ভ্রমণ করে; **মানসোত্তর-গিরৌ**—মানসোত্তর পর্বতে; **পরিভ্রমতি**—পরিভ্রমণ করে।

অনুবাদ

সূর্যদেবের রথে সংবৎসর নামক একটি চক্র রয়েছে। বারোটি মাস তার বারোটি অর, ছয় ঋতু তার নেমি এবং তিনটি চাতুর্মাস্য তার তিনটি নাভি। তার অক্ষের এক প্রান্ত সুমেরুর শিখরে এবং অপর প্রান্ত মানসোত্তর পর্বতে অবস্থিত। রথচক্র এই অক্ষে গ্রথিত হয়ে তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের চক্রের মতো মানসোত্তর পর্বতের উপরে অহরহ পরিভ্রমণ করছে।

শ্লোক ১৪

তস্মিন্নক্ষে কৃতমূলো দ্বিতীয়োঽক্ষস্তুর্যমানেন সম্মিতস্তৈলযন্ত্রাক্ষবদ্ ধ্রুবে কৃতোপরিভাগঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ অক্ষে—সেই অক্ষে; **কৃত-মূলঃ**—যার মূল নিবদ্ধ; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **অক্ষঃ**—অক্ষ; **তুর্যমানেন**—এক-চতুর্থাংশের দ্বারা; **সম্মিতঃ**—পরিমাণ; **তৈল-যন্ত্র-অক্ষ-বৎ**—তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো; **ধ্রুবে**—ধ্রুবলোকে; **কৃত**—আবদ্ধ; **উপরিভাগঃ**—ঊর্ধ্বভাগ।

অনুবাদ

তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো প্রথম অক্ষটি দ্বিতীয় অক্ষের সঙ্গে যুক্ত, যার দৈর্ঘ্য প্রথম অক্ষরটির এক-চতুর্থাংশ (৩৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ যোজন বা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল)। এই দ্বিতীয় অক্ষের উপরিভাগ একটি বায়ুর রজ্জুর দ্বারা ধ্রুবলোকের সঙ্গে সংযুক্ত।

শ্লোক ১৫

রথনীড়স্তু ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযোজনায়তস্তত্তুরীয়ভাগবিশালস্তাবান্ রবিরথযুগো যত্র হয়াশ্ছন্দোনামানঃ সপ্তারুণযোজিতা বহন্তি দেবমাদিত্যম্ ॥ ১৫ ॥

রথ-নীড়ঃ—রথের অভ্যন্তর; **তু**—কিন্তু; **ষট্-ত্রিংশৎ-লক্ষ-যোজন-আয়তঃ**—৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ; **তৎ-তুরীয়-ভাগ**—তার এক-চতুর্থাংশ (৯ লক্ষ যোজন); **বিশালঃ**—বিস্তার; **তাবান্**—ততখানি; **রবি-রথ-যুগঃ**—অশ্ব সংযোজন করার জোয়াল; **যত্র**—যেখানে; **হয়াঃ**—অশ্বগণ; **ছন্দঃ-নামানঃ**—বৈদিক ছন্দের নাম সমন্বিত; **সপ্ত**—সাত; **অরুণ-যোজিতাঃ**—অরুণদেব কর্তৃক সংযোজিত; **বহন্তি**—বহন করে; **দেবম্**—দেবতাকে; **আদিত্যম্**—সূর্যদেব।

অনুবাদ

হে রাজন, সূর্যদেবের রথ ৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ (২ কোটি ৮৮ লক্ষ মাইল) এবং তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ (৯ লক্ষ যোজন বা ৭২ লক্ষ মাইল) বিস্তৃত। রথের অশ্বগুলির নামকরণ হয়েছে গায়ত্রী আদি বৈদিক ছন্দের নাম অনুসারে। অরুণদেব সেই অশ্বদের ৯ লক্ষ যোজন দীর্ঘ রথের জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই রথ নিরন্তর সূর্যদেবকে বহন করে।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

গায়ত্রী চ বৃহত্যুষ্ণিগ্ জগতী ত্রিষ্টুপেব চ।
অনুষ্টুপ পঙ্‌ক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥

সূর্যদেবের রথের সাতটি অশ্বের নাম গায়ত্রী, বৃহতি, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ এবং পঙ্‌ক্তি। বৈদিক ছন্দের এই নামগুলি সূর্যদেবের রথের সাতটি অশ্বের নাম।

শ্লোক ১৬

পুরস্তাৎ সবিতুররুণঃ পশ্চাচ্চ নিযুক্তঃ সৌত্যে কর্মণি কিলাস্তে ॥১৬॥

পুরস্তাৎ—সম্মুখে; **সবিতুঃ**—সূর্যদেবের; **অরুণঃ**—অরুণদেব; **পশ্চাৎ**—পিছন দিকে তাকিয়ে আছেন; **চ**—এবং; **নিযুক্তঃ**—নিযুক্ত; **সৌত্যে**—সারথির; **কর্মণিঃ**—কার্যে; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **আস্তে**—রয়েছেন।

অনুবাদ

অরুণদেব যদিও সূর্যদেবের সামনে অবস্থিত হয়ে রথের অশ্ব পরিচালনারূপ সারথির কার্যে নিযুক্ত, তবুও তিনি পিছনে সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তাৎপর্য

বায়ুপুরাণে অশ্বগুলির স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে—

সপ্তাশ্বরূপচ্ছন্দাংসী বহন্তে বামতো রবিম্ ।
চক্রপক্ষনিবদ্ধানি চক্রেবাক্ষঃ সমাহিতঃ ॥

যদিও অরুণদেব সম্মুখে উপবেশন করে রথের অশ্ব পরিচালনা করছেন তবুও তিনি পিছন ফিরে তাঁর বামদিক থেকে সূর্যদেবকে দর্শন করছেন।

শ্লোক ১৭

তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাঃ ষষ্টিসহস্রাণি পুরতঃ সূর্যং সূক্তবাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তুবন্তি ॥ ১৭ ॥

তথা—সেখানে; **বালিখিল্যাঃ**—বালিখিল্য; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অঙ্গুষ্ঠ-পর্ব-মাত্রাঃ**—অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত; **ষষ্টি-সহস্রাণি**—ষাট হাজার; **পুরতঃ**—সম্মুখে; **সূর্যম্**—সূর্যদেবকে; **সু-উক্ত-বাকায়**—মধুর বাক্যে; **নিযুক্তাঃ**—নিযুক্ত; **সংস্তুবন্তি**—স্তব করছেন।

অনুবাদ

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ষাট হাজার বালিখিল্য ঋষি সূর্যদেবের সম্মুখে স্তুতিবাক্যে তাঁর স্তব করছেন।

শ্লোক ১৮

তথান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্বাপ্সরসো নাগা গ্রামণ্যো যাতুধানা দেবা ইত্যেকৈকশো গণাঃ সপ্ত চতুর্দশ মাসি মাসি ভগবন্তং সূর্যমাত্মানং নানানামানং পৃথঙ্নানানামানঃ পৃথক্কর্মভির্দ্বন্দ্বশ উপাসতে ॥ ১৮ ॥

তথা—তেমনই; **অন্যে**—অন্য; **চ**—ও; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ**—গন্ধর্ব ও অপ্সরা; **নাগাঃ**—নাগ; **গ্রামণ্যঃ**—যক্ষ; **যাতুধানাঃ**—রাক্ষস; **দেবাঃ**—দেবতা;

ইতি—এই প্রকার; **এক-একশঃ**—একে-একে; **গণাঃ**—সমূহ; **সপ্ত**—সাত; **চতুর্দশ**—চোদ্দ; **মাসি মাসি**—প্রত্যেক মাসে; **ভগবন্-তম্**—পরম শক্তিমান দেবতা; **সূর্যম্**—সূর্য; **আত্মানম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; **নানা**—বিবিধ; **নামানম্**—নাম সমন্বিত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **নানা-নামানঃ**—বিভিন্ন নাম সমন্বিত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **কর্মভিঃ**—কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দ্বন্দ্বশঃ**—দুইজন; **উপাসতে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

তেমনই অন্য চোদ্দজন—ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতা দুজন করে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে, প্রতি মাসে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করে বিভিন্ন কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবরূপী ভগবানের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্যং গন্ধর্বৈর্গীয়তে পুরঃ ।
নৃত্যন্তোঽপ্সরসো যান্তি সূর্যস্যানু নিশাচরাঃ ॥
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভিষুসংগ্রহঃ ।
বালিখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য সমাসতে ॥
সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্যমণ্ডলে মুনিসত্তম ।
হিমোষ্ণ বারিবৃষ্টীণাং হেতুত্বে সময়ং গতঃ ॥

সূর্যদেবের আরাধনা করে গন্ধর্বেরা তাঁর সম্মুখে গান করেন, অপ্সরারা রথের সম্মুখে নৃত্য করেন, নিশাচরেরা সেই রথ অনুসরণ করেন, পন্নগেরা রথকে সাজান, যক্ষেরা সেই রথ রক্ষা করেন এবং বালিখিল্য ঋষিরা সূর্যদেবকে বেষ্টন করে স্তব করেন। চোদ্দজন পার্ষদের সাতটি দল সারা ব্রহ্মাণ্ডে যথা সময়ে হিম, তাপ এবং বৃষ্টির আয়োজন করেন।

শ্লোক ১৯

লক্ষোত্তরং সার্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলয়স্য ক্ষণেন সগব্যূত্যুত্তরং দ্বিসহস্রযোজনানি স ভুঙ্ক্তে ॥ ১৯ ॥

লক্ষ-উত্তরম্—এক লক্ষের অধিক; **সার্ধ**—৫০ লক্ষ; **নব-কোটি-যোজন**—নয় কোটি যোজন; **পরিমণ্ডলম্**—পরিধি; **ভূ-বলয়স্য**—ভূগোলকে; **ক্ষণেন**—এক ক্ষণে;

সগব্যূতি-উত্তরম্—দুই ক্রোশ (চার মাইল); **দ্বি-সহস্র-যোজনানি**—দুই হাজার যোজন; **সঃ**—সূর্যদেব; **ভুঙ্‌ক্তে**—অতিক্রম করেন।

অনুবাদ

হে রাজন, ভূমণ্ডলে সূর্যদেব তাঁর কক্ষপথে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) পথ প্রতিক্ষণে দুই হাজার যোজন এবং দুই ক্রোশ (১৬ হাজার ৪ মাইল) বেগে অতিক্রম করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'সূর্যের গতির বর্ণনা' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

গ্রহগণের কক্ষপথ

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথের বর্ণনা করা হয়েছে। চন্দ্র আদি গ্রহের গতি অনুসারে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীরা শুভ এবং অশুভ ফল ভোগ করে। তাকে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বলা হয়।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্তা সূর্যদেবকে নারায়ণের অংশ বলে মনে করা হয়। তিনি বিশেষ করে তাপ, আলো, ঋতুর পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। নারায়ণের ঋক্, যজু এবং সাম—এই তিনটি বেদ সূর্যরূপে অবস্থিত। তাই সূর্যকে *ত্রয়ীময়* বলা হয়। কখনও কখনও সূর্যদেবকে সূর্যনারায়ণও বলা হয়। সূর্যদেব নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করে ছয়টি ঋতু এবং শীত, উষ্ণ, বর্ষা আদি ঋতুর গুণসমূহের বিধান করেন। যোগী ও বর্ণাশ্রমী কর্মীরা অষ্টাঙ্গযোগ এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা সূর্যের অভ্যন্তরস্থ নারায়ণের উপাসনা করে নিজেদের কল্যাণ সাধন করেন। সূর্যদেব সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সান্নিধ্যে থাকেন। ভূলোক এবং ভূবর্লোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে অবস্থান করে, সূর্যদেব কালচক্রস্থ বিভিন্ন রাশিতে অবস্থিত হয়ে, রাশির নাম অনুসারে দ্বাদশ মাসে ভোগ করেন। চান্দ্রমাস দুই পক্ষে বিভক্ত। তেমনই সৌর গণনা অনুসারে, এক-একটি নক্ষত্রে সূর্য যে পরিমাণ সময় থাকেন তা এক-একটি সৌর মাস। দুই অর্ধাংশ মাসে এক ঋতু হয় এবং এক বৎসরে বারোটি মাস রয়েছে। নভোমণ্ডল দুই অর্ধাংশে বিভক্ত এবং তাদের বলা হয় অয়ন, অর্থাৎ ছয় মাসে সূর্যের ভ্রমণপথ। সূর্য কখনও মন্থর গতিতে, কখনও দ্রুত গতিতে এবং কখনও সমান গতিতে ভ্রমণ করেন। এইভাবে সূর্য স্বর্গ, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। সেই কালকে পণ্ডিতেরা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর নামে অভিহিত করেন।

সূর্যমণ্ডলের ১,০০,০০০ যোজন উপরিভাগে চন্দ্রগ্রহ। চন্দ্রের হ্রাস এবং বৃদ্ধি অনুসারে স্বর্গলোক এবং পিতৃলোকের দিবা-রাত্রির বিধান হয়। চন্দ্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উপরে কতকগুলি নক্ষত্র রয়েছে, এবং সেই নক্ষত্রের উপরে

শুক্রগ্রহ, যার প্রভাব সর্বদাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের পক্ষে শুভ। শুক্রগ্রহের ২,০০,০০০ যোজন উপরে বুধগ্রহ, যার প্রভাব কখনও শুভ এবং কখনও অশুভ। বুধগ্রহের ২,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে অঙ্গারক গ্রহ, যার প্রভাব প্রায় সর্বদাই অশুভ। অঙ্গারকের ২,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ, যার প্রভাব যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর সর্বদাই অত্যন্ত অনুকূল। বৃহস্পতি গ্রহের ঊর্ধ্বে শনৈশ্চর গ্রহ, যার প্রভাব অত্যন্ত অশুভ। শনির ঊর্ধ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল সর্বদা সমগ্র জগতের মঙ্গল চিন্তা করতে করতে, এই ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

যদেতদ্ভগবত আদিত্যস্য মেরুং ধ্রুবং চ প্রদক্ষিণেন পরিক্রামতো রাশীনামভিমুখং প্রচলিতং চাপ্রদক্ষিণং ভগবতোপবর্ণিতমমুষ্য বয়ং কথমনুমিমীমহীতি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন; **যৎ**—যা; **এতৎ**—এই; **ভগবতঃ**—পরম শক্তিমান; **আদিত্যস্য**—সূর্যদেবের (সূর্য-নারায়ণের); **মেরুম্**—সুমেরু পর্বত; **ধ্রুবম্ চ** —এবং ধ্রুবলোক; **প্রদক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে স্থাপন করে; **পরিক্রামতঃ**—পরিক্রমা করে; **রাশীনাম্**—বিভিন্ন রাশি; **অভিমুখম্**—অভিমুখ; **প্রচলিতম্**—গতিশীল; **চ**—এবং; **অপ্রদক্ষিণম্**—বাম দিকে স্থাপন করে; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **উপবর্ণিতম্**—বর্ণিত; **অমুষ্য**—তাঁর; **বয়ম্**—আমরা (শ্রোতারা); **কথম্**—কিভাবে; **অনুমিমীমহি**—তর্ক এবং প্রমাণের দ্বারা তা স্বীকার করা যায়; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, পরম শক্তিমান সূর্যদেব ধ্রুবলোক এবং সুমেরু পর্বতকে তাঁর দক্ষিণে রেখে ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করেন। অথচ সেই সময় আবার তিনি সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে তাঁর বামদিকে রেখে রাশিগণের অভিমুখে অগ্রসর হন। সূর্য যুগপৎ সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে বামে এবং দক্ষিণে রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, তা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়?

শ্লোক ২

স হোবাচ

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং গতিরন্যৈব প্রদেশান্তরেষ্বপ্যুপলভ্যমানত্বাদেবং নক্ষত্ররাশিভিরুপলক্ষিতেন কালচক্রেণ ধ্রুবং মেরুং চ প্রদক্ষিণেন পরিধাবতা সহ পরিধাবমানানাং তদাশ্রয়াণাং সূর্যাদীনাং গ্রহাণাং গতিরন্যৈব নক্ষত্রান্তরে রাশ্যন্তরে চোপলভ্যমানত্বাৎ ॥ ২ ॥

সঃ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **হ**—স্পষ্টভাবে; **উবাচ**—উত্তর দিলেন; **যথা**—ঠিক যেমন; **কুলাল-চক্রেণ**—কুমোরের চাক; **ভ্রমতা**—ঘোরে; **সহ**—সহিত; **ভ্রমতাম্**—ঘূর্ণায়মান; **তৎ-আশ্রয়াণাম্**—সেই চক্রের উপর অবস্থিত হয়ে; **পিপীলিকা-আদীনাম্**—পিপীলিকা ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রাণীর; **গতিঃ**—গতি; **অন্যা**—অন্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রদেশ-অন্তরেষু**—বিভিন্ন স্থানে; **অপি**—ও; **উপলভ্যমানত্বাৎ**—উপলব্ধ হওয়ার ফলে; **এবম্**—তেমনই; **নক্ষত্র-রাশিভিঃ**—নক্ষত্র এবং রাশিগণের দ্বারা; **উপলক্ষিতেন**—দৃষ্ট; **কাল-চক্রেণ**—কালচক্র; **ধ্রুবম্**—ধ্রুবলোক নামক নক্ষত্র; **মেরুম্**—সুমেরু পর্বত; **চ**—এবং; **প্রদক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **পরিধাবতা**—পরিভ্রমণ করছে; **সহ**—সঙ্গে; **পরিধাবমানানাম্**—পরিভ্রমণকারীদের; **তৎ-আশ্রয়াণাম্**—সেই কালচক্র যাদের আশ্রয়; **সূর্য-আদীনাম্**—সূর্য আদি; **গ্রহাণাম্**—গ্রহদের; **গতিঃ**—গতি; **অন্যা**—অন্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নক্ষত্র-অন্তরে**—বিভিন্ন নক্ষত্রে; **রাশি-অন্তরে**—বিভিন্ন রাশিতে; **চ**—এবং; **উপলভ্যমানত্বাৎ**—দৃষ্ট হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন—কুমোরের ঘূর্ণায়মান চক্রে ছোট ছোট পিপীলিকাদের যেমন চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চক্রের গতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবিশিষ্ট হতে দেখা যায়, তেমনই, নক্ষত্র এবং রাশিগণ সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে দক্ষিণে রেখে কালচক্রে ভ্রমণ করে এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা সদৃশ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিও তার সঙ্গে ভ্রমণ করে। কিন্তু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিতে এবং নক্ষত্রে দেখা যায়। তা ইঙ্গিত করে যে, তাদের গতি রাশি এবং কালচক্রের গতি থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৩

স এষ ভগবানাদিপুরুষ এব সাক্ষান্নারায়ণো লোকানাং স্বস্তয় আত্মানং ত্রয়ীময়ং কর্মবিশুদ্ধিনিমিত্তং কবিভিরপি চ বেদেন বিজিজ্ঞাস্যমানো দ্বাদশধা বিভজ্য ষট্‌সু বসন্তাদিষ্বৃতুষু যথোপজোষ-মৃতুগুণান্ বিদধাতি ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই; **এষঃ**—এই; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আদি-পুরুষঃ**—আদিপুরুষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **লোকানাম্**—সমস্ত লোকের; **স্বস্তয়ে**—মঙ্গলের জন্য; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **ত্রয়ী-ময়ম্**—তিন বেদ সমন্বিত (*সাম, যজু* এবং *ঋক্*); **কর্ম-বিশুদ্ধি**—সকাম কর্মের বিশুদ্ধিকরণের; **নিমিত্তম্**—কারণস্বরূপ; **কবিভিঃ**—মহাত্মাদের দ্বারা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **বেদেন**—বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা; **বিজিজ্ঞাস্যমানঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **দ্বাদশ-ধা**—বারোটি বিভাগে; **বিভজ্য**—বিভক্ত হয়ে; **ষট্‌সু**—ছয়; **বসন্ত-আদিষু**—বসন্ত আদি; **ঋতুষু**—ঋতুতে; **যথা-উপজোষম্**—পূর্বকৃত কর্মের ভোগ অনুসারে; **ঋতু-গুণান**—বিভিন্ন ঋতুর গুণ; **বিদধাতি**—বিধান করেন।

অনুবাদ

জগতের আদি কারণ ভগবান নারায়ণ। বেদজ্ঞ মহাত্মারা বেদস্তুতির দ্বারা তাঁর উপাসনা করলে, তিনি সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য এবং কর্ম শুদ্ধির জন্য এই জগতে সূর্যরূপে অবতরণ করেছেন। তিনি নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করে বসন্ত আদি ছয় ঋতু সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে তিনি শীত, উষ্ণ আদি ঋতুর গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

শ্লোক ৪

তমেতমিহ পুরুষাস্ত্রয্যা বিদ্যয়া বর্ণাশ্রমাচারানুপথা উচ্চাবচৈঃ কর্মভি-রাম্নাতৈর্যোগবিতানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া যজন্তোঽঞ্জসা শ্রেয়ঃ সমধিগচ্ছন্তি ॥৪॥

তম্—তাঁকে (ভগবানকে); **এতম্**—এই; **ইহ**—এই মর্ত্যলোকে; **পুরুষাঃ**—সমস্ত মানুষ; **ত্রয্যা**—তিনটি বিভাগ সমন্বিত; **বিদ্যয়া**—বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা; **বর্ণ-আশ্রম-আচার**—বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান; **অনুপথাঃ**—অনুসরণ করে; **উচ্চ-অবচৈঃ**—বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে উচ্চ অথবা নীচ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র); **কর্মভিঃ**—তাঁদের

কর্মের দ্বারা; **আম্নাতৈঃ**—প্রদত্ত; **যোগ-বিতানৈঃ**—ধ্যান আদি যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা; **চ**—এবং; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **যজন্তঃ**—আরাধনা করে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **শ্রেয়ঃ**—জীবনের পরম কল্যাণ; **সমধিগচ্ছন্তি**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে মানুষ সাধারণত সূর্যদেবরূপী ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি নানাবিধ কর্মের দ্বারা এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা পরমাত্মারূপে তাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন। এইভাবে তাঁরা অনায়াসে জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৫

অথ স এষ আত্মা লোকানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরেণ নভোবলয়স্য কালচক্রগতো দ্বাদশ মাসান্ ভুঙ্‌ক্তে রাশিসংজ্ঞান্ সংবৎসরাবয়বান্ মাসঃ পক্ষদ্বয়ং দিবা নক্তং চেতি সপাদর্ক্ষদ্বয়মুপদিশন্তি যাবতা ষষ্ঠমংশং ভুঞ্জীত স বৈ ঋতুরিত্যুপদিশ্যতে সংবৎসরাবয়বঃ ॥ ৫ ॥

অথ—অতএব; **সঃ**—তিনি; **এষঃ**—এই; **আত্মা**—প্রাণশক্তি; **লোকানাম্**—ত্রিভুবনের; **দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ অন্তরেণ**—স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে; **নভঃ-বলয়স্য**—অন্তরীক্ষের; **কালচক্রগতঃ**—কালচক্রে অবস্থিত; **দ্বাদশ মাসান্**—বারো মাস; **ভুঙ্‌ক্তে**—অতিক্রম করে; **রাশি-সংজ্ঞান্**—রাশির নাম অনুসারে; **সংবৎসর-অবয়বান্**—সারা বৎসরের অংশ; **মাসঃ**—এক মাস; **পক্ষদ্বয়ম্**—দুই পক্ষ; **দিবা**—একদিন; **নক্তম্ চ**—এবং রাত্রি; **ইতি**—এইভাবে; **সপাদ-ঋক্ষদ্বয়ম**—জ্যোতিষ গণনা অনুসারে সোয়া দুই নক্ষত্র; **উপদিশন্তি**—উপদেশ দেন; **যাবতা**—যতখানি সময়; **ষষ্ঠম্ অংশম্**—তাঁর কক্ষের এক-ষষ্ঠাংশ; **ভুঞ্জীত**—অতিক্রম করে; **সঃ**—সেই অংশ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ঋতুঃ**—ঋতু; **ইতি**—এইভাবে; **উপদিশ্যতে**—উপদিষ্ট হয়; **সংবৎসর-অবয়বঃ**—সংবৎসরের এক অবয়ব।

অনুবাদ

সূর্যদেব, যিনি হচ্ছেন নারায়ণ বা বিষ্ণু, তিনি সমগ্র জগতের আত্মাস্বরূপ। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে কালচক্রস্থ রাশিতে অবস্থিত হয়ে, রাশির নাম অনুযায়ী বারোটি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন। সেই বারোটি মাসের

সমন্বয়কে বলা হয় সংবৎসর। চন্দ্রের গণনা অনুসারে শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস হয়। তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। সৌর গণনা অনুসারে সোয়া দুই নক্ষত্রে এক মাস। সূর্যদেবের দুই মাস ভ্রমণে এক ঋতু হয়, এবং তাই ঋতুর পরিবর্তনকে সংবৎসরের দেহের অংশ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৬

অথ চ যাবতার্ধেন নভোবীথ্যাং প্রচরতি তং কালময়নমাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

অথ—এখন; **চ**—ও; **যাবতা**—যতক্ষণ; **অর্ধেন**—অর্ধ; **নভঃ-বীথ্যাম্**—নভোমণ্ডলে; **প্রচরতি**—সূর্য ভ্রমণ করে; **তম্**—তা; **কালম্**—সময়; **অয়নম্**—অয়ন; **আচক্ষতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

এইভাবে সূর্যদেব যে সময়ে নভোমণ্ডলের অর্ধাংশে ভ্রমণ করেন, সেই সময়কে বলা হয় অয়ন।

শ্লোক ৭

অথ চ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মণ্ডলাভ্যাং কার্ৎস্ন্যেন স হ ভুঞ্জীত তং কালং সংবৎসরং পরিবৎসরমিড়াবৎসরমনুবৎসরং বৎসরমিতি ভানোর্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমগতিভিঃ সমামনন্তি ॥ ৭ ॥

অথ—এখন; **চ**—ও; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **নভঃ-মণ্ডলম্**—স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী নভোমণ্ডল; **সহ**—সহ; **দ্যাব্**—স্বর্গলোকের; **আপৃথিব্যোঃ**—পৃথিবীর; **মণ্ডলাভ্যাম্**—মণ্ডল; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে; **সঃ**—তিনি; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ভুঞ্জীত**—অতিক্রম করতে পারে; **তম্**—তা; **কালম্**—কাল; **সংবৎসরম্**—সংবৎসর; **পরিবৎসরম্**—পরিবৎসর; **ইড়াবৎসরম্**—ইড়াবৎসর; **অনুবৎসরম্**—অনুবৎসর; **বৎসরম্**—বৎসর; **ইতি**—এইভাবে; **ভানোঃ**—সূর্যের; **মান্দ্য**—ধীর; **শৈঘ্র্য**—দ্রুত; **সম**—সমান; **গতিভিঃ**—বেগের দ্বারা; **সমামনন্তি**—অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

সূর্যদেব তাঁর মন্দ, ক্ষিপ্র ও সমান গতির দ্বারা যে কাল পর্যন্ত স্বর্গমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল—এই তিন মণ্ডলকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করেন অর্থাৎ প্রদক্ষিণ

করেন, সেই পরিমিত সময়কে পণ্ডিতেরা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর—এই পাঁচটি নামে অভিহিত করেন।

তাৎপর্য

সৌর জ্যোতিষ গণনা অনুসারে প্রতি বছরে ছয়দিন বেশি হয়, এবং চন্দ্র গণনা অনুসারে প্রতি বছরে ছয়দিন কম হয়। তাই, সূর্য এবং চন্দ্রের গতির ফলেই সৌর এবং চান্দ্র বৎসরের মধ্যে বার দিনের পার্থক্য হয়। সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসরের ফলে, প্রতি পঞ্চ বর্ষে দুটি অধিক মাস যোগ করা হয়। তার ফলে ষষ্ঠ সংবৎসর হয়, কিন্তু যেহেতু সেই সংবৎসরটি অধিক, তাই সৌর গণনা উপরোক্ত পাঁচটি নাম অনুসারেই হয়।

শ্লোক ৮

এবং চন্দ্রমা অর্কগভস্তিভ্য উপরিষ্টাল্লক্ষযোজনত উপলভ্যমানোঽর্কস্য সংবৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং মাসভুক্তিং সপাদর্ক্ষাভ্যাং দিনেনৈব পক্ষভুক্তিমগ্রচারী দ্রুততরগমনো ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **চন্দ্রমা**—চন্দ্র; **অর্ক-গভস্তিভ্যঃ**—সূর্যকিরণ থেকে; **উপরিষ্টাৎ**—উপরিভাগে; **লক্ষ-যোজনতঃ**—১,০০,০০০ যোজন; **উপলভ্যমানঃ**—স্থিত থেকে; **অর্কস্য**—সূর্যমণ্ডলের; **সংবৎসর-ভুক্তিম্**—এক বৎসরের ভোগ অতিক্রান্ত হয়; **পক্ষাভ্যাম্**—দুই পক্ষের দ্বারা; **মাস-ভুক্তিম্**—এক মাস অতিবাহিত হয়; **সপাদ-ঋক্ষাভ্যাম্**—সোয়া দুই দিনের দ্বারা; **দিনেন**—এক দিনের দ্বারা; **এব**—কেবল; **পক্ষ-ভুক্তিম্**—এক পক্ষ অতিবাহিত হয়; **অগ্রচারী**—অগ্রগামী; **দ্রুততর-গমনঃ**—দ্রুততর বেগে গমনশীল; **ভুঙ্‌ক্তে**—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

সূর্য কিরণের ১,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে রয়েছেন চন্দ্র, যিনি সূর্যের থেকেও দ্রুততর গতিতে ভ্রমণ করেন। চন্দ্র দুই পক্ষে সূর্যের সংবৎসরের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন, সোয়া দুই দিনে সূর্যের এক মাসের পথ অতিক্রম করেন, এবং এক দিনে সূর্যের এক পক্ষের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

আমরা যখন বিচার করি যে, চন্দ্র সূর্যকিরণ থেকে ৮,০০,০০০ মাইল দূরে, তখন চন্দ্র অভিযানের কথা ভেবে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হই। চন্দ্র যেহেতু এত

দূরে অবস্থিত, তা হলে অন্তরীক্ষ যান যে কিভাবে সেখানে গেছে তা আমাদের কাছে একটি সন্দেহজনক রহস্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গণনায় একের পর এক পরিবর্তন হয়, এবং তাই তারা এত অনিশ্চিত। বৈদিক শাস্ত্রের গণনা কিন্তু নির্ভুল, এবং তাই আমাদের তা গ্রহণ করা কর্তব্য। বৈদিক জ্যোতিষ গণনা বহুকাল পূর্বে করা হয়েছিল, এবং তা বৈদিক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তা আজও নির্ভুল। বৈদিক গণনা এবং আধুনিক যুগের গণনার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে অন্যদের মনে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে বৈদিক গণনার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৯

অথ চাপূর্যমাণাভিশ্চ কলাভিরমরাণাং ক্ষীয়মাণাভিশ্চ কলাভিঃ পিতৃণামহোরাত্রাণি পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাং বিতন্বানঃ সর্বজীবনিবহপ্রাণো জীবশ্চৈকমেকং নক্ষত্রং ত্রিংশতা মুহূর্তৈর্ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

অথ—এইভাবে; **চ**—ও; **আপূর্যমাণাভিঃ**—ক্রমশ বর্ধমান; **চ**—এবং; **কলাভিঃ**—চন্দ্রের কলা; **অমরাণাম্**—দেবতাদের; **ক্ষীয়মাণাভিঃ**—ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে; **চ**—এবং; **কলাভিঃ**—চন্দ্রের কলার দ্বারা; **পিতৃণাম্**—পিতৃদের; **অহঃ-রাত্রাণি**—দিন এবং রাত্রি; **পূর্বপক্ষ-অপরপক্ষাভ্যাম্**—শুক্ল এবং কৃষ্ণ পক্ষের দ্বারা; **বিতন্বানঃ**—বিতরণ করে; **সর্বজীবনিবহ**—সমস্ত জীবদের; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **জীবঃ**—প্রধান জীব; **চ**—ও; **একম্ একম্**—একের পর এক; **নক্ষত্রম্**—নক্ষত্ররাজি; **ত্রিংশতা**—ত্রিশ; **মুহূর্তৈঃ**—মুহূর্ত; **ভুঙ্‌ক্তে**—অতিক্রম করেন।

অনুবাদ

শুক্লপক্ষে প্রতিদিন চন্দ্রের কলা বর্ধিত হয়, এবং তখন দেবতাদের দিন এবং পিতৃদের রাত্রি হয়। চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষে দেবতাদের রাত্রি হয় এবং পিতাদের দিন হয়। এইভাবে চন্দ্র ত্রিশ মুহূর্তে (সারাদিনে) এক-এক নক্ষত্র অতিক্রম করেন। চন্দ্র শস্যবৃদ্ধিকারী অমৃতময় শীতল কিরণের উৎস, এবং তাই চন্দ্রদেবকে সমস্ত জীবের প্রাণ বলে মনে করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেদের মধ্যে প্রধান বলে তাকে বলা হয় জীব।

শ্লোক ১০

য এষ ষোড়শকলঃ পুরুষো ভগবান্মনোময়োঽন্নময়োঽমৃতময়ো দেবপিতৃমনুষ্যভূতপশুপক্ষিসরীসৃপবীরুধাং প্রাণাপ্যায়নশীলত্বাৎ সর্বময় ইতি বর্ণয়ন্তি ॥ ১০ ॥

যঃ—যা; **এষঃ**—এই; **ষোড়শকলঃ**—ষোলকলা সমন্বিত (পূর্ণচন্দ্র); **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ভগবান্**—ভগবান থেকে প্রাপ্ত শক্তির বলে মহাশক্তিমান; **মনঃ-ময়ঃ**—মনের অধিষ্ঠাতা দেবতা; **অন্নময়ঃ**—অন্নের শক্তির উৎস; **অমৃতময়ঃ**—জীবনী শক্তির উৎস; **দেব**—সমস্ত দেবতাদের; **পিতৃ**—সমস্ত পিতৃদের; **মনুষ্য**—সমস্ত মানুষদের; **ভূত**—সমস্ত জীবদের; **পশু**—সমস্ত পশুদের; **পক্ষি**—পক্ষীদের; **সরীসৃপ**—সরীসৃপদের; **বীরুধাম্**—সর্বপ্রকার বৃক্ষ-লতার; **প্রাণ**—প্রাণ; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **আয়ন-শীলত্বাৎ**—পরিতৃপ্ত করার ফলে; **সর্বময়ঃ**—সর্বব্যাপ্ত; **ইতি**—এইভাবে; **বর্ণয়ন্তি**—পণ্ডিতেরা বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

চন্দ্র সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের প্রভাবের প্রতীক। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতা বলে মনোময়। তিনি সমস্ত ঔষধি এবং বৃক্ষ-লতাকে শক্তি প্রদান করেন বলে অন্নময়, এবং তিনি সমস্ত জীবের জীবনস্বরূপ বলে তিনি অমৃতময়। চন্দ্র সমস্ত দেবতা, পিতৃ, মানুষ, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত জীবের প্রসন্নতা বিধান করেন। চন্দ্রের উপস্থিতিতে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়, তাই চন্দ্রকে বলা হয় সর্বময়।

শ্লোক ১১

তত উপরিষ্টাদ্দ্বিলক্ষযোজনতো নক্ষত্রাণি মেরুং দক্ষিণেনৈব কালায়ন ঈশ্বরযোজিতানি সহাভিজিতাষ্টাবিংশতিঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ—সেই চন্দ্রমণ্ডল থেকে; **উপরিষ্টাৎ**—উপরিভাগে; **দ্বি-লক্ষযোজনতঃ**—২,০০,০০০ যোজন; **নক্ষত্রাণি**—বহু নক্ষত্র; **মেরুম্**—সুমেরু পর্বত; **দক্ষিণেন এব**—দক্ষিণ দিকে; **কাল-অয়নে**—কালচক্রে; **ঈশ্বরযোজিতানি**—ভগবান কর্তৃক যোজিত; **সহ**—সহ; **অভিজিতা**—অভিজিৎ নামক নক্ষত্র; **অষ্টাবিংশতিঃ**—আটাশ।

অনুবাদ

চন্দ্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উপরে অনেকগুলি নক্ষত্র রয়েছে। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা কালচক্রে যোজিত। তাঁরা সুমেরুর দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করে, এবং তাদের গতি সূর্যের গতি থেকে ভিন্ন। অভিজিৎ আদি এই রকম আটাশটি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র রয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে যে নক্ষত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি চন্দ্রের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অতএব সেগুলি পৃথিবী থেকে ৪০,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে।

শ্লোক ১২

তত উপরিষ্টাদুশনা দ্বিলক্ষযোজনত উপলভ্যতে পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব বার্কস্য শৈঘ্র্যমান্দ্যসাম্যাভির্গতিভিরর্কবচ্চরতি লোকানাং নিত্যদানুকূল এব প্রায়েণ বর্ষয়ংশ্চারেণানুমীয়তে স বৃষ্টিবিষ্টম্ভগ্রহোপশমনঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—সেই নক্ষত্রমণ্ডল থেকে; **উপরিষ্টাৎ**—উপরে; **উশনা**—শুক্র; **দ্বি-লক্ষযোজনতঃ**—২,০০,০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল); **উপলভ্যতে**—উপলব্ধ হয়; **পুরতঃ**—সম্মুখে; **পশ্চাৎ**—পিছনে; **সহ**—সঙ্গে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—এবং; **অর্কস্য**—সূর্যের; **শৈঘ্র্য**—দ্রুত; **মান্দ্য**—মন্থর; **সাম্যাভিঃ**—সমান; **গতিভিঃ**—গতি; **অর্কবৎ**—ঠিক সূর্যের মতো; **চরতি**—আবর্তিত হয়; **লোকানাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের; **নিত্যদা**—নিরন্তর; **অনুকূলঃ**—অনুকূল; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **বর্ষয়ন্**—বৃষ্টিপাত করায়; **চারেণ**—মেঘ সৃষ্টি করে; **অনুমীয়তে**—অনুভূত হয়; **সঃ**—তিনি (শুক্র); **বৃষ্টি-বিষ্টম্ভ**—বৃষ্টির প্রতিবন্ধক; **গ্রহ-উপশমনঃ**—উপশমনকারী গ্রহ।

অনুবাদ

সেই নক্ষত্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে শুক্রগ্রহ বর্তমান। সূর্যের দ্রুত, মন্থর এবং সমান গতি অনুসারে ঐ গ্রহ কখনও সূর্যের সঙ্গে সমানভাবে, কখনও পশ্চাতে, কখনও বা অগ্রে গমন করেন। যে গ্রহ বৃষ্টির প্রতিবন্ধক, শুক্র সেই গ্রহের প্রভাব নাশ করেন। তাই তাঁর উপস্থিতির ফলে বৃষ্টি হয়, এবং তাই তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে সর্বদা হিতকর বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ১৩

উশনসা বুধো ব্যাখ্যাতস্তত উপরিষ্টাদ্ দ্বিলক্ষযোজনতো বুধঃ সোমসুত উপলভ্যমানঃ প্রায়েণ শুভকৃদ্ যদার্কাদ্ ব্যতিরিচ্যেত তদাতিবাতাভ্রপ্রায়ানাবৃষ্ট্যাদিভয়মাশংসতে ॥ ১৩ ॥

উশনসা—শুক্রের দ্বারা; **বুধঃ**—বুধ; **ব্যাখ্যাতঃ**—ব্যাখ্যা করা হয়েছে; **ততঃ**—সেই (শুক্র) থেকে; **উপরিষ্টাৎ**—উপরিভাগে; **দ্বি-লক্ষযোজনতঃ**—১৬,০০,০০০ মাইল; **বুধঃ**—বুধ; **সোমসুতঃ**—চন্দ্রের পুত্র; **উপলভ্যমানঃ**—অবস্থিত; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **শুভকৃৎ**—ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গলপ্রদ; **যদা**—যখন; **অর্কাৎ**—সূর্য থেকে; **ব্যতিরিচ্যেত**—বিচ্ছিন্ন; **তদা**—সেই সময়; **অতিবাত**—প্রচণ্ড ঝড় এবং অন্যান্য অশুভ প্রভাব; **অভ্র**—মেঘ; **প্রায়**—প্রায়; **অনাবৃষ্টি-আদি**—অনাবৃষ্টি ইত্যাদি; **ভয়ম্**—ভয়াবহ পরিস্থিতি; **আশংসতে**—উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

বুধকে শুক্রেরই মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ বুধও কখনও কখনও সূর্যের পিছনে, কখনও সামনে এবং কখনও একসঙ্গে ভ্রমণ করেন। শুক্র গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৭২,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে চন্দ্রতনয় বুধ বিরাজ করেন। ইনি প্রায় সর্বদাই ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু যখন সূর্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তখন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলশূন্য মেঘ, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি-জনিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১৪

অত ঊর্ধ্বমঙ্গারকোঽপি যোজনলক্ষদ্বিতয় উপলভ্যমানস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পক্ষৈরেকৈকশো রাশীন্ দ্বাদশানুভুঙ্‌ক্তে যদি ন বক্রেণাভিবর্ততে প্রায়েণাশুভগ্রহোঽঘশংসঃ ॥ ১৪ ॥

অতঃ—তা থেকে; **ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধ্বে; **অঙ্গারকঃ**—মঙ্গল; **অপি**—ও; **যোজন-লক্ষ-দ্বিতয়ে**—১৬,০০,০০০ মাইল দূরে; **উপলভ্যমানঃ**—অবস্থিত; **ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ**—তিন-তিন; **পক্ষৈঃ**—পক্ষে; **এক-একশঃ**—এক-একটি; **রাশীন্**—রাশি; **দ্বাদশ**—বারো; **অনুভুঙ্‌ক্তে**—অতিক্রম করেন; **যদি**—যদি; **ন**—না; **বক্রেণ**—বক্র; **অভিবর্ততে**—গতিতে; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **অশুভগ্রহঃ**—অমঙ্গলজনক গ্রহ; **অঘশংসঃ**—দুঃখজনক।

অনুবাদ

বুধের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহের গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে ইনি তিন-তিন পক্ষে এক-একটি করে বারোটি রাশি অতিক্রম করেন। এই গ্রহ প্রায় সর্বদাই দুঃখজনক অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১৫

তত উপরিষ্টাদ্ দ্বিলক্ষযোজনান্তরগতা ভগবান্ বৃহস্পতিরেকৈকস্মিন্ রাশৌ পরিবৎসরং পরিবৎসরং চরতি যদি ন বক্রঃ স্যাৎ প্রায়েণানুকুলো ব্রাহ্মণকুলস্য ॥ ১৫ ॥

ততঃ—সেই (মঙ্গল গ্রহের); **উপরিষ্টাৎ**—ঊর্ধ্বে; **দ্বি-লক্ষযোজন-অন্তরগতাঃ**—১৬,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রহ; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি; **এক-একস্মিন্**—এক-এক; **রাশৌ**—রাশি; **পরিবৎসরম্ পরিবৎসরম্**—পরিবৎসরে; **চরতি**—বিচরণ করে; **যদি**—যদি; **ন**—না; **বক্রঃ**—বক্র; **স্যাৎ**—হয়; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **অনুকূলঃ**—অত্যন্ত অনুকূল; **ব্রাহ্মণ-কুলস্য**—ব্রাহ্মণকুলের।

অনুবাদ

মঙ্গল গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবীর ১,০৪,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি অবস্থিত, যিনি এক পরিবৎসরে এক-একটি রাশি অতিক্রম করেন। তাঁর গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী হন।

শ্লোক ১৬

তত উপরিষ্টাদ্ যোজনলক্ষদ্বয়াৎ প্রতীয়মানঃ শনৈশ্চর একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশন্ মাসান্ বিলম্বমানঃ সর্বানেবানুপর্যেতি তাবদ্ভিরনুবৎসরৈঃ প্রায়েণ হি সর্বেষামশান্তিকরঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—সেই (বৃহস্পতির); **উপরিষ্টাৎ**—ঊর্ধ্বে; **যোজন-লক্ষদ্বয়াৎ**—১৬,০০,০০০ মাইল দূরে; **প্রতীয়মানঃ**—অবস্থিত; **শনৈশ্চরঃ**—শনিগ্রহ; **এক-একস্মিন্**—এক-এক;

রাশৌ—রাশি; **ত্রিংশৎ মাসান্**—ত্রিশ মাস ধরে; **বিলম্বমানঃ**—বিলম্ব করে; **সর্বান্**—সব কয়টি রাশি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুপর্যেতি**—অতিক্রম করেন; **তাবদ্ভিঃ**—তত; **অনুবৎসরৈঃ**—অনুবৎসর; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **সর্বেষাম্**—সকলেরই; **অশান্তিকরঃ**—অত্যন্ত দুঃখপ্রদ।

অনুবাদ

বৃহস্পতির ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১,২০,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে শনিগ্রহ অবস্থিত, যিনি এক একটি রাশিতে ত্রিশ মাস ধরে অবস্থান করে ত্রিশ অনুবৎসরে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ করেন। এই গ্রহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জন্য অত্যন্ত অশুভ।

শ্লোক ১৭

তত উত্তরস্মাদৃষয় একাদশলক্ষযোজনান্তর উপলভ্যন্তে য এব লোকানাং শমনুভাবয়ন্তো ভগবতো বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রমন্তি ॥ ১৭ ॥

ততঃ—শনিগ্রহ থেকে; **উত্তরস্মাৎ**—উর্ধ্বে; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **একাদশ-লক্ষযোজন-অন্তরে**—১১,০০,০০০ যোজন দূরে; **উপলভ্যন্তে**—অবস্থিত; **যে**—তাঁরা সকলে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **লোকানাম্**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের জন্য; **শম্**—শুভ; **অনুভাবয়ন্তঃ**—সর্বদা চিন্তা করে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **যৎ**—যা; **পরমম্ পদম্**—পরম পদ; **প্রদক্ষিণম্**—দক্ষিণে রেখে; **প্রক্রমন্তি**—পরিক্রমা করেন।

অনুবাদ

শনির থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ২,০৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে সপ্তর্ষিগণ বিরাজ করছেন। তাঁরা সর্বদা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গল কামনা করতে করতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

জ্ঞানানন্দাত্মনো বিষ্ণোঃ শিশুমারবপুষ্যথ ।
উর্ধ্বলোকেষু স ব্যাপ্ত আদিত্যাদ্যাস্তদাশ্রিতা ॥

সমস্ত জ্ঞান এবং আনন্দের উৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ স্তরে সপ্ত স্বর্গে শিশুমার রূপ ধারণ করেছেন। সূর্য আদি অন্য সমস্ত গ্রহ শিশুমার চক্রের আশ্রয়ে অবস্থিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'গ্রহগণের কক্ষপথ' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

শিশুমার-চক্র

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জ্যোতিষচক্র ধ্রুবলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সমগ্র জ্যোতিষচক্র যে শিশুমাররূপে ভগবানের আরেকটি প্রকাশ, সেই কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোক সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ১৩,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ধ্রুবলোকে, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ, এবং ধর্মের দ্বারা বহু সম্মানিত হয়ে ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। মেধীতে আবদ্ধ বলদের মতো সমগ্র জ্যোতিষচক্র কালের প্রভাবে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে। ভগবানের বিরাট-রূপের উপাসকেরা এই জ্যোতিষচক্রকে শিশুমাররূপে দর্শন করেন। এই কল্পিত শিশুমার ভগবানের আরেকটি রূপ। এই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ সর্পের মতো কুণ্ডলীভূত। তার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুবলোক, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র এবং ধর্ম, এবং পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটিদেশে সপ্তর্ষিগণ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। শিশুমারের সমগ্র শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় বর্তমান। তার দক্ষিণ পার্শ্বে অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত চোদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পার্শ্বে পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চোদ্দটি নক্ষত্র সংযুক্ত রয়েছে। পুনর্বসু ও পুষ্যা শিশুমারের দক্ষিণ এবং বাম নিতম্বে অবস্থিত, এবং আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে অবস্থিত। অন্যান্য নক্ষত্রও শিশুমারের বিভিন্ন অঙ্গে সংযোজিত। যোগীরা চিত্ত স্থির করার জন্য শিশুমারের উপাসনা করেন, যাকে *কুণ্ডলিনি-চক্র*ও বলা হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ তস্মাৎ পরতস্ত্রয়োদশলক্ষযোজনান্তরতো যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভি-বদন্তি যত্র হ মহাভাগবতো ধ্রুব ঔত্তানপাদিরগ্নিনেন্দ্রেণ প্রজাপতিনা

কশ্যপেন ধর্মেণ চ সমকালযুগ্‌ভিঃ সবহুমানং দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণ ইদানীমপি কল্পজীবিনামাজীব্য উপাস্তে তস্যেহানুভাব উপবর্ণিতঃ ॥১॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **তস্মাৎ**—সপ্তর্ষিমণ্ডলের; **পরতঃ**—ঊর্ধ্বে; **ত্রয়োদশ-লক্ষযোজন-অন্তরতঃ**—১৩,০০,০০০ যোজন পর; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **বিষ্ণোঃ পরমং পদম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ; **অভিবদন্তি**—ঋক্ বেদের মন্ত্র স্তুতি করে; **যত্র**—যাতে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভক্ত; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **ঔত্তানপাদিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; **অগ্নিনা**—অগ্নিদেবের দ্বারা; **ইন্দ্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **প্রজাপতিনা**—প্রজাপতির দ্বারা; **কশ্যপেন**—কশ্যপের দ্বারা; **ধর্মেণ**—ধর্মরাজের দ্বারা; **চ**—ও; **সমকাল-যুগ্‌ভিঃ**—একই সময়ে যুক্ত; **স-বহু-মানম্**—সর্বদা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিকে; **ক্রিয়মাণঃ**—প্রদক্ষিণ করে; **ইদানীম্**—এখন; **অপি**—ও; **কল্প-জীবিনাম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত যাঁরা জীবিত থাকেন তাঁদের; **আজীব্য**—জীবনের উৎস; **উপাস্তে**—থাকে; **তস্য**—তাঁর; **ইহ**—এখানে; **অনুভাবঃ**—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মহিমা; **উপবর্ণিতঃ**—ইতিমধ্যেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১৩,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে যে স্থান রয়েছে, পণ্ডিতেরা তাকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ বলেন। সেখানে উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব কল্পান্ত পর্যন্ত যাঁরা জীবিত থাকেন, সেই সমস্ত জীবদের জীবনরূপে এখনও অবস্থান করছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম সকলে সেখানে সমবেতভাবে বহু সম্মান সহকারে তাঁকে দক্ষিণে রেখে প্রদক্ষিণ করেন। ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের মহিমা আমি পূর্বেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২

স হি সর্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনামনিমিষেণাব্যক্তরংহসা ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমাণানাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভ ঈশ্বরেণ বিহিতঃ শশ্বদবভাসতে ॥ ২ ॥

স—সেই ধ্রুবলোক; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **জ্যোতিঃ-গণানাম্**—জ্যোতিষ্কগণ; **গ্রহনক্ষত্র-আদীনাম্**—গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি; **অনিমিষেণ**—যে বিশ্রাম

গ্রহণ করে না; **অব্যক্ত**—অচিন্ত্য; **রংহসা**—যাঁর বেগ; **ভগবতা**—পরম শক্তিমান; **কালেন**—কালের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণানাম্**—ভ্রাম্যমাণ; **স্থাণুঃ ইব**—স্থাণুর মতো; **অবষ্টব্ধঃ**—অবলম্বন; **ঈশ্বরেণ**—ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা; **বিহিতঃ**—স্থাপিত; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **অবভাসতে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্রুবলোক সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবলম্বন স্তম্ভরূপে নিরন্তর নিশ্চলভাবে বিরাজ করছেন। অবিশ্রান্ত, অব্যক্ত, পরম শক্তিমান কাল এই সমস্ত জ্যোতিষ্কদের নিরন্তর ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করাচ্ছেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রহ, নক্ষত্র আদি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণ কালের প্রভাবে আবর্তিত হচ্ছে। কাল ভগবানের আর একটি রূপ। সকলেই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্ত ধ্রুব মহারাজের প্রতি এতই প্রীত যে, তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলিকে ধ্রুবলোকের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করেছেন এবং কালকে তাঁর সহযোগিতায় নিযুক্ত করেছেন। ভগবানের ইচ্ছায় এবং পরিচালনায় সব কিছু সাধিত হয়, কিন্তু তাঁর ভক্ত ধ্রুবকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভগবান কালকে ধ্রুবের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করেছেন।

শ্লোক ৩

যথা মেঢীস্তম্ভ আক্রমণপশবঃ সংযোজিতাস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সবনৈর্যথাস্থানং মণ্ডলানি চরন্ত্যেবং ভগণা গ্রহাদয় এতস্মিন্নন্তর্বহির্যোগেন কালচক্র আযোজিতা ধ্রুবমেবাবলম্ব্য বায়ুনোদীর্যমাণা আকল্পান্তং পরিচঙ্ক্রমন্তি নভসি যথা মেঘাঃ শ্যেনাদয়ো বায়ুবশাঃ কর্মসারথয়ঃ পরিবর্তন্তে এবং জ্যোতির্গণাঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগানুগৃহীতাঃ কর্মনির্মিতগতয়ো ভুবি ন পতন্তি ॥ ৩ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **মেঢীস্তম্ভে**—মেঢীস্তম্ভে; **আক্রমণপশবঃ**—ধান মাড়াই করার বলদ; **সংযোজিতাঃ**—সংযোজিত হয়ে; **ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ**—তিনটি করে; **সবনৈঃ**—গতি; **যথাস্থানম্**—তাদের নিজ নিজ স্থানে; **মণ্ডলানি**—মণ্ডলাকারে; **চরন্তি**—

পরিভ্রমণ করে; **এবম্**—সেইভাবে; **ভ-গণাঃ**—সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি আদি জ্যোতিষ্ক; **গ্রহ-আদয়ঃ**—বিভিন্ন গ্রহ; **এতস্মিন্**—এতে; **অন্তঃ-বহিঃ-যোগেন**—অভ্যন্তরের এবং বাইরের বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; **কালচক্রে**—কালের চক্রে; **আযোজিতাঃ**—নিযুক্ত; **ধ্রুবম্**—ধ্রুবলোক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবলম্ব্য**—আশ্রয় অবলম্বন করে; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **উদীর্যমাণাঃ**—সঞ্চালিত হয়ে; **আকল্প-অন্তম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত; **পরিচঙ্ক্রমন্তি**—পরিভ্রমণ করেন; **নভসি**—আকাশে; **যথা**—ঠিক যেমন; **মেঘাঃ**—মেঘ; **শ্যেন-আদয়ঃ**—বাজ আদি পক্ষী; **বায়ুবশাঃ**—বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; **কর্মসারথয়ঃ**—কর্মরূপী সারথি; **পরিবর্তন্তে**—পরিভ্রমণ করে; **এবম্**—এইভাবে; **জ্যোতিঃ-গণাঃ**—গ্রহ, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্কগণ; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতির; **পুরুষঃ**—এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সংযোগ-অনুগৃহীতাঃ**—যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা; **কর্মনির্মিত**—তাঁদের নিজেদের কর্ম ফলের প্রভাবে; **গতয়ঃ**—যার গতি; **ভুবি**—ভূমির উপর; **ন**—না; **পতন্তি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

ধান মাড়াই করার সময় বলদদের যেমন মেটীস্তম্ভে, একটিকে স্তম্ভের নিকটে, একটিকে মধ্যে এবং তৃতীয়টিকে দূরবর্তী স্থানে সংযোজিত করা হয়, এবং সেই পশুগুলি তাদের নিজ নিজ স্থান অতিক্রম না করে স্তম্ভের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে, তেমনই, শত সহস্র গ্রহ-নক্ষত্র উর্ধ্ব ও অধঃস্থান বিভাগ অনুসারে তাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা তাঁদের কর্মফল অনুসারে ভগবানের দ্বারা জড়া প্রকৃতিরূপ যন্ত্রে সংযোজিত হয়ে, ধ্রুবকে অবলম্বনপূর্বক বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে কল্পান্ত কাল পর্যন্ত ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিক্রমা করেন, ঠিক যেমন আকাশে শত শত টন জল সমন্বিত মেঘ ভেসে বেড়ায় অথবা বিশাল শ্যেন পাখি তাদের কর্ম অবলম্বন করে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে অথচ কখনও পতিত হয় না।

তাৎপর্য

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে শত সহস্র নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি আদি বিশাল গ্রহেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে একত্রে স্তবকের মতো পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, সেই কথা ঠিক নয়। এই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রেরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবক, এবং তাঁর আদেশ অনুসারে তাঁরা তাঁদের রথে চড়ে তাঁদের কক্ষপথে বিচরণ করছেন। এই কক্ষপথগুলিকে প্রকৃতি প্রদত্ত যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের

অধিষ্ঠাতারা ধ্রুবলোকের চারদিকে পরিভ্রমণ করে ভগবানের আদেশ পালন করছেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫২) এইভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সূরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" *ব্রহ্মসংহিতার* এই শ্লোকটি প্রতিপন্ন করে যে, সব চাইতে বৃহৎ এবং সব চাইতে শক্তিশালী গ্রহ সূর্য এক নির্দিষ্ট কক্ষে বা কালচক্রে ভগবানের আজ্ঞায় ভ্রমণ করছেন। জড় বৈজ্ঞানিকদের কল্পিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অন্য কোন নিয়মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা ভগবানের শাসনকে অস্বীকার করতে চায়, এবং তাই তারা গ্রহ-নক্ষত্রের গতির কারণ সম্বন্ধে নানা রকম উদ্ভট কল্পনা করে। কিন্তু, একমাত্র কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা হচ্ছেন এক-একজন ব্যক্তি এবং ভগবানও হচ্ছেন একজন ব্যক্তি। ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি অধঃস্তন ব্যক্তিকে আদেশ দেন। ঠিক তেমনই পরম পুরুষ তাঁর অধঃস্তন বিভিন্ন দেবতাদের তাঁর পরম ইচ্ছা পালনের আদেশ দেন। সেই সত্য *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।"

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষগুলি জীবের দেহের মতো, কারণ উভয়েই ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মতো। এই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত যন্ত্র, তা সে দেহরূপ যন্ত্র হোক

অথবা কক্ষরূপ যন্ত্র হোক অথবা কালচক্র হোক, তা সবই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পালনের জন্য ভগবান এবং প্রকৃতি যৌথভাবে কার্য করেন। সেই সূত্রে মনে রাখা উচিত যে, এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

কিভাবে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ভাসছে, তার উত্তরও এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নয়, পক্ষান্তরে, বায়ুর প্রভাবে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ভাসছে। এই আয়োজনের ফলেই প্রচণ্ড ভারী মেঘ আকাশে ভাসে এবং বিশাল ঈগল পাখি ওড়ে। সেভাবেই বোয়িং ৭৪৭-এর মতো বিশাল জেট বিমানও কার্য করে—বায়ুর নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে, মাটিতে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রতিহত করে আকাশে ওড়ে। প্রকৃতি এবং পুরুষের সহযোগিতার ফলে, বায়ুর এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। জড়া প্রকৃতি এবং পরম পুরুষের সহযোগিতার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপ এক সুন্দর নিয়মের মাধ্যমে সাধিত হচ্ছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৪) প্রকৃতিরও বর্ণনা করা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, যা তাঁর চিৎশক্তির ছায়া-স্বরূপা, তিনি দুর্গারূপে সকলের দ্বারা পূজিতা হন। তিনি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য সাধন করেন। যাঁর ইচ্ছা অনুসারে দুর্গা তাঁর সমস্ত কার্য সাধন করেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" জড়া প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তিনি দুর্গা নামে পরিচিতা, অর্থাৎ তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল দুর্গের রক্ষয়িত্রী। দুর্গ থেকে দুর্গা শব্দটি এসেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি বিশাল দুর্গের মতো, যেখানে সমস্ত বদ্ধ জীবদের রাখা হয়েছে, এবং ভগবানের কৃপায় মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এখান থেকে বেরোতে পারে না। ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ঘোষণা করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" এইভাবে কেবল কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে ভগবানের কৃপা

লাভ করে মুক্ত হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ এই বিশাল দুর্গরূপী ব্রহ্মাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে তার বাইরে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়া যায়।

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা যে তাঁদের পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তাঁদের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, এই তথ্যটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই কথা এখানে *কর্মনির্মিতগতয়ঃ* বাক্যাংশটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। যেমন, পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে চন্দ্রকে বলা হয় জীব, অর্থাৎ তিনিও আমাদের মতো একজন জীব, কিন্তু তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে তিনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে নিযুক্ত হয়েছেন। তেমনই, পৃথিবী, শুক্র আদি গ্রহের অধিপতিরূপে নিযুক্ত সমস্ত দেবতারাও হচ্ছেন জীব, তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে তাঁরা এই ধরনের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। কেবল সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যনারায়ণ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। ধ্রুবলোকের অধিপতি মহারাজ ধ্রুবও একজন জীব। এইভাবে দুই প্রকার আত্মা রয়েছে—পরমাত্মা ভগবান এবং জীবাত্মা (*নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। সমস্ত দেবতারা ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং এই প্রকার আয়োজনের ফলেই কেবল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য সংঘটিত হচ্ছে।

এই শ্লোকে যে বিশাল শ্যেন পক্ষীর উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে বুঝতে হবে যে, এত বড় শ্যেন পক্ষী রয়েছে যাদের আহার হচ্ছে হাতি। তারা এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে উড়ে যেতে পারে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যাওয়ার সময় তারা ডিম পাড়ে এবং অন্তরীক্ষে পতিত হওয়ার সময় সেই ডিম ফেটে তাদের শাবক উৎপন্ন হয়। বর্তমান সময়ে অবশ্য এই প্রকার বিশাল পক্ষী আমরা দেখতে পাই না, তবে অন্তত আমরা জানি যে, এমন সব বড় বড় ঈগল রয়েছে, যারা বানরদের ধরে আকাশ থেকে ছুঁড়ে মেরে ফেলে এবং তারপর তাদের খায়। তেমনই, আমরা জানি যে এমন অনেক বিশাল পক্ষী রয়েছে, যারা হাতিকে পর্যন্ত ছোঁ মেরে আকাশে তুলে নিয়ে তাদের মেরে খেয়ে ফেলতে পারে।

শ্যেন এবং মেঘের এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আকাশে ওড়া এবং ভাসা বায়ুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। ঠিক তেমনভাবে গ্রহগুলিও ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে মহাশূন্যে ভাসছে। সেই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, এই প্রকার আয়োজনের প্রকাশ হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। সে যাই হোক, সমস্ত নিয়মই যে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, সে কথা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের সেগুলির উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল ভ্রান্তভাবে, অন্যায়ভাবে ঘোষণা করতে পারে যে ভগবান নেই, কিন্তু তা সত্য নয়।

শ্লোক ৪

কেচনৈতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি ॥ ৪ ॥

কেচন—কোন কোন যোগী বা জ্যোতির্বিদ্; **এতৎ**—এই; **জ্যোতিঃ-অনীকম্**—জ্যোতিষচক্র; **শিশুমার-সংস্থানেন**—এই চক্রকে শিশুমার (শুশুক) বলে কল্পনা করেন; **ভগবতঃ**—ভগবান; **বাসুদেবস্য**—বাসুদেব (বসুদেব-তনয়), শ্রীকৃষ্ণের; **যোগ-ধারণায়াম্**—আরাধনায় তন্ময়ত্ব; **অনুবর্ণয়ন্তি**—বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত এই বিশাল যন্ত্রটি শিশুমার (শুশুক) নামক জলজন্তুর আকৃতির সদৃশ। তাঁকে কখনও কখনও অবতার বলে মনে করা হয়। মহান যোগীরা বাসুদেবের এই রূপের উপর ধ্যান করেন, কারণ তাঁর এই রূপটি দেখা যায়।

তাৎপর্য

যোগী আদি অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের রূপ স্বীকার করতে পারে না, তাই তারা বিশাল কোন বস্তুর, যেমন বিরাট-পুরুষের কল্পনা করে। তাই কোন কোন যোগী কল্পনা করে যে, জলে শুশুক যেভাবে সাঁতার কাটে, ঠিক সেইভাবে এই কল্পিত শিশুমারও যেন সাঁতার কাটছে। তারা ভগবানের বিরাটরূপের মতো শিশুমারের ধ্যান করে।

শ্লোক ৫

যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাক্শিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতস্তস্য লাঙ্গূলে প্রজাপতিরগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম ইতি পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ। তস্য দক্ষিণাবর্তকুণ্ডলীভূতশরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে তু নক্ষত্রাণ্যুপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সব্যে। যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগসন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপ্যবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠে ত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ ॥ ৫ ॥

যস্য—যার; **পুচ্ছাগ্রে**—পুচ্ছের অগ্রভাগে; **অবাক্‌-শিরসঃ**—যার মস্তক অধঃমুখী; **কুণ্ডলীভূত-দেহস্য**—যার দেহ কুণ্ডলীভূত; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব; **উপকল্পিতঃ**—অবস্থিত; **তস্য**—তার; **লাঙ্গুলে**—লেজে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **পুচ্ছমূলে**—পুচ্ছমূলে; **ধাতা বিধাতা**—ধাতা এবং বিধাতা নামক দেবতা; **চ**—ও; **কট্যাম্**—কটিদেশে; **সপ্ত-ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষিগণ; **তস্য**—তার; **দক্ষিণ-আবর্ত-কুণ্ডলীভূত-শরীরস্য**—যার শরীর দক্ষিণ দিকে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় রয়েছে; **যানি**—যা; **উদগয়নানি**—উত্তর দিকের পথ নির্দেশকারী; **দক্ষিণ-পার্শ্বে**—দক্ষিণ দিকে; **তু**—কিন্তু; **নক্ষত্রাণি**—নক্ষত্রগণ; **উপকল্পয়ন্তি**—অবস্থিত; **দক্ষিণায়নানি**—পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে; **তু**—কিন্তু; **সব্যে**—বাম দিকে; **যথা**—ঠিক যেমন; **শিশুমারস্য**—শিশুমারের; **কুণ্ডল-ভোগ-সন্নিবেশস্য**—যার শরীর কুণ্ডলীর আকারে রয়েছে; **পার্শ্বয়োঃ**—পার্শ্বে; **উভয়োঃ**—উভয়; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অবয়বাঃ**—দেহের অঙ্গ; **সমসংখ্যাঃ**—সমসংখ্যক (চৌদ্দ); **ভবন্তি**—হয়; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **তু**—অবশ্যই; **অজবীথী**—দক্ষিণ দিকের পথ প্রদর্শনকারী তিনটি নক্ষত্র—মূলা, পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া; **আকাশগঙ্গা**—আকাশগঙ্গা (ছায়াপথ); **চ**—ও; **উদরতঃ**—উদরে।

অনুবাদ

সেই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ কুণ্ডলীভূত। তাঁর পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম, এবং পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা। কটিদেশে বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা আদি সপ্তর্ষি। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ডান পাশে অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পাশে পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। কুণ্ডলীভূত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক নক্ষত্র থাকার ফলে তাঁর ভারসাম্য বজায় থাকে। শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী, এবং তাঁর উদরে আকাশগঙ্গা বর্তমান।

শ্লোক ৬

পুনর্বসুপুষ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যোরার্দ্রাশ্লেষে চ দক্ষিণবাময়োঃ পশ্চিময়োঃ পাদয়োরভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্নাসিকয়োর্যথাসংখ্যং শ্রবণপূর্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্লোচনয়োর্ধনিষ্ঠা মূলং চ দক্ষিণবাময়োঃ

কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্ট নক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্ক্রিষু যুঞ্জীত তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্ববঙ্‌ক্রিষু প্রাতিলোম্যেন প্রযুঞ্জীত শতভিষাজ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়োর্দক্ষিণবাময়োর্ন্যসেৎ ॥ ৬ ॥

পুনর্বসু—পুনর্বসু নামক নক্ষত্র; **পুষ্যৌ**—এবং পুষ্যা নামক নক্ষত্র; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **শ্রোণ্যোঃ**—কটিতট; **আর্দ্রা**—আর্দ্রা নামক নক্ষত্র; **অশ্লেষে**—অশ্লেষা নামক নক্ষত্র; **চ**—ও; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—দক্ষিণে এবং বামে; **পশ্চিময়োঃ**—পিছনে; **পাদয়োঃ**—পা; **অভিজিৎ-উত্তরাষাঢ়ে**—অভিজিৎ এবং উত্তরাষাঢ়া নামক নক্ষত্রদ্বয়; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **নাসিকয়োঃ**—নাসিকা; **যথা-সংখ্যম্**—সংখ্যা অনুসারে; **শ্রবণ-পূর্বাষাঢ়া**—শ্রবণা এবং পূর্বাষাঢ়া নামক নক্ষত্র; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **লোচনয়োঃ**—চক্ষু; **ধনিষ্ঠা মূলম্ চ**—ধনিষ্ঠা এবং মূল নামক নক্ষত্র; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **কর্ণয়োঃ**—কান; **মঘা-আদীনি**—মঘা আদি নক্ষত্র; **অষ্ট নক্ষত্রাণি**—আটটি নক্ষত্র; **দক্ষিণ-আয়নানি**—দক্ষিণ মার্গ; **বামপার্শ্ব**—বাঁদিকে; **বঙ্ক্রিষু**—পাঁজরে; **যুঞ্জীত**—স্থাপন করতে পারে; **তথা-এব**—তেমনই; **মৃগশীর্ষা-আদীনি**—মৃগশীর্ষা আদি; **উদগয়নানি**—উত্তরের পথ প্রদর্শনকারী; **দক্ষিণ-পার্শ্ব-বঙ্ক্রিষু**—দক্ষিণ দিকে; **প্রাতিলোম্যেন**—উল্টাদিকে; **প্রযুঞ্জীত**—রাখতে পারে; **শতভিষা**—শতভিষা; **জ্যেষ্ঠে**—জ্যেষ্ঠা; **স্কন্ধয়োঃ**—দুই কাঁধে; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—দক্ষিণ এবং বাম দিকে; **ন্যসেৎ**—রাখা উচিত।

অনুবাদ

পুনর্বসু এবং পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম শ্রোণীদেশে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম নাসিকায়, শ্রবণা ও পূর্বাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম চক্ষে, ধনিষ্ঠা ও মূল দক্ষিণ ও বাম কর্ণে, মঘা থেকে অনুরাধা পর্যন্ত দক্ষিণায়নের আটটি নক্ষত্র বাম পার্শ্বের অস্থিসমূহে এবং মৃগশীর্ষা থেকে পূর্বভাদ্র পর্যন্ত উত্তরায়ণের আটটি নক্ষত্র ডান পার্শ্বের অস্থিতে, এবং শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা তাঁর দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে সন্নিবেশিত রয়েছে।

শ্লোক ৭

উত্তরাহনাবগস্তিরধরাহনৌ যমো মুখেষু চাঙ্গারকঃ শনৈশ্চর উপস্থে বৃহস্পতিঃ ককুদি বক্ষস্যাদিত্যো হৃদয়ে নারায়ণো মনসি চন্দ্রো

নাভ্যামুশনা স্তনয়োরশ্বিনৌ বুধঃ প্রাণাপানয়ো রাহুর্গলে কেতবঃ সর্বাঙ্গেষু রোমসু সর্বে তারাগণাঃ ॥ ৭ ॥

উত্তরা-হনৌ—তাঁর উপরের চোয়ালে; **অগস্তিঃ**—অগস্তি নামক নক্ষত্র; **অধরা-হনৌ**—নীচের চোয়ালে; **যমঃ**—যমরাজ; **মুখে**—মুখে; **চ**—ও; **অঙ্গারকঃ**—মঙ্গল; **শনৈশ্চরঃ**—শনি; **উপস্থে**—উপস্থে; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি; **ককুদি**—গলার পৃষ্ঠদেশে; **বক্ষসি**—বক্ষে; **আদিত্যঃ**—সূর্য; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **মনসি**—মনে; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **নাভ্যাম্**—নাভিতে; **উশনা**—শুক্র; **স্তনয়োঃ**—দুই স্তনে; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনী কুমারদ্বয়; **বুধঃ**—বুধ; **প্রাণাপানয়োঃ**—প্রাণ ও অপান বায়ুতে; **রাহুঃ**—রাহু; **গলে**—গলায়; **কেতবঃ**—কেতু; **সর্ব-অঙ্গেষু**—সর্বাঙ্গে; **রোমসু**—দেহের রোমে; **সর্বে**—সমস্ত; **তারাগণাঃ**—অসংখ্য তারা।

অনুবাদ

শিশুমারের উপরের চোয়ালে অগস্তি, নীচের চোয়ালে যমরাজ, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, গলার পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু, এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত রয়েছে।

শ্লোক ৮

এতদুহৈব ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্বদেবতাময়ং রূপমহরহঃ সন্ধ্যায়াং প্রযতো বাগ্যতো নিরীক্ষমাণ উপতিষ্ঠেত নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায়-অনিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায়াভিধীমহীতি ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই; **উ হ**—বস্তুতপক্ষে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **সর্ব-দেবতাময়ম্**—সর্ব-দেবময়; **রূপম্**—রূপ; **অহঃ-অহঃ**—সর্বদা; **সন্ধ্যায়াম্**—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে; **প্রযতঃ**—ধ্যান করে; **বাগ্যতঃ**—বাণী সংযত করে; **নিরীক্ষমাণঃ**—নিরীক্ষণ করে; **উপতিষ্ঠেত**—আরাধনা করা উচিত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **জ্যোতির্লোকায়**—সমস্ত গ্রহের যিনি আধার স্বরূপ তাঁকে; **কালায়নায়**—কালরূপে; **অনিমিষাম্**—দেবতাদের; **পতয়ে**—অধিপতিকে; **মহা-পুরুষায়**—পরম ঈশ্বর ভগবানকে; **অভিধীমহি**—আমরা ধ্যান করি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, এইভাবে যে শিশুমারের আকৃতি বর্ণিত হল, তাই ভগবানের সর্ব দেবতাময় রূপ। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে মৌন হয়ে সেই রূপ নিরীক্ষণ করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁর উপাসনা করা উচিত—"হে ভগবান, আপনি কালরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আপনি বিভিন্ন কক্ষপথে ভ্রমণশীল নক্ষত্রদের আশ্রয়, হে সর্ব দেবাধিপতি, হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আপনার ধ্যান করি।"

শ্লোক ৯

গ্রহর্ক্ষতারাময়মাধিদৈবিকং
পাপাপহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্ ।
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং
নশ্যেত তৎকালজমাশু পাপম্ ॥ ৯ ॥

গ্রহ-ঋক্ষ-তারা-ময়ম্—সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত; **আধিদৈবিকম্**—সমস্ত দেবতাদের অধিপতি; **পাপ-অপহম্**—পাপ নাশক; **মন্ত্রকৃতাম্**—যাঁরা উপরোক্ত মন্ত্র জপ করেন তাঁদের; **ত্রি-কালম্**—ত্রিকাল; **নমস্যতঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **স্মরতঃ**—ধ্যান করে; **বা**—অথবা; **ত্রি-কালম্**—ত্রিকাল; **নশ্যেত**—বিনাশ করে; **তৎ-কালজম্**—সেই সময়ে উৎপন্ন; **আশু**—অতি শীঘ্র; **পাপম্**—সমস্ত পাপ।

অনুবাদ

শিশুমাররূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরীর সমস্ত দেবতা, নক্ষত্র এবং গ্রহদের আশ্রয়। যিনি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়, দিনে তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। কেউ যদি তাঁর এই রূপকে কেবল প্রণতি নিবেদন করেন এবং প্রতিদিন তিনবার তাঁর রূপের ধ্যান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহলোকসমূহের পূর্ণ বিবরণের সারমর্ম প্রদান করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি এই *বিরাটরূপ* বা বিশ্বরূপের ধ্যান করেন, এবং দিনে তিনবার ধ্যান করে তাঁর আরাধনা করেন, তা হলে তিনি সমস্ত পাপকর্মের

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাতাললোকের বর্ণনা

এই অধ্যায়ে সূর্যের ১০,০০০ যোজন নিম্নে রাহুর বর্ণনা করা হয়েছে, এবং অতল আদি সপ্ত অধঃলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। রাহু সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলের অধঃদেশে অবস্থিত। রাহু যখন সূর্য ও চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে, তখন গ্রহণ হয়। ঋজু ও বক্রভাবে রাহুর অবস্থিতি অনুসারে সর্বগ্রাস ও অর্ধগ্রাস হয়।

রাহু গ্রহের ১০,০০,০০০ যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরদের স্থান, এবং তার নীচে যক্ষলোক ও রক্ষলোক। তার নীচে পৃথিবী এবং পৃথিবীর ৭০,০০০ যোজন নীচে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সপ্ত পাতালে দৈত্য ও দানবেরা তাদের স্ত্রী-পুত্রাদিসহ পরবর্তী জন্মের ভয়ে ভীত না হয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত থাকে। এই সমস্ত লোকে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না, নাগদের মাথার মণির ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীরা জরাগ্রস্ত হয় না এবং ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তারা ভগবানের কালরূপী চক্র ব্যতীত অন্য কোন কারণে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

অতললোকে এক দৈত্যের জৃম্ভণের ফলে, স্বৈরিণী (স্বাধীন), কামিনী (কামোন্মত্ত) এবং পুংশ্চলী (পরপুরুষগামিণী)—এই ত্রিবিধা নারীর উৎপত্তি হয়। অতলের নীচে বিতলে হর-গৌরীর বাসস্থান। তাঁদের উপস্থিতির ফলে *হাটক* নামক এক প্রকার স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বিতলের নীচে সুতল; সেখানে মহাভাগবত বলি মহারাজ বাস করেন। বলি মহারাজের ঐকান্তিক ভক্তির জন্য ভগবান বামনদেবরূপে তাঁকে কৃপা করেন। ভগবান বলি মহারাজের যজ্ঞে গিয়ে তাঁর কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন, এবং সেই অজুহাতে তিনি তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে নেন। বলি মহারাজ সম্মত হলে, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তাঁর দ্বারপাল হন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান যখন ভক্তকে জড় সুখ প্রদান করেন, তা তাঁর প্রকৃত অনুগ্রহ নয়। দেবতারা তাঁদের ঐশ্বর্য গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানের কাছে কেবল জড় সুখই প্রার্থনা করেন; কারণ, তা ছাড়া অন্য প্রকার সুখের বিষয়ে তাঁদের জানা নেই। প্রহ্লাদ

মহারাজের মতো ভক্তেরা কিন্তু জড় সুখ কামনা করেন না। এমনকি তাঁরা মুক্তিও কামনা করেন না, যদিও কেবল নামাভাস উচ্চারণের ফলে তাঁরা অনায়াসে সেই মুক্তি লাভ করতে পারেন।

সুতলের নীচে তলাতল। সেখানে ময়দানব বাস করে। মহাদেবের কৃপায় এই দানব সর্বদা জড় সুখে মত্ত। কিন্তু সে কখনও পরমার্থ সুখ লাভ করতে পারে না। তলাতলের নীচে মহাতল, যেখানে শত সহস্র ফণাবিশিষ্ট সাপেরা বাস করে। মহাতলের নীচে রসাতল এবং তার নীচে পাতাল, যেখানে বাসুকী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাস করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অধস্তাৎ সবিতুর্যোজনাযুতে স্বর্ভানুর্নক্ষত্রবচ্চরতীত্যেকে যোঽসাবমরত্বং গ্রহত্বং চালভত ভগবদনুকম্পয়া স্বয়মসুরাপসদঃ সৈংহিকেয়ো হ্যতদর্হস্তস্য তাত জন্ম কর্মাণি চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অধস্তাৎ**—নীচে; **সবিতুঃ**—সূর্যমণ্ডলের; **যোজন**—আট মাইল; **অযুতে**—দশ হাজার; **স্বর্ভানুঃ**—রাহু গ্রহ; **নক্ষত্রবৎ**—নক্ষত্রের মতো; **চরতি**—বিচরণ করছে; **ইতি**—এইভাবে; **একে**—কোন পুরাণবেত্তা; **যঃ**—যিনি; **অসৌ**—তা; **অমরত্বম্**—দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু; **গ্রহত্বম্**—গ্রহের আধিপত্য; **চ**—এবং; **অলভত**—লাভ করেছে; **ভগবৎ-অনুকম্পয়া**—ভগবানের অনুগ্রহে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অসুর-অপসদঃ**—অসুরাধম; **সৈংহিকেয়ঃ**—সিংহিকার পুত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অতৎ-অর্হঃ**—সেই পদের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও; **তস্য**—তার; **তাত**—হে রাজন্; **জন্ম**—জন্ম; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **উপরিষ্টাৎ**—পরে; **বক্ষ্যামঃ**—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পৌরাণিকেরা বলেন যে, সূর্যের ১০,০০০ যোজন নীচে রাহু গ্রহ নক্ষত্রের মতো বিচরণ করছে। সেই গ্রহের অধিপতি সিংহিকানন্দন অসুরাধম। দেবত্ব ও গ্রহত্ব লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের কৃপায় তা লাভ করেছে। তার কথা আমি পরে বর্ণনা করব।

শ্লোক ২

যদদস্তরণের্মণ্ডলং প্রতপতস্তদ্বিস্তরতো যোজনাযুতমাচক্ষতে দ্বাদশসহস্রং সোমস্য ত্রয়োদশসহস্রং রাহোর্যঃ পর্বণি তদ্ব্যবধানকৃদ্‌বৈরানুবন্ধঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবভিধাবতি ॥ ২ ॥

যৎ—যা; **অদঃ**—তা; **তরণেঃ**—সূর্যের; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **প্রতপতঃ**—যা সর্বদা তাপ বিতরণ করে; **তৎ**—তা; **বিস্তরতঃ**—বিস্তৃত; **যোজন**—আট মাইলের দূরত্ব; **অযুতম্**—দশ হাজার; **আচক্ষতে**—তারা হিসাব করে; **দ্বাদশ-সহস্রম্**—২০,০০০ যোজন (১৬০,০০০ মাইল); **সোমস্য**—চন্দ্রের; **ত্রয়োদশ**—ত্রিশ; **সহস্রম্**—হাজার; **রাহোঃ**—রাহু গ্রহের; **যঃ**—যা; **পর্বণি**—উপলক্ষ্যে; **তৎ-ব্যবধানকৃৎ**—অমৃত বিতরণের সময় যে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল; **বৈর-অনুবন্ধঃ**—বৈরীভাব; **সূর্যা**—সূর্য; **চন্দ্রমসৌ**—এবং চন্দ্র; **অভিধাবতি**—পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সময় তাদের প্রতি ধাবমান হয়।

অনুবাদ

তাপের উৎস সূর্যমণ্ডল ১০,০০০ যোজন ও চন্দ্রমণ্ডল ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত, এবং রাহুমণ্ডলের বিস্তার ৩০,০০০ যোজন। পূর্বে অমৃত বিতরণের সময়, রাহু সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। রাহু সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েরই প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, এবং তাই সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তাঁদের আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ১০,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং চন্দ্র তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত। এখানে *দ্বাদশ* শব্দটির অর্থ দশের দ্বিগুণ অর্থাৎ কুড়ি। শ্রীবিজয়ধ্বজের মতে, রাহু চন্দ্রের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০,০০০ যোজন। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই আপাত বিরোধের মীমাংসা করার জন্য শ্রীবিজয়ধ্বজ রাহু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—*রাহুসোমরবীণাং তু মণ্ডলা দ্বিগুণোক্তিতাম্* । অর্থাৎ রাহুর আয়তন চন্দ্রের দ্বিগুণ, যা সূর্যের দ্বিগুণ। এটি ভাষ্যকার শ্রীবিজয়ধ্বজের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩

তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি ভগবতা রক্ষণায় প্রযুক্তং সুদর্শনং নাম ভাগবতং দয়িতমস্ত্রং তত্তেজসা দুর্বিষহং মুহুঃ পরিবর্তমানমভ্যবস্থিতো

মুহূর্তমুদ্বিজমানশ্চকিতহৃদয় আরাদেব নিবর্ততে তদুপরাগমিতি বদন্তি লোকাঃ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই পরিস্থিতি; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **উভয়ত্র**—চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের চারদিকে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **রক্ষণায়**—তাঁদের রক্ষা করার জন্য; **প্রযুক্তম্**—নিযুক্ত করেছিলেন; **সুদর্শনম্**—শ্রীকৃষ্ণের চক্রকে; **নাম**—নামক; **ভাগবতম্**—সব চাইতে অন্তরঙ্গ ভক্ত; **দয়িতম্**—সব চাইতে প্রিয়; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **তৎ**—তা; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **দুর্বিষহম্**—অসহ্য তাপ; **মুহুঃ**—বারংবার; **পরিবর্তমানম্**—সূর্য এবং চন্দ্রের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ; **অভ্যবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্তের জন্য (৪৮মিনিট); **উদ্বিজমানঃ**—যার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ; **চকিত**—ভীত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **আরাৎ**—দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নিবর্ততে**—পলায়ন করে; **তৎ**—সেই পরিস্থিতি; **উপরাগম্**—গ্রহণ; **ইতি**—এইভাবে; **বদন্তি**—তাঁরা বলেন; **লোকাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

চন্দ্র ও সূর্যের কাছে রাহুর আক্রমণের কথা অবগত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র ও সূর্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁর শক্তিযুক্ত পরম প্রিয় সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেন। অবৈষ্ণবদের সংহার করার জন্য প্রচণ্ড তাপ এবং জ্যোতি সমন্বিত সুদর্শন রাহুর কাছে অসহ্য হয়েছিল, এবং তার ফলে সে ভয়ে পলায়ন করেছিল। রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে, লোকে তাকে গ্রহণ বলে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই দেবতা নামে পরিচিত তাঁর ভক্তদের ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিষ্ণুর অত্যন্ত অনুগত। যদিও তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চান, তবুও ভগবানের অনুগত বলে তাঁদের দেবতা বা সুর বলা হয়। রাহু সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। বিষ্ণুর চক্রের ভয়ে ভীত হয়ে, রাহু সূর্য অথবা চন্দ্রের সম্মুখে এক মুহূর্তের (৪৮ মিনিটের) বেশি সময় থাকতে পারে না। রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রের কিরণ আচ্ছাদিত করে, তখন তাকে গ্রহণ বলা হয়। বৈজ্ঞানিকদের চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা রাহুর আক্রমণের মতোই আসুরিক। তাদের প্রচেষ্টা অবশ্য অকৃতকার্য হবে, কারণ কেউই এত অনায়াসে সূর্য বা চন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে না। রাহুর আক্রমণের মতো তাদের প্রচেষ্টাও অবশ্যই অকৃতকার্য হবে।

শ্লোক ৪

ততোঽধস্তাৎ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব ॥ ৪ ॥

ততঃ—রাহু গ্রহ; **অধস্তাৎ**—নিম্নে; **সিদ্ধ-চারণ**—সিদ্ধলোক এবং চারণলোক; **বিদ্যাধরানাম্**—বিদ্যাধরদের গ্রহলোক; **সদনানি**—বাসস্থান; **তাবৎ মাত্র**—সেই দূরত্ব (আশি হাজার মাইল); **এব**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

রাহু গ্রহের ১০ হাজার যোজন নীচে সিদ্ধলোক, চারণলোক এবং বিদ্যাধরলোক।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, সিদ্ধলোকবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই যোগসিদ্ধি সমন্বিত হওয়ার ফলে, কোন রকম বিমান অথবা যন্ত্র ছাড়াই এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমন করতে পারেন।

শ্লোক ৫

ততোঽধস্তাদ্‌যক্ষরক্ষঃ পিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরিক্ষং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি যাবন্মেঘা উপলভ্যন্তে ॥ ৫ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরলোকের নীচে; **যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-প্রেত-ভূত-গণানাম**—যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত ইত্যাদির; **বিহার-অজিরম্**—বিহারস্থান; **অন্তরিক্ষম্**—অন্তরীক্ষ; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **বায়ুঃ**—বায়ু; **প্রবাতি**—প্রবাহিত হয়; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **মেঘাঃ**—মেঘ; **উপলভ্যন্তে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

বিদ্যাধরলোক, চারণলোক এবং সিদ্ধলোকের নীচে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত আদির বিহারস্থান অন্তরীক্ষ। যতদূর পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘ বিচরণ করে, ততদূর পর্যন্ত অন্তরীক্ষ বিস্তৃত।

শ্লোক ৬

ততোঽধস্তাচ্ছতযোজনান্তর ইয়ং পৃথিবী যাবদ্ধংসভাসশ্যেন সুপর্ণাদয়ঃ পতত্ত্রিপ্রবরা উৎপতন্তীতি ॥ ৬ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—তার নীচে; **শত-যোজন**—এক শত যোজন; **অন্তরে**—অন্তরে; **ইয়ম্**—এই; **পৃথিবী**—পৃথিবী; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **হংস**—হংস; **ভাস**—শকুন; **শ্যেন**—শ্যেন; **সুপর্ণ-আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য পক্ষী; **পতত্রি-প্রবরাঃ**—পক্ষীশ্রেষ্ঠ; **উৎপতন্তি**—উড়তে পারে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

যক্ষ, রক্ষ আদির বাসস্থানের ১০০ যোজন নীচে (৮০০ মাইল) এই পৃথিবী। যতদূর পর্যন্ত হংস, ভাস, শ্যেন আদি বড় বড় পাখিরা উড়তে পারে, ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা।

শ্লোক ৭

উপবর্ণিতং ভূমের্যথাসন্নিবেশাবস্থানমবনেরপ্যধস্তাৎ সপ্ত ভূবিবরা একৈকশো যোজনাযুতান্তরেণায়ামবিস্তারেণোপকুপ্তাঃ অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি ॥ ৭ ॥

উপবর্ণিতম্—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **যথা-সন্নিবেশ-অবস্থানম্**—বিভিন্ন গ্রহলোকের অবস্থান অনুসারে; **অবনেঃ**—পৃথিবী; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অধস্তাৎ**—নীচে; **সপ্ত**—সাত; **ভূ-বিবরাঃ**—অন্য গ্রহলোক; **এক-একশঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত ক্রমশ; **যোজন-অযুত-অন্তরেণ**—দশ হাজার যোজন অন্তরে (আশি হাজার মাইল); **আয়াম-বিস্তারেণ**—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে; **উপক্লৃপ্তাঃ**—অবস্থিত; **অতলম্**—অতল; **বিতলম্**—বিতল; **সুতলম্**—সুতল; **তলাতলম্**—তলাতল; **মহাতলম্**—মহাতল; **রসাতলম্**—রসাতল; **পাতালম্**—পাতাল; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে রাজন্, পৃথিবীর অধোভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার যোজন অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল নামক অন্য আরও সাতটি গ্রহলোক রয়েছে। আমি ইতিপূর্বে পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি। এই সাতটি গ্রহলোকের আয়তনও ভূমণ্ডলের সমান।

শ্লোক ৮

এতেষু হি বিলস্বর্গেষু স্বর্গাদপ্যধিককামভোগৈশ্বর্যানন্দভূতিবিভূতিভিঃ সুসমৃদ্ধ-ভবনোদ্যানাক্রীড়বিহারেষু দৈত্যদানবকাদ্রবেয়া নিত্যপ্রমুদিতানুরক্ত-

কলত্রাপত্যবন্ধুসুহৃদনুচরা গৃহপতয় ঈশ্বরাদপ্যপ্রতিহতকামা মায়াবিনোদা নিবসন্তি ॥ ৮ ॥

এতেষু—এগুলিতে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিল-স্বর্গেষু**—বিলস্বর্গ নামক; **স্বর্গাৎ**—স্বর্গ থেকে; **অপি**—ও; **অধিক**—অধিক; **কাম-ভোগ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **ঐশ্বর্য-আনন্দ**—ঐশ্বর্যজনিত আনন্দ; **ভূতি**—প্রভাব; **বিভূতিভিঃ**—সম্পত্তি; **সু-সমৃদ্ধ**—অত্যন্ত সমৃদ্ধ; **ভবন**—গৃহ; **উদ্যান**—কানন; **আক্রীড়-বিহারেষু**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের নানা প্রকার স্থানে; **দৈত্য**—দৈত্য; **দানব**—দানব; **কাদ্রবেয়াঃ**—সর্প; **নিত্য**—সর্বদা; **প্রমুদিত**—অত্যন্ত আনন্দিত; **অনুরক্ত**—আসক্তির ফলে; **কলত্র**—পত্নী; **অপত্য**—সন্তান; **বন্ধু**—আত্মীয়স্বজন; **সুহৃৎ**—অন্তরঙ্গ সখা; **অনুচরাঃ**—অনুচর; **গৃহ-পতয়ঃ**—গৃহস্বামী; **ঈশ্বরাৎ**—দেবতাদের থেকেও অধিক সমর্থ; **অপি**—ও; **অপ্রতিহত-কামাঃ**—অপ্রতিহত কামভোগ যাদের; **মায়া**—মায়া; **বিনোদাঃ**—যারা সুখ অনুভব করে; **নিবসন্তি**—বাস করে।

অনুবাদ

বিলস্বর্গ নামক এই সপ্ত পাতালে যে সমস্ত ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান ও বিহারভূমি রয়েছে সেগুলি স্বর্গের থেকেও অধিক সমৃদ্ধ। কারণ অসুরদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের মান অনেক উচ্চ। এই লোকের অধিবাসী দৈত্য, দানব এবং নাগেরা গৃহসুখ উপভোগে মগ্ন। তাদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব সকলেই মায়িক জড় সুখভোগে মগ্ন। দেবতাদের সুখভোগ কখনও কখনও প্রতিহত হয়, কিন্তু এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহত সুখ ভোগ করে। এইভাবে তারা মায়িক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, জড় সুখ হচ্ছে মায়া সুখ। বৈষ্ণব সর্বদা এই প্রকার মায়াসুখ থেকে জীবদের উদ্ধার করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্*—এই সমস্ত বিমূঢ় ব্যক্তিরা অনিত্য জড় সুখভোগে মগ্ন। স্বর্গে, নরকে ও মর্ত্যে সর্বত্রই মানুষেরা অনিত্য জড় সুখভোগে মগ্ন। তারা ভুলে গেছে যে, যথাসময়ে প্রকৃতির নিয়মে তাদের দেহের পরিবর্তন করতে হবে এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করতে হবে। পরবর্তী জীবনে যে কি হবে সেই কথা চিন্তা না করে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কেবল তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখভোগেই ব্যস্ত। এই প্রকার বিমূঢ় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের চিন্ময় আনন্দ প্রদান করার জন্য বৈষ্ণব সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন।

শ্লোক ৯

যেষু মহারাজ ময়েন মায়াবিনা বিনির্মিতাঃ পুরো নানামণিপ্রবরপ্রবেক-বিরচিতবিচিত্রভবনপ্রাকারগোপুরসভাচৈত্যচত্বরায়তনাদিভির্নাগাসুর-মিথুনপারাবতশুকশারিকাকীর্ণকৃত্রিমভূমিভির্বিবরেশ্বরগৃহোত্তমৈঃ সমলঙ্কৃতাশ্চকাসতি ॥ ৯ ॥

যেষু—সেই সমস্ত অধঃলোকে; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **ময়েন**—ময়দানবের দ্বারা; **মায়াবিনা**—জড়সুখ ভোগের আয়োজন করতে অত্যন্ত পারদর্শী; **বিনির্মিতাঃ**—নির্মিত; **পুরঃ**—নগরী; **নানা-মণি-প্রবর**—বহুমূল্য মণিমাণিক্যের; **প্রবেক**—শ্রেষ্ঠ; **বিরচিত**—নির্মিত; **বিচিত্র**—আশ্চর্যজনক; **ভবন**—গৃহ; **প্রাকার**—প্রাচীর; **গোপুর**—দ্বার; **সভা**—সভাগৃহ; **চৈত্য**—মন্দির; **চত্বর**—প্রাঙ্গণ; **আয়তন-আদিভিঃ**—প্রবাসীজনের বিশ্রামগৃহ, প্রমোদভবন ইত্যাদি; **নাগ**—সাপ; **অসুর**—অসুর বা নাস্তিক ব্যক্তি; **মিথুন**—মিথুন; **পারাবত**—কপোত; **শুক**—শুক পক্ষী; **শারিকা**—শারি; **আকীর্ণ**—সমাকীর্ণ; **কৃত্রিম**—কৃত্রিম; **ভূমিভিঃ**—ভূমি; **বিবর-ঈশ্বর**—সেই লোকের অধিপতিদের; **গৃহ-উত্তমৈঃ**—উত্তম গৃহের দ্বারা; **সমলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কৃত; **চকাসতি**—অতি মনোহর শোভা ধারণ করেছে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, যাকে বলা হয় বিলস্বর্গ, সেই কৃত্রিম স্বর্গে ময় নামক এক মহা দানব রয়েছে, যে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং স্থপতি। সে অপূর্ব সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত সমস্ত নগরী নির্মাণ করেছে। সেখানে বহু বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, দ্বার, সভাগৃহ, মন্দির, চত্বর, এমনকি প্রবাসীজনের বাসস্থান নির্মাণ করেছে। সেই গ্রহলোকের নেতাদের প্রাসাদগুলি তৈরি হয়েছে সব চাইতে মূল্যবান মণিরত্ন দিয়ে, এবং সেগুলি সর্বদা নাগ, অসুর, এবং কপোত, শুক, শারি ইত্যাদি পক্ষীতে সমাকীর্ণ। সেই কৃত্রিম স্বর্গপুরী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে অতি মনোহর শোভা ধারণ করে বিরাজ করছে।

শ্লোক ১০

উদ্যানানি চাতিতরাং মনইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ কুসুমফলস্তবকসুভগকিসলয়াবন-তরুচিরবিটপবিটপিনাং লতাঙ্গালিঙ্গিতানাং শ্রীভিঃ সমিথুনবিবিধবিহঙ্গম-

জলাশয়ানামমলজলপূর্ণানাং ঝষকুলোল্লঙ্ঘনক্ষুভিতনীরনীরজকুমুদ-কুবলয়কহ্লারনীলোৎপল লোহিতশতপত্রাদিবনেষু কৃতনিকেতনানামেক-বিহারাকুলমধুরবিবিধস্বনাদিভিরিন্দ্রিয়োৎসবৈরমরলোকশ্রিয়মতি-শয়িতানি ॥ ১০ ॥

উদ্যানানি—উদ্যানসমূহ; **চ**—ও; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **মনঃ**—মনে; **ইন্দ্রিয়**—এবং ইন্দ্রিয়ের; **আনন্দিভিঃ**—আনন্দদায়ক; **কুসুম**—ফুলের; **ফল**—ফলের; **স্তবক**—গুচ্ছ; **সুভগ**—অত্যন্ত সুন্দর; **কিসলয়**—নব পল্লব; **অবনত**—অবনত; **রুচির**—আকর্ষণীয়; **বিটপ**—শাখা সমন্বিত; **বিটপিনাম্**—বৃক্ষের; **লতা-অঙ্গ-আলিঙ্গিতানাম্**—লতাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গিত; **শ্রীভিঃ**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **স-মিথুন**—জোড়ায়; **বিবিধ**—বিভিন্ন প্রকার; **বিহঙ্গম**—পক্ষী সমাকীর্ণ; **জল-আশয়ানাম্**—জলাশয়ের; **অমল-জল-পূর্ণানাম্**—স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; **ঝষ-কুল-উল্লঙ্ঘন**—বিভিন্ন প্রকার মাছের উল্লম্ফনের ফলে; **ক্ষুভিত**—ক্ষুব্ধ; **নীর**—জলে; **নীরজ**—পদ্মের; **কুমুদ**—কুমুদ; **কুবলয়**—কুবলয়; **কহ্লার**—কহ্লার; **নীল-উৎপল**—নীল কমল; **লোহিত**—লাল; **শত-পত্র-আদি**—শত পত্র সমন্বিত পদ্মফুল ইত্যাদি; **বনেষু**—বনে; **কৃত-নিকেতনানাম্**—যে সমস্ত পাখিরা তাদের নীড় বানিয়েছে; **এক-বিহার-আকুল**—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত; **মধুর**—মধুর; **বিবিধ**—নানা ধরনের; **স্বন-আদিভিঃ**—নিনাদের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়-উৎসবৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের উৎসব; **অমর-লোক-শ্রিয়ম্**—দেবলোকের সৌন্দর্য; **অতিশয়িতানি**—অতিক্রম করেছে।

অনুবাদ

সেই কৃত্রিম স্বর্গের উদ্যানগুলি যেন অমরলোকের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে। সেই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ লতাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গিত এবং তাদের শাখাসমূহ ফল, ফুলের গুচ্ছ এবং সুন্দর নব পল্লবের ভারে অবনত হয়ে এমন শোভা ধারণ করেছে যে, তা দর্শন করা মাত্রই দর্শকের মন-প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর সেখানে যে জলাশয় রয়েছে তা স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; সেই জলে নানা প্রকার মাছ উল্লম্ফন করায় তা ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সেই জলাশয়গুলি কুমুদ, কুবলয়, কহ্লার, নীল ও লাল পদ্ম দ্বারা সুশোভিত। সেখানে চক্রবাক আদি যে সমস্ত বিহঙ্গ-মিথুন বাস করছে, তারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত হয়ে নানা প্রকার কূজনে সমস্ত কাননকে মুখরিত করছে। সেই মনোরম ধ্বনি মন এবং ইন্দ্রিয়ের অপূর্ব আনন্দ বিধান করে।

শ্লোক ১১

যত্র হ বাব ন ভয়মহোরাত্রাদিভিঃ কালবিভাগৈরুপলক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥

যত্র—যেখানে; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **ভয়ম্**—ভয়; **অহঃ-রাত্র-আদিভিঃ**—দিন এবং রাত্রির ফলে; **কাল-বিভাগৈঃ**—কাল বিভাগ; **উপলক্ষ্যতে**—অনুভূত হয়।

অনুবাদ

যেহেতু সেখানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না, তাই সেখানে দিন ও রাত্রির কালবিভাগ নেই, সুতরাং কালজনিত কোন ভয়ও সেখানে নেই।

শ্লোক ১২

যত্র হি মহাহিপ্রবরশিরোমণয়ঃ সর্বং তমঃ প্রবাধন্তে ॥ ১২ ॥

যত্র—যেখানে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মহা-অহি**—মহাসর্প; **প্রবর**—শ্রেষ্ঠ; **শিরঃ-মণয়ঃ**—তাদের মাথার মণি; **সর্বম্**—সমস্ত; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রবাধন্তে**—দূর করে।

অনুবাদ

সেখানে বহু মহাসর্প বাস করে, যাদের মাথার মনির প্রভায় চতুর্দিকের অন্ধকার দূর হয়।

শ্লোক ১৩

ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসরসায়নান্নপানস্নানাদিভিরাধয়ো ব্যাধয়ো বলীপলিতজরাদয়শ্চ দেহবৈবর্ণ্যদৌর্গন্ধ্যস্বেদক্লমগ্লানিরিতি বয়োঽবস্থাশ্চ ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

ন—না; **বা**—অথবা; **এতেষু**—এই সমস্ত লোকে; **বসতাম্**—যারা বাস করে; **দিব্য**—আশ্চর্যজনক; **ঔষধি**—ওষধির; **রস**—রস; **রসায়ন**—দীর্ঘ আয়ু প্রদানকারী রসায়ন; **অন্ন**—আহার করে; **পান**—পান করে; **স্নানাদিভিঃ**—স্নান আদি দ্বারা; **আধয়ঃ**—মানসিক ক্লেশ; **ব্যাধয়ঃ**—ব্যাধি; **বলী**—বলী রেখা; **পলিত**—পাকা চুল; **জরা**—জরা; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **চ**—ও; **দেহ-বৈবর্ণ্য**—দেহের বৈবর্ণ্য; **দৌর্গন্ধ্য**—দুর্গন্ধ; **স্বেদ**—স্বেদ; **ক্লম**—শ্রান্তি; **গ্লানিঃ**—উৎসাহের অভাব; **ইতি**—এইভাবে; **বয়ঃ অবস্থাঃ**—বার্ধক্যজনিত দুর্দশা; **চ**—এবং; **ভবন্তি**—হয়।

অনুবাদ

যেহেতু সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা দিব্য ঔষধির রস পান করে এবং ঐ রসে স্নান করে, তাই তারা সব রকম মানসিক উৎকণ্ঠা এবং শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত। তাদের চুল পাকে না, শরীরে বলীরেখা দেখা দেয় না এবং তাদের দেহে বার্ধক্যজনিত জরা দেখা দেয় না। তাদের শরীরের কান্তি কখনও মলিন হয় না, তাদের ঘামজনিত দুর্গন্ধ হয় না, এবং তারা বার্ধক্যজনিত শ্রান্তি ও অনুৎসাহ অনুভব করে না।

শ্লোক ১৪

ন হি তেষাং কল্যাণানাং প্রভবতি কুতশ্চন মৃত্যুর্বিনা ভগবত্তেজসশ্চক্রা-পদেশাৎ ॥ ১৪ ॥

ন হি—না; **তেষাম্**—তাদের; **কল্যাণানাম্**—যারা স্বভাবতই শুভ; **প্রভবতি**—প্রভাবিত করতে সমর্থ; **কুতশ্চন**—কোথা থেকেও; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **বিনা**—ব্যতীত; **ভগবৎ-তেজসঃ**—ভগবানের শক্তির; **চক্র-অপদেশাৎ**—সুদর্শন চক্র থেকে।

অনুবাদ

তারা অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে জীবনযাপন করে এবং কালরূপী ভগবানের সুদর্শন চক্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে তারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের এই দোষ। পাতাললোকে সবকিছু অত্যন্ত সুন্দরভাবে আয়োজিত হয়েছে। সেখানে সুন্দর বাসস্থান, মনোরম বাতাবরণ, দৈহিক ক্লেশ এবং মানসিক উৎকণ্ঠামুক্ত জীবন, সবকিছুই রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কর্ম অনুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। যারা মন্দমতি, তারা জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকারী জড় সভ্যতার এই ত্রুটি বুঝতে পারে না। মানুষ তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যত আয়োজন করুক না কেন, যথাসময়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আসুরিক সভ্যতা জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। সুদর্শন চক্রের প্রভাবে তাদের তথাকথিত জড় সুখ কখনই স্থায়ী হতে পারবে না।

শ্লোক ১৫

যস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরবধূনাং প্রায়ঃ পুংসবনানি ভয়াদেব স্রবন্তি পতন্তি চ ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্—যেখানে; **প্রবিষ্টে**—যখন প্রবেশ করে; **অসুর-বধূনাম্**—অসুর-রমণীদের; **প্রায়ঃ**—প্রায়ই; **পুংসবনানি**—গর্ভ; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **স্রবন্তি**—স্খলিত হয়; **পতন্তি**—পতিত হয়; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সুদর্শন চক্র যখন এই প্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন ভয়ে গর্ভবতী অসুর-রমণীদের গর্ভপাত হয়।

শ্লোক ১৬

অথাতলে ময়পুত্রোঽসুরো বলো নিবসতি যেন হ বা ইহ সৃষ্টাঃ ষণ্ণবতির্মায়াঃ কাশ্চনাদ্যাপি মায়াবিনো ধারয়ন্তি যস্য চ জৃম্ভমাণস্য মুখতস্ত্রয়ঃ স্ত্রীগণা উদপদ্যন্ত স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যঃ পুংশ্চল্য ইতি যা বৈ বিলায়নং প্রবিষ্টং পুরুষং রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা স্ববিলাসাবলোকনানুরাগস্মিতসংলাপোপগূহনাদিভিঃ স্বৈরং কিল রময়ন্তি যস্মিন্নুপযুক্তে পুরুষ ঈশ্বরোঽহং সিদ্ধোঽহমিত্যযুতমহাগজ-বলমাত্মানমভিমন্যমানঃ কত্থতে মদান্ধ ইব ॥ ১৬ ॥

অথ—এখন; **অতলে**—অতললোকে; **ময়-পুত্রঃ-অসুরঃ**—ময়ের অসুর পুত্র; **বলঃ**—বল; **নিবসতি**—বাস করে; **যেন**—যার দ্বারা; **হ বা**—প্রকৃতপক্ষে; **ইহ**—এতে; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **ষট্-নবতিঃ**—ছিয়ানব্বই; **মায়াঃ**—বিভিন্ন প্রকার মায়া; **কাশ্চন**—কোন; **অদ্যাপি**—আজও; **মায়াবিনঃ**—যারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী (যেমন সোনা তৈরি করা); **ধারয়ন্তি**—ধারণ করে; **যস্য**—যার; **চ**—ও; **জৃম্ভমাণস্য**—জৃম্ভণের ফলে; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **ত্রয়ঃ**—তিন প্রকার; **স্ত্রী-গণাঃ**—রমণী; **উদপদ্যন্ত**—সৃষ্টি হয়েছে; **স্বৈরিণ্যঃ**—স্বৈরিণী (স্ববর্ণে রতা); **কামিন্যঃ**—কামিনী (অত্যন্ত কামুক হওয়ার ফলে, যারা অন্য বর্ণের মানুষকে বিবাহ করে); **পুংশ্চল্যঃ**—পুংশ্চলী (এক পতি থেকে অন্য পতিতে গমনকারিণী); **ইতি**—এইভাবে; **যাঃ**—যে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **বিল-অয়নম্**—পাতাললোক; **প্রবিষ্টম্**—

প্রবেশ করে; **পুরুষম্**—পুরুষ; **রসেন**—রসের দ্বারা; **হাটক-আখ্যেন**—হাটক নামক মাদক ওষধি থেকে প্রস্তুত; **সাধয়িত্বা**—রতিক্রিয়ায় সমর্থ করে; **স্ব-বিলাস**—তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য; **অবলোকন**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **অনুরাগ**—কামপূর্ণ; **স্মিত**—হাসির দ্বারা; **সংলাপ**—আলাপের দ্বারা; **উপগূহন-আদিভিঃ**—এবং আলিঙ্গনের দ্বারা; **স্বৈরম্**—তাদের বাসনা অনুসারে; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **রময়ন্তি**—মৈথুনসুখ উপভোগ করে; **যস্মিন্**—যা; **উপযুক্তে**—যখন ব্যবহার করা হয়; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ঈশ্বরঃ অহম্**—আমি সব চাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি; **সিদ্ধঃ অহম্**—আমি সর্বশ্রেষ্ঠ; **ইতি**—এইভাবে; **অযুত**—দশ হাজার; **মহা-গজ**—বিশাল হস্তী; **বলম্**—শক্তি; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অভিমন্যমানঃ**—গর্বান্বিত হয়ে; **কত্থতে**—তারা বলে; **মদান্ধঃ**—অহংকারের ফলে অন্ধ হয়ে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

"হে রাজন, আমি এখন আপনাকে একে একে অতল আদি লোকের বর্ণনা করব। অতলে ময়দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে। এই বলই ছিয়ানব্বই প্রকার মায়া সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত যোগী এবং স্বামীরা আজও সেই মায়াশক্তির বলে মানুষকে প্রতারণা করে। সেই দানবের জৃম্ভণের ফলে তার মুখ থেকে স্বৈরিণী, কামিনী এবং পুংশ্চলী—এই তিন প্রকার রমণীর সৃষ্টি হয়েছে। স্বৈরিণীরা স্ববর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে, কামিনীরা অন্য বর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে, এবং পুংশ্চলীরা একের পর এক পতি পরিবর্তন করে। কোন পুরুষ যদি অতলে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত নারী তাকে হাটক রস পান করায়। এই মাদক পানের ফলে তাদের যৌন ক্রিয়ায় প্রবল সামর্থ্য হয়, এবং সেই রমণীরা তাদের সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হয়। সেই রমণীরা তাদের আকর্ষণীয় অবলোকন, নির্জন ভাষণ, অনুরাগযুক্ত হাস্য এবং আলিঙ্গনের দ্বারা তাদের বিমোহিত করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে রমণ করায়। তাদের বর্ধিত রতি সামর্থ্যের ফলে তারা নিজেদের অযুত হস্তীর থেকেও বলবান বলে মনে করে মদান্ধ হয়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা তাদের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে অচেতন থেকে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে।

শ্লোক ১৭

ততোঽধস্তাদ্‌বিতলে হরো ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায় ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূত আস্তে যতঃ প্রবৃত্তা সরিৎপ্রবরা হাটকী নাম ভবয়োর্বীর্যেণ যত্র চিত্রভানুর্মাতরিশ্বনা

সমিধ্যমান ওজসা পিবতি তন্নিষ্ঠ্যূতং হাটকাখ্যং সুবর্ণং ভূষণেনাসুরেন্দ্রাবরোধেষু পুরুষাঃ সহ পুরুষীভির্ধারয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

ততঃ—অতললোকের; **অধস্তাৎ**—নীচে; **বিতলে**—বিতললোকে; **হরঃ**—ভগবান শিব; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **হাটকেশ্বরঃ**—স্বর্ণের ঈশ্বর; **স্ব-পার্ষদ**—তাঁর পার্ষদসহ; **ভূত-গণ**—ভূত-প্রেত; **আবৃতঃ**—পরিবৃত; **প্রজাপতি-সর্গ**—ব্রহ্মার সৃষ্টি; **উপবৃংহণায়**—প্রজা বৃদ্ধির জন্য; **ভবঃ**—মহাদেব; **ভবান্যা সহ**—তাঁর পত্নী ভবানীসহ; **মিথুনী-ভূতঃ**—মৈথুনরত; **আস্তে**—থাকেন; **যতঃ**—সেই (বিতল) লোক থেকে; **প্রবৃত্তা**—উদ্ভূতা হয়; **সরিৎ-প্রবরা**—মহানদী; **হাটকী**—হাটকী; **নাম**—নামক; **ভবয়োঃ বীর্যেণ**—হর-গৌরীর বীর্য থেকে; **যত্র**—যেখানে; **চিত্র-ভানুঃ**—অগ্নিদেব; **মাতরিশ্বনা**—বায়ুর দ্বারা; **সমিধ্যমানঃ**—উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত; **ওজসা**—মহা তেজসহ; **পিবতি**—পান করেন; **তৎ**—তা; **নিষ্ঠ্যূতম্**—ফুৎকার করেন; **হাটক-আখ্যম্**—হাটক নামক; **সুবর্ণম্**—স্বর্ণ; **ভূষণেন**—বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কারের দ্বারা; **অসুরেন্দ্র**—মহা অসুরের; **অবরোধেষু**—গৃহে; **পুরুষাঃ**—পুরুষগণ; **সহ**—সঙ্গে; **পুরুষীভিঃ**—নারীগণ; **ধারয়ন্তি**—ধারণ করে।

অনুবাদ

অতল লোকের নীচে বিতল, যেখানে হাটকেশ্বর শিব তাঁর অনুচর ভূতপ্রেত সহ মিলিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য ভবানীসহ মিথুনীভূত হয়ে বাস করছেন। হর-গৌরীর বীর্য থেকে হাটকী নামক নদী বিতল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নি বায়ুবলে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়ে, সেই নদীতে প্রবাহিত জলরূপ বীর্য পান করে ফুৎকার করেন। তার ফলে হাটক নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই গ্রহলোকের অসুর এবং অসুরীরা সেই হাটক-স্বর্ণনির্মিত ভূষণ পরিধান করে মহাসুখে সেখানে বাস করে।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ভব এবং ভবানীর মৈথুনের যে বীর্য নির্গত হয়, তা যখন অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হয়, তখন স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বলা হয় যে, মধ্য যুগের অপরসায়নবিদ্‌রা (অ্যালকেমিস্ট) অপকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরি করার চেষ্টা করত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীও বলেছেন যে, কাঁসা আদি অপকৃষ্ট ধাতু যখন পারদের দ্বারা বিশেষভাবে জারিত হয়, তখন তা সোনায় পরিণত হয়।

নীচকুলোদ্ভূত মানুষ যে দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে, সেই প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"পারদের দ্বারা জারিত হওয়ার ফলে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই নিম্নকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণব দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।" আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ম্লেচ্ছ এবং যবনদেরও আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং আসব পান বর্জন করিয়ে, যথাযথভাবে দীক্ষা দান করার মাধ্যমে প্রকৃত ব্রাহ্মণে পরিণত করার চেষ্টা করছে। যে ব্যক্তি এই চারটি পাপকর্ম বর্জন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই এইভাবে দীক্ষিত হওয়ার ফলে শুদ্ধ ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন, যে কথা শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন।

আর তা ছাড়া, এই শ্লোক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যথাযথ প্রক্রিয়ায় পারদ এবং কাঁসার মিশ্রণকে উত্তপ্ত ও গলানোর ফলে অতি সস্তায় সোনা তৈরি করা যায়। মধ্যযুগের ইওরোপীয় অ্যালকেমিস্টরা সোনা তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি, তার কারণ হয়তো তারা ঠিকমতো শাস্ত্রনির্দেশ অনুসরণ করতে পারেনি।

শ্লোক ১৮

ততোঽধস্তাৎ সুতলে উদারশ্রবাঃ পুণ্যশ্লোকো বিরোচনাত্মজো বলির্ভগবতা মহেন্দ্রস্য প্রিয়ং চিকীর্ষমাণেনাদিতের্লব্ধকায়ো ভূত্বা বটুবামনরূপেণ পরাক্ষিপ্তলোকত্রয়ো ভগবদনুকম্পয়ৈব পুনঃ প্রবেশিত ইন্দ্রাদিষ্ববিদ্যমানয়া সুসমৃদ্ধয়া শ্রিয়াভিজুষ্টঃ স্বধর্মেণারাধয়ংস্তমেব ভগবন্তমারাধনীয়মপগতসাধস আস্তেঽধুনাপি ॥ ১৮ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—বিতললোকের নীচে; **সুতলে**—সুতললোকে; **উদার-শ্রবাঃ**—অত্যন্ত যশস্বী; **পুণ্য-শ্লোকঃ**—অতি পুণ্যবান এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত; **বিরোচনাত্মজঃ**—বিরোচনের পুত্র; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **মহা-ইন্দ্রস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **প্রিয়ম্**—মঙ্গল; **চিকীর্ষমাণেন**—সাধন করার বাসনায়; **আদিতেঃ**—অদিতি থেকে; **লব্ধ-কায়ঃ**—তাঁর দেহ প্রাপ্ত হয়ে; **ভূত্বা**—আবির্ভূত হয়ে; **বটু**—ব্রহ্মচারী; **বামন-রূপেণ**—বামনরূপে; **পরাক্ষিপ্ত**—অপহরণ করেছিলেন; **লোক-**

ত্রয়ঃ—ত্রিলোক; **ভগবৎ-অনুকম্পয়া**—ভগবানের অনুগ্রহে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রবেশিতঃ**—প্রবেশ করিয়েছিলেন; **ইন্দ্রাদিষু**—দেবরাজ ইন্দ্রেরও; **অবিদ্যমানয়া**—দুর্লভ; **সুসমৃদ্ধয়া**—সম্পদে সমৃদ্ধ; **শ্রিয়া**—সৌভাগ্যের দ্বারা; **অভিজুষ্টঃ**—আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে; **স্ব-ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে; **আরাধয়ন্**—আরাধনা করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **আরাধনীয়ম্**—পরম আরাধ্য; **অপগত-সাধ্বসঃ**—নির্ভয়ে; **আস্তে**—রয়েছেন; **অধুনা অপি**—এখনও।

অনুবাদ

বিতললোকের নীচে সুতল অবস্থিত। সেখানে বিরোচনের পুত্র মহাযশা মহা পুণ্যবান বলি মহারাজ বাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু অদিতির গর্ভ থেকে বটু বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে, ছলনাপূর্বক বলির কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করে ত্রিলোক অপহরণ করেছিলেন। বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং ইন্দ্রেরও দুর্লভ সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। সুতললোকে বলি মহারাজ এখনও ভগবানের আরাধনায় যুক্ত রয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে বলা হয় উত্তমশ্লোক, অর্থাৎ "তিনি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা পূজিত হন," এবং বলি মহারাজের মতো তাঁর ভক্তেরাও পুণ্যশ্লোকের দ্বারা পূজিত হন, অর্থাৎ যেই শ্লোকের প্রভাবে পুণ্য বর্ধিত হয়। বলি মহারাজ ভগবানকে তাঁর সম্পদ, রাজ্য, এমনকি তাঁর দেহ পর্যন্তও অর্পণ করেছিলেন (*সর্বাত্মনিবেদনে বলিঃ*)। ভগবান ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুকরূপে বলি মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং বলি মহারাজ তাঁকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। কিন্তু ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করার ফলে বলি মহারাজ দরিদ্র হয়ে যাননি, তিনি এক সার্থক ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় সবকিছু ফিরে পেয়েছিলেন। তেমনই যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারের জন্য দান করেন, তার ফলে তাঁদের কোন ক্ষতি হয় না; তাঁরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ সহ ফিরে পান। পক্ষান্তরে, যাঁরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের পক্ষে দান গ্রহণ করেন, তাঁদের অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে, যাতে তার একটি কড়িও ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় না করা হয়।

শ্লোক ১৯

নো এবৈতৎ সাক্ষাৎকারো ভূমিদানস্য যত্তদ্ভগবত্যশেষজীবনিকায়ানাং জীবভূতাত্মভূতে পরমাত্মনি বাসুদেবে তীর্থতমে পাত্র উপপন্নে পরয়া শ্রদ্ধয়া পরমাদরসমাহিতমনসা সম্প্রতিপাদিতস্য সাক্ষাদপবর্গদ্বারস্য যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্যম্ ॥ ১৯ ॥

নো—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **এতৎ**—এই; **সাক্ষাৎকারঃ**—প্রত্যক্ষ ফল; **ভূমি-দানস্য**—ভূমি দান করার; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অশেষ-জীব-নিকায়ানাম্**—অসংখ্য জীবদের; **জীব-ভূত-আত্ম-ভূতে**—যিনি জীবন এবং পরমাত্মা; **পরম-আত্মনি**—পরম নিয়ন্তা; **বাসুদেবে**—ভগবান শ্রীবাসুদেব (কৃষ্ণ); **তীর্থ-তমে**—সমস্ত তীর্থস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **পাত্রে**—সব চাইতে যোগ্য পাত্রে; **উপপন্নে**—সমীপবর্তী হয়ে; **পরয়া**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পরম-আদর**—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; **সমাহিত-মনসা**—সমাহিত চিত্তে; **সম্প্রতিপাদিতস্য**—যা দান করা হয়েছিল; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **অপবর্গ-দ্বারস্য**—মুক্তির দ্বার; **যৎ**—যা; **বিল-নিলয়**—বিল বা কৃত্রিম স্বর্গের; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

হে রাজন, বলি মহারাজ যে ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন বলে বিলস্বর্গে মহা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কখনও মনে করা উচিত নয়। যিনি সমস্ত জীবের জীবন স্বরূপ, যিনি পরম সুহৃৎরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং যাঁর নির্দেশনায় জীব এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য তিনি তা করেননি, শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়। অতএব কখনও মনে করা উচিত নয় যে, বলি মহারাজ তাঁর দানের বিনিময়ে এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কেউ যখন শুদ্ধ প্রেমে ভগবানের ভক্ত হন, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তিনি জড়-জাগতিক উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন। কিন্তু, কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তের জড় ঐশ্বর্য তাঁর ভগবদ্ভক্তির ফল। ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত ফল হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা, যা সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২০

যস্য হ বাব ক্ষুতপতনপ্রস্খলনাদিষু বিবশঃ সকৃন্নামাভিগৃণন্ পুরুষঃ কর্মবন্ধনমঞ্জসা বিধুনোতি যস্য হৈব প্রতিবাধনং মুমুক্ষবোঽন্যথৈবো-পলভন্তে ॥ ২০ ॥

যস্য—যার; **হ বাব**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষুত**—ক্ষুধা; **পতন**—পতন; **প্রস্খলনাদিষু**—স্খলন আদি সময়ে; **বিবশঃ**—অসহায় হয়ে; **সকৃৎ**—একবার; **নাম অভিগৃণন্**—ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **কর্ম-বন্ধনম্**—সকাম কর্মের বন্ধন; **অঞ্জসা**—সম্পূর্ণরূপে; **বিধুনোতি**—বিধৌত হয়; **যস্য**—যার; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **এব**—এই ভাবে; **প্রতিবাধনম্**—বিকর্ষণ; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তিকামী ব্যক্তিদের; **অন্যথা**—অন্যথা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপলভন্তে**—উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

অনুবাদ

কেউ যদি ক্ষুধা, পতন, স্খলন আদির সময়ে ব্যাকুল হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি দুর্বার কর্মবন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হন। সেই মুক্তি লাভের জন্যই মুক্তিকামীরা কর্মমূলস্বরূপ সংসারবন্ধন ছেদন করার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ আদি নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করে।

তাৎপর্য

কেউ যদি বলে যে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হলে সর্বপ্রথমে ভগবানকে সর্বস্ব নিবেদন করে মুক্ত হতে হবে, তা হলে সেই কথা ভুল। ভগবদ্ভক্ত কোন রকম আলাদা প্রয়াস না করেই, আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন। বলি মহারাজ ভগবানকে সর্বস্ব দান করার ফলস্বরূপ জড় ঐশ্বর্য লাভ করেননি। যিনি সব রকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ভক্ত হয়েছেন, তিনি ঐ জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় সৌভাগ্যকেই ভগবানের দান বলে মনে করেন, এবং এইভাবে তাঁর ভগবৎসেবা কখনও প্রতিহত হয় না। ভগবদ্ভক্তকে মুক্তি লাভের জন্য পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, *মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্*—ভগবদ্ভক্তকে মুক্তির জন্য পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না, কারণ মুক্তিদেবী স্বয়ং তাঁকে সেবা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

এই প্রসঙ্গে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*অন্ত্যলীলা* ৩/১৭৭-১৮৮) শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ভগবানের নাম গ্রহণের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন—

কেহ বলে,—'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়' ।
কেহ বলে,—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়' ॥ ১৭৭ ॥

তাঁদের কেউ কেউ বললেন, "ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে পাপ ক্ষয় হয়"; এবং অন্য কেউ বললেন, "ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণের ফলে মুক্তি লাভ হয়।"

হরিদাস কহেন,—"নামের এই দুই ফল নয় ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ ১৭৮ ॥

হরিদাস ঠাকুর তখন তার প্রতিবাদ করে বললেন, "এই দুটি নামের প্রকৃত ফল নয়। নিরপরাধে নাম গ্রহণের ফলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমের উদয় হয়।"

আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি,' 'পাপনাশ' ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ ॥ ১৮০ ॥

'মুক্তি' এবং 'পাপক্ষয়', এই দুটি ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল; তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সূর্যের প্রকাশের উল্লেখ করা যায়।

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ ।"
সব কহে,—'তুমি কহ অর্থ-বিবরণ' ॥ ১৮২ ॥

একটি শ্লোক আবৃত্তি করে হরিদাস ঠাকুর তাঁদের বললেন, "হে পণ্ডিতগণ, দয়া করে আপনারা এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করুন।" তখন সমস্ত শ্রোতারা হরিদাস ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন, "আপনি এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করুন।"

হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্যের উদয় ।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৮৩ ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ ।
উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-আদি পরকাশ ॥ ১৮৪ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয় ।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৮৫ ॥

হরিদাস ঠাকুর বললেন, "সূর্য উদয়ের আগেই যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হতে থাকে এবং অন্ধকারজনিত চোর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় দূর হয়, এবং সূর্যের উদয় হলে ধর্ম, কর্ম আদির অনুষ্ঠান শুরু হয়; তেমনই, অপরাধ বর্জিত হয়ে নাম গ্রহণের আভাসের ফলেই পাপ-আদির ক্ষয় হয়, এবং শুদ্ধ নামের উদয় হলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেম লাভ হয়।

'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে ॥ ১৮৬ ॥

" 'মুক্তি' নামাভাসের তুচ্ছ ফল।"

যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে" ॥ ১৮৮ ॥

"যে মুক্তি শুদ্ধ ভক্ত গ্রহণ করতে চান না, তা কৃষ্ণ অনায়াসে দিতে চান।"

নামাভাস হচ্ছে নাম-অপরাধ এবং শুদ্ধ নাম গ্রহণের মধ্যবর্তী স্তর। ভগবানের নাম গ্রহণের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে দশ অপরাধযুক্ত নাম, তার পরবর্তী স্তরটি নামাভাস, যে স্তরে অপরাধ প্রায় নিবৃত্ত হয়েছে এবং নাম গ্রহণকারী প্রায় শুদ্ধ নামের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তৃতীয় স্তরটিতে যখন নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন হয়, তখন সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধির চরম অবস্থা।

শ্লোক ২১

তদ্ভক্তানামাত্মবতাং সর্বেষামাত্মন্যাত্মদ আত্মতয়ৈব ॥ ২১ ॥

তৎ—তা; **ভক্তানাম্**—মহান ভক্তদের; **আত্মবতাম্**—সনক, সনাতন আদি আত্মজ্ঞানী পুরুষদের; **সর্বেষাম্**—সকলের; **আত্মনি**—আত্মস্বরূপ ভগবানকে; **আত্মদে**—যিনি নিঃসঙ্কোচে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন; **আত্মতয়া**—যিনি পরম আত্মা; **এব**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান নারদ মুনির মতো ভক্তদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেন। অর্থাৎ, ভগবানের প্রতি যাঁরা শুদ্ধ প্রেমপরায়ণ, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের শুদ্ধ প্রেম দান করেন। সনকাদি আত্মজ্ঞানীদের তিনি পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধিরূপ চিন্ময় আনন্দ দান করেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবানকে সর্বস্ব দান করেছিলেন বলে ভগবান তাঁর দ্বাররক্ষক হননি, পক্ষান্তরে তাঁর মহান ভগবৎ প্রেমের জন্যই তিনি তাঁর প্রতি এই প্রকার কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

ন বৈ ভগবান্নূনমমুষ্যানুজগ্রাহ যদুত পুনরাত্মানুস্মৃতিমোষণং মায়াময়ভোগৈশ্বর্যমেবাতনুতেতি ॥ ২২ ॥

ন—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **অমুষ্য**—বলি মহারাজকে; **অনুজগ্রাহ**—তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন; **যৎ**—যেহেতু; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আত্ম-অনুস্মৃতি**—ভগবৎ স্মৃতি; **মোষণম্**—যা হরণ করে নেয়; **মায়াময়**—মায়ার এক প্রকার প্রভাব; **ভোগৈশ্বর্যম্**—জড় ঐশ্বর্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আতনুত**—বিস্তার করে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

ভগবান বলি মহারাজকে জড় সুখ এবং ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কৃপা প্রদর্শণ করেননি, কারণ ভোগৈশ্বর্যের ফলে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার কথা ভুলে যায়। জড় ঐশ্বর্যের ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আর একাগ্র করা যায় না।

তাৎপর্য

দুই প্রকার ঐশ্বর্য রয়েছে। একটি কর্মযোগ এবং অন্যটি ভগবৎ প্রসাদ যোগ। ভগবানের চরণে সর্বতোভাবে শরণাগত আত্মা কখনও তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় ঐশ্বর্য কামনা করেন না। তাই যখন কোন শুদ্ধ ভক্তকে ঐশ্বর্য সমন্বিত হতে দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে সেটি তাঁর কর্মজাত নয়, পক্ষান্তরে তা তাঁর ভক্তিজাত। অর্থাৎ, তা তিনি লাভ করেছেন কারণ ভগবান চান যে, তিনি যেন অনায়াসে এবং সমৃদ্ধি সহকারে সেবা করতে পারেন। নবীন ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা হচ্ছে যে, তিনি আর্থিক দিক দিয়ে নির্ধন হয়ে যান। তা ভগবানের বিশেষ কৃপা, কারণ নবীন ভক্ত যদি জড় ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের সেবার কথা ভুলে যাবেন। কিন্তু, উন্নত স্তরের ভক্তকে ভগবান ঐশ্বর্য প্রদান করে কৃপা করেন। সেই ঐশ্বর্য জড় ঐশ্বর্য নয়, তা চিন্ময় ঐশ্বর্য। দেবতাদের জড় ঐশ্বর্য প্রদান করার ফলে, তাঁরা ভগবানকে ভুলে যান, কিন্তু বলি মহারাজকে ভগবান ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন তাঁর সেবা করার জন্য, এবং সেই ঐশ্বর্য মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

শ্লোক ২৩

যত্তদ্ভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতস্বশরীরাবশেষিত-লোকত্রয়ো বরুণপাশৈশ্চ সম্প্রতিমুক্তো গিরিদর্যাং চাপবিদ্ধ ইতি হোবাচ ॥ ২৩ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **অনধিগত-অন্য-উপায়েন**—যাকে অন্য কোন উপায়ে উপলব্ধি করা যায় না; **যাজ্ঞা-ছলেন**—ভিক্ষার ছলে; **অপহৃত**—অপহরণ করেছিলেন; **স্ব-শরীর-অবশেষিত**—কেবল তাঁর দেহ মাত্র অবশিষ্ট রেখে; **লোক-ত্রয়ঃ**—ত্রিলোক; **বরুণ-পাশৈঃ**—বরুণপাশের দ্বারা; **চ**—ও; **সম্প্রতিমুক্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ; **গিরি-দর্যাম্**— পর্বতের গহ্বরে; **চ**—ও; **অপবিদ্ধঃ**—প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান যখন দেখলেন যে, বলি মহারাজের সবকিছু নিয়ে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই, তখন তিনি ভিক্ষা করার ছলে তাঁর শরীর মাত্র অবশিষ্ট রেখে তাঁর কাছ থেকে ত্রিলোকের আধিপত্য অপহরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও ভগবান সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলি মহারাজকে বরুণপাশে বদ্ধ করে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করা হলেও বলি মহারাজ এমনই মহান ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৪

নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যোঽসাবিন্দ্রো যস্য সচিবো মন্ত্রায় বৃত একান্ততো বৃহস্পতিস্তমতিহায় স্বয়মুপেন্দ্রেণাত্মানমযাচতাত্মনশ্চাশিষো নো এব তদ্দাস্যমতিগম্ভীরবয়সঃ কালস্য মন্বন্তরপরিবৃত্তং কিয়ল্লোক-ত্রয়মিদম্ ॥ ২৪ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **বত**—আহা; **অয়ম্**—এই; **ভগবান্**—অত্যন্ত বিদ্বান; **অর্থেষু**—ব্যক্তিগত স্বার্থে; **ন**—না; **নিষ্ণাতঃ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ; **যঃ**—যিনি; **অসৌ**—এই দেবরাজ; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **যস্য**—যার; **সচিবঃ**—প্রধান মন্ত্রী; **মন্ত্রায়**—উপদেশ দেওয়ার জন্য; **বৃতঃ**—মনোনয়ন করেছে; **একান্ততঃ**—একা; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি; **তম্**—তাঁকে; **অতিহায়**—অবজ্ঞা করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপেন্দ্রেণ**—উপেন্দ্র (ভগবান বামনদেবের সাহায্যে); **আত্মানম্**—আমি; **অযাচত**—অনুরোধ করেছি; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **চ**—এবং; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ (ত্রিলোক); **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ-দাস্যম্**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবার জন্য; **অতি**—অত্যন্ত; **গম্ভীর-বয়সঃ**—অসীম; **কালস্য**—কালের; **মন্বন্তর-পরিবৃত্তম্**—মনুর জীবনান্তে পরিবর্তন হয়; **কিয়ৎ**—তার কি মূল্য; **লোক-ত্রয়ম্**—ত্রিলোকের; **ইদম্**—এই।

অনুবাদ

আহা, কি দুঃখের বিষয়! এই দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং বৃহস্পতিকে তাঁর সচিবের পদে বরণ করে তাঁর থেকে মন্ত্রণা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। বৃহস্পতিও বুদ্ধিমান নন, কারণ তিনি তাঁর শিষ্য ইন্দ্রকে যথাযথভাবে উপদেশ দেননি। ভগবান বামনদেব ইন্দ্রের দ্বারে এসে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁর দাস্য প্রার্থনা না করে, তাঁকে দিয়ে আমার কাছ থেকে তাঁর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সামান্য ত্রিলোকের আধিপত্য ভিক্ষা করালেন। এই ত্রিলোকের আধিপত্য নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ সমস্ত জড় ঐশ্বর্যই কেবল মন্বন্তর পর্যন্ত থাকে, যা অনন্ত কালের এক নগণ্য অংশ।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে ত্রিলোকের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ইন্দ্র অবশ্যই অত্যন্ত জ্ঞানবান, কিন্তু বামনদেবের কাছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য ভিক্ষা করার পরিবর্তে, তিনি তাঁকে দিয়ে কিছু জড়-জাগতিক সম্পদ ভিক্ষা করিয়েছিলেন, যা মন্বন্তরে শেষ হয়ে যাবে। মনুর আয়ুষ্কাল, এক মন্বন্তরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭১ চতুর্যুগ। ৪৩,২০,০০০ বছরে এক চতুর্যুগ, এবং তাই মনুর আয়ু ৩০,৯৬,০০,০০০ বছর। দেবতারা তাঁদের জড় ঐশ্বর্য কেবল মনুর জীবনান্ত অবধি ভোগ করতে পারেন। কাল দুর্লঙ্ঘ্য। যে কাল নির্ধারিত হয়েছে তা কোটি কোটি বছর হলেও, অচিরেই শেষ হয়ে যায়। দেবতারাও তাঁদের জড় ঐশ্বর্য কেবল নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই ভোগ করতে পারেন। তাই বলি মহারাজ অনুতাপ করেছেন যে, ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধির সদ্ব্যবহার যে কিভাবে করতে হয়, তা জানেন না। কারণ বামনদেবের কাছে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার অনুমতি ভিক্ষা না করে, ইন্দ্র তাঁকে দিয়ে বলি মহারাজের কাছে জড় ঐশ্বর্য ভিক্ষা করিয়েছেন। ইন্দ্র যদিও বিদ্বান এবং বৃহস্পতি যদিও তাঁর উপদেষ্টা, তবুও তাঁরা উভয়েই ভগবান বামনদেবের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে সমর্থ হননি। তাই বলি মহারাজ ইন্দ্রের জন্য অনুতাপ করেছেন।

শ্লোক ২৫

যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বপিত্র্যং যদুতাকুতোভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি ॥২৫॥

যস্য—যাঁর (ভগবানের); **অনুদাস্যম্**—সেবা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অস্মৎ**—আমাদের; **পিতামহঃ**—পিতামহ; **কিল**—প্রকৃত পক্ষে; **বব্রে**—স্বীকার করেছিলেন; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **স্ব**—স্বীয়; **পিত্র্যম্**—পিতৃ সম্পত্তি; **যৎ**—যা; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—অভয়; **পদম্**—পদ; **দীয়মানম্**—দেওয়া হলেও; **ভগবতঃ**—ভগবান থেকে; **পরম্**—অন্য; **ইতি**—এই প্রকার; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **উপরতে**—যখন নিহত হয়েছিলেন; **খলু**—বাস্তবিকপক্ষে; **স্ব-পিতরি**—তাঁর পিতা।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আমার পিতামহ প্রহ্লাদই একমাত্র পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে তাঁর পিতার রাজ্য এমনকি জড় বন্ধন থেকে মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ মুক্তি এবং ভোগৈশ্বর্য কোনটিই গ্রহণ করেননি তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সেইগুলি ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ এবং তাই তা ভগবানের প্রকৃত কৃপা নয়। তাই, কর্ম এবং জ্ঞানের ফল গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল ভগবানের দাস্যই ভিক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, অনন্য ভক্ত নিজেকে ভগবানের দাসের দাসের অনুদাস বলে মনে করবেন (*গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ*)। বৈষ্ণব দর্শনে সরাসরিভাবে ভগবানের দাস্য আকাঙ্ক্ষা করা হয় না। প্রহ্লাদ মহারাজ এই জড় জগতে এক অতি উচ্চ সমৃদ্ধশালী পদ লাভের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এমনকি তাঁকে ব্রহ্মসাযুজ্যে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তিও প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে সবই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কেবল ভগবানের দাসের অনুদাসের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তাই বলি মহারাজ বলেছেন যে, তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু ভোগৈশ্বর্য এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্তির বর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই তিনি যথাযথভাবে পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

শ্লোক ২৬

তস্য মহানুভাবস্যানুপথমমৃজিতকষায়ঃ কো বাস্মদ্বিধঃ পরিহীণভগবদনুগ্রহ উপজিগমিষতীতি ॥ ২৬ ॥

তস্য—প্রহ্লাদ মহারাজের; **মহা-অনুভাবস্য**—যিনি ছিলেন এক মহানুভব ভক্ত; **অনুপথম্**—পথ; **অমৃজিত-কষায়ঃ**—জড় বিষয়ের দ্বারা কলুষিত ব্যক্তি; **কঃ**—কি; **বা**—অথবা; **অস্মৎ-বিধঃ**—আমাদের মতো; **পরিহীণ-ভগবৎ-অনুগ্রহঃ**—ভগবানের অনুগ্রহ বিনা; **উপজিগমিষতি**—অনুসরণ করতে চায়; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আমাদের মতো ব্যক্তিরা, যারা এখনও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, যারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত এবং যারা ভগবানের কৃপা লাভে বঞ্চিত, তারা কখনও প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহান ভগবদ্ভক্তের দ্বারা প্রদর্শিত মহান মার্গ অনুসরণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, আত্ম-উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, শিব, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। যদি আমরা পূর্বতন আচার্য বা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে ভক্তির মার্গ মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু যারা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে জড় বিষয়ের দ্বারা অত্যন্ত কলুষিত, তারা কখনও মহাজনদের অনুসরণ করতে পারে না। বলি মহারাজ যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন, কিন্তু বিনয়বশত তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি তা করছেন না। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলনকারী মহান বৈষ্ণবের এটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সর্বদা নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেন। এটি লোকদেখানো কৃত্রিম বিনয় নয়, প্রকৃত বৈষ্ণব সত্যি সত্যি সেই কথা মনে করেন এবং তাই কখনও তাঁর উচ্চ পদের কথা স্বীকার করেন না।

শ্লোক ২৭

তস্যানুচরিতমুপরিষ্টাদ্বিস্তরিষ্যতে যস্য ভগবান্ স্বয়মখিলজগদ্-
গুরুর্নারায়ণো দ্বারি গদাপাণিরবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ো
যেনাঙ্গুষ্ঠেন পদা দশকন্ধরো যোজনাযুতাযুতং দিগ্বিজয় উচ্চাটিতঃ ॥২৭॥

তস্য—বলি মহারাজের; **অনুচরিতম্**—মহিমা; **উপরিষ্টাৎ**—পরে (অষ্টম স্কন্ধে); **বিস্তরিষ্যতে**—বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে; **যস্য**—যাঁর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অখিল-জগৎ-গুরুঃ**—ত্রিভুবনের গুরু; **নারায়ণঃ**—ভগবান

নারায়ণ স্বয়ং; **দ্বারি**—দ্বারে; **গদাপাণিঃ**—গদাহস্তে; **অবতিষ্ঠতে**—দণ্ডায়মান; **নিজ-জন-অনুকম্পিত-হৃদয়ঃ**—যাঁর হৃদয় সর্বদা তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপায় পূর্ণ থাকে; **যেন**—যার দ্বারা; **অঙ্গুষ্ঠেন**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা; **পদা**—তাঁর পায়ের, **দশকন্ধরঃ**—দশ মস্তকবিশিষ্ট রাবণ; **যোজন-অযুত-অযুতম্**—দশ হাজার যোজন দূরে; **দিগ্বিজয়ে**—বলি মহারাজকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে; **উচ্চাটিতঃ**—নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, বলি মহারাজের মহিমা আমি কিভাবে বর্ণনা করব? অখিল জগদ্‌গুরু, তাঁর ভক্তের প্রতি সদয় হৃদয় ভগবান নারায়ণ স্বয়ং গদাহস্তে বলির দ্বারে অবস্থান করছেন। দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে দশস্কন্ধ রাবণ যখন সেই বলির দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তখন বামনদেব তাকে তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আশি হাজার মাইল দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই বলি মহারাজের চরিত্র এবং কার্যকলাপ আমি পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ২৮

ততোঽধস্তাত্তলাতলে ময়ো নাম দানবেন্দ্রস্ত্রিপুরাধিপতির্ভগবতা পুরারিণা ত্রিলোকীশং চিকীর্ষুণা নির্দগ্ধস্বপুরত্রয়স্তৎপ্রসাদাল্লব্ধপদো মায়াবিনামাচার্যো মহাদেবেন পরিরক্ষিতো বিগতসুদর্শনভয়ো মহীয়তে ॥ ২৮ ॥

ততঃ—সেই সুতললোকের; **অধস্তাৎ**—নীচে; **তলাতলে**—তলাতল নামক লোকে; **ময়ঃ**—ময়; **নাম**—নামক; **দানব-ইন্দ্রঃ**—দানবদের রাজা; **ত্রি-পুর-অধিপতিঃ**—তিনটি নগরীর অধিপতি; **ভগবতা**—পরম শক্তিশালী; **পুরারিণা**—ত্রিপুরারি মহাদেবের দ্বারা; **ত্রি-লোকী**—ত্রিভুবনের; **শম্**—সৌভাগ্য; **চিকীর্ষুণা**—ইচ্ছা করে; **নির্দগ্ধ**—দহন করেছিলেন; **স্ব-পুর-ত্রয়ঃ**—যার তিনটি নগরী; **তৎ-প্রসাদাৎ**—সেই শিবের কৃপায়; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **পদঃ**—রাজ্য; **মায়াবিনাম্ আচার্যঃ**—মায়াবীদের গুরু; **মহাদেবেন**—শিবের দ্বারা; **পরিরক্ষিতঃ**—রক্ষিত; **বিগত-সুদর্শন-ভয়ঃ**—যিনি ভগবান এবং তাঁর সুদর্শন চক্রের ভয়ে ভীত নন; **মহীয়তে**—পূজিত হন।

অনুবাদ

সুতললোকের নীচে তলাতল নামক আর একটি লোক রয়েছে, যা ময়দানবের রাজ্য। ময়ামায়াবীদের আচার্য। ত্রিলোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ত্রিপুরারি শিব একবার

ময়ের তিনটি পুরী দগ্ধ করেন, কিন্তু তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তিনি আবার তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেন। সেই সময় থেকে দানবেন্দ্র ময় ত্রিপুরারি মহাদেব কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত, এবং তাই তিনি ভ্রান্তিবশত মনে করেন যে, ভগবান এবং তাঁর সুদর্শন চক্রের ভয়ে ভীত হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

শ্লোক ২৯

ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো নাম গণঃ কুহকতক্ষককালিয়সুষেণাদিপ্রধানা মহাভোগবন্তঃ পতত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহাদনবরতমুদ্বিজমানাঃ স্বকলত্রাপত্যসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন ক্বচিৎ প্রমত্তা বিহরন্তি ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তলাতললোকের; **অধস্তাৎ**—নীচে; **মহাতলে**—মহাতল নামক লোকে; **কাদ্রবেয়াণাম্**—কদ্রুর বংশধরেরা; **সর্পাণাম্**—মহাসর্পদের; **ন এক-শিরসাম্**—বহু ফণা-বিশিষ্ট; **ক্রোধ-বশঃ**—সর্বদা ক্রোধের বশীভূত; **নাম**—নামক; **গণঃ**—সমূহ; **কুহক**—কুহক; **তক্ষক**—তক্ষক; **কালিয়**—কালিয়; **সুষেণ**—সুষেণ; **আদি**—ইত্যাদি; **প্রধানাঃ**—প্রমুখ; **মহা-ভোগবন্তঃ**—সর্ব প্রকার জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **পতত্রি-রাজাধিপতেঃ**—পক্ষীরাজ গরুড় থেকে; **পুরুষ-বাহাৎ**—ভগবানের বাহন; **অনবরতম্**—নিরন্তর; **উদ্বিজমানাঃ**—ভীত; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **কলত্র-অপত্য**—পত্নী ও সন্তান-সন্ততি; **সুহৃৎ**—বন্ধুবান্ধব; **কুটুম্ব**—আত্মীয়-স্বজন; **সঙ্গেন**—সঙ্গে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **প্রমত্তাঃ**—ক্রুদ্ধ; **বিহরন্তি**—তারা বিহার করে।

অনুবাদ

তলাতলের নীচে মহাতল। সেখানে বহুফণাধারী সর্বদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কদ্রুতনয় সর্পেরা বাস করে। সেই সমস্ত মহাসর্পের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ আদি প্রধান। মহাতলের সর্পেরা সর্বদাই ভগবানের বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের ভয়ে অত্যন্ত ভীত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাতল লোকে যে সমস্ত অত্যন্ত শক্তিশালী বহু ফণাবিশিষ্ট সর্পেরা বাস করে, তারা সর্বদা তাদের পরম শত্রু গরুড়ের ভয়ে ভীত

থাকে এবং তবুও তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের সাহচর্যে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে সংসার জীবন। অত্যন্ত জঘন্য অবস্থাতে থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে।

শ্লোক ৩০

ততোঽধস্তাদ্রসাতলে দৈতেয়া দানবাঃ পণয়ো নাম নিবাতকবচাঃ কালেয়া হিরণ্যপুরবাসিন ইতি বিবুধপ্রত্যনীকা উৎপত্ত্যা মহৌজসো মহাসাহসিনো ভগবতঃ সকললোকানুভাবস্য হরেরেব তেজসা প্রতিহতবলাবলেপা বিলেশয়া ইব বসন্তি যে বৈ সরময়েন্দ্রদূত্যা বাগ্‌ভির্মন্ত্রবর্ণাভিরিন্দ্রাদ্বিভ্যতি ॥ ৩০ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—মহাতলের নীচে; **রসাতলে**—রসাতলে; **দৈতেয়াঃ**—দিতির পুত্রগণ; **দানবাঃ**—দনুর পুত্রগণ; **পণয়ঃ নাম**—পণি নামক; **নিবাত-কবচাঃ**—নিবাতকবচগণ; **কালেয়াঃ**—কালেয়গণ; **হিরণ্য-পুরবাসিনঃ**—হিরণ্যপুরবাসীগণ; **ইতি**—এইভাবে; **বিবুধ-প্রত্যনীকাঃ**—দেবতাদের শত্রুগণ; **উৎপত্ত্যাঃ**—জন্ম থেকে; **মহা-ওজসঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মহা-সাহসিনঃ**—অত্যন্ত সাহসী; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **সকল-লোক-অনুভাবস্য**—যিনি সকল লোকের মঙ্গলকারী; **হরেঃ**—ভগবানের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তেজসা**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **প্রতিহত**—পরাভূত; **বল**—বল; **অবলেপাঃ**—দৈহিক বলজনিত গর্ব; **বিল-ঈশয়াঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **বসন্তি**—বাস করে; **যে**—যারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সরময়া**—সরমার দ্বারা; **ইন্দ্র-দূত্যা**—ইন্দ্রের দূত; **বাগ্‌ভিঃ**—বাণীর দ্বারা; **মন্ত্র-বর্ণাভিঃ**—মন্ত্ররূপে; **ইন্দ্রাৎ**—দেবরাজ ইন্দ্র থেকে; **বিভ্যতি**—ভীত হয়।

অনুবাদ

মহাতলের নীচে রসাতল, যেখানে দিতি এবং দনুর পুত্র দৈত্য ও দানবেরা বাস করে। তাদের বলা হয় পণি, নিবাতকবচ, কালেয় এবং হিরণ্যপুরবাসী । এরা সকলে দেবতাদের শত্রু এবং সর্পের মতো বিবরে বাস করে। এরা জন্ম থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নিষ্ঠুর। যিনি সমস্ত লোকের অধিপতি সেই ভগবানের সুদর্শন চক্রের দ্বারা এরা সর্বদাই পরাভূত হয়। ইন্দ্রের দূতী সরমা যখন একটি

বিশেষ অভিশাপ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন এই সমস্ত সর্পসদৃশ অসুরেরা ইন্দ্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, এক সময় এই সমস্ত সর্পসদৃশ অসুরদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের এক মহা যুদ্ধ হয়। পরাজিত হয়ে অসুরেরা ইন্দ্রের দূতী সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সরমা তখন একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং তার ফলে ভীত হয়ে তারা রসাতলে বাস করছে।

শ্লোক ৩১

ততোঽধস্তাৎ পাতালে নাগলোকপতয়ো বাসুকিপ্রমুখাঃ শঙ্খকুলিক-মহাশঙ্খশ্বেতধনঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্রশঙ্খচূড়কম্বলাশ্বতরদেবদত্তাদয়ো মহাভোগিনো মহামর্ষা নিবসন্তি যেষামু হ বৈ পঞ্চসপ্তদশশতসহস্রশীর্ষাণাং ফণাসু বিরচিতা মহামণয়ো রোচিষ্ণবঃ পাতালবিবরতিমিরনিকরং স্বরোচিষা বিধমন্তি ॥ ৩১ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—রসাতলের নীচে; **পাতালে**—পাতাললোকে; **নাগ-লোক-পতয়ঃ**—নাগলোকের প্রভুগণ; **বাসুকি**—বাসুকির দ্বারা; **প্রমুখাঃ**—প্রধান; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **কুলিক**—কুলিক; **মহাশঙ্খ**—মহাশঙ্খ; **শ্বেত**—শ্বেত; **ধনঞ্জয়**—ধনঞ্জয়; **ধৃতরাষ্ট্র**—ধৃতরাষ্ট্র; **শঙ্খচূড়**—শঙ্খচূড়; **কম্বল**—কম্বল; **অশ্বতর**—অশ্বতর; **দেবদত্ত**—দেবদত্ত; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **মহা-ভোগিনঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **মহা-অমর্ষাঃ**—স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রূর; **নিবসন্তি**—বাস করে; **যেষাম্**—যাদের; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **সপ্ত**—সাত; **দশ**—দশ; **শত**—এক শত; **সহস্র**—এক হাজার; **শীর্ষাণাম্**—ফণা সমন্বিত; **ফণাসু**—সেই ফণায়; **বিরচিতাঃ**—সংলগ্ন; **মহা-মণয়ঃ**—মহা মূল্যবান মণিসমূহ; **রোচিষ্ণবঃ**—প্রভায় পূর্ণ; **পাতাল-বিবর**—পাতালের গহ্বরে; **তিমির-নিকরম্**—গভীর অন্ধকার; **স্ব-রোচিষা**—তাদের সেই মণির আলোকে; **বিধমন্তি**—বিদূরিত হয়।

অনুবাদ

রসাতলের নীচে পাতাল বা নাগলোক, যেখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর, দেবদত্ত আদি নাগলোকপতি ভয়ঙ্কর

আসুরিক সর্পেরা বাস করে। তাদের নেতা হচ্ছে বাসুকি। তারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং তারা বহু ফণাবিশিষ্ট—তাদের কারও পাঁচটি ফণা, কারও সাতটি, কারও দশটি, কারও এক শত এবং কারও আবার এক হাজার ফণা। এই সমস্ত ফণায় মহা মূল্যবান মণি সংলগ্ন রয়েছে এবং সেই মণির আলোকে সেই বিলস্বর্গের ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'পাতাললোকের বর্ণনা' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবান অনন্তদেবের মহিমা

এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাদেবের অংশী ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের বর্ণনা করেছেন। ভগবান অনন্তদেব, যাঁর মূর্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী, তিনি পাতালের মূলদেশে বিরাজ করেন। তিনি শিবের অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজ করে তাঁকে সংহার কার্যে সাহায্য করেন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। তিনি অহংকারের অধিষ্ঠাতা। সমস্ত জীবদের আকর্ষণ করেন বলে তাঁকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবান সঙ্কর্ষণের ফণায় সর্ষের মতো বিরাজ করছে। তাঁর ললাট থেকে জগৎ সংহারকারী শক্তি রুদ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সঙ্কর্ষণ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই বহু ভক্ত তাঁর বন্দনা করেন এবং পাতাললোকে সমস্ত সুর, অসুর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও মুনি-ঋষিরা সর্বদা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন; এবং তিনিও মধুর বাক্যে তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর শ্রীমূর্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী এবং অত্যন্ত সুন্দর। যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর শ্রীমুখে সঙ্কর্ষণের মহিমা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। সমগ্র জড় জগৎ শ্রীঅনন্তদেবের পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। তাই তাঁকে সৃষ্টির মূল কারণ বলে মনে করা হয়। তাঁর শক্তির অন্ত নেই, এবং তাঁর মহিমা অনন্ত মুখে বর্ণনা করেও কেউই শেষ করতে পারে না। তাই তাঁর নাম অনন্ত। সমস্ত জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে অনন্তদেব তাঁর বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকট করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীঅনন্তদেবের মহিমা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতানন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কর্ষণমিত্যাচক্ষতে ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্য**—পাতাললোকের; **মূল-দেশে**—মূলভাগে; **ত্রিংশৎ**—ত্রিশ; **যোজন**—আট মাইল দূরত্ব; **সহস্র-অন্তরে**—এক হাজার (যোজন) পরে; **আস্তে**—রয়েছে; **যা**—যার; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কলা**—অংশের অংশ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **তামসী**—তমোগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত; **সমাখ্যাতা**—নামক; **অনন্তঃ**—অনন্ত; **ইতি**—এইভাবে; **সাত্বতীয়াঃ**—ভক্তগণ; **দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ**—জড় এবং চেতনের; **সঙ্কর্ষণম্**—আকর্ষণ করেন; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **অভিমান**—স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **যম্**—যাঁকে; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ; **ইতি**—এইভাবে; **আচক্ষতে**—পণ্ডিতেরা বলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, পাতাললোকের ৩০,০০০ যোজন নীচে ভগবানের আর এক অবতার রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন অনন্ত বা সঙ্কর্ষণ নামক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশ। তিনি সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তমোগুণের অবতার শ্রীরুদ্রের দ্বারা পূজিত হন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। ভগবান অনন্তদেব জড়া প্রকৃতির তমোগুণের এবং বদ্ধ জীবের অহংকারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। বদ্ধ জীব যখন মনে করে, "আমি ভোক্তা, এবং এই জগৎ আমার ভোগের জন্য," এই ধারণা সঙ্কর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মায়াবাদ দর্শন অনুসরণকারী এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা *অহং ব্রহ্মাস্মি* এবং *সো অহম্* বৈদিক মন্ত্রের কদর্থ করে বলে, "আমি ব্রহ্ম" এবং "আমি ভগবান"। এই প্রকার যে ভ্রান্ত ধারণার ফলে মানুষ নিজেকে পরম ভোক্তা বলে মনে করে, তা হচ্ছে মায়া। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (৫/৫/৮) বর্ণনা করা হয়েছে—*জনস্য মোহোঽয়ম্ অহং মমেতি*। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই অহংকারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

"সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে আমি তাদের স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি প্রদান করি।" ভগবান সকলের হৃদয়ে সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজমান, এবং অসুরেরা যখন মনে করে

যে, তারা হচ্ছে ভগবান, তখন তিনি তাদের সেই তমসায় আচ্ছন্ন করে রাখেন। এই প্রকার আসুরিক ভাবাপন্ন জীবেরা যদিও ভগবানের নগণ্য অংশ মাত্র তবু তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। যেহেতু এই বিস্মৃতি সঙ্কর্ষণ সৃষ্টি করেন, তাই তাঁকে কখনও কখনও *তামসী* বলা হয়। *তামসী* নামের অর্থ এই নয় যে তাঁর শরীর জড়। তিনি সর্বদাই চিন্ময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তামসিক কার্যকলাপের নিয়ন্তা রুদ্রের অন্তর্যামী পরমাত্মা, তাই সঙ্কর্ষণকে কখনও কখনও *তামসী* বলা হয়।

শ্লোক ২

যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

যস্য—যাঁর; **ইদম্**—এই; **ক্ষিতি-মণ্ডলম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনন্ত-মূর্তেঃ**—অনন্তদেবরূপে; **সহস্র-শিরসঃ**—সহস্র ফণা সমন্বিত; **একস্মিন্**—এক; **এব**—কেবল; **শীর্ষণি**—ফণা; **ধ্রিয়মাণম্**—ধারণ করছেন; **সিদ্ধার্থঃ ইব**—একটি সর্ষের দানার মতো; **লক্ষ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ব্রহ্মাণ্ডটি সহস্র ফণা সমন্বিত ভগবান অনন্তদেবের একটি ফণায় অবস্থান করে একটি সর্ষের দানার মতো প্রতীয়মান হয়।

শ্লোক ৩

যস্য হ বা ইদং কালেনোপসঞ্জিহীর্ষতোঽমর্ষবিরচিতরুচিরভ্রমদ্ভ্রুবো-রন্তরেণ সাঙ্কর্ষণো নাম রুদ্র একাদশব্যূহস্ত্র্যক্ষস্ত্রিশিখং শূল-মুত্তম্ভয়ন্নুদতিষ্ঠৎ ॥ ৩ ॥

যস্য—যাঁর; **হ বা**—বস্তুতপক্ষে; **ইদম্**—এই (জড় জগৎ); **কালেন**—যথাসময়ে; **উপসঞ্জিহীর্ষতঃ**—ধ্বংস করার বাসনায়; **অমর্ষ**—ক্রোধবশে; **বিরচিত**—নির্মিত; **রুচির**—অতি সুন্দর; **ভ্রমৎ**—ঘূর্ণায়মান; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূযুগল; **অন্তরেণ**—মধ্যে; **সঙ্কর্ষণঃ নাম**—সঙ্কর্ষণ নামক; **রুদ্রঃ**—শিবের অবতার; **একাদশ-ব্যূহঃ**—একাদশ বিস্তার;

ত্রি-অক্ষঃ—ত্রি-নেত্র; **ত্রি-শিখম্**—তিনটি শিখা সমন্বিত; **শূলম্**—ত্রিশূল; **উত্তম্ভয়ন্**—উত্তোলন করে; **উদতিষ্ঠৎ**—উত্থিত হন।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময়ে অনন্তদেব যখন সমগ্র সৃষ্টি সংহার করতে ইচ্ছা করেন, তখন ক্রোধবশত তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন একাদশ রুদ্ররূপী সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র উত্থিত হন। তিনি সমগ্র সৃষ্টি সংহার করার জন্য আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক সৃষ্টিতে জীবাত্মাদের বদ্ধ অবস্থার কার্যকলাপ সমাপ্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়। যখন তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না করে সেই সুযোগের অপব্যবহার করে, তখন ভগবান সঙ্কর্ষণ ক্রুদ্ধ হন। তাঁর সেই ক্রোধের ফলে তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ভ্রূযুগলের মধ্যে একাদশ রুদ্র প্রকাশিত হন এবং তাঁরা একত্রে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৪

যস্যাঙ্ঘ্রিকমলযুগলারুণবিশদনখমণিষণ্ডমণ্ডলেষ্বহিপতয়ঃ সহ সাত্বতর্ষভৈরেকান্তভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ স্ববদনানি পরিস্ফুরৎকুণ্ডলপ্রভামণ্ডিতগণ্ডস্থলান্যতিমনোহরাণি প্রমুদিতমনসঃ খলু বিলোকয়ন্তি ॥ ৪ ॥

যস্য—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি-কমল**—শ্রীপাদপদ্মের; **যুগল**—যুগলের; **অরুণ-বিশদ**—অরুণ বর্ণ; **নখ**—নখের; **মণি-ষণ্ড**—মণির মতো; **মণ্ডলেষু**—গোলাকার পৃষ্ঠদেশে; **অহি-পতয়ঃ**—নাগপতিদের; **সহ**—সঙ্গে; **সাত্বত-ঋষভৈঃ**—শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ; **একান্ত-ভক্তি-যোগেন**—ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে; **অবনমন্তঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **স্ব-বদনানি**—তাদের স্বীয় মুখমণ্ডলের; **পরিস্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডলের; **প্রভা**—জ্যোতির দ্বারা; **মণ্ডিত**—অলঙ্কৃত; **গণ্ড-স্থলানি**—যাঁদের গাল; **অতি-মনোহরাণি**—অত্যন্ত সুন্দর; **প্রমুদিত-মনসঃ**—প্রসন্ন চিত্তে; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **বিলোকয়ন্তি**—তারা দর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মের অরুণবর্ণ স্বচ্ছ নখরূপ মণিমণ্ডল দর্পণরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ-সহ নাগপতিরা যখন ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবান সঙ্কর্ষণের প্রতি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেন, তখন তাঁরা তাঁর পদনখে তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হতে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁদের গণ্ডদেশ অতি উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

শ্লোক ৫

যস্যৈব হি নাগরাজকুমার্য আশিষ আশাসানাশ্চার্বঙ্গবলয়বিলসিতবিশদ
বিপুলধবলসুভগরুচিরভুজরজতস্তম্ভেষ্বগুরুচন্দনকুঙ্কুমপঙ্কানুলেপেনা-
বলিম্পমানাস্তদভিমর্শনোন্মথিতহৃদয়মকরধ্বজাবেশরুচিরললিত-
স্মিতাস্তদনুরাগমদমুদিতমদবিঘূর্ণিতারুণকরুণাবলোকনয়নবদনারবিন্দং
সব্রীড়ং কিল বিলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥

যস্য—যাঁর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **নাগ-রাজ-কুমার্যঃ**—অবিবাহিতা নাগরাজকন্যারা; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আশাসানাঃ**—আশা করে; **চারু**—সুন্দর; **অঙ্গ-বলয়**—অঙ্গের বলয়; **বিলসিত**—শোভিত; **বিশদ**—নির্মল; **বিপুল**—দীর্ঘ; **ধবল**—শ্বেত; **সুভগ**—সৌভাগ্যসূচক; **রুচির**—সুন্দর; **ভুজ**—তাঁর বাহু; **রজত-স্তম্ভেষু**—রূপার স্তম্ভের মতো; **অগুরু**—অগুরু; **চন্দন**—চন্দন; **কুঙ্কুম**—কুমকুমের; **পঙ্ক**—পঙ্কের দ্বারা; **অনুলেপেন**—অনুলেপনের দ্বারা; **অবলিম্পমানাঃ**—লেপন করে; **তৎ-অভিমর্শন**—তাঁর অঙ্গের স্পর্শ দ্বারা; **উন্মথিত**—বিক্ষুব্ধ; **হৃদয়**—তাদের হৃদয়ে; **মকরধ্বজ**—কামদেবের; **আবেশ**—প্রবেশ করার ফলে; **রুচির**—অত্যন্ত সুন্দর; **ললিত**—কোমল; **স্মিতাঃ**—যাঁর হাস্য; **তৎ**—তাঁর; **অনুরাগ**—অনুরাগের; **মদ**—মত্ততা; **মুদিত**—প্রসন্ন; **মদ**—দয়াবশত মাদকতা; **বিঘূর্ণিত**—ঘূর্ণায়মান; **অরুণ**—অরুণ বর্ণ; **করুণ-অবলোক**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; **নয়ন**—চক্ষু; **বদন**—মুখমণ্ডল; **অরবিন্দম্**—পদ্মসদৃশ; **সব্রীড়ম্**—সলজ্জ; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **বিলোকয়ন্তি**—দর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান অনন্তদেবের সুন্দর সুদীর্ঘ বাহু সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং তা মনোহর বলয় বিভূষিত। তাঁর বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র হওয়ার ফলে সেগুলিকে রজত স্তম্ভের মতো মনে হয়। সুন্দরী নাগরাজকন্যারা যখন ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্বাদ লাভের আশায় তাঁর বাহুতে অগুরু, চন্দন ও কুমকুম পঙ্ক অনুলেপন করেন, তখন তাঁর শ্রীহস্তের সংস্পর্শে তাঁদের হৃদয় কামাবেশে উন্মথিত হয়ে ওঠে। তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ভগবান তখন কৃপাপূর্ণ মধুর হাস্য সহকারে সেই রাজকন্যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং তাঁদের মনের বাসনা তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে বলে বুঝতে পেরে তাঁরা তখন লজ্জিত হন। তখন তাঁরা মধুর হাস্য সহকারে মদ-বিঘূর্ণিত অরুণ বর্ণ, ভক্তপ্রেমে প্রসন্ন ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শের ফলে স্বাভাবিকভাবেই কামবাসনার উদয় হয়। ভগবান শ্রীঅনন্তদেব এবং যে সমস্ত রমণীরা তাঁকে আনন্দ দান করছিলেন, তাঁদের সকলের দেহই চিন্ময়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, চিন্ময় শরীরেও সমস্ত অনুভূতিগুলি রয়েছে। সেই কথা *বেদান্ত-সূত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, *আদি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে আদি-রস, যার উদ্ভব ভগবান থেকে হয়। কিন্তু, অপ্রাকৃত কাম এবং প্রাকৃত কামের পার্থক্য সোনা এবং লোহার পার্থক্যের মতো। অতি উন্নত স্তরের চিন্ময় উপলব্ধি সমন্বিত ভক্তেরাই কেবল রাধা এবং কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণ এবং ব্রজাঙ্গনাদের কামভাব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই, পারমার্থিক স্তরে অতি উন্নত উপলব্ধি সমন্বিত না হওয়া পর্যন্ত ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামকেলির আলোচনা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, কেউ যদি ঐকান্তিক নিষ্ঠাপরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত হন, তা হলে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামক্রীড়ার আলোচনার ফলে তাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জড় কাম থেকে মুক্ত হবে এবং তিনি পারমার্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতি সাধন করবেন।

শ্লোক ৬

স এব ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহৃতামর্ষরোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অনন্তদেব; **অনন্ত-গুণ-অর্ণবঃ**—অন্তহীন গুণের সমুদ্র; **আদি-দেবঃ**—আদি ভগবান অথবা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন; **উপসংহৃত**—যিনি সংবরণ করেছেন; **অমর্ষ**—অসহিষ্ণুতা; **রোষ**—এবং ক্রোধ; **বেগঃ**—বেগ; **লোকানাম্**—এই জগতের সমস্ত লোকের; **স্বস্তয়ে**—মঙ্গলের জন্য; **আস্তে**—অবস্থান করছেন।

অনুবাদ

ভগবান সঙ্কর্ষণ অনন্ত গুণের সমুদ্র, তাই তাঁর নাম অনন্তদেব। তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। এই জড় জগতের সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি অসহিষ্ণুতা এবং ক্রোধ সংবরণ করে তাঁর ধামে বিরাজ করছেন।

তাৎপর্য

অনন্তদেবের প্রধান কাজ জড় সৃষ্টি ধ্বংস করা, কিন্তু তিনি তাঁর ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা সংবরণ করেন। এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার আর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। সৃষ্টির পর তারা পুনরায় জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। বদ্ধ জীবের এই সমস্ত কার্যকলাপ অনন্তদেবের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং তিনি তখন সমগ্র জড় জগৎ ধ্বংস করতে চান। তবু, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তিনি তাঁর ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা সংবরণ করেন। কোন বিশেষ সময়েই কেবল তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে এই জড় জগৎ ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৭

ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ববিদ্যাধরমুনিগণৈরনবরতমদমুদিত-বিকৃতবিহ্বললোচনঃ সুললিতমুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদ-বিবুধযূথপতীনপরিম্লানরাগনবতুলসিকামোদমধ্বাসবেন মাদ্যন্মধুকর-ব্রাতমধুরগীতশ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালাং নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজো ভগবান্মাহেন্দ্রো বারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং কক্ষামুদারলীলো বিভর্তি ॥ ৭ ॥

ধ্যায়মানঃ—ধ্যান করছেন; **সুর**—দেবতা; **অসুর**—দানব; **উরগ**—সর্প; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর; **মুনি**—মুনি; **গণৈঃ**—গণ; **অনবরত**—নিরন্তর; **মদ-মুদিত**—মদবিহ্বল; **বিকৃত**—ইতস্তত বিচরণশীল; **বিহ্বল**—বিহ্বল; **লোচনঃ**—নয়ন; **সু-ললিত**—সুললিত; **মুখরিক**—বাণীর; **অমৃতেন**—অমৃতের দ্বারা; **আপ্যায়মানঃ**—আপ্যায়িত; **স্ব-পার্ষদ**—তাঁর পার্ষদগণ; **বিবুধ-যূথ-পতীন্**—দেবতাদের বিভিন্ন দলের নেতাগণ; **অপরিম্লান**—অম্লান; **রাগ**—কান্তি; **নব**—নবীন; **তুলসিকা**—তুলসী মঞ্জরীর; **আমোদ**—সৌরভের দ্বারা; **মধু-আসবেন**—এবং মধু; **মাদ্যন্**—উন্মত্ত হয়ে; **মধুকর-ব্রাত**—মৌমাছিদের; **মধুর-গীত**—মধুর সংগীতের দ্বারা; **শ্রীয়ম্**—যা আরও সুন্দর হয়েছে; **বৈজয়ন্তীম্**—বৈজয়ন্তী মালা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **বনমালাম্**—মালা; **নীল-বাসাঃ**—নীল বসন পরিহিত; **এক-কুণ্ডলঃ**—কেবল একটি কুণ্ডল ধারণ করে; **হল-ককুদি**—হালের দণ্ড; **কৃত**—স্থাপন করে; **সুভগ**—মঙ্গলময়; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভুজঃ**—বাহু; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহেন্দ্রঃ**—দেবরাজ; **বারণ-ইন্দ্রঃ**—হাতি; **ইব**—সদৃশ; **কাঞ্চনীম্**—স্বর্ণময়; **কক্ষাম্**—কোমরবন্ধ; **উদার-লীলাঃ**—দিব্য লীলা-বিলাসকারী; **বিভর্তি**—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবতা, অসুর, উরগ (সর্পদেবতা), সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, এবং মুনিগণ নিরন্তর ভগবানের বন্দনা করছেন। ভগবানকে যেন মদভরে বিহ্বল বলে মনে হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণ বিকশিত পুষ্পসদৃশ নেত্র মদভরে ঘূর্ণায়মান। তিনি তাঁর পার্ষদ দেব যূথপতিদের তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর বাণীর দ্বারা আনন্দিত করছেন। তাঁর পরণে নীল বসন, কর্ণে এক কুণ্ডল, পৃষ্ঠদেশে হল এবং তাঁর বাহুযুগল অত্যন্ত সুগঠিত ও সুন্দর। তাঁর অঙ্গকান্তি দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো শুভ্র, তাঁর কোমরে স্বর্ণময়ী মেখলা এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা, তাতে যে নব নব তুলসী মঞ্জরী গ্রথিত রয়েছে, তার কান্তি কখনও ম্লান হয় না। তার মধুর সৌরভে মত্ত হয়ে মৌমাছিরা অত্যন্ত মধুর স্বরে গুঞ্জন করছে এবং তার ফলে তা আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ভগবান তাঁর উদার লীলা-বিলাস করছেন।

শ্লোক ৮

য এষ এবমনুশ্রুতো ধ্যায়মানো মুমুক্ষূণামনাদিকালকর্মবাসনা-গ্রথিতমবিদ্যাময়ং হৃদয়গ্রন্থিং সত্ত্বরজস্তমোময়মন্তর্হৃদয়ং গত আশু

নির্ভিনত্তি তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস ॥ ৮ ॥

যঃ—যিনি; **এষঃ**—এই; **এবম্**—এইভাবে; **অনুশ্রুতঃ**—সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করে; **ধ্যায়মানঃ**—ধ্যান করেন; **মুমুক্ষূণাম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের; **অনাদি**—অনাদি; **কাল**—কাল; **কর্ম-বাসনা**—সকাম কর্মের বাসনার দ্বারা; **গ্রথিতম্**—দৃঢ়ভাবে বদ্ধ; **অবিদ্যা-ময়ম্**—মায়াময়; **হৃদয়-গ্রন্থিম্**—হৃদয়ের গ্রন্থি; **সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ময়ম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা রচিত; **অন্তঃ-হৃদয়ম্**—হৃদয়ের অন্তস্তলে; **গতঃ**—গত; **আশু**—অতি শীঘ্র; **নির্ভিনত্তি**—ছেদন করে; **তস্য**—সঙ্কর্ষণের; **অনুভাবান্**—মহিমা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **স্বায়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **সহ**—সঙ্গে; **তুম্বুরুণা**—তুম্বুরু নামক বাদ্যযন্ত্র; **সভায়াম্**—সভায়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **সংশ্লোকয়ামাস**—শ্লোকের আকারে বর্ণনা করছেন।

অনুবাদ

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যাঁরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা যদি গুরু-পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ থেকে অনন্তদেবের মহিমা শ্রবণ করেন এবং নিরন্তর সঙ্কর্ষণের ধ্যান করেন, ভগবান তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে সমস্ত জড় কলুষ দূর করেন এবং অনাদি কাল ধরে সকাম কর্মের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করেন। ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি সর্বদা তাঁর পিতার সভায় তুম্বুরু নামক বাদ্যযন্ত্র (অথবা গন্ধর্ব) সহ স্বরচিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

ভগবান অনন্তদেবের এই বর্ণনা কাল্পনিক নয়। সেগুলি দিব্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময়। কিন্তু, তা যদি গুরু-পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ না করা হয়, তা হলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই জ্ঞান ব্রহ্মা নারদ মুনিকে দান করেছিলেন, এবং নারদ তাঁর সহচর তুম্বুরুসহ সারা ব্রহ্মাণ্ডে তা বিতরণ করেন। সুন্দর শ্লোকের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, বলে কখনও কখনও ভগবানকে উত্তমশ্লোক বলে বর্ণনা করা হয়। নারদ মুনি ভগবান অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করে বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেন, এবং তাই এই শ্লোকে *সংশ্লোকয়ামাস* (মনোনীত শ্লোকের দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মা নারদের গুরু, নারদ শ্রীব্যাসদেবের গুরু, এবং ব্যাসদেব *বেদান্ত-সূত্রের* ভাষ্যরূপে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন। তাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত ভক্তেরা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবান অনন্তদেবের সমস্ত কার্যকলাপ প্রামাণিক বলে মনে করেন, এবং তার ফলে তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বদ্ধ জীবের হৃদয়ের কলুষ ঠিক জড়া প্রকৃতির গুণের, বিশেষ করে রজ এবং তমোগুণের এক বিশাল আবর্জনার স্তূপের মতো। এই কলুষ কামবাসনা এবং জড় বিষয়ের প্রতি লোভরূপে প্রকাশিত হয়। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, গুরু-পরম্পরার ধারায় দিব্য জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এই কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৯

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্ ।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমু হ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ৯ ॥

উৎপত্তি—সৃষ্টির; **স্থিতি**—পালনের; **লয়**—এবং প্রলয়ের; **হেতবঃ**—মূল কারণ; **অস্য**—এই জড় জগতে; **কল্পাঃ**—কার্য করতে সক্ষম; **সত্ত্ব-আদ্যাঃ**—সত্ত্ব আদি গুণ; **প্রকৃতি-গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী; **যৎ**—যাঁর; **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **আসন্**—হয়েছে; **যৎ-রূপম্**—যাঁর রূপ; **ধ্রুবম্**—অনন্ত; **অকৃতম্**—যাঁর সৃষ্টি হয়নি; **যৎ**—যে; **একম্**—এক; **আত্মন্**—তিনি স্বয়ং; **নানা**—বিভিন্ন; **অধাৎ**—প্রকাশ করেছেন; **কথম্**—কিভাবে; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **বেদ**—বুঝতে পারে; **তস্য**—তাঁর; **বর্ত্ম**—পথ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন কার্যের কারণ-স্বরূপ সক্রিয় করেন। সেই পরম আত্মা অনন্ত এবং অনাদি। তিনি এক হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর তত্ত্ব মানুষ কিভাবে অবগত হতে পারে?

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান যখন জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন (*স ঐক্ষত*), তখন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকট হয় এবং জড় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভগবান সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন এবং তাই তিনি অনাদি এবং অবিকারী। অতএব কোন মানুষ, তা তিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকই হোন না কেন, কিভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব অবগত হতে পারে? *চৈতন্য-ভাগবতের* (*আদিখণ্ড* ১/৪৮/৫২ এবং ১/৫৮/৬৯) উদ্ধৃতিগুলি ভগবান অনন্তদেবের মহিমা বর্ণনা করে—

কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি 'কুমার' ।
ব্যাস, শুক, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যাঁর ॥

"ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার) ব্যাসদেব, শুকদেব গোস্বামী এবং নারদ—এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের নিত্য দাস।

সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয় ।
সহস্রবদন প্রভু—ভক্তিরসময় ॥

"ভগবান শ্রীঅনন্তদেব উপরোক্ত এই সমস্ত নিষ্কলুষ ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। তাঁর সহস্র বদন ভক্তিরসে আপ্লুত।

আদিদেব, মহাযোগী, 'ঈশ্বর', 'বৈষ্ণব' ।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব ॥

"ভগবান অনন্তদেব হচ্ছেন আদিপুরুষ, মহাযোগী, এবং পরম ঈশ্বর; অথচ সেই সঙ্গে তিনি আবার ভগবানের দাস, বৈষ্ণব। যেহেতু তাঁর মহিমার অন্ত নেই, তাই কেউ তাঁর তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হতে পারে না।"

সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল ।
আত্মতন্ত্রে যেন-মতে বৈসেন পাতাল ॥

"আমি তাঁর ভগবানের সেবার কথা শোনালাম। এখন কিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে অনন্তদেব পাতালে বিরাজ করেন, সেই কথা আমি শোনাব।

শ্রীনারদ গোসাঞি 'তুম্বুরু' করি' সঙ্গে ।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে ॥

"তুম্বুরু বাজিয়ে দেবর্ষি নারদ মুনি সর্বদা ব্রহ্মার সভায় ভগবান অনন্তদেবের মহিমা বর্ণনাপূর্বক বহু শ্লোক রচনা করে সেগুলি কীর্তন করেন।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃ পুনঃ ॥

"কেবল অনন্তদেবের দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতির তিন গুণ সক্রিয় হয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য বার বার সম্পাদন করে।

অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ত্ব ।
তথাপি 'অনন্ত' হয়, কে বুঝিবে সে তত্ত্ব?

"ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, পরম সত্য এবং অনাদি হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনন্ত। তাঁর মহিমার তত্ত্ব কে অবগত হতে পারে?

শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্তি প্রভু ধরেন করুণায় ।
যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥

"তাঁর রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, এবং তিনি কৃপা করে তাঁর সেই রূপ প্রকাশ করেন। এই জড় জগতে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সেই রূপের দ্বারা লীলাস্বরূপে সম্পাদিত হয়।

যাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী ।
নিজজন-মনো রঞ্জে হঞা কুতূহলী ॥

"তিনি সর্বদাই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য উৎসুক থাকেন।

যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সংকীর্তনে ।
যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে ॥
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে ॥

"আমরা যদি কেবল ভগবান অনন্তদেবের নাম সমবেতভাবে কীর্তন করি, তা হলে বহু জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ নির্মল হয়ে যাবে। তাই বৈষ্ণব কখনও অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ হারান না।

'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর ।
অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার ॥

"ভগবান অনন্তদেব শেষ নামেও পরিচিত, কারণ তিনি আমাদের ভববন্ধন শেষ

করে দেন। কেবল তাঁর মহিমা কীর্তন করার ফলে সকলেই উদ্ধার লাভ করতে পারে।

অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে ।
যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥

"অনন্তদেব গিরি-পর্বত এবং সমুদ্র সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শিরে ধারণ করে রয়েছেন।

সহস্র ফণার এক-ফণে 'বিন্দু' যেন ।
অনন্ত বিক্রম, না জানেন, 'আছে' হেন ॥

"তিনি এতই বিশাল এবং শক্তিশালী যে, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মস্তকে ঠিক একবিন্দু জলের মতো অবস্থান করছে। তা যে কোথায় রয়েছে, তাও যেন তিনি জানেন না।

সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর ।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥

"তাঁর মস্তকে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে থাকলেও অনন্তদেব তাঁর হাজার হাজার মুখে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন।

গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অনন্ত ।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে—বলবন্ত ॥

"যদিও তিনি অনন্তকাল ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছেন, তবু তাঁর যশ তিনি গেয়ে শেষ করতে পারছেন না।

অদ্যাপিহ শেষদেব সহস্র-শ্রীমুখে ।
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে ॥

"আজও ভগবান অনন্তদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করছেন এবং তাঁর শেষ খুঁজে পাচ্ছেন না।"

শ্লোক ১০

মূর্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র ।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্যঃ ॥ ১০ ॥

মূর্তিম্—পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন রূপ; **নঃ**—আমাদের; **পুরু-কৃপয়া**—অত্যন্ত কৃপাবশত; **বভার**—প্রদর্শন করেছেন; **সত্তম্**—অস্তিত্ব; **সংশুদ্ধম্**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; **সৎ-অসৎ ইদম্**—কার্য ও কারণরূপে প্রকাশিত এই জগৎ; **বিভাতি**—প্রকাশিত হয়; **যত্র**—যাতে; **যৎ-লীলাম্**—যাঁর লীলা; **মৃগ-পতিঃ**—সমস্ত জীবের পতি, যিনি ঠিক (অন্য সমস্ত পশুর রাজা) সিংহের মতো; **আদদে**—শিক্ষা দিয়েছেন; **অনবদ্যাম্**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **আদাতুম্**—জয় করার জন্য; **স্ব-জন-মনাংসি**—তাঁর ভক্তের চিত্ত; **উদার-বীর্যঃ**—যিনি অত্যন্ত উদার এবং শক্তিমান।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ ভগবানের মধ্যে বিরাজমান। তাঁর ভক্তদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবশত তিনি তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন, যা সর্বতোভাবে চিন্ময়। পরমেশ্বর ভগবান পরম উদার এবং তিনি সমস্ত যোগ-ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর ভক্তদের মন জয় করার জন্য এবং তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ দান করার জন্য তিনি বিভিন্ন অবতারে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন লীলা-বিলাস করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির এইভাবে অনুবাদ করেছেন—"পরমেশ্বর ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করে তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকটিত করেছেন। তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হয়ে লীলা-বিলাস করেন।" যেমন, ভগবান বরাহদেবরূপে তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীর উদ্ধার লীলা-বিলাস করেছেন।

শ্লোক ১১

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্তয়েদকস্মা-
দার্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা ।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁর; **নাম**—পবিত্র নাম; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করে; **অনুকীর্তয়েৎ**—কীর্তন করে অথবা বার বার উচ্চারণ করে; **অকস্মাৎ**—দৈবক্রমে; **আর্তঃ**—দুঃখিত ব্যক্তি; **বা**—

অথবা; **যদি**—যদি; **পতিতঃ**—অধঃপতিত ব্যক্তি; **প্রলম্ভনাৎ**—পরিহাস করে; **বা**—অথবা; **হন্তি**—নষ্ট করে; **অংহঃ**—পাপী; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **নৃণাম্**—মানুষের; **অশেষম্**—অন্তহীন; **অন্যম্**—অন্যের; **কম্**—কি; **শেষাৎ**—ভগবান শেষ থেকে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আশ্রয়েৎ**—শরণ গ্রহণ করা উচিত; **মুমুক্ষুঃ**—মুক্তিকামী ব্যক্তি।

অনুবাদ

সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করে কেউ যদি অকস্মাৎ তা কীর্তন করেন, অথবা আর্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে সেই নাম একবার উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি নিজে তো সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হনই, উপরন্তু তাঁর সান্নিধ্য মাত্র অন্যের পাপরাশিও বিনাশ করতে সমর্থ হন। অতএব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কেন ভগবান শেষের নাম কীর্তন করবেন না? তাঁকে ছাড়া তিনি আর কার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন?

শ্লোক ১২

মূর্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্ ।
আনন্ত্যাদনিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্যাণ্যধিগণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ১২ ॥

মূর্ধনি—তাঁর ফণায় বা মস্তকে; **অর্পিতম্**—ন্যস্ত থেকে; **অণু-বৎ**—ঠিক একটি অণুর মতো; **সহস্র-মূর্ধ্নঃ**—সহস্র ফণাবিশিষ্ট অনন্তদেবের; **ভূ-গোলম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **স-গিরি-সরিৎ-সমুদ্র-সত্ত্বম্**—বহু পর্বত, নদী, সমুদ্র এবং জীবজন্তু সমন্বিত; **আনন্ত্যাৎ**—অন্তহীন হওয়ার ফলে; **অনিমিত-বিক্রমস্য**—যাঁর শক্তি অপরিসীম; **ভূম্নঃ**—ভগবানের; **কঃ**—কে; **বীর্যাণি**—শক্তি; **অধি**—বস্তুতপক্ষে; **গণয়েৎ**—গণনা করা যায়; **সহস্র-জিহ্বঃ**—সহস্র জিহ্বা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

ভগবান যেহেতু অনন্ত, তাই কেউই তাঁর শক্তি অনুমান করতে পারে না। বিশাল গিরি-পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা এবং জীবজন্তু সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি

অণুর মতো তাঁর সহস্র ফণার একটিতে ন্যস্ত রয়েছে। সহস্র জিহ্বা লাভ করেও তাঁর প্রভাব কে-ই বা বর্ণনা করতে পারেন?

শ্লোক ১৩

এবম্প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্তি ॥ ১৩ ॥

এবম্-প্রভাবঃ—যিনি এত শক্তিশালী; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অনন্ত; **দুরন্ত-বীর্য**—যাঁর শক্তির অন্ত নেই; **উরু**—মহান; **গুণ-অনুভাবঃ**—চিন্ময় গুণ এবং মহিমা সমন্বিত; **মূলে**—মূলদেশে; **রসায়াঃ**—রসাতলের; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **যঃ**—যিনি; **লীলয়া**—অনায়াসে; **ক্ষ্মাম্**— ব্রহ্মাণ্ড; **স্থিতয়ে**—পালনের জন্য; **বিভর্তি**—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মহা শক্তিশালী ভগবান অনন্তদেবের গুণ এবং মহিমার অন্ত নেই। বস্তুতপক্ষে তাঁর শক্তি অন্তহীন। সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কিছুর আশ্রয়। রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করে তিনি অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন।

শ্লোক ১৪

এতা হ্যেবেহ নৃভিরুপগন্তব্যা গতয়ো যথাকর্মবিনির্মিতা যথোপদেশ-মনুবর্ণিতাঃ কামান্ কাময়মানৈঃ ॥ ১৪ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ইহ**—এই ব্রহ্মাণ্ডে; **নৃভিঃ**—সমস্ত জীবদের দ্বারা; **উপগন্তব্যাঃ**—লভ্য; **গতয়ঃ**—গন্তব্য; **যথা-কর্ম**—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; **বিনির্মিতাঃ**—রচিত; **যথা-উপদেশম্**—উপদেশ অনুসারে; **অনুবর্ণিতাঃ**—সেই অনুসারে বর্ণিত; **কামান্**—জড় সুখ; **কাময়মানৈঃ**—সকাম ব্যক্তিদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি যেভাবে আমার শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করলাম। কর্মীদের কর্ম অনুসারে এই সমস্ত গতি নির্মিত হয়। সকাম ব্যক্তিরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন,

অনাদি করম-ফলে,　　পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।

"হে ভগবান, আমার বদ্ধ জীবন যে কখন শুরু হয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারি যে, আমি ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর কোন গতি নেই।" তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি নিবেদন করেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার নিত্য দাস। কোন না কোনভাবে আমি এই ভীষণ সমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে, তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণাসদৃশ গ্রহণ করো।"

শ্লোক ১৫

এতাবতীর্হি রাজন্ পুংসঃ প্রবৃত্তিলক্ষণস্য ধর্মস্য বিপাকগতয় উচ্চাবচা বিসদৃশা যথাপ্রশ্নং ব্যাচখ্যে কিমন্যৎ কথয়াম ইতি ॥ ১৫ ॥

এতাবতীঃ—এই প্রকার; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **রাজন্**—হে রাজন্; **পুংসঃ**—মানুষের; **প্রবৃত্তি-লক্ষণস্য**—প্রবৃত্তির দ্বারা লক্ষ্মীভূত; **ধর্মস্য**—কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের; **বিপাক-গতয়ঃ**—কাম্যকর্মের ফল অনুসারে গতি; **উচ্চ-অবচাঃ**—উচ্চ এবং নিম্ন;

বিসদৃশাঃ—বিভিন্ন; **যথা-প্রশ্নম্**—আপনার প্রশ্ন অনুসারে; **ব্যাচখ্যে**—আমি বর্ণনা করেছি; **কিম্ অন্যৎ**—অন্য কি; **কথয়াম**—আমি বলব; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে রাজন্, জীবেরা সাধারণত তাদের বাসনা ও কর্মফল অনুসারে কিভাবে আচরণ করে এবং উচ্চ ও নিম্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা বর্ণনা করলাম। এই সম্পর্কে আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, এবং মহাজনদের শ্রীমুখে আমি যা শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি তা বর্ণনা করলাম। এখন আমি আর কি বলব বলুন?

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবান অনন্তদেবের মহিমা' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

নরকের বর্ণনা

এই ষড়বিংশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে পাপীরা তাদের পাপ অনুসারে বিভিন্ন নরকে গমন করে এবং যমদূতদের দ্বারা নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"প্রকৃতিতে সবকিছুই সম্পাদিত হয় গুণ এবং কর্ম অনুসারে, কিন্তু অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হয়ে জীব নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে।" মূর্খ মানুষ মনে করে যে, সে কোনও আইনের অধীন নয়। সে মনে করে যে, ভগবান বা কোন নিয়ন্তা নেই এবং সে তার খেয়ালখুশি মতো যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এইভাবে সে বিভিন্ন পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এবং তার ফলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন নারকীয় পরিবেশে দণ্ডস্বরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তার এই যন্ত্রণা ভোগের মূল কারণ হচ্ছে যে, সে মূর্খতাবশত নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে, যদিও সে সর্বদাই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমস্ত নিয়ম কার্য করে প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এবং তাই প্রতিটি মানুষ তিনটি বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের অধীনে কর্ম করে। তার কর্ম অনুসারে সে এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন প্রকার ফল ভোগ করে। ধার্মিক ব্যক্তিরা নাস্তিকদের থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করে, এবং তাই তারা যে কর্মফল ভোগ করে তাও ভিন্ন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই আটাশটি নরকের বর্ণনা করেছেন—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ।

যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী প্রভৃতি অপহরণ করে, তাকে তামিস্র নামক নরকে যেতে হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রীকে ভোগ করে, তাকে

অন্ধতামিস্র নামক ভয়ঙ্কর নরকে যেতে হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থেকে যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা জীব-হিংসার দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করে, তারা রৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে সমস্ত পশুর প্রতি হিংসা করা হয়েছিল, তারা সেখানে রুরু নামক এক প্রকার প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে তাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। যারা পশু-পাখি হত্যা করে রন্ধন করে, যমদূতরা তাদের কুম্ভীপাক নামক নরকে নিয়ে গিয়ে ফুটন্ত তেলে পাক করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-হত্যা করে, তাকে কালসূত্র নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানকার ভূমি তাম্রময় ও সমতল এবং তা একটি চুল্লীর মতো উত্তপ্ত। ব্রহ্মঘাতীকে সেখানে বহু বছর ধরে পোড়ানো হয়। যে শাস্ত্রের নির্দেশ না মেনে নিজের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করে অথবা পাষণ্ডী-মত অবলম্বন করে, তাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সমস্ত রাজপুরুষ অন্যায়ভাবে বিচার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়, যমদূতরা তাদের সূকরমুখ নামক নরকে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে।

ভগবান মানুষদের বিবেক-শক্তি প্রদান করেছেন, যার ফলে তারা অন্যের সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। কিন্তু যারা বিবেকরহিত হয়ে অন্য প্রাণীদের কষ্ট দেয়, যমদূতরা তাদের অন্ধকূপ নামক নরকে নিয়ে যায়, এবং জীবিত অবস্থায় তারা যে সমস্ত প্রাণীদের কষ্ট দিয়েছিল, সেই সমস্ত প্রাণীরা তাদের সেখানে কষ্ট দিতে থাকে। যে সমস্ত মানুষ অতিথিদের খেতে না দিয়ে স্বয়ং ভোগ করে, তারা কৃমিভোজন নামক নরকে পতিত হয়। সেখানে অসংখ্য কৃমি তাদের ভক্ষণ করতে থাকে।

চৌর্যবৃত্তির ফলে সন্দংশ নামক নরক লাভ হয়। যে স্ত্রীতে গমন করা উচিত নয়, তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তপ্তসূর্মি নরকে পতিত হতে হয়। পশুদের সঙ্গে যৌনাচার করার ফলে, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে পতিত হতে হয়। সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ-কুলজাত ব্যক্তি যদি স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়, তা হলে তাকে নরকের পরিখাস্বরূপ রক্ত, পুঁজ, মূত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ বৈতরণী নদীতে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি পশুর মতো আচরণ করে, তাকে পূয়োদ নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের অনুমোদন ব্যতীত বনে গিয়ে নৃশংসভাবে পশুহত্যা করে, তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যজ্ঞের নামে পশুহত্যা করে, তাকে বিশসন নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি বলপূর্বক তার স্ত্রীকে বীর্যপান করায়, তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি আগুন লাগায় অথবা প্রাণ নাশ করার জন্য বিষ প্রয়োগ করে, তাকে সারমেয়াদন নামক নরকে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা

সাক্ষ্য প্রদান করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ্ করে, তাকে অবীচি নামক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

সুরাপানে আসক্ত ব্যক্তিকে অয়ঃপান নামক নরকে যেতে হয়। গুরুজনদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে মর্যাদা লঙ্ঘন করার ফলে, ক্ষারকর্দম নামক নরকে পতিত হতে হয়। ভৈরবের কাছে নরবলি দিলে তাকে রক্ষোগণ-ভোজন নামক নরকে পতিত হতে হয়। আশ্রিত পশু-পক্ষীদের হত্যা করলে শূলপ্রোত নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যদের পীড়া দেয়, তাকে দন্দশূক নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি প্রাণীদের গুহায় আবদ্ধ করে পীড়া দেয়, তাকে অবট-নিরোধন নামক নরকে পতিত হতে হয়। অতিথি ও অভ্যাগতদের প্রতি অনর্থক ক্রোধ প্রদর্শন করলে, পর্যাবর্তন নামক নরকে পতিত হতে হয়। ধনমদে মত্ত হয়ে যে ব্যক্তি সর্বদা কি করে আরও ধন সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাকে সূচীমুখ নামক নরকে পতিত হতে হয়।

নরকের বর্ণনা করার পর শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, পুণ্যবান ব্যক্তিরা কিভাবে দেবতাদের আবাসস্থল স্বর্গলোকে উন্নীত হন, কিন্তু তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে তাঁদের আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে ভগবানের বিশ্বরূপ এবং সেই রূপের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

মহর্ষ এতদ্বৈচিত্র্যং লোকস্য কথমিতি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বললেন; **মহর্ষে**—হে মহান ঋষি (শুকদেব গোস্বামী); **এতৎ**—এই; **বৈচিত্র্যম্**—বৈচিত্র্য; **লোকস্য**—জীবের; **কথম্**—কিভাবে; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, জীবকে কেন এই জড় জগতে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়? দয়া করে সেই কথা আপনি বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন নরক গর্ভোদক সাগরের একটু উপরে অবস্থিত। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে পাপীরা কিভাবে সেই সব নরকে যায় এবং যমদূত কর্তৃক দণ্ডিত হয়। বিভিন্ন প্রকার দেহ সমন্বিত বিভিন্ন প্রাণী তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ২

ঋষিরুবাচ

ত্রিগুণত্বাৎ কর্তুঃ শ্রদ্ধয়া কর্মগতয়ঃ পৃথগ্বিধাঃ সর্বা এব সর্বস্য তারতম্যেন ভবন্তি ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ত্রি-গুণত্বাৎ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ফলে; **কর্তুঃ**—কর্তার; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার ফলে; **কর্ম-গতয়ঃ**—কর্মফল জনিত গতি; **পৃথক্**—ভিন্ন; **বিধাঃ**—প্রকার; **সর্বাঃ**—সর্ব; **এব**—এইভাবে; **সর্বস্য**—তাদের সকলের; **তারতম্যেন**—বিভিন্ন মাত্রায়; **ভবন্তি**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এই জড় জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার কর্ম রয়েছে। যেহেতু সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তার ফলে তাদের কার্যকলাপও তিন প্রকার। যারা সত্ত্বগুণে কর্ম করে তারা ধার্মিক এবং সুখী হয়, যারা রজোগুণে কর্ম করে তারা সুখ এবং দুঃখ দুই-ই ভোগ করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা সর্বদাই দুঃখী এবং তারা পশুর মতো জীবন যাপন করে। বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে জীবের গতির তারতম্য হয়।

শ্লোক ৩

অথেদানীং প্রতিষিদ্ধলক্ষণস্যাধর্মস্য তথৈব কর্তুঃ শ্রদ্ধায়া বৈসাদৃশ্যাৎ কর্মফলং বিসদৃশং ভবতি যা হ্যনাদ্যবিদ্যয়া কৃতকামানাং তৎপরিণাম-লক্ষণাঃ সৃতয়ঃ সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তাসাং প্রাচুর্যেণানুবর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ৩ ॥

অথ—এইভাবে; **ইদানীম্**—এখন; **প্রতিষিদ্ধ**—নিষিদ্ধ; **লক্ষণস্য**—লক্ষণ; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **তথা**—তেমনই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠাতার; **শ্রদ্ধায়াঃ**—শ্রদ্ধার;

বৈসাদৃশ্যাৎ—পার্থক্যের ফলে; **কর্ম-ফলম্**—সকাম কর্মের ফল; **বিসদৃশম্**—বিভিন্ন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **যা**—যা; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অনাদি**—অনন্তকাল থেকে; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের ফলে; **কৃত**—অনুষ্ঠিত; **কামানাম্**—কামনা সমন্বিত ব্যক্তিদের; **তৎ-পরিণাম-লক্ষণাঃ**—এই প্রকার পাপ বাসনার ফলের লক্ষণ; **সৃতয়ঃ**—জীবনের নারকীয় অবস্থা; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **প্রবৃত্তাঃ**—ফল; **তাসাম্**—তাদের; **প্রাচুর্যেণ**—বিস্তৃতভাবে; **অনুবর্ণয়িষ্যামঃ**—আমি বর্ণনা করব।

অনুবাদ

পুণ্যকর্মের ফলে যেমন স্বর্গভোগ হয়, তেমনই পাপকর্মের ফলে নরক ভোগ হয়। তমোগুণের প্রভাবে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এবং তাদের অজ্ঞানের মাত্রা অনুসারে তাদের নারকীয় জীবনের বিভিন্ন স্তর প্রাপ্তি হয়। কেউ যদি প্রমাদবশত তামসিক আচরণ করে, তা হলে তাকে অল্প কষ্ট ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জ্ঞানবশত পাপকর্ম করে, তা হলে তাকে আরও বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর যারা নাস্তিকতাবশত পাপকর্ম করে, তাদের সব চাইতে বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অনাদি কাল ধরে অবিদ্যাজনিত কামনার পরিমাণস্বরূপ জীব যে সহস্র সহস্র নরক-গতি প্রাপ্ত হয়, আমি তা এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৪

রাজোবাচ

নরকা নাম ভগবন্ কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা
আহোস্বিদন্তরাল ইতি ॥ ৪ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বললেন; **নরকাঃ**—নরক; **নাম**—নামক; **ভগবন্**—হে প্রভু; **কিম্**—কি; **দেশ-বিশেষাঃ**—কোন বিশেষ দেশ; **অথবা**—অথবা; **বহিঃ**—বাহ্য; **ত্রি-লোক্যাঃ**—ত্রিজগতের (ব্রহ্মাণ্ডের); **আহোস্বিৎ**—অথবা; **অন্তরালে**—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, এই নরকসমূহ কি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে, নাকি এই পৃথিবীরই কোন স্থানে অবস্থিত?

শ্লোক ৫

ঋষিরুবাচ

অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্‌যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি ॥ ৫ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি উত্তর দিলেন; **অন্তরালে**—মধ্যবর্তী স্থানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ত্রি-জগত্যাঃ**—ত্রিলোকের; **তু**—কিন্তু; **দিশি**—দিকে; **দক্ষিণস্যাম্**—দক্ষিণ; **অধস্তাৎ**—নিম্নে; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **উপরিষ্টাৎ**—একটু উপরে; **চ**—এবং; **জলাৎ**—গর্ভোদক সমুদ্র; **যস্যাম্**—যাতে; **অগ্নিষ্বাত্তা-আদয়ঃ**—অগ্নিষ্বাত্তা আদি; **পিতৃ-গণাঃ**—পিতৃগণ; **দিশি**—দিক; **স্বানাম্**—তাঁদের নিজেদের; **গোত্রাণাম্**—বংশের; **পরমেণ**—অত্যন্ত; **সমাধিনা**—ভগবানের চিন্তায় মগ্ন; **সত্যাঃ**—সত্যই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আশাসানাঃ**—বাসনা করে; **নিবসন্তি**—বাস করেন।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত নরক ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে ভূমণ্ডলের অধঃভাগে এবং গর্ভোদক সমুদ্রের উপরিভাগে নরকের অবস্থান। পিতৃলোকও সেই প্রদেশে অর্থাৎ গর্ভোদক সমুদ্র এবং নিম্নলোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অগ্নিষ্বাত্তা আদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান করেন এবং তাঁদের গোত্রভূত ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনা করেন।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমাদের ভূলোকের নীচে সাতটি অধঃলোক রয়েছে, যার সর্বনিম্ন হচ্ছে পাতাললোক। পাতাললোকের নীচে নরক। ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে গর্ভোদক সমুদ্র। তাই নরক পাতাললোক এবং গর্ভোদক সমুদ্রের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত।

শ্লোক ৬

যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু সম্পরেতেষু যথাকর্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিত-ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি ॥ ৬ ॥

যত্র—যেখানে; **হ বাব**—প্রকৃতপক্ষে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পিতৃ-রাজঃ**—পিতৃদের রাজা, যমরাজ; **বৈবস্বতঃ**—সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র; **স্ব-বিষয়ম্**—তাঁর নিজের রাজ্য; **প্রাপিতেষু**—যখন নিয়ে আসা হয়; **স্ব-পুরুষৈঃ**—তাঁর দূতদের দ্বারা; **জন্তুষু**—প্রাণী; **সম্পরেতেষু**—মৃত; **যথা-কর্ম-অবদ্যম্**—কি পরিমাণে তারা বদ্ধ জীবনের নিয়ম এবং বিধান উল্লঙ্ঘন করেছে, তার মাত্রা অনুসারে; **দোষম্**—দোষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুল্লঙ্ঘিত-ভগবৎ-শাসনঃ**—যিনি কখনও ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না; **স-গণঃ**—স্বপার্ষদ; **দমম্**—দণ্ড; **ধারয়তি**—দান করেন।

অনুবাদ

সূর্যদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র যমরাজ পিতৃদের রাজা। তিনি স্বপার্ষদ পিতৃলোকে বাস করেন এবং ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে, মৃত্যুর পর তাঁর দূতদের দ্বারা তাঁর অধিকারের মধ্যে আনীত প্রাণীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথভাবে বিচার করে নরকে দণ্ডদান করেন।

তাৎপর্য

যমরাজ কোন কাল্পনিক বা রূপকথার চরিত্র নন; তাঁর নিজের ধাম রয়েছে, তা হচ্ছে পিতৃলোক এবং তিনি সেখানকার রাজা। নাস্তিকেরা নরকের বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নরকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। তা গর্ভোদক সমুদ্র এবং পাতাললোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যমরাজ ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন, যাতে জীবেরা তাঁর আইন এবং বিধান লঙ্ঘন না করে, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥

"কর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই যথাযথভাবে জানা উচিত কর্ম কি, বিকর্ম কি এবং অকর্ম কি।" কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন, এবং সেই অনুসারে আচরণ করা উচিত। এটি হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। যে সমস্ত বদ্ধ জীব এই জড় জগতে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য এসেছে, তাদের কতকগুলি বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুখভোগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যদি সেই সমস্ত নিয়ম বা বিধানগুলি লঙ্ঘন করে, তখন যমরাজ তাদের বিচার করেন এবং দণ্ড দেন।

তিনি তাদের নরকে নিক্ষেপ করে যথাযথভাবে দণ্ডদান করেন, যাতে তারা কৃষ্ণভক্তির পথে ফিরে আসতে পারে। বদ্ধ জীব কিন্তু মায়ার প্রভাবে তমোগুণের দ্বারা মোহিত হয়ে থাকে। তার ফলে বার বার যমরাজের দণ্ডভোগ করা সত্ত্বেও তারা প্রকৃতিস্থ হয় না, এবং বার বার পাপকর্ম আচরণ করে এই জড় জগতের বন্ধনেই আবদ্ধ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭

তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি অথ তাংস্তে রাজন্নামরূপলক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামস্তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং সূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তসূর্মির্বজ্রকণ্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্যাবর্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকাঽবিবিধযাতনাভূময়ঃ ॥ ৭ ॥

তত্র—সেখানে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **একে**—কিছু; **নরকান্**—নরক; **এক-বিংশতিম্**—একুশ; **গণয়ন্তি**—গণনা করে; **অথ**—অতএব; **তান্**—তাদের; **তে**—আপনাকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **নাম-রূপ-লক্ষণতঃ**—নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে; **অনুক্রমিষ্যামঃ**—আমি একে একে বর্ণনা করব; **তামিস্রঃ**—তামিস্র; **অন্ধ-তামিস্রঃ**—অন্ধতামিস্র; **রৌরবঃ**—রৌরব; **মহা-রৌরবঃ**—মহারৌরব; **কুম্ভী-পাকঃ**—কুম্ভীপাক; **কাল-সূত্রম্**—কালসূত্র; **অসি-পত্রবনম্**—অসিপত্রবন; **সূকর-মুখম্**—সূকরমুখ; **অন্ধ-কূপঃ**—অন্ধকূপ; **কৃমি-ভোজনঃ**—কৃমিভোজন; **সন্দংশঃ**—সন্দংশ; **তপ্ত-সূর্মিঃ**—তপ্তসূর্মি; **বজ্র-কণ্টক-শাল্মলী**—বজ্রকণ্টক-শাল্মলী; **বৈতরণী**—বৈতরণী; **পূয়োদঃ**—পূয়োদ; **প্রাণ-রোধঃ**—প্রাণরোধ; **বিশসনম্**—বিশসন; **লালা-ভক্ষঃ**—লালাভক্ষ; **সারমেয়াদনম্**—সারমেয়াদন; **অবীচিঃ**—অবীচি; **অয়ঃ-পানম্**—অয়ঃপান; **ইতি**—এই প্রকার; **কিঞ্চ**—আরও কয়েকটি; **ক্ষার-কর্দমঃ**—ক্ষারকর্দম; **রক্ষঃ-গণ-ভোজনঃ**—রক্ষোগণ-ভোজন; **শূল-প্রোতঃ**—শূলপ্রোত; **দন্দ-শূকঃ**—দন্দশূক; **অবট-নিরোধনঃ**—অবট নিরোধন; **পর্যাবর্তনঃ**—পর্যাবর্তন; **সূচী-মুখম্**—সূচীমুখ; **ইতি**—এইভাবে; **অষ্টা-বিংশতিঃ**—আটাশটি; **নরকাঃ**—নরক; **বিবিধ**—বিভিন্ন; **যাতনা-ভূময়ঃ**—যন্ত্রণা ভোগের স্থান।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন যে, ২১টি নরক রয়েছে, এবং অন্য কেউ বলেন ২৮টি। হে রাজন, আমি তাদের নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে বর্ণনা করব। সেগুলি হচ্ছে—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ। এইগুলি জীবের দণ্ডভোগের স্থান।

শ্লোক ৮

তত্র যস্তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণ্যপহরতি স হি কালপাশবদ্ধো যম-পুরুষৈরতিভয়ানকৈস্তামিস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে অনশনানুদপান-দণ্ডতাড়ন-সন্তর্জনাদিভির্যাতনাভির্যাত্যমানো জন্তুর্যত্র কশ্মলমাসাদিত একদৈব মূর্চ্ছামুপযাতি তামিস্রপ্রায়ে ॥ ৮ ॥

তত্র—সেই সমস্ত নরকে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; **পরবিত্ত-অপত্য-কলত্রাণি**—অন্যের ধনসম্পদ, পত্নী এবং পুত্র; **অপহরতি**—অপহরণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কাল-পাশ-বদ্ধঃ**—যমপাশে বদ্ধ হয়ে; **যম-পুরুষৈঃ**—যমদূতদের দ্বারা; **অতি-ভয়ানকৈঃ**—যারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **তামিস্রে-নরকে**—তামিস্র নামক নরকে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **নিপাত্যতে**—নিক্ষিপ্ত হয়; **অনশন**—অনাহার; **অনুদপান**—পানীয়ের অভাব; **দণ্ড-তাড়ন**—দণ্ডের দ্বারা প্রহার; **সন্তর্জন-আদিভিঃ**—তর্জন ইত্যাদি; **যাতনাভিঃ**—প্রচণ্ড যন্ত্রণার দ্বারা; **যাত্যমানঃ**—দণ্ডিত হয়ে; **জন্তুঃ**—প্রাণী; **যত্র**—যেখানে; **কশ্মলম্**—ক্লেশ; **আসাদিতঃ**—ভোগ করে; **একদা**—কখনও কখনও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মূর্চ্ছাম্**—মূর্ছিত হয়; **উপযাতি**—প্রাপ্ত হয়; **তামিস্র-প্রায়ে**—ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অনুবাদ

হে রাজন্, যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যমদূতেরা তাকে কালপাশে বেঁধে বলপূর্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে। এই তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সেখানে যমদূতেরা পাপীকে ভীষণভাবে

প্রহার, তাড়ন এবং তর্জন করে। সেখানে তাকে অনশনে রাখা হয় এবং জল পান করতে দেওয়া হয় না। এইভাবে ক্রুদ্ধ যমদূতদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সে মূর্ছিত হয়।

শ্লোক ৯

এবমেবান্ধতামিস্রে যস্তু বঞ্চয়িত্বা পুরুষং দারাদীনুপযুঙ্‌ক্তে যত্র শরীরী নিপাত্যমানো যাতনাস্থো বেদনয়া নষ্টমতির্নষ্টদৃষ্টিশ্চ ভবতি যথা বনস্পতির্বৃশ্চ্যমানমূলস্তস্মাদন্ধতামিস্রং তমুপদিশন্তি ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্ধতামিস্রে**—অন্ধতামিস্র নামক নরকে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **বঞ্চয়িত্বা**—বঞ্চনা করে; **পুরুষম্**—অন্যের; **দার-আদীন্**—স্ত্রী-পুত্র; **উপযুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **যত্র**—যেখানে; **শরীরী**—দেহধারী ব্যক্তি; **নিপাত্যমানঃ**—বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত হয়ে; **যাতনা-স্থঃ**—সর্বদা অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে অবস্থিত হয়ে; **বেদনয়া**—যন্ত্রণায়; **নষ্ট**—নষ্ট; **মতিঃ**—যার চেতনা; **নষ্ট**—নষ্ট; **দৃষ্টিঃ**—যার দৃষ্টি; **চ**—ও; **ভবতি**—হয়; **যথা**—যতখানি; **বনস্পতিঃ**—বৃক্ষ; **বৃশ্চ্যমান**—ছেদন করে; **মূলঃ**—মূল; **তস্মাৎ**—তার ফলে; **অন্ধতামিস্রম্**—অন্ধতামিস্র; **তম্**—তা; **উপদিশন্তি**—বলা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রী-পুত্র উপভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। বৃক্ষকে ভূপাতিত করার পূর্বে যেমন তার মূল ছেদন করা হয়, তেমনই সেই পাপীকে ঐ নরকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যমদূতেরা নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে। এই যন্ত্রণা এতই প্রচণ্ড যে, তার ফলে তার বুদ্ধি এবং দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যই সেই নরককে পণ্ডিতেরা অন্ধতামিস্র বলেন।

শ্লোক ১০

যস্ত্বিহ বা এতদহমিতি মমেদমিতি ভূতদ্রোহেণ কেবলং স্বকুটুম্বমেবানুদিনং প্রপুষ্ণাতি স তদিহ বিহায় স্বয়মেব তদশুভেন রৌরবে নিপততি ॥১০॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই শরীর; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **মম**—আমার; **ইদম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **ভূত-**

দ্রোহেণ—অন্য জীবের প্রতি হিংসার ফলে; **কেবলম্**—কেবল; **স্ব-কুটুম্বম্**—তার আত্মীয়-স্বজনের; **এব**—কেবল; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **প্রপুষ্ণাতি**—ভরণ-পোষণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **তৎ**—তা; **ইহ**—এখানে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ**—তার; **অশুভেন**—পাপের ফলে; **রৌরবে**—রৌরবে; **নিপততি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তার নিজের দেহ এবং দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য দিনের পর দিন অপর প্রাণীর হিংসা করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার দেহ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে, প্রাণী হিংসাজনিত পাপের ফলে রৌরব নরকে নিপতিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে —

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই তিনটি ধাতু দিয়ে তৈরি দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, যে তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন বলে মনে করে, যেই স্থানটিতে তার দেহের জন্ম হয়েছে, সেই স্থানটিকে পূজ্য বলে মনে করে, এবং দিব্য জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পরিবর্তে যে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থস্থানে যায়, সেই ব্যক্তি একটি গাধা বা গরুর মতো।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮৪/১৩) দুই প্রকার মানুষ বিষয়ে মগ্ন থাকে। এক প্রকার মানুষ অজ্ঞানতাবশত তাদের দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, অতএব তারা নিশ্চয়ই পশুর মতো (*স এব গোখরঃ*)। অন্য শ্রেণীর মানুষেরা যে তাদের দেহটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, কেবল তা-ই নয়, উপরন্তু সেই দেহটির ভরণ-পোষণের জন্য সব রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। সে তার নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অন্যকে প্রতারণা করে অর্থ সংগ্রহ করে এবং অকারণে অন্যের প্রতি হিংসা-পরায়ণ হয়। সেই প্রকার ব্যক্তিদের রৌরব নামক

নরকে নিক্ষেপ করা হয়। কেউ যদি একটি পশুর মতো তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তা হলে সেটা তত বড় পাপ নয়। কিন্তু, কেউ যদি সেই দেহটির ভরণ-পোষণের জন্য অনর্থক পাপ করে, তা হলে তাকে রৌরব নরকে প্রক্ষিপ্ত হতে হয়। এটিই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত। পশুরা নিশ্চয়ই দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, কিন্তু তারা তাদের দেহ এবং পুত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য পাপ করে না। তাই পশুরা নরকে যায় না। কিন্তু মানুষ যখন তার দেহ ও আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য অন্য প্রাণীর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয় এবং তাদের প্রতারণা করে, তখন তাকে নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১১

যে ত্বিহ যথৈবামুনা বিহিংসিতা জন্তবঃ পরত্র যমযাতনামুপগতং ত এব রুরবো ভূত্বা তথা তমেব বিহিংসন্তি তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহুঃ রুরুরিতি সর্পাদতিক্রূরসত্ত্বস্যাপদেশঃ ॥ ১১ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **যথা**—যতখানি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; অমুনা—তার দ্বারা; **বিহিংসিতাঃ**—প্রপীড়িত হয়েছে; **জন্তবঃ**—জীব; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **যম-যাতনাম্ উপগতম্**—যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়; **তে**—সেই সমস্ত জীবেরা; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **রুরবঃ**—রুরু (এক প্রকার হিংস্র প্রাণী); **ভূত্বা**—হয়ে; **তথা**—ততখানি; **তম্**—তাকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিহিংসন্তি**—যন্ত্রণা দেয়; **তস্মাৎ**—সেই জন্য; **রৌরবম্**—রৌরব; **ইতি**—এই প্রকার; **আহুঃ**—পণ্ডিতেরা বলেন; **রুরুঃ**—রুরু নামক পশু; **ইতি**—এই প্রকার; **সর্পাৎ**—সর্পের থেকেও; **অতি-ক্রূর**—অত্যন্ত হিংস্র; **সত্ত্বস্য**—জীবের; **অপদেশঃ**—নাম।

অনুবাদ

এই জীবনে যে হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, মৃত্যুর পর যখন সে তার কৃত কর্মের ফলে যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমস্ত প্রাণীসমূহ, যাদের হিংসা করা হয়েছে, তারা 'রুরু' হয়ে তাকে পীড়া দেয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা সেই নরককে রৌরব নরক বলেন। রুরু প্রাণীকে এই পৃথিবীতে দেখা যায় না, তারা সর্পের থেকেও হিংস্র।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, রুরু ভারশৃঙ্গ নামেও পরিচিত (*অতিক্রূরস্য ভার-শৃঙ্গাখ্য-সত্ত্বস্য অপদেশঃ সংজ্ঞা*)। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *সন্দর্ভে* প্রতিপন্ন করেছেন—*রুরু-শব্দস্য স্বয়ং মুনিনৈব টীকাবিধানাল্লোকেষ্বপ্রসিদ্ধ এবায়ং জন্তু-বিশেষঃ*। অতএব রুরুদের এই পৃথিবীতে দেখা না গেলেও, শাস্ত্রে তাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১২

এবমেব মহারৌরবো যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা নাম রুরবস্তং ক্রব্যেণ ঘাতয়ন্তি যঃ কেবলং দেহম্ভরঃ ॥ ১২ ॥

এবম্—এই প্রকার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মহা-রৌরবঃ**—মহারৌরব নামক নরক; **যত্র**—যেখানে; **নিপতিতম্**—প্রক্ষিপ্ত হয়ে; **পুরুষম্**—ব্যক্তি; **ক্রব্যাদাঃ নাম**—ক্রব্যাদ নামক; **রুরবঃ**—রুরু পশু; **তম্**—তাকে (দণ্ডিত ব্যক্তিকে); **ক্রব্যেণ**—তার মাংস ভক্ষণ করে; **ঘাতয়ন্তি**—হত্যা করে; **যঃ**—যে; **কেবলম্**—কেবল; **দেহম্ভরঃ**—তার নিজের দেহ ধারণে ব্যস্ত।

অনুবাদ

যারা অন্যদের কষ্ট দিয়ে নিজেদের দেহ ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই নরকে ক্রব্যাদ নামক রুরু পশুরা তাদের যন্ত্রণা দিয়ে মাংস আহার করে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত পশুতুল্য মানুষেরা কেবল দেহাত্ম-বুদ্ধিতে জীবন ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয় এবং পর-মাংস আহার করে দেহ ধারণ করার জন্য *ক্রব্যাদ* নামক রুরু পশুরা তাদের মাংস আহার করে।

শ্লোক ১৩

যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে উপরন্ধয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **উগ্রঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **পশূন্**—পশু; **পক্ষিণঃ**—পক্ষী; **বা**—অথবা; **প্রাণতঃ**—জীবিত অবস্থায়; **উপরন্ধয়তি**—রান্না করে; **তম্**—তাকে; **অপকরুণম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয়; **পুরুষ-আদৈঃ**—যারা নরমাংস আহার করে; **অপি**—ও; **বিগর্হিতম্**—নিন্দিত; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **যম-অনুচরাঃ**—যমদূতেরা; **কুম্ভীপাকে**—কুম্ভীপাক নামক নরকে; **তপ্ত-তৈলে**—ফুটন্ত তেলে; **উপরন্ধয়ন্তি**—রন্ধন করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত নিষ্ঠুর মানুষ তাদের দেহ ধারণের জন্য এবং জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিরীহ পশু-পক্ষীকে হত্যা করে রন্ধন করে, সেই প্রকার ব্যক্তিরা নর-মাংসভোজী রাক্ষসদেরও ঘৃণিত। মৃত্যুর পর যমদূতেরা কুম্ভীপাক নরকে ফুটন্ত তেলে তাদের পাক করে।

শ্লোক ১৪

যস্ত্বিহ ব্রহ্মধ্রুক্ স কালসূত্রসংজ্ঞকে নরকে অযুতযোজনপরিমণ্ডলে তাম্রময়ে তপ্তখলে উপর্যধস্তাদগ্ন্যর্কাভ্যামতিতপ্যমানেঽভিনিবেশিতঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং চ দহ্যমানান্তর্বহিঃশরীর আস্তে শেতে চেষ্টতেঽবতিষ্ঠতি পরিধাবতি চ যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **ব্রহ্ম-ধ্রুক্**—ব্রহ্মঘাতী; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **কালসূত্র-সংজ্ঞকে**—কালসূত্র নামক; **নরকে**—নরকে; **অযুত-যোজন-পরিমণ্ডলে**—যার পরিধি দশ সহস্র যোজন; **তাম্র-ময়ে**—তাম্রময়; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **খলে**—সমতল স্থানে; **উপরি-অধস্তাৎ**—উপরে এবং নীচে; **অগ্নি**—আগুনের দ্বারা; **অর্কাভ্যাম্**—এবং সূর্যের দ্বারা; **অতি-তপ্যমানে**—যা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়েছে; **অভিনিবেশিতঃ**—প্রবেশ করানো হয়; **ক্ষুৎ-পিপাসাভ্যাম্**—ক্ষুৎ-পিপাসায়; **চ**—এবং; **দহ্যমান**—দগ্ধ করা হয়; **অন্তঃ**—অভ্যন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **শরীরঃ**—শরীর; **আস্তে**—থাকে; **শেতে**—কখনও শয়ন করে; **চেষ্টতে**—উপবেশন করে; **অবতিষ্ঠতি**—দণ্ডায়মান হয়; **পরিধাবতি**—ছুটে বেড়ায়; **চ**—ও; **যাবন্তি**—যত; **পশু-রোমাণি**—পশুদের দেহে রোম রয়েছে; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **বর্ষ-সহস্রাণি**—হাজার হাজার বছর।

অনুবাদ

ব্রহ্মঘাতীকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার পরিধি ৮০,০০০ মাইল এবং যা তাম্রনির্মিত। নীচ থেকে অগ্নি এবং উপর থেকে প্রখর সূর্যের তাপে সেই তাম্রময় ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। সেখানে ব্রহ্মঘাতীকে অন্তরে এবং বাইরে দগ্ধ করা হয়। অন্তরে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দগ্ধ হয় এবং বাইরে সে প্রখর সূর্যকিরণ ও তপ্ত তাম্রে দগ্ধ হতে থাকে। তাই সে কখনও শয়ন করে, কখনও উপবেশন করে, কখনও উঠে দাঁড়ায় এবং কখনও ইতস্তত ছুটাছুটি করে। এইভাবে একটি পশুর শরীরে যত লোম রয়েছে, তত হাজার বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১৫

যস্ত্বিহ বৈ নিজবেদপথাদনাপদ্যপগতঃ পাখণ্ডং চোপগতস্তমসিপত্রবনং প্রবেশ্য কশয়া প্রহরন্তি তত্র হাসাবিতস্ততো ধাবমান উভয়তোধারৈস্তালবনাসিপত্রৈশ্ছিদ্যমানসর্বাঙ্গো হা হতোঽস্মীতি পরময়া বেদনয়া মূর্চ্ছিতঃ পদে পদে নিপততি স্বধর্মহা পাখণ্ডানুগতং ফলং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৫ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নিজ-বেদ-পথাৎ**—বেদবিহিত স্বীয় ধর্মপথ থেকে; **অনাপদি**—আপৎকাল উপস্থিত না হলেও; **অপগতঃ**—ভ্রষ্ট হয়; **পাখণ্ডম্**—মনগড়া নাস্তিক মতবাদ; **চ**—এবং; **উপগতঃ**—অবলম্বন করে; **তম্**—তাকে; **অসি-পত্রবনম্**—অসিপত্রবন নামক নরকে; **প্রবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **কশয়া**—চাবুকের দ্বারা; **প্রহরন্তি**—প্রহার করে; **তত্র**—সেখানে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **অসৌ**—তা; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **ধাবমানঃ**—ধাবিত হয়ে; **উভয়তঃ**—উভয় দিকে; **ধারৈঃ**—ধারের দ্বারা; **তাল-বন-অসি-পত্রৈঃ**—অসিতুল্য তাল পাতার; **ছিদ্যমান**—কেটে যায়; **সর্ব-অঙ্গঃ**—সারা শরীর; **হা**—হায়; **হতঃ**—নিহত; **অস্মি**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **পরময়া**—ভীষণ; **বেদনয়া**—যন্ত্রণায়; **মূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত; **পদে পদে**—প্রতি পদে; **নিপততি**—পড়ে যায়; **স্ব-ধর্ম-হা**—স্বধর্মত্যাগী; **পাখণ্ড-অনুগতম্ ফলম্**—পাষণ্ড মত অবলম্বন করার ফল; **ভুঙ্‌ক্তে**—সে ভোগ করে।

অনুবাদ

আপৎকাল উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি স্বীয় বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাষণ্ড ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করতে থাকে। প্রহারের যন্ত্রণায় সে যখন সেই নরকে ইতস্তত ধাবিত হয়, তখন উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়। তখন সে "হায়, আমি এখন কি করব! আমি এখন কিভাবে রক্ষা পাব!" এই বলে আর্তনাদ করতে করতে পদে পদে মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। স্বধর্ম ত্যাগ করে পাষণ্ড মত অবলম্বনের ফল এইভাবে ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম একটি—*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্*। ভগবানের নির্দেশ পালন করাই একমাত্র ধর্ম। দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে এই কলিযুগে, সকলেই প্রায় নাস্তিক। মানুষ ভগবানে বিশ্বাস পর্যন্ত করে না, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা তো দূরের কথা। *নিজবেদপথ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিজের মনগড়া ধর্ম'। পূর্বে কেবল একটি *বেদপথ* বা ধর্ম ছিল। এখন বহু ধর্ম হয়েছে। মানুষ কোন্ ধর্ম অনুসরণ করছে তা দিয়ে কিছু যায় আসে না, তবে তা নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করতে হবে। নাস্তিক তাকে বলা হয়, যে*বেদ* বিশ্বাস করে না। কিন্তু, কেউ যদি অন্য ধর্মমত গ্রহণ করেও থাকে, এই শ্লোকটি অনুসারে তাকে সেই ধর্মটি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। মানুষ হিন্দু হোক, মুসলমান হোক অথবা খ্রিস্টান্ হোক, তার ধর্মকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি মনগড়া ধর্ম সৃষ্টি করে অথবা কোন ধর্মই না মানে, তা হলে তাকে অসিপত্রবন নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ধর্মের পথ অনুসরণ করা মানুষের কর্তব্য। সে যদি কোন ধর্মই না মানে, তা হলে সে একটি পশুর মতো। কলিযুগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে এবং তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতা গ্রহণ করছে। তারা জানে না, অসিপত্রবন নরকে তাদের কি প্রকার দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৬

যস্ত্বিহ বৈ রাজা রাজপুরুষো বা অদণ্ড্যে দণ্ডং প্রণয়তি ব্রাহ্মণে বা শরীরদণ্ডং স পাপীয়ান্নরকেঽমুত্র সূকরমুখে নিপততি তত্রাতি-বলৈর্বিনিষ্পিষ্যমাণাবয়বো যথৈবেহেক্ষুখণ্ড আর্তস্বরেণ স্বনয়ন্ ক্বচিন্মূর্চ্ছিতঃ কশ্মলমুপগতো যথৈবেহাদৃষ্টদোষা উপরুদ্ধাঃ ॥ ১৬ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **রাজা**—রাজা; **রাজ-পুরুষঃ**—রাজপুরুষ; **বা**—অথবা; **অদণ্ড্যে**—দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **প্রণয়তি**—প্রদান করে; **ব্রাহ্মণে**—ব্রাহ্মণকে; **বা**—অথবা; **শরীর-দণ্ডম্**—শারীরিক দণ্ড; **সঃ**—সেই ব্যক্তি, রাজা অথবা রাজপুরুষ; **পাপীয়ান্**—অত্যন্ত পাপী; **নরকে**—নরকে; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **সূকরমুখে**—সূকরমুখ নামক; **নিপততি**—পতিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **অতি-বলৈঃ**—অত্যন্ত বলবান যমদূতদের দ্বারা; **বিনিষ্পিষ্যমাণ**—নিষ্পেষণ করা হয়; **অবয়বঃ**—তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; **যথা**—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ইহ**—এখানে; **ইক্ষু-খণ্ডঃ**—ইক্ষুদণ্ড; **আর্ত-স্বরেণ**—আর্তস্বরে; **স্বনয়ন্**—ক্রন্দন করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **মূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত হয়; **কশ্মলম্ উপগতঃ**—মোহগ্রস্ত হয়ে; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইহ**—এখানে; **অদৃষ্ট-দোষাঃ**—নির্দোষ ব্যক্তি; **উপরুদ্ধাঃ**—দণ্ডদানের জন্য গ্রেপ্তার করা হলে।

অনুবাদ

ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শরীরদণ্ড প্রদান করে, সেই পাপীকে যমদূতেরা সূকরমুখ নরকে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যন্ত বলশালী যমদূতেরা তাকে ইক্ষুদণ্ডের মতো নিষ্পেষণ করে। তখন সে আর্তস্বরে রোদন করতে থাকে, এবং নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হলে যেমন মোহগ্রস্ত হয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইভাবে মূর্ছিত হয়। নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদান করার এই ফল।

শ্লোক ১৭

যস্ত্বিহ বৈ ভূতানামীশ্বরোপকল্পিতবৃত্তীনামবিবিক্তপরব্যথানাং স্বয়ং পুরুষোপকল্পিতবৃত্তির্বিবিক্তপরব্যথো ব্যথামাচরতি স পরত্রান্ধকূপে তদভিদ্রোহেণ নিপততি তত্র হাসৌ তৈর্জন্তুভিঃ পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপৈ-র্মশকযূকামৎকুণমক্ষিকাদিভির্যে কে চাভিদ্রুগ্ধাস্তৈঃ সর্বতোঽভিদ্রু-হ্যমাণস্তমসি বিহতনিদ্রানির্বৃতিরলব্ধাবস্থানঃ পরিক্রামতি যথা কুশরীরে জীবঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভূতানাম্**—কোন জীবদের; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বরের দ্বারা; **উপকল্পিত**—নির্ণীত; **বৃত্তীনাম্**—জীবিকা নির্বাহের বৃত্তি; **অবিবিক্ত**—না বুঝে; **পর-ব্যথানাম্**—অন্যের বেদনা; **স্বয়ম্**—

স্বয়ং; **পুরুষ-উপকল্পিত**—ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা; **বিবিক্ত**—বুঝতে পেরে; **পর-ব্যথঃ**—অন্যদের ব্যথা; **ব্যথাম্ আচরতি**—বেদনা দেয়; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **অন্ধকূপে**—অন্ধকূপ নামক নরকে; **তৎ**—তাদের; **অভিদ্রোহেণ**—দ্রোহ করার ফলে; **নিপততি**—পতিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি; **তৈঃ জন্তুভিঃ**—সেই সমস্ত জন্তুদের দ্বারা; **পশু**—পশু; **মৃগ**—বন্যপশু; **পক্ষি**—পক্ষী; **সরীসৃপৈঃ**—সরীসৃপ; **মশক**—মশা; **যূকা**—উকুন; **মৎকুণ**—কীট; **মক্ষিক-আদিভিঃ**—মাছি ইত্যাদি; **যে কে**—অন্য যা কিছু; **চ**—এবং; **অভিদ্রুগ্ধাঃ**—দণ্ডিত; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **অভিদ্রুহ্যমাণঃ**—আহত হয়ে; **তমসি**—অন্ধকারে; **বিহত**—বিক্ষুব্ধ; **নিদ্রা-নির্বৃতিঃ**—বিশ্রামস্থল; **অলব্ধ**—লাভ না করে; **অবস্থানঃ**—বিশ্রামস্থল; **পরিক্রামতি**—ভ্রমণ করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **কু-শরীরে**—নিম্নস্তরের শরীরে; **জীবঃ**—জীব।

অনুবাদ

ভগবানের আয়োজনে ছারপোকা, মশা ইত্যাদি নিম্নস্তরের প্রাণীরা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের রক্ত পান করে। এই প্রকার নগণ্য প্রাণীদের কোন ধারণা নেই যে, তাদের দংশনের ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের চেতনা উন্নত, এবং তাই তারা জানে মৃত্যু কত বেদনাদায়ক। বিবেক সমন্বিত মানুষ যদি বিবেকহীন তুচ্ছ প্রাণীদের হত্যা করে অথবা যন্ত্রণা দেয়, তার নিশ্চয়ই পাপ হয়। সেই প্রকার মানুষকে ভগবান অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষেপ করে দণ্ডদান করেন, এবং সে যে-সমস্ত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক, উকুন, কীট, মাছি ইত্যাদি প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা তাকে সবদিক থেকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে কোথাও বিশ্রাম করতে না পেরে অন্ধকারে নিরন্তর ছুটাছুটি করতে থাকে। এইভাবে অন্ধকূপে সে একটি নিম্নস্তরের প্রাণীর মতো যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

এই শিক্ষামূলক শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, নিম্নস্তরের প্রাণীরা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানুষদের উৎপাত করে, এবং সেই জন্য তারা দণ্ডনীয় নয়। মানুষ উন্নত চেতনা সমন্বিত, তাই সে বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। যদি তা সে করে, তা হলে দণ্ডনীয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩)

বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানব-সমাজকে আমি চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছি।" তাই সমস্ত মানুষদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা উচিত, এবং তাদের কর্তব্য তাদের স্ব-স্ব বর্ণ অনুসারে আচরণ করা। কখনই শাস্ত্রের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য প্রাণীরা মানুষকে কষ্ট দিলেও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। একটি বাঘ যদি অন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস আহার করে, তার ফলে তার পাপ হয় না, কিন্তু উন্নত চেতনা-সম্পন্ন মানুষ যদি তা করে, তা হলে তার অবশ্যই পাপ হয় এবং সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। অর্থাৎ, কোন মানুষ যদি তার উন্নত চেতনার সদ্ব্যবহার না করে, একটি পশুর মতো আচরণ করে, তা হলে তাকে অবশ্যই বিভিন্ন প্রকার নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৮

যস্ত্বিহ বা অসংবিভজ্যাশ্নাতি যৎ কিঞ্চনোপনতমনির্মিতপঞ্চযজ্ঞো বায়সসংস্তুতঃ স পরত্র কৃমিভোজনে নরকাধমে নিপততি তত্র শতসহস্রযোজনে কৃমিকুণ্ডে কৃমিভূতঃ স্বয়ং কৃমিভিরেব ভক্ষ্যমাণঃ কৃমিভোজনো যাবত্তদপ্রত্তাপ্রহুতাদোঽনির্বেশমাত্মানং যাতয়তে ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অসংবিভজ্য**—ভাগ না করে; **অশ্নাতি**—আহার করে; **যৎ কিঞ্চন**—যা কিছু; **উপনতম্**—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় লব্ধ; **অনির্মিত**—অনুষ্ঠান না করে; **পঞ্চ-যজ্ঞঃ**—পঞ্চবিধ যজ্ঞ; **বায়স**—কাক; **সংস্তুতঃ**—সমান বলে বর্ণনা করা হয়; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **কৃমিভোজনে**—কৃমিভোজন নামক; **নরকাধমে**—সব চাইতে নিকৃষ্ট নরকে; **নিপততি**—পতিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **শত-সহস্র-যোজনে**—১,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত; **কৃমি-কুণ্ডে**—কৃমির কুণ্ডে; **কৃমি-ভূতঃ**—একটি কৃমি হয়ে; **স্বয়ম্**—সে নিজে; **কৃমিভিঃ**—অন্য কৃমিদের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভক্ষ্যমাণঃ**—ভক্ষিত হয়; **কৃমি-ভোজনঃ**—কৃমি ভোজন করে; **যাবৎ**—যতখানি; **তৎ**—সেই কুণ্ডের বিস্তার; **অপ্রত্ত-অপ্রহুত**—নিবেদন করা হয়নি এবং ভাগ করা হয়নি যে খাদ্য; **অদঃ**—যে আহার করে; **অনির্বেশম্**—যে প্রায়শ্চিত্ত করেনি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যাতয়তে**—যন্ত্রণা দেয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হলে অতিথি, বালক বা বৃদ্ধদের তার যথাযথ অংশ না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সে কাকতুল্য বলে বর্ণিত হয়। তার মৃত্যুর পর তাকে কৃমিভোজন নামক একটি নিকৃষ্ট নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন এবং তা কৃমিতে পূর্ণ। সেখানে সেই কৃমিকুণ্ডে একটি কৃমি হয়ে সে কৃমি ভক্ষণ করে এবং সেখানকার কৃমিরা তাকে ভক্ষণ করে। তার মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তার অপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে সেই পাপীকে সেই কুণ্ডের বিস্তার যত যোজন তত বছর সেখানে থাকতে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/১৩) বলা হয়েছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

"ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে, তারা কেবল পাপ ভোজন করে।"

ভগবান আমাদের সমস্ত আহার প্রদান করেছেন। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—সকলের যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান সরবরাহ করেন। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে আমাদের ভগবানের এই কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেটিই সকলের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। *ভগবদ্‌গীতায়* (৩/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

"বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই, হে কৌন্তেয়, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর, এবং তার ফলে তুমি সদাসর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।" আমরা যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি এবং প্রসাদ বিতরণ না করি, তা হলে আমাদের জীবন নিন্দনীয় হয় এবং দণ্ডনীয় হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর ব্রাহ্মণ, বালক এবং বৃদ্ধদের প্রসাদ বিতরণ

করার পর আহার করা উচিত। কিন্তু যে কেবল তার নিজের জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য রন্ধন করে, তা হলে সে এবং যারা তার সেই খাবার খায়, তারা সকলেই নিন্দনীয় হয়। মৃত্যুর পর তাকে কৃমিভোজন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়।

শ্লোক ১৯

যস্ত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্বা হিরণ্যরত্নাদীনি ব্রাহ্মণস্য বাপহরত্যন্যস্য বানাপদি পুরুষস্তমমুত্র রাজন্ যমপুরুষা অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈস্ত্বচি নিষ্কুষন্তি ॥ ১৯ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্তেয়েন**—চৌর্যবৃত্তির দ্বারা; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **বা**—অথবা; **হিরণ্য**—সোনা; **রত্ন**—রত্ন; **আদীনি**—ইত্যাদি; **ব্রাহ্মণস্য**—ব্রাহ্মণের; **বা**—অথবা; **অপহরতি**—অপহরণ করে; **অন্যস্য**—অন্যের; **বা**—অথবা; **অনাপদি**—সঙ্কট উপস্থিত না হলে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **তম্**—তাকে; **অমুত্র**—পরলোকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **যম-পুরুষাঃ**—যমদূতেরা; **অয়ঃ-ময়ৈঃ**—লৌহনির্মিত; **অগ্নি-পিণ্ডৈঃ**—অগ্নিতে উত্তপ্ত পিণ্ড; **সন্দংশৈঃ**—সাঁড়াশির দ্বারা; **ত্বচি**—ত্বকে; **নিষ্কুষন্তি**—ছিন্নভিন্ন করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, যে ব্যক্তি সঙ্কট উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-রত্ন ইত্যাদি ধন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে সন্দংশ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে লৌহময় অগ্নিপিণ্ড এবং সাঁড়াশির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়।

শ্লোক ২০

যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়মগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া সূর্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ং চ পুরুষরূপয়া সূর্ম্যা ॥ ২০ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অগম্যাম্**—অগম্যা; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **অগম্যম্**—অগম্য; **বা**—অথবা; **পুরুষম্**—পুরুষ; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **অভিগচ্ছতি**—সম্ভোগের জন্য অভিগমন করে; **তৌ**—তারা উভয়ে; **অমুত্র**—পরলোকে; **কশয়া**—চাবুকের দ্বারা; **তাড়য়ন্তঃ**—তাড়ন করে; **তিগ্ময়া**—অত্যন্ত তপ্ত; **সূর্ম্যা**—মূর্তির দ্বারা; **লোহ-ময্যা**—লৌহ-নির্মিত; **পুরুষম্**—পুরুষ; **আলিঙ্গয়ন্তি**—আলিঙ্গন করে; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **চ**—এবং; **পুরুষ-রূপয়া**—পুরুষরূপী; **সূর্ম্যা**—মূর্তির দ্বারা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরলোকে যমদূতেরা তাদের তপ্তসূর্মি নামক নরকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করে এবং তারপর পুরুষকে তপ্ত লৌহময় স্ত্রীমূর্তি ও স্ত্রীকে সেই প্রকার পুরুষ-মূর্তির দ্বারা আলিঙ্গন করায়। এটিই অবৈধ যৌন সঙ্গের দণ্ড।

তাৎপর্য

সাধারণত বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে পুরুষের যৌনসঙ্গে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বৈদিক বিধান অনুসারে, অপরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করা উচিত, এবং মাতা, ভগিনী ও কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেউ যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে তা মায়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গে লিপ্ত হওয়ার মতো বলে বিবেচনা করা হয়। সেই আচরণ অত্যন্ত পাপময়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম বলবৎ রয়েছে; কোন স্ত্রী যদি তার পতি ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে সেই সম্পর্ক পিতা অথবা পুত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার মতো। অবৈধ যৌন সম্পর্ক সর্বদাই নিষিদ্ধ হয়েছে, এবং যে পুরুষ অথবা স্ত্রী সেই সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ২১

যস্ত্বিহ বৈ সর্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্তমানং বজ্রকণ্টকশাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি ॥ ২১ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-অভিগমঃ**—মানুষ এবং পশু সকলের সঙ্গেই মৈথুন পরায়ণ হয়; **তম্**—তাকে; **অমুত্র**—পরলোকে;

নিরয়ে—নরকে; **বর্তমানম্**—বিদ্যমান; **বজ্রকণ্টক-শাল্মলীম্**—যে শাল্মলী বৃক্ষের কাঁটা বজ্রের মতো; **আরোপ্য**—তাকে আরোহণ করিয়ে; **নিষ্কর্ষন্তি**—টানতে থাকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পশুতেও অভিগমন করে, তার মৃত্যুর পর তাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার কাঁটা বজ্রের মতো। যমদূতেরা সেই পাপীকে তার উপর চড়িয়ে টানতে থাকে এবং তার ফলে সেই কাঁটার দ্বারা তার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন হয়।

তাৎপর্য

মানুষের যৌন আবেদন এতই প্রবল যে, কখনও কখনও পুরুষেরা গাভী ইত্যাদি পশুর সঙ্গে এবং স্ত্রীলোকেরা কুকুরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এই প্রকার স্ত্রী এবং পুরুষদের বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অবৈধ যৌনসঙ্গ বর্জন করা হয়। এই সমস্ত শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অবৈধ যৌনসঙ্গ একটি অত্যন্ত গর্হিত পাপকর্ম। কখনও কখনও মানুষ নরকের এই সমস্ত বর্ণনা বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করুক অথবা না করুক, প্রকৃতির নিয়মে সবকিছুই সম্পাদিত হবে, কেউই তা এড়াতে পারবে না।

শ্লোক ২২

যে ত্বিহ বৈ রাজন্যা রাজপুরুষা বা অপাখণ্ডা ধর্মসেতূন্ ভিন্দন্তি তে সম্পরেত্য বৈতরণ্যাং নিপতন্তি ভিন্নমর্যাদাস্তস্যাং নিরয়পরিখাভূতায়াং নদ্যাং যাদোগণৈরিতস্ততো ভক্ষ্যমাণা আত্মনা ন বিযুজ্যমানাশ্চাসুভিরুহ্য-মানাঃ স্বাঘেন কর্মপাকমনুস্মরন্তো বিণ্মূত্রপূয়শোণিতকেশনখাস্থিমেদো-মাংসবসাবাহিন্যামুপতপ্যন্তে ॥ ২২ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রাজন্যাঃ**—রাজপরিবারের সদস্য অথবা ক্ষত্রিয়; **রাজপুরুষাঃ**—উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; **বা**—অথবা; **অপাখণ্ডাঃ**—দায়িত্বশীল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও; **ধর্ম-সেতূন্**—ধর্মনীতির মর্যাদা; **ভিন্দন্তি**—লঙ্ঘন করে; **তে**—তারা; **সম্পরেত্য**—মৃত্যুর পর; **বৈতরণ্যাম্**—বৈতরণী নামক; **নিপতন্তি**—পতিত হয়; **ভিন্ন-মর্যাদাঃ**—মর্যাদা

লঙ্ঘনকারী; **তস্যাম্**—তাতে; **নিরয়-পরিখা-ভূতায়াম্**—নরক পরিবেষ্টনকারী পরিখা; **নদ্যাম্**—নদীতে; **যাদঃ-গণৈঃ**—হিংস্র জলচর প্রাণীদের দ্বারা; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **ভক্ষ্যমাণাঃ**—ভক্ষণ করে; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **ন**—না; **বিযুজ্যমানাঃ**—আলাদা হয়ে; **চ**—এবং; **অসুভিঃ**—প্রাণবায়ু; **উহ্যমানাঃ**—বাহিত হয়ে; **স্ব-অঘেন**—তার নিজের পাপকর্মের দ্বারা; **কর্ম-পাকম্**—তার পাপকর্মের ফলে; **অনুস্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **বিট্**—বিষ্ঠার; **মূত্র**—মূত্র; **পূয়**—পুঁজ; **শোণিত**—রক্ত; **কেশ**—চুল; **নখ**—নখ; **অস্থি**—অস্থি; **মেদঃ**—মেদ; **মাংস**—মাংস; **বসা**—চর্বি; **বাহিন্যাম্**—নদীতে; **উপতপ্যন্তে**—ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত রাজন্য বা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় আদি দায়িত্বশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ধর্মনীতির অবহেলা করে এবং তার ফলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়। নরক বেষ্টনকারী পরিখাসদৃশ এই নদীটি ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণীতে পূর্ণ। পাপী ব্যক্তি যখন এই বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেখানকার হিংস্র জলচরেরা তাকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর পাপকর্মের ফলে তার প্রাণ বহির্গত হয় না। সে তার পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে করতে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ, রক্ত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস এবং চর্বিপূর্ণ সেই নদীতে যন্ত্রণাভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৩

যে ত্বিহ বৈ বৃষলীপতয়ো নষ্টশৌচাচারনিয়মাস্ত্যক্তলজ্জাঃ পশুচর্যাং চরন্তি তে চাপি প্রেত্য পূয়বিণ্মূত্রশ্লেষ্মমলাপূর্ণার্ণবে নিপতন্তি তদেবাতিবীভৎসিতমশ্নন্তি ॥ ২৩ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৃষলী-পতয়ঃ**—শূদ্রপতি; **নষ্ট**—ভ্রষ্ট; **শৌচ-আচার-নিয়মাঃ**—শুচিতা, সদাচার এবং নিয়ন্ত্রিত জীবন; **ত্যক্ত-লজ্জাঃ**—লজ্জাবিহীন; **পশু-চর্যাম্**—পশুর মতো আচরণ; **চরন্তি**—আচরণ করে; **তে**—তারা; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **পূয়**—পুঁজ; **বিট্**—বিষ্ঠা; **মূত্র**—মূত্র; **শ্লেষ্মা**—শ্লেষ্ম; **মলা**—লালা; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অর্ণবে**—সমুদ্রে; **নিপতন্তি**—পতিত হয়; **তৎ**—তা; **এব**—কেবল; **অতিবীভৎসিতম্**—অত্যন্ত ঘৃণ্য; **অশ্নন্তি**—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

শূদ্রা-রমণীদের নির্লজ্জ পতিরা ঠিক একটি পশুর মতো জীবন যাপন করে, এবং তাই তাদের জীবন সদাচার, শৌচ এবং নিয়মবিহীন। মৃত্যুর পর তাদের পূয়োদ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যা পুঁজ, মূত্র, শ্লেষ্মা, লালা ইত্যাদি ঘৃণিত বস্তুতে পূর্ণ একটি সমুদ্র। সেখানে তারা এই সমস্ত অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড,　　কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে,　　কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

যারা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মার্গ অনুসরণ করে, তারা মানব-জীবনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সংসার চক্রে অধঃপতিত হয়। এইভাবে তাদের পূয়োদ নামক নরকে পতিত হয়ে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ, শ্লেষ্মা, লালা ইত্যাদি অতি ঘৃণিত সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই শ্লোকে বিশেষ করে যে শূদ্রদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা লক্ষ্যণীয়। শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করে, তা হলে তাকে বার বার পূয়োদ সাগরে ফিরে গিয়ে অত্যন্ত ঘৃণিত পদার্থসমূহ ভক্ষণ করতে হবে। অতএব শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে; সেটিই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। সকলেরই কর্তব্য নিজের উন্নতি সাধন করা। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে এবং কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।" কেউ যদি গুণগতভাবেও শূদ্র হয়, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করে ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করা। মানুষের বর্তমান স্থিতি যাই হোক না কেন, তাকে কখনও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব পদে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈষ্ণবের স্তরে উন্নীত হওয়া। তখন সে আপনা থেকেই ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। তা সম্ভব হবে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে, কারণ এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সকলকে বৈষ্ণব স্তরে

উন্নীত করার চেষ্টা করছি। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে তুমি কেবল আমার শরণাগত হও।" শূদ্র, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের ধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবের ধর্ম অবলম্বন করা উচিত, যার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব আপনা থেকেই নিহিত রয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই সুযোগ শূদ্র, বৈশ্য, স্ত্রী অথবা ক্ষত্রিয় নির্বিশেষে সকলকেই দেওয়া উচিত। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু, কেউ যদি শূদ্র হয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাকে অবশ্যই যন্ত্রণাভোগ করতে হবে—*তদ্ এবাতিবীভৎসিতম্ অশ্নন্তি।*

শ্লোক ২৪

যে ত্বিহ বৈ শ্বগর্দভপতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো মৃগয়াবিহারা অতীর্থে চ মৃগান্নিঘ্নন্তি তানপি সম্পরেতাঁল্লক্ষ্যভূতান্ যমপুরুষা ইষুভির্বিধ্যন্তি ॥২৪॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—অথবা; **শ্ব**—কুকুর; **গর্দভ**—এবং গাধার; **পতয়ঃ**—পালক; **ব্রাহ্মণ-আদয়ঃ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য; **মৃগয়া-বিহারাঃ**—বনে পশু শিকার করে আনন্দ উপভোগ করে; **অতীর্থে**—বিধি বহির্ভূত; **চ**—ও; **মৃগান্**—পশু; **নিঘ্নন্তি**—হত্যা করে; **তান্**—তাদের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **সম্পরেতান্**—মৃত্যুর পর; **লক্ষ্য-ভূতান্**—লক্ষ্য হয়ে; **যম-পুরুষাঃ**—যমদূতদের; **ইষুভিঃ**—বাণের দ্বারা; **বিধ্যন্তি**—বিদ্ধ হয়।

অনুবাদ

উচ্চ বর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) যদি কুকুর, গর্দভ ইত্যাদি পশু পালনে আসক্ত হয় এবং অনর্থক মৃগয়ায় গিয়ে পশু হত্যা করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে।

তাৎপর্য

বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শিকার করার জন্য কুকুর এবং ঘোড়া রাখে। পাশ্চাত্যেই হোক কিংবা প্রাচ্যেই হোক, এই কলিযুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বনে গিয়ে অনর্থক পশু হত্যা করে। উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) কর্তব্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করা। শূদ্রদেরও সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া তাদের একটি কর্তব্য। কিন্তু তা না করে তারা যদি পশু শিকারে লিপ্ত হয়, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। কেবল তারা যমদূতদের বাণের দ্বারাই বিদ্ধ হয় না, তারা পুঁজ, মূত্র এবং বিষ্ঠার সমুদ্রেও নিক্ষিপ্ত হয়।

শ্লোক ২৫

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিঁল্লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্নিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি ॥ ২৫ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দাম্ভিকাঃ**—ধন-সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে যারা অত্যন্ত গর্বিত; **দম্ভ-যজ্ঞেষু**—দম্ভ প্রকাশকারী যজ্ঞে; **পশূন্**—পশু; **বিশসন্তি**—হত্যা করে; **তান্**—তাদের; **অমুষ্মিন্ লোকে**—পরলোকে; **বৈশসে**—বৈশস অথবা বিশসন; **নরকে**—নরকে; **পতিতান্**—পতিত হয়; **নিরয়-পতয়ঃ**—যমদূতেরা; **যাতয়িত্বা**—অশেষ যন্ত্রণা দেয়; **বিশসন্তি**—হত্যা করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে ধন এবং প্রতিষ্ঠার গর্বে গর্বিত হয়ে, দম্ভ প্রকাশ করার জন্য যজ্ঞে পশু বলি দেয়, তাকে মৃত্যুর পর বিশসন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে বধ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*—"ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে।" এই প্রকার জন্ম গ্রহণ করার পর, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু অসৎ-সঙ্গের ফলে মানুষ ভুলে যায় যে, ভগবানের কৃপায় সে সেই সম্ভ্রান্ত

পদ প্রাপ্ত হয়েছে, এবং সে কালীপূজা, দুর্গাপূজা আদি তথাকথিত যজ্ঞে অসহায় পশুদের বলি দিয়ে সেই সুযোগের অপব্যবহার করে। সেই প্রকার ব্যক্তিরা যে কিভাবে দণ্ডভোগ করে, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই শ্লোকে *দম্ভযজ্ঞে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং পশুবলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোক-দেখানো যজ্ঞ করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। কলকাতায় কতকগুলি কসাইখানা রয়েছে, যেখানে দাবি করা হয় যে, মা কালীর কাছে নিবেদন করে সেই মাংস বিক্রী করা হচ্ছে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মাসে কেবল একবার একটি ছোট পাঁঠা মা কালীর কাছে বলি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে, মন্দিরে পূজা করার নাম করে কসাইখানা খুলে প্রতিদিন অনর্থক বহু পশু বলি দেওয়া যেতে পারে। যারা তা করে, তারা যে কি প্রকার দণ্ডভোগ করবে, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬

যস্ত্বিহ বৈ সবর্ণাং ভার্যাং দ্বিজো রেতঃ পায়য়তি কামমোহিতস্তং পাপকৃতমমুত্র রেতঃকুল্যায়াং পাতয়িত্বা রেতঃ সম্পায়য়ন্তি ॥ ২৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সবর্ণাম্**—একই বর্ণের; **ভার্যাম্**—পত্নীকে; **দ্বিজঃ**—উচ্চ বর্ণের মানুষ (যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য); **রেতঃ**—বীর্য; **পায়য়তি**—পান করায়; **কাম-মোহিতঃ**—কামের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **তম্**—তাকে; **পাপ-কৃতম্**—পাপ করার ফলে; **অমুত্র**—পরলোকে; **রেতঃ-কুল্যায়াম্**—শুক্রের নদীতে; **পাতয়িত্বা**—নিক্ষেপ করে; **রেতঃ**—শুক্র; **সম্পায়য়ন্তি**—বলপূর্বক পান করানো হয়।

অনুবাদ

যে মূর্খ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) তার সবর্ণা পত্নীকে বশে রাখার জন্য নিজের শুক্র পান করায়, পরলোকে যমদূতেরা তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং সেখানে শুক্রনদীর মধ্যে তাকে শুক্র পান করায়।

তাৎপর্য

পত্নীকে নিজের শুক্র বলপূর্বক পান করানো এক প্রকার তান্ত্রিক আচার, যা অত্যন্ত কামার্ত ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান করে। যারা এই অতি জঘন্য কার্যটি অনুষ্ঠান করে, তারা

বলে যে, পত্নীকে যদি বলপূর্বক পতির শুক্র পান করানো যায়, তা হলে সেই পত্নী তার পতির অত্যন্ত বশীভূত থাকে। সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা এই ধরনের তান্ত্রিক আচারে লিপ্ত, কিন্তু উচ্চ বর্ণের মানুষেরা যদি তা করে, তা হলে তার মৃত্যুর পর তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তাকে শুক্র নদীতে ডুবিয়ে বলপূর্বক শুক্র পান করানো হয়।

শ্লোক ২৭

যে ত্বিহ বৈ দস্যবোঽগ্নিদা গরদা গ্রামান্ সার্থান্ বা বিলুম্পন্তি রাজানো রাজভটা বা তাংশ্চাপি হি পরেত্য যমদূতা বজ্রদংষ্ট্রাঃ শ্বানঃ সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ সরভসং খাদন্তি ॥ ২৭ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দস্যবঃ**—দস্যু এবং তস্কর; **অগ্নিদাঃ**—আগুন লাগায়; **গরদাঃ**—বিষ প্রদান করে; **গ্রামান্**—গ্রাম; **সার্থান্**—বণিক সম্প্রদায়; **বা**—অথবা; **বিলুম্পন্তি**—লুণ্ঠন করে; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **রাজভটাঃ**—রাজপুরুষ; **বা**—অথবা; **তান্**—তাদের; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পরেত্য**—মৃত্যুর পর; **যমদূতাঃ**—যমদূতগণ, **বজ্র-দংষ্ট্রাঃ**—বজ্রতুল্য কঠিন দন্ত সমন্বিত; **শ্বানঃ**—কুকুর; **সপ্ত-শতানি**—সাত শত; **বিংশতিঃ**—কুড়ি; **চ**—এবং; **স-রভসম্**—গভীর তৃপ্তি সহকারে; **খাদন্তি**—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

ইহলোকে যে সমস্ত ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিষ প্রদান করে, অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুরুষ আয়কর আদায়ের নামে অথবা অন্যান্য উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করে, মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অসুরদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে ৭২০টি বজ্রের মতো দন্ত সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পাপীদের ভক্ষণ করে ।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কলিযুগে সকলেই অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং সরকারের দ্বারা অত্যধিক কর গ্রহণ—এই তিন প্রকার উৎপাতের দ্বারা সর্বদা অত্যন্ত উৎপীড়িত হবে। যেহেতু মানুষেরা ক্রমশ অধিক

থেকে অধিকতর পাপ-পরায়ণ হচ্ছে, তাই অনাবৃষ্টি হবে এবং তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দুর্ভিক্ষ হবে। দুর্ভিক্ষ এবং ত্রাণের অজুহাতে সরকার প্রচুর কর ধার্য করবে, বিশেষ করে ধনী বণিক সম্প্রদায়ের উপর। এই শ্লোকে সেই প্রকার সরকারকে দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রধান কার্য হবে জনসাধারণের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা । তা সে নির্জন পথে পথিকের সর্বস্ব অপহরণকারী দস্যু হোক অথবা রাজকর্মচারী রূপ দস্যু হোক, তারা পরলোকে সারমেয়াদন নরকে নিক্ষিপ্ত হয়ে দণ্ডভোগ করবে, যেখান বজ্রদংষ্ট্রা নামক কুকুরেরা তাদের ভক্ষণ করবে।

শ্লোক ২৮

যস্ত্বিহ বা অনৃতং বদতি সাক্ষ্যে দ্রব্যবিনিময়ে দানে বা কথঞ্চিৎ স বৈ প্রেত্য নরকেঽবীচিমত্যধঃশিরা নিরবকাশে যোজনশতোচ্ছ্রায়াদ্ গিরিমূর্দ্ধ্নঃ সম্পাত্যতে যত্র জলমিব স্থলমশ্মপৃষ্ঠমবভাসতে তদবীচিমত্তিলশো বিশীর্যমাণশরীরো ন ম্রিয়মাণঃ পুনরারোপিতো নিপততি ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **বদতি**—বলে; **সাক্ষ্যে**—সাক্ষ্য প্রদান করার সময়; **দ্রব্য-বিনিময়ে**—দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করার সময়; **দানে**—দান করার সময়; **বা**—অথবা; **কথঞ্চিৎ**—কোনও প্রকারে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **নরকে**—নরকে; **অবীচিমতি**—অবীচিমৎ নামক (যেখানে জল নেই); **অধঃ-শিরাঃ**—মাথা নীচের দিকে করে; **নিরবকাশে**—কোন রকম অবলম্বন ব্যতীত; **যোজন-শত**—এক শত যোজন (৮০০ মাইল); **উচ্ছ্রায়াৎ**—উচ্চ; **গিরি**—পর্বতের; **মূর্দ্ধ্নঃ**—শিখর থেকে; **সম্পাত্যতে**—ছুঁড়ে ফেলা হয়; **যত্র**—যেখানে; **জলমিব**—জলের মতো; **স্থলম্**—স্থল; **অশ্ম-পৃষ্ঠম্**—পাথরের পৃষ্ঠস্থল; **অবভাসতে**—মনে হয়; **তৎ**—তা; **অবীচিমৎ**—জলবিহীন বা তরঙ্গবিহীন; **তিলশঃ**—তিল তিল করে; **বিশীর্যমাণ**—বিদীর্ণ হয়; **শরীরঃ**—শরীর; **ন ম্রিয়মাণঃ**—মৃত্যু হয় না; **পুনঃ**—পুনরায়; **আরোপিতঃ**—শিখরে উঠিয়ে; **নিপততি**—নিক্ষেপ করা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য প্রদান করার সময়, ক্রয়-বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে শত যোজন উন্নত পর্বত শিখর থেকে মাথা নীচের দিকে করে অবীচিমৎ নামক নরকে

নিক্ষেপ করে। সেই নরকের কোন অবলম্বন স্থান নেই, এবং প্রস্তর নির্মিত পৃষ্ঠস্থল জলের মতো প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে কোন জল নেই, তাই তাকে বলে অবীচিমৎ (জলহীন)। সেই পাপীদের বার বার পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলেও, এবং তাদের দেহ তিল তিল করে বিদীর্ণ হলেও, তাদের মৃত্যু হয় না এবং তারা নিরন্তর সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৯

যস্ত্বিহ বৈ বিপ্রো রাজন্যো বৈশ্যো বা সোমপীথস্তৎকলত্রং বা সুরাং ব্রতস্থোঽপি বা পিবতি প্রমাদতস্তেষাং নিরয়ং নীতানামুরসি পদাক্রম্যাস্যে বহ্নিনা দ্রবমাণং কার্ষ্ণায়সং নিষিঞ্চন্তি ॥ ২৯ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিপ্রঃ**—বিদ্বান ব্রাহ্মণ; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য; **বা**—অথবা; **সোম-পীথঃ**—সোমরস পান করে; **তৎ**—তার; **কলত্রম্**—পত্নী; **বা**—অথবা; **সুরাম্**—সুরা; **ব্রতস্থঃ**—ব্রতপরায়ণ হয়ে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **পিবতি**—পান করে; **প্রমাদতঃ**—মোহবশত; **তেষাম্**—তাদের; **নিরয়ম্**—নরকে; **নীতানাম্**—নীত হয়ে; **উরসি**—বক্ষে; **পদা**—পা দিয়ে; **আক্রম্য**—চেপে ধরে; **অস্যে**—মুখে; **বহ্নিনা**—আগুনের দ্বারা; **দ্রবমাণম্**—দ্রবীভূত; **কার্ষ্ণায়সম্**—লোহা; **নিষিঞ্চন্তি**—ঢেলে দেয়।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, কিংবা যে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য ব্রতপরায়ণ হয়ে প্রমাদবশত সোমরস পান করে, যমদূতেরা তাদের অয়ঃপান নরকে নিয়ে যায়। অয়ঃপান নরকে যমদূতেরা তাদের পা দিয়ে পাপীদের বক্ষঃস্থল চেপে ধরে তাদের মুখে অত্যন্ত উত্তপ্ত তরল লোহা ঢেলে দেয়।

তাৎপর্য

কেবল নামে মাত্র ব্রাহ্মণ হয়ে সব রকম পাপকর্ম, বিশেষ করে সুরাপান করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের বর্ণ অনুসারে আচরণ করা। তারা যদি শূদ্রের মতো অধঃপতিত হয়ে সুরাপান করে, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩০

অথ চ যস্ত্বিহ বা আত্মসম্ভাবনেন স্বয়মধমো জন্মতপোবিদ্যাচারবর্ণাশ্রম-বতো বরীয়সো ন বহু মন্যেত স মৃতক এব মৃত্বা ক্ষারকর্দমে নিরয়েঽবাক্‌শিরা নিপাতিতো দুরন্তা যাতনা হ্যশ্নুতে ॥ ৩০ ॥

অথ—অধিকন্তু; **চ**—ও; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **আত্ম-সম্ভাবনেন**—অহঙ্কারের ফলে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অধমঃ**—অত্যন্ত অধঃপতিত; **জন্ম**—উচ্চকুলে জন্ম; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **আচার**—সদাচার; **বর্ণ-আশ্রম-বতঃ**—নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণকারী; **বরীয়সঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **বহু**—অধিক; **মন্যেত**—শ্রদ্ধা; **সঃ**—সেই; **মৃতকঃ**—মৃতদেহ; **এব**—কেবল; **মৃত্বা**—মৃত্যুর পর; **ক্ষারকর্দমে**—ক্ষারকর্দম নামক; **নিরয়ে**—নরকে; **অবাক্-শিরা**—মাথা নীচের দিকে করে; **নিপাতিতঃ**—নিক্ষেপ করা হয়; **দুরন্তাঃ যাতনাঃ**—অত্যন্ত যন্ত্রণা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অশ্নুতে**—ভোগ করে।

অনুবাদ

যে নীচ কুলোদ্ভূত এবং অধম হওয়া সত্ত্বেও 'আমি বড়' বলে মিথ্যা অহঙ্কারপূর্বক জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করে না, সে জীবিত অবস্থাতেই মৃত এবং মৃত্যুর পর তাকে ক্ষারকর্দম নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে সে যমদূতদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

কখনও মিথ্যা অহঙ্কার করা উচিত নয়। জন্ম, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যদি এই প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন না করা হয়, তা হলে তাকে ক্ষারকর্দম নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩১

যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি তাংশ্চ তে পশব ইব নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ সৌনিকা ইব স্বধিতিনাবদায়াসৃক্ পিবন্তি নৃত্যন্তি চ গায়ন্তি চ হৃষ্যমাণা যথেহ পুরুষাদাঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষাঃ**—মানুষ; **পুরুষ-মেধেন**—নরবলির দ্বারা; **যজন্তে**—পূজা করে (কালী অথবা ভদ্রকালীকে); **যাঃ**—যারা; **চ**—এবং; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীদের; **নৃ-পশূন্**—যে মানুষদের বলি দেওয়া হয়; **খাদন্তি**—ভক্ষণ করে; **তান্**—তাদের; **চ**—এবং; **তে**—তারা; **পশবঃ ইব**—পশুর মতো; **নিহতাঃ**—নিহত হয়ে; **যমসদনে**—যমালয়ে; **যাতয়ন্তঃ**—যন্ত্রণা দিয়ে; **রক্ষঃ-গণাঃ**—রাক্ষস হয়ে; **সৌনিকাঃ**—ঘাতকদের; **ইব**—সদৃশ; **স্বধিতিনা**—খড়্গের দ্বারা; **অবদায়**—টুকরো টুকরো করে কেটে; **অসৃক্**—রক্ত; **পিবন্তি**—পান করে; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করে; **চ**—এবং; **গায়ন্তি**—গান করে; **চ**—ও; **হৃষ্যমাণাঃ**—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন; **ইহ**—ইহলোকে; **পুরুষ-আদাঃ**—নর-খাদকেরা।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে অনেক পুরুষ এবং স্ত্রী রয়েছে, যারা ভৈরব অথবা ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খায়। যারা এই ধরনের যজ্ঞ করে, তাদের মৃত্যুর পর যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তারা যাদের বলি দিয়েছিল তারা রাক্ষস হয়ে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেখানে তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটে। ইহলোকে যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেভাবে নরবলি দিয়ে তার রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে, হিংসিত ব্যক্তিরাও তেমন পরলোকে যজ্ঞকারীর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে।

শ্লোক ৩২

যে ত্বিহ বা অনাগসোঽরণ্যে গ্রামে বা বৈশ্রম্ভকৈরুপসৃতানুপবিশ্রম্ভয্য জিজীবিষূন্ শূলসূত্রাদিষূপপ্রোতান্ ক্রীড়নকতয়া যাতয়ন্তি তেঽপি চ প্রেত্য যমযাতনাসু শূলাদিষু প্রোতাত্মানঃ ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং চাভিহতাঃ কঙ্কবটাদিভিশ্চেতস্ততস্তিগ্মতুণ্ডৈরাহন্যমানা আত্মশমলং স্মরন্তি ॥ ৩২ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অনাগসঃ**—নির্দোষ; **অরণ্যে**—বনে; **গ্রামে**—গ্রামে; **বা**—অথবা; **বৈশ্রম্ভকৈঃ**—বিশ্বাসের দ্বারা; **উপসৃতান্**—কাছে এনে; **উপবিশ্রম্ভয্য**—বিশ্বাস উৎপাদন করে; **জিজীবিষূন্**—জীবন রক্ষার জন্য; **শূল-সূত্র-আদিষু**—শূল, সূত্র ইত্যাদির দ্বারা; **উপপ্রোতান্**—বিদ্ধ করে; **ক্রীড়নকতয়া**—ক্রীড়নকের মতো; **যাতয়ন্তি**—যন্ত্রণা দেয়; **তে**—তারা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **যম-যাতনাসু**—যম-যন্ত্রণা;

শূল-আদিষু—শূল ইত্যাদিতে; **প্রোত-আত্মানঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **ক্ষুৎ-তৃড়্ভ্যাম্**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **চ**—ও; **অভিহতাঃ**—অভিভূত হয়ে; **কঙ্ক-বট-আদিভিঃ**—বক, শকুন আদি পক্ষীর দ্বারা; **চ**—এবং; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **তিগ্ম-তুণ্ডৈঃ**—তীক্ষ্ণ চঞ্চু; **আহন্যমানাঃ**—নির্যাতিত হয়ে; **আত্ম-শমলম্**—তাদের পাপকর্মের; **স্মরন্তি**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ ইহলোকে গ্রামে বা অরণ্যে জীবন রক্ষার্থে আগত পশু-পাখিদের আশ্রয় দান পূর্বক বিশ্বাস জন্মিয়ে শূল অথবা সূত্রের দ্বারা তাদের বিদ্ধ করে এবং তারপর ক্রীড়নকের মতো ক্রীড়া করে প্রবল যন্ত্রণা দেয়, তারা মৃত্যুর পর যমদূতদের দ্বারা শূলপ্রোত নামক নরকে নীত হয় এবং তাদের শরীর তীক্ষ্ণ শূল ইত্যাদির দ্বারা বিদ্ধ করা হয়। সেখানে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হয়, এবং চতুর্দিক থেকে বক, শকুন প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-চঞ্চু পক্ষী এসে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। এইভাবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তারা তখন তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে থাকে।

শ্লোক ৩৩

যে ত্বিহ বৈ ভূতান্যুদ্বেজয়ন্তি নরা উল্বণস্বভাবা যথা দন্দশূকাস্তেঽপি প্রেত্য নরকে দন্দশূকাখ্যে নিপতন্তি যত্র নৃপ দন্দশূকাঃ পঞ্চমুখাঃ সপ্তমুখা উপসৃত্য গ্রসন্তি যথা বিলেশয়ান্ ॥ ৩৩ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভূতানি**—জীবদের; **উদ্বেজয়ন্তি**—অনর্থক যন্ত্রণা দেয়; **নরাঃ**—মানুষ; **উল্বণ-স্বভাবাঃ**—ক্রোধপরায়ণ; **যথা**—ঠিক যেমন; **দন্দশূকাঃ**—সর্প; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **নরকে**—নরকে; **দন্দশূক-আখ্যে**—দন্দশূক নামক; **নিপতন্তি**—পতিত হয়; **যত্র**—যেখানে; **নৃপ**—হে রাজন্; **দন্দশূকাঃ**—সর্প; **পঞ্চমুখাঃ**—পাঁচটি ফণা সমন্বিত; **সপ্তমুখাঃ**—সাতটি ফণা সমন্বিত; **উপসৃত্য**—উঁচু করে; **গ্রসন্তি**—গ্রাস করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **বিলেশয়ান্**—মূষিক।

অনুবাদ

যারা ইহলোকে সর্পের মতো ক্রোধপরায়ণ হয়ে অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, তারা পরলোকে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। হে রাজন্, সেই নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্পেরা তাদের মূষিকের মতো গ্রাস করে।

শ্লোক ৩৪

যে ত্বিহ বা অন্ধাবটকুসূলগুহাদিষু ভূতানি নিরুন্ধন্তি তথামুত্র তেষেবোপবেশ্য সগরেণ বহ্নিনা ধূমেন নিরুন্ধন্তি ॥ ৩৪ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অন্ধ-অবট**—অন্ধকূপে; **কুসূল**—ধানের গোলায়; **গুহা-আদিষু**—গুহা ইত্যাদিতে; **ভূতানি**—জীবদের; **নিরুন্ধন্তি**—রুদ্ধ করে; **তথা**—তেমনই; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **তেষু**—সেই প্রকার স্থানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **সগরেণ**—বিষাক্ত ধূমের দ্বারা; **বহ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **ধূমেন**—ধোঁয়ার দ্বারা; **নিরুন্ধন্তি**—রুদ্ধ করে রাখা হয়।

অনুবাদ

যারা ইহলোকে অন্য প্রাণীদের অন্ধকূপে, গোলায় বা পাহাড়ের গুহায় রুদ্ধ করে কষ্ট দেয়, মৃত্যুর পর তাদের অবটনিরোধন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে অন্ধকূপ আদিতে বিষাক্ত ধূম এবং বহ্নির দ্বারা শ্বাসরোধ করে তাদের কঠোরভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়।

শ্লোক ৩৫

যস্ত্বিহ বা অতিথীনভ্যাগতান্ বা গৃহপতিরসকৃদুপগতমন্যুর্দিধক্ষুরিব পাপেন চক্ষুষা নিরীক্ষতে তস্য চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা গৃধ্রাঃ কঙ্ককাকবটাদয়ঃ প্রসহ্যোরুবলাদুৎপাটয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অতিথীন্**—অতিথি; **অভ্যাগতান্**—অভ্যাগতদের; **বা**—অথবা; **গৃহ-পতিঃ**—গৃহপতি; **অসকৃৎ**—বহুবার; **উপগত**—প্রাপ্ত হয়ে; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **দিধক্ষুঃ**—দগ্ধ করতে উদ্যত; **ইব**—সদৃশ; **পাপেন**—পাপী; **চক্ষুসা**—চক্ষুতে; **নিরীক্ষতে**—দৃষ্টিপাত করে; **তস্য**—তার; **চ**—এবং; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **নিরয়ে**—নরকে; **পাপ-দৃষ্টেঃ**—পাপপূর্ণ যার দৃষ্টি; **অক্ষিণী**—চক্ষু; **বজ্রতুণ্ডাঃ**—বজ্রের মতো কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট; **গৃধ্রাঃ**—শকুন; **কঙ্ক**—বক; **কাক**—কাক; **বট-আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য পক্ষী; **প্রসহ্য**—সহসা; **উরু-বলাৎ**—বলপূর্বক; **উৎপাটয়ন্তি**—উৎপাটন করে।

অনুবাদ

যে গৃহপতি অতিথি অভ্যাগত দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাদের ভস্মীভূত করতে উদ্যত হয়, তাকে পর্যাবর্তন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে বজ্রের মতো কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট শকুন, বক, কাক ইত্যাদি পক্ষীরা সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষু সহসা বলপূর্বক উৎপাটন করে।

তাৎপর্য

বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে শত্রুও যদি গৃহে আসে, তা হলে গৃহস্থের কর্তব্য এমনভাবে তার সঙ্গে আচরণ করা যাতে সে ভুলে যাবে যে, সে তার শত্রুর বাড়িতে এসেছে। গৃহে যখন অতিথি আসে, তখন তাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে স্বাগত জানানো উচিত। যদি সে অবাঞ্ছিতও হয়, তবুও গৃহস্থের তার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানো উচিত নয়, কারণ যে তা করে, তাকে মৃত্যুর পর পর্যাবর্তন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানে শকুন, কাক, বক ইত্যাদি হিংস্র পাখিরা সহসা তার চক্ষু উৎপাটন করে নেবে।

শ্লোক ৩৬

যস্ত্বিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্কৃতিস্তির্যক্‌প্রেক্ষণঃ সর্বতোঽভিবিশঙ্কী অর্থব্যয়নাশচিন্তয়া পরিশুষ্যমাণহৃদয়বদনো নির্বৃতিমনবগতো গ্রহ ইবার্থমভিরক্ষতি স চাপি প্রেত্য তদুৎপাদনোৎকর্ষণসংরক্ষণশমলগ্রহঃ সূচীমুখে নরকে নিপততি যত্র হ বিত্তগ্রহং পাপপুরুষং ধর্মরাজপুরুষা বায়কা ইব সর্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই লোকে; **বা**—অথবা; **আঢ্য-অভিমতিঃ**—ধনগর্বে গর্বিত; **অহঙ্কৃতিঃ**—অহঙ্কারাচ্ছন্ন; **তির্যক্‌প্রেক্ষণঃ**—বক্র দৃষ্টি; **সর্বতঃ অভিবিশঙ্কী**—অন্যদের দ্বারা, এমনকি গুরুজনদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ভয়ে সন্দিগ্ধমনা; **অর্থ-ব্যয়-নাশ-চিন্তয়া**—ব্যয় অথবা ক্ষতির চিন্তায়; **পরিশুষ্যমাণ**—শুষ্ক; **হৃদয়-বদনঃ**—তার হৃদয় এবং মুখ; **নির্বৃতিম্**—সুখ; **অনবগতঃ**—প্রাপ্ত না হয়ে; **গ্রহঃ**—পিশাচ; **ইব**—সদৃশ; **অর্থম্**—ধন-সম্পদ; **অভিরক্ষতি**—রক্ষা করে; **সঃ**—সে; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **তৎ**—সেই সম্পদের; **উৎপাদন**—আয় করার জন্য; **উৎকর্ষণ**—বৃদ্ধি করে; **সংরক্ষণ**—রক্ষা করে; **শমল-**

গ্রহঃ—পাপকর্মের পন্থা অবলম্বন করে; **সূচীমুখে**—সূচীমুখ নামক; **নরকে**—নরকে; **নিপততি**—পতিত হয়; **যত্র**—যেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **বিত্তগ্রহম্**—ধনলোভী পিশাচ; **পাপ-পুরুষম্**—অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি; **ধর্মরাজ-পুরুষাঃ**—যমদূতেরা; **বায়কাঃ ইব**—সুদক্ষ তাঁতীর মতো; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **অঙ্গেষু**—অঙ্গে; **সূত্রৈঃ**—সুতার দ্বারা; **পরিবয়ন্তি**—সেলাই করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে তার ধনের গর্বে গর্বিত, সে মনে করে, "আমি কত ধনী। কে আমার সমকক্ষ হতে পারে?" এইভাবে অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয়ে সে সব সময় শঙ্কিত থাকে যে, অন্যেরা তার ধন অপহরণ করে নেবে। এমনকি সে তার গুরুজনদেরও সন্দেহ করে। এইভাবে ধন হারানোর ভয়ে তার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হয়ে যায়, এবং তার ফলে তাকে ঠিক একটি পিশাচের মতো দেখতে লাগে। সে কখনই সুখ পায় না এবং দুশ্চিন্তাহীন জীবন বলতে যে কি বোঝায়, তা সে জানতে পারে না। ধন উপার্জন, বর্ধন ও রক্ষণের জন্য যেহেতু তাকে পাপকর্ম করতে হয়, তার ফলে তাকে সূচীমুখ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে যমদূতেরা তার সর্বাঙ্গে তাঁতীর মতো সূত্র বয়ন করে।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন অর্জন করে, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত গর্বিত হয়ে ওঠে। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের অবস্থা ঠিক সেই রকম। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণদের কাছে কিছু থাকে না। ক্ষত্রিয়দের ধন-সম্পদ কেবল বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ আদি মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য। বৈশ্য কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু শূদ্র যদি ধন প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে তার অপব্যয় করে অথবা অকারণে সঞ্চয় করে। যেহেতু এই যুগে সুযোগ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য নেই এবং সকলেই শূদ্রে পরিণত হয়েছে (*কলৌ শূদ্রসম্ভবাঃ*), তাই আধুনিক সভ্যতায় শূদ্র মনোভাবের ফলে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যে কিভাবে অর্থের সদ্ব্যবহার করতে হয়, তা শূদ্রেরা জানে না। ধন-সম্পদকে বলা হয় লক্ষ্মী, এবং লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নারায়ণের সেবায় যুক্ত। তাই ধন-সম্পদ নারায়ণের সেবায় লাগানো অবশ্য কর্তব্য। সকলেরই কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃতের মহান আন্দোলন প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যবহার করা। তা না করে কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন

সংগ্রহ করে, তা হলে সে অবশ্যই ধনমদে মত্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধন-সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—"আমি সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা, এবং আমিই সর্বলোকমহেশ্বর।" অতএব শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউই কোন কিছুর মালিক নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন যদি থাকে, তা হলে তা শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করা উচিত। তা না করা হলে, মানুষ তার মিথ্যা সম্পদের গর্বে গর্বিত হবে এবং তার ফলে পরবর্তী জীবনে তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩৭

এবংবিধা নরকা যমালয়ে সন্তি শতশঃ সহস্রশস্তেষু সর্বেষু চ সর্ব এবাধর্মবর্তিনো যে কেচিদিহোদিতা অনুদিতাশ্চাবনিপতে পর্যায়েণ বিশন্তি তথৈব ধর্মানুবর্তিন ইতরত্র ইহ তু পুনর্ভবে ত উভয়শেষাভ্যাং নিবিশন্তি ॥ ৩৭ ॥

এবংবিধাঃ—এই প্রকার; **নরকাঃ**—বহু নরক; **যম-আলয়ে**—যমালয়ে; **সন্তি**—রয়েছে; **শতশঃ**—শত শত; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **তেষু**—সেই সমস্ত নরকে; **সর্বেষু**—সমস্ত; **চ**—ও; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অধর্ম-বর্তিনঃ**—যারা বৈদিক নিয়ম অথবা বিধি-বিধান পালন করে না; **যে কেচিৎ**—যে কেউ; **ইহ**—এখানে; **উদিতাঃ**—উল্লেখ করা হয়েছে; **অনুদিতাঃ**—উল্লেখ করা হয়নি; **চ**—এবং; **অবনি-পতে**—হে রাজন্; **পর্যায়েণ**—বিভিন্ন প্রকার পাপকর্মের মাত্রা অনুসারে; **বিশন্তি**—প্রবেশ করে; **তথা এব**—তেমনই; **ধর্ম-অনুবর্তিনঃ**—যারা পুণ্যবান এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করে; **ইতরত্র**—অন্য কোথাও; **ইহ**—এই লোকে; **তু**—কিন্তু; **পুনঃ-ভবে**—অন্য জন্মে; **তে**—তারা সকলে; **উভয়-শেষাভ্যাম্**—পাপ অথবা পুণ্যের অবশিষ্ট অংশের দ্বারা; **নিবিশন্তি**—তারা প্রবেশ করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যমালয়ে এই প্রকার শত সহস্র নরক রয়েছে। যে সমস্ত পাপীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, তারা সকলেই তাদের পাপকর্মের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার নরকে প্রবেশ করবে। আর যারা পুণ্যবান, তারা স্বর্গ আদি পুণ্যময় লোকে গমন করে। কিন্তু,

পাপী এবং পুণ্যবান উভয়কেই তাদের কর্মফল শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়।

তাৎপর্য

এই বর্ণনাটি *ভগবদ্গীতার* প্রথম দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের অনুরূপ। *তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ* —এই জড় জগতে জীবকে বিভিন্ন লোকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা*—যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন। *অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ*—তেমনই, যারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা নরকে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা উভয়েই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা পুণ্যবান তাদেরও স্বর্গলোকে সুখভোগ করার পর পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয় (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। তাই, এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমনের ফলে জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। জীবনের সমস্যার সমাধান তখনই হবে, যখন আর জড় শরীর ধারণ করতে হবে না। কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ফলেই কেবল তা সম্ভব। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি এবং সমস্ত সমস্যার প্রকৃত সমাধান। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয়, সেই সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করাও উচিত নয় যার ফলে নরকে যেতে হতে পারে। জড় জগতে পূর্ণ উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হবে, যখন আমরা আমাদের চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাব। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সরল পন্থাটি বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* । পাপী অথবা পুণ্যবান কোনটিই হওয়া উচিত নয়। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে তাঁর ভক্ত হওয়া উচিত। শরণাগতির এই পন্থাটিও অত্যন্ত সরল। একটি শিশু পর্যন্তও তা করতে পারে। *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু* । কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া, তাঁর পুজা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা । এইভাবে জীবনের সমস্ত কার্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

নিবৃত্তিলক্ষণমার্গ আদাবেব ব্যাখ্যাতঃ। এতাবানেবাণ্ডকোশো যশ্চতুর্দশধা পুরাণেষু বিকল্পিত উপগীয়তে যত্তদ্ভগবতো নারায়ণস্য সাক্ষান্মহাপুরুষস্য স্থবিষ্ঠং রূপমাত্মমায়াগুণময়মনুবর্ণিতমাদৃতঃ পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়তি স উপগেয়ং ভগবতঃ পরমাত্মনোঽগ্রাহ্যমপি শ্রদ্ধাভক্তিবিশুদ্ধবুদ্ধির্বেদ ॥৩৮॥

নিবৃত্তি-লক্ষণ-মার্গঃ—ত্যাগের লক্ষণ সমন্বিত পন্থা বা মুক্তির পন্থা; **আদৌ**—শুরুতে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ব্যাখ্যাতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **এতাবান্**—এইটুকু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অণ্ডকোশঃ**—বিশাল অণ্ডসদৃশ ব্রহ্মাণ্ড; **যঃ**—যা; **চতুর্দশধা**—চৌদ্দটি ভাগে; **পুরাণেষু**—পুরাণে; **বিকল্পিতঃ**—বিভক্ত; **উপগীয়তে**—বর্ণিত হয়েছে; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **নারায়ণস্য**—নারায়ণের; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ ভাবে; **মহাপুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **স্থবিষ্ঠম্**—স্থূল; **রূপম্**—রূপ; **আত্মমায়া**—তাঁর নিজের শক্তির; **গুণ**—গুণের; **ময়ম্**—সমন্বিত; **অনুবর্ণিতম্**—বর্ণিত; **আদৃতঃ**—শ্রদ্ধাযুক্ত; **পঠতি**—পাঠ করে; **শৃণোতি**—অথবা শ্রবণ করে; **শ্রাবয়তি**—অথবা ব্যাখ্যা করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **উপগেয়ম্**—গীত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পরমাত্মনঃ**—পরমাত্মার; **অগ্রাহ্যম্**—যা বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **অপি**—যদিও; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **ভক্তি**—এবং ভক্তির দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **বুদ্ধিঃ**—যাঁর বুদ্ধি; **বেদ**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অনুবাদ

শুরুতে (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করেছি কিভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবনের বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিরাট রূপটি ভগবানের শক্তি এবং গুণের দ্বারা সৃষ্ট বাহ্য শরীর বলে মনে করা হয়। সাধারণত একে বলা হয় বিরাটরূপ। কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের এই বাহ্য শরীরের বর্ণনা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে ভাগবদ্ধর্ম বা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন, তা হলে তাঁর শ্রদ্ধা এবং কৃষ্ণভক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এই চেতনার বিকাশ করা যদিও অত্যন্ত কঠিন, তবুও এই পন্থায় নিজেকে পবিত্র করে ধীরে ধীরে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের পরম চেতনা লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী আধুনিক যুগের মানুষদের বোধগম্য করে প্রকাশ করছে যাতে তাদের বিশুদ্ধ চেতনার উন্মেষ হয়। এই চেতনা ব্যতীত

মানুষ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । কেউ স্বর্গেই যাক অথবা নরকেই যাক, উভয় ক্ষেত্রেই কেবল তার সময়েরই অপচয় হয়। তাই মানুষের কর্তব্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে ভগবানের বিরাটরূপ সম্বন্ধে শ্রবণ করা। তা তাকে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে রক্ষা করে মুক্তির পথে ক্রমশ উন্নীত করবে, যাতে সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ৩৯

শ্রুত্বা স্থূলং তথা সূক্ষ্মং রূপং ভগবতো যতিঃ ।
স্থূলে নির্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েদিতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রুত্বা—(গুরু পরম্পরার ধারায়) শ্রবণ করে; **স্থূলম্**—স্থূল; **তথা**—এবং; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম; **রূপম্**—রূপ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **যতিঃ**—সন্ন্যাসী বা ভক্ত; **স্থূলে**—স্থূল রূপ; **নির্জিতম্**—বিজিত; **আত্মানম্**—মন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **সূক্ষ্মম্**—ভগবানের সূক্ষ্ম চিন্ময় রূপ; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **নয়েৎ**—পরিচালিত করা উচিত; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

যিনি মুক্তির পথ অবলম্বন করেছেন এবং বদ্ধ জীবনের প্রতি যাঁর কোন আসক্তি নেই, তাঁকে বলা হয় যতি বা ভক্ত। তাঁর কর্তব্য প্রথমে ভগবানের বিরাট-রূপের চিন্তার দ্বারা মনকে বশীভূত করে, তারপর ধীরে ধীরে মনকে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপের (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের) চিন্তায় মগ্ন করা। এইভাবে মন সমাধিস্থ হয়। ভক্তির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যা ভক্তের চরম লক্ষ্য। এইভাবে তাঁর জীবন সার্থক হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—*মহৎসেবাং দ্বারম্ আহুর্বিমুক্তেঃ*—কেউ যদি মুক্তির পথে অগ্রসর হতে চান, তা হলে তাঁকে মহাত্মা বা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, কারণ সেই সঙ্গপ্রভাবে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর আদির শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণের পূর্ণ সুযোগ থাকে, যা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত হয়েছে। বন্ধনের পথে বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। যিনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁর কর্তব্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যোগদান করে

ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার উদ্দেশ্যে তা বিশ্লেষণ করা।

শ্লোক ৪০

ভূদ্বীপবর্ষসরিদদ্রিনভঃসমুদ্র-
পাতালদিঙ্‌নরকভাগণলোকসংস্থা ।
গীতা ময়া তব নৃপাদ্ভুতমীশ্বরস্য
স্থূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়ধাম ॥ ৪০ ॥

ভূ—এই পৃথিবীর; **দ্বীপ**—এবং অন্যান্য লোকের; **বর্ষ**—ভূখণ্ড; **সরিৎ**—নদী; **অদ্রি**—পর্বত; **নভঃ**—আকাশ; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **পাতাল**—পাতাল; **দিক্**—দিক; **নরক**—নরক; **ভাগণ-লোক**—নক্ষত্র এবং উচ্চতর লোক; **সংস্থা**—অবস্থিতি; **গীতা**—বর্ণিত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তব**—আপনার জন্য; **নৃপ**—হে রাজন্; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **স্থূলম্**—স্থূল; **বপুঃ**—শরীর; **সকল-জীব-নিকায়**—সমস্ত জীবদের; **ধাম**—আশ্রয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি আপনার কাছে এই পৃথিবী, অন্যান্য লোক, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক, নরক ও নক্ষত্রমণ্ডল বর্ণনা করলাম। সেগুলি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের বিরাটরূপ। এইভাবে আমি ভগবানের পরম অদ্ভুত বাহ্য শরীরের ব্যাখ্যা করলাম ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'নরকের বর্ণনা' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

—৫ই জুন, ১৯৭৫ হনলুলুর পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে সমাপ্ত হল।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদ তাঁর *গৌড়ীয় ভাষ্যে* পঞ্চম স্কন্ধের পরিশিষ্ট তত্ত্ব নিম্নে প্রদান করেছেন—

শাস্ত্রকারগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারশ্রেণীকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন;—প্রাভব ও বৈভব। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার—চিরস্থায়ী ও অতিবিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য। এই স্কন্ধে ৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে ঋষভদেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,

তিনি—অতিবিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রাভবাবতারদিগের অন্যতম। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ১/৩/১৩ শ্লোকে ইঁহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

অষ্টমে মেরুদেব্যাং তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥

অর্থাৎ "অষ্টম-অবতারে ঋষভ-নামক বিষ্ণু জ্ঞানিদিগকে সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পারমহংস্য-পন্থা দেখাইয়া আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

ঋষভদেব—ভগবান বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ 'অপ্রাকৃত' ও 'সচ্চিদানন্দময়' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হওয়ায় তাঁহাতে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকৃত *'সিদ্ধান্তরত্নে'র* ১ম পাদ ৬৫-৬৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

ঋষভদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা মাত্র; কেননা, তাঁহার চিন্ময়-দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব হয়। এই স্কন্ধে (*ভা* ৫/৬/১১) *দেব-মায়া-বিমোহিতাঃ* এই শব্দের দ্বারা অজ্ঞ-প্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার, (*ভা* ৫/৫/১৯) *ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্* অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্য শরীর—অবিতর্ক্য' এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহা-ই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ, তৎসেবক সিদ্ধ-জীবেরই যখন হেয়াংশ-যোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা জগজ্জনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, যাঁহারা—মলমূত্রাদি-রহিত, তাঁহারাই 'পুণ্যশ্লোক' বলিয়া কথিত হন।"

আবার, *ভা* ৫/৫/৩২-৩৩ গদ্যে ঋষভদেব নিজ-পুরীষাদি হেয়বস্তুসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারিদিগের কদাচারের পোষকতা-সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে স্বধর্মোপদেষ্টা জানিয়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান ঋষভদেব যে অধর্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া 'কোঙ্ক', 'বেঙ্ক' ও 'কুটক' দেশের রাজা 'অর্হৎ' কলিযুগে অধর্ম-মার্গ অর্থাৎ বেদ-বহির্ভূত চিহ্নধারী পাষণ্ড-সম্প্রদায় পদ্ধতি স্থাপন করিবেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়া -দ্বারা তৎস্বরূপের অন্যরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম-স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য-দোষও ঘটিতেছে না; কেননা, শ্রীভগবান—স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময় অথচ তটস্থ-

স্বভাব জীবকে তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার ফলে তৎকৃত কর্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের চিন্ময়-দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া *দাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ* (ভা ৫/৬/৮) অর্থাৎ 'তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'— এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ অন্যরূপ, যথা—*তেন সহ*— এস্থলে 'কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল ঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিল। ইহা-দ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই, পরন্তু ঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, আর ঋষভদেব বনবাসিদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (ভা ৫/৫/২৮) "ঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাতে তদ্ধর্মের কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায় এবং তাঁহার দেহত্যাগ-প্রকারও—যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও— তৎসেবকদিগের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে। অষ্টম স্কন্ধে যে ঋষভদেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তিনি—এই ঋষভদেব হইতে ভিন্ন।

পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত